শাস্ত্রমূলক

ভারতীয় শক্তিসাধনা

উপেন্দ্রকুমার দাস

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায় ১৩—অধ্যায় ১৯

নির্ঘণ্ট- ও পুস্তকবিবরণী-সহ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পঞ্চতত্ত্ব ও শবসাধনা

পূর্বাধ্যায়ে কৌলাচারের যে-সব ব্যভিচারের উল্লেখ করা হয়েছে লক্ষ্য করা গেছে সে-সব সমস্তই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকারসম্পর্কিত। শুধু কৌলাচার নয়, কৌলাচার, সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার এক কথায় বামমার্গের সাধনার নামে যত ব্যভিচার হয়েছে তা সবই পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে।

পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা—অশিক্ষিত লোকের কথা দূরে থাক, শিক্ষিত সাধারণেরও পঞ্চতত্ত্বের মর্ম জানা নেই। শুধু জানা নেই নয়, অনেকেই ভুল জানেন। সাধনার নামে ব্যভিচারকেই অনেকে সাধনা মনে করেন। এই-সব কারণে তান্ত্রিক সাধনা তাঁদের কাছে হেয় এবং অবজ্ঞাত।

অজ্ঞতার কারণ—বামাদি যে-তিনটি আচারে পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা বিহিত, লক্ষ্য করা গেছে সেই তিনটি আচারের সাধনাই গোপন সাধনা।[১] কাজেই সম্প্রদায়ের বাইরের কোনো লোকের পক্ষে পঞ্চতত্ত্বের মর্ম জানা সম্ভবপর ছিল না।

তন্ত্রগ্রন্থ দেখেও কিছু জানার উপায় ছিল না। কারণ সম্প্রদায়ের বাইরের লোককে গোপন আচারবিষয়ক তন্ত্র দেখতে দেওয়া হত না। কোনো প্রকারে কোনো গ্রন্থ বাইরের কেউ দেখতে পেলেও পঞ্চতত্ত্বের মর্ম তার পক্ষে জানা সম্ভবপর হত না ; কেন না সে-মর্ম গুরুগম্য। তা ছাড়া পঞ্চতত্ত্বের সাধনাদি-সম্পর্কে তন্ত্রে অনেক ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সঙ্কেতের অর্থ না বুঝতে পারলে এই সাধনার মর্ম জানা যায় না। সংকেতের অর্থও গুরুর কাছে জানতে হত।

আরেকটি কথা, কৌলতন্ত্রাদি যে-সব তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা বিহিত হয়েছে সে-সব তন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো কোনো তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বসম্বলিত আচারাদির নিন্দা আছে। এ বিষয়ের উল্লেখ কুলতন্ত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলছেন—এই কুলধর্ম জেনে সব মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে মনে করে আমি লোকসমাজে কুলধর্মের নিন্দা করেছি।[২]

এই-সব নানা কারণে পঞ্চতত্ত্বের মর্ম প্রাক্-আধুনিক কালে সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। আধুনিক কালে পঞ্চতত্ত্ববিষয়ক আকর-গ্রন্থ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এইজন্য এ যুগে এই বিশেষ সাধনার মর্ম শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভবপর।

---

১ (i)…তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ, তৈরর্চনং গুপ্ত্যা, প্রাকট্যান্নিরয়ঃ।—প ক সূ ১।১২

(ii) পঞ্চতত্ত্বেন কর্তব্যং সদৈব পূজনং মহৎ। অতিগুপ্তেন কর্তব্যং সর্বথৈব সুনিশ্চিতম্।—কৌ নি, উঃ ১০

২ কুলধর্মমিমং জ্ঞাত্বা মুচ্যেয়ুঃ সর্বমানবাঃ। ইতি মত্বা কুলেশানি ময়া লোকে বিগর্হিতম্।

—দ্রঃ বা নি ১।২২-এর সে ব

পঞ্চতত্ত্ব শাস্ত্রবিহিত—পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত ধর্মসাধনা। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে শাস্ত্র বলে তাকেই যা বর্ণাশ্রমব্যবস্থার অনুসরণকারীদের সর্বদা শাসন করে ও সমস্ত পাপ থেকে ত্রাণ করে।[১]

তন্ত্র যে বেদতুল্য শাস্ত্র তা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই তন্ত্রে যা উচ্চ স্তরের শক্তিসাধনার অঙ্গ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে তা কখনও গর্হিত হতে পারে না। তবে তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছে যাগকালে অর্থাৎ সাধনার সময় তার অঙ্গরূপেই পঞ্চমকার সেবন বিহিত, নৈলে অন্য সময়ে অবশ্যই গর্হিত।[২]

আসল কথা, কোনো কাজ গর্হিত কি শ্রেয়, ভাল কি মন্দ, তা নির্ভর করে কি বাসনা নিয়ে কাজটি করা হচ্ছে তার উপর। বাসনা যদি কুৎসিত হয় তা হলে কাজটি গর্হিত হবে; বাসনা কুৎসিত না হলে কোনো কাজ গর্হিত হয় না। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝান হয়েছে। বলা হয়েছে[৩] যখন পুরুষ শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বিনির্গত হয় তখন তার দেহে সব ইন্দ্রিয়গুলিই থাকে এবং বহির্গমনকালে তার উপস্থের সঙ্গে মাতৃযোনির সংযোগ হয় কিন্তু শিশু বাসনাহীন নির্বিকার বলে এরূপ সংযোগে তার কোনো পাপ হয় না। কিন্তু পুত্র যদি কামবশে মাতৃগমন করে তা হলে সে গুরুতল্পগ পাতকী হয়। অতএব বাসনা কুৎসিত হলেই সেই বাসনামূলক কর্ম দোষের হয়, অন্য সব কর্মই শুভ। সবই পবিত্র, বাসনাই কলুষিত।

বাসনার মূল মনে। তাই মনকেই পাপ বা পুণ্যের কারণ বলা হয়।[৪] অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানকারীর মনোভাব অনুসারে কোনো কর্ম পাপ কি পুণ্য তা নির্ণীত হবে। একই কাজ, কিন্তু বাসনা বা ভাব অনুসারে তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। দুহিতারও মুখচুম্বন করা হয় আর কান্তারও করা হয়। কিন্তু ভাব ভিন্ন বলে উভয় ক্ষেত্রে তার অর্থ এক নয়।[৫] অতএব যখন যে-কাজে যার বাসনা কুৎসিত থাকে তখন সে-কাজ তার পক্ষে দোষের হয়, নৈলে হয় না।[৬]

---

১ শাসনাদনিশং দেবি বর্ণাশ্রমনিবাসিনাম্। তারণাৎ সর্বপাপেভ্যঃ শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।—কু ত, উঃ ১৭

২ মৎস্যমাংসসুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্। যাগকালং বিনান্যত্র দোষণং কথিতং প্রিয়ে।—ঐ, উঃ ৫

৩ মাতৃগর্ভাদ্ বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়ঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যখিলান্যস্য দেহস্থান্যপি বল্লভে।
নির্বিকারতয়া তত্র নান্যথা ভবতি প্রিয়ে। ভগ-লিঙ্গসমাযোগো জন্মকালে ভবেৎ সদা।
কাম্যতে সা যদা দেবি জায়তে গুরুতল্পগঃ। অতএব যদা তস্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ।
তত্তদ্দূষণসংযুক্তমন্যৎ সর্বং শুভং ভবেৎ। পবিত্রং সকলং ভদ্রে বাসনা কলুষা স্মৃতা।
—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪৬-৪৭

৪ (i) পাপং বা যদি বা পুণ্যং উভয়োঃ কারণং মনঃ।—গা ত, পঃ ৩
(ii) মনঃ করোতি পাপানি মনঃ পাপেন লিপ্যতে।—গ ত ৩৬।৫৬

৫ ভাবেন চুম্বিতা কান্তা ভাবেন দুহিত্রাননম্।—দ্রঃ T. T.. Vol, IX, Preface, p. 7

৬ অতএব যদা যস্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ। তদা দোষায় ভবতি নান্যথা দূষণং ক্বচিৎ।—কৌ নি, উঃ ৮

কাজেই "অনুষ্ঠান যাহাই হউক, এই intention-টাই বড় কথা। যে উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম করা হয়, ধর্মের ইতিহাসে তাহাই বড় কথা।"[১]

সাধারণভাবে বলা যায় পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অন্তর্নিহিত বাসনা বা উদ্দেশ্য অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি এবং তজ্জনিত মুক্তিলাভ। কাজেই ব্রহ্মনিষ্ঠ মন নিয়ে শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্ব-সেবনে নিন্দনীয় কিছুই থাকতে পারে না।

বাসনা কথাটা তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পর্কে ভাবনা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পঞ্চতত্ত্ব-সেবন বামমার্গের সাধকের বাহ্যপূজার অঙ্গ। কৌলমার্গরহস্যের মতে তন্ত্রশাস্ত্রে বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত প্রত্যেক ক্রিয়ারই বাসনার অর্থাৎ সাধক কোন ক্রিয়া কিরূপ ভাবনা করে করবেন তার বিধান আছে।[২]

পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—শ্রীগুরু ও কুলশাস্ত্রের কাছ থেকে সম্যক্‌রূপে বাসনা অবগত হয়ে সাধককে পঞ্চমুদ্রা অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বসেবা করতে হবে, নৈলে পতন হবে।

পঞ্চতত্ত্বের বাসনার বিবরণ কুলার্ণবাদি তন্ত্রে আছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে পঞ্চতত্ত্বের পরিচয় জানা আবশ্যক।

পঞ্চতত্ত্ব কি?—নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা এবং মৈথুন এই পাঁচটি পঞ্চতত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্ব নির্বাণমুক্তির হেতু-স্বরূপ।[৪]

পঞ্চতত্ত্বের প্রচলিত নাম পঞ্চমকার। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে পঞ্চমকারকে দেবতাপ্রীতিকারক বলা হয়েছে।[৫] পঞ্চতত্ত্বের মদ্যাদি পাঁচটি শব্দের আদ্যক্ষর ম। এইজন্য এই পাঁচটি পদার্থকে সংক্ষেপে বলা হয় পঞ্চমকার।

পঞ্চমকারকে পঞ্চমুদ্রাও বলা হয়।[৬] আবার পঞ্চমকারের স্থলে কুলদ্রব্য[৭] বা কুলতত্ত্ব[৮] শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ—মহানির্বাণতন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের কতকগুলি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যথা—আদ্য তত্ত্ব অর্থাৎ মদ্য জীবের আনন্দজনক, সর্বদুঃখবিস্মরণকারী মহৌষধ। গ্রাম্য

---

১ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৫৭ ২ কৌ র, পৃঃ ৩০

৩ শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্‌ বিজ্ঞায় বাসনাম্‌। পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ।—কু ত, উঃ ৫

৪ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।—নি ত, পঃ ১১

৫ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। মকারপঞ্চকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্‌।
—শ স ত, তা খ, পঃ ৩২

৬ ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনা কুলনায়িকে।—কু ত, উঃ ৫

৭ সেবিতে চ কুলদ্রব্যে কুলতত্ত্বার্থদর্শিনঃ। জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ।—কৌ নি, উঃ ৮

৮ সেবিতে কুলতত্ত্বে তু কুলতত্ত্বসদর্শিনঃ।—যো ত, পূ খ, উঃ ৬

বায়ব্য এবং বন্য পশু ও পক্ষির মাংস পুষ্টিতেজবলকারক। সুন্দর ও সুস্বাদু মৎস্য প্রজনন-শক্তিবর্ধক। মুদ্রা ভূমিজাত, সুলভ এবং ত্রিজগতের জীবের জীবন এবং তাদের আয়ুর মূল। শেষতত্ত্ব আনন্দকর, সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টির কারণ, অনাদি অনন্ত জগতের মূল।[১] আবার পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে পঞ্চমহাভূতকে মিলান হয়েছে। মদ্য তেজ, মাংস মরুৎ, মৎস্য অপ্, মুদ্রা ক্ষিতি আর পঞ্চম তত্ত্ব জগতের আধার ব্যোম।[২]

প্রকারভেদ—পঞ্চতত্ত্বের তিনটি প্রকারভেদ আছে। যথা প্রত্যক্ষতত্ত্ব, অনুকল্পতত্ত্ব আর দিব্যতত্ত্ব।[৩] আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর এই ত্রিবিধ ভেদও লক্ষ্য করা যায়।[৪] স্থূল আর প্রত্যক্ষ পঞ্চতত্ত্ব একই। স্থূল পঞ্চতত্ত্বকে মুখ্য পঞ্চতত্ত্বও বলা হয়। সূক্ষ্ম আর দিব্য পঞ্চতত্ত্ব এক। এই পঞ্চতত্ত্ব যোগসাধনার বস্তু। সূক্ষ্মপঞ্চতত্ত্বের সূক্ষ্মতররূপ আছে। তাই পর বা দিব্য পঞ্চতত্ত্ব। এ অতি গভীর তত্ত্ব, গুরূপদেশ এবং সাধনার দ্বারা এটি লভ্য।[৫]

স্থূলপঞ্চতত্ত্ব

মদ্য—আদিতত্ত্ব মদ্য। তন্ত্রে নানারকমের মদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরশুরাম কল্পসূত্রে[৬] বার্ক্ষ অর্থাৎ তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের রস থেকে উৎপন্ন, গৌড় অর্থাৎ গুড় থেকে উৎপন্ন, পিষ্টপ্রকৃতি অর্থাৎ পিষ্টক থেকে উৎপন্ন, অন্ধস অর্থাৎ অন্নোদ্ভুত (পচাই মদ), বাল্কল অর্থাৎ গাছের ছাল থেকে তৈরি এবং কৌসুম অর্থাৎ ফুলের থেকে তৈরি মদের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে সাধনায় ব্যবহৃত মদ্য আনন্দজনক, রুচির অর্থাৎ যা দেখামাত্র মন প্রসন্ন হবে এমনি, সুগন্ধযুক্ত এবং লঘু অর্থাৎ যা খেলে শরীরের ধাতুবৈষম্য হয় না এমনি হওয়া চাই।

---

১ মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ। আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্।
গ্রাম্যবায়ব্যবন্যানামুদ্ভূতং পুষ্টিবর্ধনম্। বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্।
জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্। প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্।
সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ। আয়ুর্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্।
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্। অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্।
—মহা ত ৭।১০৩, ১০৫-১০৮

২ আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে। অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে।
পঞ্চমং জগদাধারা বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে।—ঐ ৭।১০৯-১১০

৩ দ্রঃ Ś. Ś., 4th. Ed., p. 606 ৪ দ্রঃ কৌ র, ভূমিকা, পৃঃ।৶ ৫ ঐ, পৃঃ।৹

৬ সানন্দস্য রুচিরস্যামোদিনো লঘুনো বার্ক্ষস্য
গৌড়স্য পিষ্টপ্রকৃতিন অন্ধসো বাল্কলস্য
কৌসুমস্য বা যথাদেশসিদ্ধস্য বা তস্য পরিগ্রহঃ।—প ক সূ ১০।৬২

কুলার্ণবতন্ত্রেও নানারকম মদ্যের নাম করা হয়েছে। পরশুরামকল্পসূত্রোক্ত মদ্যের অতিরিক্ত পানস ঐক্ষব মৈরেয় নারিকেলজ মাধ্বী এই কটি মদ্যের নাম এই তালিকায় আছে। উক্ত তন্ত্রে প্রত্যেক প্রকারের মদ্যের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং পৈষ্টী গৌড়ী ও মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। পৈষ্টী সর্বসিদ্ধিকরী, গৌড়ী ভোগপ্রদা এবং মাধ্বী মুক্তিপ্রদা সুরানাম্নী দেবতা।[১]

মহানির্বাণতন্ত্রমতেও উক্ত ত্রিবিধ সুরাই উত্তম। এই তন্ত্রে বলা হয়েছে—তালখেজুরের রসের থেকে নানা রকম সুরা তৈরি হয় আবার দেশভেদে এবং দ্রব্যভেদে নানা প্রকারের সুরা হয়। এই-সব সুরা দেবতার্চনে প্রশস্ত।[২]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে গৌড়সম্প্রদায়সম্মত ত্রয়োদশ প্রকার সুরার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] এই-সব তন্ত্রবচন প্রমাণ করে দেশে নানা রকমের মদ্য প্রচলিত ছিল এবং সেই-সব মদ্য সাধনায় ব্যবহৃত হত। মহানির্বাণতন্ত্রের বিধান অনুসারে সুরা যে-কোনো উপায়েই উৎপন্ন হোক না কেন, এবং যে-কোনো লোকই নিয়ে আসুক না কেন, শোধিত হলে সাধককে সর্বসিদ্ধি প্রদান করে। সুরার ব্যাপারে কোনো জাতিভেদ নেই।[৪]

মাংস—সাধনায় কোন কোন জন্তুর মাংস প্রশস্ত কোনো কোনো তন্ত্রে তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন যোগিনীতন্ত্রে আছে[৫]—যে-সব প্রাণীর মাংস গ্রহণীয় তারা ভূচর- ও খেচর-ভেদে দ্বিবিধ। আবার ভূচর পশু বনজ- ও গ্রামজ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রশস্ত ভূচর পশু দশটি। তার মধ্যে ছাগ আর মেষ গ্রামজ। আর বরাহ, শল্যক অর্থাৎ শজারু, রোজ, রুরু, হরিণ, খড়্গী, গোধা এবং শশক বন্য। রুগ্ন ও মৃত পশু বর্জনীয়। কোমল সর্বাঙ্গপুষ্ট প্রাণী সর্বোত্তম। প্রশস্ত খেচরও দশটি। যথা—গ্রাম্য কুক্কুট, আরণ্য কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, চক্রবাক সারস, রাজহংস, জলকুক্কুট, হংস ও চটক।[৬]

১ সর্বসিদ্ধিকরী পৈষ্টী গৌড়ী ভোগপ্রদায়িনী। মাধ্বী মুক্তিকরী জ্ঞেয়া সুরাখ্যা দেবতা প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ৫

২ গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।। সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জুরসম্ভবা।
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ। বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চনে।—মহা ত ৬।২-৩

৩ ত্রয়োদশবিধা দেবি মদিরা গৌড়সম্মতা।—শ স ত, কা খ, ৩।৪৬

৪ যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাঽপি বা। নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্বসিদ্ধিদা।—মহা ৬।৪

৫ দ্বিতীয়ভেদং বক্ষ্যামি দ্বিবিধং তচ্ছৃণু প্রিয়ে। ভূচরং খেচরং চৈব পুনস্তদ্দ্বিবিধং স্মৃতম্।
গ্রামজং বনজং চাপি গ্রামজং ছাগমেষকৌ। বরাহঃ শল্যকো রোজো রুরুর্হরিণ এব চ।
খড়্গী গোধা চ শশকঃ দশধা ভূচরাঃ স্মৃতাঃ। রোগিণঃ কালবিহতাঃ পরিত্যাজ্যা মহেশ্বরি।
কোমলাঃ পুষ্টসর্বাঙ্গাঃ ভবেয়ুশ্চোত্তমোত্তমাঃ।—দ্রঃ প ক সূ ১০।৬২-এর বৃত্তি

৬ গ্রাম্যারণ্যৌ কুক্কুটৌ চ ময়ূরস্তিত্তিরিস্তথা। চক্রবাকঃ সারসশ্চ রাজহংসস্তথৈব চ।
জলকুক্কুটহংসৌ চ চটকো দশ খেচরাঃ।—ঐ

মহামাংস—শ্যামারহস্যে উদ্ধৃত যামলবচনে গো নর ইভ অশ্ব মহিষ বরাহ অজ এবং মৃগের মাংসকে মহামাংস বলা হয়েছে। আর এই অষ্ট মহামাংসকে দেবতার প্রীতিকর বলা হয়েছে।[১] বৃহৎতন্ত্রসারধৃত[২] ভৈরবতন্ত্রবচনেও এই অষ্ট মহামাংসের উল্লেখ আছে, তবে ইভের স্থলে মেষের নাম করা হয়েছে।

মহামাংস বলতে লোকে সাধারণতঃ নরমাংসই বোঝে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রে মহামাংস কথাটা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য—তন্ত্রশাস্ত্রে উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ মৎস্যের কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রমতে শাল পাঠীন অর্থাৎ বোয়াল এবং রোহিত এই তিনি রকমের মাছ উত্তম। পাকা কাঁটাশূন্য তৈলাক্ত এবং স্বাদু এই চাররকমের মাছ মধ্যম। মধ্যম মাছ দেবীর প্রীতিকর। উত্তম ব্যক্তিরা বলেন সেই সমস্ত মৎস্য ক্ষুদ্র হলেই অধম।[৩] মহানির্বাণতন্ত্রের মতে অধম মৎস্য বহুকণ্টকযুক্ত তবে উত্তমরূপে ভর্জিত হলে তাও দেবীকে প্রদান করা যায়।[৪]

যোগিনীতন্ত্রের মতে কূর্মও তৃতীয় তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

মুদ্রা—চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রা সম্বন্ধে উক্ত তন্ত্রে বলা হয়েছে ভৃষ্টধান্যাদি অর্থাৎ খৈ প্রভৃতি যা যা চর্বণীয় তাই মুদ্রা।[৬] ব্রাহ্মণাদি সবাই এই মুদ্রা গ্রহণ করতে পারেন।

আবার ছোলা বা মাষকলাই দিয়ে তৈরি, ঘি বা তেলে ভাজা, মধুর ও সুসংস্কৃত দ্রব্যও মুদ্রা। কিংবা গম চাউল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি লবণযুক্ত মনোহর এবং সুস্বাদু দ্রব্যকেও মুদ্রা বলা হয়।[৭]

মহানির্বাণতন্ত্রের মতে মুদ্রা উত্তমাদিভেদে ত্রিবিধ। চাঁদের আলোর মতো ধবধবে

---

১ গোনরেভাশ্ব (গোধা চৈবাশ্ব)-মহিষ বরাহাজমৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারণম্।—শ্যামারহস্য, পরিঃ ৩

২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৬৩০

৩ মৎস্যস্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং উত্তমাধমমধ্যমম্। উত্তমং ত্রিবিধং দেবি শালপাঠীনরোহিতঃ।
প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং স্বাদুসংযুতম্। দেব্যাঃ প্রীতিকরশ্চৈব মধ্যমং স্যাচ্চতুর্বিধম্।
ক্ষুদ্রাণি তানি সর্বাণি অধমান্যাহুরুত্তমাঃ।—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ৩

৪ মধ্যমা কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ। তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জিতাঃ। —মহা ত ৬।৮

৫ মৎস্যঃ কূর্মশ্চ দেবেশি তৃতীয়ং ত্রিবিধং স্মৃতম্।—দ্রঃ প ক স্ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

৬ ভৃষ্টধান্যাদিকং যদ্ যৎ চর্বণীয়ং প্রচক্ষতে। সা মুদ্রা কথিতা দেবি সর্বেষাং নগনন্দিনি।—যো ত, পূ খ, পঃ ৬

৭ চণকোত্থা মাষজা বা মুদ্রাঃ স্যু র্ঘৃতপচিতা। তৈলপক্কা অপি শিবে মধুরাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ।
লবণাদ্যৈঃ সংস্কৃতা বা গোধূমৈস্তণ্ডুলাদিভিঃ। নির্মিতা রুচিরাকারা স্বাদুযুক্তা মহেশ্বরি।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক স্ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

শাদা শালিচালের তৈরি কিংবা যব বা গমের তৈরি ঘিয়ে ভাজা মনোরম মুদ্রা উত্তম, ধান্যাদি ভেজে যে-মুদ্রা হয় অর্থাৎ খৈ প্রভৃতি মধ্যম আর অন্যান্য বীজাদি ভেজে যে-মুদ্রা হয় তাই অধম।[১]

শুদ্ধি—এই প্রসঙ্গে বলা যায় দেবতাকে মদ্যের সঙ্গে মাংস মৎস্য মুদ্রা ফলমূলাদি যা-কিছু নিবেদন করা হয় তাকে তন্ত্রশাস্ত্রে শুদ্ধি বলা হয়। শুদ্ধি ছাড়া দেবতাকে মদ্য দান করলে, দেবতার পূজা তর্পণ করলে, তা নিষ্ফল হয়, দেবতা প্রসন্ন হন না।[২]

মৈথুন—মিথুন অর্থ যুগল। যুগলের সংযোগ মৈথুন। সাধনার অঙ্গীভূত মুখ্য মৈথুন শিবস্বরূপ সাধকের সঙ্গে শিবস্বরূপিণী সাধিকার সংযোগ।

তন্ত্রশাস্ত্রে নারীকে বলা হয় শক্তি বা প্রকৃতি। তান্ত্রিক সাধক নিজের সাধনসঙ্গিনী স্ত্রীকে বলেন শক্তি বা ভৈরবী।[৩] পঞ্চমতত্ত্ব-সাধনে সাধারণতঃ সাধকের স্ত্রী বা স্বশক্তিই সাধনসঙ্গিনী হন। মহানির্বাণতন্ত্রমতে নিবীর্য প্রবল কলিতে স্বকীয়া অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীসহ পঞ্চমতত্ত্বসাধন সর্বদোষবর্জিত।[৪] স্বকীয়া ভিন্ন অন্য শক্তিদের সঙ্গে পঞ্চমতত্ত্বসাধন নিষিদ্ধ, তাঁদের শুধু পূজা বিহিত।[৫]

অতি উচ্চকোটির সাধকের পক্ষে পরকীয়া অর্থাৎ পরশক্তির সঙ্গে পঞ্চমতত্ত্বসাধনের ব্যবস্থা তন্ত্রে অবশ্য দেওয়া হয়েছে।[৬] কিন্তু কলিকালে এ রকম সাধক বিরল। এইজন্যই মহা-নির্বাণতন্ত্রে পূর্বোক্ত বিধান দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রাহ্ম এবং শৈব এই দুই রকমের বিবাহ বিহিত। সনাতনধর্মী সমাজে যে-রকমের বিবাহ প্রচলিত রয়েছে তাই ব্রাহ্ম বিবাহ। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে কুলধর্মানুসারে বিহিত নির্দোষ ব্রাহ্ম বিবাহ সবর্ণবিবাহ। তাতে কন্যা বরের সগোত্র এবং সপিণ্ড হতে পারে না। ব্রাহ্ম বিবাহের পত্নীই গৃহেশ্বরী।[৭]

---

১ মুদ্রাঽপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ। চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমম্। মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভ্রষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্তিতা।—মহা ত ৬।১০

২ মাংসং মীনশ্চ মুদ্রাচ ফলমূলানি যানি চ। সুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষাং শুদ্ধিরীরিতা।
বিনা শুদ্ধ্যা হেতুদানং পূজনং তর্পণং তথা। নিষ্ফলং জায়তে দেবি দেবতা ন প্রসীদতি।—ঐ ৬।১১-১২

৩ দ্রঃ S. S., 4th Ed., p. 605

৪ শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্যে প্রবলে কলৌ। স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্বদোষবিবর্জিতা।—মহা ত ৬।১৪

৫ শক্তয়োঽন্যাঃ পূজনীয়াঃ নার্হ্যাস্তাড়নকর্মণি।—ঐ ৬।২০

৬ স্বশক্তিং পরশক্তিং বা দীক্ষিতাং যৌবনান্বিতাম্। বিদগ্ধাং শোভনাং শুদ্ধাং ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতাম্।
আনীয় কুলসাধনং কুর্যাৎ... ।—গুপ্তসাধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮

৭ ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়া। কুলধর্মানুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া॥
ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী।—মহা ত ৮।২৬৫-২৬৬

কুলচক্রে বিহিত শৈব বিবাহ দ্বিবিধ। এক চক্রানুষ্ঠানকালের জন্য, অপর সারাজীবনের জন্য।[১]

মহানির্বাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসের টীকায় জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখেছেন ব্রাহ্ম বিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় স্বশক্তি বা অপরশক্তি আর শৈব বিবাহের স্ত্রীকে বলা হয় পরশক্তি। ব্রাহ্ম বিবাহের স্ত্রীকে যদি শৈব বিবাহানুষ্ঠানের দ্বারা সংস্কৃত করা হয় বা তাকে ভৈরবীচক্রে গ্রহণ করা হয় তা হলে সে পরশক্তি হয়ে যায়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে সাধক পরশক্তিকে আপন জননী ও ইষ্টদেবী জ্ঞান করবেন; মনে মনেও তাঁকে ভার্যাভাবে চিন্তা করলে সাধকের পতন হবে।[২]

কাজেই দেখা গেল পঞ্চমতত্ত্বের সাধনসঙ্গিনী দ্বিবিধা—স্বীয়া বা স্বকীয়া এবং পরকীয়া। সাধারণী বলে আরেক শ্রেণীর শক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

আবার ভোগ্যা ও পূজ্যা ভেদে শক্তির দুই শ্রেণী বিভাগও করা হয়। পূজ্যা শক্তি সম্পর্কে সাধক মনেও যদি ভোগবাসনা পোষণ করেন তা হলে তাঁর মাতৃগমনের পাপ হবে।[৪]

তন্ত্রে সাধনসঙ্গিনী শক্তির লতা এবং দূতী নামেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইজন্য পঞ্চমতত্ত্বযুক্ত সাধনাকে লতাসাধনা বা দূতীযাগও বলা হয়।

পঞ্চমতত্ত্ব ত্রিবিধ—পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন[৫]—'মুখ্য পঞ্চমতত্ত্ব ত্রিবিধ। প্রথম প্রকারের পঞ্চমতত্ত্বের নাম দূতীযাগ।[৬] স্বয়ং সদাশিব এবং শিবতুল্য সাধকই দূতীযাগে অধিকারী, সাধারণ মানুষ নয়। এ বিষয়ে পরমানন্দতন্ত্রের বিধান—অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ সংসারপারগ সাধকই দূতীযাগে অধিকারী, অন্য কেউ নয়।' জ্ঞানার্ণবতন্ত্রেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সর্বশঙ্কামুক্ত সর্বজ্ঞ সাধকোত্তমই দূতীযাগের অনুষ্ঠান করবেন।[৭]

যিনি যোগিরাজ এই সাধনা একমাত্র তাঁরই গোচর।[৮] শাস্ত্র পড়ে এ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান

---

১ শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে। চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি।—মহা ত ৯।২৬৯

২ দ্রঃ Gr. L., 3rd Ed., p. 237, f. n. 3

৩ Ś. Ś., 4th Ed., p. 611

৪ দ্রঃ Ś. Ś., 4th Ed., p. 611.;
উপদিষ্টা যদা দেবি তদা পুত্রী তু কন্যকা।
পূজার্হা চ যদা দেবি তদা মাতা ন সংশয়ঃ।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৮

৫ পঞ্চমমুখ্যস্য প্রকারস্ত্রিবিধঃ। তত্রাদ্যং দূতীযজনরূপম্। তত্রাধিকারিণঃ সদাশিবাদয় এব ন মনুষ্যাঃ।
তদুক্তং পরমানন্দতন্ত্রে—অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো যো যোঽসৌ সংসারপারগঃ।
স এব যজনে দূত্যা অধিকারী তু নাপরঃ।—প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

৬ ত্রিধা তু পঞ্চমং প্রোক্তং দূতীযাগস্তদাদিমঃ।—রহস্যার্ণববচন, দ্রঃ ঐ

৭ সর্বশঙ্কাবিনির্মুক্তঃ সর্বজ্ঞঃ সাধকোত্তমঃ। দূতীযাগবিধিং কুর্যাৎ।—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪৮

৮ এষ প্রকারো দেবেশি যোগিরাজৈকগোচরঃ।—রহস্যার্ণববচন, দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

হতে পারে না। উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এ সাধনা এ কালে আর সম্ভবপর নয়। প্রায় দেড় শ বছর আগে রামেশ্বর লিখেছেন তাঁর সময়েই দূতীযাগের অনুষ্ঠানের অভাব ঘটেছে বলে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেন নি।

দ্বিতীয় প্রকারের পঞ্চমতত্ত্বানুষ্ঠানও দূতীযাগ। এ সম্বন্ধে রহস্যার্ণবে বলা হয়েছে—দ্বিতীয় প্রকারের দূতীযাগে শক্তিপূজার শেষে সাধক যথাবিধি দূতীর পূজা করবে। তারপর তাঁর যোনিকুণ্ডে শিবরূপ অগ্নিতে যথাক্রম মন্ত্র পাঠ করে রেতোরূপ হবি আহুতি দিয়ে দেবতার প্রীতি প্রাপ্ত হবে।[১] নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকারের দূতীযাগের অনুষ্ঠান করা বিধি।[২]

লক্ষণীয় তন্ত্রশাস্ত্রের মতে এই প্রকারের পঞ্চমতত্ত্বসাধনা হোমবিশেষ।

তৃতীয় প্রকারের পঞ্চমতত্ত্বানুষ্ঠানও দূতীযাগ। রহস্যার্ণবে এই সাধনা-সম্পর্কে বলা হয়েছে[৩]—শিষ্যভূতা বা অন্য কোনো শক্তি যদি প্রার্থনা করে অথবা সাধক নিজেই প্রার্থনা করে তাকে এনে পূজা করবে। পূজার পরে তাকে ভোগপাত্র[৪] নিবেদন করবে এবং মনে মনে তাতে উপগত হয়ে সেই মানস সম্ভোগ দেবতাকে নিবেদন করবে।

অনুকল্পতত্ত্ব

মদ্য—মুখ্য তত্ত্ব না পাওয়া গেলে অনুকল্পতত্ত্ব ব্যবহারের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।[৫] পরমানন্দতন্ত্রে মদ্যের অনুকল্প সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৬]—মদ্য মাংস মৎস্য এবং অষ্টগন্ধ[৭] এই কটি

---

১ দ্বিতীয়ং তু সমর্চাহন্তে দূতী পূজ্যা যথাবিধি। যোনিকুণ্ডে শিবাত্মাগ্নৌ মন্ত্রমাবর্তয়ন্ ক্রমাৎ।
রেতোহবির্হাবয়িত্বা দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ।—দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

২ আদ্যং তত্র কলৌ দেবি ত্রিসহস্রান্তমিষ্যতে। দ্বিতীয়ং তু ভবেৎ দেবি স্বযোষিৎসু সুরেশ্বরি।
—স্বতন্ত্রতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৩ অথবা শিষ্যভূতাং বা চান্যাং বাহপি মহেশ্বরি। প্রার্থিতো বা তয়া স্বেন প্রার্থিতাং বাহপি শঙ্করি।
সংপূজয়িত্বা পূজান্তে ভোগপাত্রং নিবেদ্য চ। মনসা তাং সমাগচ্ছন্ দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।
—রহস্যার্ণববচন, দ্রঃ ঐ

৪ "ইষ্টদেবতার পূজার সময়ে মদ্যপূর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। এই সকল পাত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি পাত্রের নাম ভোগপাত্র। ভোগপাত্র শক্তিকে প্রদান করিতে হয় এবং সেই পাত্রের মদ্য শক্তির পান করিতে হয়।" (কৌ র, পৃঃ ২২৬, পাদটীকা)। কৌলাবলীনির্ণয়ে নয়টি পাত্রের নাম করা হয়েছে। যথা—দেবীপাত্র, গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, শক্তিপাত্র, যোগিনীপাত্র (পূজাপাত্র), বীরপাত্র, বলিপাত্র, পাদ্যপাত্র এবং আচমনীয়পাত্র।—কৌ নি, উঃ ৬

৫ মুখ্যালাভে চানুকল্পঃ।—পরমানন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সূ ১০।৬২-এর বৃত্তি

৬ হেতুদ্রব্যং দ্বিতীয়ং চ তৃতীয়ং চাষ্টগন্ধকম্। সমানং বটকাং কৃত্বা সংশোষ্য স্থাপয়েচ্ছিবে।
অনুদ্ঘৃষ্টোদকে তত্তু যোজয়েদর্ঘ্যপাত্রকে। নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে ক্ষীরং তু তক্রকম্।
গুড়মিশ্রং জলং বাহপি জলং চন্দনমিশ্রিতম্।—ঐ

৭ শারদাতিলকে (৪।৭৯-৮০) বলা হয়েছে গন্ধাষ্টক ত্রিবিধ—শক্তিসম্বন্ধী, বিষ্ণুসম্বন্ধী ও শিবসম্বন্ধী।

দ্রব্য সমান পরিমাণে নিয়ে বড়ি তৈরি করে শুকিয়ে রেখে দেবে। তার পরে পূজার সময় বড়ি জল দিয়ে ঘষে অর্ঘ্যপাত্রে রাখবে। এটি প্রথম অনুকল্প। দ্বিতীয় অনুকল্প কাঁসার পাত্রে নারকেলের জল। তৃতীয় অনুকল্প তামার পাত্রে দুধ। চতুর্থ গুড়মিশ্রিত ঘোল। পঞ্চম গুড়মিশ্রিত জল। ষষ্ঠ চন্দনমিশ্রিত জল।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জন্য মদ্যের পৃথক্ পৃথক্ অনুকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন কুলচূড়ামণিতন্ত্রের ব্যবস্থা— ব্রাহ্মণের পক্ষে আদাগুড় তাম্রপাত্রে মধু গোদুগ্ধ কাংস্যপাত্রে নারিকেলজল অনুকল্প। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঘৃত মিশ্রিত মধু বা গব্যঘৃত অনুকল্প। বৈশ্যের পক্ষে অনুকল্প মাক্ষিক মধু আর শূদ্রের পক্ষে পুষ্পাদিজাত মধু।[১]

মহানির্বাণতন্ত্রে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল সাধকের জন্যই মদ্যের অনুকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে। বলা হয়েছে—প্রবল কলিতে সংসারাক্ত গৃহস্থের পক্ষে মদ্যের অনুকল্প তিনটি মধুর দ্রব্য বিহিত। এই তিনটি মধুর দ্রব্য—দুগ্ধ শর্করা এবং মাক্ষিক মধু। এই মধুর দ্রব্যকে মদ্যস্বরূপ মনে করে সাধক দেবতার কাছে নিবেদন করবে।[২]

মাংস—সময়াচারতন্ত্র অনুসারে মাংসের অনুকল্প লবণ আদা পিণ্যাক (জাফরান) তিল গম মাষকলাই আর রশুন।[৩]

কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে মাংসের অনুকল্প রশুন আদা নাগর অর্থাৎ শুঁঠ ওল মাষকলাইয়ের বড়া এবং মূলো।[৪]

ডামরতন্ত্রে বলা হয়েছে মাংসের অনুকল্প অপূপ অর্থাৎ পিঠে আর মাছের অনুকল্প কলা।[৫]

শক্তিসম্বন্ধী অষ্ট গন্ধ—চন্দন অগুরু কর্পূর চোর কুঙ্কুম গোরচনা জটামাংসী এবং কপি। শ্যামারহস্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত স্বতন্ত্রবচনে শক্তিপ্রিয় নিম্নোক্ত আটটি গন্ধের নাম পাওয়া যায়—স্বয়ম্ভুকুসুম কুণ্ডগোলোদ্ভব গোরচনা অগুরু কাশ্মীর মৃগনাভি শিহ্ল ও চন্দন।

১ যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ। গুড়ার্দ্রকং তদা দদ্যাত্তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু।...
বৈশ্যস্য মাক্ষিকং শুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য তু সাজ্যকম্। ব্রাহ্মণশ্চ গবাং ক্ষীরং তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু।
নারিকেলোদকং কাংস্যে...।
গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ গব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ। বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৌষ্পাদিকং পুনঃ।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৬২৯

২ গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ। আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্।
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্। অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।—মহা ত ৮।১৭০-১৭১

৩ লবণার্দ্রকপিণ্যাকতিলগোধূমমাষকম্। লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬৩০

৪ মাংসাভাবে তু লশুনমার্দ্রকং নাগরন্তু বা। শূরণং মাষবটকং মূলং বাপ্যতমঞ্চরেৎ।—কৌ নি, উঃ ৫

৫ মাংসানুকল্পোঽপূপঃ স্যান্মৎস্যস্য তু কদল্যপি।—দ্রঃ প কৃ স্ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

মৎস্য—মৎস্যের অনুকল্প সম্বন্ধে রহস্যার্ণবে বলা হয়েছে—সম্বিৎ এবং চণক অর্থাৎ সিদ্ধি বা ভাঙ আর ছোলা বা বুট একত্র বেটে মাছের আকারে বড়া তৈরি করতে হবে। এটি মাছের অনুকল্প; অথবা মূলো মাছের অনুকল্প।[১]

কৌলাবলীনির্ণয় অনুসারে মহিষদুগ্ধ গোদুগ্ধ ছাগদুগ্ধ এবং ফলমূল যৎকিঞ্চিৎ দগ্ধ হলেই আমিষ হয়ে যায়। এগুলি মাছের অনুকল্প।[২]

মুদ্রা—সাধারণতঃ যেখানে অন্য মকারের অনুকল্পব্যবহার বিহিত সেখানেও মুখ্য মুদ্রাই ব্যাবহার করা হয়। ত্রিপুরামহোপনিষদের 'পরিস্রুতং ঝষমাগ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রের (১২ সংখ্যক) ব্যাখ্যায় ভাস্কররায় লিখেছেন—মুখ্য পঞ্চমকারের অভাবে প্রতিনিধি দ্বারা অর্চনা করতে হয়। পূর্ব পূর্ব মুখ্য মকারের অভাব হলে পর পর মুখ্য মকার পাওয়া গেলেও তা গ্রহণীয় নয়। প্রথম মকারের অভাব হলে অন্য মকার পাওয়া গেলেও তা গ্রহণ করবে না, অনুকল্পের ব্যবহার করবে। তবে প্রথম মকারের অভাব হলেও চতুর্থ মকার অর্থাৎ মুদ্রা নৈবেদ্যের জন্য গ্রহণ সম্প্রদায়সম্মত বিধি।[৩]

পঞ্চমতত্ত্ব—পঞ্চমতত্ত্বের অনুকল্প সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে— রক্তকরবী লিঙ্গপুষ্প আর কৃষ্ণা-অপরাজিতা যোনিপুষ্প। এই উভয়ের সংযোগ পঞ্চমতত্ত্বের অনুকল্প।[৪]

পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন—চন্দনকে শুক্র মনে করে এবং কাশ্মীর অর্থাৎ কুঙ্কুমকে শোণিত মনে করে লিঙ্গপুষ্পে চন্দন ও যোনিপুষ্পে কুঙ্কুম দিতে হবে; তার পর উভয়ের মৈথুন ভাবনা করে তা দেবীকে অর্পণ করতে হবে।[৫]

কিন্তু মহানির্বাণতন্ত্রে পঞ্চমতত্ত্বের অন্যরূপ অনুকল্প বিহিত হয়েছে। উক্ত তন্ত্রমতে কলির মানুষ স্বভাবতঃ কামের দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত এবং অল্পবুদ্ধি। এরা শক্তিকে মহাদেবীরই রূপ বলে

---

১ সংবিৎসংযুক্তচণকপিষ্টজং বটকং শিবে। মীনাকৃতিকৃতং বাঽপি মূলকং বাঽপি বা শিবে।
—দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

২ মাহিষং গবয়ং ক্ষীরং অজাক্ষীরং তথৈব চ। ফলমূলঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্দগ্ধং চেদামিষং ভবেৎ।
মীনস্য কথিতং কল্পং......।—কৌ নি, উঃ ৫

৩ তেন মুখ্যালাভে প্রতিনিধিভিরর্চনস্য ন্যায়েন মপঞ্চকালাভেঽপি 'নিত্যক্রমং প্রত্যবমমৃষ্টিঃ' ইতি কল্পসূত্রেণ চ সিদ্ধত্বেঽপি পূর্বপূর্বালাভে সতি নোত্তরোত্তরস্য মুখ্যস্য লাভেঽপি গ্রহণমিতি দ্যোতিতম্। প্রথমমাত্রালাভেঽপি চতুর্থস্য নৈবেদ্যার্থমাবশ্যকত্বাত্তাবন্মাত্রগ্রহণং সম্প্রদায়লভ্যম্।

৪ রক্তং তু করবীরং বৈ তথা কৃষ্ণাঽপরাজিতা। এতৎ প্রোক্তং লিঙ্গযোন্যোঃ পুষ্পং তত্র তু যোজয়েৎ।
—দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

৫ কুসুমে লিঙ্গযোন্যোর্বা কাশ্মীরং চ চন্দনম্। ইতি। শুক্রস্থানে চন্দনং শোণিতস্থানে কাশ্মীরং যোজয়িত্বা তত্র মৈথুনবুদ্ধিং বিভাব্য শ্রীদেব্যৈ অর্পণং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ।—প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

জানে না অর্থাৎ শক্তিকে কামভোগ্যা মনে করে। কাজেই এদের পক্ষে প্রতিনিধিতে পঞ্চমতত্ত্ব বিহিত। এই প্রতিনিধি দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও স্বীয় ইষ্টমন্ত্রের জপ।[১]

দিব্যপঞ্চতত্ত্ব

মদ্য—কুলার্ণবতন্ত্রে মদ্যশব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—যে-পদার্থ মায়াজালাদি ছিন্ন করে, মোক্ষমার্গনিরূপণ করে ও অষ্টদুঃখাদি দূর করে তাকে বলে মদ্য।[২]

এ কেমন মদ্য? শক্তিসঙ্গমতন্ত্র বললেন—মাধবী মদ্য মদ্য নয়, মদ্য শক্তিরসোদ্ভুত।[৩] মাধবী মদ্য উপলক্ষণ। এর দ্বারা যে-কোনো প্রত্যক্ষ মদ্য বোঝান হয়েছে।

কুলার্ণবতন্ত্রে এই শক্তিরসোদ্ভব মদ্যের যে-ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার সারমর্ম এই—ষট্‌চক্রভেদসমর্থ যোগী সাধক বার বার মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে পরশিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারেন। এইভাবে শিবশক্তির সামরস্যে সহস্রারপদ্মস্থ চন্দ্রমণ্ডল থেকে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়। এই অমৃতই শক্তিরসোদ্ভব মদ্য। এই মদ্য পান যাঁরা করেন তারা মধুপায়ী; এ ছাড়া অন্য মদ্য যাঁরা পান করেন তারা মদ্যপায়ী।[৪]

এইজন্য আগমসারে বলা হয়েছে—ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে ক্ষরিত সোমধারা পান করে যিনি আনন্দময় হন তিনিই মদ্যসাধক।[৫]

ভৈরবযামল বললেন—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারপদ্মস্থ চন্দ্রকলা থেকে বিগলিত অমৃতধারাই সাধকের পেয় সুরা। ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিদায়িনী এই সুরা পান করলে দিব্যভাবাশ্রিত সাধকের অমূল্য ফল লাভ হয়। এই সুরা পান করে পরার্থকুশল মুনিরা নির্বাণমুক্তি লাভ করেন।[৬]

---

১ স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ। তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ।
অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্বতি। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥
—মহা ত ৮।১৭২-১৭৩

২ মায়াজালাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ। অষ্টদুঃখাদিবিরহান্মদ্যমিত্যভিধীয়তে।—কু ত, উঃ ১৭

৩ ন মদ্যং মাধবীমদ্যং মদ্যং শক্তিরসোদ্ভবম্।—শ স ত, তা খ, ৩২।২৫

৪ আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ। চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্যসুখোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিঃস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ। মধুপায়ী সমং প্রোক্তস্ত্বিতরে মদ্যপায়িনঃ॥—কু ত, উঃ ৫

৫ সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।
—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫৫, পাদটীকা

৬ ব্রহ্মস্থানসরোজপাত্রলসিতা ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিপ্রদা। যা শুভ্রাংশুকলাসুধাবিগলিতা সা পানযোগ্যা সুরা।
সা হালা পিবতামনর্ঘফলদা শ্রীদিব্যভাবাশ্রিতে যাং পীত্বা মুনয়ঃ পরার্থকুশলা নির্বাণমুক্তিং গতাঃ।
দ্রঃ সাধনরহস্যম্, পরিশিষ্টখণ্ডম্, পৃঃ ৩৫

বিজয়তন্ত্রে মন্ত্রের ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উক্ত তন্ত্রমতে নির্বিকার নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মের বিষয়ে উন্মাদকারী জ্ঞান মদ্য।[১]

মাংস—কুলার্ণবতন্ত্রের মতে যে-পদার্থ মাঙ্গল্যজনক, যা চিদানন্দ দান করে এবং যা সর্বদেবপ্রিয় তাই মাংস।[২]

বিষয়টির ব্যাখ্যা করে উক্ত তন্ত্রেই বলা হয়েছে—জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পুণ্যাপুণ্যরূপ পশুকে বধ করে পরশিবে চিত্ত লয় করার নাম মাংস। যে-যোগী এরকম করতে পারেন তিনিই মাংসভক্ষক।[৩]

এ সম্পর্কে ভৈরবযামলের অভিমত— কাম ক্রোধ লোভ মোহ এই পশুদের বিবেক-অসির দ্বারা ছিন্ন করে তাদের পরমাত্মসুখদ নির্বিষয় মাংস জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভক্ষণ করেন।[৪]

আগমসারে মাংসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে[৫]—মা শব্দের অর্থ রসনা আর অংশ রসনাসম্ভূত কথাবার্তা। কথাবার্তা রসনাপ্রিয় অর্থাৎ লোকে সাধারণতঃ কথাবার্তা বলতে ভালবাসে। যিনি সর্বদা এগুলি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ নিয়ত যিনি সংযতবাক্ তিনিই মাংস সাধক।

মাংস অর্থ শিবও হয়। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে সুরা শক্তি, মাংস শিব। মদ্যমাংসভক্ত সাধক স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ। মদ্যমাংসের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের ঐক্যসম্ভূত যে-আনন্দ তাই মোক্ষ।[৬]

আবার পরমশিবে সর্বকর্ম সমর্পণকেও মাংস বলা হয়। শিব বলছেন সাধক—'মাং' অর্থাৎ আমাকে 'সনোতি' অর্থাৎ সমর্পণ করে যে-কর্ম তাকেই মাংস বলা হয়। কায়প্রতীক অর্থাৎ কোনো জীবদেহসম্ভূত পদার্থকে যোগীরা মাংস বলেন না।[৭]

১ যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্তিতম্।—বিজয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ৫১৭, পাদটীকা

২ মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ। সর্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।—কু ত, উঃ ১৭

৩ পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ। পরে শিবে নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে।—কু ত, উঃ ৫

৪ কামক্রোধসুলোভমোহপশুকাংশ্ছিত্ত্বা বিবেকাসিনা।
মাংসং নির্বিষয়ং পরমাত্মসুখদং ভুঞ্জন্তি তেষাং বুধাঃ।—দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ১৫০

৫ মা শব্দাদ্ রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্। সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ।
—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫৫, পাদটীকা

৬ সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভক্তো ভৈরবঃ স্বয়ম্। তয়োরৈক্যসমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষনির্ণয়ঃ।
—রু যা, উ ত, পঃ ২৬

৭ এবং মাং সনোতি হি যৎকর্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম্। ন চ কায়প্রতীকন্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে।
—তন্ত্রবচন, দ্রঃ তান্ত্রিকগুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮

মৎস্য—কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—যা মায়ামলাদি প্রশমিত করে, মোক্ষমার্গ নিরূপণ করে এবং অষ্টদুঃখাদি দূর করে তাই মৎস্য।[১]

মৎস্য সম্বন্ধে আগমসারে বলা হয়েছে—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে দুটি মৎস্য সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যিনি এই মৎস্য দুটি ভক্ষণ করতে পারেন তিনিই মৎস্যসাধক।[২] গঙ্গা ও যমুনা ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। মাছ দুটি ঈড়া ও পিঙ্গলাতে প্রবাহিত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস। যিনি কুম্ভক করে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করতে পারেন অর্থাৎ এইভাবে মনঃস্থির করতে পারেন তিনি মৎস্যসাধক।

আবার সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞানকেও মৎস্য বলা হয়েছে। সকল প্রাণীর সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখের সমান অর্থাৎ সকল প্রাণীর সঙ্গে আমি একীভূত এমনি যে-সাত্ত্বিক জ্ঞান তাই মৎস্য।[৩] 'মৎসমানং'-আমার সমান, এর থেকে মৎস্য কথাটার উদ্ভব নির্ণয় করা হয়েছে।

মৎস্যের অন্য রকম ব্যাখ্যাও আছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]—মনের সহিত ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত করে যিনি পরমাত্মায় নিয়োজিত করতে পারেন তিনি মৎস্যাশী, এছাড়া অন্য মৎস্যাশীরা প্রাণিহিংসক।

ভৈরবযামলের ব্যাখ্যা আবার ভিন্ন রকমের। যথা—অহংকার দম্ভ মদ পিশুনতা অর্থাৎ কপটতা মৎসর এবং দ্বেষ এই ছয়টি মৎস। বিষয়হর জালে ধৃত এই মৎস্যগুলিকে কৌল ঋষিরা সদ্‌বিদ্যারূপ অগ্নিতে পাক করে নিয়মিত ভোজন করেন, জলচর মৎস্য ভোজন করেন না।[৫]

মুদ্রা—মুদ্রা-সম্পর্কে ভৈরবযামলে বলা হয়েছে[৬]—আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সা ভয় বিশদ-ঘৃণা

---

১ মায়ামলাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ। অষ্টদুঃখাদিবিরহান্মৎস্যেতি পরিকীর্তিতঃ।
—দ্রঃ প্রা তো কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫০৮

২ গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা। তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ।
—দ্রঃ কৌ র, পৃ ২৫৫

৩ মৎসমানং সর্বভূতে সুখদুঃখমিদং প্রিয়ে। ইতি যৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যঃ পরিকীর্তিতঃ।
—দ্রঃ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮

৪ মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ। মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ।
—কু ত, উঃ ৫

৫ অহংকারোদম্ভোমদপিশুনতামৎসরদ্বিষাঃ। ষড়েতে মীনা বৈ বিষয়হরজালেন বিধৃতাঃ।
পচন্ সদ্বিদ্যাগ্নৌ নিয়মিত সদা কৌলঋষিভির্বিভুঞ্জ্যন্তে সর্বান্ ন চ জলচরাঃ মীনপিশিতাঃ।
—দ্রঃ সাধনরহস্যম্, পরিশিষ্টখণ্ডম্, পৃঃ ৩৬

৬ আশাতৃষ্ণাজুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিবঙ্গাঃ। ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরসুকৃতিজনঃ পচ্যমানঃ সমন্তাৎ।
নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী।
যোহসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগলবিমুখো রুদ্রতুল্যো মহাত্মা।—দ্রঃ ঐ

মান লজ্জা ও অভিষঙ্গ এই আটটি মুদ্রা শ্রেষ্ঠ সুকৃতিভাজন ব্যক্তি ব্রহ্মাগ্নিতে পাক করে নিত্য ভোজন করেন। দিব্যভাবানুরাগী পশুমাংসবিমুখ যে-সাধক অবহিতমনা হয়ে এরূপ মুদ্রা ভক্ষণ করেন সেই মহাত্মা সংসারে শিবতুল্য ব্যক্তি।

আবার অসৎসঙ্গপরিত্যাগকেও মুদ্রা বলা হয়। সৎসঙ্গে মুক্তি হয় আর অসৎসঙ্গে বন্ধন। অসৎসঙ্গমুদ্রণকে মুদ্রা বলা হয়। অসৎসঙ্গমুদ্রণ অর্থ অসৎসঙ্গপরিত্যাগ।[১]

শাস্ত্রে মুদ্রার অন্য রকম বিবরণও পাওয়া যায়। যথা—সহস্রারমহাপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারদোপম আত্মা অবস্থান করছেন। ইনি কোটি সূর্যের মতো তেজোময় আবার কোটি চন্দ্রের মতো শীতল। মহাকুণ্ডলিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইনি অতীব কমনীয়। এই বিষয়ে যাঁর জ্ঞানোদয় হয়েছে তিনিই মুদ্রাসাধক।[২]

পঞ্চমতত্ত্ব—যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে সহস্রারোপরি বিন্দুতে অর্থাৎ বিন্দুরূপী শিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির যে-মিলন তাই যতিদের পরম বস্তু মৈথুন।[৩]

সহজ কথায় সাধকদেহে শিবশক্তির মিলনই মৈথুন।[৪] এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে মৈথুনসাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—পরাশক্তি ও পরশিব এই মিথুনের সংযোগজনিত আনন্দ যাঁর নির্ভর অর্থাৎ সেই আনন্দে যিনি বিভোর হয়ে থাকেন তিনিই মৈথুনসাধক, অন্যেরা স্ত্রীসম্ভোগকারী।[৫]

কাজেই মৈথুন কঠিন যোগসাধনা। এই বিষয়টিকে ভৈরবযামলে এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে[৬]— পরমপদগতা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রাধিষ্ঠিত-সহস্রারস্থ-শিবস্থানপ্রাপ্তা সূক্ষ্মরূপিণী সুষুম্না

---

১ সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্। অসৎসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্তিতা॥
—দ্রঃ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৮

২ সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতশ্চরেৎ। আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ।
সূর্যকোটিপ্রতীকাশশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ। অতীবকমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতঃ।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।—দ্রঃ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯

৩ সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে॥ মৈথুনং পরমং দ্রব্যং যতীনাং পরিকীর্তিতম্।
—যো ত, পু খ, পঃ ৬

৪ কুলকুণ্ডলিনীশক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী। তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্।
—বিজয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ৫১৭

৫ পরশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ। য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিবেবকাঃ —কু ত, উঃ ৫

৬ যা নাড়ী সূক্ষ্মরূপা পরমপদগতা সেবনীয়া সুষুম্না। সা কান্তালিঙ্গনার্হা ন মনুজরমণী সুন্দরী বারযোষা।
কুর্যাচ্চন্দ্রার্কযোগে যুগপবনে গতে মৈথুনং নৈব যোনৌ।
শেতে যোগেন্দ্রবন্দ্যঃ সুখময়ভবনে তাং সমাদায় নিত্যম্।
—দ্রঃ সাধনরহস্যম্, পরিশিষ্টখণ্ডম্, পৃঃ ৩৬

নাড়ী পঞ্চমতত্ত্বের আলিঙ্গনযোগ্যা কান্তা, এ সুন্দরী মানবী বারবনিতা নয়। চন্দ্রসূর্যকে যুক্ত করে অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলাতে প্রবাহিত প্রাণবায়ুকে যুক্ত করে সুষুম্না নাড়ীতে প্রবাহিত করতে হবে এবং সুষুম্নায় মৈথুন করতে হবে, নারীযোনিতে নয়। এর সহজ অর্থ প্রাণায়ামের দ্বারা সুষুম্নাপথে কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থিত করে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করতে হবে। যোগেন্দ্রবন্দ্য মহাযোগী এইভাবে নিত্য সুষুম্নাকে নিয়ে সুখময়ভবনে নিদ্রা যান।

এইজন্যই আগমসারে বলা হয়েছে[১]—পরমতত্ত্ব মৈথুন সৃষ্টিস্থিতিসংহারের কারণস্বরূপ। মৈথুনের থেকে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সিদ্ধি লাভ হয়। মৈথুনের বর্ণনায় বলা হয়েছে রেফ্ অর্থাৎ রকার কুঙ্কুমাভাস অর্থাৎ রক্তবর্ণ এবং কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত। বিন্দুরূপ মকার মহাযোনিতে অধিষ্ঠিত। রকার আকার-হংসে আরোহণ করে মকারের সঙ্গে মিলিত হলে মহানন্দময় সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

আগমসারের বক্তব্যের অর্থ এই—রকার অর্থ ত্রিপুরসুন্দরী[২] অর্থাৎ কুণ্ডলিনীশক্তি। এখানে কুণ্ড অর্থ মূলাধারচক্র। মকার অর্থ শিব।[৩] মহাযোনি অর্থ সহস্রার অর্থাৎ সহস্রদল-পদ্মের কর্ণিকারান্তর্গত ত্রিকোণ।[৪] হংস অর্থ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-সাধিত অজপামন্ত্র। মূলাধারস্থা কুণ্ডলিনীশক্তি যখন অজপামন্ত্রসাধনের দ্বারা বা প্রাণায়ামের দ্বারা সহস্রারে নীত হয়ে সেখানকার ত্রিকোণস্থ শিবের সঙ্গে মিলিত হন তখন সেই মৈথুনজনিত যে-মহানন্দ লাভ হয় তাতে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

রকারকে আকারের দ্বারা মকারের সঙ্গে যুক্ত করলে রাম শব্দটি পাওয়া যায়। রাম পরমেশ্বরের নাম। রামশব্দ এবং মৈথুনের সমার্থক শব্দ রমণ রম্ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। কাজেই উভয়ের মূল আনন্দ। রামশব্দটিও শক্তি বা নারী এবং শিব বা পুরুষের মিলন বা রমণবাচক শব্দ। কেননা র শক্তি, ম শিব এবং আকার উভয়ের সংযোগসাধক। কাজেই রমণ বা মৈথুন মূলতঃ আনন্দময় আধ্যাত্মিক বস্তু।

পঞ্চতত্ত্ব আবশ্যিক—এই যে তিন রকমের পঞ্চতত্ত্বের কথা বলা হল অধিকার অনুসারে এর যে-কোনো এক রকমের তত্ত্বের দ্বারা সাধনা বামমার্গের অর্থাৎ বামাচার সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারের সাধকের পক্ষে অবশ্য করণীয়।[৫] শাস্ত্রের অভিমত এরূপ সাধক পঞ্চতত্ত্ব ছাড়া-

---

১ মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্। মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।
আকার-হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ। তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫৫ পাদটীকা

২ তন্ত্রাভিধান, পৃঃ ২০ ৩ ঐ, পৃঃ ১৯ ৪ কৌ র, পৃঃ ২৫৬, পাদটীকা

৫ (i) পঞ্চমকারেণ পূজয়েৎ।—কালিকোপনিষৎ।
(ii) পঞ্চতত্ত্বেন কর্তব্যং সদৈব পূজনং মহৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

পূজা করলে তাঁর সে-পূজা অভিচার হয়ে যাবে; তাঁর ইষ্টসিদ্ধি হবে না এবং পদে পদে বিঘ্ন ঘটবে। শিলার উপর শস্যের বীজ বপন করলে তাতে যেমন অঙ্কুর হয় না তেমনি পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজায় ফল হয় না।[১]

পঞ্চতত্ত্বহীন পূজায় ইষ্টত হয়ই না বরং সুনিশ্চিত অনিষ্ট ঘটে। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—যে-পঞ্চমকার ছাড়া চণ্ডিকার পূজা করে তার আয়ু বিদ্যা যশ এবং ধন এই চারটি বস্তু নষ্ট হয়।[২]

শক্তিসাধনা আনন্দের সাধনা। সেইজন্য কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—আনন্দ বিনা যে চণ্ডিকার পূজা করে সে রোগগ্রস্ত হয়, দুঃখ পায় এবং মৃত্যুর পরে নরকে যায়।[৩]

পঞ্চমকার সেবনে আনন্দ হয়। সাধনায় পঞ্চমকার বিহিত হওয়ার এটি অন্যতম কারণ।

সাধারণভাবেও বামমার্গের শক্তিসাধকের প্রতি শাস্ত্রের নির্দেশ—পানভোজন করে পরমেশ্বরীর পূজা করবে।[৪]

কৌলতন্ত্রাদিতে উচ্ছ্বসিতভাবে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। কালিকোপনিষদে বলা হয়েছে—পঞ্চমকারের সাধনা দ্বারা সাধক সব পাবেন—বিদ্যা পশু ধন ধান্য অন্য সব শস্য কবিত্ব সব। মোক্ষ জ্ঞান এবং ধর্ম লাভের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা আর নাই। সাধক পঞ্চমকারের সাধনা দ্বারা দৃশ্য অদৃশ্য স্থাবর জঙ্গম যা-কিছু আছে এবং হবে তা সবই পাবেন।[৫]

কামাখ্যাতন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে[৬]—পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা সাধনায় ক্ষণকাল মধ্যে দেবীর

---

১ পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে। নেষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ। পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ॥
—মহা ত ৫।২৩-২৪

২ চণ্ডিকাং পূজয়েদ্ যস্তু বিনা পঞ্চমকারকৈঃ। চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশোধনম্।—কৌ নি, উঃ ৪

৩ আনন্দেন বিনা যস্তু চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ। রোগী দুঃখী ভবেৎ সোঽপি মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ।
—কৌ নি, উঃ ২

৪ তস্মাদ্ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।—ঐ

৫ অথ পঞ্চমকারেণ সর্বমাপ্নোতি। বিদ্যাং পশুং ধনং ধান্যং সর্বশস্যঞ্চ কবিত্বঞ্চ। নান্যঃ পরমঃ পন্থা বিদ্যতে। মোক্ষায়। জ্ঞানায়। ধর্মায়। তৎ সর্বং ভব্যং যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্যমানম্। স্থাবরজঙ্গমং তৎ সর্বম্।—কালিকোপনিষৎ।

৬ পঞ্চতত্ত্বেন দেব্যাস্তু প্রসাদো জায়তে ক্ষণাৎ। পঞ্চমেন মহাদেবি শিবো ভবতি সাধকঃ।
পঞ্চতত্ত্বসমং নাস্তি নাস্তি নাস্তি কলৌ যুগে। পঞ্চতত্ত্বং মহাদেবী পঞ্চতত্ত্বং সদাশিবঃ।
পঞ্চতত্ত্বং ভুক্তিমুক্তির্মহাযোগঃ প্রকীর্তিতঃ। পঞ্চতত্ত্বেন দেবেশি মহাপাতককোটয়ঃ।
নশ্যন্তি তৎক্ষণেনৈব তূলারাশিমিবানলঃ। যত্রৈব পঞ্চতত্ত্বানি তত্র দেবী বসেদ্ ধ্রুবম্।—কামা ত, পঃ ২

প্রসাদ লাভ করা যায়। তার মধ্যে আবার পঞ্চমতত্ত্বের সাধনায় সাধক শিব হয়ে যান। পঞ্চতত্ত্বের সমান অন্য কিছু কলিযুগে নাই। পঞ্চতত্ত্ব মহাদেবী, পঞ্চতত্ত্ব সদাশিব, পঞ্চতত্ত্ব ভুক্তিমুক্তি, পঞ্চতত্ত্ব মহাযোগ। অগ্নি যেমন তুলারাশিকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করে তেমনি পঞ্চতত্ত্ব কোটি কোটি মহাপাতককে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে। যেখানে পঞ্চতত্ত্ব সেখানে দেবীর অধিষ্ঠান নিশ্চিত।

পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্বসাধনার আবার পৃথক্ ফলও তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে সব তন্ত্রের মত এক নয়। যেমন কৈবল্যতন্ত্রের মতে কেবলমাত্র আদ্যতত্ত্বের দ্বারা সাধনা করলে সাধক ভৈরব হন, দ্বিতীয় তত্ত্বের দ্বারা মহাভৈরব, তৃতীয় তত্ত্বের দ্বারা শিবস্বরূপ, চতুর্থের দ্বারা রুদ্রস্বরূপ এবং পঞ্চমতত্ত্বের সাধনা দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হন।[১]

আবার কামাখ্যাতন্ত্রের অভিমত—মদ্যের দ্বারা সাধনা করলে সাধক স্বর্গে গিয়ে আনন্দ করতে পারেন, মাংসের দ্বারা রাজা হতে পারেন, মৎস্যের দ্বারা ভৈরবীপুত্র হতে পারেন, মুদ্রার দ্বারা সাধুতাপ্রাপ্ত হন এবং পঞ্চমতত্ত্বের দ্বারা সাধনা করলে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করতে পারেন।[২]

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যথাবিধি একটি মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করলেই মানুষ সাক্ষাৎ শিব হয়ে যায়। আর পঞ্চতত্ত্বের সেবা দ্বারা কি যে ফল হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।[৩]

বর্ণভেদানুসারেও পঞ্চতত্ত্ব সেবার ফল বর্ণিত হয়েছে। গুপ্তসাধনতন্ত্রে আছে[৪]—ব্রাহ্মণ যদি পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ হন তবে পরতত্ত্বে অর্থাৎ পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন; জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি তত্ত্বসেবাদ্বারা ব্রাহ্মণ পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন। পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ ক্ষত্রিয় সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, বৈশ্য সারূপ্যমুক্তি এবং শূদ্র সালোক্যমুক্তি লাভ করেন। এ ছাড়া অন্য ব্যক্তি যদি পঞ্চতত্ত্বপরায়ণ হন তা হলে অখণ্ডিত মুক্তিফল লাভ করবেন।

---

১ কেবলেনাদ্যযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ। দ্বিতীয়েন চ তত্ত্বেন মহাভৈরবতাং ব্রজেৎ।
তৃতীয়েন চ তত্ত্বেন সাধকঃ শিবরূপধৃক্। চতুর্থেন বরারোহে রুদ্ররূপধরো ভবেৎ।
পরেণ পরতাং যাতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ।—দ্রঃ প্রা তো, খণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫০৮

২ মদ্যেন মোদতে স্বর্গে মাংসেন মানবাধিপঃ। মৎস্যেন ভৈরবীপুত্রো মুদ্রয়া সাধুতাং ব্রজেৎ।
পরেণ চ মহাদেবি সাযুজ্যং লভতে নরঃ।—কামা ত. পঃ ২

৩ প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাদ্ বিধিনা স্যাচ্ছিবো নরঃ। ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং লভেৎ।
—মহা ত ১১।১০৯

৪ যদি বিপ্রো ভবেদ্দেবি পঞ্চতত্ত্বপরায়ণঃ। সত্যং সত্যং মহেশানি পরতত্ত্বে প্রলীয়তে।
যথা জলং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি। তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি।
ক্ষত্রিয়ঃ পরমেশানি সহযোগে বসেদ্ ধ্রুবম্। বৈশ্যস্তু লভতে দেবি স্বরূপং নাত্র সংশয়ঃ।
শূদ্রস্তু পরমেশানি সহলোকে সদা বসেৎ। এতদন্যো মহেশানি যদি তত্ত্বপরায়ণঃ।
সত্যং সত্যং মহেশানি মুক্তিফলমখণ্ডিতম্।—গুপ্তসাধনতন্ত্রম্, পঃ ৭

পঞ্চতত্ত্বসাধনার লক্ষ্য—এই সব তন্ত্রবচন পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় তন্ত্রের মতে পঞ্চতত্ত্বসাধনার চরম লক্ষ্য জীবের শিব হওয়া বা মোক্ষলাভ করা।

নির্বাণতন্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে—নির্বাণমুক্তির জন্যই পঞ্চতত্ত্ব।[১] জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেই নির্বাণমুক্তিলাভ হয়। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি পঞ্চতত্ত্বসেবায় সাধক পরমাত্মায় লীন হয়ে যান।[২]

এই লক্ষ্যে পৌছাবার উদ্দেশ্যেই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার ব্যবস্থা। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—সমস্ত দেবতার তৃপ্তির জন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সাধক মদ্যমাংসাদি সেবন করবে। যে তৃষ্ণার বশে অর্থাৎ ভোগবাসনার বশবর্তী হয়ে এ-সব সেবন করে সে পাতকী।[৩]

কৌলাবলীনির্ণয়াদিতেও অনুরূপ বিধান দেখা যায়।[৪]

ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ কথার কথা নয়। শাব্দ ব্রহ্মজ্ঞানে জীব শিব হয় না, তার মোক্ষলাভ হয় না। কেবল উপলব্ধিজনিত অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই তা সম্ভবপর। পঞ্চতত্ত্ব-সম্পর্কে কুলার্ণবতন্ত্রাদিতে এই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে।

দেহ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম— ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণ। তিনি যেমন চিৎস্বরূপ তেমনি আনন্দস্বরূপ।[৫] আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী কিন্তু মানুষ তাঁকে স্বদেহেই উপলব্ধি করতে পারে। তাই পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, তাহা দেহে অবস্থিত।[৬]

এ বিষয়ে শ্রুতিরও নির্দেশ[৭]—মানুষের পরমব্যোমরূপ হৃদয়গুহাতে অপরোক্ষ আনন্দরূপ ব্রহ্ম নিত্য বিরাজমান। তা যদি না থাকতেন "তবে কেই বা অপানক্রিয়া করিত, কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত।"

কিন্তু জীব স্বরূপতঃ চিদ্রূপ ব্রহ্ম হলেও যেমন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত বলে তা জানতে পারে না তেমনি দুঃখাদির দ্বারা আবৃত বলে স্বদেহস্থ আনন্দরূপ ব্রহ্মকে তথা স্বীয় আনন্দ-স্বরূপকে জানতে পারে না। অথচ জীব কোনো না কোনো প্রকারে আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ না থাকলে সে বাঁচতেই পারত না। কিন্তু সে আনন্দকে সে ব্রহ্ম বলে জানে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একজন ভারী অনেক দূর পর্যন্ত ভার বহন করে নিয়ে গিয়ে

---

১ পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে।—নি ত, পঃ ১১

২ যথা তোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরি। তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি।—ঐ

৩ তৃপ্ত্যর্থং সর্বদেবানাং ব্রহ্মজ্ঞানার্থমেব চ। সেবতে মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।—কু ত, উঃ ৫

৪ যথাবিধি যজেদ্দেবীং মকারপঞ্চকৈঃ সদা। তৃপ্ত্যর্থং সর্বদেবানাং তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভবায় চ।—কৌ নি, উঃ ৪

৫ আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।—তৈ উপ ৩।৬; বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।—বৃহ উপ ৩।৯।২৮।৭

৬ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।—প ক সূ ১।১২

৭ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।—তৈ উপ ২।৭

যখন ভারটি নাবায় তখন ভার বহনের দুঃখ দূর হওয়ার জন্য তার আনন্দ হয়। এই আনন্দও ব্রহ্মের রূপ ; তবে শরীরাবচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন। ভারী কিন্তু তা জানে না। এইভাবে জীবের সব আনন্দই দেহাবচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত আনন্দরূপ ব্রহ্ম।[১]

পরশুরামকল্পসূত্রের মতে ব্রহ্মের এই আনন্দরূপের অভিব্যঞ্জক পঞ্চমকার।[২] রামেশ্বর বৃত্তিতে লিখেছেন পঞ্চমকার ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারজনক।[৩]

গন্ধর্বতন্ত্র[৪] কুলার্ণবতন্ত্র[৫] প্রভৃতি তন্ত্রেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এই-সব বচনের মূল বক্তব্য এক—পঞ্চমকার নরদেহে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দের অভিব্যঞ্জক।

ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি—পঞ্চমকারের সেবায় ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। অনুভূতি যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না। যাঁর অনুভূতি হয় নি অথচ যিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছেন মনে করেন মৈত্রেয়ী-উপনিষদে তাঁকে মূঢ় বলা হয়েছে। তাঁর ব্রহ্মানন্দ কি রকম ? না, বৃক্ষশাখায় ফলের প্রতিবিম্ব দেখে ফলাস্বাদের আনন্দলাভ যেমন তেমনি।[৬]

লৌকিক আনন্দও ব্রহ্মানন্দ—এখানে কথা উঠতে পারে পঞ্চমকার সেবনে যে-আনন্দ হয় সে ত লৌকিক আনন্দ। ব্রহ্মানন্দ আর লৌকিক আনন্দ কি এক ? ব্রহ্মানন্দ নির্বিষয় নয় কি ? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি লৌকিক আনন্দও তন্ত্রমতে দেহাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ। বিষয়লব্ধ আনন্দও মূলতঃঃ ব্রহ্মানন্দ।

উপনিষদে ও তন্ত্রে ব্রহ্মানন্দের আলোচনা—এ বিষয়ে উপনিষদের সঙ্গে তন্ত্রের মিল আছে। বিষয়টি নিয়ে তৈত্তিরীয়-উপনিষদে (২।৮) এবং বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪।৩।৩৩) আলোচনা করা হয়েছে। উভয়গ্রন্থে একই রকম আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তৈত্তিরীয়-উপনিষদে আছে—সেই ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা এই : কেউ যদি যুবক হয়, শুধু যুবক নয়, সাধু যুবক হয়, বেদাধ্যয়ন করে থাকে, সর্বোত্তম শাসক হয়, দৃঢ়তম শরীরের অধিকারী হয়, বলিষ্ঠ হয়, সমস্ত বিত্ত অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুপূর্ণ পৃথিবীর অধিপতি হয়, তা হলে তার যে-আনন্দ হয় সেই আনন্দ মানুষের পক্ষে পরম আনন্দ। এমনি মানবীয় আনন্দের শতগুণ আনন্দ তাঁদের যাঁরা

---

১ দ্রঃ প ক সূ ১।১২-এর বৃত্তি

২ তস্তাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ।—প ক সূ ১।১২

৩ তস্য অভিব্যঞ্জকাঃ তদ্বিষয়কসাক্ষাৎকারজনকাঃ পঞ্চমকারাঃ।—ঐ, বৃত্তি

৪ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে বিভাবয়েৎ। তস্তাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
—গ ত ২৭।৩৬-৩৭

৫ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্। তস্তাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে।—কু ত, উঃ ৫

৬ অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ।—মৈ উপ ২।২২

মানুষগন্ধর্ব অর্থাৎ যাঁরা পূর্বে মানুষ ছিলেন কিন্তু যথাবিহিত সাধনার দ্বারা পরে গন্ধর্ব হয়েছেন এবং তাঁদের যাঁরা অকামহত অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত বেদজ্ঞ।[১]

এর পর যথাক্রমে দেবগন্ধর্ব, চিরলোকবাসী পিতৃগণ, আজানজ দেবগণ, কর্মদেব দেবগণ, দেবগণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি ও ব্রহ্মার অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের নাম করা হয়েছে এবং এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে অকামহত শ্রোত্রিয়ের নাম করা হয়েছে আর বলা হয়েছে এই ক্রমের পরবর্তীর আনন্দ পূর্ববর্তীর আনন্দের শতগুণ।[২]

দেখা যাচ্ছে "হিরণ্যগর্ভ ও তদুপাসকের আনন্দই সংসারমণ্ডলে সর্বোৎকৃষ্ট। উহাও বিষয়-বিষয়ি-বিভাগ-শূন্য পরমানন্দে একীভূত হয়। ইহাই আনন্দের মীমাংসা। —দ্রঃ বৃহ উপ ৪।৩।৩২-৩৩।"[৩]

তা হলে উপনিষদ্‌মতে লৌকিক আনন্দ পরম ব্রহ্মানন্দেরই অংশ। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে[৪]—যাঁরা নিজেদের ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন মনে করে তারা অবিদ্যাদ্বারা ভোগ্যরূপে উপস্থাপিত এই ব্রহ্মানন্দের অংশমাত্র অবলম্বন করে জীবন ধারণ করে।[৫]

যা অবিদ্যাদ্বারা ভোগ্যরূপে উপস্থাপিত হয় সেই আনন্দও অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ। তা ছাড়া যাঁরা নিজেদের ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ মনে করেন না তাঁদের আনন্দমাত্রই নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ।

তন্ত্রমতে ব্রহ্মভাবৈকনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় বীর- এবং দিব্য-ভাবের সাধক পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় অধিকারী। পঞ্চতত্ত্বসেবী কৌলসাধককে কৌলাবলীনির্ণয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—অদ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন করে সর্বদা দেবীর অর্চনা করবে।[৬] কাজেই পঞ্চতত্ত্বসাধনা অদ্বৈতজ্ঞানমূলক। অদ্বৈতভাবনিষ্ঠ সাধকের কাছে পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দের অভিব্যঞ্জক, ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু।

উপরে ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে উপনিষদের মতের যে-আলোচনা করা হল তার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপনিষদে দেখান হয়েছে মনুষ্যগন্ধর্বাদি-হিরণ্যগর্ভান্ত ক্রম-

১ সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধু যুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।—তৈ উপ ২।৮।১-২

২ ঐ ২।৮।২-৪

৩ উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩২৭, পাদটীকা

৪ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহ উপ ৪।৩।৩২

৫ স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনে অনুবাদ

৬ অদ্বৈতজ্ঞানমাশ্রিত্য সদা দেবীং সমর্চয়েৎ।—কৌ নি, উঃ ৯

উচ্চকোটির জীবের আনন্দ ক্রমবর্দ্ধিত এবং অকামহত শ্রোত্রিয় এই বিভিন্নকোটির জীবের আনন্দের অধিকারী।

অকামহত শ্রোত্রিয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন—"পুনঃ পুনঃ এই দুইটি শব্দের প্রয়োগে ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিভিন্ন যোনিতে ভোগবাসনা যত হ্রাস হইবে আনন্দ ততই বর্দ্ধিত হইবে। এমন কি, যতপ্রকার আনন্দ আছে তাহা অকামহত ব্যক্তি শুধু বাসনাত্যাগের দ্বারা পাইতে পারেন—তাঁহার পক্ষে অন্যলোকে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।"[১]

তন্ত্রের মতও অনুরূপ। শ্রুতির বেদজ্ঞ আর তন্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ একই পর্য্যায়ের। তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান কুলতত্ত্বার্থদর্শী[২] সাধক যথাবিধি[৩] পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর পূজা করবেন। তাঁকে নির্বিকল্পমনা[৪] হয়ে চিন্ময়ীর পূজা করতে হবে। শাস্ত্রের বিধানের মর্ম—সাধককে ভোগবাসনা-রহিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর আরাধনা করতে হবে। এমনি সাধক পঞ্চমকারের দ্বারা যে-আনন্দলাভ করেন তা ব্রহ্মানন্দ।

দেখা গেল অকামহত শ্রোত্রিয় যে-পরমানন্দ[৫] লাভ করেন নির্বিকল্পমনা যথাবিধি পঞ্চতত্ত্বসেবী শাক্ত সাধকও সেই একই আনন্দ লাভ করেন। বেদ ও তন্ত্র উভয়েরই অভিমত ভোগবাসনা রহিত হয়ে ধর্মসাধনা করলে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায়।

পঞ্চতত্ত্বসাধনা কেন?— তাই যদি হয় তা হলে আর পঞ্চমকার-সাধনা কেন? পঞ্চমকার-সাধনার যে-লক্ষ্য অন্যরকমের সাধনার দ্বারাও যখন সেই একই লক্ষ্যে পৌছান যায় তখন এই সাধনার উপযোগিতা কোথায়?

সাধনা নির্দ্দিষ্ট হয় সাধকের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে, সংস্কার অনুসারে, অধিকার অনুসারে। এই-সব বিভিন্ন বিচারে পঞ্চতত্ত্ব-সাধনা যার উপযোগী তার পক্ষে অন্য সাধনা প্রশস্ত নয়।

তা ছাড়া পঞ্চতত্ত্বসাধনা শীঘ্রফলপ্রদ। কামাখ্যাতন্ত্রে আছে—পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা সাধনায় ক্ষণকাল মধ্যে দেবীর প্রসাদ লাভ হয়।[৬] আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি কুলার্ণবতন্ত্রে বলা

১ উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩২৬, পাদটীকা

২ সেবিতে চ কুলদ্রব্যে কুলতত্ত্বার্থদর্শিনঃ। জায়তে ভৈরবাবেশঃ সর্বত্র সমদর্শিনঃ।—কু ত, উঃ ১০

৩ যথাবিধি যজেদ্দেবীং মকারপঞ্চকৈঃ সদা। -কৌ নি, উঃ ৪

৪ নির্বিকল্পমনা ভূত্বা চিন্ময়ীং সমুপাসয়েৎ।—ঐ, উঃ ৮

৫ এষোহস্য পরম আনন্দঃ। (বৃহ উপ ৪।৩।৩২)—ব্রহ্মই জীবের পরম আনন্দ।

৬ পঞ্চতত্ত্বেন দেব্যাস্তু প্রসাদো জায়তে ক্ষণাৎ।—কামা ত, পঃ ২

হয়েছে অন্য সব ধর্ম অনুসারে দীর্ঘকালের সাধনার ফলে মোক্ষলাভ হয় কিন্তু কৌল ধর্মে সদ্য মোক্ষলাভ হয়। কৌল সাধনা পঞ্চমকারযুক্ত সাধনা।

পঞ্চমকারযুক্ত সাধনা ভোগের মধ্য দিয়ে মোক্ষের সাধনা। ভোগের মধ্য দিয়ে দেবীকে যত শীঘ্র এবং সহজে তুষ্ট করে মুক্তি লাভ করা যায় অন্যভাবে তত শীঘ্র ও সহজে তা করা যায় না। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—সূক্ষ্মরূপিণী মহাদেবীর পূজা বহুকাল ধরে করলে পরে তিনি তুষ্টা হন। ভোগের দ্বারা তিনি যেমন তুষ্টা হন তপোযোগের দ্বারা তেমন হন না। অতএব ভোগের দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করে মুক্তি লাভ করে সুখী হবে।[১]

সাধনায় পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব মদ্য যথাবিহিত ব্যবহার করার ফল বর্ণনা করতে গিয়ে ভাস্কররায় লিখেছেন[২]—কর্মমার্গ জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গে ব্রহ্মলাভের নানাবিধ প্রণালীর কথা সেই সেই শাস্ত্রের প্রবর্তকেরা বলেছেন। এই-সব প্রণালী পরস্পর বিসদৃশ দুঃসাধ্য এবং দীর্ঘকালে ফলপ্রদ এ কথা সেই সেই শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে। কিন্তু এই কৌলমার্গে বার বার কুল্যদ্রব্য সেবনের দ্বারা বিহিত উল্লাস-পরম্পরাই ব্রহ্মলাভের প্রণালী।

ভাস্কররায়ের বক্তব্যের সার কথা যথাবিহিত সংস্কৃত মদ্যপানের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় পৌঁছে সাধকের ব্রহ্মানুভূতি হয়।

ভাস্কররায় মদ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন অন্য তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর তাই অভিমত।[৩] মোটকথা তিনিও শাস্ত্রের অনুসরণ করে পঞ্চতত্ত্বসাধনার শীঘ্রফলপ্রদত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

আরেকটি কথা। সনাতন ধর্মীয় যে-কোনো প্রকার সাধনার প্রধান অবলম্বন মন্ত্র। বলতে গেলে সাধকমাত্র মন্ত্রসাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করেন।

কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে "দ্রব্যশক্তি অথবা যোগশক্তির সাহায্যে মন্ত্রশক্তি ফলবতী হয়। যোগশক্তির সাহায্য লইলে ভোগবর্জ্জন এবং কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, দ্রব্যশক্তির সহায়তায় তাহার প্রয়োজন নাই। যোগশক্তির সাহায্য কঠিন। দ্রব্যশক্তির সাহায্য [পদস্খলন না হইলে] সহজ। এইজন্য কৌলসাধক পঞ্চমকাররূপ দ্রব্যশক্তির সাহায্যে মন্ত্রশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী।"[৪] বলা বাহুল্য এখানে মুখ্য পঞ্চমকারের কথাই বলা হয়েছে।

---

১ বহুকালং পূজিতা তু তুষ্টা স্যাৎ সূক্ষ্মরূপিণী। যথা তুষ্যতি ভোগেন তপোযোগৈশ্চ ন তথা। অতো ভোগেন তাং তোষ্য তথা মুক্তো ভবেৎ সুখী।—গ ত ৩৮।১-২

২ কর্মমার্গজ্ঞানমার্গভক্তিমার্গেষু তচ্ছাস্ত্রপ্রবর্তকৈঃ প্রণালিকা নানাবিধাঃ পরস্পরবিলক্ষণা উক্তাঃ। তাঃ সর্বা অপি দুঃসাধ্যাশ্চিরকালফলপ্রদা ইতি তু তচ্ছাস্ত্রবিদাং স্পষ্টমেব। অত্র তু দ্রব্যস্বীকারৈরাবর্তমানৈরুল্লাসপরম্পরৈব প্রণালিকা।—ত্রিপুরামহোপনিষদের ১৫ সংখ্যক মন্ত্রের ভাষ্য

৩ দ্রঃ ঐ এবং ১২ সংখ্যক মন্ত্রের ভাষ্য ৪ কৌ র, পৃঃ ৪১

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—পঞ্চতত্ত্বসাধনার উপযোগিতা বিষয়ে আরেকটি গভীর যুক্তি আছে। মানুষের বৃত্তি প্রধানতঃ দুরকমের—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি বিষয়মুখী, নিবৃত্তি আত্মা-মুখী। কতকগুলি প্রবৃত্তি সহজাত, কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক। অন্য প্রাণীর আর মানুষের কয়েকটি প্রবৃত্তি সমান। কতকগুলি প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানুষের। নিবৃত্তি শুধু মানুষের আর এটি আয়াসলভ্য। তবে কোনো কোনো ব্যক্তির জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে নিবৃত্তিও সহজাত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরম ভাগবত মহর্ষি শুকদেবের উল্লেখ করা যায়।

আহার নিদ্রা মৈথুনাদির প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। এই-সব প্রবৃত্তি সব প্রাণীরই সমান।[১] প্রকৃতির বিধানেই প্রাণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তিগুলি আছে। না থাকলে সৃষ্টির প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেত।

মানুষের আহারের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। পানও আহারের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য কম নয়। আহারের মধ্যে মাংসের প্রতি সংসারের অধিকাংশ মানুষের বিশেষ অনুরাগ আর পানীয়ের মধ্যে মদ্যের প্রতি আকর্ষণ অধিক। মৎস্য মাংসের অন্তর্ভুক্ত। মাংসের সঙ্গে শস্যজাতীয় খাদ্যের প্রতিও মানুষের অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে প্রবল প্রবৃত্তি মৈথুন-প্রবৃত্তি। সৃষ্টিশক্তিরূপিণী মহাশক্তির প্রেরণা আছে এর মূলে। তাই এই প্রবৃত্তি এমন শক্তিশালী, এমন দুর্বার। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় মানুষের পরম আনন্দ, পরম সুখ; আর অচরিতার্থতায় অত্যন্ত দুঃখ। ওয়াল (Wall) লিখেছেন—মানুষের অভিজ্ঞতায় যৌনব্যাপারের চেয়ে বড় আর কিছু নাই। এটি জীবনের উৎস এবং মানুষের গভীরতম হৃদয়াবেগগুলির প্রায় সমস্তেরই মূল এরই মধ্যে। এর থেকেই আমাদের প্রগাঢ়তম আনন্দ ও গভীরতম দুঃখের উদ্ভব।[২]

কাজেই সাধারণতঃ মানুষমাত্রই এ-সব প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে পারে না। আর এক সামাজিক বিচার ছাড়া অন্য কোনো বিচারে এমনি প্রবৃত্তির অনুসরণ দূষণীয়ও নয়। তবে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের অবশ্য প্রবৃত্তি জয় করতে হবে, নিবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। কেন না নিবৃত্তি ছাড়া চরম সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এইজন্য ভগবান্ মনু বললেন—মাংস ভক্ষণে দোষ নেই মদ্যপানেও নেই মৈথুনেও নেই। কেন না এ মানুষের প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তিই মহাফলদায়ক।[৩] এই মহাফল ব্রহ্মজ্ঞান।

---

১ নিদ্রাদিমৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।—কু ত, উঃ ১

২ Sex is the greatest fact in human experience, the source of life and of nearly all its deepest emotions; the well-spring of our intensest pleasures as well as of our deepest griefs.—S. S. W., p, 116.

৩ ন মাংসভক্ষণে দোষো না মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।—মনু ৫।৫৬

শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও অনুরূপ অভিমত। চমস মুনিকে মহারাজ নিমি প্রশ্ন করেন—যে-সব অবিজিতাত্মা অশান্তকাম ব্যক্তি শ্রীহরির ভজনা করে না তাদের নিষ্ঠা কি? উত্তরে মুনি বললেন—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ আর মদ্যসেবা এই তিন ব্যাপারে জীবের নিত্য অনুরাগ। এ বিষয়ে কোনো প্রবর্তক শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নাই। তবে এই স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়েও শাস্ত্রবিধি আছে। স্ত্রীসঙ্গের জন্য বিবাহ বিধি, যজ্ঞে আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপান বিধি। যে-ক্ষেত্রে স্ত্রীসঙ্গাদি শাস্ত্রবিহিত সেখানেও নিবৃত্তি কল্যাণজনক।[১]

নিবৃত্তি দুঃসাধ্য ব্যাপার। দুভাবে নিবৃত্তি সম্ভবপর—প্রবৃত্তি দমন করে আর প্রবৃত্তিকেই নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করে।

প্রবৃত্তি দমন করা বলতে শুধু প্রবৃত্তিনির্দিষ্ট কর্ম না করা বুঝায় না অর্থাৎ শুধু কর্মেন্দ্রিয়-সংযত করলেই প্রবৃত্তি দমন হয় না, তাতে নিবৃত্তি আসে না।

জোর করে নিবৃত্তি হয় না। বাইরে প্রবৃত্তিমূলক কাজ থেকে বিরত হয়েছে অথচ মনের থেকে ভোগবাসনা যায় নি এ রকম মানুষকে গীতায় মিথ্যাচারী বলা হয়েছে।[২]

যারা অন্তরের থেকে ভোগবিরত হয় নি, দায়ে পড়ে হয়েছে, তাদের মনে মনে থাকে ভোগের চিন্তা। এ রকম জীবের সম্পর্কে একটি বৃদ্ধবচন প্রচলিত আছে—যতী ব্রহ্মচারী সর্বদা আবদ্ধ ঘোটক এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধা নারীরা সর্বদা মৈথুন চিন্তা করে।[৩]

বচনটির তাৎপর্য ভোগবাসনা লোপ না হলে শুধু ক্রিয়াবিরতির দ্বারা নিবৃত্তি আসে না।

ভোগবাসনা লোপ করা অত্যন্ত কঠিন। কেন না ভোগায়তন দেহ থাকলে দেহধর্মের তাগিদেই মনে ভোগবাসনা জাগবে। আয়ুর্বেদ বলেন—মানুষের শরীরে নিত্য বুভুক্ষা পিপাসা সুপ্তিস্পৃহা এবং রতিস্পৃহা এই চতুর্বিধ বাঞ্ছা জন্মে।[৪]

রতিস্পৃহা বিভিন্ন প্রকারে পরিতৃপ্তি খোঁজে। শাস্ত্রে এই গুলিকেই মৈথুনাঙ্গ বলা হয়েছে। মৈথুনাঙ্গ অষ্ট। যথা—স্মরণ কীর্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সঙ্কল্প অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি।[৫]

---

১ লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তো র্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।৫।১১

২ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।
—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৩।৬

৩ যতী চ ব্রহ্মচারী চ সদা বদ্ধাশ্চ ঘোটকাঃ। অন্তঃপুরস্থা যা নার্যঃ সদা মৈথুনচিন্তকাঃ।

৪ শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছাঃ নৃণাং চতুর্বিধাঃ। বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা চ রতিস্পৃহা।
—ভাবপ্রকাশ ১।১১০

৫ স্মরণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
—দক্ষসংহিতা ৭।৩১-৩২

যা দেহে স্বতঃই উৎপন্ন হয় তাকে লোপ করা কিরূপ দুঃসাধ্য তা অনুমান করা কঠিন নয়। আবার শাস্ত্রের অভিমত—দেহ কর্মাত্মক[১] অর্থাৎ মানুষের পূর্বজন্মের কর্মানুসারেই তার এ জন্মের দেহ গঠিত হয়েছে। সুখদুঃখময় পাপকর্ম এবং পুণ্যকর্মই মানুষের বিশেষ জাতি জন্ম তার দেহ তার সম্ভোগ এ-সব নিয়ন্ত্রিত করে।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে মানুষের ভোগবাসনা তার জন্মান্তরের কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এতে ভোগাকাঙ্ক্ষা লোপ করার দুঃসাধ্যতা বৃদ্ধি পায়।

এই বাসনা যতক্ষণ লোপ না পেয়েছে ততক্ষণ অন্য দূরে থাক জিতেন্দ্রিয় মুনিঋষিদেরও এর বশীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে। পুরাণাদিতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এইজন্য সাধককে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে ক্রমে ক্রমে এই দুর্জ্জয় বাসনার নিবৃত্তি করতে হয়। দেবীভাগবতে আছে—দুর্জর বাসনাসমূহ শান্ত হয় না। সেইজন্য ক্রমে ক্রমে বাসনা ত্যাগ করে তাদের নিবৃত্তি করতে হয়।[৩]

প্রকৃতির বিধানে যে-সব বস্তুতে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল সেই-সব বস্তু সে ভোগ করবেই। শাস্ত্র এই-সব ভোগ নিয়মিত করে দেন এবং যথাবিহিত এই-সব ভোগ যে ধর্ম, এ রকম ভোগে যে কোনো পাপ নেই, এই বোধ শাস্ত্রানুসরণকারীর মনে জাগিয়ে দেন। যে-ভোগ মানুষ না করে পারে না সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদি অনবরত একটা পাপবোধ জেগে থাকে তবে সেই ভোগে তার পাপই হবে আর সেই ভোগ সম্বন্ধে তার মনে যদি একটা ধর্মবোধ থাকে, একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকে, তবে সেই ভোগই তার প্রবৃত্তিদমনের, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে।

একটু আগে স্ত্রীসঙ্গাদি বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে-বচনের[৪] উল্লেখ করা হয়েছে তার টীকায় শ্রীধরস্বামী পূর্বোক্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ের কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই—স্ত্রীসঙ্গ আমিষাহার এবং মদ্যপান বিষয়ে মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে বিধি 'ঋতৌ ভার্যামুপেয়াৎ' বিবাহিতা পত্নীর ঋতুকালে স্ত্রীগমন করবে; 'হুতশেষং ভক্ষয়েৎ' যজ্ঞাবশিষ্ট আমিষ ভক্ষণ করবে; 'সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্নাতি' সৌত্রামণিযাগে সুরাপান করতে হবে। এগুলি বিধিমুখে ব্যবস্থা। নিষেধমুখে ব্যবস্থা—বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীগমন

---

১ দেহঃ কর্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তত্তদ্দেবি প্রতিষ্ঠিতম্।—শা ত, তঃ ১

২ সুখদুঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পাপৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ।
তত্তজ্জাতিযুতং দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্মজম্।—ঐ

৩ দুর্জ্জরং বাসনাজালং ন শান্তিমুপযাতি বৈ। অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ।—দে ভা ১।১৮।২৬

৪ শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।৫।১১

করবে না ; যজ্ঞাবশেষ মাংস ভিন্ন অন্য মাংস আহার করবে না এবং সৌত্রামণিযাগ ভিন্ন মদ্যপান করবে না।[১]

এমনিভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে প্রবৃত্তি সংযত করে যথাবিহিত ধর্মাচরণ করতে থাকলে ধীরে ধীরে ভোগবাসনার ক্ষয় হতে পারে এবং যথার্থ নিবৃত্তি আসতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে নিবৃত্তির অন্যতম উপায় প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিতে রূপান্তরিত করা। এর অর্থ ভোগকেই যোগে পরিণত করা। যোগ অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য।[২] চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারা এ যোগ নয়। চিত্তবৃত্তিকে পরমাত্মাভিমুখী করে ভোগজনিত আনন্দের মধ্য দিয়ে এ যোগ।

আমিষভক্ষণ মদ্যপান এবং স্ত্রীসঙ্গে, তন্ত্রের ভাষায় পঞ্চমকারে, সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি তার সহজাত আদিম প্রবৃত্তি আহার ও মৈথুনেরই ব্যাপকতর রূপ। অন্যভাবে বলা যায় যে-ভোগবাসনা মানুষের দেহধর্মের অন্তর্গত পঞ্চমকারের সেবায় তারই পরিতৃপ্তি হয়। এইজন্য পঞ্চমকারসেবায় অথবা পঞ্চমকারের কোনো না কোনো এক বা একাধিক মকারের সেবায় সাধারণতঃ সব মানুষই প্রভূত আনন্দ পায়। যে-বস্তুতে মানুষের আনন্দ নাই সে-বস্তুতে তার অনুরাগও থাকে না এবং তাতে তার প্রবৃত্তিও হয় না।

পঞ্চমমকার ও ব্রহ্মানন্দ—পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে পঞ্চমমকারে স্বাভাবিক জীবমাত্রেরই প্রবল অনুরাগ ও আসক্তি। আর জীবপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য জগতের সৃষ্টিকারিণী মহাশক্তির বিধানেই এমনটি হয়। পঞ্চমতত্ত্বে মানুষ যেরূপ প্রগাঢ় আনন্দ পায় তেমনটি আর কিছুতেই পায় না। এটিই জৈব আনন্দের পরাকাষ্ঠা।[৩]

এই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে যে সৌখ্য অর্থাৎ আনন্দ তাই পরম পদ অর্থাৎ আনন্দরূপ ব্রহ্ম।[৪]

উপনিষদেও এই কথাটি অন্যভাবে বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে পরমাত্মার

---

১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৪৫-১৪৬, পাদটীকা

২ ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।—কু ত, উঃ ৯

৩ (i) "ঐহিক ব্যাপারেও উপস্থেন্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ এবং নিধুবন ঐহিক আনন্দের পরাকাষ্ঠা।"

—কৌ র, পৃঃ ৪৫

(ii) এবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্। (বৃহ উপ ২।৪।১১ ; ৪।৫।১২)—সমস্ত আনন্দের একমাত্র গতি উপস্থ।

(iii) প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। (তৈ উপ ৩।১০।৩)—ব্রহ্ম সন্তানোৎপত্তিরূপ অমৃতত্বে এবং আনন্দরূপে উপস্থে বিরাজমান।

৪ স্ত্রীপুংসো সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎ পরং পদম্।—নিরু ত, পঃ ৬

সঙ্গে জীবাত্মার একীভূত হওয়ার অবস্থাকে স্ত্রীপুরুষের মিলনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝান হয়েছে।[১] এর অর্থ স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যে-অবস্থার উদ্ভব হয় তার উপলব্ধির দ্বারাই জীবাত্মা-পরমাত্মার একীভূত অবস্থার আস্বাদ পাওয়া যায়।

সমষ্টির ক্ষেত্রে জীবসৃষ্টির মূলেই আছে যে-আনন্দ[২] ব্যষ্টির ক্ষেত্রে পঞ্চমতত্ত্বে সেই আনন্দই উপলব্ধ হয়। কেন না এক্ষেত্রে পঞ্চমতত্ত্বকেই জীবসৃষ্টির মূল বলা যেতে পারে। আর শাস্ত্রের অভিমত—বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারেও শিবশক্তির মিলন থেকেই জীবসৃষ্টি হয়েছে। এই-জন্যই মহানির্বাণতন্ত্রে শেষতত্ত্বকে মহানন্দকর এবং সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে।[৩]

পঞ্চমতত্ত্বের বিপুল আনন্দ যে মূলতঃ ব্রহ্মানন্দ, শুধু পঞ্চমতত্ত্ব কেন, অন্যান্য তত্ত্বের আনন্দ তথা জগতের সব আনন্দই যে মূলতঃ ব্রহ্মানন্দ ভোগলিপ্সু মানুষ তা জানে না এবং জানলেও উপলব্ধি করে না।

পঞ্চমতত্ত্বজনিত আনন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষ জানে না বটে কিন্তু এই মহানন্দের আকর্ষণে সে ব্যাকুল। এই দুর্নিবার আকর্ষণের নাম কাম বা নরনারীর পরস্পরের আসঙ্গলিপ্সা। এই কামের হাত এড়াবার সাধ্য সাধারণ মানুষের নাই। কেন না প্রকৃতির বিধানেই এটি মানুষের সত্তার অন্তর্ভুক্ত। অথচ কাম থাকতে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। সন্ত বলেন—'যেখানে কাম সেখানে রাম নেই আর যেখানে রাম সেখানে কাম নেই। দিন আর রাত যেমন একত্রে থাকতে পারে না তেমনি রাম আর কাম একত্র থাকতে পারে না।'[৪]

শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্বসেবা— শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্বের সেবায় কাম লোপ পায় এবং পঞ্চতত্ত্বসেবাজনিত আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ এই অনুভূতি ক্রমে দৃঢ় হয়। পঞ্চতত্ত্বকে যে ব্রহ্মা-নন্দের অভিব্যঞ্জক বলা হয়েছে এই তার তাৎপর্য।

ভোগাভিলাষী মানুষ ভোগবাসনায় নিয়ত পঞ্চমকারসেবা করছে, আনন্দও পাচ্ছে, কিন্তু তাতে তাদের বাসনার নিবৃত্তি হচ্ছেনা বরং তা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এদের সম্বন্ধেই

---

১ (i) তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্ত ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।—বৃহ উপ ৪।৩।২১

(ii) স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।—ঐ ১।৪।৩

২ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।—তৈ উপ ৩।৬

৩ মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্। অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্।—মহা ত ৭।১০৮

৪ যাঁহা কাম তাঁহা রাম নেহিঁ
যাঁহা রাম তাহা নেহিঁ কাম।
দোনো এক নহিঁ মিলে
রবি রজনী এক ঠাম।—দ্রঃ প্রেমিকগুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫১

শাস্ত্র বলেছেন—কামীদের কামনা কখনো নিবৃত্ত হয় না। আগুনে ঘি দিলে আগুন যেমন বেড়ে যায় তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বেড়ে যায়।[১]

এই-সব লোকের মন ভোগমুখী বলে মদ্যাদিসেবনজনিত আনন্দও এদের বন্ধনেরই কারণ হয় আর অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গরূপে যথাশাস্ত্র পঞ্চমকারসেবী সাধকের মন ব্রহ্মমুখী বলে পঞ্চমকারসেবনজনিত আনন্দে তিনি ব্রহ্মানন্দই অনুভব করেন এবং এই আনন্দ তাঁর মোক্ষের কারণ হয়। কেন না মনই মানুষের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ। ভোগমুখী মন বন্ধনের আর যোগমুখী মন মুক্তির কারণ।[২] এ বিষয়ে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

এইজন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান দেবতাদের প্রীতির জন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সাধককে পঞ্চতত্ত্বের সেবা করতে হবে। ভোগমুখী মন নিয়ে যে পঞ্চতত্ত্বের সেবা করে সে পাতকী।[৩]

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]—আহার এবং মৈথুন অর্থাৎ পঞ্চমকার মানুষের স্বভাবজ এবং প্রিয়। শিবের বিধানে এইগুলি তাদের কল্যাণের নিমিত্ত নিয়মিত হয়েছে। অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমকার সম্বন্ধে যে-সব বিধান দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে পঞ্চমকার নিয়ে সাধনা করলে মানুষের যথার্থ কল্যাণ হবে, সে চতুর্বর্গ লাভ করবে।

অসংযত আহার মৈথুনাদি মানুষকে পশুর সামিল করে দেয়, তাকে মনুষ্যত্বভ্রষ্ট করে। কিন্তু এই-সব বস্তুরই যথাশাস্ত্র ব্যবহার হলে তার দ্বারা মানুষ মুক্তিলাভ করে। সেইজন্য শাস্ত্রের বিধান—বিধিবুদ্ধিতে পঞ্চমকার সেবন করতে হবে, ভোগবাসনায় করলে পাতক হবে। যে-সব দ্রব্যের দ্বারা মানুষের পতন হয় সেই-সব দ্রব্যের দ্বারাই তার মুক্তি হয়।[৫]

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এ সম্পর্কে শাস্ত্রের মর্ম বড় সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন "সকল মতেই প্রকৃতির সংযোগ হইতেই যেমন পুরুষের পতন হয় তেমনি একমাত্র প্রকৃতির সংযোগ হইতেই পুরুষের উত্থান হওয়া সম্ভবপর।

---

১ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে
শ্রীমদ্‌ভাগবত ৯।১৯।১৪; মহা ভা ১।৭৫।৫০-৫১

২ মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈর্নির্বিষয়ং স্মৃতম্।—
মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ ৪।১১

৩ মাদ্যিপঞ্চকমীশানি দেবতাপ্রীতয়ে সুধীঃ। যথাবিধি নিষেবেত তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।—কু ত, উঃ ১০

৪ নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্। সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্মৈঃ নিরূপিতম্।
—মহা ত ৯।২৮৩

৫ বিধিবদ্ধ্যৈব সেবেত তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী। যৈরেব পতনং দ্রব্যৈর্মুক্তিস্তৈরেব চোদিতা।
—ত্রিপুরামহোপনিষদের ১৩ সংখ্যক মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যে উদ্ধৃত

সাংখ্যদর্শনে যেমন তত্ত্ববিচারের দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, দুর্গাসপ্তশতীতে মহামায়াকে যেমন জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতুভূত বলিয়া স্তব করা হইয়াছে, তদ্রূপ যাবতীয় তান্ত্রিক সাধকগণও একমাত্র প্রকৃতিকেই জীবের মৃত্যুর কারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে অমরত্বের মুখ্য সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা অশুদ্ধ ও অজ্ঞাত অবস্থায় পতনের হেতু, শোধন ও জ্ঞানোদয়ের পরে তাহাই ঊর্দ্ধগতির হেতু। মাতৃকা-বিজ্ঞান আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল প্রকার বৈকল্পিক জ্ঞানের মূলেই মাতৃকার প্রভাব রহিয়াছে। অথচ সংস্কারদ্বারা মাতৃকাকে শুদ্ধ করিলে এই মাতৃকাই চিন্ময়ী মহামাতৃকারূপে জীবকে নির্বিকল্প পরমপদ প্রদান করিয়া থাকেন।"[১]

শাস্ত্রে যে বিধিবুদ্ধিতে পঞ্চমকারসেবনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রব্যের সংস্কার বা শোধন সেই বিধির অন্যতম। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাচ্ছে।

পঞ্চতত্ত্বের বাসনা—বাসনা অপর একটি মুখ্য শাস্ত্রবিধি। বাসনার এক অর্থ উদ্দেশ্য, অপর অর্থ ভাবনা। পঞ্চতত্ত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ভাবনা সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রের[২] অভিমতের সারকথা এই[২]—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং ষট্‌চক্রভেদসমর্থ সাধক মূলাধারস্থা কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে তাঁর সঙ্গে কামরূপাদি পীঠস্থান ভ্রমণ করে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মহাপদ্মে অর্থাৎ সহস্রারপদ্মে উপনীত হবেন। সেখানে চিৎচন্দ্র এবং কুণ্ডলিনীশক্তির সামরস্য হবে। সেই সামরস্যজনিত পরম আনন্দে সাধক মগ্ন হবেন এবং সেই সামরস্যের ফলে সহস্রার-পদ্ম থেকে যে-অমৃতধারা ক্ষরিত হবে তা পান করবেন। সাধক বার বার মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে এই অমৃতধারা পান করবেন। এইটি মদ্য সম্বন্ধে ভাবনা।

মাংসের ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সাধক যোগী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশুকে বধ করে পরশিবে চিত্তলয় করবেন। যিনি এ রকম করেন তাঁকেই মাংসাশী বলা হয়।

---

১ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, সেপ্টেম্বর, ১৩৬২

২ লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধারবিভেদকঃ। পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ॥
আমূলধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃপুনঃ। চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্যসুখোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ। মধুপায়ী সমং (মধুপায়িসমঃ ?) প্রোক্তস্ত্বিতরে মদ্য পায়িনঃ॥
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ। পরে শিবে নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে॥
মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযোজ্যাত্মনি যোগবিৎ। মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ॥
অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ। শক্তিং তাং সেবয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ।
পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ। য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ।
ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে। জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে।—কু ত, উঃ ৫

মৎস্যের ভাবনা এই—যোগী সাধক মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করবেন। যিনি এ রকম করেন তিনিই মৎস্যাশী, অন্যেরা প্রাণিহিংসক।

মুদ্রার ভাবনা এই রকম—পশুভাবাপন্ন সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধা। যিনি প্রবুদ্ধা শক্তির সেবা করেন তিনিই শক্তিসেবক। এখানে শক্তি অর্থ মুদ্রা। "শক্তিই মুদ্রারূপা এই প্রকার ভাবনা করিয়া মুদ্রাসেবন করিতে হইবে।"[১]

পঞ্চমতত্ত্বের ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে পরশক্তি ও পরশিব এই মিথুনের সংযোগ মৈথুন। যিনি এমনি শিবশক্তির সংযোগজনিত আনন্দে মগ্ন থাকেন তিনি মৈথুনসাধক, অন্যেরা স্ত্রীসেবী।

এই পঞ্চমুদ্রার বা পঞ্চমকারের ভাবনা। যিনি গুরুমুখে এই ভাবনা অবগত হয়ে পঞ্চমুদ্রা সেবা করেন তিনি মুক্ত হন।

পঞ্চতত্ত্বসাধনার অধিকারী—এমনি ভাবনা যে-কোনো লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যিনি সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন কেবলমাত্র সেই সাধকই যথার্থতঃ এ রকম ভাবনা করতে পারেন। এইজন্য শক্তিসাধনায় বামাচারাদি শেষ তিন আচারে পঞ্চতত্ত্ব বিহিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করে এসেছি এই আচারত্রয়ে বীরভাবের এবং দিব্যভাবের সাধকেরাই অধিকারী। কাজেই এই দুই শ্রেণীর সাধকই পঞ্চতত্ত্বসাধনায় অধিকারী।

এর আগে বামাচার ও কৌলাচারের অধিকারী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেও প্রকারান্তরে পঞ্চতত্ত্বসাধনার অধিকারী সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

সারকথা, বিশুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার অদ্বৈতভাবপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী।

এ রকম গুণ এবং যোগ্যতা যে-কোনো লোকের থাকতে পারে না। সেইজন্য কোনো কোনো তন্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী শুধু অবধূত। চীনক্রম বা চীনাচারের সাধনা পঞ্চতত্ত্বযুক্ত তারাসাধনা। এটি এক প্রকারের কৌলাচার। বিশ্বাদর্শতন্ত্রে এই সাধনার অধিকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যিনি দ্বৈতজ্ঞানহীন, সর্বভূতের হিতে রত, বর্ণাশ্রম যিনি ত্যাগ করেছেন, যিনি শান্ত, পাপলেশপরাঙ্মুখ, যিনি কোথাও লিপ্ত হন না, সর্বদা পাপমুক্ত সেই সাধককে অবধূত বলা হয় আর তাঁরই জন্য চীনসাধন।[২]

পঞ্চতত্ত্ব ও পশুভাবের সাধক—লক্ষ্য করা গেছে কামাখ্যাতন্ত্রাদির[৩] বিধান অনুসারে

---

১ কৌ র, পৃঃ ৩১

২ দ্বৈতজ্ঞানবিহীনো যঃ সবভূতহিতে রতঃ। ত্যক্তবর্ণাশ্রমঃ শান্তঃ পাপলেশপরাঙ্মুখঃ।
অবলিপ্তো ন কুত্রাপি ধূতপাপঃ সদৈব হি। অবধূতঃ স বিজ্ঞেয় স্তৎকৃতে চীনসাধনম্।
—দ্রঃ Taratantram, Intro, p. 20, f. n. 1

৩ পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।—কামা ত, পঃ ৪

পশুভাবের সাধকের পঞ্চতত্ত্বসাধনায় অধিকার নাই। যোগিনীতন্ত্রেও[১] বলা হয়েছে সাধনায় মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার বীর এবং দিব্য সাধকের পক্ষে বিহিত, পশুর পক্ষে নয়। কৌলাবলীনির্ণয়ে ত পশুসন্নিধানেও পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীপূজা নিষেধ করা হয়েছে।[২]

কিন্তু কোনো কোনো তন্ত্রে পশুভাবের সাধকের জন্যও পঞ্চতত্ত্বসাধনার বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন আগমকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে[৩]—মুখ্য অনুকল্প ও দিব্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা জগদম্বার নৈবেদ্য দিতে হবে। বীরেরা মুখ্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্য দেবে। পশুদের অনুকল্পের দ্বারা এবং দিব্যদের দিব্যকল্পের দ্বারা নৈবেদ্যদান বিধি।

তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ অধিকারী ব্যক্তিরাও বলেন[৪]—পশুভাবের সাধক পঞ্চতত্ত্বের অভিধাবোধিত অর্থ পরিহার করে রূপককল্পিত অন্য অর্থ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাধনায় তিনি মুখ্যপঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার করেন না, অনুকল্প ব্যবহার করেন।

পঞ্চতত্ত্ব ও বীরসাধক—বীরভাবের সাধক পঞ্চতত্ত্বের সাক্ষাৎ অর্থ গ্রহণ করে মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা সাধনা করেন।[৫] রুদ্রযামলের দেবীরহস্যখণ্ডে বিবৃত ছিন্নমস্তাস্তবে দেখা যায় বীর সাধক বলছেন—আমি মদ্য-মাংস- ও স্ত্রীসম্ভোগ-যুক্ত পূজা করি এবং অন্য বহুবিধ কুলমার্গবিহিত পূজাবিধির অনুসরণ করি। আমি পশুজনবিমুখ ভৈরবী-আশ্রিত এবং গুরুচরণরত। আমি ভৈরব, আমি শিব।[৬]

নির্বাণতন্ত্রেরও বিধান বীরভাবের সাধক সর্বদা তত্ত্বসেবন অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বসেবন করবেন।[৭] আর দিব্যভাবের সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবেন।[৮] বীরের পক্ষে বিহিত এই পঞ্চতত্ত্ব মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব।

---

১ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ। ইদমাচরণং দেবি পশোর্ন দিব্যবীরয়োঃ।—যো ত, পৃঃ ৬

২ মকারপঞ্চকৈর্দেবীং নার্চয়েৎ পশুসন্নিধৌ।—কৌ নি, পৃঃ ৫

৩ পঞ্চতত্ত্বেন মুখ্যেন চানুকল্পেন বা প্রিয়ে। দিব্যেন জগদম্বার্থে নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ।
মুখ্যকল্পেন বীরাণাং নৈবেদ্যং পরিকল্পয়েৎ। পশূনাঞ্চানুকল্পেন দিব্যানাং দিব্যকল্পকৈঃ।
—দ্রঃ সাধনরহস্যম্, পরিশিষ্টখণ্ডম্, পৃঃ ৩৬

৪ পশুভাবাধিকারিণস্তু এতেষাং সাক্ষাদভিধাবোধিতমর্থং পরিহায় রূপককল্পিতমর্থান্তরং গৃহ্ণন্তি।
—মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ৭

৫ বীরাচারিণস্তু সাক্ষাদর্থমেব গৃহ্ণন্তি।—ঐ

৬ অলিপিশিতপুরন্ধ্রীভোগপূজাপরোঽহম্। বহুবিধকুলমার্গারম্ভসম্ভাবিতোঽহম্।
পশুজনবিমুখোঽহং ভৈরবীমাশ্রিতোঽহম্। গুরুচরণরতোঽহম্ ভৈরবোঽহং শিবোঽহম্।
—দ্রঃ S. S., 4th Ed., p. 599

৭ বীরভাবযুতানাং বৈ তত্ত্বং সেব্যং সদানঘে।—নি ত, পৃঃ ১১

৮ দিব্যভাবযুতানাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানং সদা ভবেৎ।—ঐ

বীরের প্রকারভেদ অনুসারে পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহারেরও বিভিন্ন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়েছে—স্বভাব বীর প্রত্যক্ষতত্ত্ব আর বিভাব বীর মানসিক প্রত্যক্ষতত্ত্ব ও বাহ্য অনুকল্পতত্ত্বের দ্বারা দেবীর আরাধনা করবেন। মন্ত্রসিদ্ধ বীর যে-রকম অভিরুচি শাস্ত্রবিহিত পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার করতে পারেন।[১]

কলিযুগে মানস মুখ্যতত্ত্ব—কোনো কোনো তন্ত্রে কলিযুগে মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে এবং মানস ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন পিচ্ছিলাতন্ত্রের মতে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বের মানস ব্যবহার করতে হবে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ হবে। কলিযুগে মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নাই; বিশেষ করে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার সম্বন্ধে যাদের মনে সংশয় আছে তাদের ত কোনো কালেই নাই।[২]

তন্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন কল্পভেদে সম্প্রদায়ভেদে অধিকারিভেদে তন্ত্রশাস্ত্রে এমনি বিভিন্ন রকমের বিধান দেওয়া হয়েছে। সাধক নিজের গুরুর কাছে আপন পথের সন্ধান জেনে নেন। কাজেই বিভিন্ন রকমের শাস্ত্রোক্তি থাকলেও সাধনার ক্ষেত্রে সাধকের কোনো অসুবিধা হয় না।

ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রত্যক্ষ পঞ্চতত্ত্ব—প্রত্যক্ষ পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কে আরেকটি বিষয়ে তন্ত্রে পরস্পরবিরোধী মত লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব বিহিত কি না এই নিয়ে মতবিরোধ। যেমন বারাহীতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদ্য মাংস মৎস্য মৈথুন এবং নরবলি এই পাঁচটির কথা ব্রাহ্মণ কখনও স্মরণও করবেন না।[৩] এখানে মুদ্রার নাম না থাকলেও যে-চার তত্ত্বের নাম করা হয়েছে মুদ্রাকে তার অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়। কেন না মদ্যাদির সঙ্গে মুদ্রাব্যবহার বিধি।

মেরুতন্ত্র[৪] শ্রীক্রম[৫] প্রভৃতিতেও দেখা যায় সাধনায় ব্রাহ্মণের পক্ষে বামমার্গ অবলম্বন প্রশস্ত নয় এবং অবলম্বন করলেও তাঁর পক্ষে মদ্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

---

১ দ্রঃ Ś. Ś., 4th Ed., p. 606

২ সর্বন্তু মানসং কুর্য্যাত্তেন সিধ্যতি সাধকঃ। ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৮৮

৩ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি। মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ কচিৎ।
—দ্রঃ মাতৃ ত ৪।২-এর টীকা

৪ বামমার্গেণ তচ্চান্তবর্ণং হিত্বা প্রশস্ততে। ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পীত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। বামমার্গী ব্রাহ্মণোঽপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।—দ্রঃ ঐ।

৫ ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বামকামো ব্রাহ্মণোঽপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৮

আবার কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—কলিযুগে সব শাক্তদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের পক্ষে পঞ্চতত্ত্বহীন পূজা নিন্দনীয়।[১] উক্ত তন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ—অবশ্যই ব্রাহ্মণ, রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নিত্য পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবীর পূজা করবেন, এ বিষয়ে মনে কোনো *সংশয় রাখবেন না।* কলিযুগে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা যিনি কুলেশ্বরীর পূজা করেন ত্রিভুবনে তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই।[২]

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—শিবাজ্ঞায় কলিযুগে জম্বুদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ পশুভাবাশ্রয়ী হবেন না।[৩] এর অর্থ তিনি বীর- বা দিব্য-ভাবাশ্রয়ী হবেন। লক্ষ্য করা গেছে বীরভাবের সাধকের পক্ষে মুখ্য পঞ্চমকার বিহিত। কাজেই এখানেও ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের পরোক্ষ বিধান দেওয়া হয়েছে বলা যায়।

কোনো কোনো তন্ত্রে এমনি পরস্পরবিরোধী মতের একটা সামঞ্জস্য বিধান করে বলা হয়েছে বৈদিক-আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা করতে পারেন। যেমন ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে বীরভাবের সাধক এবং তাঁর আচারাদির বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ যদি ভ্রষ্ট হন এবং কুলধর্মপরায়ণ হন, তা হলে এমনি নিয়মে কুলতোষণ করবেন। এর অর্থ বৈদিকাচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কৌলাচারে পঞ্চতত্ত্বসহযোগে সাধনা করতে পারেন।[৪]

এই পঞ্চতত্ত্ব যথাশাস্ত্র মুখ্য পঞ্চতত্ত্বই হবে। কেন না মুখ্য পঞ্চতত্ত্বের অভাব হলেই অনুকল্পতত্ত্বের ব্যবহার শাস্ত্রবিধি।[৫]

কিন্তু এ সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। কালীবিলাসতন্ত্রের মতে সত্য-ত্রেতা পর্যন্ত দিব্যভাব এবং ত্রেতা-দ্বাপর পর্যন্ত বীরভাব বিহিত।[৬] এর অর্থ এই তন্ত্র অনুসারে কলিযুগে দিব্য- এবং বীর-ভাবের সাধনা হয় না, হয় শুধু পশুভাবের সাধনা। পশুভাবে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কাজেই এই তন্ত্রের মতে কোনো বর্ণের পক্ষেই কলিযুগে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব বিহিত নয়।

ব্রাহ্মণের মন্ত্রব্যবহার—ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব বিহিত কি না এই প্রশ্নেরই অন্তর্ভুক্ত একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজাদিতে মুখ্য মন্ত্র ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত কি?

---

১ কলৌ তু সর্বশাক্তানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। পঞ্চতত্ত্ববিহীনানাং নিন্দনং পরমেশ্বরি।—কামা ত, পঃ ৫

২ অবশ্যং ব্রাহ্মণো নিত্যং রাজা বৈশ্যশ্চ শূদ্রকঃ। পঞ্চতত্ত্বৈর্ভজেদ্দেবীং ন কুর্যাৎ সংশয়ং কচিৎ।—ঐ

৩ জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন। পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ শিবাজ্ঞয়া।—ঐ, পঃ ৪

৪ যদি বিপ্রো ভবেদ্ ভ্রষ্টঃ কুলধর্মপরায়ণঃ। তদানেন বিধানেন কর্তব্যং কুলতোষণম্।

—দ্রঃ তারাভক্তিসুধার্ণব, তঃ ৪, পৃঃ ১২১

৫ দ্রঃ 'পরিস্রুতং ঝষমাদ্যং' ইত্যাদি ত্রিপুরামহোপনিষদ্‌মন্ত্রের ভাস্কররায়-কৃত ভাষ্য

৬ কালীবিলাসতন্ত্র ৬।১০-১১

পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা ছাড়াও কোনো কোনো দেবীপূজায় মদ্যব্যহার শাস্ত্রবিহিত। যেমন কামাখ্যাতন্ত্রে আছে—কালিকা এবং তারার সাধকদের মদ্য ছাড়া সাধনা মহাহাস্যকর ব্যাপার।[১]

পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা ছাড়া অন্য সাধনায়ও সুরার ব্যবহার বিহিত বলেই ব্রাহ্মণের পক্ষে মুখ্য সুরা বিহিত কি না এই প্রশ্নটি উঠেছে। বলা বাহুল্য এবিষয়েও তন্ত্রশাস্ত্র একমত নন।

যেমন নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—কলিযুগে কালী তারা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরা ও ভৈরবীর পূজা দ্বিজ সর্বদা আসবযোগে করবেন। শ্মশানভৈরবী উগ্রতারা মাতঙ্গী ধূমাবতী বগলা ভুবনেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী বালা ত্বরিতা মহিষমর্দিনী এই-সব দেবীরও কলিযুগে আসবসহ পূজা বিধি। দক্ষিণাকালীর পূজায় আসব লাগে না। ব্রাহ্মণ বীরভাবে সুরাপান করে মন্ত্র জপ করবেন।[২] তবে উক্ত তন্ত্রমতে কৃতাভিষেক ব্রাহ্মণের পক্ষেই সুরাপান বিহিত।[৩]

যামলে বলা হয়েছে সত্যযুগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের পক্ষে যথাক্রমে ক্ষীর আজ্য মধু এবং পিষ্টজের দ্বারা দেবীর পূজা বিহিত, ত্রেতাযুগে সর্ববর্ণের পক্ষে ঘৃতের দ্বারা পূজা বিধি, দ্বাপরে সর্ব বর্ণের পক্ষে মধুদ্বারা এবং কলিযুগে কেবল কল্যাণকর আসবের দ্বারা দেবীপূজা বিহিত।[৪]

ভৈরবীতন্ত্রের মতে কিন্তু ক্ষীর আজ্য এ-সব পারিভাষিক শব্দ। ক্ষীর বৃক্ষসম্ভূত বার্ক্ষ মদ্য, আজ্য বল্কলসম্ভূত মদ্য, মধু পুষ্পরসোদ্ভূত মদ্য আর আসব তণ্ডুলোদ্ভূত মদ্য।[৫] পিষ্টজ পিষ্টক থেকে তৈরি মদ্য। অবশ্য যামলে এ মত অনুসৃত হয়েছে মনে হয় না। কেন না উপরে উদ্ধৃত বচনে দেখা যাচ্ছে ঘৃত মধু ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

---

১ তন্মধ্যে কালিকা-তারা-সাধকানাং কুলেশ্বরি। মদ্যং বিনা সাধনঞ্চ মহাহাস্যায় কল্পতে।—কামা ত, পঃ ৫

২ কালীং তারাং তথা ছিন্নাং ত্রিপুরাং ভৈরবীং তথা। কলাবাসবযোগেন সর্বদা পূজয়েদ্দ্বিজঃ।
শ্মশানভৈরবীঞ্চৈব উগ্রতারাঞ্চ পঞ্চমীম্। মাতঙ্গীঞ্চ তথা ধূম্রাং বগলাং ভুবনেশ্বরীম্।
রাজরাজেশ্বরীং বালাং ত্বরিতাং মহিষমর্দ্দিনীম্। কলাবেতাশ্চাসবৈশ্চ পূজ্যাশ্চ দক্ষিণাং বিনা।
ব্রাহ্মণো বীরভাবেন সুরাং পীত্বা জপেন্মনুম।—নিরু ত, পঃ ৫

৩ অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে।—ঐ, পঃ ৭

৪ সত্যে ক্রমাচ্চতুর্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্যমধুপিষ্টজৈঃ। ত্রেতায়াং পূজিতা দেবী ঘৃতেন সর্বজাতিভিঃ।
মধুভিঃ সর্ববর্ণৈস্তু পূজিতা দ্বাপরে যুগে। পূজনীয়া কলৌ দেবী কেবলৈরাসবৈঃ শুভৈঃ।
—দ্রঃ প ক সূ ৩।৩১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

৫ ক্ষীরং বৃক্ষসমুদ্ভূতমাজ্যং বল্কলসম্ভবম্। মধু পুষ্পরসোদ্ভূতং আসবং তণ্ডুলোদ্ভবম্।—দ্রঃ ঐ

সে যা হক, যামলমতেও দেখা যাচ্ছে কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি সর্ববর্ণের পক্ষেই আসবযোগে দেবীপূজা বিহিত। রহস্যার্ণব[১] প্রভৃতিতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

আবার কোনো কোনো তন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে সাত্ত্বিকাদি মদ্যের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে—মদ্য ত্রিবিধ—গৌড়ী মাধ্বী এবং পৈষ্টী। ইক্ষুগুড় ও মধু থেকে উৎপন্ন সুরা গৌড়ী। গৌড়ী সাত্ত্বিক। মহুয়াফুল দ্রাক্ষা এবং তালের রস প্রভৃতি থেকে যে-সুরা হয় তার নাম মাধ্বী। মাধ্বী রাজসিক। আর পিষ্টক এবং তণ্ডুল থেকে উৎপন্ন সুরা পৈষ্টিক বা পৈষ্টী। এটি তামসিক। ব্রাহ্মণের পক্ষে সাত্ত্বিক সুরা এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে রাজসিক সুরা বিহিত।[২]

কুলার্ণবতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—ব্রাহ্মণ সর্বদা মদ্য পান করবেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে, বৈশ্য ধনপ্রয়োগকালে কিন্তু শূদ্র কখনই পান করবেন না।[৩]

মাতৃকাভেদতন্ত্রে ব্রাহ্মণের সুরাপানের শুধু বিধানই দেওয়া হয় নি তার বিশেষ মাহাত্ম্যও প্রচার করা হয়েছে। বলা হয়েছে মদ্যপানে ব্রাহ্মণের মহামোক্ষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণ যদি মদ্য-পানাদি করেন তা হলে সত্য সত্য তৎক্ষণাৎ শিবস্বরূপ হয়ে যান। জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয়, তেজ তেজে লয়প্রাপ্ত হয়, ঘট ভেঙ্গে গেলে পরিছিন্ন আকাশ যেমন অখণ্ড আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়, বায়ু যেমন বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয় তেমনি মদ্যপানের দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন, পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।[৪]

তবে উক্ত তন্ত্রমতে কোনো ব্যক্তি গায়ত্রী জপ করলেই ব্রাহ্মণ হয় না অর্থাৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখনই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।[৫]

গন্ধর্বতন্ত্রেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে—দ্বৈতভাবনিষ্ঠদের পশু এবং অদ্বৈতভাব-নিষ্ঠদের ব্রাহ্মণ বলে জানবে।[৬]

---

১ কৃতে তু শূদ্রৈঃ সম্পূজ্যা প্রত্যক্ষৈরাসবৈঃ প্রিয়ে। ত্রেতায়াং বৈশ্যশূদ্রাভ্যাং নৃপাদ্যৈর্দ্বাপরে যুগে।
কলৌ যুগে মহাদেবি ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ প্রপূজিতা—রঃ ঐ

২ গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধং দ্রব্যমীরিতম্। ঐক্ষবক্ষৌদ্রজাতাদ্যা গৌড়ী স্যাৎ সাত্ত্বিকী স্মৃতা।
মধূককুসুমদ্রাক্ষাতালবৃক্ষাদিসম্ভবা। মাধ্বীতি কীর্তিতা তজ্‌জ্ঞৈ রাজসী সা ভবেচ্ছিবে।
পিষ্টতণ্ডুলজাতা যা তামসী পৈষ্টিকী স্মৃতা। সাত্ত্বিকী ব্রাহ্মণে খ্যাতা রাজসী নৃপবৈশ্যয়োঃ।—ত্রঃ ঐ

৩ ব্রাহ্মণৈস্তু সদা পেয়ং ক্ষত্রিয়ৈস্তু রণাগমে। বৈশ্যৈর্ধনপ্রয়োগে চ শূদ্রৈস্তু ন কদাচন।—ঐ

৪ ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ংবদে। ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি পানাদিকং চরেৎ।
তৎক্ষণাচ্ছিবরূপোঽসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে। তোয়ে তোয়ং যথা লীনং যথা তেজসি তেজসম্।
ঘটে ভগ্নে যথাকাশং বায়ৌ বায়ুর্যথা প্রিয়ে। তথৈব মদ্যপানেন ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণি প্রিয়ে।
লীয়তে নাত্র সন্দেহঃ পরমাত্মনি শৈলজে।—মাতৃ ত ৩।৩২-৩৫

৫ বেদমাতাজপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে। ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।—মাতৃ ত ৩।৩৯

৬ দ্বৈতান্ পশূন বিজানীয়াদ্ অদ্বৈতান্ ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ।—গ ত ৩৭।২৫

এই মত অনুসারেই নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদ্য ব্রাহ্মণদেরই পেয়, দ্বিজপুঙ্গবদের নয়।[১]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এই-সব বচনে যাঁকে ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে তিনি ব্রাহ্মণবর্ণের নাও হতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞানী কিংবা অদ্বৈতভাবনিষ্ঠ সাধকমাত্রই ব্রাহ্মণ। এ রকম ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান অবশ্যই বিহিত। আর এ রকম ব্রাহ্মণ অবশ্য ব্রাহ্মণবর্ণোদ্ভবও হতে পারেন। কাজেই আলোচ্য বচনগুলিতেও ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপানের বিধানই দেওয়া হয়েছে।

এই ত গেল এক পক্ষ। অন্য পক্ষে ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান একেবারে নিষেধ করা হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে সমস্ত ক্রিয়া বেদমূলক। ব্রাহ্মণই বেদ। ব্রাহ্মণ বরং প্রাণ দেবেন তবু পূজাদিতে সুরা অর্পণ করবেন না।[২]

কালীকুলামৃতের মতে ব্রাহ্মণ পূজায় সুরা প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট হবেন।[৩]

মেরুতন্ত্রের বিধান—ব্রাহ্মণ সুরাপান করলে রৌরবনরকে যাবেন।[৪] রুদ্রযামল[৫] নিরুত্তরতন্ত্র[৬] প্রভৃতিতেও ব্রাহ্মণের সুরাপান-নিষেধসূচক বচন পাওয়া যায়।

সুরাপান দূরে থাক সুরাস্পর্শ করলেও ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান কোনো কোনো তন্ত্রে আছে। যেমন কুব্জিকাতন্ত্রের বিধান—ব্রাহ্মণ মাছ মাংস খেলে আর মদ স্পর্শ করলে তিন রাত্রি উপোস থেকে তাকে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হতে হবে।[৭]

ব্রাহ্মণের সুরাপান সম্পর্কে এই ধরণের পরস্পরবিরোধী বিধিনিষেধের একটা সমন্বয়ও তন্ত্রশাস্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—যজ্ঞে মদ্যপান বিহিত, তা ছাড়া মদ্যপানে পাপ হয়।[৮]

নিরুত্তরতন্ত্র[৯] তন্ত্রান্তর[১০] সময়াচারতন্ত্র[১১] প্রভৃতিতেও অনুরূপ বচন পাওয়া যায়।

---

১ ব্রাহ্মণৈঃ পীয়তে মদ্যং ন মদ্যং দ্বিজপুঙ্গবৈঃ।—নিরু ত, পঃ ৫

২ বেদমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা ব্রাহ্মণো বেদ এব চ। প্রাণা বরং প্রগচ্ছন্তু ব্রাহ্মণো নার্পয়েৎ সুরাম্।
—শ স ত, কা খ, পঃ ৯

৩ ব্রাহ্মণস্তু সুরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। -দ্রঃ মাতৃ ত ৪।২-এর পাদটীকা

৪ ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পীত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—দ্রঃ ঐ

৫ বেদত্যাগান্মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবণাৎ। তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চণ্ডালাদপি গর্হিতঃ।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ ঐ

৬ ব্রাহ্মণস্তু সুরাপানে ব্রাহ্মণ্যং ত্যজতে ক্ষণাৎ।—নিরু ত, পঃ ৭

৭ ভুক্ত্বা মৎস্যঞ্চ মাংসঞ্চ স্পৃষ্ট্বা হেতুঞ্চ ভৈরবি। ত্রিরাত্রোপবিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতীতি।
—দ্রঃ মাতৃ ত ৪।২-এর পাদটীকা

৮ মদ্যপানং তু যজ্ঞেষু তদ্বিনা পাতকী ভবেৎ।—গ ত ৩৭।২৬

৯ অভিষেকং বিনা নৈব ব্রাহ্মণঃ সুপিবেৎ সুরাম্।—নিরু ত, পঃ ৭

১০ দোষোঽন্যত্র বরারোহে যজ্ঞে দোষো ন বিদ্যতে। অশ্বমেধাদিযজ্ঞেষু বাজিহত্যা যথা ভবেৎ।
—তন্ত্রান্তরবচন, প ক সূ ৩।৩১-এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত

১১ সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে মদিরাং ব্রাহ্মণঃ পিবেৎ। অন্যত্র ব্রাহ্মণঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
—ত্রিপুরামহোপনিষদের ১৫ সংখ্যক মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যে উদ্ধৃত

তন্ত্রজ্ঞরা বলেন সুরাপাননিষেধার্থক এই-সব বচনের তাৎপর্য আছে। সুরা চারযুগেই পবিত্রকারিণী। শুধু শুক্রের অভিশাপের জন্য সুরা ব্রাহ্মণের অপেয়। মন্ত্রের দ্বারা শাপমোচন হলেই সুরা পূর্বের মতো পেয় হয়ে যায়। কাজেই শাস্ত্রে সুরানিষেধার্থক বচনের দ্বারা অভিশপ্ত সুরা নিষেধ করা হয়েছে।[১]

সাধনায় মদ্যব্যবহারের হেতু—প্রশ্ন হতে পারে যজ্ঞার্থে বা সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বা সুরাপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কেন দেওয়া হয়েছে? পঞ্চমকারের উদ্দেশ্য বিচার প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এ প্রশ্নের আলোচনা আমরা করেছি। সাধনায় পঞ্চমকারের যে-হেতু নির্দেশ করা হয়েছে আদিমকারেরও হেতু মুখ্যতঃ তাই—দেহে অবস্থিত আনন্দরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, তা দেহে অবস্থিত। সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক মদ্য। এইজন্য যোগীরা মদ্যপান করেন।[২]

লক্ষণীয় শাস্ত্রের নির্দেশ, যোগীরা মদ্যপান করলে ব্রহ্মের আনন্দরূপ উপলব্ধি করতে পারেন, ভোগীরা নয়।

অবশ্য ভোগীরাও মদ্যপানে যথেষ্ট আনন্দ পায়, নৈলে তারা মদ্যপান করতই না। দ্রব্যগুণ সবাইকে স্বীকার করতে হয়, কেন না তার ফল প্রত্যক্ষ। মদ্যের অন্যতম স্বাভাবিক গুণ আনন্দকরত্ব। চরকসংহিতায় মদ্যের গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩]—মদ্য হর্ষজনক তৃপ্তিকর ঔজ্জ্বল্যপ্রদানকারী ভয়-শোক-শ্রম-নাশক। মদ্য প্রগল্‌ভতা বীর্য প্রতিভা তুষ্টি পুষ্টি ও বল প্রদান করে। সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোকেরা যথাবিধি মদ্যাপান করলে সে-মদ্য তাঁদের পক্ষে অমৃত তুল্য হয়।

সাত্ত্বিক-রাজসিক- ও তামসিক-প্রকৃতিভেদে মদ্যপানের পৃথক্ পৃথক্ ফল আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুশ্রুতে বলা হয়েছে[৪]—সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে মদ্য শৌচ দাক্ষিণ্য হর্ষ মণ্ডনেচ্ছা সঙ্গীত অধ্যয়ন সৌভাগ্য ও সুরতোৎসাহ উৎপাদনকারী। রাজসিক

---

১ অথবাভিশপ্তসুরাপাণনিষেধার্থং সুরাপাণনিষিদ্ধবচনম্। সুরা তু চতুর্যুগ এব পবিত্রকারিণী কেবলমভিশাপেনৈবাপেয়া অতঃ শাপমোচনপূর্বরূপতয়া পেয়ৈব।—প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫০৭

২ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্। তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে।—কু ত, পঃ ৫

৩ হর্ষণং প্রীণনং বর্ণ্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্। প্রাগল্‌ভ্যবীর্যপ্রতিভাতুষ্টিপুষ্টিবলপ্রদম্।
সাত্ত্বিকৈর্বিধিবদ্‌যুক্ত্যা পীতং স্যাদমৃতং যথা।—চরকসংহিতা ২৭।৩৪

৪ সাত্ত্বিকে শৌচদাক্ষিণ্যহর্ষমণ্ডনলালসঃ। গীতাধ্যয়নসৌভাগ্যসুরতোৎসাহকৃন্মদঃ।
রাজসে দুঃখশীলত্বমাত্মত্যাগং সসাহসম্। কলহং সানুবন্ধং তু করোতি পুরুষে মদঃ।
অশৌচনিদ্রামাৎসর্যাগম্যাগমনলোলতাঃ। অসত্যভাষণং চাপি কুর্যাদ্ধি তামসে মদঃ।
সুশ্রুত, সূত্রস্থানম্, অঃ ৪৫

প্রকৃতির লোকের পক্ষে মদ্য দুঃখশীলতা আত্মত্যাগ সাহস কলহ এবং সঙ্কল্প উৎপাদনকারী আর তামসিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে অশৌচ নিদ্রা মাৎসর্য অগম্যাগমনলোভ ও অসত্যভাষণ উৎপাদনকারী।

মদ্যের এই-সব দ্রব্যগুণ স্মরণ করেই অধিকারভেদে সাধনায় মদ্যপানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

কুলার্ণবতন্ত্রে আছে[১]—যে-মদ্যপান করলে দেবতারাও মোহগ্রস্ত হন সেই মদ্যপান করেও যাঁর চিত্তবিকার হয় না এবং মদ্যপান যাঁর পক্ষে কল্যাণকর, যিনি মদ্যপান করে শিবপরায়ণ অর্থাৎ ইষ্টদেবপরায়ণ হয়ে মন্ত্রজপ করতে পারেন, তিনিই কৌলিক, তিনিই মুক্তিলাভ করেন।

এমনি সাধকের চিত্তে বিহিত মদ্যপানের ফলে ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। শাস্ত্রের অভিমত কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারা অর্থাৎ বিহিত মদ্যপানের দ্বারা সাধকের চিত্তে শিবশক্তিরূপ ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দলক্ষণ পরম আকার পরিস্ফুরিত হয়।[২]

এই পরিস্ফুরণ হয় আনন্দানুভবরূপে; এই আনন্দ মনও বাক্যের অগোচর। তন্ত্র বলেন—একমাত্র কুলদ্রব্য উপভোগের দ্বারা এই আনন্দোল্লাস জন্মে অন্যথা নয়।[৩]

তা ছাড়া মদ্যপানে মন স্থির হয়, মন্ত্রার্থস্ফুরণ হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—মন্ত্রার্থস্ফুরণের জন্য মনের স্থৈর্যের জন্য এবং ভবপাশ-নিবৃত্তির জন্য মধুপান অর্থাৎ মদ্যপান করবে।[৪]

যোগিনীতন্ত্রাদিতেও[৫] মন স্থির করার জন্য মদ্যপানের বিধান দেওয়া হয়েছে।

চিত্তের একাগ্রতা না হলে মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। মদ্যপানে একদিকে যেমন আনন্দ হয় অন্যদিকে তেমনি চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তাই পরমানন্দতন্ত্রে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে—যে-পর্যন্ত আনন্দসংপ্লুত মন নিশ্চলতাপ্রাপ্ত না হয়, চিত্তের প্রসন্নতা না হয়, সে পর্যন্ত সাধক মদ্যপানরূপ হোম করবেন।[৬]

মদ্যপানের সময়ে লোকের মনে যে-ভাব বা চিন্তা থাকে মদ্যপানের ফলে সেইভাব বা চিন্তাই উদ্দীপ্ত এবং প্রবল হয়; মন সেই ভাবে নিবিষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ মদ্যপায়ীর

---

১ অহো ভুক্তন্তু যন্মদ্যং মোহয়েৎ ত্রিদশানপি। তস্মৈরেয়ং শিবং পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ। জপন্ শিবপরো ভূত্বা স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ।—কু ত, উঃ ৫; দ্রঃ প ক সূ ৩।৩১-এর বৃত্তি

২ আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি নান্যথা।—কু ত, উঃ ৫

৩ অন্তঃস্থানুভবোল্লাসো মনোবাচামগোচরঃ। কুলদ্রব্যোপভোগেন জায়তে নান্যথা প্রিয়ে।—ঐ

৪ মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় মনসঃ স্থৈর্যহেতবে। ভবপাশনিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং সমাচরেৎ।—ঐ; কৌ র, পৃঃ ৩৩

৫ কুলদ্রব্যং সমাশ্রিত্য মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ।—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তি

৬ তাবদেব হুনেৎ দেবি যাবদানন্দসংপ্লুতঃ। মনো নিশ্চলতাং যাতি চিত্তং চাপি প্রসাদতাম্।—দ্রঃ ঐ

ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। সে যতই বেসামাল হক না কেন, তার চিত্ত যেদিকে ধাবিত হয় তার থেকে চ্যুত হয় না।[১] সাধকের মনে থাকে আধ্যাত্মিক ভাবনা। কাজেই শাস্ত্রবিহিত মদ্যপানে সাধকের আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপন এবং প্রাবল্য হয়; তাঁর মন সেই ভাবে নিবিষ্ট হয়। এমনি করেই মদ্যপানে মন নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চতত্ত্বের বাসনা বা ভাবনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভাবনা মনে রেখে সাধকের সুরাপান করতে হয়। এর ফলে তাঁর মন আধ্যাত্মিক ভাবে নিবিষ্ট হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান—সাধক মদ্যপানের সময় ভাববেন পশুপাশ বিনাশের জন্য এবং দিব্যজ্ঞান উপলব্ধির জন্য ভবরোগের ঔষধ এই পবিত্র অমৃত আমি পান করছি।[২]

শাস্ত্রের নির্দেশ সাধকের অন্তরে যখন সাত্ত্বিকভাবের প্রাধান্য হয় তখনই তাঁকে কুলদ্রব্যসেবন অর্থাৎ সুরাপান করতে হবে; অন্যথা সুরাপানে তাঁর পতন হবে।[৩]

অন্তরে সাত্ত্বিকভাবের প্রাধান্য হয়েছে কি না তা সাধক নিজেই বুঝতে পারেন। যার অন্তরে সাত্ত্বিকভাবের প্রাধান্য নেই তাঁর পক্ষে মুখ্য সুরা বিহিত নয়।[৪]

সুরার মাহাত্ম্য—এই-সব নানা কারণে সাধক সুরাকে সাধারণ সুরাপায়ীর চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর দৃষ্টিতে সুরা পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী।[৫] তিনি জীবের নিস্তারকারিণী দ্রবময়ী তারা। ভোগমোক্ষজননী সুরা বিপদ- ও রোগ-বিনাশকারিণী। তিনি সমস্ত পাপ দগ্ধ করেন, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করেন। সর্বসিদ্ধিপ্রদা সুরা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যা বর্দ্ধন করেন। মুক্ত মুমুক্ষু সিদ্ধ সাধক নৃপতি এবং দেবতারা সর্বদা স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুরাসেবন করে থাকেন। সম্যক্ বিধান অনুসারে সুসমাহিতচিত্ত মানব মদ্যপান করে জগতে দেবতার মতো বিরাজ করেন।[৬]

---

১ কৌ র, পৃঃ ৪৩

২ পশুপাশবিনাশায় দিব্যজ্ঞানোপলব্ধয়ে। ইদং পবিত্রমমৃতং পিবামি ভবভেষজম্।—গ ত ৩৫।৩২

৩ কুলদ্রব্যং নিষেবেত যদা সত্ত্বাধিকা মতিঃ। অন্যথা সেবনং কুর্বন্ পতনায়ৈব কল্পতে।

—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প ক সূ ১০।৫৬-এর বৃত্তি

৪ কৌ র, পৃঃ ২১০-২১১

৫ পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবি সুরাদেবী ন চান্যথা।—মাতৃ ত ৪।১৪

৬ সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী। জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্।
দাহিনী পাপসংঘানাং পাবনী জগতাং প্রিয়ে। সর্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্ধিনী।
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ। সেব্যতে সর্বদা দেবৈরাত্মে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সম্যগ্ বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা। পিবন্তি মদিরাং মর্ত্যা অমর্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ।

—মহা ত ১১।১০৫-১০৮

তন্ত্রে মুক্তকণ্ঠে সুরার মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। মাতৃকাভেদতন্ত্রের মতে[১] নির্বাণবিষয়ে মদ্য পরম কারণ। মদ্যপান ব্যতীত মহামোক্ষলাভ হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রমতে সুরা ভোগ ও মোক্ষের কারণ। এইজন্য সুরার অন্যতম নাম হয়ে গেছে কারণ। তান্ত্রিক সাধকমহলে সুরা বা মদ্যের চেয়ে কারণ শব্দটিরই অধিক প্রচলন। কৈবল্যতন্ত্রে কারণশব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—মদ্য ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের এবং বিষয়সমূহের কারণ বলে মদ্যকে কারণ বলা হয়।[২] সুরা ব্রহ্মময়ী বলেই সব কিছুর কারণ। এই কারণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—মন্ত্রপূত কুলদ্রব্য দেবতাকে অর্পণ করে যে-সব লোক প্রসাদরূপে তা সেবন করেন তাঁদের আর স্তন্যপান করতে হয় না অর্থাৎ তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

মদ্যপানের দ্বারা কি করে পুনর্জন্ম বন্ধ হয় বা ভববন্ধন মোচন হয় কুলার্ণবে তাও বলা হয়েছে। মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা শোধিত মদ্য অমৃত হয়ে যায়। সেই অমৃতপানে সাধকের চিত্তে দেবভাবের উদয় হয় আর সেই দেবভাবই ভববন্ধন মোচন করে।[৪]

মদ্যপানের প্রকারভেদ— তন্ত্রে মদ্যপানের বিভিন্ন প্রকারভেদ করা হয়েছে এবং কোন প্রকারের মদ্যপান প্রশস্ত তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরমানন্দতন্ত্রের মতে দিব্য-বীর- ও পশু-ক্রমে স্বাত্মীকার অর্থাৎ মদ্যপান ত্রিবিধ। দেবতাবিসর্জনের পূর্ব পর্যন্ত দিব্যপান, তার পরে বীরপান এবং অসংস্কৃত দ্রব্যপান পশুপান। ব্রাহ্মণের পক্ষে দিব্যপান বিধি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে অপশুপান অর্থাৎ দিব্য ও বীরপান বিধি এবং শূদ্রের পক্ষে ত্রিবিধ পানই বিধি।[৫]

কুলার্ণবতন্ত্রেও[৬] এই ত্রিবিধ পানের কথা আছে। দেবীর সম্মুখে পানকে দিব্যপান, মুদ্রাসনে হৃত পান বীরপান এবং স্বেচ্ছায় পশুর মতো পানকে পশুপান বলা হয়।

---

১ নির্বাণবিষয়ে দেবি মদ্যং পরমকারণম্। মদ্যপানং বিনা দেবি মহামোক্ষো ন লভ্যতে।—মাতৃ ত ৪।১২

২ ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বিষয়াণাঞ্চ পার্বতি। সর্বেষাং কারণং যস্মাৎ কারণং পরিকীর্তিতম্।

—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫১০

৩ মন্ত্রপূতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবার্পিতং প্রিয়ে। যে পিবন্তি জনাস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে।—কু ত, উঃ ৫

৪ মন্ত্রসংস্কারশুদ্ধামৃতপানেন পার্বতি। জায়তে দেবতাভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ।—ঐ

৫ স্বাত্মীকারস্ত্রিধা দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ। উদ্বাসাবধি দিব্যঃ স্যাৎ তৎপশ্চাদ্বীর উচ্যতে।
অসংস্কৃতঃ পশুঃ প্রোক্তো বিপ্রাণামাদ্য এব তু। অপশুঃ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং ত্রিতয়ং ভবেৎ।

—দ্রঃ প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তি

৬ পানঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং দিব্যবীরপশুক্রমাৎ। দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানং বীরং মুদ্রাসনে হৃতম্।
স্বেচ্ছয়া পশুবৎপানং পশুপানমিতীরিতম্।—কু ত, উঃ ৭

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেও দিব্যপান সম্বন্ধে এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু বীরপান ও পশুপান সম্বন্ধে এই তন্ত্রের ব্যাখ্যা ভিন্ন। বীরপান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—সমস্ত আশয় ত্যাগ করে, সমস্ত বাসনামলসঞ্চয় উন্মূলিত করে যে-সাধক কৌলিকাচারে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবীর তৃপ্তিবিধান করেন এবং ক্রমে ষট্চক্রভেদের দ্বারা কুণ্ডলীমুখে মদ্য আহুতি দেন তাঁর ধ্যানার্চনার অবস্থাই উৎকৃষ্ট বীরপান।[১]

পশুপান সম্বন্ধে বলা হয়েছে আসক্ত লোলুপ দম্ভী কামুক ব্যক্তি মন্ত্রার্থের প্রসঙ্গ ছাড়া যে-মদ্যপান করে তা পশুপান। কৌলাচারে অবস্থিত যে-সব গর্বিত ব্যক্তি পূজা ছাড়া মদ্যপান করে তাদের পানও পশুপান।[২]

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে দিব্যপান ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বীরপান মুক্তিপ্রদ আর পশুপানে নরকে যেতে হয়।[৩]

মদ্যের শোধন বা সংস্কার—মদ্যের শোধন বা সংস্কার করে ব্যবহার বিধি। শাস্ত্রের নির্দেশ—সাধক যথাবিধি কুলদ্রব্যের সংস্কার করে তার পর দেবতার অর্চনা করবেন।[৪] দেবতাকে শুদ্ধ দ্রব্য নিবেদন করতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে শুদ্ধাশুদ্ধ সমস্তই শোধনের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যায়।[৫] এইজন্যই দ্রব্যাদি শোধনের বিধি।

তন্ত্রে অসংস্কৃত বা অশোধিত সুরাপানের বহু নিন্দা করা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে অসংস্কৃত সুরাপানের ফল কলহ ব্যাধি এবং দুঃখ। এর দ্বারা কীর্তি আয়ু সৌখ্য বিদ্যা ও ধর্ম নাশ হয়।[৬]

সময়াচারতন্ত্র[৭] প্রভৃতিতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। সেইজন্যই তন্ত্রের বিধান—

১ দিব্যং দেব্যগ্রতঃ পানমুত্তমং বীরপানকম্। ত্যক্তসর্বাশয়োন্মূলবাসনামলসঞ্চয়ঃ।
কৌলিকাচারযোগেন পঞ্চতত্ত্বেন তর্পয়েৎ। ষট্চক্রক্রমভেদেন হুনেদ্ দ্রব্যং সমন্ত্রকম্।
ধ্যানার্চনপরাবস্থা বীরপানমনুত্তমম্।—শ স ত, তা খ, ৩৩।৬-৮

২ আসক্তলোলুপো দম্ভো মন্ত্রার্থে ত্বপ্রসঙ্গতঃ। কামুকঃ কামনির্দেশঃ পশুপানং তদুচ্যতে।
সর্বৈঃ কুলীনৈঃ স্থিত্বা তু বিনা পূজাং সুগর্বিতৈঃ। যৎপানং ক্রিয়তে দেবি পশুপানং তদুচ্যতে।
—ঐ ৩৩।১০-১১

৩ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বীরং মুক্তিপ্রদং ভবেৎ। পশুপানং নারকেয়ং এবং পানফলং প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ৭

৪ তস্মাৎ সংস্কৃত্য কুলদ্রব্যং বিধিবৎ ততোঽর্চয়েৎ।—কু ত, উঃ ৬

৫ শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনাদেব পার্বতি।—নিত্যাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪৯৯

৬ অসংস্কৃতসুরাপানং কলহব্যাধিদুঃখদম্। কীর্তিরায়ুশ্চ সৌখ্যঞ্চ ধর্মো বিদ্যা চ নশ্যতি।—কু ত, উঃ ৬

৭ অসংস্কৃতং পশো পানং কলহোদ্বেগপাপকৃৎ। মন্ত্রপূজাবিহীনং যৎ পশুপানং তদেব হি।
—ত্রিপুরামহোপনিষদের পঞ্চদশসংখ্যক মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃতভাষ্যে উদ্ধৃত

যথাশাস্ত্র সংস্কৃত কুলদ্রব্যের দ্বারা দেবীর অর্চনা করতে হবে। তা না করলে মদ্যসেবী নরকে যাবে।[১]

তন্ত্রে অসংস্কৃত মদ্যপানের যেমন নিন্দা করা হয়েছে তেমনি সংস্কৃত মদ্যপানের বহু প্রশংসাও করা হয়েছে। যেমন সময়াচারতন্ত্রমতে সংস্কৃত সুরাপান বোধজনক, প্রায়শ্চিত্ত-কারক ও শুদ্ধিকারক এবং মহাপাতকনাশক। এর দ্বারা মন্ত্রার্থের স্ফুরণ হয় আর আয়ু শ্রী কান্তি সৌভাগ্য ও জ্ঞান লাভ হয়।[২]

গন্ধর্বতন্ত্রে শোধিত বা সংস্কৃত সুরাকে অমৃত বলা হয়েছে। উক্ত তন্ত্রমতে সর্বভূতে মমতা, মান-অপমান-শত্রুমিত্র-লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনে সমদৃষ্টি, ব্রহ্মচিন্তাজাত আনন্দ, বাহ্যচিত্ততার নিবৃত্তি, সর্বত্র সর্বকালে সমত্ববুদ্ধি, নির্বিকারতা, অপলকদৃষ্টি, স্মিত মধুর ভাষণ—এই-সব অমৃতের দুর্লভ গুণ।[৩]

মদ্যের সংস্কার বা শোধন করতে হয় মন্ত্রের দ্বারা। মাতৃকাভেদতন্ত্রের মতে মন্ত্রের দ্বারা শোধিত দ্রব্য ভক্ষণকরলে তা অমৃত হয়ে যায়।[৪]

তন্ত্ররাজতন্ত্রের টীকা মনোরমায় সংস্কারশব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা কোনো বস্তুর স্বাভাবিক অসদ্‌গুণের অপনয়ন করে সদ্‌গুণবিশেষের আধিক্যকরণের নাম সংস্কার।[৫] মন্ত্রের দ্বারাই এই ক্রিয়াবিশেষ নিষ্পন্ন হয়।

মদ্যসংস্কার ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করে কৌলমার্গরহস্যে বলা হয়েছে "মদ্যাদিতে মোহিনী এবং আনন্দদায়িনী, এই দুইটি শক্তি আছে। মোহ তমোগুণের ধর্ম ও আনন্দ সত্ত্বগুণের ধর্ম, ইহা সর্বসম্মত। অতএব মদ্যাদিতে সত্ত্বগুণ আছে, কিন্তু তাহা তমোগুণে আবৃত। মদ্যাদিসংস্কারের দ্বারা তমোগুণের আবরণ অপসারিত করিলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, অতএব,

১ তস্মাৎ সংস্কৃত্য বিধিবৎ কুলদ্রব্যং ততোঽর্চয়েৎ। অন্যথা নরকং যাতি তদ্‌ভোক্তা নাত্র সংশয়ঃ।
—কু ত, উঃ ৬

২ সংস্কৃতং বোধজনকং প্রায়শ্চিত্তং চ শুদ্ধিকৃৎ। মন্ত্রাণাং স্ফুরণং তেন মহাপাতকনাশনম্।
আয়ুঃ শ্রীঃ কান্তিসৌভাগ্যং জ্ঞানং সংস্কৃতপানতঃ।—ত্রিপুরামহোপনিষদের পঞ্চদশসংখ্যক মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যে উদ্ধৃত

৩ সমতা সর্বভূতেষু মানাপমানয়োঃ সমঃ। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
ব্রহ্মচিন্তোদ্ভবানন্দনিবৃত্তবাহ্যচিত্ততা। সর্বকালেষু সর্বত্র সমত্বং নির্বিকারতা।
চক্ষুষোরনিমেষত্বং মধুরস্মিতভাষণম্। অমৃতস্য গুণা এতে কথিতা ভুবি দুর্লভাঃ।—গ ত ৩৪।৮৬-৮৯

৪ মন্ত্রেণ শোধিতং দ্রব্যং ভক্ষণাদমৃতং ভবেৎ।—মাতৃ ত ৩।১৩

৫ সংস্কারঃ বস্তুনঃ কস্যচিৎ স্বাভাবিকাসদ্‌গুণাপনয়নেন ক্রিয়াবিশেষেণ সদ্‌গুণবিশেষাধিক্যকরণঃ।
—ত রা ত ২৬।২৬-এর মনোরমা

এইপ্রকার সংস্কৃত দ্রব্যসেবনে আনন্দমাত্রেরই স্ফুরণ হয়, চিত্তমোহ হয় না।”[১] আর আনন্দই অমৃত।[২]

তন্ত্রবিদেরা বলেন মন্ত্রের দ্বারা যে মদ্যের তমোগুণ দূর হয় এবং সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় এ ব্যাপারটি তর্কের দ্বারা বুঝান যায় না। মন্ত্রের শক্তি অচিন্তনীয়। এই শক্তির দ্বারা কি হতে পারে না পারে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাই ভাল বোঝা যায়। গুরূপদিষ্ট উপায়ে যথাবিধি মদ্যপান করলেই সাধক স্বয়ং মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্যশোধনের ফল প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

অন্যান্য তত্ত্বের শোধন—এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন শুধু আদিমকার নয়, অন্যান্য মকারও শোধন বা সংস্কার করে গ্রহণ করা বিধি। ত্রিপুরামহোপনিষদে বলা হয়েছে[৩]—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা এবং কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য পাকাদি লৌকিক সংস্কার এবং শাপমোচনাদি বৈদিক সংস্কারের অর্থাৎ মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত করে সুকৃতি সাধক মহাদেবীকে নিবেদন করবেন এবং তার পরে স্বয়ং আত্মসাৎ করবেন। এইরূপ করলে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন।[৪]

সুরাশোধন অনুষ্ঠান—পঞ্চতত্ত্বশোধনের প্রধান মন্ত্রগুলি বৈদিক। এইজন্যই মন্ত্র-সংস্কারকে বৈদিকসংস্কার বলা হয়েছে। তবে পঞ্চতত্ত্ব শোধনে তান্ত্রিক মন্ত্রও ব্যবহৃত হয়।

সুরাশোধনের কথা হচ্ছিল। সুরাশোধনের শাস্ত্রবিহিত বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। সাধককে গুরুর কাছে সে-সব শিক্ষা করতে হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে সুরাশোধনের বিষয়ে বলা হয়েছে—বীক্ষণ প্রোক্ষণ ধ্যান মন্ত্র এবং মুদ্রার দ্বারা শোধিত সুরা পানযোগ্য এবং দেবতার প্রীতিকারক।[৫]

বীক্ষণ অর্থ দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বীক্ষণ; প্রোক্ষণ অর্থ মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা প্রোক্ষন; ধ্যান অর্থ অমৃতরূপে ধ্যান, মন্ত্র অর্থে মূলমন্ত্রজপ আর মুদ্রা অর্থ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন।[৬] সুরাশোধনের এই-সব অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নানাতন্ত্রে পাওয়া যায়।[৭]

---

১ কৌ র, পৃঃ ৩২ ২ আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।—মু উপ ২।২।৭

৩ পরিস্রুতং ঝষমাদ্যং পলং চ ভক্তানি যোনীঃ সুপরিষ্কৃতানি।
নিবেদয়ন্দেবতায়ৈ মহত্যৈ স্বাত্মীকৃত্য সুকৃতী সিদ্ধিমেতি।—ত্রিপুরামহোপনিষৎ ১২

৪ ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য অবলম্বনে অনুবাদ

৫ বীক্ষণং প্রোক্ষণং ধ্যানং মন্ত্রমুদ্রাবিশোধনম্। দ্রব্যং তর্পণযোগ্যং স্যাদ্ দেবতাপ্রীতিকারকম্।—কু ত উঃ ৬

৬ কৌ র, পৃঃ ১৫৯

৭ দ্রঃ কু ত, উঃ ৬; তারারহস্য, পঃ ৩; প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২; বৃহ ত সা, পরিঃ ৫; মহা ত, উঃ ৫; ইত্যাদি

এখানে শুধু মদ্যাদি শোধনের বৈদিক মন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হবে। অন্যান্য বিবরণ শাস্ত্র ও গুরুমুখে জ্ঞাতব্য।

সুরাশোধনের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান সুরার শাপবিমোচন। তন্ত্রমতে সুরাকে অভিশাপ দেন শুক্রাচার্য[১] ব্রহ্মা[২] এবং শ্রীকৃষ্ণ।[৩]

শুক্রশাপের কাহিনীটি এই—দৈত্যরা বৃহস্পতিপুত্র কচকে দু দুবার বধ করে কিন্তু দুবারই শুক্রাচার্য স্বীয় শিষ্যকে সঞ্জীবনীবিদ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে দেন। এবার দৈত্যরা কচকে মেরে পুড়িয়ে চূর্ণ করে আচার্যের পেয় মদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। আচার্য এ-সব কিছুই জানতেন না। তিনি সেই মদ্য পান করেন। এর পর তিনি জানতে পারেন দৈত্যরা কচকে বধ করেছে। তখন তিনি আবার আগের মতো সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে কচকে আহ্বান করেন। মন্ত্রবলে কচ গুরুর উদরে বেঁচে উঠেন। কিন্তু পেট চিরে বেরিয়ে আসতে পারেন না। এলে গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে। তিনি গুরুকে সব নিবেদন করেন। শুক্রাচার্য তখন কচকে সঞ্জীবনীবিদ্যা দান করেন। কচ এবার গুরুর পেট চিরে বেরিয়ে আসেন ও মন্ত্রবলে গুরুকে বাঁচিয়ে দেন। সুরাপানের জন্যই এরূপ একটা গর্হিত কাজ হয়েছিল বলে শুক্রাচার্য এই বলে সুরাকে অভিশাপ দেন—আজ থেকে যে-মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ সুরাপান করবে সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ্যচ্যুত হবে, ব্রহ্মহত্যাকারী হবে এবং ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দিত হবে। আমি এই উক্তির দ্বারা বিপ্রধর্মের সীমা ও মর্যাদা সর্বলোকে নির্দেশ করে দিলাম। গুরুশুশ্রূষাকারী সাধু ব্রাহ্মণেরা দেবতারা সব লোকেরা আমার কথা শুনুন।[৪]

ব্রহ্মার অভিশাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ব্রহ্মা মদ্যপানে মোহগ্রস্ত হয়ে স্বীয় কন্যাগমনে উদ্যত হয়েছিলেন। এই জন্য তিনি মদ্যকে অভিশাপ দেন।[৫]

আর শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে সুরাপানে মত্ত যাদবগণ পরস্পর যুদ্ধ করে নিহত হয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সুরাকে অভিশাপ দেন।[৬]

এই তিন অভিশাপের দ্বারা সুরার ব্রহ্মময়ত্ব আবৃত হয়ে যায়। যথাশাস্ত্র শাপমোচন

---

১ মহা ত ৫।১৯৫ ২ ঐ ৫।১৯৮ ৩ ঐ ৫।১৯৯-এর টীকা

৪ যো ব্রাহ্মণোঽদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিল্লোঁকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ।
ময়া চৈতাং বিপ্রধর্মোক্তিসীমাং মর্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্বলোকে।
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রুবাংসো গুরূণাং দেবা লোকাশ্চোপশৃণ্বন্তু সর্বে।—মহা ভা ১।৭৬।৬৬-৬৮

৫ দ্রঃ Gr. L., 3rd Ed., p. 137, f. n. 7

৬ Ibid, p. 135, f. n. 1

হলেই তা প্রকাশিত হয়। মাতৃকাভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে[১]—সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী দেবী অভিশপ্তা হওয়ার জন্য বারুণী। শাপমোচন হলেই তিনি ব্রহ্মরূপা পরা সুধাময়ী।

শাপবিমোচনের বৈদিক মন্ত্রটির[২] ভাবার্থ এই—হংস (ব্রহ্ম বা সূর্য) দ্যুলোকে বা স্বর্লোকে অবস্থিত। ইনি সর্বত্রগামী বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে বা ভুবর্লোকে অবস্থিত, অগ্নিরূপে বেদিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে বা ভূর্লোকে অবস্থিত। ইনি সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত কিংবা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে বা পাকাদির সাধন লৌকিক অগ্নিরূপে গৃহে অবস্থিত। ইনি চৈতন্যরূপে মনুষ্যমধ্যে সংস্থিত, ব্রহ্মাদি দেবগণমধ্যে সংস্থিত কিংবা আদিত্যরূপে অবস্থিত। ইনি ঋতে অর্থাৎ সত্যে বা যজ্ঞে অবস্থিত, আকাশে বায়ুরূপে অবস্থিত, শঙ্খাদি জলজাতরূপে অবস্থিত, ব্রীহিযবাদি পৃথিবীজাতরূপে অবস্থিত বা রশ্মিজাতরূপে অবস্থিত, যজ্ঞাঙ্গরূপে অবস্থিত বা সকলের দৃশ্য স্থায়ী পদার্থরূপে অবস্থিত। ইনি উদয়াচলজাতসূর্যরূপে অবস্থিত বা নদ্যাদি অদ্রিজাতরূপে অবস্থিত। ইনি ঋত অর্থাৎ সত্য বা ব্রহ্মতত্ত্ব। ইনি বৃহৎ অর্থাৎ সর্বকারণ পরব্রহ্ম।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় এই ঋকের "ঋষি স্বয়ং বামদেব, যিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এই ঋকের নাম হংসবতী ঋক্। যাবতীয় ঋগ্ মন্ত্র-মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের পরেই বোধ হয় এই মন্ত্রটির প্রসিদ্ধি। তান্ত্রিক হংসমন্ত্রের বা অজপামন্ত্রের মূল এই হংসবতী ঋক্।"[৩]

বৈদিক মন্ত্রটির তাৎপর্য আলোচনা করলে দেখা যায় নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম এবং তদুদ্ভূত জগতের যাবতীয় পদার্থ যে স্বরূপতঃ এক এই মন্ত্রে তাই প্রতিপন্ন হয়েছে।

সুরাশোধনে মন্ত্রটির প্রয়োগের দ্বারা সুরা যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী এই ভাবটিই সাধকের মনে দৃঢ়মূল হয়।

সুরামধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান সুরাশোধন-অনুষ্ঠানে বিহিত।[৪] এই ধ্যানের দ্বারাও সুরা যে ব্রহ্মময়ী এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়। কারণ আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবী ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়।

---

১ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ী দেবী চাভিশপ্তা চ বারুণী। শাপমোচনমাত্রেণ ব্রহ্মরূপা সুধা পরা।—মাতৃ ত ১৪।১২

২ হ্রীঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।—ঋ বে ৪।৪০।৫ ; ক উপ ২।২।২
হ্রীঁ তান্ত্রিক বীজ। বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে এটিকে যোগ করা হয়েছে।

৩ যজ্ঞকথা, পৃঃ ১৩৮

৪ ততো দ্রব্যমধ্যে আনন্দভৈরবম্ আনন্দভৈরবীঞ্চ ধ্যায়েৎ।—প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৫১১

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ শাপমোচনের জন্য তন্ত্রে ত্রিবিধ মন্ত্রের[১] প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে।

মাংস শোধন—মাংসশোধনের বৈদিক মন্ত্রের[২] ভাবার্থ এই:—যে বিষ্ণুর বিস্তীর্ণ ত্রিপাদপ্রক্ষেপে সর্বপ্রাণী আশ্রয় নিয়ে বাস করছে সেই বিষ্ণু শত্রুবধ প্রভৃতি কুৎসিৎকর্মা পর্বতবাসী ভয়ানক সিংহের মতো সকলের দ্বারা স্তুত হোন।

সাধকের মাংসভক্ষণ সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বিবিধ বিধান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিধানের উল্লেখ করা যেতে পারে। পরশুরামকল্পসূত্রে[৩] বিধান দেওয়া হয়েছে—সাধক মাংস ও মৎস্য গ্রহণ করবেন কিন্তু স্বয়ং পশু বা মৎস্যের প্রাণনাশ করবেন না। তবে যদি অন্য কোনো লোক পাওয়া না যায় তা হলে মাংস বিষয়ে এই নিয়ম খাটবে না অর্থাৎ তখন সাধক স্বয়ং পশুবধ করতে পারবেন। কিন্তু সেই পশুবধ হবে পূজার অঙ্গ। সাধক এই মন্ত্র পাঠ করে পশু বধ করবেন—পশু, তুমি উদ্বুদ্ধ হও, তুমি অশিব নও, তুমি শিব। শিব তোমার পিণ্ড অর্থাৎ শরীর ছিন্ন করছেন। আমা হতে তুমি শিবতা প্রাপ্ত হও।

মৎস্য সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা অর্থাৎ উদ্‌বুধ্যস্ব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে মৎস্যের প্রাণনাশ করতে হবে।[৪]

মাংসের লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে ত্রিপুরার্ণবের বিধান—মিষ্টি টক হিঙ্গ বীজ (পদ্মবীজ বা পুষ্করমূল) মরীচ আর ঘি দিয়ে ভাল করে রান্না করে মাংসকে সুগন্ধ নরম সুসিদ্ধ সুস্বাদু ও মনোহর করতে হবে।[৫]

১ (i) ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্।
সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে। অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্।
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু॥—মহা ত ৫।১৯৪-১৯৬

(ii) ব্রহ্মার শাপমোচনমন্ত্র—বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।
এই মন্ত্র সাতবার পাঠ করলে ব্রহ্মার শাপমোচন হয়—ঐ ৫।১৯৮

(iii) কৃষ্ণশাপমোচনমন্ত্র—ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধা কৃষ্ণশাপং মোচয়ামৃতং
স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা।—ঐ ৫।১৯৯

ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।—ঋ বে ১।১৫৪।২

৩ তদনন্তরং মধ্যমেয়োরস্বয়মসুবিমোচনম্। উপাদিমে নায়ং নিয়মঃ। মধ্যমে তু স্বয়ং সংজ্ঞপনে তত্রায়ং মন্ত্রঃ—উদ্‌বুধ্যস্ব পশো ত্বং হি নাশিবস্ত্বং শিবো হ্যসি। শিবোৎকৃত্তমিদং পিণ্ডং মত্তস্ত্বং শিবতাং ব্রজ।
—প ক সূ ১০।৬৩

৪ তৃতীয়স্য স্বয়মসুবিমোচনে "উদ্‌বুধ্যস্ব" ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা অসুবিমোচনং কুর্যাৎ ইতি ভাবঃ॥
—ঐ, রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

৫ মধুরাম্লহিঙ্গুবীজমরীচ্যাজ্যসুপাচিতম্। সুগন্ধং মৃদু পক্বং চ সুস্বাদু চ মনোহরম্।
—ত্রিপুরার্ণবচন, দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

মৎস্যশোধন— মৎস্যশোধনের বৈদিক মন্ত্রটির[১] ভাবার্থ এই— প্রসারিতপুণ্যকীর্তি সাধকের অণিমাদিশক্তিবর্দ্ধক ত্র্যম্বকের পূজা করি। উর্বারক অর্থাৎ কর্কটীফল (কাঁকুড়) যেমন পরিপক্ক হলে আপনা থেকে বৃন্তচ্যুত হয় তেমনি মৃত্যু বা সংসারবন্ধন থেকে, হে ত্র্যম্বক,[২] আমাদের মুক্ত কর, চিরজীবন থেকে বা স্বর্গাদি থেকে আমাদের বিযুক্ত করো না।

মৎস্যের লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩]—অল্পকাঁটাযুক্ত মাছ স্বাদুদ্রব্য এবং লিকুচাম্ল (টক পালং) প্রভৃতি দিয়ে যথারীতি ভাল করে রান্না করলে মৎস্যের সংস্কার হয়।

মুদ্রাশোধন—মুদ্রাশোধনের বৈদিক মন্ত্রের ভাবার্থ এই—যেমন আকাশে সর্বত্রপ্রসৃতচক্ষু সূর্য অবাধে বিশদভাবে সব দর্শন করেন তেমনি বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অর্থাৎ সাধকেরা বিষ্ণুর পরম পদ সর্বদা দর্শন করেন।[৪]

এ ছাড়া অন্য একটি বৈদিক মন্ত্রকেও কোনো কোনো গ্রন্থে মুদ্রাশোধনের মন্ত্র বলা হয়েছে।[৫] মন্ত্রটির ভাবার্থ এই—জাগ্রত অর্থাৎ শব্দার্থের প্রমাদরহিত বিশেষভাবে স্তবকারী মেধাবী ব্যক্তিরা বিষ্ণুর পরম পদের মহিমা প্রকাশ করেন।[৬]

পঞ্চমতত্ত্বশোধন— দ্রব্যাদি শোধনের পর শক্তিশোধন বিহিত। শক্তির অঙ্গে মাতৃকান্যাসাদির দ্বারা শক্তিশোধন করা হয়। এই কর্মের বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে।[৭] দীক্ষা অভিষেক ইত্যাদির দ্বারা শক্তিশোধন করতে হয়।[৮]

এ ছাড়া পঞ্চমতত্ত্বজাত কুণ্ডগোলোদ্ভব[৯]-দ্রব্যাদিরও শোধন করতে হয়।

---

১ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।—ঋ বে ৭।৫৯।১২

২ কেউ কেউ এই মন্ত্রের ত্র্যম্বকশব্দের অর্থ করেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জননী ব্রহ্মময়ী দেবী।—দ্রঃ Gr. L. 3rd Ed., p 145 f. n. 2.

৩ অল্পকণ্টকসংযুক্তং সুপক্কং স্বাদুসংযুতম্। লিকুচাম্লাদিসংযুক্তং বিধিনা সংস্কৃতং তথা।
—ত্রিপুরার্ণবচন, দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৩-এর বৃত্তি

৪ ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।—ঋ বে ১।২২।২০

৫ ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।—ঋ বে ১।২২।২১

৬ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২; কিন্তু তারারহস্যে (৩য় পটল, পঞ্চতত্ত্বসংস্কার প্রকরণ) মন্ত্রটিকে মাংসশোধন-মন্ত্রও বলা হয়েছে।

৭ দ্রঃ কৌ নি, উঃ ৫; বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬৩১ ৮ দ্রঃ ঐ

৯ কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য স্বয়ম্ভুকুসুম এ-সব পারিভাষিক শব্দ। সময়াচারতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে কুণ্ডগোলোদ্ভবাদির এই বিবরণ দেওয়া হয়েছে—
স্ত্রীণাং ঋতুঃ প্রথমতো যস্মিন বয়সি জায়তে।
গৃহ্নীয়াদাশু সুভগে ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দুর্লভম্।
স্বয়ম্ভুকুসুমং নাম দেবতা প্রীতয়ে সদা—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২

কৌলাবলীনির্ণয় পঞ্চম উল্লাসে কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্যশোধনের যে-বৈদিক মন্ত্রটি[১] দেওয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই—বিষ্ণু করুন গর্ভাধানস্থান। ত্বষ্টা রূপ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষচিহ্নাদি অবয়বযুক্ত করুন। প্রজাপতি রেতনিষেক করুন, ধাতা গর্ভধারণ অর্থাৎ রক্ষা করুণ। ওগো সিনীবালি! গর্ভ রক্ষা কর। ওগো সরস্বতি! তুমিও গর্ভ রক্ষা কর। ওগো জায়া! পুষ্করমাল্যধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার গর্ভ রক্ষা করুন।

পঞ্চতত্ত্বশোধনে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রগুলির বাইরের অর্থই আমরা দিয়েছি। ভিতরের গভীর অর্থ একমাত্র সদ্গুরুই ব্যাখ্যা করতে পারেন।

তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বৈদিক মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হওয়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায় যে যাঁরা এই-সব অনুষ্ঠান করতেন তাঁরা এইগুলি বেদবাহ্য মনে করতেন না এবং এইগুলিকে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করতেন।

সাধকের মদ্যপানের বিশেষত্ব—আমরা মদ্যের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। মদ্যশোধন করে সাধক যথাবিধি মদ্যপান করবেন। এই মদ্যপান সাধারণ লোকের মদ্যপান থেকে পৃথক্। সাধকের মদ্যপান যজ্ঞাহুতি। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে[২]—অহন্তারূপ পাত্র ভরে ইদন্তারূপ পরমামৃত অর্থাৎ মদ্য পরহন্তাময় অগ্নিতে হোমই মদ্যপান।

মদ্যপান সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে—মূলাধারচক্রমধ্যস্থিত ত্রিকোণস্থিতা চিদ্রূপা কুণ্ডলিনীতে মন্ত্রপাঠ করে দ্রব্য অর্থাৎ সুরা আহুতি দিতে হবে।[৩]

মাতৃকাভেদতন্ত্রে ব্যাপারটি একটু খুলে বলা হয়েছে। মূলাধারচক্র থেকে জিহ্বান্ত পর্যন্ত কুণ্ডলিনী অবস্থিত এমনি ভাবনা করতে হবে। তাঁর মুখে দ্রব্য আহুতি দেওয়ামাত্র সাধক জ্ঞানবান্ হন।[৪]

কুণ্ডলিনীমুখে এই আহুতি দেবার বিধি ও কৌশল আছে। সদ্গুরুর কাছে এ-সব শিখে ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।[৫]

জীবদ্ভর্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চকারয়েৎ। তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তৎ কুণ্ডোদ্ভবমুচ্যতে।
মৃতভর্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ। তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তদ্ গোলোদ্ভবমুচ্যতে।
—প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ২

১ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজা।
—ঋ বে ১০।১৮৪।১-২

২ অহন্তাপাত্রভরিতমিদন্তাপরমামৃতম্। পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্।—কু ত, উঃ ৭

৩ তস্মান্মূলত্রিকোণস্থে কোটিসূর্যসমপ্রভে। কুণ্ডলাকৃতিচিদ্রূপে হুনেদ্ দ্রব্যং সমন্ত্রকম্।—ঐ

৪ মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীমাজিহ্বান্তাং বিভাবয়েৎ। তন্মুখে দানমাত্রেণ জ্ঞানবান্ সাধকো ভবেৎ।
—মাতৃ ত ১৪।১৩-১৪

৫ দ্রঃ তান্ত্রিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ২১৬

বিধি অবশ্য তন্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য একটি বিধি পরশুরামকল্পসূত্রে বিবৃত হয়েছে। যথা—আর্দ্র অর্থাৎ সুরা জ্বলছে। এই জ্যোতি আমি। জ্যোতি জ্বলছে, ব্রহ্ম আমি, যে আছে সে আমি। ব্রহ্ম আমি। আমি আছি। ব্রহ্ম আমি। আমিই আমাকে আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা। এই মন্ত্র পড়ে 'তদ্‌বিন্দু' অর্থাৎ গুরুপাদুকাযাগশেষ সুরা নিজের কুণ্ডলিনীতে অর্থাৎ চিদ্‌বহ্নিতে আহুতি দিতে হবে।[১]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এই সূত্র অদ্বৈততত্ত্বসূচক। এর অর্থ সাধক অদ্বৈতবুদ্ধিতে সুরাপান করবেন। আর এই সুরাপান যে হোম তাও সূত্রটিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য শাস্ত্রের অভিমত সুরাপানে সাধকের হোমবুদ্ধি দৃঢ় হবে, পানবুদ্ধি নয়।[২]

সুরা আহুতিদানের একাধিক মন্ত্র আছে। তার মধ্যে দুটি মন্ত্র ভাবের দিক্ দিয়ে বড় সুন্দর। একটি মন্ত্রের[৩] ভাবার্থ এই—ধর্মাধর্ম হবি। মনোরূপ স্রুকের দ্বারা এই হবি দিয়ে সুষুম্নাপথে প্রদীপ্ত আত্মাগ্নিতে অর্থাৎ চিদগ্নিতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ আহুতি দিচ্ছি। স্বাহা।

অন্য মন্ত্রটির ভাবার্থ এই—দেহের অভ্যন্তরে আছে মোহান্ধকারের পরিপন্থী সংবিদগ্নি। সে-অগ্নি ইন্ধন ছাড়াই নিরন্তর জ্বলছে, সে-অগ্নি অনির্দিষ্ট এবং অদ্ভুত রশ্মিসমূহের বিকাশভূমি। এই সংবিদগ্নিতে ক্ষিতি থেকে শিব পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক বিশ্বকে আহুতি দিচ্ছি।[৪]

ত্রিপুরামহোপনিষদে এই প্রকার হবি আহুতিদানের ফল বা শোধিত সুরাপানের ফল বর্ণনা করা হয়েছে[৫]—মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত হবি অর্থাৎ দেবীপূজাবশিষ্ট সুরা পান করলে অন্তঃকরণজাত সংকোচ অর্থাৎ আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব গলিত হয়; এর অর্থ উন্মনী-উল্লাসের পরবর্তী অনবস্থোল্লাসে নির্ব্যুত্থান হয় অর্থাৎ সমাধির শেষ অবস্থাহেতু তাতে উক্ত সংকোচ লীন হয়ে যায়। আর তখন সাধক নিশ্চয়ই সর্ব অর্থাৎ সর্বাত্মক হন, বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত জগতের হর্তা ধর্তা বিধাতা হন।[৬]

---

১ আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোহস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা। ইতি তদ্‌বিন্দুমাত্মনঃ কুণ্ডলিন্যাং জুহুয়াৎ।—প ক সূ ৩।৩১

২ দ্রঃ ঐ, বৃত্তি

৩ ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তাবাত্মাগ্নৌমনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্। স্বাহা।
—দ্রঃ শা ত, উঃ ৬

৪ অন্তর্নিরন্তরমনিন্ধনমেধমানে মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাসভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্।—ঐ

৫ পরিস্রুতা হবিষা পাবিতেন প্র সঙ্কোচে গলিতে বৈ মনস্তঃ।
সর্বঃ সর্বস্য জগতো বিধাতা ধর্তা হর্তা বিশ্বরূপত্বমেতি।—ত্রিপুরামহোপনিষৎ ১৫

৬ ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য অবলম্বনে।

উল্লাস—ত্রিপুরামহোপনিষদের এই মন্ত্রটির ভাষ্যে ভাস্কররায় মদ্যপানজনিত উল্লাসের উল্লেখ করেছেন। উল্লাস অর্থ আনন্দ। শাস্ত্রে "সপ্ত উল্লাসের" কথা বলা হয়েছে। যথা—আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় প্রৌঢ়ান্ত উন্মন বা উন্মনী এবং অনবস্থ।[১] আনন্দের এই সপ্ত অবস্থার[২] লক্ষণ কুলার্ণবতন্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে[৩]—তিনচুলুক মদ্যপানকে আরম্ভ উল্লাস বলা হয়। তরুণ সুখকে অর্থাৎ তরুণ আনন্দকে বলা হয় তরুণোল্লাস এবং মনের সম্যক্ উল্লাসকে যৌবনোল্লাস। যে উল্লাসে দৃষ্টি মন ও বাক্যের স্খলন হয় তাকে বলা হয় প্রৌঢ়-উল্লাস। স্বীয় অভীষ্ট চেষ্টাচরণ প্রৌঢ়ান্ত নামে খ্যাত। যে উল্লাসে পুনঃ পুনঃ উত্থান পতন এবং মূর্চ্ছা হয় তার নাম উন্মন-উল্লাস। আর যে অবস্থায় দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ হয় তাকে বলা হয় অনবস্থ-উল্লাস।

উল্লাসের জাগ্রতাদি বিভাগ—এই উল্লাসসপ্তকের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন ভাগও করা হয়। আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়ান্ত জাগ্রৎ, উন্মন স্বপ্ন এবং অনবস্থ সুষুপ্তি।[৪]

প্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ্যক্রিয়া প্রকট থাকে। এইজন্য এই পাঁচটি জাগ্রদবস্থা। উন্মনোল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়ে যায়, শুধু মানসক্রিয়া প্রকট থাকে। ত্রিপুরোপনিষদে বলা হয়েছে বাহ্যবিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে মন হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হলে উন্মনীভাব হয় আর এইভাবে পরমপদ লাভ হয়।[৫] কাজেই এই অবস্থায় বাহ্য আনন্দজনক ব্যাপার বা তার অনুভূতিও থাকে না। কেবল আন্তর ব্যাপারে ধ্যাতা ধ্যান এবং ধ্যেয় এই তিনটি পদার্থমাত্র থাকে মনের বিষয়। এইজন্য এই উল্লাস স্বপ্নাবস্থা। আর অনবস্থোল্লাসে মানসক্রিয়াও থাকে না। মনও পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। এইজন্য এটি সুষুপ্তি-অবস্থা।[৬]

প্রৌঢ়-উল্লাসে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই মন্ত্রসিদ্ধির অবস্থা পর্যন্ত তাকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট

---

১ আরম্ভতরুণযৌবনপ্রৌঢ়তদন্তোন্মনানবস্থোল্লাসেষু প্রৌঢ়ান্তাঃ সময়াচারাঃ।—প ক সূ ১০।৬৮

২ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪১

৩ তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতঃ কুলনায়িকে। কথিতস্তরুণোল্লাসস্তরুণং সুখমম্বিকে ॥
যৌবনো মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ সুস্থিতিঃ প্রিয়ে। স্খলনং দৃঙ্মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।
স্বাভীষ্টচেষ্টাচরণং প্রৌঢ়ান্তঃ পরিকীর্তিতঃ। উন্মনাঃ পতনোত্থানে মূর্চ্ছনা চ মুহুর্মুহুঃ।
দেহেন্দ্রিয়াণামবশশ্চানবস্থা নিগদ্যতে।—কু ত, উঃ ৮; তারাভক্তিসুধার্ণব, তঃ ৬, পৃঃ ২৫৫

৪ আরম্ভস্তরুণশ্চৈব যৌবন প্রৌঢ় এব চ। তদন্তো জাগ্রদিত্যুক্তশ্চোন্মনাঃ স্বপ্ন উচ্যতে।
অনবস্থঃ সুষুপ্তি স্যাদবস্থাত্রয়সংযুতাৎ।—কু ত, উঃ ৮

৫ নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি। যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎপরমং পদম্।
—দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ৬৮

৬ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪২

বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়।[১] তার পর মানা না মানা তাঁর ইচ্ছাধীন। কাজেই প্রৌঢ়ান্ত-উল্লাস মন্ত্রসিদ্ধ সাধকের পক্ষে বিহিত। এই উল্লাসে সাধক অপরোক্ষ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়ে উপাস্য দেবতায় মনকে নিবিষ্ট করে রাখেন। তাই বাহ্য ব্যাপার আর তার মনকে বিচলিত করতে পারে না। তবে তখন সাধকের জাগ্রদবস্থা বলে বাহ্য আনন্দই তার অনুভূতির বিষয়। অবশ্য বাহ্য আনন্দজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা না করা সাধকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।[২]

তন্ত্রের অভিমত এই উল্লাসারূঢ় সাধকের কার্যাকার্য নাই। তাঁর ইচ্ছাই শাস্ত্র। শুভাশুভ যে-কোনো কর্মই তিনি করুন না কেন তা দেবতার প্রীত্যর্থে করা হবে।[৩]

প্রৌঢ়ান্তের পর উন্মন- বা উন্মনী-উল্লাস। এই উল্লাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে সাধকের মনের বিকৃতিবিরহিত যে-উল্লাস প্রবর্তিত হয় তাতে সাধক দেবভাবপ্রাপ্ত হন।[৪]

অনবস্থোল্লাসের আনন্দ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—এই উল্লাসে আরূঢ় স্বাত্মধ্যান-পরায়ন সাধক যে-পরম আনন্দ অনুভব করেন তার কথা লোকে কি জানবে? কারণ সে-আনন্দ সাধক নিজেই অনুভব করেন, অন্যকে বলতে পারেন না। যেমন শর্করাযুক্ত দুধ খাওয়ার যে আনন্দ তা যে খায় সেই পায়, সে যে কেমন তা অন্যকে বুঝাতে পারে না।[৫] এই উল্লাসে সুকৃতি সাধকেরা ব্রহ্মধ্যানে পরমানন্দ লাভ করেন; উল্লাস অন্তর্হিত হলে ধ্যানভঙ্গ হয় এবং তখন হতপ্রভ সাধক আনন্দ হারাবার জন্য শোক করেন।[৬]

অধিকারিভেদে উল্লাস— প্রত্যেক উল্লাসে পেয় মদ্যের পাত্রসংখ্যা শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট। আরোম্ভোল্লাসে পাত্রসংখ্যা সব চেয়ে কম। তার পর প্রত্যেক উল্লাসে পাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এইজন্য পরমানন্দতন্ত্রে বিভিন্ন উল্লাসে বিভিন্ন অধিকারীর কথা বলা হয়েছে। অসমর্থ অবোধ ও বালকের আরম্ভোল্লাসে অধিকার। নূতন সাধক তরুণোল্লাসে আর ভক্তিপরায়ণ সাধক যৌবনোল্লাসে অধিকারী। ধ্যান আরম্ভে ইচ্ছুক সাধকের পক্ষে প্রৌঢ়োল্লাস, ধ্যানে মধ্যারূঢ় সাধকের পক্ষে প্রৌঢ়ান্তোল্লাস এবং ধ্যানে পূর্ণারূঢ় সাধকের পক্ষে উন্মনোল্লাস এবং অনবস্থোল্লাস বিহিত।[৭]

---

১ আমন্ত্রসিদ্ধেঃ।—কৌ উপ, ২৫ ২ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪২

৩ তদারূঢ়েষু বীরেষু কার্যাকার্যং ন বিদ্যতে। ইচ্ছৈব শাস্ত্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি।
তত্র যদ্ যৎ কৃতং কর্ম শুভং বা যদি বাশুভম্। তৎসর্বং দেবতাপ্রীত্যৈ জায়তে সুরসুন্দরি।—কু ত, উঃ ৮

৪ বিকৃতিং মনসো হিত্বা যদুল্লাসঃ প্রবর্ততে। তদা তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ॥—ঐ

৫ নরাঃ কিমপি জানন্তি স্বাত্মধ্যানপরায়ণাঃ। তদা যৎ পরমং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে।
স্বয়মেবানুভবন্তি শর্করাক্ষীরপানবৎ।—ঐ

৬ ব্রহ্মধ্যানপরানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ। ক্ষণেঽপ্যন্তর্হিতে তস্মিন্ শোচয়ন্তি হতপ্রভাঃ।—ঐ

৭ অশক্তাবুধবালানামারম্ভঃ পরিকীর্তিতঃ। তরুণো নূতনানাং স্যাদ্‌ভক্তিমাত্রস্য যৌবনঃ।
প্রৌঢ়ঃ স্যাদারুরুক্ষোর্বৈ মধ্যারূঢ়স্য তৎপরঃ। পূর্ণারূঢ়স্যোন্মনশ্চ তদবদাত্যন্তিকোঽপি বা।
—পরমানন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সূ ১০।৬৮-এর বৃত্তি

সাধকের পক্ষে উল্লাস বিষয়ে অধিকার ইত্যাদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলা হয়েছে—মূঢ়ত্বপ্রাপ্ত যে-ব্যক্তি উল্লাসভেদ না জেনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য জিহ্বার লোভে সুরাপান করে মাতৃকাগণ তাকে তামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করেন।[১]

রামেশ্বর লিখেছেন[২]—প্রৌঢ়ান্তোল্লাস উন্মনোল্লাস এবং অনবস্থোল্লাসের অধিকারী সাধককে বলা হয় বীর এবং আরম্ভ তরুণ যৌবন ও প্রৌঢ় এই চার উল্লাস পর্যন্ত অধিকারী অবীর। এই বীর ও অবীরের তত্ত্ব না জেনে বা অযথা মনন[৩] করে স্বৈরাচারী হয়ে দ্রব্যপান করলে নরকে পতন হবে।

কোন উল্লাসে কার অধিকার তা কেমন করে জানা যাবে। রামেশ্বর বলেন উল্লাস সাধকের অন্তঃকরণবেদ্য অর্থাৎ সাধক কোন উল্লাসের অধিকারী তা তিনি নিজের মনেই জানবেন। স্বয়ং বিদ্বান হয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় দশা অর্থাৎ উল্লাস নিজে সম্যক্ বিবেচনা করবেন।[৪]

মদ্যপান সম্বন্ধে অন্যান্য বিধিনিষেধ—উল্লাসভেদ জানা ছাড়াও সুরাপান সম্বন্ধে সাধককে আরও কতকগুলি বিধিনিষেধ জানতে হয় ও মানতে হয়। পরশুরামকল্পসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—ব্যবহার দেশ স্বাস্থ্য প্রাণোদ্বেগ সহায় আময় আর বয়স এই-সব বিচার করে এই-সবের অনুকূল আদিমকার সেবন করতে হবে।[৫]

'পশু'র সঙ্গে যে লৌকিক কার্যাদি করতে হয় তাকে বলে ব্যবহার। পূজায় মদ্যসেবনের অব্যবহিত পরেই যদি পশুর সঙ্গে ব্যবহার প্রয়োজন হয় তা হলে সে মদ্যপানের বিষয় জানতে পারবে এবং তাতে সাধনার আবশ্যিক গোপনতা ভঙ্গ হবে। এইজন্য এ রকম ক্ষেত্রে মুখ্য দ্রব্যের পরিবর্তে প্রতিনিধি গ্রহণ করা কর্তব্য।

দেশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে-দেশে মুখ্য দ্রব্য সেবনে ধাতুবৈষম্যজনিত শরীরবিকারাদি ঘটে সেই দেশে বাস যদি আবশ্যিক হয় তা হলে সে-ক্ষেত্রে মুখ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়।[৬]

---

১ উল্লাসভেদমজ্ঞাত্বা প্রাপ্য মূঢ়ত্বমম্বিকে। জিহ্বালোলুপভাবেন চেন্দ্রিয়প্রীণনায় চ।
যঃ পিবেৎ তং তু তামিস্রে মাতৃকাঃ পাতয়ন্তি হি।—প ক সূ ১০।৬৮-এর বৃত্তি

২ বীরাঃ পঞ্চমষষ্ঠসপ্তমোল্লাসিনঃ। অবীরাঃ পঞ্চমোল্লাসবন্তঃ। অনয়োঃ অযথামননাৎ
যাথার্থ্যং অবিদিত্বা যদি স্বৈরাচারী ভবেৎ তর্হি পতেদেব নিরয় ইত্যর্থঃ।—ঐ

৩ "সাধকে বীরের ধর্ম নাই অথচ বীরের ধর্ম আছে এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ
মদ্যপানাদি করাই অযথা মনন পূর্বক স্বৈরাচার।"—কৌ র, পৃঃ ২৩৩, পাদটীকা

৪ উপাসকস্য নিরুক্তোল্লাসরূপাঃ দশাবিশেষাঃ স্বান্তঃকরণৈকবেদ্যাঃ। স্বয়ং বিদ্বান্ স্বীয়াং
দশাং সূক্ষ্মধিয়া সম্যক্ পরিশোধয়েৎ।—প ক সূ ১০।৬৮-এর বৃত্তি

৫ ব্যবহারদেশস্বাস্থ্যপ্রাণোদ্বেগসহায়াময়বয়াংসি প্রবিচার্যৈব তদনুকূলঃ পঞ্চমাদিপরামর্শঃ।—প ক সূ ১০।৫৬

৬ রামেশ্বরকৃত বৃত্তি ও কৌলমার্গরহস্যবিবৃত তাৎপর্য অবলম্বনে সূত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাত্ম্য শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেশ্বর লিখেছেন—সাত্ত্বিকবৃত্তিবিশিষ্ট মন স্বাত্মা, তার ভাব স্বাত্ম্য। অর্থাৎ অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক বৃত্তির নাম স্বাত্ম্য। স্বাত্ম্য অনুকূল হলে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক বৃত্তির আধিক্য হলে সাধকের মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য।[১] এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

রামেশ্বর প্রাণোদ্বেগশব্দের[২] অর্থ করেছেন সহনশক্তি। সুরাপান করলে আনন্দ না হয়ে যদি উদ্বেগ হয় তা হলে বুঝতে হবে সুরাপায়ীর সহনশক্তি নাই। অতএব এ রকম লোকের পক্ষে মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ বিহিত নয়।

পূজায় সহায় অর্থাৎ সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। সাহায্যকারী বিশ্বাসী লোক কি না, সে গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে কি না এ-সব বিবেচনা করতে হয়। সাহায্যকারী বিশ্বাসী হলে তবে মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

আময় অর্থ রোগ। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ বিহিত নয়।

বয়স সম্বন্ধে বলা হয়েছে অপরিণত বয়স্ক বালক ও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মুখ্য দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়।[৩]

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। শোধন করে সুরাপান শাস্ত্রবিধি। শোধন করলে সুরার দোষ থাকে না। তাই যদি হয় তা হলে শোধিত সুরাপানে বিকার হবে কি করে? উত্তরে তন্ত্রজ্ঞরা বলেন সংস্কারের দ্বারা দোষরহিত মদ্য বা শোধিত মদ্য চিত্তের বিকার জন্মায় না কিন্তু শরীরের বিকার জন্মাতে পারে। দ্রব্যগুণ শরীরের উপর ক্রিয়া করবেই। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষও শরীরধর্ম মেনে চলেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে দ্রব্যগুণ এবং শরীরধর্মেরও অন্যথা করতে পারেন। কিন্তু নিম্নস্তরের সাধকের সে-শক্তি নাই। বিধি-নিষেধাদি সমস্তই নিম্নস্তরের সাধকের জন্য। উঁচুস্তরের জীবন্মুক্ত সাধক সব বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে।[৪]

শরীরের উপর সুরার ক্রিয়ার কথা স্মরণ করেই তন্ত্রে সুরাপান সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতামূলক বিধিনিষেধ নির্দিষ্ট হয়েছে।

শাস্ত্রের বিধান সুরাপানের সঙ্গে চর্বণ বা মুদ্রাগ্রহণ করতে হবে। চর্বণসহ পান অমৃতপান আর চর্বণহীন পান বিষভক্ষণ।[৫] মহানির্বাণতন্ত্রের মতে[৬] শুদ্ধি ছাড়া মদ্যপান

১ দ্রঃ প ক সূ ১০।৫৬-এর বৃত্তি ২ ঐ

৩ রামেশ্বরকৃত বৃত্তি ও কৌলমার্গরহস্যবিবৃত তাৎপর্য অবলম্বনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

৪ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২১১, পাদটীকা

৫ (i) চর্বণেন যুতং পানং অমৃতং কথিতং প্রিয়ে। চর্বণেন বিনা পানং কেবলং বিষভক্ষণম্।—কু ত, উঃ ৭

(ii) বিনা চর্ব্বোণ যৎ পানং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্। তস্মাৎ প্রচর্বয়েৎ চর্ব্যং যথাক্রমবিধানতঃ।—কৌ নি, উঃ ৮

৬ শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্। চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তে অচিরাৎ।—মহা ত ৬।১৩

বিষভক্ষণ। যে সাধক এইভাবে মদ্যপান করেন তিনি চিররোগী ও স্বল্পায়ু হন এবং অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ছাড়া ভোজনের পূর্বে বা পরে মদ্যপান নিষিদ্ধ, কেন না ঐ সময়ে পীত মদ্য বিষের মতো।[১]

মদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে-পরিমাণ মদ্যপানে চিত্তবিকার না হয় সেই পরিমাণ পান কর্তব্য। পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদ্যপানে বিকার উৎপন্ন হলে সাধক ধ্যানযোগভ্রষ্ট হয়ে যোগিনীদের ভক্ষ্য পশুতে পরিণত হন এবং এরূপ ব্যক্তিকে মণ্ডল থেকে বহিষ্কৃত করতে হয়।[২]

গন্ধর্বতন্ত্রমতে বিকার বলতে বুঝায় প্রলাপ ভ্রংশন (বিভ্রম) হাস্য ক্রোধ উন্মাদ আলস্য অতিচিন্তা পরের অনিষ্টপ্রবর্তন হিংসা অসূয়া ঈর্ষা দম্ভ মোহ প্রমাদ আবেশ (গর্ব) মূর্চ্ছা এবং মরণ।[৩]

বিকার হতে পারে অতিপানে। এইজন্য অতিপান নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের অভিমত মদ্যাদি পান আনন্দের জন্য। কাজেই অন্তরে আনন্দ উৎপন্ন হয়ে গেলে আর এ-সবের প্রয়োজন থাকে না। যে-পরিমাণ মদ্যপানে আনন্দ হয় তার বেশী পান করলে অতিপান হবে। অতিপানে সাধক মাতাল হয়ে পড়ে, তখন তার বুদ্ধি লোপ পায়, জপপূজাদি নিস্ফল হয়। অতএব পরিমিত পান করতে হবে।[৪]

শাস্ত্রবিহিত পরিমিত মদ্যপানে সাধকের শুধু আনন্দ হয় না আনন্দের মধ্য দিয়ে মনোলয় হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হয়। এইজন্য শাস্ত্রের বিধান—যে-পরিমাণ সুরাপানে আনন্দ-সংপ্লব হয় মনোলয় হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হয় সেই পরিমাণ পান কর্তব্য।[৫] এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধরণের তন্ত্রবচন অনেক পাওয়া যায়। কোনো কোনো তন্ত্রে পানের পাত্রসংখ্যাও

---

১ ভোজনান্তে বিষং মদ্যং মদ্যান্তে ভোজনং বিষম্।—কু ত, উঃ ৭

২ বিকারে তু সমুৎপন্নে ধ্যানযোগবিহীনতঃ। যোগিনীনাং পশুর্দেবি মণ্ডলাচ্চ বহিষ্কৃতঃ।
—পরমানন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তি

৩ প্রলাপো ভ্রংশনং হাস্যং ক্রোধোন্মাদভয়ানকাঃ। আলস্যং বাতিচিন্তা চ পরানিষ্টপ্রবর্তনম্।
হিংসাসূয়া তথের্ষ্যা চ দম্ভমোহৌ প্রমাদতা। আবেশো মরণং মূর্চ্ছা বিকারাঃ সমুদীরিতাঃ।
—গ ত ৩৪।৮৪-৮৬

৪ দ্রব্যশুদ্ধ্যাদি সকলমানন্দার্থঞ্চ ভৈরবি। আনন্দে জায়মানে তু ভক্ষয়েন্ন কদাচন।
অতিপানাত্তবেন্মত্তো জপপূজাদিনিস্ফলম্। বুদ্ধিনাশো ভবেদ্দেবি অতএব মিতং চরেৎ।
—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪১

৫ তাবদেব হুনেৎ দেবি যাবদানন্দসংপ্লুতঃ। মনো নিশ্চলতাং যাতি চিত্তং চাপি প্রসাদতাম্।
—প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তি

নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রমতে কুলস্ত্রীর অর্থাৎ সাধকের স্বকীয়া শক্তির পক্ষে সুরার গন্ধগ্রহণই সুরাপান। গৃহস্থ সাধক পাঁচপাত্র পর্যন্ত পান করতে পারেন।[১] পরমানন্দতন্ত্রেও দেখা যায় সর্বোচ্চ পাত্রসংখ্যা পাঁচ।[২]

কাজেই সাধারণতঃ পাঁচ পাত্রই উর্ধ্বতম সংখ্যা ধরা হয় অর্থাৎ সাধককে পঞ্চম পাত্র দিয়েই পূর্ণাহুতি দিতে হয়। এর বেশী হলেই অতিপান হয়ে যায়। আর অতিপান তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে গর্হিত ও বর্জনীয়।

তবে দেখা যায় ক্ষেত্রবিশেষে পাত্রের উর্ধ্বতম সংখ্যা একাদশ পর্যন্ত হতে পারে। কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে একাদশ পাত্রের দ্বারা পূর্ণাহুতি দিতে হবে। তবে অক্ষম ব্যক্তি নবম সপ্তম বা পঞ্চম পাত্রের দ্বারা পূর্ণাহুতি দিতে পারেন।[৩]

অতিপান—আবার কুলার্ণবতন্ত্রাদিতে অনিয়মিত মদ্যপানের সমর্থক বচনও পাওয়া যায়। যেমন একটি বচনে আছে[৪]—মাটিতে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বারবার মদ্যপান করবে, পড়ে গেলে উঠে আবার পান করবে। এমনি করলে পুনর্জন্ম হবে না। মদ্যপানে যে-আনন্দ হয় তাতে দেবী তৃপ্তা হন; পান করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে স্বয়ং ভৈরব তৃপ্ত হন আর বমি করে ফেললে সকল দেবতারা তৃপ্ত হন। এইজন্য সুরাপানে আনন্দ মূর্চ্ছা এবং বমন এই তিনটিই হওয়া চাই।

অন্যত্র আছে যিনি আকণ্ঠ সুরাপান করেন তিনি মুক্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[৫]

অবশ্য এই বচনগুলির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তন্ত্রজ্ঞরা একমত নন। অনেকে মনে করেন বচনগুলিতে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে। এঁরা এই-সব বচনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। আবার অনেকে মনে করেন মুখ্যতত্ত্ব সম্পর্কেই বচনগুলি বিহিত। পূর্বোক্ত প্রথম বচনটি সম্পর্কে প্রথমোক্তরা বলেন মূলাধারচক্রে কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে আছেন; এই চক্রে আছে

১ অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্তিতম্।—মহা ত ৬।১৯৪

২ সৌভাগ্যাত্তোপাসকস্য চতুস্তত্ত্বং ভবেচ্ছিবে। বালাদ্যুপাসকানাং তু তৎপূজোক্তবিধানতঃ।
তেষাং তু তত্ত্বত্রিতয়ং অন্যৎ সর্বং সমং ভবেৎ। দীক্ষাবতাং পূর্ণপাত্রং পঞ্চমং তু ভবেচ্ছিবে।
হুত্বা শিবাগ্নৌ ক্রমশঃ ত্রিচতুঃপঞ্চপাত্রকম্।—দ্রঃ প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তি

৩ অন্তে একাদশপাত্রান্তে তদশক্তৌ নবমে সপ্তমে পঞ্চমে বেতি প্রাগেবোক্তম্।
—কৌ নি, (রসিকমোহনপ্রকাশিত) উঃ ৮

৪ পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
আনন্দাৎ তৃপ্যতে দেবী মূর্চ্ছনাদ্ ভৈরবঃ স্বয়ম্। বমনাৎ সর্বদেবাস্তু তস্মাৎ ত্রিতয়-(ত্রিবিধ-)মাচরেৎ।
—কু ত, উঃ ৭; রুদ্রযামলবচন দ্রঃ তা ভ সূ পৃঃ ২৫৭

৫ আগলান্তং পিবেদ্ দ্রব্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, প ক সূ ৫।২২-এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত; রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ তা ভ সূ, পৃঃ ২৫৭

পৃথ্বীতত্ত্ব। সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিয়ে সাধনা অব্যাহত রাখলে তিনি সহস্রারে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলনের ফলে যে অমৃত ক্ষরিত হয় সাধক তাই পান করবেন। কুণ্ডলিনী সহস্রারে বেশীক্ষণ থাকেন না, পৃথ্বীতত্ত্বে নেমে আসেন। সাধক তখন আবার তাকে সহস্রারে উত্থিত করে অমৃত পান করবেন। এমনি করে কুণ্ডলিনীর বার বার উত্থানপতনের দ্বারা অমৃতপান করতে পারলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না।[১]

অন্যপক্ষ বলেন বচনগুলিতে মুখ্য দ্রব্যের কথাই বলা হয়েছে। তবে সাধারণ সাধকের পক্ষে এ-সব বচন প্রযোজ্য নয়। এগুলি পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পক্ষে বিহিত। রুদ্রযামলে আছে—পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের পানের বিষয় বলা যাচ্ছে। এমনি সাধক দুহাতে পাত্র ধরে মূলমন্ত্র ও গুরুপাদুকা স্মরণ করে আগলান্ত মদ্যপান করলে নিঃসন্দেহ মুক্ত হবেন।[২]

পূর্ণাভিষিক্ত সাধক শ্রেষ্ঠ যোগী। কৌলসাধক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের কথা বলেছি। এমনি জিতেন্দ্রিয় যোগীর পক্ষেই কুলার্ণবাদিতন্ত্রে অতিপানের বিধান দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এ বিষয়ে সব তন্ত্র একমত নয়। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রের মতে অতিপান সকলের পক্ষেই গর্হিত। উক্ত তন্ত্রে আছে শতাভিষিক্ত কৌল সাধকও যদি অতিপান করেন তা হলে তাঁকে কুলধর্মবহিষ্কৃত পশু মনে করতে হবে। মদ্য শোধিত অশোধিত যাই হক না কেন যে তা অতিরিক্ত পরিমাণে পান করবে সে কৌলদের পরিত্যাজ্য এবং ভূপতির দণ্ডার্হ।[৩]

মদ্য ভিন্ন পঞ্চতত্ত্বের অপর প্রধানতত্ত্ব পঞ্চমতত্ত্ব। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করে এসেছি। এই অতি গুহ্য সাধনার সিদ্ধান্তের দিক্‌টা নিয়ে এখানে আরও খানিকটা আলোচনা করা যাচ্ছে। বিষয়টি জটিল। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণের মনেও যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণা আছে।

পঞ্চতত্ত্বের সাধনা অদ্বৈত সাধনা—পঞ্চতত্ত্বের সাধনা অদ্বৈত সাধনা। কৌলাবলী-নির্ণয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে—সাধক অদ্বৈতভাবে 'পঞ্চম' দ্বারা আরাধনা করবেন।[৪] পঞ্চম

---

১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১৮৪, পাদটীকা

২ পূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগদ্যতে। করাভ্যাং পাত্রমুদ্ধৃত্য স্মরন্ মুলঞ্চ পাদুকাম্। আগলান্তং পিবেন্মদ্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।—রুদ্রযামলবচন দ্রঃ তা ভ স্থ, পৃঃ ২৫৭

৩ শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি। পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্মবহিষ্কৃতঃ। পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাঽপ্যশোধিতম্। ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপিভূভৃতঃ।
—মহা ত ১১।১২০-১২১

৪ তস্মাদদ্বৈতভাবেন সাধকঃ পঞ্চমং ভজেৎ।—কৌ নি, উঃ ৮

বলতে পঞ্চমকার বুঝায় আবার বিশেষভাবে পঞ্চম মকার বুঝায়। কাজেই বলা যায় শাস্ত্রে পঞ্চমতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অদ্বৈতভাবনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গন্ধর্বতন্ত্রে দেবী বলছেন—আমিই সমস্ত জগৎ। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। বৎস, জগতে ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে অতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত যা কিছু দেখছ সব আমিই, এতে সন্দেহ নাই।[১]

একমাত্র দেবী বা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই এমনি ভাবনাই অদ্বৈত ভাবনা। যে-সাধকের এই ভাবনা হয় তিনিই মহাবিদ্যার আরাধনায় অধিকারী। অদ্বৈতভাবনা ছাড়া মহাবিদ্যার আরাধনা হয় না। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—মদ্য শক্তি এবং অদ্বৈতভাবনা বিনা মহাবিদ্যার আরাধনা ঘৃতহীন যজ্ঞের মতো।[২]

পঞ্চমতত্ত্বের সাধনায় কুণ্ডোদ্ভবদ্রব্যাদির দ্বারা দেবীকে অর্ঘ্য দিতে হয়।[৩] তন্ত্রের অভিমত—যে কুণ্ডোদ্ভবদ্রব্যাদি ছাড়া চণ্ডিকার পূজা করে তার সহস্রজন্মের সুকৃতি নষ্ট হয়।[৪] দ্বৈতভাবনিষ্ঠ সাধকের রক্তরেতের প্রতি ঘৃণা হয়, মৈথুনকে পূজার অঙ্গ ভাবতে ভয় হয়। এমনি সাধক সম্বন্ধে কৌলাবলীনির্ণয় বলেন—মদ্যপানে যার ভ্রান্তি জন্মে, রক্তরেতে ঘৃণা হয়, স্বরূপতঃ শুদ্ধ দ্রব্যে অশুদ্ধতাভ্রান্তি জন্মে, মৈথুনে শঙ্কা হয়, সেই ভ্রষ্ট কি করে চণ্ডীপূজা করবে, কি করে দেবীমন্ত্র জপ করবে? এ রকম সাধক পঞ্চমতত্ত্বের সাধনা করলে রোগগ্রস্ত হবে, দুঃখ পাবে এবং রৌরব নরকে যাবে।[৫]

এইজন্যই পঞ্চমকার বিশেষভাবে পঞ্চম মকারের সাধনা অদ্বৈতভাবনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে বিহিত। সে-রকম সাধক ধর্মাধর্মের যথার্থ মর্ম জানেন। তাঁর কাছে কোনো দ্রব্যই

---

১ অহমেব জগৎ সর্বং নাস্তি কিঞ্চিৎ ময়া বিনা। যত্তু পশ্যসি হে বৎস যৎকিঞ্চিজ্জগতীতলে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তমহমেব ন সংশয়ঃ।—গ ত ৩৮।৪৪-৪৫

২ বিনা শক্তিং বিনা মদ্যমদ্বৈতভাবনং বিনা। মহাবিদ্যাক্রমো যদ্বদ্যজ্ঞঘৃতবিবর্জিতঃ।—গ ত ৩৭।১৬

৩ (i) আদ্যদ্রব্যমর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষিপ্য প্রযতঃ সুধীঃ। কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং স্বয়ম্ভুকুসুমন্তথা।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানি সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।—স্বতন্ত্রতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬৩১
(ii) স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুক্লৈঃ কুণ্ডগোলোদ্ভবৈঃ শুভৈঃ। কুঙ্কুমাদ্যৈরাসবেন চার্ঘ্যং দেব্যৈঃ নিবেদয়েৎ।
—কামা ত, পঃ ২

৪ বিনা কুণ্ডোদ্ভবৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়েদ্ যশ্চ চণ্ডিকাম্। জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি।
—কৌ নি, (রসিকমোহন প্রকাশিত) উঃ ৫

৫ পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ঘৃণা স্যাদ্রক্তরেতসোঃ। শুদ্ধে চাশুদ্ধতাভ্রান্তিরাশঙ্কা চৈব মৈথুনে।
স ভ্রষ্টঃ পূজয়েৎ চণ্ডীং দেবীমন্ত্রং কথং জপেৎ। রোগী দুঃখী ভবেৎ সোঽপি রৌরবে নরকে ব্রজেৎ।
—ঐ, উঃ ৮

অপবিত্র নয়। তন্ত্রের অভিমত—এরকম মর্মজ্ঞ সাধকের ধর্মাধর্মের যথার্থ জ্ঞান হয় বলে বিষ্ঠা মূত্র স্ত্রীরজঃ নখ অস্থি সব দ্রব্যই তাঁর কাছে পবিত্র; কিছুই অপবিত্র নয়।[১]

সার কথা, যিনি সমস্ত বস্তুকেই মহাশক্তি বা ব্রহ্ম মনে করেন তাঁর কাছে ঘৃণ্য কিছুই নাই। এই কথাটাই একটু অন্যভাবে উপনিষদেও পাওয়া যায়। ঈশোপনিষৎ বলেন যিনি সব বস্তুই আত্মাতে এবং সব বস্তুতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কিছুকেই ঘৃণা করেন না।[২]

যাঁদের দ্বৈতবুদ্ধি তাঁরাই ঘৃণ্যাঘৃণ্য বিচার করেন। তাঁদের কাছেই ক্রিয়াবিশেষ পবিত্র বা অপবিত্র। এ রকম লোকের চোখেই স্ত্রীপুরুষের সংগম হেয় শারীর ক্রিয়ামাত্র। শুক্র রজঃ এ-সব অপবিত্র ঘৃণ্য। দ্বৈতবুদ্ধি ব্যক্তির সাংসারিক দৃষ্টিতে এ-সব অপবিত্র ঘৃণ্য বটে কিন্তু অদ্বৈতবুদ্ধি সাধকের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-সব কিছুই অপবিত্র নয়; স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম শিবশক্তির সামরস্য, একটি অতি গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কামাখ্যাতন্ত্রে শিব দেবীকে বলছেন—আমি শুক্র, তুমি শোণিত, আমাদের দুইয়ের থেকে নিখিল জগতের উদ্ভব হয়েছে। শুক্রশোনিতজ বলে সর্বদেহই শুদ্ধ।[৩] গন্ধর্বতন্ত্রেও শিবকে শুক্র এবং শক্তিকে রজঃ বলা হয়েছে।[৪]

শিবশক্তিময় দেহ—আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করে এসেছি তান্ত্রিক সাধকেরা স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহকে অতি পবিত্র মনে করেন। তন্ত্রমতে সমস্ত জীবেই শিবশক্তি দ্বিধাভূত হয়ে বিরাজমান।[৫] চেতনাচেতন জগৎ শিবশক্তিময়।[৬]

শিবশক্তিময় দেহের কয়েকটি পদার্থ শক্তিমূলক, কয়েকটি শিবমূলক। কামিকাগমে বলা হয়েছে—ত্বক্ অসৃক্ মাংস মেদ অস্থি এই ধাতু কটি শক্তিমূলক আর মজ্জা শুক্র প্রাণ জীব এই কটি শিবমূলক। নবধাতুময় দেহ নবযোনিসমুদ্ভব।[৭]

স্ত্রীপুরুষতত্ত্ব—শাক্তমতে ব্রহ্মময়ী দেবীই আপনাকে স্ত্রীপুরুষভেদে দ্বিধা বিভক্ত করেন।

---

১ ধর্মাধর্মপরিজ্ঞানাৎ সকলেঽপি পবিত্রতা। বিণ্মূত্রং স্ত্রীরজো বাপি নখাস্থি সকলং প্রিয়ে।
—জ্ঞানার্ণবতন্ত্র ২২।২৬, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৪৬

২ যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।—ঈ উপ ৬

৩ শুক্রোঽহং শোণিতস্ত্বং হি দ্বয়োরেবাখিলং জগৎ। শুদ্ধং সর্বশরীরং তু শুক্রশোনিতজং ততঃ।
—কামা ত, পঃ ৬

৪ শুক্রং শিবো রজঃ শক্তিরিতি জানীহি শঙ্কর।—গ ত ৪০।৩৫

৫ এবং তৌ সর্বভূতেষু দ্বিধাভূতৌ ব্যবস্থিতৌ। তস্মান্নাস্তি তয়োর্ভিন্নং জগদেতচ্চরাচরম্। —ঐ ৪০।৬

৬ শিবশক্তিময়ং বিদ্ধি চেতনাচেতনং জগৎ।—ঐ ৩৬।২৯

৭ ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিধাতবঃ শক্তিমূলকাঃ। মজ্জশুক্রপ্রাণজীবধাতবঃ শিবমূলকাঃ।
নবধাতুরয়ং দেহো নবযোনিসমুদ্ভবঃ।—দ্রঃ ল স ১৬৭-এর সৌ ভা

পুরুষ অংশে তিনি শিব, স্ত্রী-অংশে শক্তি। গন্ধর্বতন্ত্র বলেন পুরুষভাব শিব আর স্ত্রীভাব পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি।[১]

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করে এসেছি তন্ত্রমতে পুরুষমাত্রই শিব আর স্ত্রীমাত্রই মহেশ্বরী। কিন্তু আরও গভীরের কথা জীবমাত্রই শিবশক্তি। শিবশক্তি স্বরূপতঃ এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম।[২]

পঞ্চমতত্ত্বের মর্ম ও লক্ষ্য—পঞ্চম মকারের মর্ম বুঝতে গেলে এই যে একে দুই এবং দুইয়ে এক, তন্ত্রশাস্ত্রের কথায় চনকের মত দ্বিধাভূত অথচ এক, এই পরমতত্ত্বটি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে। অর্থাৎ অদ্বৈতে দ্বৈত এবং দ্বৈতে অদ্বৈত পঞ্চম মকারের এই মূল তত্ত্বটি বুঝতে হবে।

পরম এক আনন্দস্বরূপ। জীবও স্বরূপতঃ আনন্দময়। তাই সে স্বভাবতঃই আনন্দের পিয়াসী, সুখের পিয়াসী। আনন্দেই তার জীবনের চরিতার্থতা। পূর্বোক্ত দুইয়ে মিলে এক হওয়ায় আনন্দের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যে চরম আনন্দ।

যোগী সাধক সাধনার দ্বারা স্বদেহস্থ শিবশক্তির মিলন ঘটিয়ে এই চরম আনন্দ লাভ করেন, পরিপূর্ণতা লাভ করেন। আমরা আধ্যাত্মিক পঞ্চমতত্ত্বের আলোচনায় তার উল্লেখ করেছি।

স্থূল পঞ্চমতত্ত্বেরও লক্ষ্য শিবশক্তির সামরস্যজনিত চরম আনন্দ। সে-সামরস্যের উপলব্ধি পঞ্চমতত্ত্বসাধনায় ভোগের মধ্য দিয়েই হয়। এই উপলব্ধিই এ সাধনার চরম সিদ্ধি। এটিই মোক্ষ।

পঞ্চমতত্ত্বসাধনা যোগ—কাজেই স্থূল পঞ্চমমকারসাধনাও যোগসাধনা। যোগ শিবশক্তির যোগ।[৩] সাধক নিজেকে শিবস্বরূপ আর সাধনসঙ্গিনী শক্তিকে মহাদেবী স্বরূপিণী ভাববেন। সাধক নিজের ও শক্তির এমনি সম্বন্ধ চিন্তা করতে করতে দেবত্ব লাভ করবেন।[৪]

তন্ত্রের নির্দেশ—সাধক কখনো স্বীয় শক্তিকে মানবী ভাববেন না। শক্তিতে যাঁর মনুষ্যবুদ্ধি হবে তাঁর মন্ত্রসিদ্ধিত হবেই না বরং বিপরীত ফল হবে।[৫]

---

১ পুংভাবঃ শিব ইত্যাহুঃ স্ত্রীভাবঃ প্রকৃতিঃ পরা।—গ ত ৪০।২

২ একৈবাহং পরং ব্রহ্ম শিবশক্তীতি ভেদতঃ।—ঐ ৪০।৩৬

৩ শিবশক্তিসমাযোগ যোগ এব ন সংশয়ঃ।—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ৯

৪ যা শক্তিঃ সা মহাদেবী হররূপস্তু সাধকঃ। অন্যোন্যচিন্তনাচ্চৈব দেবত্বমুপজায়তে।—কৌ নি, উঃ ২

৫ শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে। ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্‌বিপরীতং ফলং লভেৎ।

—উত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, পৃঃ ৫৫৫

তান্ত্রিক সাধকের সাধনসঙ্গিনীকে যে শক্তি বলা হয় তারও কারণ আছে। ইনি স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—সাধকের সাধনসঙ্গিনী মহাকুণ্ডলিনী শক্তি। তাঁর সহযোগে সাধক মহাকুণ্ডলিনীর সঙ্গে যুক্ত হবেন। এইজন্য তাঁকে শক্তি বলা হয়েছে, ভোগের জন্য বলা হয় নি।[১] এর অর্থ শক্তিসহ সাধনা ভোগ নয়, যোগ।

তন্ত্রে মহাশক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই রূপের কথা বলা হয়েছে। ত্রিজগৎ দেবীর স্থূলরূপ।[২] কাজেই সাধকের সাধনসঙ্গিনী তাঁর অন্যতম স্থূলরূপ।

পঞ্চমতত্ত্বসাধনা যজ্ঞ—শিবরূপী সাধক এবং শক্তিরূপিণী তাঁর সাধনসঙ্গিনী যে পঞ্চমতত্ত্বের অনুষ্ঠান করেন তা যজ্ঞবিশেষ।[৩] এই অনুষ্ঠানে ক্রিয়াসম্পাদনের সময় 'ওঁ ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তৌ আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ স্বাহা' এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।[৪] তার পরে ক্রিয়াসমাপ্তিকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করে শুক্রাহুতি দিতে হয়— ওঁ প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা। ধর্মাধর্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ স্বাহা।[৫]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৫।৮) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রসঙ্গে শুক্রাহুতি দেবার কথা বলা হয়েছে।

সাধকের শক্তিরূপ— বামাচার ও কৌলাচারে পঞ্চমতত্ত্বের সাধনা বিহিত। লক্ষ্য করা গেছে বামাচারের সাধক সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হয়েছে তাঁকে বামা হয়ে পরাশক্তির পূজা করতে হবে। কৌলসাধক সম্বন্ধেও বলা হয়েছে তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ শক্তিময় এবং তিনি স্বয়ং তাই হবেন।[৬] স্ত্রীমাত্রই শক্তি। তাই বলা হয়—সমস্ত জগৎ স্ত্রীময়, কৌল সাধক স্বয়ং তাই হবেন।[৭] যামলেও এই কথা বলা হয়েছে। অধিকন্তু বলা হয়েছে সংযতমনা সাধক চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় গৃহ সুখ সমস্তই যুবতীরূপ ভাববেন।[৮]

---

১ মহাকুণ্ডলিনী শক্তিস্তদ্‌যোগার্থং মহেশ্বরি। শক্তিঃ প্রোক্তা মহেশানি ন ভোগার্থং ময়েরিতা।
—শ স ত, তা খ, ৩২।২৭

২ যা শক্তিঃ সর্বভূতানাং দ্বিধা ভবতি সা পুনঃ। স্থূলরূপা চ সা দেবী সূক্ষ্মরূপা চ পার্বতি।
স্থূলরূপেণ সা দেবী সর্বমেতজ্জগৎত্রয়ম্।—গ ত ৩৭।৫৯-৬০

৩ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৯ ৪ ঐ ৫ ঐ

৬ শক্তিময়ং জগৎ সর্বং স্বয়ং তাবৎ তথা ভবেৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

৭ স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং স্বয়ং তাবৎ তথা ভবেৎ।—ঐ

৮ স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং স্বয়ং তাবৎ তথা ভবেৎ। পেয়ং চর্ব্যং তথা চোষ্যং ভক্ষ্যং লেহ্যং গৃহং সুখম্।
সর্বং চ যুবতীরূপং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ।—দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৪, পৃঃ ১১৫

লক্ষ্য করার বিষয় তন্ত্রের বিধান অনুসারে পঞ্চমতত্ত্বের সাধক নিজেকে শুধু শিবস্বরূপ নয়, শক্তিস্বরূপও মনে করবেন। কাজেই পঞ্চমতত্ত্ব আর সাধারণ নরনারীর সংগম এক ব্যাপার নয়। সাধক পঞ্চমতত্ত্বের মর্ম অবগত আছেন ; শক্তি তাঁর কাছে মানবী নয়, স্বয়ং মহাশক্তি। তিনি জানেন মহাশক্তিই জন্মকালে জননী, স্নেহকালে কন্যা, ভোগসঙ্গিনী ভার্যা আবার অন্তকালে তিনিই কালিকা।[১]

শক্তিলক্ষণ—সাধকের সাধনসঙ্গিনী শক্তির বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সাধনায় যে-প্রকার শক্তি প্রশস্তা তন্ত্রে তার লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—সুলক্ষণা শক্তি হবেন সুরূপা তরুণী শান্তা কুলাচারযুক্তা শুচি শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা গুপ্তভাবে অবস্থানকারিণী শাস্ত্রোপজীবিনী নির্লোভ সুশীলা স্মিতমুখী প্রিয়বাদিনী গুরু ও দেবতার প্রতি সম্যক্ ভক্তিমতী সহৃদয়া কৌলিকদের প্রীতিভাজনা ঈর্ষাহীনা তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞা দেবতার আরাধনায় উৎসুক মনোহরা ও সদাচারসম্পন্না।[২]

বিভিন্ন শক্তি—তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন নামের শক্তির উল্লেখ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রের মতে কার্যভেদ অনুসারে এঁদের এই ভেদ করা হয়েছে। উক্ত তন্ত্রে আছে—নটী কাপালিকা বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা যোগিনী শ্বপচী শৌণ্ডী ভূমীন্দ্রকন্যা গোপিনী এবং মালিকা কার্যভেদে এই-সব রম্যা বিভিন্ন শক্তি। চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা শক্তিকে কাপালী বলা হয়। যিনি পূজাদ্রব্য দেখে নৃত্যগীতপরায়ণা হন সেই চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা শক্তিকে বলা হয় নটী। পূজাদ্রব্য দেখে যে-শক্তি রমনেচ্ছু হন চতুর্বর্ণোদ্ভবা সেই শক্তিকে বলা হয় বেশ্যা। পূজাদ্রব্য দেখে যে-শক্তি রজঃ অবস্থা প্রকাশ করেন সর্বোবর্ণোদ্ভবা সেই শক্তি রজকী। পূজাদ্রব্য দর্শন করে যে-কুলজা শক্তি পশুভর্তাকে ত্যাগ করেন ও বীর সাধককে আশ্রয় করেন তাঁকে কর্মচাণ্ডালিনী বা শ্বপচী বলা হয়। পঞ্চমতত্ত্বে যাঁর শিবশক্তিসমাযোগবুদ্ধি তাঁকে বলা হয় যোগিনী। বিপরীতরতাতুরা যে-শক্তি পতির কাছে পানপাত্র চান সর্ববর্ণোদ্ভবা সেই রম্যা শক্তিকে বলা হয় শৌণ্ডী। সর্বদা যাঁর যন্ত্রসংস্কার হয় সেই সর্ববর্ণোদ্ভবা শক্তিকে বলা হয় ভূমীন্দ্রকন্যা। পশুদের কাছে যিনি আপনাকে সর্বদা গোপন করে রাখেন সেই সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা শক্তি গোপিনী। পূজাদ্রব্য দেখে যিনি শোভাধারণ করেন সর্ববর্ণোদ্ভবা সেই রম্যা শক্তিকে বলা হয় মালিনী।[৩]

---

১ জননী জন্মকালে চ স্নেহকালে চ কন্যকা। ভার্যা ভোগায় সম্পৃক্তা অন্তকালে চ কালিকা।
—দ্রঃ ক শ অ, পৃঃ ৫৪০

২ সুরূপা তরুণী শান্তা কুলাচারযুতা শুচিঃ। শঙ্কাহীনা ভক্তিযুক্তা গূঢ়া শাস্ত্রোপজীবিনী।
অলোলুপা সুশীলা চ স্মিতাস্যা প্রিয়বাদিনী। গুরুদৈবতসদ্ভক্তা সুচিত্তা কৌলিকপ্রিয়া।
বিমৎসরা বিশেষজ্ঞা দেবতারাধনোৎসুকা। মনোহরা সদাচারা শক্তিরেবা সুলক্ষণা।—কু ত, উঃ ৭

৩ নটী কাপালিকা বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা। যোগিনী শ্বপচী শৌণ্ডী ভূমীন্দ্রতনয়া তথা।
গোপিনী মালিকা রম্যা আসাং কার্যবিভেদতঃ। চতুর্ব্বর্ণোদ্ভবা রম্যা কাপালী সা প্রকীর্তিতা।

নটী কাপালিকা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ। এ-সব সঙ্কেত। এই সঙ্কেত সদ্‌গুরুমুখে জ্ঞাতব্য। নিরুত্তরতন্ত্রের ব্যাখ্যারও অন্তর্নিহিত অন্য গভীর অর্থ আছে মনে হয়।

শক্তির এই-সব নাম এবং সংখ্যা সম্বন্ধে সংসৃষ্ট সব তন্ত্র একমত নয়। শক্তিকে কুলনায়িকাও বলা হয়। উত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে[১]—নটী কাপালিকা বেশ্যা পুক্কসী নাপিতস্ত্রী রজকী রঞ্জকী সৈরিন্ধ্রী সুবাসিনী ঘটিকা অঘটিকা ও গোপালকন্যকা বিশেষবৈদগ্ধ্যযুক্তা এঁরা সবাই কুলনায়িকা।

গন্ধর্বতন্ত্রে[২] শক্তির ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা নামও পাওয়া যাচ্ছে। রেবতীতন্ত্রে কুলালী কোচাঙ্গনা দৈবজ্ঞা ব্যাধরমণী বৌদ্ধা যবনী ধীবরী প্রভৃতি আরও শক্তির নাম করা হয়েছে।[৩] উক্ত তন্ত্র মতে বিদগ্ধা সব নারীই শক্তি।[৪]

শক্তিপূজা—পঞ্চমতত্ত্ব-সাধনার বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। শাস্ত্র ও গুরুমুখে তা জ্ঞাতব্য। তবে অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ শক্তিকে স্বয়ং মহাদেবী মনে করে যথাশাস্ত্র তাঁর পূজা করা।

গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—শক্তি যাতে প্রসন্না হন সেইজন্য সদা তাঁর পূজা করতে হবে।[৫] যিনি একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে শক্তিকে প্রণাম করেন তাঁর সর্বার্থসিদ্ধি হয় এবং অন্তে তিনি মোক্ষলাভ করেন।[৬]

পূজাদ্রব্যং সমালোক্য নৃত্যগীতপরায়ণা। চতুর্ব্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা নটী পরিকীর্তিতা।
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য বেশ্যা রমণমিচ্ছতা। চতুর্ব্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা বেশ্যা পরিকীর্তিতা।
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য রজোঽবস্থাং প্রকাশয়েৎ। সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্তিতা।
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য কুলজা বীরমাশ্রয়েৎ। সন্ত্যজ্য পশুভর্তারং কর্মচাণ্ডালিনী স্মৃতা।
শিবশক্তিসমাযোগা (৽?) যোগিনী সা ব্যবস্থিতা। বিপরীতরতা পত্যৌ পাত্রং যা পরিপৃচ্ছতি।
সর্বোবর্ণোদ্ভবা রম্যা সা শৌণ্ডী পরিকীর্তিতা। সর্বদা যন্ত্রসংস্কারো যন্ত্রাশ্চ পরিজায়তে।
সৈব ভূমীন্দ্রজা রম্যা সর্ববর্ণোদ্ভবা প্রিয়ে। আত্মানং গোপয়েদ্ যা চ সর্বদা পশুসঙ্কটে।
সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্তিতা। পূজাদ্রব্যং সমালোক্য যা মালা পরিকীর্তিতা।
সর্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা মালিনী সা প্রকীর্তিতা।—নিরু ত, পটল ১৪

১ নটী কাপালিকা বেশ্যা পুক্কসী নাপিতাঙ্গনা। রজকী রঞ্জকী চৈব সৈরিন্ধ্রী চ সুবাসিনী।
ঘটিকাঘটিকা চৈব তথা গোপালকন্যকা। বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্বা এব কুলাঙ্গনাঃ।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৭

২ দ্রঃ গ ত ২৩।১৯ ৩ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮

৪ শক্তয়ঃ পরমেশানি বিদগ্ধাঃ সর্বযোষিতঃ।—ঐ

৫ শক্তেঃ পূজা সদা কার্যা প্রসন্না যেন সা ভবেৎ।—গ ত ৩৫।৬

৬ সুভক্ত্যা প্রণমেদ্ যস্তু শক্তিমেকাগ্রচেতসা। তস্য সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।—ঐ ৩৫।১০

উক্ত তন্ত্রমতে যে শক্তিপূজাবিমুখ সে পামর, সে পুরুষাধম। সেই নির্লজ্জ কোন মুখে বলবে আমি মহেশ্বরীর পূজা করি।[১]

বিভিন্ন তন্ত্রে সাধনসঙ্গিনী শক্তির পূজার বিবরণ আছে।[২] লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রের বিধানে এই শক্তিকে সাক্ষাৎ মহাদেবী মনে করা হয়, কখনো প্রাকৃত রমণীমাত্র মনে করা হয় না। পূজার বিবরণ থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে যথাবিধি স্নাতা দিব্যা হেতুযুক্তা দীক্ষিতা ঘৃণালজ্জা-বিবর্জিতা সালঙ্কারা সুবেশা স্বকান্তা বা পরকান্তাকে এনে সাধক গদীর উপর বসাবেন। তার পর স্বীয় কল্পোক্ত বিধান অনুসারে শক্তির অঙ্গে বিবিধ ন্যাস করবেন।[৩]

শক্তিদেহে ন্যাস—গন্ধর্বতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে শক্তির ললাটে সিন্দুরের তিলক দিতে হবে এবং মূলমন্ত্রবিদর্ভিত সাধ্য লিখতে হবে। তার পর তাঁকে গন্ধপুষ্প ও মাল্যের দ্বারা ভূষিত করতে হবে এবং তাঁর সামনে সুগন্ধি ধূপ ও উজ্জ্বল প্রদীপ দিতে হবে। এর পর তাঁর নাভি থেকে পা পর্যন্ত বাগ্‌ভবকূট, হৃদয় থেকে নাভি পর্যন্ত কামরাজকূট এবং মাথা থেকে হৃদয় পর্যন্ত শক্তিকূট ন্যাস করতে হবে। এইভাবে ন্যাস করলে শক্তিদেহ সর্বদেবময় এবং সর্বমন্ত্রময় হবে। শক্তি সাক্ষাৎ কামেশ্বরী সাধককে এই চিন্তা করতে হবে।[৪] উক্ত তন্ত্রে অন্যত্রও বলা হয়েছে সাধকোত্তম শক্তিকে কামেশ্বরীস্বরূপা এবং নিজেকে কামেশ্বরস্বরূপ চিন্তা করবেন।[৫]

শক্তি-অঙ্গে অন্যরকম ন্যাসের বিধানও আছে। মাতৃকান্যাস কলান্যাস[৬] করন্যাস ইত্যাদি করতে হয়।[৭]

এ রকম ন্যাসেরও উদ্দেশ্য একই—শক্তিদেহ দেবময় ও মন্ত্রময়, সাধকের মনে এই ভাবটি

---

১ শক্তিপূজাসু বিমুখঃ পামরঃ পুরুষাধমঃ। স নির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি মহেশ্বরীম্।—ঐ ৩৫।১১-১২

২ দ্রঃ গ ত, পঃ ৩৫ ; কৌ নি, উঃ ৫ ; প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪ ; ইত্যাদি

৩ স্নাপিতাং প্রমদাং দিব্যাং হেতুযুক্তাং চ দীক্ষিতাম্। স্বকান্তাং পরকান্তাং বা ঘৃণালজ্জাবিবর্জিতাম্।
সালঙ্কারাং সুবেশাঞ্চ স্থাপয়েৎ তুলিকোপরি। ন্যাসজালং প্রকুর্বীত স্বকল্পোক্তবিধানতঃ।—কৌ নি, উঃ ৫

৪ সিন্দুরেণ ললাটেঽস্যাঃ কৃত্বা তিলকমদ্রিজে। সাধ্যং চ বিলিখেত্তত্র মূলবিদ্যাবিদর্ভিতম্।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা মাল্যৈর্ভূষয়িত্বা তু তাং পুনঃ। কৃত্বা ধূপেন সৌগন্ধ্যং দীপানুজ্জাল্য পার্বতি।
নাভেশ্চরণপর্যন্তং বাগ্‌ভবং কূটমুত্তমম্। হৃদয়ান্নাভিপর্যন্তং কামবীজং প্রবিন্যসেৎ।
শিরসো হৃৎপ্রদেশান্তং তদীয়ং পরিভাবয়েৎ। সবদেবময়ং দেহং সর্বমন্ত্রময়ং বপুঃ।
চিন্তয়েৎ সাধকঃ শক্তিং সাক্ষাৎ কামেশ্বরীং পুরঃ।—গ ত ৩৫।২২-২৬

৫ কামেশ্বরীস্বরূপাং তাং চিন্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ। কামেশ্বরস্বরূপং চ আত্মানমপি ভাবয়ন্।—ঐ ৩।৭৪-৭৫

৬ মাতৃকান্যাসমাচর্য্য কলান্যাসং সমাচরেৎ।—কৌ নি, উঃ ৫

৭ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৮

দৃঢ় করে দেওয়া। শাস্ত্র সাধকের কাছে ঘোষণা করেন শক্তির রোমকূপে সপ্তলক্ষ মহাবিদ্যা মন্ত্ররূপে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত। যতদিন রোম থাকবে ততদিন দেবদেবীগণ শক্তিদেহে অবস্থান করবেন।[১]

শক্তি-অঙ্গে জপ—পঞ্চমতত্ত্ব-সাধনার আরেকটি অনুষ্ঠানের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি শক্তির অঙ্গে জপ। সময়াচারতন্ত্রে বলা হয়েছে[২]—সাধকেন্দ্র শক্তিকে এনে তাঁকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দেবেন, যথাশাস্ত্র পঞ্চাচারে তাঁর পূজা করবেন। তার পর তাঁর মাথায় এক শ, কপালে এক শ, সিন্দুরমণ্ডলে এক শ, মুখে এক শ, কণ্ঠে এক শ, হৃদয়ে এক শ, স্তনদ্বয়ে দুশ, নাভিতে এক শ আর যোনিপীঠে এক শ জপ করে শক্তিকে দেবী-স্বরূপিণী চিন্তা করবেন এবং শিবশক্তির স্বরূপচিন্তা করবেন।

শক্তি-অঙ্গে পীঠ—লক্ষণীয় যোনিকে পীঠ বলা হয়েছে। এটিকে কামরূপ পীঠ বলা হয়।[৩] তন্ত্রশাস্ত্রমতে পূর্ণগিরি উড্ডীয়ান জালন্ধর এবং কামরূপ এই পীঠচতুষ্টয় শক্তিদেহে অবস্থিত। শক্তির সমস্ত দেহ পূর্ণগিরি-পীঠ, মস্তক উড্ডীয়ান, স্তনদ্বয় জালন্ধর আর যোনি কামরূপ-পীঠ। সমস্ত পীঠের মধ্যে কামরূপ-পীঠ দেবদুর্লভ। এই পীঠগুলিতে সাধক যে যে মন্ত্র জপ করবেন সেই সেই মন্ত্রের ফল পাবেন এবং দেবতা প্রসন্ন হবেন।[৪]

শুধু পীঠচতুষ্টয় নয়, শক্তিদেহে পঞ্চাশৎ পীঠ অবস্থিত। পুরশ্চরণরসোল্লাসে বলা হয়েছে কলিযুগে পীঠগুলি গুপ্ত হয়ে যাবে। এ যুগে পঞ্চাশৎপীঠসংযুক্ত স্ত্রী-অঙ্গই শুভপ্রদ। মূঢ়লোকেরা এই মহৎ পীঠ পরিত্যাগ করে বৃথাই অন্য পীঠে বা তীর্থে মন্ত্রজপ করে।[৫]

---

১ সপ্তলক্ষং মহাবিদ্যাঃ কথিতাস্তব সুব্রত। রোমকূপে বসন্ত্যেতা মন্ত্ররূপা পৃথক্ পৃথক্।
যাবন্তি সন্তি রোমাণি শরীরে প্রাণবল্লভ। তাবদ্দেবাশ্চ দেব্যশ্চ সন্তি তস্যাঃ কলেবরে।
—নিগমকল্পদ্রুমবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৫৫-৫৬

২ তামানীয় সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্। পঞ্চাচারেণ তাং শক্তিং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
শতং শীর্ষে শতং ভালে শতং সিন্দুরমণ্ডলে। শতং মুখে শতং কণ্ঠে শতং হৃদয়মণ্ডলে।
শতদ্বন্দ্বং স্তনদ্বন্দ্বে শতং নাভৌ জপেৎ সুধীঃ। যোনিপীঠে শতং জপ্ত্বা সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
এবং সহস্রং সংজপ্য দেবীরূপাং বিচিন্তয়েৎ। শিবশক্তিস্বরূপঞ্চ চিন্তয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৪৮

৩ দ্রঃ যো ত, পঃ ১১

৪ চতুষ্পীঠানি পীঠানি শক্তিদেহেষু যানি চ। তানি চত্বারি বক্ষ্যামি গুহ্যাদ্ গুহ্যতরাণি চ।
শক্তেঃ সর্বশরীরং যৎ পীঠং পূর্ণগিরিঃ স্মৃতম্। তস্যাঃ শিরশ্চ সুভগে উড্ডীয়ানং প্রকীর্তিতম্।
স্তনৌ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং কামরূপং ভগস্তথা। সর্বেষু কামপীঠন্তু দেবানামপি দুর্লভম্।
এষু পীঠেষু চ স্থিত্বা যং যং মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে। তত্তৎফলমবাপ্নোতি দেবতা সুপ্রসীদতি।
—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৪৮

৫ পীঠানি চঞ্চলাপাঙ্গি কলৌ গুহ্যং ভবিষ্যতি। পঞ্চাশৎপীঠসংযুক্তং স্ত্রীণামঙ্গং শুভপ্রদম্।

পঞ্চমতত্ত্বসাধনায় জপ— পঞ্চমতত্ত্বসাধনায় পদে পদে জপের বিধি। এমনকি ক্রিয়ানিষ্পত্তি আরম্ভ করেও সহস্র জপ করতে হয়; অন্ততঃপক্ষে শত জপ অবশ্যই করতে হয়, তার কম হলে চলবে না।[১] আবার ক্রিয়ানিষ্পত্তি-অবসান কালে অর্থাৎ বীর্যপাতাদি-সময়েও জপ করতে হয়।[২]

এর থেকেই বোঝা যায় শাস্ত্র এই সাধনাকে কেন কৃপাণধারগমনের মতো বা কণ্ঠে কালসর্পধারণের মতো কঠিন বলা হয়েছে। যাদের কাছে পঞ্চমমকার শারীর ভোগমাত্র পদে পদে এ রকম ধৈর্য তাদের থাকতেই পারে না; প্রাকৃত ব্যাপারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব।

কাজেই পঞ্চমতত্ত্ব সাধকের কাছে ভোগ নয়, যোগ। ভোগক্রিয়া বটে কিন্তু যোগবাসনায় সে-ক্রিয়া। কেউ যদি ভোগবাসনায় শক্তিপূজা করে তা হলে তন্ত্রের বিধানে তার শাস্তি নিশ্চিত দারিদ্র্য ও নরক।[৩]

সাধনায় প্রবৃত্ত সাধকের যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো মনোবিকার ঘটে তা হলে তিনি ভ্রষ্ট হবেন এবং তখন তাঁর কাছে পঞ্চমতত্ত্ব আর সাধনা থাকবে না, পশুসাধারণ শারীরভোগমাত্র হয়ে পড়বে। তিনি তখন কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বা সুখভোগের জন্য পঞ্চমের অনুষ্ঠান করবেন। এরূপ ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রে রৌরব নরকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪]

চক্রানুষ্ঠান—পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার প্রসঙ্গে এই সাধনার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি চক্রানুষ্ঠান। নিরুত্তরতন্ত্রে পঞ্চ চক্রের কথা বলা হয়েছে। যথা—রাজচক্র মহাচক্র দেবচক্র বীরচক্র এবং পশুচক্র। এই পঞ্চচক্রে শক্তিপূজা করতে হয়। দিব্য ও বীর সাধক পঞ্চচক্রে পূজা করবেন। ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ পঞ্চচক্রে পূজা করবেন। বীরচক্রে বলশালিনী শক্তির পূজা বিহিত। ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ বীরচক্রে পূজা করবেন। যোগীদের পক্ষে সর্বচক্রে শক্তিপূজা বিহিত।[৫]

তৎকথং মৃচলোকশ্চ বিহায় স্ত্রীপদং মহৎ। অন্যপীঠেষু তীর্থেষু মন্ত্রন্তু প্রজপেৎ প্রিয়ে।
—পুরশ্চরণরসোল্লাসবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৫৬

১ ততো জপেৎ সহস্রং বৈ শক্তিযুক্তো ভবেন্নরঃ। শতং বাপি প্রজপ্তব্যং ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ।
—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ পৃঃ ৫৪৯

২ বীর্যপাতাদিসময়ে জপেন্মন্ত্রমুদারধীঃ।—নিগমকল্পদ্রুমবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৫৭

৩ সম্ভোগবাসনাং ধৃত্বা য কুর্যাচ্ছক্তিপূজনম্। স দারিদ্র্যমবাপ্নোতি নারকী চ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
—দেবীযামলবচন, দ্রঃ তা ভ সু, পৃঃ ২৫৮

৪ অর্থাদ্বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ। লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
—কুমারীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬২৭

৫ চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ। রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্। পঞ্চচক্রে যজেদ্ দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি।

শাস্ত্রের বিধান প্রত্যেক চক্রে পঞ্চশক্তির পূজা করতে হবে। রাজচক্রে পূজ্যা শক্তি—মাতা ভগিনী দুহিতা পুত্রবধূ এবং গুরুপত্নী।[১]

মহাচক্রে মাতা ভগ্নী পুত্রবধূ কন্যা এবং বীরপত্নী এই পঞ্চশক্তির পূজা করতে হয়।[২] দেবচক্রের পূজ্যা শক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বজাতির পাঁচটি বিদগ্ধযুক্তা কন্যা পূজ্যা।[৩] পশুচক্রের পূজ্যা শক্তি—বিমাতা দুহিতা ভগ্নী পুত্রবধূ এবং পত্নী।[৪]

বীরচক্রের পঞ্চশক্তি মাতা দুহিতা স্বসা পুত্রবধূ এবং সাধকের নিজ শক্তি। এই মাতা প্রভৃতি সাংকেতিক নাম। মাতা অর্থ ভূমীন্দ্রকন্যা, দুহিতা অর্থ রজকীসুতা, স্বসা অর্থ স্বপচী, পুত্রবধূ অর্থ কাপালী আর সাধকের নিজ শক্তি অর্থ যোগিনী।[৫] তবে আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি ভূমীন্দ্রকন্যা প্রভৃতিও পারিভাষিক শব্দ।

নিরুত্তরতন্ত্রের[৬] বিবরণ থেকে বোঝা যায় বীরচক্রে শাস্ত্রসম্মত বীরসাধকের পক্ষে প্রত্যক্ষ পঞ্চমতত্ত্ব বিহিত।

ভৈরবীচক্র—এই-সব চক্রের নাম সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়। সাধারণের কাছে যে-চক্রটির নাম বিশেষ পরিচিত সেটি ভৈরবীচক্র। বিভিন্ন তন্ত্রে[৭] এই চক্রের বিবরণ পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে[৮]—যে-কোনো সুবিধাজনক সময়ে এই শুভ চক্রের অনুষ্ঠান করা যায়। সাধকের কল্যাণকর এই চক্রের বিধান বলা যাচ্ছে। এই বিধান অনুসারে চক্রে দেবীর আরাধনা করলে দেবী শীঘ্র বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ। বলীয়সী(ং ?) চ দেবেশি বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ। যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্বচক্রেষু কামিনী।—নিরু ত, পঃ ১০

১ মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা। গুরু পত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ।—ঐ

২ মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরি। মহাচক্রে যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ।—ঐ

৩ বিদগ্ধাঃ সর্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।—ঐ

৪ বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী। পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ।—ঐ

৫ ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা। শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা।
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চ কন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।—ঐ ৬ দ্রঃ ঐ

৭ দ্রঃ কু ত, উঃ ৮ ; কৌ নি, উঃ ৮ ; শ্যামারহস্য, পরিঃ ৩ ; মহা ত, উঃ ৮ ইত্যাদি।

৮ যথাসময়মাসাদ্য কুর্যাচ্চক্রমিদং শুভম্। বিধানমস্য বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহম্।
আরাধিতা যেন দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্। কুলাচার্যো রম্যভূমাবাস্তীর্যাসনমুত্তমম্।
কামাদ্যেনাস্ত্রবীজেন সংশোধ্যোপবিশেত্ততঃ। সিন্দূরেণ কুসীদেন কেবলেন জলেন বা।
ত্রিকোণঞ্চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ। বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিমৃক্ষিতম্।
ফলপল্লবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকান্বিতম্। সুবাসিতজলৈঃ পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ।
প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ।—মহা ত ৮।১৫৪-১৫৯

কুলাচার্য একটি রম্য ভূমিতে উত্তম আসন বিছাবেন, কামবীজ (ক্লীং) এবং অস্ত্রবীজের (ফট্) দ্বারা এই আসন শোধন করে তার উপর উপবেশন করবেন। তার পর সুধী কুলাচার্য সিন্দুর কিংবা রক্তচন্দন অথবা শুধু জল দিয়ে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল রচনা করবেন এবং তার বাইরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করবেন।

এর পর সাধক একটি বিচিত্র ঘট এনে সেটিকে দধি এবং অক্ষতের দ্বারা সম্পৃক্ত করবেন, ঘটের গায়ে সিন্দুরের তিলক দেবেন, ঘটের মুখে ফল ও পল্লব দেবেন এবং ঘটটি সুবাসিত জলে পূর্ণ করবেন। (সাধারণতঃ ঘটের মুখে নারকেল ও আম্রপল্লব দেওয়া হয় আর কর্পূরবাসিত জলে ঘট পূর্ণ করা হয়)। এর পর প্রণব উচ্চারণ করে ঘটটিকে পূর্বোক্ত মণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করবেন এবং ঘটের সামনে ধূপ দীপ জ্বেলে দেবেন।

তার পর গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা ঘটের পূজা করে সংক্ষিপ্ত পূজাবিধি অনুসারে ঘটে ইষ্টদেবতার পূজা করবেন।

এই পূজার বিশেষত্ব বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গুরু এবং অন্যদের নব পাত্র স্থাপনের প্রয়োজন নাই। এই চক্রপূজায় ব্রতী সাধক মদ্যাদি তত্ত্ব যে-কটি ইচ্ছা এনে সামনে রাখবেন, অস্ত্রবীজের দ্বারা প্রোক্ষণ করবেন অর্থাৎ অস্ত্রবীজ উচ্চারণ করে জল ছিটিয়ে দেবেন এবং দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করবেন। এর পর সাধক অলিযন্ত্রে অর্থাৎ মদ্যপাত্রে গন্ধ এবং পুষ্প দিয়ে আনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করবেন।[১]

আনন্দভৈরবীর ধ্যান—দেবী নবযৌবনসম্পন্না, নবীন সূর্যের মতো তাঁর দেহ, তাঁর হাসি মনোহর, কথা সুধার মতো, এই হাসি ও কথায় তাঁর মুখপদ্ম উদ্ভাসিত। নৃত্যগীতে তাঁর আনন্দ, তাঁর অঙ্গে নানা আভরণ, তাঁর বসন বিচিত্র আর করপদ্মে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা। এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করে আনন্দভৈরবের ধ্যান করতে হবে।[২]

আনন্দভৈরবের ধ্যান—কর্পূরধবল আনন্দভৈরবের নয়ন কমলের মতো আয়ত দিব্য বসনভূষণে ভূষিত দেহের কান্তি অধিক দীপ্যমান। তাঁর বামকরপদ্মে সুধাপূর্ণ (মদ্যপূর্ণ) পাত্র আর দক্ষিণ করপদ্মে শুদ্ধিগুটিকা। এই রূপে আনন্দভৈরবের ধ্যান করি।[৩]

---

১ সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্। সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ।
বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃণুষ্বামরবন্দিতে। গুর্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিষ্যতে।
যথেষ্টং তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী। প্রোক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ।
অলিযন্ত্রে গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ। আনন্দভৈরবীং দেবীং আনন্দভৈরবং তথা।—মহা ত ৮।১৬০-১৬৩

২ নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্। চারুহাসামৃতাভাষোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্।
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্। বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাভয়করাম্বুজাম্।
ইত্যানন্দময়ীং ধ্যাত্বা স্মরেদানন্দভৈরম্।—ঐ ৮।১৬৪-১৬৬

৩ কর্পূরধবলং কমলায়তাক্ষম্ দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রম্ দক্ষেণ শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি।—ঐ ৮।১৬৭

সাধক এই ভাবে অনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করে অলিযন্ত্রে উভয়ের সামরস্য চিন্তা করবেন এবং 'এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরব্যৈ নমঃ, এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ আনন্দ-ভৈরবায় নমঃ' এই মন্ত্রে তাঁদের পূজা করবেন। তার পর মদ্যশোধন করবেন।

মদ্যশোধনের মন্ত্র—আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা। কুলসাধক মদ্যের উপর এই মন্ত্র একশ আট বার জপ করে মদ্যশোধন করবেন।[১]

আমরা লক্ষ্য করেছি এই তন্ত্রমতে প্রবল কলিকালে সংসারাসক্ত গৃহস্থের পক্ষে মদ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ মধুরত্রয় ব্যবহার বিহিত।[২] এই তন্ত্রে কলিকালে পঞ্চমতত্ত্বেরও প্রতিনিধির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে[৩] তাও লক্ষ্য করা গেছে।

মদ্যশোধনের পর ফল মাংস প্রভৃতি আর যে যে দ্রব্য পূজার জন্য আনা হয়েছে সে-সব দ্রব্য প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত 'আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা' এই মন্ত্র এক শ বার জপ করে শোধন করবেন। এবার সাধক চক্ষু মুদ্রিত করে এই সমস্ত দ্রব্য ব্রহ্মময় এইরূপ ধ্যান করবেন এবং কালিকা-দেবীকে সমস্ত নিবেদন করে পানভোজন করবেন।[৪]

মহানির্বাণতন্ত্রের মতে এই ভৈরবীচক্র সর্বতন্ত্রে গুপ্ত। এই সারাৎসার পরাৎপর চক্রের বিষয় শিব দেবীর কাছে প্রকাশ করলেন।[৫]

ভৈরবীচক্রে বিভিন্ন সাধক ও সাধিকারা সমবেতভাবে সাধনা করেন। চক্রের একজন অধীশ্বর বা নায়ক থাকেন। চক্রে উপবেশনাদিরও বিধি আছে। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—পূজাস্থানে যত্ন করে আসন পাততে হবে। তার পরে কৌল সাধক ও সাধিকারা হাত পা ধুয়ে প্রণাম করে পঞ্চমুদ্রা সহযোগে চক্রে প্রবেশ করবেন। চক্রে স্ত্রীলোকের উপবেশন একদিকে, পুরুষদের অন্যদিকে। এরা পংক্তি-আকারে বা চক্রাকারে বসবেন। আবার প্রত্যেক সাধক এবং তাঁর শক্তি জোড়ায় জোড়ায় পংক্তি-আকারে বা চক্রাকারে বসতে পারেন।[৬]

---

১ ধ্যাত্বৈবমুভয়োস্তত্র সামরস্যং বিচিন্তয়ন্। প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ। পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চকঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ।—মহা ত ৮।১৬৮-১৬৯

২ দ্রঃ ঐ ৮।১৭০-১৭১ ৩ দ্রঃ ঐ ৮।১৭২-১৭৩

৪ ততস্তু প্রাপ্ততত্ত্বানি পললাদীনি যানি চ। প্রত্যেকং শতধাঽনেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ।
সর্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্। নিবেদ্য পূর্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ।—ঐ ৮।১৭৪-১৭৫

৫ ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম্। তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরম্।—ঐ ৮।১৭৬

৬ পূজাস্থানে প্রযত্নেন আসনানি প্রদাপয়েৎ। ততঃ কৌলাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ প্রক্ষাল্য পাণিপাদকম্।
প্রণম্য প্রবিশেচ্চক্রং মুদ্রাভিঃ পঞ্চসংজ্ঞকৈঃ। স্ত্রীণামন্যতমং স্থানং পুংসামন্যতমং মহৎ।
অথবা মিথুনং কৃত্বা ক্রমাৎ সমুপবেশয়েৎ। পংক্ত্যাকারেণ বা সম্যক্ চক্রাকারেণ বাথবা।—কৌ নি, উঃ ৮

চক্রে সাধক সাধিকার করণীয় বিবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম আছে। শাস্ত্র ও সম্প্রদায় অনুসারে সে-সব করতে হয়। এই-সব ক্রিয়াকর্ম সাধকসাধিকার মনকে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে নিবিষ্ট করে দেয়।

ভৈরবীচক্রে জাতিভেদ নাই— এই চক্রে জাতিভেদ নাই। তন্ত্রের অভিমত ভৈরবীচক্রে প্রবৃত্ত সমস্ত বর্ণ ই ব্রাহ্মণ আবার ভৈরবীচক্র থেকে নিবৃত্ত হলে সব বর্ণ পৃথক্ পৃথক্। এই চক্রে স্ত্রী পুরুষ যণ্ড চণ্ডাল দ্বিজোত্তম এদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, সবাই শিবতুল্য। স্বর্গাদি পুণ্যলোকে যেমন দেবতা ভিন্ন আর কেউ থাকেন না, তেমনি ভৈরবীচক্রের সব মানুষই দেবতা। এই চক্রে জাতিভেদ নেই, সকলেই শিবতুল্য। এ কথা বেদসম্মত। কেন না বেদে আছে সমস্তই ব্রহ্ম। বেশী কথা বলে কি হবে, চক্রমধ্যে পুরুষরা সবাই শিবস্বরূপ এবং স্ত্রীলোকেরা সবাই দেবীস্বরূপিণী। সাধক এবং তার শক্তিকে চক্রমধ্যে শিবশক্তিবুদ্ধিতে অর্চনা করতে হয়।[১]

ভৈরবীচক্রে পঞ্চমতত্ত্ব— ভৈরবীচক্রে বীর সাধকের পক্ষে স্বশক্তিসহ মুখ্য পঞ্চম-তত্ত্বানুষ্ঠান বিহিত। এই শক্তি তাঁর বিবাহিত শক্তি হওয়া আবশ্যক। মহানির্বাণতন্ত্রের বিধান—ভৈরবীচক্রে এবং তত্ত্বচক্রে সাধক নিজ শক্তিকে শৈবমতে অবশ্যই বিবাহ করবেন। পরিণয় ব্যতীত বীর সাধক যদি শক্তিসেবা করেন তা হলে তাঁর নিঃসংশয় পরস্ত্রীগমনের পাপ হবে।[২]

ভৈরবীচক্রে পশুর স্থান নাই— ভৈরবীচক্রে পশুভাবের সাধকের স্থান নাই। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে বীর সাধকও যদি স্নেহে ভয়ে বা অনুরক্তিবশতঃ পশুদের চক্রে প্রবেশ করান তা হলে তিনি কুলধর্মভ্রষ্ট হবেন এবং নরকে যাবেন।[৩]

ভৈরবীচক্র গোপনীয় কি?— ভৈরবীচক্রে পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা হয়। কাজেই এর অনুষ্ঠান গোপনীয়। কেন না তন্ত্রশাস্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনা গোপন সাধনা। তবে

---

১ প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা পৃথক্ পৃথক্।
স্ত্রী বাথ পুরুষঃ ষণ্ডশ্চণ্ডালো বা দ্বিজোত্তমঃ। চক্রেঽস্মিন্ ন ভেদোঽস্তি সর্বে শিবসমাঃ স্মৃতাঃ।
স্বর্গাদি পুণ্যলোকেষু দেবাদন্যো যথা ন হি। তথৈব চক্রমধ্যেঽপি দেবতাঃ সর্বমানবাঃ।
জাতিভেদো ন চক্রেঽস্মিন্ সর্বে শিবসমাঃ স্মৃতাঃ। বেদেঽপি স্থিতমেবং হি সর্বং হি ব্রহ্ম চাব্রবীৎ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন চক্রমধ্যে কুলেশ্বরি। মদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্বে তদ্রূপা প্রমদাঃ প্রিয়ে।
শিবশক্তিধিয়া সর্বং চক্রমধ্যে সমর্চয়েৎ।—কু ত, উঃ ৮

২ বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্বতি। সর্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা।
বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্। পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
—মহা ত ৮।১৭৭-১৭৮

৩ স্নেহাদ্ভয়াদনুরক্ত্যা পশূংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্। কুলধর্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ।—ঐ ৮।১৮২

মহানির্বাণতন্ত্রের অভিমত প্রবল কলিকালে চক্র গোপন করা উচিত নয়।[১] এই তন্ত্রের যুক্তি এই যে ভৈরবীচক্র এবং চক্রানুষ্ঠানরত শিবতুল্য সাধকদের দর্শন করে কলিকল্মষদূষিত লোকেরা পশুপাশমুক্ত হতে পারবে।[২] কাজেই চক্র গোপন করা উচিত নয়।

মহানির্বাণতন্ত্রের এই অভিমত পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় শাস্ত্রদৃষ্টিতে ভৈরবী-চক্রের সাধনা উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা। শুদ্ধচিত্ত শিবতুল্য সাধকেরাই এ সাধনার যথার্থ অধিকারী।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। পঞ্চমকারযুক্ত সাধনা দর্শনে দ্বৈতবুদ্ধি পশুজনের মনে পাপভাব জাগবারই সম্ভাবনা। এ রকম অবস্থায় ভৈরবীচক্র দর্শন করে তারা কি করে পশুপাশমুক্ত হবে?

উত্তরে বলা যায় যে-কাজ পাপবুদ্ধিতে করা হয় তাই পাপকাজ এবং তাই অন্যের মনে পাপভাব জাগাতে পারে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধিতে সাধনারূপে যা করা হয় তাতে পাপশঙ্কা থাকতে পারে না। এইজন্যই মহানির্বাণতন্ত্র বলেছেন শুদ্ধচিত্ত সাধু সাক্ষাৎশিবস্বরূপ চক্রান্তর্গত কৌলসাধকদের পাপশঙ্কা কোথায়?[৩] অর্থাৎ এঁদের চিত্ত শুদ্ধ বলে এবং চক্রানুষ্ঠান ধর্মবুদ্ধিতে সাধনারূপে করা হয় বলে এই অনুষ্ঠান অন্যের মনেও পাপভাব না জাগিয়ে ধর্মভাবই জাগাবে এবং তাতেই তাদের পশুপাশ ছিন্ন হবে।

তা ছাড়া এ-সব সাধনার ব্যাপারে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মানুষের মনে যথার্থ শক্তিশালী সাধক এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মের যে আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়ে তা যুক্তিতর্কের দ্বারা বোঝান যায় না। সেই প্রভাবেই সাধারণ মানুষের পাশমুক্তি হতে পারে।

তন্ত্রে উচ্ছ্বসিতভাবে ভৈরবীচক্রের যেরূপ মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে তার থেকেও এই চক্রের অলৌকিক প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—ভৈরবী-চক্রস্থান সকল তীর্থের সেরা মহাতীর্থ। দেবীর নিকট নিবেদিত নৈবেদ্যের আশায় সব দেবতারাও সেখানে আসেন।[৪]

আরও বলা হয়েছে শত পুরশ্চরণের দ্বারা এবং শবাসন মুণ্ডাসন ও চিতাসনে জপের দ্বারা যে-ফল লাভ হয় সুধী সাধক ভৈরবীচক্রে একবারমাত্র জপ করার দ্বারা সেই ফল পাবেন। ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য কে বলতে সক্ষম? একবারমাত্র ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করলে সাধক সর্বপাপমুক্ত হবেন। ছমাস অনুষ্ঠান করলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হবেন আর নিত্য

১ প্রবলে কলিকালে তু ন কুর্যাৎ চক্রগোপনম্।—মহা ত ৮।১৮৯

২ দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংশ্চ সাধকান্। মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ কলিকল্মষদূষিতাঃ।—ঐ ৮।১৮৮

৩ চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম্। সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ।—ঐ ৮।১৯৫

৪ চক্রস্থানং মহাতীর্থং সর্বতীর্থাধিকং শিবে। ত্রিদশা যত্র বাঞ্ছন্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্।—ঐ ৮।১৮৬

অনুষ্ঠান করলে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করবেন।[১] ভৈরবীচক্র ভোগমোক্ষের একমাত্র সাধন।[২]

ভৈরবীচক্র সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এর কারণ অনধিকারী লোকের হাতে পড়ে এই অনুষ্ঠানের বিকার ঘটে আর সেই বিকৃত অনুষ্ঠানকেই সাধারণ লোকে ভৈরবীচক্রানুষ্ঠান মনে করে। কিন্তু স্বাস্থ্যের বিকার যেমন স্বাস্থ্য নয় তেমনি কোনো ধর্মানুষ্ঠানের বিকারও সেই ধর্মানুষ্ঠান নয়। শাস্ত্রসম্মত ভৈরবীচক্রানুষ্ঠান একটি উঁচুস্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা।

তত্ত্বচক্র—ভৈরবীচক্র ছাড়া তত্ত্বচক্র নামে আরেকটি তত্ত্বের কথা মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে। উক্ততন্ত্রমতে এটি চক্ররাজ। এর অপর নাম দিব্যচক্র। এই চক্রে সকলের অধিকার নাই, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ সাধকেরাই এই চক্রানুষ্ঠানে অধিকারী। ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মতৎপর শুদ্ধান্তকরণ শান্ত সর্বপ্রাণীর হিতকারী নির্বিকার নির্বিকল্প দয়াশীল দৃঢ়ব্রত সত্যসঙ্কল্প ব্রাহ্মরা এই চক্রানুষ্ঠানে অধিকারী।[৩]

তত্ত্বচক্রে ঘটাদি স্থাপনের প্রয়োজন নাই, পূজানুষ্ঠানেরও বাহুল্য নাই। এই চক্রের আয়োজনও খুব সাদাসিধা। ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক চক্রেশ্বর হবেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদের সঙ্গে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করবেন। সাধকদের সুখপ্রদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর জায়গায় একটি বিচিত্র আসন বিছিয়ে সাধকদের বসবার জায়গা করবেন। চক্রেশ্বর ব্রহ্মসাধকদের সঙ্গে সেই আসনে উপবেশন করবেন। মদ্যাদি দ্রব্য সামনে রাখা হবে।[৪] সমস্ত দ্রব্যের উপর 'ওঁ হংসঃ' এই মন্ত্র শতবার জপ করে চক্রেশ্বর মন্ত্রপাঠ করবেন—ওঁ অর্পণক্রিয়া ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হবি, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি আহুতি দিচ্ছেন তিনি ব্রহ্ম। এমনিভাবে ব্রহ্মকর্মসমাধির দ্বারা তিনি ব্রহ্মলাভ করেন।[৫]

---

১ পুরশ্চর্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ। চক্রমধ্যে সকৃৎ জপ্তা তৎফলং লভতে সুধীঃ।
ভৈরবীচক্রমাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ। সকৃদেতৎ প্রকুর্বাণঃ সর্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ষণ্মাসং ভূমিপালঃ স্যাৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্। নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্যো ব্রহ্মনির্বাণমাপ্নুয়াৎ।
—মহা ত ৮।১৯৮-২০০

২ কথিতং ভৈরবীচক্রং ভোগমোক্ষৈকসাধনম্।—ঐ ৮।২০৩

৩ তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে। নাত্রাধিকারঃ সর্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্ বিনা।
পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ।
নির্বিকারা নির্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ। সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ।—ঐ ৮।২০৪-২০৬

৪ দ্রঃ ঐ ৮।২০৭-২১২

৫ তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্ত্যা জপন্ মনুম। সর্বতত্ত্বেষু চক্রেশ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।—মহা ত ৮।২১৩-২১৪

চক্রেশ্বর এই মন্ত্র সাতবার বা তিনবার জপ করে সমস্ত দ্রব্য শোধন করবেন। এর পর 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রের দ্বারা পরমাত্মাকে দ্রব্য সমর্পণ করে সাধকদের সঙ্গে পানভোজন করবেন।

এই চক্রেও বর্ণভেদ নাই, দেশকালের নিয়ম নাই, পাত্রের নিয়মও নাই।[১] অর্থাৎ যে-কোনো অধিকারী ব্যক্তি যে-কোনো সময়ে যে-কোনো স্থানে এই চক্রানুষ্ঠান করতে পারেন।

শাস্ত্রের বিধান ব্রহ্মজ্ঞ উত্তম সাধকগণ ধর্মার্থকামমোক্ষ লাভের জন্য তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করবেন।[২]

এই বিবরণ থেকে অনুমান হয় ব্রহ্মোপাসকদের জন্য ভৈরবীচক্রের অনুকরণে এই চক্রের ব্যবস্থা হয়। উভয় চক্রানুষ্ঠানে অবশ্য পার্থক্যও আছে। সব চেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য ভৈরবীচক্রে শক্তিসহ চক্রানুষ্ঠান হয় কিন্তু তত্ত্বচক্রানুষ্ঠানে সে-রকম কোনো বিধি নাই।

পঞ্চতত্ত্বের প্রাচীনতা—পঞ্চতত্ত্বের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ধর্মকর্মে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার কত প্রাচীন এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। কেন না অনেকের ধারণা ধর্মকর্মে মদ্যাদির ব্যবহার, বিশেষ করে ধর্মকর্মরূপে পঞ্চমতত্ত্বের অনুষ্ঠান, শাক্ত বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেরই কীর্তি। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কালে দেশের যখন নৈতিক অবনতি ঘটে তখন থেকে এই ব্যাপারটির প্রচলন হয়। এই ধারণাটি কতদূর সত্য বিচার করে দেখা যেতে পারে।

বেদের থেকেই সুরু করা যাক। কেন না তার চেয়ে প্রাচীন কোনো প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বৈদিক ক্রিয়াকর্মে মদ্য—একটি ঋকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে—ওগো নেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা আঙ্গিরস কক্ষীবান্ ঋষিকে প্রভূত ধী প্রদান কর। কারোতর নামক বৈদলশ্চর্মবেষ্টিত পাত্র থেকে যেমন সুরা স্রাবিত হয় তেমনি তোমাদের অশ্বখুর থেকে স্রাবিত সুরা দ্বারা অসংখ্য সুরাকুম্ভ পূর্ণ কর।[৩] অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি সৌত্রামণীযাগাদি কর্মে তোমাদের কাছে যজ্ঞের সুরা প্রার্থনা করে তাদের সুরা ঘটগুলি পূর্ণ কর।[৪]

সৌত্রামণীযাগ— সৌত্রামণীযাগের[৫] প্রধান বিশেষত্বই বলা যায় সুরা আহুতি[৬]

১ দ্রঃ মহা ত ৮।২১৫-২১৭

২ অতঃ সর্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকোত্তমৈঃ। তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্মকামার্থমুক্তয়ে।—ঐ ৮।২১৯

৩ যুবং নরা স্তুবতে পজ্রিয়ায় কক্ষীবতে অরদতং পুরংধিম্।
কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ।—ঋ বে ১।১১৬।৭

৪ যে জনাঃ সৌত্রামণ্যাদিকর্মণি যুষ্মদ্ যাগায় সুরাং যাচন্তে তেষামিত্যর্থঃ।—ঐ, সায়ণভাষ্য

৫ দ্রঃ আপ শ্রৌ সূ ১৯; কা শ্রৌ সূ, অঃ ১৯; আশ্ব শ্রৌ সূ ৩।৯; শা শ্রৌ সূ ১৫।১৫; লা শ্রৌ সূ ৫।৪।১১; শ ব্রা ১২।৭ ইত্যাদি ৬ R. Ph. V. U., 1925, P. 352

বাজসনেয়ি-সংহিতার ঊনবিংশ থেকে একবিংশ পর্যন্ত তিনটি অধ্যায়ে সৌত্রামণীযাগের মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রটি[১] সোমের সঙ্গে সুরাকে যুক্ত করার মন্ত্র। এই মন্ত্রে সোম ও সুরার একই বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে সোম এবং সুরা উভয়েই স্বাদু তীব্র অমৃততুল্য মধুরস্বাদযুক্ত। সোমসংসর্গে সুরা সোম হয়ে যায়।[২] সোমসুরার মিশ্রিত অর্ঘ্য দেওয়া হত অশ্বিনীকুমারদ্বয় সরস্বতী এবং ইন্দ্রকে।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সুত্রামণীযাগে সুরার সঙ্গে মাংস ব্যবহারও বিহিত ছিল। এই যাগে ইন্দ্রের কাছে বলি দেওয়া হত একটি বৃষ, সরস্বতীর কাছে একটি মেষ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে একটি ছাগ।[৪]

সোম একপ্রকার মদ্য—বাজসনেয়ি-সংহিতার যে মন্ত্রটির কথা হচ্ছিল তাতে দেখা যায় সোম ও সুরাকে একই জাতীয় পদার্থ মনে করা হয়েছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর সুরারূপ সোমের উল্লেখ করেছেন।[৫] সোমরস যে একপ্রকারের মদ্য, এটি পান করলে যে প্রচুর নেশা হত তার স্পষ্ট প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রেই পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদেরই অনেকগুলি মন্ত্রে[৬] সোম বা সোমরসকে মদ্য বা মদ বলা হয়েছে।

সোমযাগকে বেদপন্থীদের অন্যতম প্রধান ধর্মানুষ্ঠান বলা যায়। "ক্ষত্রিয় রাজারা যে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞ করিতেন, তাহাও সোমযাগ।"[৭] সমগ্র ঋগ্‌বেদই প্রধানতঃ সোমযজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রের সংহিতা।[৮] এর থেকেই বৈদিক সমাজে সোমযাগের গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে সোমরস নামক মদ্য বৈদিক ধর্মকর্মের একটা প্রধান অংশ জুড়ে ছিল।

বাজপেয় যাগ— বেদপন্থীরা সোমযাগ[৯] ছাড়া আরও দুই শ্রেণীর যজ্ঞ করতেন।

---

১ স্বাদ্বীং ত্বা স্বাদুনা তীব্রাং তীব্রেণামৃতামমৃতেন মধুমতীং মধুমতা সৃজামি সং সোমেন।
সোমোঽস্যশ্বিভ্যাং পচ্যস্ব সরস্বত্যৈ পচ্যস্বেন্দ্রায় সুত্রাম্ণে পচ্যস্ব।—বা সং ১৯।১

২ ত্বং সোমসংসর্গাৎ সোমঃ অসি।—ঐ, মহীধরভাষ্য ৩ শ ব্রা ৫।৫।৪।২৪

৪ ঐ, ৫।৫।৪।১ ৫ সুরারূপঃ সোম দেবতা

৬ অংশুর্মদ্যঃ (অংশুঃ সোমঃ—সায়ণ), ঋ বে ৪।২২।৮ : সোমং মদ্যম্, ঐ ৬।৬৮।১০ ; মদ্যং মদম্, ঐ ৯।৬।২, ৯।২৩।৪, ৯।১০৭।১৪ ; মদ্যং রসম্, ঐ ৯।৬৫।১৫ ; মদ্যঃ মদঃ, ঐ ৯।৮৬।৩৫ ইত্যাদি

৭ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৭১ ৮ R. Ph. V. U., 1925, p 283

৯ সোমযাগকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—ঐকাহিক, অহীন আর সত্র। যে যাগ একদিনে হত তাকে বলা হত ঐকাহিক। দুদিন থেকে বার দিনে যা সম্পাদিত হত তার নাম অহীন আর যাতে বার বা তার চেয়ে বেশী দিন লাগত তাকে বলত সত্র। ঐকাহিক সোম যাগের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম সপ্তবিধ। যথা—অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়।
—দ্রঃ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৭২ ; R. Ph. V. U., p. 334

এক—পাকযজ্ঞ,[১] দুই—হবির্যজ্ঞ।[২] এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটির আবার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সোমযাগের একটি প্রকারভেদ বাজপেয় যাগ। এই যাগে সুরা আহুতি দেবার বিধান আছে।[৩]

কেউ কেউ মনে করেন যাগে বাজ অর্থাৎ অন্নোদ্ভব সুরা পেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বলে বাজপেয় যাগের নাম বাজপেয় হয়েছে।[৪]

বৈদিক যুগে পিতৃগণের উদ্দেশেও সুরা আহুতি দেওয়া হত।[৫] ঋগ্‌বিধানব্রাহ্মণে (১।৪৪) অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সুরা আহুতি দেবার কথা আছে।[৬]

বৈদিক যাগে মাংস—বেদপন্থীরা নানাবিধ পশুযাগ[৭] করতেন। পশুযাগে যথাবিধি আনুষ্ঠানিকভাবে পশুবধ করে তার মাংস পাক করে আহুতি দেওয়া হত আর যজমান ও ঋত্বিকেরা হবিঃশেষ মাংস ভক্ষণ করতেন।[৮]

অষ্টকা নামক পাকযজ্ঞে পিতৃগণকে মাংস আহুতি দেওয়া হত।[৯]

শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে দেবতাকে একটা অংশ আহুতি না দিয়ে কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে নেই। বেদপন্থীরা যথেষ্ট মাংস খেতেন। কাজেই তার একটা অংশ তাঁরা দেবতাকে আহুতি দিতেন। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ অতিথির জন্য যখন কোনো পশুবধ করা হত তখন সেই পশুর মাংসভোজনই যজ্ঞ বলে গণ্য হত।[১০] অর্থাৎ ব্যাপারটি ধর্মকর্মের অঙ্গ বলে গণ্য হত।

---

১ পাকযজ্ঞ সপ্তবিধ। যথা—অষ্টকা পার্বণ শ্রাদ্ধ শ্রাবণি অগ্রহায়ণি চৈত্রি এবং আশ্বযুজি।—দ্রঃ Ś. Ś., 4th Ed., p. 108

২ হবির্যজ্ঞ বা ইষ্টিযাগও প্রধানতঃ সাত প্রকার। যথা—অগ্ন্যাধেয় অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাস চাতুর্মাস্য আগ্রয়নেষ্টি নিরূঢ়পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী।—দ্রঃ ঐ ৩ শ ব্রা, ৫।১।২।১০-১৯

৪ 'বাজপেয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত' ইত্যত্র বাজপেয়শব্দো গুণো বিধীয়তে। তত্রান্নবাচী বাজশব্দঃ। তচ্চান্নং পেয়ং সুরাদ্রব্যম্। সুরাগ্রহাণামনুচ্চৈয়ত্বাৎ।—মাধবাচার্যের অধিকরণমালা, ১ম অঃ, ৪র্থ পাদ, ষষ্ঠ অধিকরণ, (দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৬৬)

৫ দ্রঃ শ ব্রা, ৫।৫।৪।২৭-২৮ ৬ দ্রঃ Ś. Ś., 4th Ed., p. 105

৭ পশুযাগ সোমযাগের সঙ্গেও হত আবার স্বতন্ত্রভাবেও হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় নিরূঢ়পশুবন্ধ একটি স্বতন্ত্র পশুযাগ। নিরূঢ়পশুবন্ধ সম্বন্ধে দ্রঃ—আপ শ্রৌ সূ ৭; বৌ শ্রৌ সূ, ৪, কা শ্রৌ সূ ৬; আশ্ব শ্রৌ সূ ৩।১।৮, শা শ্রৌ সূ ৫।১৫ ইত্যাদি। পশুযাগবিষয়ে দ্রঃ—শ ব্রা ৩।৮।১, ৩।৮।২, ৩।৮।৩, ৫।১।৩, ৫।৩।১।১০, ৬।২।২।৬-১৫; আশ্ব গৃ সূ ১।১১; পা গৃ সূ ৩।৮; গো গৃ সূ ৩।১০; খা গৃ সূ ৩।৪

৮ দ্রঃ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৪৯-৫৪

৯ দ্রঃ আশ্ব গৃ সূ ২।৪; গো গৃ সূ ৩।১০।১৫-৩৪; ৪।৪।২২; শা গৃ সূ ৩।১৪

১০ শা গৃ সূ ২।১৪।২৩; ২।১৫; ৪।৫।১০, ১১, ১২. [(Ref. R. Ph. V. U; p. 270, f. n. 4)]

বৈদিক যাগে মৎস্য—বেদে মৎস্যের উল্লেখ আছে।[১] কিন্তু শ্রৌত গ্রন্থে যজ্ঞে মৎস্য-ব্যবহারের উল্লেখ আমাদের চোখে পড়েনি। তবে মনুসংহিতাতে হব্যকব্য-কর্মে অর্থাৎ 'দৈব ও পৈত্রাদি' কর্মে মৎস্য ব্যবহারের বিধি আছে।[২]

যা বেদবিহিত মনুসংহিতাতে সেই বিধানই দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উক্ত সংহিতাতেই একটি বচন আছে—মনু যে-কোনো ব্যক্তির জন্য যে-ধর্মের বিধান দিয়েছেন তা বেদে পূর্ণরূপে কথিত হয়েছে, কেন না মনু সর্বজ্ঞানময়।[৩] অর্থাৎ সমস্ত বেদই তাঁর অধিগত।

মনু বেদবহির্ভূত কোনো বিধান দেন নি। এই বচনটিতে একটি ঐতিহ্য স্থচিত হয়েছে সন্দেহ নাই। কাজেই অনুমান করা যায় বেদপন্থীদের ধর্মকর্মে মৎস্যব্যবহারও হত। নৈলে মনুসংহিতাতে এরূপ ব্যবস্থা থাকত না।[৪]

বৈদিক যাগে মুদ্রা— বিবিধ বৈদিক যাগে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হত। পুরোডাশ যব বা চালের এক রকমের রুটি।[৫] তান্ত্রিক পরিভাষায় পুরোডাশকে মুদ্রা বলা যায়।[৬]

বৈদিক যাগে যে মুদ্রা ব্যবহার করা হত, শুধু মুদ্রা নয়, মদ্য ও মাংসও ব্যবহৃত হত তার নিদর্শন পাওয়া যায় ঐকাহিক সোমযাগে। সোমরস যে মদ্য তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। প্রকৃত সোমযাগের আগের দিন হত অগ্নীষোমীয় পশুযাগ আর সোমযাগের দিন হত সবনীয় পশুযাগ। সবনীয় পশুযাগে মাংসাহুতির সঙ্গে পুরোডাশ আহুতি দিতে হত। পুরোডাশের সঙ্গে ধানা, করম্ভ, পরিবাপ এবং পয়স্যাও আহুতি দেওয়া হত।[৭] আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন—"ধানা অর্থ ঘিয়ে ভাজা যব, করম্ভ ঘৃতপক্ক যবের ছাতু, পরিবাপ ঘৃতপক্ক চাল ভাজা। দুধে দই মিশাইয়া পয়স্যা প্রস্তুত হয়। সোমরস, পশুমাংস এবং যবভাজা প্রভৃতির নাম শুনিয়া ভৈরবীচক্রের পঞ্চমকারের অন্তর্গত মদ্য, মাংস ও মুদ্রা আপনাদের মনে আসিবে।"[৮]

বৈদিক যজ্ঞাদিতে মৈথুন—কোনো কোনো বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল মৈথুন। যেমন মহাব্রত নামক যজ্ঞে এটির বিধান আছে।[৯]

---

১ দ্রঃ ঋ বে ১০।৬৮।৮ ; অ বে ১১।২।২৫ ; বা সং ২৪।২১ ইত্যাদি

২ পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ। রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্বশঃ।—মনু ৫।১৬

৩ য কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ। স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ।—ঐ ২।৭

৪ ঐ ব্রা ১।১।১, ২।৩।৫, ২।৩।৬ ; শ ব্রা ১।২।২ ৫ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৩৭

৬ বিচিত্রপ্রসঙ্গ, রামেন্দ্ররচনাবলী. ২য় খণ্ড, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ, ১৩৫৬, পৃঃ ২৭৮

৭ দ্রঃ ঐ ব্রা ২।৩।৬ ৮ যজ্ঞকথা, পৃঃ ৮২-৮৩

৯ তৈ সং ৭।৫।৯।৪ ; কাঠকসংহিতা ৩৪।৫—দ্রঃ R. Ph. V. U.. p. 476, n. 4

গোসব নামক যজ্ঞে শুধু মৈথুন নয় অগম্যাগমনেরও বিধান দেখা যায়।[১] কথিত আছে বিদেহরাজ জনক এই যজ্ঞ করতে রাজি হন নি। আর শৈব্যো রাজা গোসবযজ্ঞ করেন বটে তবে সিদ্ধান্ত করেন বৃদ্ধ বয়সেই এই যজ্ঞ করা উচিত।[২]

অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গীভূত একটি অনুষ্ঠান যজ্ঞকারী রাজার প্রধানা মহিষীর যজ্ঞে নিহত অশ্বের সঙ্গে সঙ্গত হওয়া।[৩]

সোমাযাগে যজমানপত্নীকে উদ্‌গাতার সঙ্গে মৈথুনের একটি অনুকরণ-অনুষ্ঠান করতে হত।[৪]

ছান্দোগ্য উপনিষদে মৈথুনকে বামদেব্য সামের উপাসনা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে[৫] পুরুষ স্ত্রীকে যে সঙ্কেত করে তা হিঙ্কার,[৬] স্ত্রীকে বস্ত্রাদি দিয়ে যে তুষ্টকরে তা প্রস্তাব, স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন উদ্‌গীথ, স্ত্রীর অভিমুখী শয়ন প্রতিহার, এমনিভাবে যে কালক্ষেপ তা নিধন এবং এই ক্রিয়ার সমাপ্তিও নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত।[৭]

আলোচ্য উপনিষদে মৈথুনকে হোমও বলা হয়েছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রসঙ্গে রাজা প্রবাহণ জৈবলি গৌতম ঋষিকে বললেন—গৌতম, যোষিৎই অগ্নি, তার উপস্থ সমিদ, তাকে যে আহ্বান করা হয় তাই ধুম, তার যোনি অগ্নিশিখা, ক্রিয়াসম্পাদন অঙ্গার আর তজ্জনিত সুখ বিস্ফুলিঙ্গ।[৮] এই অগ্নিতে অর্থাৎ স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবতারা রেত আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকে গর্ভোৎপত্তি হয়।[৯]

বৈদিক যুগে পুত্রার্থে স্ত্রীসঙ্গমকে একটি পবিত্র ধর্মকর্ম মনে করা হত।[১০] এটি একটি শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান। এইজন্য এই কর্মে বিভিন্ন মন্ত্রপাঠ[১১] করার বিধান আছে।

---

১ আপ শ্রৌ সূ ২২।১৩।১-৩; জৈ ব্রা ২।১১৩ ২ জৈ ব্রা ২।১১৩

৩ আপ শ্রৌ সূ ২০।১৮ ৪ তৈ সং ৬।৫।৮।৬; শ ব্রা ৪।৪।২।১৮

৫ উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্‌গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।—ছা উপ ২।১৩।১

৬ সামগানের বিভিন্ন ভাগ আছে। এই ভাগকে বলা হয় ভক্তি। সামের পাঁচটি ভক্তি থাকতে পারে। যথা হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার ও নিধন (দ্রঃ ছা উপ ২।২।১)। হিম্ শব্দ উচ্চারণ হিংকার, উদ্‌গাথার গেয় অংশ উদ্‌গীথ, প্রস্তোতার গেয় অংশ প্রস্তাব, প্রতিহর্তার গেয় অংশ প্রতিহার, তিনজনের এক সঙ্গে গেয় অংশ নিধন।—দ্রঃ উপনিষৎগ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৬।

৭ স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনে।

৮ যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃকরোতি তে অঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গা।—ছা উপ ৫।৮।১

৯ তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি।—ঐ ৫।৮।২ ১০ অ বে ৫।২৫।৩-৫

১১ (i) তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যাঃ বপন্তি।
যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্।—ঋ বে ১০।৮৫।৩৭

(ii) 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' এবং 'গর্ভং ধেহি সিনীবালি' এই দুটি মন্ত্রও ব্যবহৃত হত। পঞ্চতত্ত্বশোধন সম্পর্কে মন্ত্র দুটি উদ্ধৃত হয়েছে।

ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে পুরুষের রেত আদিত্য এবং স্ত্রীরজ অগ্নি।[১] কাজেই এ দুটি পদার্থ অপবিত্র বা ঘৃণ্য হতে পারে না, অতএব এখানে মৈথুনকে পরোক্ষভাবে পবিত্র কর্মই বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও শ্রুতিতে বহুস্থলে মৈথুনকে ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বা রূপক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

শতপথ-ব্রাহ্মণে নানা স্থলে মৈথুনের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। অগ্নিহোত্রকে বলা হয়েছে মৈথুনীকরণ বা মৈথুন।[৩]

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে বৈদিক যুগে বেদপন্থীরা ধর্মকর্মে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার ব্যবহার করতেন। আর ধর্মকর্মে ব্যবহার করতেন বলে এগুলি সম্পর্কে কঠোর সংযমের বিধান তারা মেনে চলতেন। আমরা লক্ষ্য করেছি তান্ত্রিক পঞ্চমকারসাধনায় অতি কঠোর সংযম বিহিত হয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধনায় বৈদিক ধারাই অনুসৃত হয়েছে। এ সাধনা তান্ত্রিকদের উদ্ভাবিত বলা যায় না বা বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর প্রথম প্রচলিত হয়েছে তাও বলা যায় না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উচ্চতর ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে স্বীকার করে নেওয়ার নিদর্শন বেদে যেমন আছে সনাতনধর্মী তন্ত্রেও তেমনি আছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা সেই একই মূল ধারার অনুসরণ করেছেন বলা যায়।

তবে সাধারণভাবে বলা চলে বৈদিক যাগযজ্ঞের চেয়ে তান্ত্রিক সাধনা অধিকতর গূঢ়। বৈদিক যাগযজ্ঞের বাহ্যানুষ্ঠান এবং উপনিষদের তত্ত্ব এই উভয়ই তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে। আমরা পঞ্চমকার সাধনার যে-আলোচনা করে এসেছি আশা করি তার থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শবসাধনা

বীরভাবের আরেকটি প্রখ্যাত সাধনা শবসাধনা।[৪] শবসাধনা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে, কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ

---

১ ঐ আ ২।৩।৭।৩

২ লা শ্রৌ সূ ৪।৩।১৭ ; ঐ আ ১।২।৪।১০, ১।৩।৪।১০-১৪ ; গো গৃ সূ ২।৫।৬-১০ ; শা গৃ সূ ১।১৯ ; পা গৃ সূ ১।১১ আপ শ্রৌ সূ ৫।২৫।১১ ; ছা উপ ২।১৩।১-২ ৩ শ ব্রা ১১।৬।২।১০

৪ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রঃ কৌ নি, উঃ ১৪ ; শ্যামারহস্য, পরিঃ ১৪ ; তারাভক্তিসুধার্ণব, তঃ ৯ ; পু চ, তঃ ৭ ; ইত্যাদি

সাহিত্যিকদের কল্যাণে শবসাধনা ব্যাপারটা বাঙ্গালী শিক্ষিত মহলেও এক রকম পরিচিত কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে এই কঠিন সাধনার যে-বিবরণ আছে তা সম্ভবতঃ বেশী লোকের জানা নেই।

স্থান ও কাল—শাস্ত্রমতে শবসাধনার প্রারম্ভেই সাধনার স্থান ও কাল নির্বাচন করা আবশ্যক। ভাবচূড়ামণিতে বিধান দেওয়া হয়েছে—শূন্যাগারে নির্জন নদীতীরে পর্বতে বিল্বমূলে শ্মশানে বা তার নিকটবর্তী বনে শবসাধনা করতে হবে। কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশী যদি মঙ্গলবারে পড়ে তা হলে সেই মঙ্গলবার রাত্রিতে শবসাধনা করলে উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়।[১]

অধিকারী—শবসাধনা সবাই করতে পারে না। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের অভিমত[২] পুরশ্চরণ-সম্পন্ন যে-বীর সাধক স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহে আসক্ত নন এবং ধনলোভ ও মোহ যার নেই তিনি এই বীরসিদ্ধিপ্রদ সাধনায় অধিকারী। অথবা পুরশ্চরণসম্পন্ন যে-বীর সাধক স্ত্রীপুত্রধনস্নেহলোভমোহবিবর্জিত তিনি এই সাধনায় অধিকারী।

সাধককে অত্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে এই সাধনায় ব্রতী হতে হয়। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি সাধনার উপযোগী পূজাদ্রব্য সংগ্রহ করবেন।[৩]

শবসাধনায় বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তন্ত্রে এ-সব দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কৌলাবলীনির্ণয় অনুসারে শবসাধনার জন্য প্রয়োজন—মৎস্যমাংসযুক্ত-অন্ন গুড় ছাগ পিষ্টক পায়সান্ন সুরা মাষকলাইমিশ্রিত-অন্ন তিল কুশ সর্ষপ দীপ উত্তমধূপ এলাচ লবঙ্গ কর্পূর জাতি খয়ের আদা তাম্বূল পট্টসূত্র মৃগচর্ম কম্বল চষক যজ্ঞকাষ্ঠ পঞ্চগব্য আর স্বকল্পোক্ত পূজাদ্রব্য।[৪] সাধক এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ে পূর্বোক্ত একটি সাধনস্থানে যাবেন।

ভোজনান্তে সাধনা—এখানে বীর সাধকের সাধনার একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা

---

১ শূন্যাগারে নদীতীরে পর্বতে নির্জনেঽপি বা। বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্।
—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ১৪

২ পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ। পুত্রদারাধনস্নেহলোভমোহবিবর্জিতঃ।
—ভূতডামরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৮

৩ মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্। প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ।—ঐ

৪ মৎস্যমাংসযুতং ভক্তং গুড়ং ছাগঞ্চ পিষ্টকম্। পায়সান্নং সুরাঞ্চৈব মাসভক্তবলিস্তথা।
তিলং কুশং সর্ষপঞ্চ দীপঞ্চৈব সুধূপকম্। এলালবঙ্গকর্পূরজাতিখদিরমাদ্রকম্।
তাম্বূলং পট্টসূত্রঞ্চ এলা[ণা ?]জিনঞ্চ কম্বলম্। চষকং যজ্ঞকাষ্ঠঞ্চ স্বপ্রাদেশপ্রমাণকম্।
পঞ্চগব্যং স্বকল্পোক্তং পূজাদ্রব্যং তথৈবচ।—কৌ নি, উঃ ১৪

আবশ্যক। বীরতন্ত্রে বলা হয়েছে বীর সাধক ভোজ্য বস্তু ভোজন করে অক্ষুব্ধ হয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন। দিব্য সাধকও তা করতে পারেন। কিন্তু পশু সাধকের পক্ষে ভোজন করে সাধনা করা নিষিদ্ধ।[১]

অতএব শবসাধনেচ্ছু সাধককে ভোজনাদি করেই সাধনার স্থানে যেতে হয়।

শবসাধনায় বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান—সাধনস্থানে উপস্থিত হবার পর সাধককে তন্ত্র-বিহিত[২] বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়। যথা যাগভূমিপ্রোক্ষণ, গুরু গণেশ বটুক যোগিনী মাতৃকা প্রভৃতির পূজা, সাধনস্থানে উপস্থিত দেবতা রাক্ষস পিশাচ সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব অপ্সরা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাবিধি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, শ্মশানাধিপতি ভৈরব কালভৈরব এবং মহাকালের কাছে বলিদান, অঘোরমন্ত্রে বা সুদর্শনমন্ত্রে[৩] রক্ষাবিধান, জয়দুর্গামন্ত্র[৪] উচ্চারণ করে দশ দিকে সর্ষপবিকীরণ, 'তিলোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে দশ দিকে তিল-বিকীরণ ইত্যাদি।

প্রশস্ত শব— এর পর সাধক যথাবিহিত শব পূজাস্থানে নিয়ে আসবেন। তন্ত্রশাস্ত্রমতে নিম্নলিখিত শব সাধনায় বিহিত— যষ্টিবিদ্ধ শূলবিদ্ধ খড়্গবিদ্ধ জলমগ্ন হয়ে মৃত রজ্জুবদ্ধ সর্পদষ্ট চণ্ডালের দ্বারা অভিভূত এবং সম্মুখসমরবিশারদ পলায়নপরাঙ্মুখ যুদ্ধে নিহত তরুণ সুন্দর বীরের উজ্জ্বল শব।[৫]

বর্জনীয় শব—শবসাধনায় কতকগুলি শব যেমন শাস্ত্রমতে প্রশস্ত তেমনি কতকগুলি শব নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে বীরতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে— স্বেচ্ছামৃত দুবছর বয়সের মৃত শিশু বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দ্বিজ অন্নাভাবে মৃত কুষ্ঠরোগে মৃত সাত রাতের আগে মৃত এই আট প্রকারের শব বর্জন করে পূর্বোক্ত যে-কোনো একটি বিহিত শব মূলমন্ত্র পড়ে পূজাস্থানে নিয়ে আসতে হবে।[৬]

অন্যান্য অনুষ্ঠান—এবার সাধক 'ওঁ ফট্' এই মন্ত্রে শব প্রোক্ষণ করবেন এবং 'ওঁ হুঁ

---

১ অক্ষুব্ধো ভুক্তভোজ্যশ্চ যদি স্যাদ্ বীরসাধকঃ। দিব্যো বা ন পশুস্তত্র ভুক্ত্বা সাধনমাচরেৎ।
—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৩

২ দ্রঃ শ্যামারহস্য পঃ ১৪; পু চ, তঃ ৭; কৌ নি, উঃ ১৪

৩ দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৮-৬১৯ ৪ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।—ঐ

৫ যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতম্। রজ্জুবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালৈর্বাঽভিভূতকম্।
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্। পলায়নবিশূন্যং চ সম্মুখে রণবিত্তমম্।
—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৯

৬ স্বেচ্ছামৃতং দ্বিবর্ষং চ বৃদ্ধাং স্ত্রীং চ দ্বিজং তথা। অন্নাভাবমৃতং কুষ্ঠং সপ্তরাত্রোর্ধ্বগং তথা।
এবং চাষ্টবিধং ত্যক্ত্বা পূর্বোক্তান্যতমং শবম্। গৃহীত্বা মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানে সমানয়েৎ।—ঐ

মৃতকায় নমঃ' এই মন্ত্র পড়ে শবের উপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। তারপর শব স্পর্শ করে[১] নিম্নোক্ত মন্ত্রে শবকে প্রণাম করবেন—পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্যঙ্কসংস্থিত হে বীর, বীর সাধক আমি তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছি, চণ্ডিকার্চনে তুমি উত্তিষ্ঠ হও।[২]

এর পর সাধক শবকে যথাশাস্ত্র সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে তাকে ধূপের দ্বারা ধূপিত করবেন এবং চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলিপ্ত করবেন। তার পর তাকে জপস্থানে এনে কুশশয্যার উপরে পূর্বশির করে স্থাপন করবেন। এবার তার মুখে এলাচ লবঙ্গ কর্পূর জাতি খদির ও আদ্রক সহ তাম্বুল দিয়ে শবকে অধোমুখ করবেন এবং তার পীঠে চন্দন মাখিয়ে দেবেন।[৩]

সাধক শবের বাহুমূল থেকে কটি পর্যন্ত চতুরস্র ভাবনা করবেন, তার মধ্যে চতুর্দ্বার অষ্টদল পদ্ম ভাবনা করবেন। তার উপর কম্বলাবৃত মৃগচর্ম স্থাপন করবেন। এবার বার আঙ্গুল মাপের যজ্ঞকাষ্ঠ চারদিকে স্থাপন করে সমস্ত লোকপালদের শবাধিস্থানদেবতাদের, চতুঃষষ্ঠি যোগিনীদের ও ডাকিনীদের সামিষ বলি প্রদান করবেন।

উত্তরসাধক— এর পর সাধক পূজাদ্রব্য সব কাছে রাখবেন এবং কিছু দূরে উত্তরসাধকে বসাবেন।[৪] কৌলাবলীনির্ণয়ের মতে সাধনস্থানের দ্বারদেশে বীর সাধক উত্তরসাধককে বসাবেন। উত্তরসাধক সাধকের সমানগুণসম্পন্ন মন্ত্রবিদ্ জিতেন্দ্রিয় অভিষেকবিধিজ্ঞ বা দৈব- ও বীর-ভাবের সাধনবিদ্ তান্ত্রিক হবেন।[৫]

শবোপরি আসনগ্রহণাদি— এবার সাধক যথাশাস্ত্র আসনের পূজা করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অশ্বারোহণক্রমে শবের উপরে উপবেশন করবেন এবং নিজের পায়ের তলায় কুশ স্থাপন করবেন। তার পর শবের চুলে শক্ত করে ঝুঁটি বাঁধবেন, গুরু ও দেবীকে প্রণাম করে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করবেন এবং বীরার্দন মন্ত্র পড়ে দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করবেন।

---

১ প্রণবাদ্যস্ত্রমন্ত্রেণ শবস্য প্রোক্ষণং চরেৎ। প্রণবং কূর্চবীজং চ মৃতকায় নমোঽস্তু ফট্।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণমেৎ স্পর্শপূর্বকম্।—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬১৯

২ হে বীর পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বরঃ। আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্যঙ্কসংস্থিতঃ।
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে।—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ১৪

৩ দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২০ ৪ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬২১

৫ দ্বারদেশে ততো বীরঃ কুর্যাদুত্তরসাধকম্। সমানগুণসম্পন্নং মান্ত্রিকং বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
অভিষেকবিধিজ্ঞং বা দৈববীরবিশারদম্।—কৌ নি, উঃ ১৪

তন্ত্রান্তরের বিধান—সাধক শবের ঝুঁটিতে পীঠপূজাদি করে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করবেন এবং শবের মুখে তিনবার কারণ অর্থাৎ মদ্য প্রদান করে দেবীকে তৃপ্ত করবেন।[১]

শবে দেবতার আবেশ—তখন শব আর সাধারণ শব নয়। তার মধ্যে দেবতার আবেশ হয়েছে। সেইজন্যই শবমুখে দেবীকে তৃপ্ত করার বিধান। নীলতন্ত্রে আছে শবমুখে যথাবিধি দেবতার আপ্যায়ন করতে হবে।[২]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় শব পাঞ্চভৌতিক সত্তার শুদ্ধরূপ। সে নিষ্পাপ বাসনা-কামনাহীন। এইজন্যই নির্গুণব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যাকে শবদেহে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। শবদেহকে আশ্রয় করে নির্গুণা সগুণা হন।[৩]

যে কথা হচ্ছিল। শবমুখে দেবীকে কারণ প্রদান করে সাধক উঠে দাঁড়াবেন এবং শবের সম্মুখে গিয়ে এই মন্ত্র পাঠ করবেন—হে দেবেশ, অমুক ব্যক্তি আমি (এখানে সাধকের নাম বলতে হয়), আমার বশ হও। সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল হে মহাভাগ, আমায় সিদ্ধি দাও।[৪]

তার পর মূল মন্ত্র পড়ে পট্টসূত্র দিয়ে শবের পা দুখানি খুব শক্ত করে বাঁধবেন এবং নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়ে শবের পায়ের তলায় ত্রিকোণচক্র আঁকবেন— হে ভীম, ভীরুদের ভয়নাশক ভব্যলোচন ভাবুক শবাধিপতির অধিপতি দেবদেবেশ আমায় ত্রাণ কর।[৫]

এ রকম করলে শব নিশ্চল হয়ে থাকবে, আর উঠে বসতে পারবে না।[৬] লক্ষণীয় শব সাধনার সময় শব উঠে বসতে পারে এবং সাধককে আসনচ্যুত করে দিতে পারে বলেই পূর্বোক্ত সতর্কতার বিধি।

শবের নড়ে ওঠা—এবার সাধক আবার শবের উপর আসন গ্রহণ করবেন এবং শবের দুই হাত দুই পাশে রেখে হাতের উপর কুশ বিছিয়ে দেবেন এবং তার উপর নিজের দুই পা রাখবেন। তার পর ওষ্ঠ মুক্ত করে স্থিরচিত্ত স্থিরেন্দ্রিয় হয়ে হৃদয়ে দেবীর ধ্যান করে মৌনভাবে যথাবিধি জপ করবেন। জপ করতে করতে সাধক একসময় অনুভব করবেন শব নড়ছে। কিন্তু শবাসন নড়লেও সাধক ভয় পাবেন না। তবে যদি তাঁর মনে ভয় জন্মে

---

১ দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ১৪

২ ততঃ শবাস্যে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়নং চরেৎ। —নীলতন্ত্র, পঃ ১১

৩ S. P., 2nd Ed., p. 207, f. n. 1

৪ ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মমামুকং পদং ততঃ।
সিদ্ধিং দেহি মহাভাগ ভূতাশ্রয়পদাম্বরঃ।—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২১

৫ ওঁ ভীম ভীরুভয়াভাব ভব্যলোচন ভাবুক। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।—কৌ নি উঃ ১৪

৬ তদোত্থাতুং ন শক্নোতি শবোঽপি নিশ্চলো ভবেৎ।—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২১

তা হলে তিনি বলবেন—দেবেশি! তুমি কুঞ্জরাদি যা বলি চাও, দিনান্তরে তা তোমাকে দেব। তোমার নাম কি বল। সংস্কৃত ভাষায় এই কথা বলে সাধক নির্ভয়ে জপ করতে থাকবেন। তার পর যদি শব মধুর ভাষায় সাধকের কথার উত্তর দেন তাহলে সাধক তাঁকে দিয়ে সত্য করিয়ে নিয়ে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করবেন। কিন্তু তিনি যদি সত্য না করেন এবং অভীষ্ট বর না দেন তা হলে ধীমান্ সাধক আবার একাগ্রমনে জপ করতে থাকবেন।[১]

সাধকের পরীক্ষা—এই সময়ে সাধককে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। নানা বিভীষিকা নানা প্রলোভন তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে আসে। এইজন্য এই সময়ে সাধককে খুব সতর্ক থাকতে হয়। শাস্ত্র সাধককে সতর্ক করছেন এই বলে যে নানা অদ্ভুত দৃশ্য সামনে আসবে, সাধক সে-সবের দিকে তাকাবেন না, কতজন কত কথা বলতে চাইবে সাধক কিন্তু কোনো কথা বলবেন না। সাধকের কাছে কত কিছু আসবে তিনি সে-সব স্পর্শও করবেন না। যতক্ষণ না দেবতা প্রত্যক্ষ হন ততক্ষণ তিনি একচিত্তে জপ করবেন।[২]

দেবতা মানুষের রূপ ধরে এসে সাধককে ভোলাতে চান। এইজন্য যিনি সামনে এলেন তিনি মানুষ না দেবতা এটি সাধককে খুব সতর্কভাবে জানতে হয়।[৩]

এই সমস্তই সাধকের পরীক্ষা। সিদ্ধিলাভ সহজ ব্যাপার নয়। নানা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে সিদ্ধি মিলে।

দেবী অনেক সময় সাধকের পরমাত্মীয়ের রূপ ধরে এসে তাঁকে পরীক্ষা করেন। মায়ার দ্বারা নিজ স্বরূপ আচ্ছাদিত করে সাধকের মা মাসী বা মামীর রূপ ধরে এসে সাধনার বিঘ্ন ঘটাতে চান। বলেন—বাছা, উঠে এস, তোমার কাজের কথা সবাই জেনে ফেলেছে। ভোর হয়ে গেছে, বাড়ীতে তোমার বাবা কান্নাকাটি করছেন। লোকেরা প্রায়ই ঈর্ষাপরায়ণ আর রাজাও দণ্ড দিতে উদ্যত। কেউ যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে তা হলে তোমার অনিষ্ট হবে। এমনি কত কথা বলে সাধকের জপ বন্ধ করাতে চান। কিন্তু সাধকের কিছুতেই জপ ত্যাগ করা উচিত নয়।[৪]

---

১ চলাসনাদ্ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ। যৎ প্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে। ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্তু পুনর্জপেৎ।
পুনশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং মধুরং ততঃ। ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরং তু প্রার্থয়েত্ততঃ।
যদি সত্যং ন করোতি বরং তু ন প্রযচ্ছতি। তদা পুনর্জপেদ্ ধীমানেকাগ্রমানসং যথা।—কৌ নি, উঃ ১৪

২ ন পশ্যেদদ্ভুতে জাতে নাভাষেত চ ন স্পৃশেৎ। একচিত্তো জপং কুর্যাদ্ যাবৎ প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ।
—যক্ষডামরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৬২২

৩ যত্নতস্তেন বোদ্ধব্যং নরো বা দেবযোনয়ঃ।—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৪ মাতা মাতৃস্বসা বাপি মাতুলানী তথৈব চ। আগত্য বিঘ্নং কুরুতে মায়য়াচ্ছাদ্য বিগ্রহম্।
উত্তিষ্ঠ বৎস তে কার্যং সর্বং জ্ঞাতং ন সংশয়ঃ। প্রভাতসময়ো জাতস্ত্বৎপিতা ক্রোশতে গৃহে।

দেবীর দর্শনদান—আরও সব কঠিন কঠিন পরীক্ষা সাধকের সামনে আসে। তিনি যদি সে-সব পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে পারেন, যদি কিছুতেই ক্ষুব্ধ না হয়ে বিচলিত না হয়ে একাগ্রচিত্তে জপ করতে থাকেন, তা হলেই তিনি অভীষ্ট লাভ করতে পারেন। এবার দেবী ব্রাহ্মণীরূপে এবং ভৈরব ব্রাহ্মণরূপে এসে সংস্কৃত ভাষায় তিনবার বলেন 'বরং গৃহ্ণ বরং গৃহ্ণ বরং গৃহ্ণ'—বর নাও, বর নাও, বর নাও। সাধক তখন দেবীকে সত্যবদ্ধ করে বর প্রার্থনা করেন।[১]

অপরাপর কৃত্য—এর পর সাধক যথাবিধি জপাদি সমাপ্ত করবেন। বাঞ্ছিত ফললাভ হয়েছে জেনে শবের ঝুঁটি খুলে দেবেন। তার পর শব প্রক্ষালন করবেন, তাঁর পায়ের বাঁধন খুলে দেবেন, পায়ের তলায় আঁকা চক্র মুছে ফেলবেন, পূজাদ্রব্য জলে বিসর্জন দেবেন, শবকে জলে অথবা গর্তে বিসর্জন দেবেন। তার পরে স্নান করে বাড়ী ফিরবেন।[২]

পূর্বরাত্রে কুঞ্জরাদি যে-সব বলি দেবেন বলেছিলেন যবের খুদ বা শালি ধানের চালের খুদ দিয়ে তৈরি করে সে-সব বলি দেবেন। অর্থাৎ খুদের গুড়ো দিয়ে পিঠের মতো কুঞ্জরাদি তৈরি করে তাই বলি দেবেন।[৩]

পরের দিন নিত্য কর্ম সমাধা করে পঞ্চগব্য খাবেন। আর পঁচিশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন। ব্রাহ্মণভোজন না করালে সাধক নির্ধনতাপ্রাপ্ত হবেন। এইভাবে নির্ধনতাপ্রাপ্ত হলে দেবতা কুপিত হবেন।[৪]

সাধক তিনি রাত্রি ছয় রাত্রি বা নয় রাত্রি শব-সাধনার কথা গোপন রাখবেন।

শবসাধনার পর পনর দিন পর্যন্ত সাধকের দেহে দেবতা অবস্থান করেন।[৫] কাজেই এই সময়টা সাধককে শুদ্ধসংযতভাবে থাকতে হয়। এই সময়ে তাঁর পক্ষে স্ত্রীসহবাস, গান শোনা, নাচ দেখা, দিনের বেলা কথা বলা নিষিদ্ধ। তন্ত্রান্তরে আছে স্ত্রীসহবাস করলে সাধকের রোগ হবে, গান শুনলে সাধক বধির হবেন, নাচ দেখলে অন্ধ হবেন, দিনের বেলা কথা বললে মূক হয়ে যাবেন।[৬]

তন্ত্রের নির্দেশ সাধক গো ব্রাহ্মণ ও দেবতার নিন্দা কোথাও করবেন না। শুচিশুদ্ধ হয়ে

প্রায়ো বিমৎসরা লোকা রাজানো দণ্ডধারিণঃ। কদাচিৎ কেন বা দুষ্টস্তদানিষ্টো ভবিষ্যতি।
ইত্যাদি বিবিধৈর্বাক্যৈর্ন চ জাপং পরিত্যজেৎ।—কৌ নি, উঃ ১৪

১ দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, ৬২৩ ২ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬২৪

৩ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬২৪-৬২৫ ৪ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৬২৫

৫ পঞ্চদশদিনান্তা হি দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ।—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ ঐ

৬ শয্যায়াং যদি গচ্ছেদ্ বা তদা ব্যাধিঃ প্রজায়তে। গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ।
যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদা স মূকতাং ব্রজেৎ।—ঐ

গোব্রাহ্মণদের স্পর্শ করবেন। প্রাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে বেলপাতার রস পান করবেন।[১]

তার পর ষোল দিনের দিন তীর্থাদিতে স্নান করে যথাশাস্ত্র দেবতাদির তর্পণ করবেন।[২]

নিশ্চিত সিদ্ধি—শাস্ত্রবিহিত শবসাধনা এইভাবে সমাপ্ত হয়। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—এরূপ বিধানে সাধনা করলে সাধক নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করবেন। ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ভোগ্য ভোগ করে দেহান্তে হরির স্থান লাভ করবেন। এ সাধনা সাঙ্গ হক কি না হক, সফল কি নিষ্ফল হক, যিনি এ সাধনা করেন তিনি মহাশক্তির প্রিয়তর হন।[৩]

এই বচনের হরির স্থান উপলক্ষণ। সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার স্থানে প্রয়ান করেন বা পরম পদ লাভ করেন এইটি শাস্ত্রোক্তির মর্ম।

---

১ দ্রঃ পু চ, অঃ ৭, পৃঃ ৬২৫ ২ দ্রঃ ঐ

৩ ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ। ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্।
অসাঙ্গং সাঙ্গমেব বা নিষ্ফলং সফলঞ্চ বা। কৃত্বা সাধনমেবৈতৎ শক্তেঃ প্রিয়তরো ভবেৎ।—কৌ নি, উঃ ১৪

চতুর্দশ অধ্যায়

দীক্ষা

শ্রৌত দীক্ষা—শ্রৌত গ্রন্থে দীক্ষার কথা আছে। কিন্তু সে- দীক্ষা আর তান্ত্রিক দীক্ষা এক নয়। শ্রৌত দীক্ষা সোমযাগের পূর্বে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানবিশেষ। যজমান ক্ষৌরকর্ম করে স্নান করেন, নূতন বস্ত্রাদি পরেন, গন্ধানুলেপন করেন, মৌঞ্জীধারণ করেন এবং কৃষ্ণসারচর্মের উপর আসন গ্রহণ করেন। এইভাবে দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[১]

তান্ত্রিক দীক্ষার অনুরূপ বৈদিক সংস্কার উপনয়ন। উপনয়ন সংস্কারে যাদের অধিকার আছে তাদের সকলের পক্ষেই একই উপনয়ন বিহিত কিন্তু তান্ত্রিক দীক্ষা ব্যক্তি অনুসারে ভিন্ন হতে পারে।

সর্বাগ্রে দীক্ষা— তন্ত্রমতে দীক্ষা মুক্তিসৌধের প্রথম সোপান।[২] মুক্তিকামনায় সাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে সকলের আগে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন সাধনোপায় বিহিত তা গুরুই দীক্ষা দেওয়ার সময় স্থির করে দেন। দীক্ষা না হলে শুধু যে পথ স্থির হয় না তা নয়, তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারই হয় না।

আবশ্যকতা—গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—উপনয়ন না হলে দ্বিজদের যেমন বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিজকর্মে অধিকার হয় না তেমনি অদীক্ষিতদের মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনায় অধিকার হয় না। অতএব শিবোক্ত মতে অর্থাৎ তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।[৩]

তন্ত্রের অভিমত অদীক্ষিত ব্যক্তিরা জপ পূজাদি ক্রিয়া করলে তা শিলায় উপ্ত বীজের মতো ব্যর্থ হয়। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধিও লাভ হয় না, সদ্‌গতিও লাভ হয় না সেইজন্য সাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বপ্রযত্নে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে।[৪]

এই ধরণের তন্ত্রবচন অনেক পাওয়া যায়। যেমন নবরত্নেশ্বরের মতে অদীক্ষিত ব্যক্তির

---

১ R. Ph. V. U., p. 300

২ মুক্তিসৌধস্য সোপানঃ প্রথমং দীক্ষণং ভবেৎ।—পরমানন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সূ ১।১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

৩ দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্মসু।
তথা হ্যদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্।—গৌ ত, অঃ ৫

৪ অদীক্ষিতা যে কুর্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ।
দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্‌গতিঃ। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।
—রু যা, উ ত, পৃঃ ৩

তপস্যা নিয়ম ব্রত তীর্থযাত্রা শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধন প্রভৃতি কিছুতেই কোনো কাজ হয় না।[১]

মৎস্যসূক্তের মতে অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্নজলও গ্রহণযোগ্য নয়।[২] আমাদের দেশে এখনও অনেক প্রাচীনপন্থী ধার্মিক ব্যক্তি আছেন যাঁরা অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্নজল গ্রহণ করেন না।

শাস্ত্রের অভিমত অদীক্ষিত ব্যক্তির ইহলোকে পরলোকে কোনো রক্ষাকর্তা নাই।[৩] মৃত্যুর পর সে রৌরব-নরকে যাবে।[৪]

কাজেই তন্ত্রের বিধান পারমার্থিক-উন্নতিকামী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যাদি যে-কোনো আশ্রমেই থাকুন না কেন তাঁকে দীক্ষা অবশ্যই নিতে হবে। কেন না জপ তপ প্রভৃতি সব সাধনাই দা

মাহাত্ম্য—তন্ত্রশাস্ত্রে উচ্চকণ্ঠে দীক্ষার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। সকল প্রকার দীক্ষার ফলেই মুক্তি এবং তার অবিরোধিভাবে প্রাসঙ্গিক ভুক্তিও লাভ হয়।[৬]

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে রসেন্দ্রের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে লৌহ যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি দীক্ষাবিদ্ধ জীবাত্মা শিবত্ব লাভ করে। দীক্ষাগ্নিতে তার কর্ম দগ্ধ হয়ে যায়; সে কর্মবন্ধনমুক্ত হয় এবং দেহান্তে শিব হয়ে যায়।[৭]

জীব পাশমুক্ত হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে তবেই শিব হতে পারে, মোক্ষ লাভ করতে

---

১ নাদীক্ষিতস্য কার্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শরীরযন্ত্রণৈঃ।
—দ্রঃ বৃ হ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮

২ অদীক্ষিতানাং মর্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্।
—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ ঐ

৩ অনীশ্বরস্য মর্ত্যস্য নাস্তি ত্রাতা যথা ভুবি। তথা দীক্ষাবিহীনস্য নেহ স্বামী পরত্র চ।
—দত্তাত্রেয়যামলবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৮০

৪ অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—রু যা, উ ত, পঃ ৩

৫ দীক্ষামূলং জপং সর্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ। দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮

৬ সর্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতম্। অবিরোধাত্তবস্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ।
—নবরত্নেশ্বরবচন, দ্রঃ ঐ

৭ রসেন্দ্রেণ যথা বিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ। দীক্ষাবিদ্ধস্তথৈবাত্মা শিবত্বং লভতে প্রিয়ে।
দীক্ষাগ্নিদগ্ধকর্মাসৌ যাবদ্বিচ্ছিন্নবন্ধনঃ। গতস্তস্য কর্মবন্ধো নির্জীবশ্চ শিবো ভবেৎ।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৬

পারে। দীক্ষার দ্বারা এই উভয় কর্মই হয়। বিশ্বসারতন্ত্রে দীক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এই বলে—যা দিব্য জ্ঞান দান করে এবং পাপের ক্ষয় করে তাকেই দীক্ষা বলা হয়।[১]

পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—যা শিবসাযুজ্য দান করে এবং পাশবন্ধন ক্ষয় করে তাকে দীক্ষা বলা হয়।[২]

এ সম্বন্ধে অন্যান্য তন্ত্রেরও[৩] মোটের উপর একই অভিমত।

দীক্ষার দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়। তবে কারো কারো মতে দীক্ষার দ্বারা শুধু পৌরুষ অজ্ঞান[৪] নাশ হয়, বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ হয় না। বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ হয় শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা। কাজেই দীক্ষার পরে আগমসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে পরে মোক্ষলাভ হয়। তবে দীক্ষার পর যদি শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না হয় তা হলেও দেহান্তে মুক্তি হবে। বৌদ্ধ অজ্ঞান দূর না হলে দেহান্তেই বা কি করে মুক্তি হবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—দীক্ষিত ব্যক্তিরা দেহান্তে পরাৎপর লোক প্রাপ্ত হয়ে সদাশিবের দ্বারা প্রবুদ্ধ হন।[৫] আর প্রবুদ্ধ হলেই মুক্তি লাভ করেন। কেন না জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়।

দেখা যাচ্ছে এই মত অনুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির দেহান্তে মুক্তি অবধারিত। তবে দীক্ষা সম্পর্কে কুলার্ণবতন্ত্রে একটি সারগর্ভ কথা বলা হয়েছে—যে-দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া মাত্র অন্তরে প্রত্যয়সমূহ জাত হয় সেই-দীক্ষাই মোক্ষদা, অন্য সব জনসেবিকা।[৬] এই শাস্ত্রবাক্যের সহজ অর্থ সদ্‌গুরুর কাছে যথার্থ দীক্ষা লাভ করতে পারলে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্তরে গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে প্রত্যয় জন্মে এবং তখন তিনি যথাবিধি সাধনা করে মোক্ষলাভ করতে পারেন।

---

১ দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা সর্বতন্ত্রস্য সম্মতা।
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, পৃঃ ১১৬

২ দীয়তে শিবসাযুজ্যং দীর্যতে পাশবন্ধনম্। অতো দীক্ষা কথিতা……।—দ্রঃ প ক সূ ১।৩১-এর বৃত্তি

৩ যথা—(i) দিব্যভাবপ্রদানাচ্চ ক্ষালনাৎ কল্মষস্য চ। দীক্ষেতি কথিতা সদ্ভির্ভববন্ধনবিমোচনাৎ।
—কু ত, উঃ ১৭

(ii) জ্ঞানং দিব্যং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ। অতো দীক্ষেতি সা প্রোক্তা গুরুশিষ্যৌ বদামি তে।
—গ ত ২৬।৩

(iii) দদ্যাচ্চ দিব্যভাবং ক্ষিণুয়াদ্দুরিতান্যতো ভবেদ্দীক্ষা।—প্র সা ত ৫।৩

৪ পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান সম্বন্ধে কাশ্মীর শৈবমতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫ তত্র দীক্ষয়া পৌরুষাজ্ঞাননাশেঽপি বৌদ্ধমলস্য শাস্ত্রজ্ঞানেনৈব নাশ্যত্বাৎ দীক্ষাঽনন্তরমাগমসিদ্ধান্তজ্ঞান-সম্পাদনে তদৈব মোক্ষঃ। যদি শাস্ত্রজ্ঞানং ন সম্পাদিতং, কেবলদীক্ষৈব জাতা, তস্য দেহান্তে মুক্তিরিতি। ন বৌদ্ধমলসত্ত্বে দেহান্তে কথং মুক্তিরিতি শঙ্কনীয়ম্, ত্রিপুরারহস্যে—

দীক্ষাবন্তস্তু দেহান্তে প্রাপ্য লোকং পরাৎপরম্।
সদাশিবেন তে সম্যক্ প্রবুদ্ধাঃ শিবরূপিণা।—প ক সূ ১।৩-এর বৃত্তি

৬ যয়া দীক্ষিতমাত্রেণ জায়ন্তে প্রত্যয়াঃ প্রিয়ে। সা দীক্ষা মোক্ষদা জ্ঞেয়া শেষাস্তু জনসেবিকা।—কু ত, উঃ ১৪

সম্প্রদায় ও বিশ্বাস—সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যয় বা বিশ্বাসের গুরুত্ব খুব বেশী। পরশুরামকল্পসূত্রের মতে সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।[১] এই সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন—গুরু-পরম্পরায় আগত আচারানুসরণের নাম সম্প্রদায় আর মন্ত্রের ফলসাধনত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ের নাম বিশ্বাস। সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রসাধনা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।[২]

সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসই প্রধান সম্বল। যার বিশ্বাস নেই তার পক্ষে কোনো সাধনাই সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস ছাড়া এক পাও এগোনো যায় না। তান্ত্রিক সাধনায় ত গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে নির্বিচার বিশ্বাস আবশ্যক। কেন না এ সাধনায় এমন বহুবিষয় আছে যা তর্কের দ্বারা, বিচার বিমর্শের দ্বারা বোঝান যায় না, প্রমাণও করা যায় না। তাই ভট্টপাদ নির্দেশ দিয়েছেন—শাস্ত্রৈকগম্য বিষয়সমূহ তর্কের দ্বারা দূষিত করতে নেই।[৩]

দীক্ষার পরীক্ষা—যা হক কুলার্ণবতন্ত্রে দীক্ষার যে-লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে তাকে দীক্ষার এক রকম কষ্টিপাথর বলা যেতে পারে। দীক্ষার পরও যদি অন্তরে প্রত্যয় না জন্মে তা হলে বুঝতে হবে যথার্থ দীক্ষা হয় নি, যা হয়েছে তা লোকের মন ভুলান একটা ব্যাপারমাত্র।

দীক্ষার দ্বারা প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরু স্বীয় চৈতন্য শিষ্যে সঞ্চারিত করে শিষ্যের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করেন।[৪] অন্যভাবে বলা যায় গুরু স্বীয় শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করে দেন। তাতে শিষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি উদবুদ্ধ হয় এবং তারই ফলে শিষ্যের অন্তরে প্রত্যয় সমূহ জাত হয়।

দীক্ষার প্রকার ভেদ—শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষার কথা আছে। দীক্ষার দুটি প্রধান ভেদ বৈদিক আর তান্ত্রিক।[৫]

দ্বিজবর্ণের গায়ত্রীদীক্ষাই একমাত্র বৈদিক দীক্ষা। দ্বিজেরা প্রথমে গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করে পরে ইষ্টমন্ত্রে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৬] দ্বিজ ভিন্ন অন্যদের পক্ষে একমাত্র তান্ত্রিক দীক্ষাই বিহিত।

---

১ সম্প্রদায়বিশ্বাসাভ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ।—প ক সূ ১।৯

২ সম্প্রদায়ঃ গুরুপরম্পরাচারানুসরণম্। বিশ্বাসো মন্ত্রেষু ফলসাধনত্ববিষয়কো নিশ্চয়ঃ।
আভ্যাং সহিতমন্ত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ ভবতীতি শেষঃ।—প ক সূ ১।৯-এর বৃত্তি

৩ শাস্ত্রৈকগম্যা যে হ্যর্থা ন তাংস্তর্কেণ দূষয়েৎ।—দ্রঃ ঐ, ১।১০-এর বৃত্তি

৪ বিলোকয়ন্ দিব্যদৃষ্ট্যা তং শিশুং দেশিকোত্তমঃ। আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং পুনঃ শিষ্যে নিযোজয়েৎ।
—শা তি ৫।৯৬

৫ যাত্রাবলি বিধানঞ্চ সর্ববার্ষিকপর্বসু। বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্।—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩৭

৬ গায়ত্রী প্রথমা দীক্ষা আত্মজ্ঞানপ্রদীপিকা। অতো হি প্রথমা পুজা গায়ত্র্যাঃ পরিকীর্তিতা।
দীক্ষানুসারেণ ততো হ্যন্যঞ্চ সমুপাসতে। ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে চৈতত্তত্ত্বং প্রশস্যতে।
—আগমসন্দর্ভবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৮১

তবে বৈদিক গায়ত্রীর মতো তান্ত্রিক গায়ত্রীও আছে। আর যেটি খাঁটি বৈদিক গায়ত্রী তন্ত্রমতেও সেটি স্বীকৃত। তান্ত্রিকরা তাকে বলেন তান্ত্রিক গায়ত্রী। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে— ব্রহ্মরূপিণী এই সাবিত্রী যেমন বৈদিকী তেমনি তান্ত্রিকী, বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয় কর্মেই প্রশস্ত।[১]

তান্ত্রিক দীক্ষা বিবিধ। বিশ্বসারতন্ত্রে চতুর্বিধ দীক্ষার কথা বলা হয়েছে। যথা—ক্রিয়াবতী কলাবতী বর্ণময়ী এবং বেধময়ী।[২]

ক্রিয়াবতী দীক্ষা—ক্রিয়াবতী দীক্ষা অনুষ্ঠানবহুল। গুরুকর্তৃক শিষ্য দেহে অবস্থিত ষড়ধ্বার শোধন, শিষ্যে আত্মচৈতন্য নিয়োজন, শিষ্যের অভিষেক ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই দীক্ষার অঙ্গ।[৩] সাধারণতঃ গুরু শিষ্যকে এই ক্রিয়াবতী দীক্ষাই দিয়ে থাকেন।[৪]

কলাবতী দীক্ষা—কলাবতী দীক্ষারও বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে।[৫] এই দীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরু শিষ্যদেহের পদতল থেকে আরম্ভ করে মস্তকশীর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি এবং শান্ত্যতীতা এই পঞ্চকলার অবস্থান শাস্ত্রনির্দিষ্টরূপে ধ্যান করেন এবং সংহারক্রমে শিবাবধি তাদের সংযোজন করে শিষ্যকে দীক্ষা দেন।[৬]

বর্ণময়ী দীক্ষা—বর্ণময়ী দীক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে এই দীক্ষায় গুরু শিষ্যদেহে শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থানে বর্ণসমূহ ন্যাস করেন এবং প্রতিলোমক্রমে সেই-সব বর্ণকে ও সেই সঙ্গে শিষ্যচৈতন্যকে পরমাত্মায় লীন করেন আবার পরমাত্মা থেকে বর্ণসমূহকে ও শিষ্যচৈতন্যকে উত্থিত করে শিষ্যদেহে অনুলোমক্রমে বা সৃষ্টিক্রমে ন্যস্ত করেন। এইভাবে শিষ্য পরমানন্দময় দেবভাব প্রাপ্ত হন।[৭]

বেধময়ী দীক্ষা—বেধময়ী দীক্ষাকে মনোদীক্ষা বা মানস দীক্ষাও বলা হয়। কুলার্ণব-তন্ত্রে[৮] এই দীক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কূর্ম যেমন নিজের ছানাগুলিকে শুধু ধ্যানের দ্বারা পোষণ করে বেধদীক্ষা উপদেশও তেমনি মানস ব্যাপার অর্থাৎ এই দীক্ষায় গুরু ধ্যানের দ্বারাই শিষ্যকে দীক্ষিত বা প্রবুদ্ধ করেন।

---

১ ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী। তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্মণি।—মহা ত ৮।৮৫

২ চতুর্বিধা তু সা দীক্ষা ব্রহ্মণা ভাবিতা পুরা। ক্রিয়াবতী বলাবতী বর্ণবেধময়ী পুনঃ।

—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৮

৩ দ্রঃ ঐ, পরিঃ ৫, পৃ ঃ ১৪০-১৪২

৪ দ্রঃ Spirit and Culture of the Tantras, C. Her. I., Vol. IV, p. 245

৫ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৫৫ ৬ দ্রঃ শা তি ৫।১২১-১২৬ ৭ শা তি ৫।১১৬-১২১

৮ যথা কূর্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ। বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ।—কু ত, উঃ ১৪

গুরুর এই ধ্যানের বিবরণও শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।[১] তার সারমর্ম এই—গুরু শিষ্যদেহে মূলাধারে চতুর্দল পদ্মের মধ্যস্থ ত্রিকোণে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান করবেন এবং ধ্যানে তাঁকে ষট্চক্রভেদ করিয়ে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করবেন। এরূপ করলে গুরুর আজ্ঞায় শিষ্যের সহজ আগন্তুক এবং সাংসর্গিক এই ত্রিবিধ পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। শিষ্যের তখন দিব্যবোধ জন্মে এবং তিনি শিব হয়ে যান।

এই দীক্ষাকে সব চেয়ে কার্যকরী এবং আশুফলপ্রদা মনে করা হয়। বেধদীক্ষার সঙ্গে সাধকের দেবতা গুরু ও মন্ত্রের ঐক্যবোধ হয় আর তাতেই তিনি শিবস্বরূপ হন। অন্য দীক্ষায় এই অবস্থায় পৌছাতে সময় লাগে।[২]

তবে শাস্ত্রেই আছে বেধদীক্ষা প্রদানে সমর্থ গুরু সংসারে দুর্লভ এবং সে-দীক্ষা গ্রহণে সমর্থ শিষ্যও দুর্লভ। পুণ্যবলেই এ রকম গুরুশিষ্যের যোগাযোগ হয়।[৩]

বিবিধ দীক্ষা—কুলার্ণবতন্ত্রের মতে সপ্তবিধা দীক্ষা মোক্ষপ্রদা যথা— ক্রিয়াদীক্ষা বর্ণদীক্ষা কলাদীক্ষা স্পর্শদীক্ষা বাক্-দীক্ষা দৃক্-দীক্ষা আর মানসদীক্ষা।[৪]

এর মধ্যে আবার ক্রিয়াদীক্ষার[৫] আটটি প্রকারভেদ, বর্ণদীক্ষার[৬] তিনটি প্রকারভেদ আর মানস দীক্ষার[৭] দুটি প্রকারভেদের উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রিয়াদীক্ষা বর্ণদীক্ষা কলাদীক্ষা আর মানসদীক্ষা যথাক্রমে পূর্বোক্ত ক্রিয়াবতী বর্ণময়ী কলাবতী এবং বেধময়ী দীক্ষা। কাজেই কুলার্ণবে স্পর্শদীক্ষা বাক্-দীক্ষা আর দৃক্-দীক্ষা এই তিন প্রকারের অতিরিক্ত দীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

স্পর্শদীক্ষা দৃক্-দীক্ষা এবং মানসদীক্ষায় কোনো ক্রিয়া এবং আয়াসের প্রয়োজন নাই।[৮]

দীক্ষার অন্য প্রকারভেদও আছে। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—দীক্ষা ত্রিবিধা—আণবী শাক্তী এবং শাম্ভবী। এ দীক্ষা সদ্যোমুক্তি বিধান করে। মন্ত্র অর্চনা আসন ন্যাস ধ্যান উপচারাদি সহ যথাশাস্ত্র যে-দীক্ষা দেওয়া হয় তাই আণবী দীক্ষা।[৯]

---

১ দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৩৯

২ Spirit and Culture of the Tantras, C. Her. I. Vol. IV, p. 245

৩ বেধদীক্ষাকরো লোকে শ্রীগুরুঃ দুর্লভঃ প্রিয়ে। শিষ্যোঽপি দুর্লভস্তাদৃক্ পুণ্যযোগেন লভ্যতে।—কু ত, উঃ ১৪

৪ ক্রিয়াবর্ণকলাস্পর্শবাগ্দৃঙ্মানসসংজ্ঞয়া। দীক্ষা মোক্ষপ্রদা দেবি সপ্তধা পরিকীর্তিতা।—ঐ

৫ ক্রিয়াদীক্ষাষ্টধা প্রোক্তা কুণ্ডমণ্ডপপূর্বিকা।—ঐ

৬ বর্ণদীক্ষা ত্রিধা প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ।—ঐ

৭ মনোদীক্ষা দ্বিধা প্রোক্তা তীব্রা তীব্রতরাপি চ।—ঐ

৮ স্পর্শাখ্যা দেবি দৃক্সংজ্ঞা মানসাখ্যা মহেশ্বরি। ক্রিয়ায়াসাদিরহিতা দেবি দীক্ষা ত্রিধা স্মৃতা।—কু ত, উঃ ১৪

৯ ত্রিবিধা সা ভবেদ্দীক্ষা প্রথমা আণবী পরা। শাক্তী চ শাম্ভবী চান্যা সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী।
মন্ত্রার্চনাসনন্যাসধ্যানোপচারকাদিভিঃ। দীক্ষা সা আণবী প্রোক্তা যথাশাস্ত্রোক্তরূপিণী।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৭

আণবী দীক্ষা আবার বিবিধ। যথা—স্মার্তী মানসিকী যৌগী চাক্ষুষী স্পার্শনী বাচিকী মান্ত্রিকী হোত্রী শাস্ত্রী এবং আভিষেচিকী।[১]

স্মার্তী—শাস্ত্রে স্মার্তী-দীক্ষাদির লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। গুরু বিদেশস্থ শিষ্যকে স্মরণ করে তার আণব কার্ম ও মায়ীয় এই পাশত্রয় 'লয়ভোগাঙ্গবিধানে' মোচন করে তার আত্মাকে পরশিবে সম্যক্ যোজন করবেন। এই যোজনরূপা দীক্ষাকে বলা হয় স্মার্তী দীক্ষা।[২]

লয়ভোগাঙ্গবিধানে অর্থ বেধদীক্ষাক্রমে মূলাধারাধিষ্ঠিতবর্ণদেবতালয় বিধান করে।[৩]

মানসিকী—গুরু শুচিশুদ্ধ শিষ্যকে স্বীয় সমীপে অবলোকন করে মানসিক উপায়ের দ্বারা তার মলত্রয়মোচনকারিণী যে-দীক্ষা দেন তাই মানসিকী বা মানসী দীক্ষা।[৪]

যৌগী—যোগোক্ত ক্রম অনুসারে যোগী গুরু শিষ্যদেহে প্রবেশ করে তার আত্মাকে স্বীয় আত্মায় যোজন করবেন। এই যোজনাত্মিকা দীক্ষাই যৌগী দীক্ষা। এই দীক্ষা মলত্রয় বিনাশ করে।[৫]

চাক্ষুষী- বা দৃক্-দীক্ষা—চাক্ষুষী- বা দৃক্-দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে মৎস্য যেমন স্বীয় অপত্যদের দৃষ্টির দ্বারাই পোষণ করে দৃষ্টির দ্বারা দীক্ষাদানও সেইরূপ।[৬]

গুরু 'আমি শিব' এইরূপ নিশ্চয় করে করুণার্দ্রদৃষ্টিতে শিষ্যকে বীক্ষণ করবেন। এই বীক্ষণই চাক্ষুষী দীক্ষা। এটি সর্বপাপ বিনাশ করে।[৭]

এই দীক্ষাকে দৃক্-দীক্ষাও বলা হয়। কিন্তু মেরুতন্ত্রে দৃগ্‌দীক্ষার অন্য রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যথা—গুরু নিমীলিত নয়নে পরমাত্মায় দেবতার ধ্যান করবেন এবং দেবতার

---

১ আণবী বহুধেত্যুক্তা তন্তেদমধুনোচ্যতে। স্মার্তী মানসিকী যৌগী চাক্ষুষী স্পার্শনী তথা।
বাচিকী মান্ত্রিকী হোত্রী শাস্ত্রী চেত্যাভিষেচিকী।
—ষড়ম্বয়মহারত্নবচন দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

২ বিদেশস্থং গুরুঃ স্মৃত্বা শিষ্যং পাশত্রয়ং ক্রমাৎ। বিশ্লিষ্য লয়ভোগাঙ্গবিধানেন পরে শিবে।
সম্যগ্‌ যোজনরূপৈষা স্মার্তী দীক্ষেতি কথ্যতে।—ঐ

৩ লয়ভোগক্রমেণেতি। বেধদীক্ষাক্রমেণ মূলাধারাধিষ্ঠিতবর্ণদেবতাসংহাররূপেণেত্যর্থঃ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯২

৪ স্বসন্নিধৌ সমাসীনমালোক্য মনসা শুচিম্। মলত্রয়াদুপায়ৈর্যা মোচিকা সা তু মানসী।
—ষড়ম্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৫ যোগোক্তক্রমতো যোগী শিষ্যদেহং প্রবিশ্য তু। গৃহীত্বা তস্য চাত্মানং স্বাত্মনা যোজনাত্মিকা।
যোগদীক্ষেতি সা প্রোক্তা মলত্রয়বিনাশিনী।—ঐ

৬ স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ। দৃগ্‌ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরি।—কু ত, উঃ ১৪

৭ শিবোঽহমিতি নিশ্চিত্য বীক্ষণং করুণার্দ্রয়া। দৃশা সা চাক্ষুষী দীক্ষা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
—ষড়ম্বয়মহারত্নবচন দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

দর্শনানন্দপূর্ণনয়নে শিষ্যকে বীক্ষণ করবেন এবং পরে প্রসন্নচিত্তে তাকে সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম ফলদায়িনী দৃগ্‌দীক্ষা।[১]

স্পার্শনী—স্পার্শনী বা স্পর্শদীক্ষা সম্পর্কে শাস্ত্রের অভিমত এই যে পক্ষী যেমন স্বীয় পক্ষের দ্বারা পক্ষিশিশুকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলে স্পর্শদীক্ষা-উপদেশও তেমনি।[২] এর অর্থ গুরু স্পর্শের দ্বারাই শিষ্যকে দীক্ষা দেন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলেন।

গুরু স্বীয় হস্তে পরমশিবরূপী স্বগুরুর ধ্যান করবেন, মূলমন্ত্র ষড়ঙ্গন্যাস-মন্ত্র মাতৃকান্যাস-মন্ত্র জপ করবেন এবং কৃপা করে শিষ্যের মস্তক দক্ষিণহস্তের দ্বারা স্পর্শ করবেন। তার পরে শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ দেবেন। এরই নাম স্পর্শদীক্ষা। এটি অতিশয় সিদ্ধিপ্রদা।[৩]

তবে স্পর্শদীক্ষার অন্যরকম বিবরণও পাওয়া যায়। যথা—নিঃসন্দিগ্ধমনা গুরু স্বয়ং পরশিব হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শিবহস্তে শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করবেন। শিবের অভিব্যক্তি-কারিণী এই দীক্ষাই স্পর্শদীক্ষা।[৪]

শিবহস্তের ব্যাখ্যায় সোমশম্ভু বলেন—স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা মণ্ডল রচনা করে তাতে যথাবিধি দেবতার অর্চনা করলে সেই হস্ত শিবহস্ত হবে।[৫]

বাচিকী বা বাগ্‌দীক্ষা—গুরু যত্নসহকারে নিজবক্ত্রকে স্বগুরুবক্ত্র ভাববেন এবং মুদ্রান্যাসাদি সহ দিব্যমন্ত্র স্বগুরুমুখেই শিষ্যকে প্রদান করবেন। এরই নাম বাচিকী দীক্ষা।[৬]

---

১ নিমীল্য নয়নে ধ্যাত্বা পরমাত্মনি দেবতাম্। তদ্দর্শনানন্দপূর্ণনেত্রাভ্যাং বীক্ষয়েদ্ গুরুঃ।
শিষ্যং প্রসন্নচিত্তঃ সন্ পশ্চাদুপদিশেদিতি। মন্ত্রঃ শিষ্যস্য সিদ্ধৈ স্যাদ্দৃগ্‌দীক্ষেয়ং ফলপ্রদা।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯০

২ যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সম্বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ। স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ১৪

৩ গুরুঃ স্বস্য গুরুং ধ্যায়েৎ স্বহস্তে শিবরূপিণম্। মূলবিদ্যাং ষড়ঙ্গং চ মাতৃকাদিমনূন্ জপন্।
শিষ্যস্য মস্তকে দত্ত্বা কৃপয়া দক্ষিণং করম্। পশ্চাদুপদিশেৎ প্রোক্তা স্পর্শদীক্ষাঽতিসিদ্ধিদা।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯১

৪ স্বয়ং পরশিবো ভূত্বা নিঃসন্দিগ্ধমনা গুরুঃ। শিবহস্তেন শিষ্যস্য সমন্ত্রং মূর্ধ্নি সংস্পৃশেৎ।
স্পর্শদীক্ষেতি সা প্রোক্তা শিবাভিব্যক্তিকারিণী।—ষড়্‌ন্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৫ গন্ধৈর্মণ্ডলকং স্বীয়ে বিদধ্যাদ্ দক্ষিণে করে। বিধিনাত্রাঽর্চয়েদ্ দেবমিত্থং স্যাচ্ছিবহস্তকম্।—দ্রঃ ঐ

৬ গুরুবক্ত্রং নিজবক্ত্রং বিভাব্য গুরুরাদরাৎ। গুরুবক্ত্রপ্রয়োগেন দিব্যমন্ত্রাদিকং শিষ্যে।
মুদ্রান্যাসাদিভিঃ সার্দ্ধং দদ্যাৎ সেয়ং হি বাচিকী।
—ষড়্‌ন্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

মেরুতন্ত্রে আবার বাগ্‌দীক্ষা বা বাচিকী দীক্ষার অন্য রকম বিবরণ পাওয়া যায়। যথা—গুরু চিদ্রূপী সদাশিবে চিত্ত নিবিষ্ট করবেন, সমস্ত মন্ত্র শিব থেকে জাত এইরূপ চিন্তা করবেন, নিজেকে শিবাত্মক ভাববেন, মনে করবেন 'আমি গুরুকৃপায় কেবল অর্থাৎ মুক্ত, আমি সদাশিব'। এমনি চিন্তা করে শিষ্যকে মন্ত্র উপদেশ দেবেন। এরই নাম বাগ্‌দীক্ষা।[১] নিত্যোৎসবে বলা হয়েছে মন্ত্রোপদেশই বাগ্‌দীক্ষা। স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র বাগ্‌দীক্ষাই বিহিত।[২] বর্তমানে আমাদের দেশে এই বাগ্‌দীক্ষাই অধিক প্রচলিত।[৩]

মান্ত্রিকী—গুরু স্বদেহে মন্ত্রাদিন্যাস করে স্বয়ং মন্ত্রতনু হয়ে যত্নসহকারে শিষ্যকে যথাক্রম মন্ত্র দেবেন। এই দীক্ষাই মলনাশিনী মান্ত্রী বা মান্ত্রিকী দীক্ষা।[৪]

হোত্রী—গুরু কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করবেন এবং সেই অগ্নিতে লয়ভোগক্রমে মন্ত্র বর্ণ পদ কলা তত্ত্ব এবং ভুবন এই ষড়ধ্বাশুদ্ধির জন্য হোম করবেন। এই হোমরূপা দীক্ষাকেই হোত্রী দীক্ষা বলা হয়।[৫]

শাস্ত্রী—এই দীক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে[৬]—গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও পূজাপরায়ণ উপযুক্ত ভক্ত শিষ্যকে গুরু ত্রয়ীর[৭] সঙ্গে যে-শাস্ত্রপদা দীক্ষা দেন তাকে শাস্ত্রী দীক্ষা বলে।

আভিষেচিকী—গুরু যত্নপূর্বক কুম্ভে শিব ও শিবপত্নীর পূজা করবেন এবং সেই শিব-কুম্ভের জলে শিষ্যের অভিষেক করবেন। এই অভিষেক থেকে যে-দীক্ষা হয় তাকে বলে আভিষেচিকী।[৮]

---

১ সদাশিবে তু চিদ্রূপে গুরুশ্চিত্তং নিধাপয়েৎ। মন্ত্রান্ সমস্তাংস্তজ্জাতান্ ধ্যায়েৎ স্বয়ং তদাত্মকঃ। জাতো গুরোশ্চ কৃপয়া কেবলোঽহং সদাশিবঃ। ইতি ধ্যায়ন্নুপদিশেদ্ বাগ্‌দীক্ষা ত্বিয়মীরিতা॥
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯১

২ স্ত্রীণাং তু বাগ্‌দীক্ষৈব বিহিতা নান্যেতি তন্ত্রসারে স্থিতম্। বাগ্‌দীক্ষা মন্ত্রোপদেশঃ।
—নিত্যোৎসব, বরোদা, ১৯২৩, পৃঃ ১১

৩ কৌ র, পৃঃ ২৪৭, পাদটীকা

৪ দীক্ষা পরা তথা মন্ত্রন্যাসসংযুক্তবিগ্রহঃ। স্বয়ং মন্ত্রতনু ভূত্বা সক্রমং মন্ত্রমাদরাৎ। দদ্যাচ্ছিষ্যায় সা দীক্ষা মান্ত্রী মলবিঘাতিনী।
—ষড়ন্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৫ কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি নিক্ষিপ্যাগ্নিং বিধানতঃ। লয়াভোগক্রমেণৈব প্রত্যধ্বানং যথাক্রমম্। মন্ত্রবর্ণকলাতত্ত্বপদবিষ্টপমেব চ। শুদ্ধ্যর্থং হোমরূপৈষা হোত্রী দীক্ষা সমীরিতা।—ঐ

৬ যোগ্যশিষ্যায় ভক্তায় শুশ্রূষার্চাপরায় চ। সার্দ্ধং শাস্ত্রপদা ত্রয্যা শাস্ত্রী দীক্ষেতি সোচ্যতে।—ঐ

৭ ত্রয়ীর সঙ্গে অর্থ ত্রয়ীবিদ্যার সঙ্গে অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানের সঙ্গে। অথবা ত্রয়ীর সঙ্গে অর্থ ত্রয়ী শক্তি ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া—এই তিন শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ শক্তিত্রয় এই ত্রিবিধ তত্ত্বের সঙ্গে। অথবা ত্রয়ীর সঙ্গে অর্থ শাম্ভবী শাক্তী ও মান্ত্রী এই দীক্ষাত্রয়ীর সঙ্গে। এই ত্রিবিধ দীক্ষার পর ইষ্টমন্ত্র দেওয়া বিধি।

৮ শিবং চ শিবপত্নীঞ্চ কুম্ভে সম্পূজ্য সাদরম্। শিবকুম্ভাভিষেকাৎ সা দীক্ষা স্যাদাভিষেচিকী।
—ষড়ন্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।১২৭-১৪০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

কোনো কোনো তন্ত্রে আবার দীক্ষার শাক্তী, শাম্ভবী, এবং মান্ত্রী এই তিনটি প্রকারভেদ করা হয়েছে।[১] লক্ষ্য করা গেছে রুদ্রযামলে যে-তিনটি প্রকারভেদ করা হয়েছে তাতেও শাক্তী এবং শাম্ভবী এই দুটি আছে কিন্তু তৃতীয় প্রকারভেদটিকে বলা হয়েছে আণবী।

শাক্তী—শাক্তী বা শাক্তেয়ী দীক্ষা সম্বন্ধে বায়বীয়-সংহিতায় বলা হয়েছে শাক্তী দীক্ষা জ্ঞানবতী। জ্ঞানচক্ষু গুরু যোগমার্গে শিষ্য দেহে প্রবেশ করে যে জ্ঞান-দীক্ষা দেন তাকে বলে শাক্তী দীক্ষা।[২]

উমানন্দ শাক্তী দীক্ষার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিত্যোৎসবে লিখেছেন—গুরু শিষ্যের মূলাধার পর্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির মতো প্রজ্বলিতা পরচিদ্রূপা প্রকাশলহরীর ধ্যান করে তার কিরণরাশির দ্বারা শিষ্যের পাপপাশ দগ্ধ করবেন। এরই নাম শক্তিপ্রবেশরূপা শাক্তী দীক্ষা।[৩] পরচিদ্রূপা প্রকাশলহরী কুণ্ডলিনী শক্তি। পরশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীর মিলনের নাম শক্তিপ্রবেশ।[৪] গুরু শিষ্যের পাপরাশি দগ্ধ করে তার দেহে পরশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীর মিলন ঘটাবেন। উমানন্দনাথের বক্তব্যের মনে হয় এই তাৎপর্য।

শাক্তী দীক্ষায় কোনো অনুষ্ঠান লাগে না। গুরু শিষ্যের সিদ্ধির জন্য স্বীয় শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করে দেন।[৫]

শাম্ভবী—বায়বীয়সংহিতায় আছে গুরুর দৃষ্টিমাত্র স্পর্শমাত্র বা সম্ভাষণমাত্র শিষ্যের সদ্য সংজ্ঞা লাভ হলে সেই সংজ্ঞারূপ দীক্ষাকে শাম্ভবী দীক্ষা বলা হয়।[৬]

উমানন্দনাথ লিখেছেন গুরু শিষ্যের শিরে কামেশ্বরীকামেশ্বরের রক্ত ও শুক্ল চরণ-বিন্যাস ভাবনা করবেন এবং সেই চরণক্ষরিত অমৃতের দ্বারা শিষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর মল দূর করবেন। এইটি চরণবিন্যাসরূপ শাম্ভবী দীক্ষা।[৭]

---

১ দীক্ষাস্তিস্রঃ শাক্তী শাম্ভবী মান্ত্রী চেতি।—প ক সূ ১।৩২

২ শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিষ্যদেহং প্রবিশ্য তু। গুরুণা যোগমার্গেণ ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষা।
—দ্রঃ শা তি ৪।১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৩ অথ শিষ্যস্যামূলাধারং আ চ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রজ্বলন্তীং জ্বলদনলনিভাং পরচিদ্রূপাং প্রকাশলহরীং ধ্যাত্বা তৎকিরণৈঃ তস্য পাপপাশান্ দহেৎ। ইয়ং শক্তিপ্রবেশনরূপা শাক্তী দীক্ষা দ্বিতীয়া।
—নিতোৎসব, বরোদা, ১৯২৩, পৃঃ ১০

৪ শক্তিঃ কুণ্ডলিনী পরচিদ্রূপা তস্যাঃ ক্রিয়াসমভিব্যাহারেণ কুলাকুলভেদাদ্ ব্রহ্মনাড্যাং পরশম্ভুমেলনং শক্তিপ্রবেশঃ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১৭

৫ সিদ্ধে স্বশক্তিমালোক্য তয়া কেবলয়া শিশোঃ। নিরুপায়ং কৃতা দীক্ষা শাক্তেয়ী পরিকীর্তিতা।
—ষড়ন্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১১৮

৬ গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি। সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দীক্ষা সা শাম্ভবী মতা।
—বায়বীয়সংহিতাবচন, দ্রঃ ঐ

৭ অথ শিষ্যস্য শিরসি কামেশ্বরীকামেশ্বরয়োঃ রক্তশুক্লাখ্যচরণন্যাসং ভাবয়িত্বা তদমৃতক্ষরণেন তস্য বাহ্যাভ্যন্তরং চ মলং দূরীকুর্যাৎ। এষা চরণবিন্যাসরূপা শাম্ভবী দীক্ষা।—নিত্যোৎসব, ১৯২৩, পৃঃ ৯

মান্ত্রী—মান্ত্রী দীক্ষার বিষয়ে পূর্বে একবার আলোচনা করা হয়েছে। বায়বীয়সংহিতায় বলা হয়েছে কুম্ভ মণ্ডলাদি যে-দীক্ষায় প্রয়োজন হয় সেই ক্রিয়াবতী দীক্ষাই মান্ত্রী দীক্ষা।[১]

উমানন্দনাথ মান্ত্রী দীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[২] তার সার কথা এই—দীক্ষা-বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে মণ্ডপে ঘটস্থাপন মণ্ডলরচনা যন্ত্ররচনা ইত্যাদি সহ যথাশাস্ত্র পূজা হোম প্রভৃতি করে গুরু শিষ্যকে বীজমন্ত্র প্রদান করবেন। এরই নাম মান্ত্রী দীক্ষা।[৩]

এই দীক্ষাত্রয় প্রদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এক পক্ষের মতে গুরু এক প্রয়োগে একই সময়ে এই ত্রিবিধ দীক্ষা দেবেন; প্রথমে শাম্ভবী তার পরে শাক্তী এবং তার পরে মান্ত্রী। এটি মুখ্য পক্ষ। অপর পক্ষের মতে এই দীক্ষাত্রয়ের মধ্যে কতকটা কালের ব্যবধান থাকা উচিত। এটি গৌণ পক্ষ।[৪]

উমানন্দনাথ বলেন গুরু প্রথমে এই ত্রিবিধ দীক্ষা দিয়ে তার পরে ইষ্টমন্ত্র দেবেন।[৫]

ক্রমদীক্ষা—শক্তিসাধকদের আরেকটি প্রখ্যাত দীক্ষা ক্রমদীক্ষা। কামাখ্যাতন্ত্রে আছে[৬]—প্রথমে কালী তার পরে তারা এবং তার পরে ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রে দীক্ষার নাম ক্রমদীক্ষা। এই ক্রম অনুসারে গুরু এক দিনের মধ্যে অথবা একবৎসরের মধ্যে অথবা বৎসরান্তে শিষ্যকে দীক্ষা দেবেন। যদি ভাগ্যবশে কারো ক্রমদীক্ষা লাভ হয় তা হলে তার যে সিদ্ধিলাভ হবেই এ বিষয়ে কোনো কথা নাই। ক্রমদীক্ষাহীন ব্যক্তির কলিযুগে কি করে সিদ্ধিলাভ হবে?

পঞ্চায়তনী দীক্ষা—এ ছাড়া শাস্ত্রে পঞ্চায়তনী দীক্ষার বিধান আছে। অনেক সিদ্ধবংশে এ দীক্ষা প্রচলিত।[৭] পঞ্চায়তনী দীক্ষা বলতে বুঝায় শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য এবং গণেশ এই পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষা।[৮]

পঞ্চদেবতা স্বরূপতঃ অভিন্ন মনে হয় এইটি এই দীক্ষার মর্মগত ভাব। পঞ্চায়তনীদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মনে কোনো সম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থাকে না। এমনি দীক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত গুরু শিষ্যকে এই পঞ্চদেবতার যে-কোনো একজনের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেন।

---

১ মান্ত্রী ক্রিয়াবতী দীক্ষা কুম্ভমণ্ডলপূর্বিকা।—বায়বীয়সংহিতাবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১১

২ দ্রঃ নিত্যোৎসব, ১৯২৩, পৃঃ ১০-১১ ৩ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৪৭

৪ দ্রঃ নিত্যোৎসব, ১৯২৩, পৃঃ ১১ ৫ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২

৬ আদৌ কালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরম্। ক্রমদীক্ষেতি বিখ্যাতা সর্বদা সিদ্ধিকামতঃ।
ক্রমেণ দিবসে বাপি ক্রমেণ বৎসরেণ চ। বৎসরান্তে তথা দেবি ক্রমেণ দীক্ষয়েদ্ গুরুঃ।
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি ক্রমদীক্ষা চ জায়তে। তদা সিদ্ধির্ভবেত্তস্য নাত্র কার্যো বিচারণা।
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথং সিদ্ধিঃ কলৌ ভবেৎ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৫, ব সং, পৃঃ ১৪৩

৭ দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৭৭

৮ বিস্তৃত বিবরণ—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৭০-৭২

একমন্ত্রদীক্ষা—অন্য প্রকারের দীক্ষায় কোনো একটি মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়। তবে যে-কোনো একটি মন্ত্রে দীক্ষিত হলেই সাধকের অন্যমন্ত্রে অধিকার জন্মে।[১] শাস্ত্রের অভিমত—যে-সাধক জপ হোম অর্চনা প্রভৃতির দ্বারা কোনো একটি মন্ত্রের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁর অল্পসাধনাতেই অন্য মন্ত্রেও সিদ্ধিলাভ হয়। একমন্ত্রে সম্যক্‌সিদ্ধ ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।[২]

কাজেই যে-কোনো একটি মন্ত্রে সিদ্ধগুরুও যে-কোনো মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধান আছে। মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্রান্তরে সিদ্ধ গুরু শিষ্যকে অন্যমন্ত্র দেন। শিষ্য যথাবিহিত আচরণের দ্বারা সেই মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ করেন। তবে গুরু যদি কৃপা করে আপন সিদ্ধমন্ত্র দান করেন তা হলে বিনা জপে বিনা পূজাতেই শিষ্যের সিদ্ধিসমূহ লাভ হবে।[৩]

সকল প্রকার দীক্ষার একই ফল—এখানে উল্লেখ করা যায় দীক্ষার অনেক প্রকারভেদ থাকলেও ফলে কোনো ভেদ নেই। শাস্ত্রের বিধান সকল প্রকার দীক্ষারই অখণ্ডিত ফল মুক্তিলাভ আর তার সঙ্গে অবিরোধিভাবে প্রাসঙ্গিক ভুক্তিলাভ।[৪] আমরা পূর্বেও একবার এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

বিধি ব্যবস্থা—দীক্ষার নানা বিধি ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। সর্বপ্রথম বিধি বলা যায় গুরু ও শিষ্যের পরস্পর নির্বাচন। কেন না গুরুর কাছে শিষ্যের দীক্ষাগ্রহণই শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধারণ বিধি।[৫]

দীক্ষায় বিবিধ বিচার—দীক্ষা দেওয়ার আগে গুরু দেয় মন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার করেন। এ কথার সহজ অর্থ কোন মন্ত্র শিষ্যের উপযোগী হবে গুরু তা শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে স্থির করেন।

---

১ একমন্ত্রদীক্ষণং হি সর্বমন্ত্রেঽধিকারিতা।—পিচ্ছিলাতন্ত্রবচন দ্রঃ ত প, পৃঃ ২৪

২ মন্ত্রী যঃ সাধয়েদেকং জপহোমার্চনাদিভিঃ। ক্রিয়াভি র্ভূরিভির্যস্য সিধ্যন্ত্যন্যেঽল্পসাধনাৎ।
সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য নাসাধ্যমিহ কিঞ্চন।—মহাকপিলপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো,
কাণ্ড ২, পরিঃ ৪, ব সং পৃঃ ১১৭

৩ মন্ত্রান্তরেচ সংসিদ্ধো গুরুর্মন্ত্রং প্রযচ্ছতি। যথোক্তাচরণাৎ তস্য সিদ্ধিঃ শিষ্যস্য জায়তে।
কৃপা চ স্যাৎ সিদ্ধমন্ত্রং দদাতি চ যথা গুরুঃ। বিনা জপং বিনা পূজাং সিদ্ধয়স্তৎকরে স্থিতাঃ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৫১

৪ সর্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতম্। অবিরোধাত্তবস্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ।
—নবরত্নেশ্বরবচন, দ্রঃ বৃহ তসা, ১০ ম সং, পৃঃ ৮

৫ (i) সদ্‌গুরোরাহিতা দীক্ষা সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ।—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ ঐ
(ii) গুরো র্মুখান্মহাবিদ্যাং গৃহ্লীয়াৎ পাপনাশিনীম্।—মহোগ্রতারাকল্পবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ২, পৃঃ ৭

এইজন্য তিনি নক্ষত্রচক্র রাশিচক্র ঋণি-ধনিচক্র কুলাকুলচক্র অকথহচক্র অকডমচক্র[১] ইত্যাদি নানা চক্র বিচার করেন।[২]

এই-সব চক্রবিচারে জ্যোতিষগণনার সঙ্গে যুক্তিতর্কাতীত পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। কাজেই এর রহস্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

কোন মন্ত্র গ্রহণে কোন চক্রের বিচার আবশ্যক তারও নির্দেশ কোনো কোনো তন্ত্রে দেওয়া হয়েছে। যেমন বারাহীতন্ত্রে বলা হয়েছে—বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে তারাচক্র শিবমন্ত্রগ্রহণে কোষ্ঠচক্র ত্রিপুরামন্ত্রগ্রহণে রাশিচক্র গোপালমন্ত্র- ও রামমন্ত্র-গ্রহণে অকডমচক্র গণেশমন্ত্র-গ্রহণে হরচক্র বরাহমন্ত্রগ্রহণে কোষ্ঠচক্র আর মহালক্ষ্মীমন্ত্রগ্রহণে কুলাকুলচক্র বিচার করতে হবে।[৩]

তবে এই-সব বিচার সব মন্ত্রের পক্ষে অবশ্য করণীয় নয়। যেমন গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রে বলা হয়েছে—একাক্ষর কূট মালামন্ত্র ত্রিবীজমন্ত্র স্বপ্নলব্ধমন্ত্র এবং স্ত্রীগুরুদত্ত মন্ত্র এ-সবের সিদ্ধাদি বিচার অনাবশ্যক।[৪]

গুপ্তসাধনতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ এবং অরি মন্ত্রের নক্ষত্রাদি বিচার করতে নেই।[৫]

আর শাস্ত্রে এ সম্পর্কে একটি সহজ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যে-দেবতার প্রতি সাধনেচ্ছু ব্যক্তির আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রবল তার পক্ষে সেই দেবতারই যত্ন সহকারে উপাসনা করা কর্তব্য, এ ক্ষেত্রে মন্ত্রগ্রহণে বিচার নিরর্থক।[৬]

মন্ত্রের দশ সংস্কার—দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে মন্ত্র সম্পর্কিত আরও কতকগুলি কৃত্য আছে। যেমন মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার করতে হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে—জনন জীবন তাড়ন বোধন অভিষেক বিমলীকরণ আপ্যায়ন তর্পণ দীপন এবং গুপ্তি এই দশটি মন্ত্রসংস্কার।[৭]

১ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৯-১৯

২ তারাচক্র শিবচক্র ব্রহ্মচক্র ইত্যাদির বিবরণ দ্রঃ রু যা, উ ত, পঃ ৩-৪

৩ তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ।
অকডমো রামচন্দ্রে গণেশে হরচক্রকম্। কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহালক্ষ্যাঃ কুলাকুলম্।
—বারাহীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ১৯

৪ একাক্ষরে তথা কূটে মালামন্ত্রে ত্রিবীজকে। স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ।
—গণেশবিমর্ষিণীবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ৭৩

৫ সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জিতঃ। নাস্তি সত্যং মহেশানি নক্ষত্রাদিবিচারণা।
রাশ্যাদিগণনং নাস্তি শঙ্করেণেতি ভাষিতম্।—দ্রঃ শা ত, উঃ ২

৬ স্বান্তঃকরণ বৃত্তের্বা যত্র শ্রদ্ধা গরীয়সী। সৈবোপাস্যা প্রযত্নেন বিচারস্তত্র নিষ্ফলঃ।
—অন্নদাকল্পবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১০৪

৭ জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনস্তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তি দশৈতাঃ মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ।—গৌতমীয়তন্ত্রবচন, বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৫২

জনন—মাতৃকাযন্ত্র থেকে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রের উদ্ধারের নাম জনন।[১]

জীবন—উদ্ধৃত বর্ণসমূহের অর্থাৎ মন্ত্রের পঙক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণবদ্বারা পুটিত করে শতবার জপ করার নাম জীবন। দশবার করেও এই জপ বিহিত।[২]

তাড়ন—সুধী ব্যক্তি মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ পৃথক্ করে শতবার বা দশবার জপ করবেন। আর মন্ত্রবর্ণসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করে লিখে প্রত্যেকটি বর্ণকে বায়ুবীজ অর্থাৎ যং এই বীজযুক্ত করে চন্দনের জল দিয়ে তাড়না করবেন। এরই নাম তাড়ন। তাড়ন শতবার বা দশবার বিহিত।[৩]

বোধন—মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখে দশবার তাড়না করে মন্ত্রবর্ণের সংখ্যা যত তত সংখ্যক করবীর ফুল দিয়ে 'রং' এই বীজ উচ্চারণপূর্বক হনন করতে হবে। একেই বলে বোধন।[৪]

অভিষেক—মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখে যত বর্ণ ততটি রক্ত হয়ারিকুসুম অর্থাৎ করবীর ফুল দিয়ে প্রত্যেকটি বর্ণকে রং এই বীজমন্ত্রে একবার করে অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং তারপরে মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা যত ততটি অশ্বত্থপল্লবের দ্বারা মন্ত্রবর্ণগুলিকে সেই সেই মন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সিঞ্চন করতে হবে। এরই নাম অভিষেক।[৫]

বিমলীকরণ—সুষুম্না নাড়ীর মূল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিন্তা করে জ্যোতির্মন্ত্রে যতী মলত্রয় দগ্ধ করবেন। একেই বলে বিমলীকরণ।[৬] জ্যোতির্মন্ত্র—ওঁ হ্রৌং।[৭]

আপ্যায়ন—স্বর্ণ কুশোদক বা পুষ্পোদকের দ্বারা জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণগুলিকে যথাবিধি আপ্যায়ন করতে হয়। এরই নাম আপ্যায়ন।[৮]

---

১ মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং; পৃঃ ৫৪

২ পঙ্ক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতম্। প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।
প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতম্। দশসংখ্যো বা জপঃ।—ঐ

৩ পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ববত্তাড়নং মতম্। তাড়নং শতধা দশধা বা।—দ্রঃ ঐ

৪ বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ। তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেফেণ বোধনম্।
—দ্রঃ ঐ

৫ বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যাকৈঃ পুষ্পৈ রক্তহয়ারিভিঃ। মন্ত্রবর্ণান্ বহ্নিনৈকমভিমন্ত্র্য সকৃৎ সকৃৎ।
তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্তিতঃ। অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া।
—দ্রঃ ঐ

৬ সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্নামূলমধ্যতঃ। জ্যোতির্মন্ত্রেণ বিধিবদ্দহেন্মলত্রয়ং যতিঃ।—ঐ

৭ দ্রঃ ঐ

৮ স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা। তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ।—ঐ

তর্পণ—জ্যোতির্মন্ত্রে জল দিয়ে মন্ত্রের তর্পণকে তর্পণ বলা হয়।[১] তর্পণ ও অভিষেক সম্বন্ধে আবার বিশেষ বিধিও আছে। শক্তিমন্ত্রের তর্পণ মধু দিয়ে বিষ্ণুমন্ত্রের তর্পণ কর্পূর-মিশ্রিত জল দিয়ে এবং শিবমন্ত্রের তর্পণ ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়ে করা বিধি। অভিষেক সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা।[২]

দীপন—ওঁ হ্রীঁ এবং শ্রীঁ এই বীজত্রয়যোগে মন্ত্রের দীপন হয়।[৩]

গুপ্তি—জপ্যমান মন্ত্রকে অপ্রকাশ রাখার নাম গুপ্তি।[৪]

মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার সর্বতন্ত্রেই গোপিত। সম্প্রদায় অনুসারে এই দশ সংস্কার সাধনের পর মন্ত্র দিলে মন্ত্রগ্রহীতা বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।[৫]

মন্ত্র জীব—তন্ত্রশাস্ত্রমতে মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব।[৬] মন্ত্রে যে-শক্তি নিহিত আছে তাকেই মন্ত্রাধিষ্ঠিত জীব বলা হয়।[৭]

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে লিখেছেন[৮]—অসমাপ্তকলুষ অর্থাৎ অপক্কমল শুদ্ধ সাধকেরা[৯] সপ্তকোটি মহামন্ত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মন্ত্রসমূহের জড়ত্ব শঙ্কা করা উচিত নয়। শরীরী আমাদের শরীর জড় হলেও আমরা যেমন জড় নয় তেমনি মন্ত্রের শব্দশরীর জড় হলেও মন্ত্র জড় নয়। অর্থাৎ মানুষের জড়দেহে চেতন আত্মার অধিষ্ঠানের জন্য দেহের যেমন চেতনত্ব প্রতিভাত হয় তেমনি মন্ত্রের শব্দশরীর জড় হলেও তাতে চেতন জীবের অধিষ্ঠান-হেতু তার চেতনত্ব নিরূপিত হয়। অতএব মন্ত্র অপক্ক-আণবমলযুক্ত জীব আর সেই জন্য মন্ত্রের একটি নাম অণু। বিদ্যেশ্বরজন্মনিরূপণ প্রসঙ্গে মৃগেন্দ্রসংহিতায় বলা হয়েছে—অনাদিমলরহিত সর্বকর্তা সর্বস্রষ্টা শিব যে-জীব আধিকারিক জন্ম ত্যাগ করে মন্ত্রজন্ম লাভ করেছে তার পাশজাল ছেদন করেন।

---

১ মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতম্।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫৪

২ মধুনা শক্তিমন্ত্রে তু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ। শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্। অভিষেকেঽপি তথা।—ঐ

৩ তারমায়ারমাযোগে মনোর্দীপনমুচ্যতে।—দ্রঃ ঐ

৪ জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্।—ঐ

৫ সংস্কারা দশসংপ্রোক্তাঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ। যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ।—ঐ

৬ স্বতন্ত্রেষু মন্ত্রজীব ইত্যুচ্যতে।—ল স, ২৩১-এর সৌ ভা

৭ তন্মন্ত্রবীর্যমুদ্দিষ্টং মন্ত্রাণাং জীব ঈরিতঃ।—ত রা ত ৩৫।৬৯

৮ অসমাপ্তকলুষাঃ শুদ্ধাস্তু সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ। ন চ তেষাং জড়ত্বমিতি শঙ্ক্যম্।
শব্দশরীরস্য জড়ত্বেঽপি শরীরিণামস্মাকমিব চেতনত্বোপপত্তেঃ। অত এবাপক্কাণবমলবজ্জীবত্বাভিপ্রায়েণ মন্ত্রাণামণুসংজ্ঞা। উক্তং চ মৃগেন্দ্রসংহিতায়াং বিদ্যেশ্বরজন্মনিরূপণাবসরে—
অথানাদিমলাপেতঃ সর্বকৃৎ সর্বদৃক্‌শিবঃ। পূর্বং ব্যত্যাসিতস্যাণোঃ পাশজালমপোহতি।
—বা নি ৭।৪৩-এর সে ব

৯ অণুমাত্রেণ বদ্ধঃ শুদ্ধঃ।—ঐ। (যাঁর মায়ীয় মল এবং কার্মমল নষ্ট হয়ে গেছে, শুধু আণবমল আছে, তিনি শুদ্ধ সাধক।)

জাতসূতক ও মৃতসূতক—মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয়। আর তা হলে তার জাতসূতক অর্থাৎ জাতকাশৌচ এবং মৃতসূতক অর্থাৎ মৃতাশৌচ হয়। মন্ত্রোচ্চারণের আদিতে হয় জাতকাশৌচ আর অন্তে মৃতাশৌচ। এই সূতকদ্বয়যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না।[১]

কাজেই দীক্ষাদানের পূর্বে মন্ত্রকে সূতকমুক্ত করতে হয়। এ সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হয়েছে—মূলমন্ত্র প্রণবের দ্বারা পুটিত করে প্রকৃত জপের আদিতে সাতবার এবং অন্তে সাতবার জপ করলে সূতকদ্বয়মোচন হবে।[২]

শাপমোচন—কতকগুলি মন্ত্র শাপগ্রস্ত।[৩] সেই-সব মন্ত্রের কোনো মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হলে দীক্ষার পূর্বে শাপমোচন করতে হয়। কেন না মন্ত্রের শাপমোচন না হলে সেই মন্ত্রের দ্বারা কোনো লোক সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।[৪]

ছিন্নাদিদোষ—শাপগ্রস্ত হওয়ার জন্য মন্ত্র ছিন্নাদি বিবিধ দোষগ্রস্ত হয়। তন্ত্রে এই-সব দোষগ্রস্ত মন্ত্রের নাম করা হয়েছে। যথা—ছিন্ন রুদ্ধ শক্তিহীন পরাঙ্মুখ বধির নেত্রহীন কীলিত স্তম্ভিত দগ্ধ ত্রস্ত ভীত মলিন তিরস্কৃত ভেদিত সুষুপ্ত মদোন্মত্ত মূর্চ্ছিত হৃতবীর্য হীন প্রধ্বস্ত বালক কুমার যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ নিস্ত্রিংশক নির্বীজ সিদ্ধিহীন মন্দ কূট নিরংশ সত্ত্বহীন কেকর বীজহীন ধূমিত আলিঙ্গিত মোহিত ক্ষুধাতুর অতিদৃপ্ত অঙ্গহীন অতিক্রুদ্ধ অতিক্রূর সব্রীড় শান্তমানস স্থানভ্রষ্ট বিকল নিঃস্নেহ অতিবৃদ্ধ এবং পীড়িত।[৫]

'ছিন্ন' থেকে 'পীড়িত' পর্যন্ত প্রত্যেকটি দোষগ্রস্ত মন্ত্রের লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে।[৬] যেমন ছিন্ন মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যে-মন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে অন্য অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত

---

১ জাতসূতকমাদৌ স্যাত্তদন্তে মৃতসূতকম্। সূতকদ্বয়সংযুক্তঃ স মন্ত্রো নৈব সিধ্যতি।—শ স ত, তা খ, ৪৫।৭

২ ব্রহ্মবীজং মনোর্দত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে।
—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং পৃঃ ৪৩

৩ দ্রঃ পু চ, তঃ ২, পৃঃ ৮৫-৯০

৪ বিনা তু শাপমোক্ষেণ কঃ সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াজ্জনঃ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ পৃঃ ৮৪

৫ ছিন্নো রুদ্ধঃ শক্তিহীনঃ পরাঙ্মুখ উদীরিতঃ। বধিরো নেত্রহীনশ্চ কীলিতঃ স্তম্ভিতস্তথা।
দগ্ধস্ত্রস্তশ্চ ভীতশ্চ মলিনশ্চ তিরস্কৃতঃ। ভেদিতশ্চ সুষুপ্তশ্চ মদোন্মত্তশ্চ মূর্চ্ছিতঃ।
হৃতবীর্যশ্চ হীনশ্চ প্রধ্বস্তো বালকঃ পুনঃ। কুমারস্তু যুবা প্রৌঢ়ো বৃদ্ধো নিস্ত্রিংশকস্তথা।
নির্বীজঃ সিদ্ধিহীনশ্চ মন্দঃ কূটস্তথা পুনঃ। নিরংশঃ সত্ত্বহীনশ্চ কেকরো বীজহীনকঃ।
ধূমিতালিঙ্গিতৌ স্যাতাং মোহিতশ্চ ক্ষুধাতুরঃ। অতিদৃপ্তোঽঙ্গহীনশ্চ অতিক্রুদ্ধঃ সমীরিতঃ।
অতিক্রূরশ্চ সব্রীড়ঃ শান্তমানস এব চ। স্থানভ্রষ্টশ্চ বিকলঃ সোঽতিবৃদ্ধঃ প্রকীর্তিতঃ।
নিঃস্নেহঃ পীড়িতশ্চাপি বক্ষ্যাম্যেষাঞ্চ লক্ষণম্।—শা তি ২।৬৪-৭০

৬ দ্রঃ ঐ, ২।৭১-১০৮

হয়ে বা না হয়ে 'ষং' বীজ আছে অথবা যে-মন্ত্রে দীর্ঘস্বরযুক্ত শক্তিবীজ (হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং) ত্রিধা চতুর্ধা বা পঞ্চধা আছে তাকে বলা হয় ছিন্ন মন্ত্র।[১]

রুদ্ধ মন্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—যে-মন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে 'লং' বীজ দুটি থাকে তাকে বলা হয় রুদ্ধ মন্ত্র। রুদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা ভুক্তিমুক্তি কোনোটিই লাভ হয় না।[২]

শক্তিহীন মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩]— যে-মন্ত্রে হ্রীং হুং ওঁ শ্রীং ফ্রং—এই বীজগুলির একটিও নাই সেই মন্ত্রকে শক্তিহীন বলা হয়।[৪]

এই-সব দোষ মন্ত্রের যেমন আছে বিদ্যারও তেমনি আছে।[৫] অর্থাৎ পুংমন্ত্র এবং স্ত্রীমন্ত্র উভয়েই এই-সব দোষ থাকে।

মন্ত্রের পূর্বোক্ত দোষগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি দোষযুক্ত মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—মীলিত বিপক্ষস্থ দারিত মূক নগ্ন ভুজঙ্গম শূন্য এবং হত।[৬]

তন্ত্রে এই-সব দোষযুক্ত মন্ত্রেরও লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন[৭] যে-মন্ত্রের আদি মধ্য ও অবসানে ধ্রুব অর্থাৎ ওঁ (ক্লীং) নেই তাকে বলে দারিত। ন্যাস ব্যতিরেকে মন্ত্র মূক হয়। ঋষি ছন্দ ও দেবতাহীন মন্ত্র ভুজঙ্গম।[৮]

দোষযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। তন্ত্রের নির্দেশ—যে-মূঢ় এই-সব দোষ না জেনে এবং দোষশোধন না করে মন্ত্রের সাধনে প্রবৃত্ত হয় তার শতকোটিকল্পেও সিদ্ধিলাভ হয় না।[৯]

তবে তন্ত্রবিদেরা বলেন এই সিদ্ধি অর্থ কাম্যকর্মে সিদ্ধি। মুক্তির জন্য মন্ত্রজপে মন্ত্রের এই-সব দোষ থাকে না। কাজেই সে-ক্ষেত্রে মন্ত্রের দশসংস্কারও করার প্রয়োজন নাই।[১০]

---

১ মনোর্যস্যাদিমধ্যান্তেষ্বানিলং বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ।
চতুর্ধা পঞ্চধা বা স্যুঃ সমন্ত্রশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ।—শা তি ২।৭১

২ আদিমধ্যাবসানেষু ভূবীজদ্বন্দ্বলাঞ্ছিতঃ। রুদ্ধমন্ত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিবিবর্জিতঃ।—ঐ ২।৭২

৩ মায়াত্রিতত্ত্বশ্রীবীজরাবহীনস্তু যো মনুঃ। শক্তিহীনঃ স কথিতো যস্য মধ্যে ন বিদ্যতে।—ঐ ২।৭৩

৪ এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি দোষের উল্লেখ করা গেল। অন্যান্য দোষ সম্বন্ধে দ্রঃ শা তি ২।৭১-১০৮

৫ যথা মন্ত্রা এতে স্থিতাঃ সদোষাঃ তথা মন্ত্রিভির্বিদ্যা অপি বোদ্ধব্যাঃ।—শা তি ২।১১০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৬ মীলিতবিপক্ষস্থদারিতমূকনগ্নভুজঙ্গমশূন্যহতাদয়োদোষা জ্ঞেয়াঃ।—ঐ ২।১১১-এর ঐ

৭ (i) আদিমধ্যাবসানেষু ধ্রুবো যস্য ন বিদ্যতে। স দারিত ইতি খ্যাতঃ তন্ত্রেঽস্মিন্ কৃত্তিবাসসা।
(ii) ন্যাসং বিনা ভবেন্মূকঃ।
(iii) ঋষিদৈবতচ্ছন্দোভিঃ পরিত্যক্তো ভুজঙ্গমঃ।—দ্রঃ ঐ

৮ অন্য দোষযুক্ত মন্ত্রের লক্ষণ—দ্রঃ ঐ

৯ দোষানিমানবিজ্ঞায় যো মন্ত্রং ভজতে জড়ঃ। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি।—শা তি ২।১১০

১০ কাম্যকর্মবিত্যনেন মুক্ত্যর্থং মন্ত্রজপে এতদ্দোষাভাবাদ্দশসংস্কারা অপি ন কর্তব্যাঃ।—ঐ, রাঘবভট্টকৃত টীকা

মন্ত্রের দোষশোধন—শাস্ত্রে দোষযুক্ত মন্ত্রের শোধনব্যবস্থাও দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রের 'আত্মায় যোজনা' দ্বারা শোধন হয়।[১] কার্য কারণ থেকে অভিন্ন এই ভাবনার নাম 'আত্মায় যোজনা'।[২]

আবার যোনিমুদ্রাবন্ধের[৩] সাহায্যে প্রাণায়াম করে এক হাজার আট জপ করলে মন্ত্রের দোষ শোধন হয়। প্রক্রিয়াটি এই—গুরু সিদ্ধাসনে বসে যোনিমুদ্রাবন্ধ করবেন।[৪] তার পর একমনা একদৃষ্টি হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা অপান ও প্রাণবায়ুর সংযোগ সাধন করে মূলাধারস্থিতা চিৎস্বরূপিণী পরমাত্মরূপিণী কুণ্ডলিনীতে জাতদোষ স্বীয় মন্ত্রের অবস্থান চিন্তা করবেন। তার পর মন্ত্রের অক্ষরগুলিকে একটি একটি করে ক্রমানুসারে সুষুম্নাপথে মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে উপনীত করবেন এবং সেখানকার চন্দ্রমণ্ডল থেকে ক্ষরিত অমৃতধারায় অক্ষরগুলিকে সিক্ত করে আবার অবরোহক্রমে আজ্ঞাচক্রাদির মধ্য দিয়ে মূলাধারে নিয়ে আসবেন আর মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস করে এক হাজার আট জপ করবেন। এ রকম করলে মন্ত্র শোধন হবে।[৫]

মন্ত্রশোধনের বিকল্প ব্যবস্থা—এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন। সকলের তা সাধ্যায়ত্ত নয়। সেইজন্য শাস্ত্রে মন্ত্রশোধনের বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ—এর যে-কোনো একটি বীজের দ্বারা পুটিত করে মূলমন্ত্র আট হাজার বার জপ করলেই মন্ত্রের দোষশান্তি হবে।[৬]

---

১ ইত্যাদিদোষদুষ্টাংস্তান্ মন্ত্রানাত্মনি যোজয়েৎ। শোধয়েদূর্দ্ধপবনো বদ্ধয়া যোনিমুদ্রয়া।—শা তি ২।১১১

২ কার্যং কারণাদনন্যদেবেতি যা ভাবনা সা আত্মনি যোজনা।—ঐ, রাঘবভট্টকৃত টীকা

৩ ছিন্না রুদ্ধাঃ কীলিতাঃ স্তম্ভিতা যে সুপ্তা মত্তা মূর্চ্ছিতা হীনবীর্যাঃ।
দগ্ধাস্ত্রস্তাঃ শত্রুপক্ষে স্থিতা যে বালা বৃদ্ধা গর্বিতা যৌবনেন।
যে নির্বীজা যে চ সত্ত্বেন হীনা খণ্ডীভূতাশ্চাঙ্গমন্ত্রৈর্বিহীনাঃ।
এতে মুদ্রাবন্ধনেনৈব যোজ্যা মন্ত্রাঃ সর্বে বীর্যবন্তো ভবন্তি।—দ্রঃ ঐ

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ২, পৃঃ ৯০

৫ অপানপ্রাণয়োঃ কুর্যাৎ সংঘট্টং চৈকদৃঙ্মনাঃ। মূলাধারে চিৎস্বরূপকুণ্ডল্যাং পরমাত্মনি।
জাতদোষং স্বস্ত মন্ত্রং চিন্তয়েৎ তত্র সদ্গুরুঃ। তস্য মন্ত্রস্যাক্ষরাণি ক্রমাদেকৈকশস্ততঃ।
সুষুম্নায়াস্তু মার্গেণ মূলাধারে প্রবেশয়েৎ। স্বাধিষ্ঠানে ততশ্চক্রে মণিপূরে হ্যনাহতে।
বিশুদ্ধে আজ্ঞাচক্রে চ ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা প্রবেশয়েৎ। এবং নীত্বা ব্রহ্মরন্ধ্রং তত্রত্যাৎ সোমমণ্ডলাৎ।
নির্গতামৃতসংসিক্তান্ মন্ত্রার্ণান্ সুবিভাবয়েৎ। পুনঃ সুষুম্নামার্গেণ আজ্ঞাচক্রেঽবতারয়েৎ।
বিশুদ্ধেঽনাহতে বাঽপি মণিপূরে চ চক্রকে। স্বাধিষ্ঠানে ততো ভেদান্মূলাধারে প্রবেশয়েৎ।
ততস্তন্মন্ত্রমৃষ্যাদিন্যাসপূর্বং জপেৎ পুনঃ। অষ্টোত্তরসহস্রং তু তেন শুদ্ধো ভবেন্মনুঃ।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ২, পৃঃ ৯০-৯১

৬ যোনিমুদ্রাং মহেশানি যদি কর্তুং ন শক্যতে। মায়য়া বা শ্রিয়া বাপি কামেন প্রণবেন বা।
সম্পুটং মূলমন্ত্রস্ত জপেদষ্টসহস্রকম্। তেনৈব চ সুসিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রসাধনমাচরেৎ।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১১, পরিঃ ১০, ব সং, পৃঃ ৭২

মন্ত্রচৈতন্য—দীক্ষার পূর্বে যেমন মন্ত্রের দশসংস্কারাদি করতে হয় তেমনি তার চৈতন্য-সম্পাদনও করতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করতে হয়। মন্ত্র দেবতা গুরু ও সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে একই চৈতন্য বিরাজমান। মন্ত্রে এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে; সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যেও তাই। প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষাদানের সময় তা শিষ্যচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন।[১] মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার এই তাৎপর্য।

তাই তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—মন্ত্ররূপী দেবতা দেবতারূপী গুরু গুরুরূপী আত্মা এবং আত্মরূপী মন্ত্র। একেই বলে উত্তম মন্ত্রচৈতন্য।[২]

মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ না হলে সে মন্ত্রে কোনো ফল হয় না। গন্ধর্বতন্ত্রে আছে—মন্ত্র চৈতন্য-সংযুক্ত হলে অর্থাৎ মন্ত্রের চৈতন্য প্রবুদ্ধ হলে সেই মন্ত্র সর্বসিদ্ধিকর হয়। চৈতন্যরহিত অর্থাৎ অপ্রবুদ্ধচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র। এরূপ মন্ত্রের লক্ষকোটি জপেও কোনো ফল হয় না।[৩]

মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার উপায়—তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করার বিভিন্ন উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে।[৪] যেমন, একটি উপায়[৫]— মূলমন্ত্রকে সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থ চিন্তা করে একশ আটবার জপ করতে হবে। ঐ সূর্যমণ্ডলে সনাতন শিবরূপী গুরু এবং ব্রহ্মরূপা সনাতনী শক্তির চিন্তা করতে হবে। এরূপ করলে মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়।

আরেকটি উপায়—ঈং বীজের দ্বারা পুটিত করে মূলমন্ত্র জপ করলে নিশ্চয়ই মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ হবে।[৬]

এখানে বলা আবশ্যক এ-সব উপায়ের তাৎপর্য সদ্‌গুরুমুখে জানতে হয়। শাস্ত্রগ্রন্থ দেখে ভিতরের কথা জানা যায় না।

---

১ P. T. Part II, 2nd Ed, Intro., P. 622

২ মন্ত্ররূপী ভবেদ্দেবো দেবরূপী গুরুর্ভবেৎ। গুরুরূপী ভবেদাত্মা আত্মরূপী মনুর্ভবেৎ।
ইতি তে কথিতং দেবি মন্ত্রচৈতন্যমুত্তমম্।—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৮

৩ মন্ত্রাশ্চৈতন্যসংযুক্তাঃ সর্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ। চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপাদপি।—গ ত ২৯।২৪-২৫

৪ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২২

৫ সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থং চিন্তয়েন্মূলমন্ত্রকম্। অষ্টোত্তরশতং জাপ্যং মূলবিদ্যাস্বরূপকম্।
গুরুং সঞ্চিন্তয়েত্তত্র শিবরূপং সনাতনম্। শক্তিঞ্চ চিন্তয়েত্তত্র ব্রহ্মরূপাং সনাতনীম্।

—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৬ ঈং বীজেনৈব পুটিতং মূলমন্ত্রং জপেদ্ যদি। তদৈব মন্ত্রচৈতন্যং ভবত্যেব সুনিশ্চিতম্।

—বরদাতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২২৩

দীক্ষার কালাদি নির্ণয়— মন্ত্রনিরূপণ এবং মন্ত্রের সংস্কারাদি ছাড়াও দীক্ষার আরও নানা বিধিব্যবস্থা আছে। যেমন দীক্ষা দেবার পূর্বে শাস্ত্রানুসারে দীক্ষার কাল বার তিথি নক্ষত্র লগ্ন প্রভৃতি নির্ধারণ করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন মাস তিথি ইত্যাদিতে দীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ফল তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। কালাদি সম্পর্কে বিধির মতো নানা নিষেধও আছে।[১]

তবে এ সম্পর্কে যামলে বড় উদার বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—লগ্নে হোক আর অলগ্নে হোক যে-কোনো তিথিতেই হোক গুরুর আজ্ঞানুসারে দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য। সব বার সব গ্রহ নক্ষত্র সব রাশি যেদিন গুরু প্রসন্ন হবেন সেদিন শুভাবহ হবে। যখনই দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হবে যদি গুরু অনুমতি করেন তা হলে তখনই নেওয়া চলবে।[২]

দীক্ষার স্থান—দীক্ষার পক্ষে প্রশস্ত স্থানের নির্দেশও তন্ত্রে আছে। যেমন তন্ত্রসারে আছে—তন্ত্রানুসারে দীক্ষার স্থান বলছি। গোশালা গুরুগৃহ দেবালয় কানন পুণ্যক্ষেত্র উদ্যান নদীতীর আমলকীতলা বেলতলা পর্বতশিখর গুহা এবং গঙ্গাতীর এই-সব স্থানে দীক্ষা কোটি-কোটিগুণ ফল প্রদান করে।[৩]

দীক্ষাপ্রয়োগ—তন্ত্রে ক্রিয়াবতী প্রভৃতি দীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগবিধি নির্দিষ্ট হয়েছে।[৪] সে-সবের বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায়। তবে দীক্ষা অনুষ্ঠানটি বড় গম্ভীর ও মনোজ্ঞ। এইটি দেখাবার জন্য ক্রিয়াবতী দীক্ষার আরম্ভ অংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল।

পুরশ্চর্যার্ণবে আছে[৫] দীক্ষানুষ্ঠানের প্রারম্ভে ভক্তিযুক্ত শিষ্য প্রথম দিনে ক্ষৌরকর্মাদি করে

---

১ দ্রঃ বৃহ ত সা ১০ ম সং, পরিঃ ১, পৃঃ ২০-২৫

২ লগ্নে বাপ্যথবালগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি। গুরোরাজ্ঞানুরূপেণ দীক্ষা কার্যা বিশেষতঃ।
সর্বে বারা গ্রহাঃ সর্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ। যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্বে (এব ?) শুভাবহাঃ।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।—দ্রঃ শা ত, উঃ ২

৩ অথ বক্ষ্যামি দীক্ষায়াঃ স্থানং তন্ত্রানুসারতঃ। গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে।
পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ। ধাত্রী-বিল্ব সমীপে চ পর্বতাগ্রে গুহাসু চ।
গঙ্গায়াস্তু তটে বাহপি কো৷টিকোটিগুণং ভবেৎ।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ২৬

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৫

৫ তত্রাদৌ ভক্তিযুক্তঃ শিষ্যঃ প্রথমদিনে ক্ষৌরাদিকং বিধায় শরীরশুদ্ধ্যর্থং তীর্থাদৌ স্নাত্বা গায়ত্রীসহস্রং প্রজপ্য হবিষ্যং সকৃদ্ভুক্ত্বা দ্বিতীয়দিনে কৃতোপবাসস্তৃতীয়দিবসে কৃতনিত্যক্রিয়ো বস্ত্রালঙ্কারাদিভির্দেহমলঙ্কৃত্য বিঘ্ন-নিবারণার্থং স্বগৃহে গণেশমভ্যর্চ্য পুণ্যাহং বাচয়িত্বা নান্দীশ্রাদ্ধং চ বিধায় যথোক্তবরণসম্ভারানাদায় পঞ্চবাদ্যপুরঃসরং গুরুগৃহং গচ্ছেৎ। তত্র চ হস্তৌ পাদৌ প্রক্ষাল্য কৃতাঞ্জলির্ভক্তিনম্রঃ ভগবন্ পরমাত্মরূপিন্ পরমকারুণিক শ্রীগুরো সকলপুরুষার্থসাধনমহামন্ত্রপ্রদানেন মামনুগৃহ্লীষ ইত্যুক্ত্বা গুরুং সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য তদাজ্ঞয়া প্রাঙ্মুখো উদঙ্মুখো বা আসনে উপবিশ্য কুশত্রয়তিলজলান্যাদায় স্বস্তিবাচনপূর্বকং সঙ্কল্পং কুর্যাৎ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩১৯

শরীরশুদ্ধির জন্য তীর্থাদিতে স্নান করবেন, সহস্র গায়ত্রীজপ করবেন এবং একবারমাত্র হবিষ্য আহার করবেন। দ্বিতীয় দিন উপবাস করে থাকবেন। তৃতীয় দিন নিত্য ক্রিয়া সমাপন করে বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা স্বদেহ ভূষিত করবেন, বিঘ্ন নিবারণের জন্য স্বগৃহে গণেশের পূজা করবেন, পুণ্যাহবাচন[১] করাবেন এবং নান্দীশ্রাদ্ধ করবেন। তার পর যথাবিহিত সম্ভার নিয়ে পঞ্চবাদ্যসহ গুরুগৃহে যাবেন। সেখানে হস্তপদ প্রক্ষালন করে ভক্তিনম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে গুরুদেবকে বলবেন— ভগবন্। পরমাত্মরূপী পরমকারুণিক শ্রীগুরু! সকল পুরুষার্থের সাধন মহামন্ত্র প্রদানের দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করুন। এই বলে সাষ্টাঙ্গে গুরুকে প্রণাম করবেন এবং গুরুর আজ্ঞা অনুসারে পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী হয়ে আসনে বসে কুশত্রয় তিল জল নিয়ে স্বস্তিবাচন করে সঙ্কল্প[২] করবেন। তারপরে যথাবিধি গুরু বরণ করবেন।

এরপর দীক্ষার বিস্তৃত অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ দেবতার পূজা। এই পূজারও বিশেষত্ব আছে। গুরু স্বীয় দেবতাকে শিষ্যদেহে সংক্রান্ত করেন এবং শিষ্য ও দেবতার ঐক্যভাবনা করে গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা পূজা করেন।[৩]

সমগ্র অনুষ্ঠানটির বিষয় চিন্তা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় শিষ্যের সুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা, শিষ্যের আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিষ্য ইষ্টমন্ত্ররূপ যে-পরম সম্পদ লাভ করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি তাঁর মনকে তার উপযোগী করে তোলে।

পূজান্তে গুরু দেবীর কাছে শিষ্যের জন্য বড় সুন্দর একটি প্রার্থনা করেন। বলেন— মাগো করুণানিলয়া সর্বসন্নিধিসংশ্রয়া শরণ্যা বৎসলা, এই শিশুটির প্রতি কৃপা কর। আণবপ্রমুখ পাশের দ্বারা শিশুটি বদ্ধ, ওগো দয়াময়ী, এ দীনের প্রতি করুণা কর। একে

---

১ পুণ্যাহবাচন—সাধক বলেন ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ অমুক কর্মণি (যে কর্মে প্রবৃত্ত তার নাম করতে হয়)—ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। এটি তিনবার পাঠ করতে হয়। যথাবিধি নিযুক্ত ব্রাহ্মণরা তিনবার বলেন ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহম্। ঠিক তেমনিভাবে সাধক বলেন ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্মণি—ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। আর ব্রাহ্মণরা বলেন—ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। তারপর সাধক বলেন—ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্মণি—ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ব্রাহ্মণরা বলেন—ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাং ওঁ ঋধ্যতাম্।—দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ২২-২৩। এই তিনে মিলে পুণ্যাহবাচন।

২ সঙ্কল্পমন্ত্র—ওঁ বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রোৎপন্নোঽমুকদেবশর্মা ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীমদমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩১৯

৩ দেবতামাত্মনঃ শিষ্যে সংক্রান্তাং দেশিকোত্তমঃ। পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরৈক্যং সম্ভাবয়ংস্তয়োঃ।

—শা তি ৫।১১০

ঐহিক ও পারত্রিক ভোগযুক্ত কর। সর্বাশ্রয়স্বরূপিণী মাগো, তুমি নিষ্কলা কিন্তু একে সকলা ভক্তি দাও।[১]

অনুষ্ঠানের শেষাংশে আছে মন্ত্রলাভের পর শিষ্য গুরুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হবেন এবং এই বলে স্তব করবেন—হে নাথ, হে ভগবান্, গুরুরূপী শিব, হে সর্বদেবময়, সর্বমন্ত্রময়, তোমাকে প্রণাম। হে নাথ, তোমার কৃপায় আমি ঘোর মৃত্যুপাশমুক্ত হয়েছি তোমার প্রসাদে আমি সর্বরকমে কৃতকৃত্য হয়েছি।[২]

গুরু তখন এই বলে শিষ্যকে উঠাবেন—বৎস, উঠ, তুমি মুক্ত। সম্যক্ আচারবান্ হও। সর্বদা কীর্তি শ্রী কান্তি মেধা আয়ু বল ও আরোগ্য তোমার অধিগত হোক।[৩]

পুরশ্চরণ—দীক্ষার পর মন্ত্রের পুরশ্চরণ অবশ্য কর্তব্য। তন্ত্রের অভিমত যে-মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয় নি তাকে বলা হয় মৃত। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কর্মই করতে পারে না পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তেমনি কোনো ফল দিতে পারে না।[৪]

শাস্ত্রমতে পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্রই সর্বার্থদায়ক হয়। নৃপাদির যেমন দ্রব্য আবশ্যক তেমনি সাধকের পুরশ্চরণ আবশ্যক। মন্ত্র পুরশ্চরণসম্পন্ন হলেই প্রয়োগার্হ হয়, অন্যথা হয় না।[৫]

তা ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করার জন্যও পুরশ্চরণ আবশ্যক। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—অশ্রদ্ধা নাস্তিক্য এবং পূর্বজন্মকৃত অশুভ এই তিনটি মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক। এই-সব প্রতিবন্ধক বিনাশ করার জন্য সাধককে যত্নপূর্বক পুরশ্চরণ করতে হবে।[৬]

---

১ কারুণ্যনিলয়ে দেবি সর্বসন্নিধিসংশ্রয়ে। শরণ্যে বৎসলে মাতঃ কৃপামস্মিন্ শিশৌ কুরু।
আণবপ্রমুখৈঃ পাশৈঃ পাশিতস্ত সুরেশ্বরি। দীনস্যাস্য দয়াধারে কুরু কারুণ্যমীশ্বরি।
ঐহিকামুষ্মিকৈর্ভোগৈরপি সংবধ্যতামসৌ। স্বভক্তিঃ সকলা চাস্মৈ দীয়তাং নিষ্কলাশ্রয়ে।
—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৮১-৩৮২

২ নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে। সর্বদেবস্বরূপায় সর্বমন্ত্রময়ায় চ।
ঘোরান্মৃত্যুমহাপাশান্মোচিতঃ কৃপয়া ত্বয়া। ত্বৎপ্রসাদাদহং নাথ কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্বতঃ।
—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৮৩

৩ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্তিশ্রীকান্তিমেধায়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে।—ঐ

৪ বিনা পুরস্ক্রিয়াং দেবি মন্ত্রো মৃত ইতীরিতঃ। জীবহীনো যথা দেহঃ সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।—শ স ত, সু খ, ৩।১৫৫-১৫৬

৫ পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ। যথা দ্রব্যং নৃপাদীনাং পুরশ্চর্যা তু মন্ত্রিণাম্।
পুরশ্চরণসম্পন্নঃ প্রয়োগার্হো ন চান্যথা।—ঐ ১৬।৪৫-৪৬

৬ অশ্রদ্ধা চৈব নাস্তিক্যং পূর্বজন্মকৃতাশুভম্। প্রতিবন্ধত্রয়ং দেবি মন্ত্রসিদ্ধৌ নিগদ্যতে।
যত্নাৎ পুরশ্চরেন্মন্ত্রী প্রতিবন্ধবিনাশনে।—গ ত ২৮।৭-৮

পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা—পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুতন্ত্র বলেছেন[১]—ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই পুরশ্চর্যা বা পুরশ্চরণকর্ম। বেদ থেকে আরম্ভ করে শাবর শাস্ত্র অর্থাৎ শাবরতন্ত্র পর্যন্ত পুরশ্চরণ কর্মের ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ— কিন্তু ক্রিয়াসারের মতে জপ হোম তর্পণ অভিষেক এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলা হয়।[২]

অবশ্য উক্ত পঞ্চাঙ্গ সম্বন্ধে সবতন্ত্র একমত নয়। তন্ত্রে তন্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রের মতে ত্রৈকালিকী পূজা নিত্য জপ এবং তর্পণ হোম আর ব্রাহ্মণভোজনকে পুরশ্চরণ বলা হয়।[৩]

আবার মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে জপ হোম তর্পণ মার্জন এবং বিপ্রভোজন এই পঞ্চাঙ্গ-কর্মরূপ উপাসনাকে কেউ কেউ পুরশ্চরণ বলেন।[৪]

তবে পঞ্চাঙ্গ-উপাসনা পুরশ্চরণ এটি পুরশ্চরণের সাধারণ সংজ্ঞা নয়। কেন না সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ হয় না। যে-সব মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ বিহিত, পুরশ্চরণের এই সংজ্ঞা তাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।[৫]

দশাঙ্গ পুরশ্চরণ—শাস্ত্রে দশাঙ্গ পুরশ্চরণেরও উল্লেখ আছে। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—জপ হোম তর্পণ অভিষেক অঘমর্ষণ সূর্যার্ঘ্য জলপান প্রণাম পূজা এবং ব্রাহ্মণভোজন পুরক্রিয়া বা পুরশ্চরণের এই দশাঙ্গ।[৬]

প্রকারভেদ—পুরশ্চরণের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। বাড়বানলীয়তন্ত্র মুণ্ডমালাতন্ত্র বিশ্বসারতন্ত্র প্রভৃতিতে বিভিন্ন প্রকার পুরশ্চরণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[৭]

---

১ ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং মন্ত্র উচ্যতে। তৎসিদ্ধয়ে পুরো যচ্চ চর্য্যতে তৎ প্রকীর্তিতম্।
পুরশ্চরণকর্মাখ্যং বেদাদৌ শাবরান্তকে।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৩

২ জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকৌ বিপ্রভোজনম্। পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে।
—ক্রিয়াসারবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৪৮

৩ পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।—কু ত, উঃ ১৫

৪ জপো হোমস্তর্পণং চ মার্জনং বিপ্রভোজনম্। পঞ্চাঙ্গকর্মরূপং তদাহুঃ কে চন তত্র তু।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু, চ. তঃ ৬, পৃঃ ৪১৪

৫ 'পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণামিষ্যতে' ইত্যাদি বচনং চ যেষাং মন্ত্রাণাং পঞ্চাঙ্গমেব পুরশ্চরণং তন্মন্ত্রপুরশ্চরণপরং ন তু মন্ত্রসামান্যপুরশ্চরণপরম্।—পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৮২

৬ অথবা জপহোমস্তর্পণঞ্চাভিষেকোঽপ্যঘমর্ষণম্। সূর্যার্ঘ্যং জলপানঞ্চ প্রণামশ্চৈব পূজনম্।
ব্রাহ্মণানাং ভোজনঞ্চ দশাঙ্গেয়ং পুরক্রিয়া।—কৌ নি, উঃ ১৫

৭ দ্রঃ পু চ, তঃ ৭

পশ্বাদিভাবভেদে পুরশ্চরণ ভিন্ন হয়ে যায়। পশুভাবের সাধকের পুরশ্চরণ আর বীরভাবের সাধকের পুরশ্চরণ এক নয়।[১]

পশুভাবের সাধকের পক্ষে সাধারণ বিধি—সাধক হবিষ্যাশী হয়ে দিনের বেলা পুরশ্চরণ করবেন।[২]

কিন্তু বীর সাধকের পক্ষে রাত্রে পুরশ্চরণ বিধি।[৩] মুণ্ডমালাতন্ত্রের মতে বীর সাধক রাত্রির প্রথম যাম অতীত হলে জপ আরম্ভ করে তৃতীয় প্রহর অবধি জপ করবেন; রাত্রিশেষে জপ করবেন না। তিনি সংযতজীবন যাপন করবেন এবং একভক্ত হবিষ্য ভক্ষণ করবেন।[৪]

পুরশ্চরণকারী সাধকমাত্রেরই রাত্রে হবিষ্য ভক্ষণ সাধারণ বিধি।[৫] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় হবিষ্য সম্পর্কে তন্ত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থা এক। তন্ত্রনিবন্ধে হবিষ্যবিষয়ক স্মৃতিবচনও উদ্ধার করা হয়েছে। পুরশ্চর্যার্ণবে উদ্ধৃত স্মৃতিবচনে আছে—সিদ্ধ-না-করা সাদা হৈমন্তিক ধানের চাল মুগ তিল যব কলাই কাঙ্গনী ধানের চাল উড়ি ধানের চাল বাস্তুশাক হেলেঞ্চাশাক ষষ্টিক ধানের চাল কালশাক কেমুক ছাড়া অন্য মূল করকচ লবণ সৈন্ধব লবণ গরুর দুধের দই গাওয়া ঘি মাখন-না-তোলা দুধ কাঁঠাল আম হরিতকী পিপুল জিরে নাগরঙ্গ অর্থাৎ কমলালেবু তেঁতুল কলা লবলী গুড় ভিন্ন অন্য ইক্ষুজাত দ্রব্য এবং অতৈলপক্ক দ্রব্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইগুলিকে হবিষ্যান্ন বলে থাকেন।[৬]

তন্ত্রেও অবশ্য হবিষ্যের তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে স্মৃতিবর্ণিত তালিকার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু নাই। যেমন যামলে আছে পুরশ্চরণে শাক ফল মূল কিংবা ছাতু অথবা শুধু দুধ হবিষ্য।[৭]

---

১ দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরি ৫; বীরপুরশ্চরণ—দ্রঃ পু চ তঃ ৭; বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬৩৬

২ লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।—কালী ত ২।৩

৩ অথ বীরপুরশ্চরণম্। অত্র রাত্রিরেব কালো ন দিবসঃ।—পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৮৪

৪ গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি। প্রজপ্তব্যং নিশায়াং তু রাত্রিশেষে জপেন্ন চ।
হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যমেকভক্তং সুসংযতঃ।—দ্রঃ ঐ

৫ নক্তং হবিষ্যং ভুঞ্জীত পুরশ্চরণকৃন্নরঃ।—দ্রঃ ঐ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪৪

৬ হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ। কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
ষষ্টিকা কালশাকং চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যং চ দধি সর্পিষাম্।
পয়োঽনুদ্ধৃতসারং চ পনসাম্রহরীতকী। পিপ্পলী জীরকং চৈব নাগরঙ্গকতিন্তিড়ী।
কদলীলবলীধাত্রীফলান্যগুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে।—পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪২৩-৪২৪

৭ শাকং মূলং ফলং ভক্ষ্যং হবিষ্যং শক্তবোঽথ বা। অথ বা ক্ষীরমাত্রং স্যাৎ পুরশ্চরণবৃত্তয়ে।
—যামলবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২৩

বীর সাধকের পুরশ্চরণের কথা হচ্ছিল। পূর্বোক্ত প্রকারের পুরশ্চরণ ভিন্ন অধিকারী বীর সাধকের পক্ষে পঞ্চমকার সহযোগে পুরশ্চরণের বিধানও তন্ত্রশাস্ত্রে আছে।[১]

যথাশাস্ত্র পুরশ্চরণ কঠিন ব্যাপার। এইজন্য কোনো কোনো তন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে কলিযুগে পুরশ্চরণের প্রয়োজন নাই। কালীবিলাসতন্ত্রে বলা হয়েছে— কলির মানুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, তাদের পক্ষে পুরশ্চরণ সম্ভবপর নয়। তার পরিবর্তে শিবপূজা করলেই সাধক সিদ্ধীশ্বর হতে পারবেন।[২]

পুরশ্চরণে জপপ্রাধান্য— লক্ষ্য করা গেছে পুরশ্চরণের সব কটি ব্যাখ্যাতেই প্রথমে জপের উল্লেখ করা হয়েছে। পুরশ্চরণের প্রধান অনুষ্ঠানই জপ। হোমাদি জপের অঙ্গ। এইজন্য কোনো কোনো তন্ত্রে জপকেই পুরশ্চরণ বলা হয়েছে। যেমন যামলে বলা হয়েছে সাঙ্গ জপই পুরশ্চরণ।[৩]

ক্রিয়াসারে আছে—সূর্যোদয় থেকে আবার সূর্যোদয় পর্যন্ত জপ করলে সেই জপ পুরশ্চরণ হবে।[৪]

মুণ্ডমালাতন্ত্রের মতে কৃষ্ণাষ্টমী থেকে আরম্ভ করে আবার কৃষ্ণাষ্টমী পর্যন্ত প্রতিদিন সহস্র জপ করলে পুরশ্চরণ হয়।[৫]

জপেই পুরশ্চরণ হয় এই ধরণের বচন তন্ত্রান্তর[৬] কালীতন্ত্র[৭] প্রভৃতি অন্যান্য তন্ত্রেও পাওয়া যায়।

জপসংখ্যা—বিভিন্ন মন্ত্রের পুরশ্চরণে বিভিন্ন সংখ্যা বিহিত। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বিধান

---

১ দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৮৯

২ কলৌ পুরশ্চরো নাস্তি ক্ষুধানিদ্রাতুরো যতঃ। শৃণু তত্র প্রবক্ষ্যামি রহস্যং শিবপূজনম্।
কৃত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতিমণ্ডলে।—কালীবিলাসতন্ত্র ৪।৬-৭

৩ সাঙ্গো জপো মহাদেবি পুরশ্চর্যেতি গীয়তে। তস্যামাচরিতায়াং চ মন্ত্র সিদ্ধ্যতি নান্যথা।
—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৫

৪ সূর্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্যোদয়ান্তরম্। তাবজ্জপ্তো মহেশানি পুরশ্চরণমিষ্যতে।
—ক্রিয়াসারবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ সং, পৃঃ ৪৮

৫ কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ। সহস্রসংখ্যে জপ্তে তু পুরশ্চরণমিষ্যতে।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৬৩

৬ অথবাঽন্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে। দিবা জপেৎ ষট্‌সহস্রং রাত্রাবপি তথৈব চ।
এবং ক্রমেণ দেবেশি সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।—দ্রঃ ঐ. পৃঃ ৫৬৭-৬৮

৭ অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
সূর্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্যোদয়ান্তরম্। তাবজ্জপ্ত্বা নিরাতঙ্কঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।—কালী ত ৭।৭-৯

দেওয়া হয়েছে—যে-মন্ত্রের পুরশ্চরণে যত সংখ্যক জপ বিহিত হয়েছে তত সংখ্যক জপ করতে হবে।[১]

সাধারণতঃ দেখা যায় পুরশ্চরণে জপের বিহিত সংখ্যা এক লক্ষ। তবে আরও অধিক-সংখ্যক জপের বিধানও আছে। বামকেশ্বরতন্ত্রে এক লক্ষ জপাত্মক পুরশ্চরণ থেকে আরম্ভ করে ক্রমে নয় লক্ষ জপাত্মক পুরশ্চরণের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন লক্ষসংখ্যক জপের বিভিন্ন ফল বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে এক লক্ষ জপ করলে সাধক মহাপাপমুক্ত হন। দুই লক্ষ জপ করলে দেবী ত্রিপুরা সাধকের সাত জন্মের পাপ নাশ করেন। তিনি লক্ষ জপের দ্বারা সাধক যন্ত্রাত্মক ও মন্ত্রাত্মক হয়ে যান এবং তাঁর সহস্র জন্মের পাপ নষ্ট হয়। চার লক্ষ জপ করলে সাধক মহাবাগীশ্বর হন। পাঁচ লক্ষ জপের দ্বারা দরিদ্রও সাক্ষাৎ কুবের হয়ে যান। ছয় লক্ষ জপ করলে মহাবিদ্যাধরেশ্বর হন। সাত লক্ষ জপ করলে যোগিনীদের একীকরণে সমর্থ হন। আট লক্ষ জপের দ্বারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এবং দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হন আর ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রের নয় লক্ষ জপ করলে সাধক সাক্ষাৎ রুদ্র হয়ে যান।[২] বামকেশ্বরতন্ত্রে ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্র জপের কথাই বলা হয়েছে। অন্য মন্ত্রেরও লক্ষাধিক জপের বিধান আছে।[৩]

এই-সব শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য যথাবিহিত জপের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই সাধকের মন্ত্রে তন্ময়তা হবে এবং তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হবে এবং এইভাবে অগ্রসর হতে থাকলে এমন এক সময় আসবে যখন তিনি আপন শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

জপের হোমাদি—ক্রিয়াসংগ্রহে বিধান দেওয়া হয়েছে জপসংখ্যা পূর্ণ হলে যথাশাস্ত্র সংস্কৃত অগ্নিতে শাস্ত্রোক্ত দ্রব্যের দ্বারা জপসংখ্যার দশাংশ হোম করতে হবে।[৪]

---

১ যাবদ্ যস্মিন্ জপঃ প্রোক্তো মন্ত্রং তাবজ্জপেৎ পুরঃ।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৪

২ লক্ষমেকং জপেদ্দেবি মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি।
নাশয়েৎ ত্রিপুরাদেবী সাধকস্য ন সংশয়ঃ। জপ্ত্বা লক্ষত্রয়ং মন্ত্রী যন্ত্রিতো মন্ত্রবিগ্রহঃ।
পাতকং নাশয়েদাশু যদি জন্মসহস্রগম্। জপ্ত্বা বিদ্যাং চতুর্লক্ষং মহাবাগীশ্বরো ভবেৎ।
পঞ্চলক্ষাদ্দরিদ্রোঽপি সাক্ষাদ্বৈশ্রবণো ভবেৎ। জপ্ত্বা ষড়্লক্ষমেতস্যা মহাবিদ্যাধরেশ্বরঃ।
জপ্ত্বৈব সপ্তলক্ষাণি খেচরীমেলকো ভবেৎ। অষ্টলক্ষপ্রমাণং চ জপ্ত্বা বিদ্যাং মহেশ্বরি।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশো জায়তে দেবপূজিতঃ। নবলক্ষপ্রমাণং তু জপ্ত্বা ত্রিপুরসুন্দরীম্।
বিধিবজ্জায়তে মন্ত্রী রুদ্রমূর্তিরিবাপরঃ।—বা নি ৫।১০-১৬

৩ দ্রঃ শা তি ৭।৯০ ; ৮।৩৯ ; ৯।১৫ ; ১০।৪৬ ; ১০।৭২ ; ১০।৯৩ ; ১০।১১৬ ; ১১।৬ ; ১১।৩৮ ; ১১।৪৭ ; ১২।৩২ ; ১৩।৩৮ ; ১৪।৭২ ; ১৫।৪২ ; ১৫।৮৫ ইত্যাদি

৪ পূর্ণায়াং জপসংখ্যায়াং বিধিবৎ সংস্কৃতানলে। তৈস্তৈঃ কল্পোদিতৈর্দ্রব্যৈর্দশাংশং হবনং চরেৎ।
—ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪৫

তার পরের বিধান— হোমসংখ্যার দশাংশের দ্বারা তর্পণ করতে হবে, তর্পণসংখ্যার দশাংশের দ্বারা অভিষেক এবং অভিষেকসংখ্যার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে।[১]

অঙ্গহীন হলে ব্যবস্থা—পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ কঠিন ব্যাপার। আরম্ভ করে যদি কেউ কোনো অনিবার্য কারণবশতঃ কোনো বিশেষ অঙ্গের অনুষ্ঠান করতে না পারেন তা হলে সেই অঙ্গহানির প্রতিকারও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে যে-অঙ্গের হানি হয় সেই অঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট জপসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক জপ অশক্ত ব্যক্তি ভক্তি সহকারে করবেন, তা হলেই সেই অঙ্গ সিদ্ধ হবে।[২]

অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যেমন সনৎকুমার তন্ত্রে বলা হয়েছে—যে যে অঙ্গের হানি হবে সেই সেই অঙ্গের নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ জপ করতে হবে। কিন্তু হোমের অভাবে হোমসংখ্যার চতুর্গুণ জপ করতে হবে।[৩]

পুরশ্চরণের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়। পুরশ্চরণে এই জপপ্রাধান্য থেকে এই ব্যাপারের রহস্য বোঝা যায়। পুরশ্চরণ-জপের সময় সাধককে গুরু দেবতা মন্ত্র ও নিজের আত্মা এক এই ভাবনা করতে হয়।[৪] এমনি ভাবনাসহ জপ করতে করতে সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রে তল্লীন হয়ে যায়। তখন তাঁর চৈতন্য মন্ত্রে সংক্রমিত হয়ে মন্ত্রচৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করে।[৫]

পুরশ্চরণের নিয়মাদি—পুরশ্চরণের বিস্তৃত নিয়ম আছে। যথাবিহিত সেই-সব নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠান না করলে পুরশ্চরণ ব্যর্থ হয়। তান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্রই যথাশাস্ত্র নিয়ম অনুসারে করতে হয়, নৈলে সে-ক্রিয়া সফল হয় না। কুলার্ণবতন্ত্র বলেন যে-ব্যক্তি নিয়ম ব্যতিরেকে যে যে কর্ম করবে তার সেই সেই কর্ম অক্রমদোষের জন্য সফল হবে না।[৬]

পুরশ্চরণের একটি সাধারণ বিধি ন্যাসধ্যানাদিসহ পূজা অবশ্যই করতে হবে। পূজা ছাড়া জপ করতে নেই।[৭]

---

১ হোমস্তু তদ্দশাংশেন তর্পণং তদনন্তরম্। তর্পণস্তু দশাংশেন অভিষেকং ততঃ পরম্।
অভিষেকদশাংশৈকং কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।—নি ত, পৃঃ ৩।

২ যদ্ যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। কর্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ।
—বশিষ্ঠসংহিতাবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৪৫

৩ যদ্ যদঙ্গং ভবেদ্ ব্যঙ্গং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। হোমাভাবে জপঃ কার্যো হোমসংখ্যাচতুর্গুণঃ।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪৫

৪ গুরুদেবাত্মমন্ত্রাণামৈকভাবেন চিন্তনম্।—পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৫

৫ P. T., Part II, 2nd Ed., p. 649

৬ নিয়মব্যতিরেকেণ যদ্যৎ কর্ম করোতি যঃ। কিং চিদপ্যস্তু ন ফলং সিদ্ধ্যত্যক্রমদোষতঃ।
—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৩

৭ সম্পূজ্যৈবং জপং কুর্যান্ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।—পুরশ্চরণচন্দ্রিকাবচন, দ্রঃ ঐ

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়। যেমন মুণ্ডমালাতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—সাধক যদি দ্রব্যাভাবে পূজাদি করতে না পারেন তা হলে কেবলমাত্র জপের দ্বারাই পুরশ্চরণ করবেন।[১]

বীরতন্ত্র সাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ বিধান দিয়েছেন। যথা—স্ত্রীলোকের ন্যাস ধ্যান ও পূজার প্রয়োজন নাই। শুধু জপের দ্বারাই তাদের মন্ত্রসিদ্ধি হবে।[২]

সাধারণ বিধিনিষেধ—পুরশ্চরণকারী সাধকের কতকগুলি সাধারণ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। এই-সব বিধিনিষেধের সারতত্ত্ব সংযম। সব সাধনারই গোড়ার কথা সংযম।

বিধি—পুরশ্চরণকারীকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করতে হবে। নৈলে ভোজনের দোষে সিদ্ধিহানি ঘটতে পারে।[৩] আহারসংযম না হলে চিত্তসংযম দুর্ঘট। আর চিত্তসংযম পুরশ্চরণে অত্যাবশ্যক। তন্ত্রান্তরে জপসিদ্ধির সহায়করূপে সর্বাগ্রে নাম করা হয়েছে মনঃসংহরণের বা চিত্তসংযমের। উক্ত তন্ত্রের মতে মনঃসংহরণ শৌচ মৌন মন্ত্রার্থচিন্তন অব্যয়ত্ব এবং সন্তোষ জপসম্পত্তিকারক।[৪]

গৌতমীয়তন্ত্রে পুরশ্চরণকারী সাধকের দ্বাদশ ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এগুলিকে দ্বাদশ বিধি বলা যায়। উক্ত তন্ত্রে আছে—ভূশয্যা ব্রহ্মচর্য মৌন অনসূয়তা নিত্য ত্রিসন্ধ্যা-স্নান ক্ষুদ্রকর্মবর্জন নিত্য পূজা নিত্য দান দেবতার স্তুতি-কীর্তন নৈমিত্তিক পূজা গুরু ও দেবতার প্রতি বিশ্বাস এবং জপনিষ্ঠা এই দ্বাদশ ধর্ম মন্ত্রসিদ্ধিদায়ক।[৫]

সিদ্ধান্তসারে আরও সংক্ষেপে বলা হয়েছে— জিতেন্দ্রিয় ভক্তিযুক্ত প্রসন্নধী ভূমিশায়ী ব্রহ্মচারী রাত্রিতে ভোজনকারী সাধক মন্ত্র জপ করবেন।[৬] এই ধরণের বিধি অন্যান্য তন্ত্রেও আছে।

---

১ যদি পূজাদ্যশক্তঃ স্যাদ্ দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি। কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্যা বিধীয়তে।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪৬৪

২ ন ন্যাসো যোষিতাং চাত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনম্।
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাম্।—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৩ পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিচারয়েৎ। অন্যথা ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।—গৌ ত, অঃ ১৪

৪ মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্। অব্যয়ত্বমনির্বেদো জপসম্পত্তিকারকম্।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৫

৫ ভূশয্যাং ব্রহ্মচারিত্বং মৌনমাপ্যনসূয়তাম্। নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্মবিবর্জিতম্।
নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিকীর্তনম্। নৈমিত্তিকার্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ।
জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্মাঃ স্যুর্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ।—গৌ ত, অঃ ১৪

৬ বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামো ভক্তিযুক্তঃ প্রসন্নধীঃ। অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী নিশাশী প্রজপেন্মনুম্।
—সিদ্ধান্তসারবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৬

নিষেধ—বিধির মতো এ সম্পর্কে নিষেধও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। মেরুতন্ত্রের মতে লোভ ক্রোধ মাৎসর্য কাম দ্বেষ তাড়ন দম্ভ উচাটন অভ্যঙ্গ অপ্রিয় কথা মিথ্যা কথা গীত বাদ্য মধু বহেড়া ও করঞ্জা গাছের ছায়া মাংস প্রতিগ্রহ মাল্য তাম্বূল এবং পাপীর সঙ্গে বাক্যালাপ এইগুলি পুরশ্চরণকারী সাধক বর্জন করবেন।[১]

সিদ্ধান্তসারে আছে—সাধক জপকালে আলস্য জৃম্ভন নিদ্রা ক্ষুৎ নিষ্ঠীবন ভয় নীচের সংস্পর্শ এবং ক্রোধ বর্জ্জন করবেন।[২]

এই ধরণের নিষেধের উল্লেখ কুলার্ণবতন্ত্র, গন্ধর্বতন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য তন্ত্রেও আছে।

পুরশ্চরণ যে বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র নয় এবং যান্ত্রিকভাবে জপমাত্র নয়, তা এই-সব বিধি-নিষেধের পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

গ্রহণ-পুরশ্চরণ— পুরশ্চরণের বিস্তৃত আনুষ্ঠানিক বিধানও আছে। তবে গ্রহণের সময়ে পুরশ্চরণ-অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। তন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় সাধক উপবাসী থেকে শুচিশুদ্ধ হয়ে সমুদ্রগামী নদীতে নাভী পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্পর্শ থেকে বিমুক্তি পর্যন্ত অনন্যমনা হয়ে জপ করবেন। তার পর হোমাদির অনুষ্ঠান করবেন এবং তার পর ব্রাহ্মণভোজন করাবেন। সচরাচর যে-বিস্তৃত পুরশ্চরণ অনুষ্ঠান হয় এটি তার তুল্য।[৩]

যেখানে নদীতে কুমীর প্রভৃতি আছে সেখানকার বিধি—সাধক শুদ্ধ জলে স্নান করে পবিত্র স্থানে সমাহিত হয়ে বসে একমনে গ্রাস থেকে মুক্তি পর্যন্ত জপ করবেন।[৪]

যেখানে নদী নাই সেখানকার জন্যও এই ব্যবস্থা। সাধক পবিত্র জলে স্নান করে শুচি হয়ে অভুক্ত অবস্থায় গ্রহণের আদি থেকে মুক্তি পর্যন্ত সমাহিতচিত্তে মন্ত্র জপ করবেন।[৫]

---

১ লোভং ক্রোধং চ মাৎসর্যং কামং দ্বেষং চ তাড়নম্। দম্ভমুচ্চাটনাভ্যঙ্গাপ্রিয়মিথ্যাবচস্তথা।
গীতং বাদ্যং মধু ছায়াং বিভীতককরঞ্জয়োঃ। মাংসং প্রতিগ্রহং মাল্যং তাম্বূলং পাপিভাষণম্।
এতানি বর্জ্জয়েদ্ বিদ্বান্‌…… ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৬

২ আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্। নীচসংস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ।
—সিদ্ধান্তসারবচন, দ্রঃ ঐ

৩ গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ। নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রে জলে স্থিতঃ।
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্যন্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। তাবৎকালং জপিত্বৈথং ততো হোমাদিকং চরেৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পুরশ্চর্যাসমং ত্বিদম্।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৭৮

৪ অপি শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ। গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪৬

৫ যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্বমুপোষিতঃ। গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।—ঐ, পৃঃ ৪৭

শাস্ত্র সব রকমের সাধককে সহায়তা করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ। যারা উপবাস করতে পারেন না তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। তাঁরা পূর্বোক্ত আকারে স্নানাদি করে জপ করবেন এবং গ্রহণ-কালের মধ্যেই জপের দশাংশ হোম, তার দশাংশ তর্পণ, তার দশাংশ অভিষেক ও তার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাবেন।[১]

শাস্ত্রে এ সম্পর্কে আরও নানাবিধ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে।[২] তবে সার কথা, গ্রহণের সময়ের পুরশ্চরণ অন্য সময়ের পুরশ্চরণের তুলনায় সংক্ষিপ্ত।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে বলা হয়েছে—গ্রহণ শিবশক্তির সমাযোগ। শিবশক্তির সমাযোগ বলে এইকাল ব্রহ্মময়।[৩] এই জন্যই এই সময়ে বিশেষ করে পুরশ্চরণাদির ব্যবস্থা হয়েছে।

বলা বাহুল্য এ-সব বিশ্বাসের কথা। কেন না জ্ঞানের বিচারে সব কালই ব্রহ্মময়, শিবশক্তি নিত্যযুক্ত।

তবে সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের গুরুত্ব খুব বেশী। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। স্থানকালাদি সম্পর্কে অনুকূল সংস্কার ও বিশ্বাস যে চিত্তস্থৈর্যের বিশেষ সহায়ক হয় এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

পুরশ্চরণের কাল—গ্রহণের সময় পুরশ্চরণের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পুরশ্চরণ-অনুষ্ঠানের অন্য সময়ও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। কোনো কোনো তন্ত্রের মতে দীক্ষার সময়ই পুরশ্চরণ বিহিত।[৪] আবার কোনো কোনো তন্ত্রের অভিমত—গুরুর আজ্ঞানুসারে বিশেষ শুভ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করে যথাবিধি সমাপ্ত করতে হবে।[৫]

কোথাও কোথাও শক্তিমন্ত্রের পুরশ্চরণে শিশির বসন্ত ও শরৎ এই তিন ঋতুকে উত্তম বলা হয়েছে।[৬] কার্তিক মাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই মাস সমস্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণের পক্ষে প্রশস্ত।[৭]

---

১ অথবান্যপ্রকারেণ পৌরশ্চারণিকো বিধিঃ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা প্রযতমানসঃ।
স্পর্শনাদি বিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। জপাদ্দশাংশতো হোমং তথা হোমাত্তু তর্পণম্।
তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ। অভিষেকদশাংশেন কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪৭

২ পু চ, তঃ ৭

৩ শিবশক্ত্যোঃ সমাযোগো গ্রহণং পরমেশ্বরি। শিবশক্তিসমাযোগঃ কালং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে।—মাতৃ ত ৬।১৩-১৪

৪ যস্মিন্ কালে ভবেদ্দীক্ষা তস্মিন্ কালে ভবেদিদম্।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৭

৫ গুরোরনুজ্ঞাং সংপ্রাপ্য বিশেষেণ শুভে দিনে। সমারভ্য পুরশ্চর্যাং বিধিপূর্বং সমাপয়েৎ।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৭

৬ শিশিরশ্চ বসন্তশ্চ শরৎকাল ইতি ত্রয়ঃ। উত্তমা ঋতবো দেব্যাঃ পুরশ্চরণকর্মণি।—পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৮

৭ সর্বেষামপি মন্ত্রাণাং কুর্যাদূর্জে পুরস্ক্রিয়াম্।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪১৯

আবার মহাচীনাচারাদি ক্রম অনুসারে পুরশ্চরণের পক্ষে সব সময়ই শুভ, অশুভ কিছু নাই।[১] পুরশ্চরণের কাল সম্বন্ধে এই ধরণের আরও সব বিধিনিষেধ আছে।[২] গুরু এই-সব বিচার করে পুরশ্চরণের কাল নির্দ্ধারণ করে দেন।

পুরশ্চরণ স্থান—পুরশ্চরণের কালের মতো স্থানও বিভিন্ন তন্ত্রে[৩] নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন শারদাতিলকে বলা হয়েছে—পুণ্যক্ষেত্র পুণ্য নদীর তীর গুহ্য পর্বতশিখর তীর্থস্থান সাগরসঙ্গম পাবন বন পূত উদ্যান বিল্বমূল গিরিতট দেবালয় সমুদ্রকূল এবং সাধকের নিজ গৃহ এই-সব স্থান সাধনের পক্ষে অর্থাৎ পুরশ্চরণজপের পক্ষে প্রশস্ত।[৪]

আবার দেবতাভেদেও পুরশ্চরণের বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।[৫] শক্তিমন্ত্রের পুরশ্চরণের পক্ষে শাক্ত পীঠাদি বিশেষ উপযোগী।

শাস্ত্রে পুরশ্চরণস্থান সম্বন্ধে যেমন বিধি আছে তেমনি নিষেধও আছে। মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে[৬]—জীর্ণ দেবালয় জীর্ণ উদ্যান জীর্ণ গৃহ জীর্ণ বৃক্ষতল যে নদী সমুদ্রগামিনী নয় তার তীর অদ্রিকূট গর্তবহুল স্থান এই-সব পুরশ্চরণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

যামলের অভিমত রাজা মন্ত্রী রাজপুরুষ প্রভাবশালী ব্যক্তি এঁরা যে-পথে যাতায়াত করেন তত্ত্ববিদ্ সাধক তার কাছে কোথাও পুরশ্চরণাদির জন্য স্থান নির্বাচন করবেন না।[৭] মোটকথা যেখানে সহজে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা এমন কোনো স্থানে পুরশ্চরণ করা নিষিদ্ধ।

দ্রব্যগুণ যেমন আছে তেমনি স্থানগুণও আছে। স্থানমাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এমন স্থান আছে যেখানে জপে বসলে মন সহজে স্থির হয়ে আসে, পারমার্থিক চিন্তাস্রোত বইতে থাকে, সাধক অনায়াসে তন্ময় হয়ে যেতে পারেন। শাস্ত্রে পুরশ্চরণের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দেশের এই তাৎপর্য। কতকাল ধরে কত সাধক শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থানে সাধনা

---

১ সর্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে ক্বচিৎ।—সারসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৯

২ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪১৬-৪২০

৩ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২০-৪২৩

৪ পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্বতমস্তকম্। তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমাঃ পাবনং বনম্।
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্।
সাধনেষু প্রশস্তস্তে স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।—শা তি ২।১৩৮-১৩৯

৫ দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৬২১-৬২২

৬ জীর্ণদেবালয়োদ্যানগৃহবৃক্ষতলেষু চ। নদীকূলাদ্রিকূটেষু ভূচ্ছিদ্রাদিষু ন বসেৎ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪২৩

৭ রাজানঃ সচিবা রাজপুরুষাঃ প্রভবো জনাঃ। চরন্তি যেন মার্গেণ ন বসেৎ তত্র তত্ত্ববিৎ।—যামলবচন, দ্রঃ ঐ

করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকের মনে এমনি সংস্কার থাকে। আর এই সংস্কার সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রতিনিধির দ্বারা পুরশ্চরণ—সাধকের স্বয়ং পুরশ্চরণ করাই বিধি। তবে অপারগ হলে তিনি প্রতিনিধির দ্বারা পুরশ্চরণ করাতে পারেন। যোগিনীহৃদয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সাধকের পক্ষে প্রথম ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং পুরশ্চরণ করবেন, অক্ষম হলে গুরুকে দিয়ে পুরশ্চরণ করাবেন। গুরুর অভাবে সর্বপ্রাণীর হিতে রত স্নিগ্ধ বন্ধুভাবাপন্ন শাস্ত্রবিদ্ নানা-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের দ্বারা পুরশ্চরণ করাবেন। অথবা সদ্গুণসম্পন্না পুত্রবতী স্ত্রীলোককে পুরশ্চরণকর্মে নিয়োজিত করবেন।[১]

একাধিক পুরশ্চরণ—পুরশ্চরণের চরম লক্ষ মন্ত্রসিদ্ধি। যদি একবার পুরশ্চরণে মন্ত্রসিদ্ধি না হয় তা হলে দুবার বা তিনবার পুরশ্চরণ করা বিধি।[২] যদি দুতিন বারেও মন্ত্রসিদ্ধি না হয় তা হলে বিধান—অনুলোম-বিলোম-ক্রমে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করে প্রত্যহ এক শত জপ করতে হবে। এক মাস এই রকম জপ করে হোমাদি করলে এবং পুরশ্চরণ সম্পর্কিত দৈনিক কৃত্যগুলি করে গেলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে।[৩]

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ—কোনো সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে কিনা তা লক্ষণ দেখে বুঝা যায়। বিভিন্ন তন্ত্রে সে-সব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন ভৈরবীতন্ত্রে আছে— যে-সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে তিনি সর্বত্র জ্যোতি দেখেন অথবা জ্যোতির্ময় শরীর দেখেন। তিনি নিজের শরীরকে জ্যোতির্ময় বা দেবতাময় দেখেন।[৪]

মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে—অল্পভোজন অল্পনিদ্রা সর্বদা চিত্তের প্রসন্নতা প্রকাশযুক্ত শরীর এবং সত্য বাক্য এই সব মন্ত্রসিদ্ধের লক্ষণ।

আরও বলা হয়েছে মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি সিদ্ধবাক্ সিদ্ধমনোরথ দাতা ভোক্তা এবং অযাচক হন।[৫]

---

১ তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্ বুধঃ। গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্বপ্রাণিহিতে রতম্॥ স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতম্। স্ত্রিয়ং বা সদ্গুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ॥
—যোগিনীহৃদয়বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৩-৪১৪

২ কর্মণা প্রবলেনৈব প্রতিবন্ধাবিরোধিনা। যদি সিদ্ধিং ন লভতে দ্বিস্ত্রির্বা পুনরাচরেৎ।
—ফেৎকারিণীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, তঃ ৭, পৃঃ ৫৫৮

৩ অনুলোমবিলোমেন বিন্দুবন্মাতৃকাক্ষরৈঃ। জপেৎ সম্পুটিতং মন্ত্রং প্রত্যহং শতসংখ্যয়া। একমাসং ততো হোমাদিকাৎ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ। পুরশ্চর্যোক্তমখিলমাহ্নিকং চ সমাচরেৎ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৫৯

৪ জ্যোতিঃ পশ্যতি সর্বত্র শরীরং বা প্রকাশযুক্। নিজং শরীরমথ বা দেবতাময়মেব হি॥
—ভৈরবীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৫৭

৫ অল্পাশনং স্বল্পনিদ্রা সদা চিত্তপ্রসন্নতা। প্রকাশযুক্ শরীরং চ বাক্যং সত্যং প্রজায়তে॥ তথা—বাঙ্মনোরথসংসিদ্ধো দাতা ভোক্তা অযাচকঃ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৫৮

অভিষেক—পুরশ্চরণের মতো অভিষেক শাক্ত সাধকের অবশ্য করণীয়। এই অভিষেক মন্ত্রের দশ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার অভিষেক বা পুরশ্চরণের অঙ্গ অভিষেক থেকে পৃথক্। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক বিধি। দীক্ষার পরেই অভিষেক হয়।[১] তবে পূর্বেও হতে পারে।[২] দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে-অভিষেক হয় তাকে বলে শাক্তাভিষেক।

তন্ত্রমতে অভিষেক দ্বিবিধ—শাক্তাভিষেক আর পূর্ণাভিষেক।[৩]

অভিষেক-অনুষ্ঠানের নানা রকম বিধিব্যবস্থা আছে।[৪] গুরু মন্ত্রপূত জল শিষ্যের মস্তকে যথাশাস্ত্র সিঞ্চন করেন। এইটি অভিষেকের প্রধান বাহ্য অনুষ্ঠান।[৫]

নিরুত্তরতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—বৈষ্ণব গাণপত্য সৌর শৈব এবং কুলভূষণ শাক্ত এঁদের অভিষেক করতে হবে।[৬]

কৌলমার্গের সাধক সম্বন্ধে বলা হয়েছে অভিষেক ব্যতীত তিনি যদি কুলকর্ম করেন তা হলে তাঁর পূজাদি কর্ম অভিচার হয়ে যাবে।[৭]

অভিষেকমন্ত্র— অভিষেকমন্ত্রটি প্রকাণ্ড।[৮] সেই মন্ত্রে রাজরাজেশ্বরী প্রমুখ দেবীদের, ইন্দ্র প্রমুখ দিক্‌পালদের, বৎসর মাস পক্ষ তিথি বার রাহু কেতু এই-সবের, গ্রহনক্ষত্রের, অসিতাঙ্গপ্রমুখ ভৈরবদের, দ্রাবিনীপুত্রিকাপ্রমুখদের, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর সদাশিব এঁদের, পুরুষ এবং প্রকৃতি ও তার ষোড়শ বিকারের, আত্মা-পরাত্মা-জ্ঞানাত্মা-ধ্যানাত্মা-পরমাত্মার, ওঁ হুঁ প্রভৃতি বীজের নাম করে বলা হয়েছে মন্ত্রপূত বারিদ্বারা এঁরা তোমাকে (শিষ্যকে) অভিষিঞ্চিত করুন।[৯]

মন্ত্রের শেষাংশে আছে প্রেতকুষ্মাণ্ড রাক্ষস দানব পিশাচ গুহ্যক ভূত এরা সব অভিষেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। অলক্ষ্মী কালকর্ণী মহাপাপসমূহ ওঁ-বীজের দ্বারা

১ প্রবিশ্য বিধিবদ্দীক্ষামভিষেকাবসানিকাম্। শ্রুত্বা তন্ত্রং গুরোর্লব্ধং সাধয়েদীপ্সিতং মনুম্।
—নারায়ণীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ শা তি ৪।১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

২ দক্ষিণৈবা তু মন্ত্রগ্রহণানন্তরং যদি অভিষেকঃ ক্রিয়তে তদা কর্তব্যা। অভিষেকানন্তরং চেৎ মন্ত্রগ্রহণং তদা তদ্দক্ষিণয়ৈবাঙ্গীভূতাভিষেকাদিদক্ষিণা সিদ্ধা ইতি।—প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৫, ব সং, পৃঃ ১৪২

৩ অভিষেকস্তু দ্বিবিধঃ শাক্তশ্চ পূর্ণ এব চ।—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৩৯

৪ দ্রঃ প্রা তো, ঐ, পৃঃ ১৪০; পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯৭-৪১১

৫ এবং সংসিচ্য শিষ্যং তু পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ।—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৪০৮

৬ বৈষ্ণবো গাণপত্যশ্চ সৌরঃ শৈব কুলেশ্বরি। অভিষেকং প্রকুর্বীত শাক্তশ্চ কুলভূষণঃ।—নিরু ত, পঃ ৭

৭ অভিষেকং বিনা দেবি কুলকর্ম করোতি যঃ। তস্য পূজাদিকং কর্ম চাভিচারায় কল্পতে।—ঐ

৮ দ্রঃ পু চ, ত ৫, পৃঃ ৪০৪-৪০৮; প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ৫, ব সং, পৃঃ ১৪০-১৪২

৯ অভিষিঞ্চন্তু সততং মন্ত্রপূতেন বারিণা।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৪০৫

তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। রোগ শোক দারিদ্র্য দৌর্বল্য ও চিত্তবিকার ঐঁ-বীজের দ্বারা তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। লোকানুরাগহানি দুর্ভাগ্য এবং দুর্যশ ক্লীঁ-বীজের দ্বারা তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। তেজোহ্রাস-শক্তিহ্রাস এবং বুদ্ধিহ্রাস হ্রীঁ-বীজের দ্বারা তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হোক। বিষসমূহ ডাকিনীগণ ভয়সমূহ ঘোর অভিচারসমূহ ক্রুর গ্রহসমূহ ও সর্পসমূহ ক্রীঁ-বীজের দ্বারা তাড়িত হয়ে অভিষেকের দ্বারা বিনষ্ট হোক, অভিষেকের দ্বারা শাক্তদের সমস্ত বিপদ্ বিনষ্ট হোক, সম্পদ্ সুস্থির হোক এবং মনোরথ পূর্ণ হোক।[১]

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে অভিষেক করা হলেই সকলের মন্ত্রতন্ত্র-সিদ্ধি হয়।[২] কেমন করে হয়, তা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। তবে অভিষেকমন্ত্রটির চিন্তা করলে মনে হয় অনুকূল ও প্রতিকূল বহু অদৃশ্য শক্তির সহায়তা সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে আবশ্যক। অভিষেকমন্ত্রের অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা এই সহায়তা লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেক—কৃতশাক্তাভিষেক সাধক সাধনায় অগ্রসর হলে তাঁর পূর্ণাভিষেক হয়। পূর্ণাভিষিক্ত হলেই সাধকের ক্রমদীক্ষা প্রভৃতি আত্মোৎকর্ষকারী সমস্ত কর্মে অধিকার হয়।[৩]

আবশ্যকতা—তন্ত্রে পূর্ণাভিষেকের আবশ্যকতা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন সারসংগ্রহে আছে—পূর্ণাভিষেক না হলে সাধক পূর্ণবোধতা প্রাপ্ত হন না, আচার্য হতে পারেন না এবং সদ্গতি লাভ করেন না। অতএব গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করে পূর্ণাভিষিক্ত করবেন।[৪]

---

১ নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডা রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। পিশাচা গুহ্যকা ভূতা অভিষেকেণ তাড়িতাঃ।
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ পাপানি সুমহান্তি চ। নশ্যন্তু চাভিষেকেণ তারবীজেন তাড়িতাঃ।
রোগাঃ শোকাশ্চ দারিদ্র্যং দৌর্বল্যং চিত্তবিক্রিয়া। নশ্যন্তু চাভিষেকেণ বাগ্‌বীজেনৈব তাড়িতাঃ।
লোকানুরাগত্যাগাশ্চ দৌর্ভাগ্যমপি দুর্যশঃ। নশ্যন্তু চাভিষেকেণ মন্মথেনৈব তাড়িতাঃ।
তেজোহ্রাসঃ শক্তিহ্রাসো বুদ্ধিহ্রাসস্তথৈব চ। নশ্যন্তু চাভিষেকেণ শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ।
বিষাণি চ মহারোগা ডাকিন্যো ভীতয়স্তথা। ঘোরাভিচারাঃ ক্রূরাশ্চ গ্রহা নাগাস্তথৈব চ।
নশ্যন্তু চাভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ। নশ্যন্তু বিপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ শাক্তানাং পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ।—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ, পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৪০৭-৪০৮

২ মন্ত্রতন্ত্রঞ্চ সর্বেষামভিষেকাদ্ধি সিধ্যতি।—নিরু ত, পঃ ৭

৩ পূর্ণাভিষেকানন্তরমেব তে সর্বেষ্বেবাত্মোৎকর্ষসাধকেষু ক্রমদীক্ষাদিষু কর্মসু সমর্থা ভবন্তীতি।
—মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ৪

৪ বিনা যেনাভিষেকেণ সাধকঃ পূর্ণবোধতাম্। আচার্যত্বং ন চাপ্নোতি সদ্গতিং চ সমীহিতাম্।
তস্মাদ্ গুরুঃ প্রিয়ং শিষ্যং বোধয়িত্বাভিষেচয়েৎ।—সারসংগ্রহবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৩, পৃঃ ১০৭

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—পূর্ণাভিষেক না হলে শিব পর্যন্ত পশু হয়ে যান, পূর্ণাভিষেক না হলে দেবতা প্রসন্ন হন না। পূর্ণাভিষেক ছাড়া যে কালীমন্ত্র তারামন্ত্র জপ করে তার সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হয়, সে পাগল হয়ে যায়।[১]

শুধু কালী তারা নয় দশমহাবিদ্যারই মন্ত্রসাধনে পূর্ণাভিষেক আবশ্যক।[২] কারণ যাঁদের পূর্ণাভিষেক হয় নি তাঁদের দীক্ষাপূজাদি সব নিষ্ফল হয়ে যায়।[৩] কিন্তু পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের সব কিছু অমৃত হয়, তাঁর ক্রিয়া সফল হয়, দেবতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।[৪]

পূর্ণাভিষিক্তের লক্ষণ—তন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে—পূর্ণাভিষিক্ত সর্বদা ধ্যানসম্পন্ন পূজাতৎপর এবং তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ হবেন, দেবতুল্য মানুষ হবেন। তাঁর আস্তিক্য মনের স্থৈর্য দাতৃত্ব ও দয়ালুতা থাকবে। তিনি গুরুভক্ত দেবভক্ত এবং ভক্তভক্তিপরায়ণ হবেন। পরাপবাদ পরদ্রোহ এবং পরনিন্দা বর্জন করবেন। স্ত্রীলোকের কখনও নিন্দা করবেন না এবং তাদের প্রহার করবেন না। পরদ্রব্য পরস্ত্রী পরান্ন পরশক্তি ও পরহস্ত সর্বদা বর্জন করবেন। সর্বদা একান্তে বিশেষতঃ পর্বতে বাস করবেন। চরাচর জগৎকে যোষিদ্রূপ ভাবনা করবেন। সর্বদা আনন্দে থাকবেন এবং দেব্যানন্দপরায়ণ হবেন। তিনি সিন্দুরের তিলক ধারণ করবেন, স্বচ্ছ স্বেচ্ছাচারী এবং জিতেন্দ্রিয় হবেন। ক্রোধ লোভ মদ দম্ভ মাৎসর্য চঞ্চলতা বার্তালাপ বিশেষ করে বহুবার্তালাপ বর্জন করবেন। আসনজয় নিদ্রাজয় ইন্দ্রিয়জয় এবং আহারজয় করবেন এবং খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করবেন।[৫]

---

১ বিনা পূর্ণাভিষেকেণ পশুরূপো শিবোঽপি চ। বিনা পূর্ণাভিষেকেণ দেবতা ন প্রসীদতি।
বিনা পূর্ণাভিষেকেণ কালীং তারাং চ য জপেৎ। তস্য ক্রিয়াং হরিষ্যামি বাতুলো জায়তে নরঃ।
—শ স ত, তা খ, ২।৩-৫

২ পূর্ণাভিষেকো দেবেশি দশবিদ্যাবিধৌ স্মৃতঃ।—প্রাঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৯৮

৩ পূর্ণাভিষেকহীনানাং দীক্ষা পূজা চ নিষ্ফলা।—শ স ত, কা খ, ১১।৪৭

৪ পূর্ণাভিষেকযুক্তস্য যৎকিঞ্চিদমৃতং ভবেৎ। তস্য ক্রিয়া চ সফলা দেবতা সুপ্রসীদতি।—ঐ, তা খ, ২।৫-৬

৫ সর্বদা ধ্যানসম্পন্নঃ সদা পূজনতৎপরঃ। তত্ত্বচিন্তাপরো ভূত্বা দেবরূপো নরো ভবেৎ।
আস্তিক্যং মনসং স্থৈর্যং দাতৃত্বং চ দয়ালুতা। গুরুভক্তির্দেবভক্তির্ভক্তভক্তিপরো ভবেৎ।
পরাপবাদং তদ্দ্রোহং পরনিন্দাং বিবর্জয়েৎ। স্ত্রীষু নিন্দাং প্রহারং চ সর্বথা পরিবর্জয়েৎ।
পরদ্রব্যং পরস্ত্রীং চ পরান্নং সর্বথা ত্যজেৎ। পরশক্তিং বর্জয়েচ্চ পরহস্তং বিবর্জয়েৎ।
একান্তে নিবসেন্নিত্যং পর্বতে চ বিশেষতঃ। যোষিদ্রূপং স্মরেৎ সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সদানন্দপরো ভূত্বা দেব্যানন্দপরায়ণঃ। সিন্দূরতিলকী স্বচ্ছঃ স্বেচ্ছাচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ক্রোধং লোভং মদং দম্ভং মাৎসর্যং চঞ্চলত্বতাম্। বার্তালাপং বর্জয়েচ্চ বহুবার্তাং বিশেষতঃ।
আসনস্য জয়ং দেবি তথা নিদ্রাজয়ং শিবে। ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং দেবি সর্বথা কারয়েদ্ ব ধঃ।
আহারস্য জয়ং দেবি খেচরীমুদ্রিকাং ভজেৎ।—শ স ত, কা খ, ১১।২৯-৩৭

পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের সুখদুঃখে লাভক্ষতিতে জয়পরাজয়ে সমান মনোভাব। শীতোষ্ণের সমতা করে তিনি সর্বদা তদ্‌গতমনা হয়ে থাকেন এবং দেবতায় মনোলয় করে দেবস্বরূপ হয়ে যান।[১]

পূর্ণাভিষিক্ত সাধাকের হাতে সর্বমন্ত্রের অধিকার রয়েছে। তাঁকে সর্ববিদ্যাস্বরূপ বলা হয়।[২]

পূর্ণাভিষিক্ত সাধক পূর্ণরূপ হবেন। কে বা দেহী, কার দেহ, সুখদুঃখ কার, জন্মাল কে, মৃত্যু হল কার এ-সব প্রশ্নের চরম সমাধান তিনি অবগত। তাঁর কাছে সবই ব্রহ্মস্বরূপ।[৩]

পূর্ণরূপ বলতে বুঝায় স্বয়ং শিব। পূর্ণাভিষিক্ত সাধক শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই।[৪]

তন্ত্রের বিধান এমনি সাধকের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হয়; তাঁর প্রণাম গ্রহণ করতে নাই। সর্বদা তাঁর সন্তোষবিধান করা উচিত। কেন না তিনি সন্তুষ্ট হলে সব দেবতা সন্তুষ্ট হন।[৫]

পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের এই সব লক্ষণ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ না করলে শাস্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষিক্ত হতে পারা যায় না।

গুরুমুখে দীক্ষা—আমরা দীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই বলেছি সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। নানাতন্ত্রে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছ। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রের বিধান—সর্বপ্রযত্নে গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হবে।[৬]

উক্ত তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে—দীক্ষা ছাড়া মোক্ষ হয় না আর আচার্য অর্থাৎ গুরু ছাড়া দীক্ষা হয় না।[৭]

দীক্ষা ছাড়া শুধু যে মোক্ষ হয় না তা নয়, কোনো তান্ত্রিক কর্মে অধিকারই হয় না।[৮]

---

১ সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। শীতোষ্ণসমতাং কৃত্বা সদা তদ্‌গতমানসঃ।
দেবতায়াং লয়ং কৃত্বা দেবরূপো নরো ভবেৎ।—শ স ত, কা খ, ১১।৪৬-৪৭

২ সর্বমন্ত্রাধিকারো হি তস্য হস্তে ব্যবস্থিতঃ। মহাবিদ্যাস্বরূপো হি স এব পরিকীর্তিতঃ।—ঐ, ১১।৪৯-৫০

৩ পূর্ণাভিষেকসংযুক্তঃ পূর্ণরূপঃ স বৈ ভবেৎ। কো বা দেহী কস্য দেহঃ সুখং দুঃখং চ কস্য বৈ।
কো জাতঃ কো মৃতো দেবি সর্বং ব্রহ্মস্বরূপকম্।—শ স ত, তা খ, ৪৬।৮-৯

৪ পূর্ণরূপঃ শিবঃ প্রোক্তঃ শিব এব ন সংশয়ঃ।—ঐ, ৪৬।২১

৫ আশীর্গ্রাহ্যা মহেশানি পূর্ণদীক্ষাযুতস্য চ। তন্নতির্নৈব সংগ্রাহ্যা তত্তোষং চ সমাচরেৎ।
তস্য তোষণমাত্রেণ সন্তুষ্টাঃ সর্বদেবতাঃ।—ঐ, কা খ, ১১।৪৮-৪৯

৬ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।—কু ত, উঃ ১৪

৭ বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাত্তদুক্তং শিবশাসনে। সা চ ন স্যাদ্ বিনাচার্যমিত্যাচার্যপরম্পরা।—ঐ

৮ তথাঽত্রাঽদীক্ষিতানাঞ্চ মন্ত্রদেবার্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্।
—দ্রঃ শা তি ৪।১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

তন্ত্রের অভিমত যে-সব তান্ত্রিক কর্মের কথা গুরুমুখে প্রকাশিত হয় নি সে-সব ব্যর্থ হয়।[১] এর অর্থ তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াকর্ম গুরুর কাছে জেনে গুরুর নির্দেশে নিষ্পন্ন করলেই সফল হয়।

তাই বলা হয় তন্ত্রশাস্ত্র গুরুমূলক।[২] গুরু ছাড়া তন্ত্রে কোনোরূপ অধিকারই হয় না। অতএব সাধনেচ্ছু ব্যক্তির যত্ন সহকারে উত্তম গুরুকরণ কর্তব্য।[৩]

শাস্ত্রের এরূপ নির্দেশের বিশেষ তাৎপর্য আছে। তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়ামূলক গূঢ় সাধনা। এই সাধনায় আসন মুদ্রা ন্যাস প্রভৃতি এমন সব ক্রিয়া আছে যেগুলি এই-সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছেই শিখতে হয়; বই পড়ে বা মুখের কথা শুনে এ-সব করতে পারা যায় না। তা ছাড়া তন্ত্রগ্রন্থে সাধনার নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে সাংকেতিক ভাষায় দেওয়া থাকে। একমাত্র সম্প্রদায়বিদ্ গুরুই এ-সব সঙ্কেতের নিগূঢ় অর্থ বলতে পারেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে গূঢ় সাধনার বিষয় সাংকেতিক ভাষায়ও পুরোপুরি বলা হয় না; কিছুটা বলে বাকীটা গুরুমুখে জানার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইজন্যই গুরু ছাড়া তান্ত্রিক সাধনা হয় না। তন্ত্রাচারে গুরুই সর্বস্ব।[৪]

তা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনায় গুরুর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আরেকটি যুক্তিও আছে। 'তান্ত্রিক সাধনাকে বিজ্ঞান বলা যায়। বিজ্ঞানের সত্যের মতো এ সাধনার সিদ্ধিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত সত্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই জন্যই যিনি স্বয়ং সেই পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন এমন একজনের নির্দেশ অনুসারে এ সাধনা করা প্রয়োজন।'[৫]

গুরুবাদের প্রাচীনতা—এখানে উল্লেখ করা যায় শুধু তান্ত্রিকদের মধ্যেই নয় ভারতের সব প্রধান প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে গুরুর অপরিহার্যতা স্বীকৃত। এটিকে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার একটি বিশেষত্ব বলা যায়। উপনিষদের যুগ থেকে গুরুর মাহাত্ম্য এবং গৌরব স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে— কর্মফলসমূহ পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণ দেখবেন অকৃত অর্থাৎ নিত্যবস্তু কৃতের দ্বারা অর্থাৎ কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় না এবং তখন তিনি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত

---

১ গুর্বননুক্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা নিষ্ফলাঃ স্যুর্যতো ধ্রুবম্।—ঐ

২ গুরুমূলমিদং শাস্ত্রং নান্যঃ শিবতমঃ প্রভুঃ। অতএব মহেশানি যত্নতো গুরুমাশ্রয়েৎ।

—পিচ্ছিলাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৩

৩ গুরুং বিনা যতন্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন। অতএব প্রযত্নেন গুরুঃ কর্তব্যঃ উত্তমঃ।—রুদ্রযামলবচন দ্রঃ ঐ

৪ তান্ত্রিকাচারেষু গুরুরেব সর্বস্বম্—মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ৫

৫ Tantra as a Way of Realisation; C. Her. I., Vol. IV. p. 239

হবেন ও সেই নিত্যবস্তুকে জানার জন্য সমিৎপাণি হয়ে বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবেন।[১]

তখন ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সেই সংযতেন্দ্রিয় প্রশান্তচিত্ত উপসন্ন শিষ্যকে যথাতত্ত্ব সেই-ব্রহ্মবিদ্যা বলবেন যে-বিদ্যার দ্বারা অক্ষরপুরুষকে তাঁর স্বরূপে জানা যায়।[২]

সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানেও দেখা যায় তিনি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য আচার্য হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে গিয়েছিলেন।[৩]

সত্যকাম গুরু গৌতমকে বললেন—ভবৎসদৃশ আচার্যদের কাছেই শুনেছি যে-বিদ্যা গুরুমুখে জ্ঞাত হয় তাই কল্যাণতম হয়।[৪]

তন্ত্রেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়—মন্ত্র গুরুমুখেই লভ্য।[৫] পুস্তক থেকে মন্ত্র লিখে নিয়ে অর্থাৎ তন্ত্রগ্রন্থ থেকে মন্ত্র জেনে নিয়ে যে জপ করে তার সিদ্ধিলাভ ত হয়ই না, উল্টে পদে পদে ক্ষতি হয়।[৬]

তন্ত্রে বলা হয়েছে মন্ত্রদীক্ষাদি গুরুপরম্পরায় আগত। উপনিষদেও[৭] দেখা যায় "গুরুপরম্পরায়ই ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়াছে, গুরূপদেশশূন্য মেধা বা পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা নহে।"[৮]

উপনিষদে আছে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কাছেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হয়। যে-গুরু স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্ নন তাঁর উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।[৯]

তন্ত্রশাস্ত্রেও গুরু সম্বন্ধে এই ধরণের বিচার আছে।

গুরুর প্রতি ভক্তি উপনিষদে স্পষ্টভাষাতেই নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

---

১ পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—মু উপ ১।২।১২

২ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।—ঐ ১।২।১৩

৩ দ্রঃ ছা উপ ৪।৪।৩

৪ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপতীতি।—ছা উপ ৪।৯।৩

৫ গুরুবক্ত্রাম্মহামন্ত্রো লভ্যতে সাধকোত্তমৈঃ।—মাতৃ ত, পঃ ১০

৬ পুস্তকাল্লিখিতো মন্ত্রো যেন সুন্দরি জপ্যতে। ন তস্য জায়তে সিদ্ধির্হানিরেব পদে পদে।
—দ্রঃ শা তি ৪।১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৭ দ্রঃ ক উপ ১।২।৭-৯ ; কে উপ ১।৪

৮ কে উপ ১।৪-এর স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত টীকা

৯ ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ।—ক উপ ১।২।৮

বলেন—যাঁর পরমেশ্বরের প্রতি পরা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেমনি গুরুর প্রতিও তেমনি ভক্তি আছে সেই মহাত্মার কাছে উপনিষদের বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়।[১]

বৌদ্ধ জৈন নাকুলীশ পাশুপত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্তনের সময় থেকেই গুরুর গৌরব ও প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে।

উপনিষদে গুরু ও পরমেশ্বরের প্রতি সমান ভক্তির কথা বলা হয়েছে। এই ভাবটির অনুসরণে পরবর্তীকালে গুরু ও পরমেশ্বরকে এক মনে করা হয়। লোকে যে অতি প্রাচীন কালেই দেবতার সঙ্গে গুরুকে যুক্ত করে দেয় এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা স্তম্ভলিপিতে গুরুর মূর্তিযুক্ত শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে আছে ৩৮০ খৃষ্টাব্দে উদিতাচার্য গুর্বায়তনে তাঁর গুরু কপিল এবং পরমগুরু উপমিতের মূর্তিযুক্ত কপিলেশ্বর এবং উপমিতেশ্বর নামে দুটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন।[২] উদিতাচার্যকে লকুলীশের সাক্ষাৎ শিষ্য কুশিক থেকে পরম্পরাক্রমে দশম গুরু মনে করা হয়।[৩] এই পাথুরে প্রমাণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় গুরু ও শিবের তথা দেবতার এক হয়ে যাওয়াটা কঠিন হয় নি।

গুরুপরম্পরা— এই প্রস্তরলিপিতে গুরুপরম্পরার যে-ঐতিহ্যের কথা আছে সেটিও ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কেন না গুরুপরম্পরার ঐতিহ্যটি ভারতের বিভিন্ন উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসৃত হয়। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে ত গুরুপরম্পরা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— আদিনাথ থেকে আরম্ভ করে নিজের গুরু পর্যন্ত যে-গুরুপরম্পরা তার অন্তর্ভুক্ত সবাইকে গুরুজ্ঞান করতে হবে। মন্ত্রদাতা গুরু প্রথম গুরু। স্বগুরু পর্যন্ত যে-গুরুপরম্পরা তার অন্তর্গত সবাই মহেশ্বর ভিন্ন অন্য কেউ নন।[৪]

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর গৌরব উপনিষদের যুগ থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে। তন্ত্রে ঔপনিষদ ভাবটিই সাধনার প্রয়োজনে বিস্তৃতি ও অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে।

গুরুশব্দের অর্থ— তন্ত্রে গুরুশব্দের একাধিক ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন

---

১ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।—শ্বে উপ ৬।২৩

২ দ্রঃ E. I., XXI, pp. 1-9

৩ A Historical Sketch of Śaivism, S. R. C. M, Vol II. pp. 26-27

৪ আদিনাথাদ্ গুরুজ্ঞানং স্বগুর্বন্তং মহেশ্বরি। আদৌ সর্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ প্রথমো গুরুঃ।
পরম্পরাদিকা দেবি মহেশা এব নান্যথা।—শ স ত, সু খ, ১।১৩৮-১৩৯

কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার 'রু' অর্থ তার নিরোধক। কাজেই গুরু-শব্দের অর্থ অন্ধকারনাশক।[১] অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন তিনি গুরু।

তন্ত্রার্ণবের মতে—গকার সিদ্ধিদায়ক, রেফ্ অর্থাৎ র পাপের দাহক এবং উকার শিব। এই ত্রিতয়াত্মক আচার্য গুরু।[২] অর্থাৎ যে শিবস্বরূপ আচার্য শিষ্যের পাপ দগ্ধ করেন এবং তাকে সিদ্ধি প্রদান করেন তিনি গুরু।

গুরুর লক্ষণ—বিভিন্ন তন্ত্রে গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রুদ্রযামলের মতে গুরু হবেন শান্ত দান্ত কুলীন অর্থাৎ কৌল বিনীত শুদ্ধবেশধারী শুদ্ধাচারসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত শুচি দক্ষ সুবুদ্ধি আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ ধ্যাননিষ্ঠ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ মন্ত্রার্থজাপক রোগহীন নিরহংকার নির্বিকার মহাপণ্ডিত বাক্পতি শ্রীসম্পন্ন সর্বদা যজ্ঞবিধানকারী পুরশ্চরণকারী সিদ্ধ হিতাহিতবিবর্জিত সর্বসুলক্ষণযুক্ত মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা আদৃত প্রাণায়ামাদিসিদ্ধ জ্ঞানী মৌনী বৈরাগ্যযুক্ত তপস্বী সত্যবাদী সর্বদা ধ্যানপরায়ণ আগমার্থ-বিশেষজ্ঞ নিজধর্মপরায়ণ অব্যক্তলিঙ্গচিহ্নস্থ ভাবুক কল্যাণকর-দানপরায়ণ লক্ষ্মীবান্ ধৃতিমান্ এবং নাথ।[৩]

সম্মোহনতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]—ষট্চক্র[৫] ষোড়শাধার[৬] ত্রিলক্ষ[৭] ব্যোমপঞ্চক[৮] এই-সবকে যিনি স্বদেহে অবস্থিত বলে জানেন তাঁকে গুরু বলে।

কুলার্ণবতন্ত্রে[৯] সদ্গুরুর লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার সার কথা সদ্গুরু ব্রহ্মজ্ঞ

১ গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে।—কু ত, উঃ ১৭

২ গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ।—তন্ত্রার্ণববচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪

৩ শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্।
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো বশী মন্ত্রার্থজাপকঃ।
নিরোগী নিরহঙ্কারো বিকাররহিতো মহান্। পণ্ডিতো বাক্পতি শ্রীমান্ সদা যজ্ঞবিধানকৃৎ।
পুরশ্চরণকৃৎ সিদ্ধো হিতাহিতবিবর্জিতঃ। সর্বলক্ষণসংযুক্তো মহাজনগণাদৃতঃ।
প্রাণায়ামাদিসিদ্ধান্তো জ্ঞানী মৌনী বিরাগবান্। তপস্বী সত্যবাদী চ সদা ধ্যানপরায়ণঃ।
আগমার্থবিশিষ্টজ্ঞো নিজধর্মপরায়ণঃ। অব্যক্তলিঙ্গচিহ্নস্থো ভাবকো ভদ্রদানবান্।
লক্ষ্মীবান্ ধৃতিমান্নাথো গুরুরিত্যভিধীয়তে। —রু যা, উ ত, পঃ ২

৪ ষট্চক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষং ব্যোমপঞ্চকম্। স্বদেহে যো বিজানাতি স গুরুঃ কথিতো বুধৈঃ।
—সম্মোহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং পৃঃ ৯৩

৫ ষট্চক্র—মূলাধার সাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৪৪১-৪৪৪

৬ ষোড়শাধার—উপরে বর্ণিত ষট্চক্র বিন্দু কলা পদ নিবোধিকা অর্দ্ধেন্দু নাদ নাদান্ত উন্মনী বিষ্ণুবক্ত্র ও ধ্রুবমণ্ডলিকা এই ষোল।—দ্রঃ ঐ, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং পৃঃ ৯৩

৭ ত্রিলক্ষ—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ (মূলাধারে), বাণলিঙ্গ (অনাহতে) ইতরলিঙ্গ (আজ্ঞাচক্রে)—ঐ

৮ ব্যোমপঞ্চক = ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম।—ঐ ৯ দ্রঃ কু ত, উঃ ১৩

সিদ্ধ মহাযোগী। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্ত এবং সাধনা উভয়ই সম্যক্ অবগত আছেন এবং স্বয়ং তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সাধনা করে পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এ ছাড়া তন্ত্ররাজতন্ত্র (পঃ ১), গন্ধর্বতন্ত্র (পঃ ২৬), শারদাতিলক (পঃ ২), প্রাণতোষিণী (২য় কাণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি বিবিধ আকর- ও নিবন্ধ-গ্রন্থে গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় এই-সব বিভিন্ন তন্ত্রে বর্ণিত লক্ষণগুলি মোটামুটি একই রকম।

স্ত্রীগুরুরলক্ষণ—কোনো কোনো তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর লক্ষণ পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—স্ত্রীগুরু হবেন সাধ্বী সদাচারপরায়ণা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা দেবপূজারতা সর্বসুলক্ষণসম্পন্না জপকারিণী (রূপবতী) পদ্মলোচনা রত্নালঙ্কারসংযুক্তা বর্ণোদ্ভবা ভুবনভূষিতা (স্বর্ণাভরণভূষিতা) শান্তা কুলীনা (কৌলমার্গস্থা) সদ্‌বংশজাতা চন্দ্রমুখী সর্বপ্রকারউন্নতি-বিধায়িনী অনন্তগুণসম্পন্না রুদ্রত্বদায়িনী জনপ্রিয়া মুক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরূপণকারিণী ও গুরুস্বরূপিণী।[১]

এই প্রকার লক্ষণযুক্তা নারী গুরুযোগ্যা। তবে বিধবা গুরুযোগ্যা নন।[২]

শাস্ত্রোক্ত গুরু দুর্লভ—শাস্ত্রোক্ত এই-সব-লক্ষণযুক্ত গুরু একান্ত দুর্লভ। শাস্ত্রেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্রসহ ঔষধি জানেন এ রকম গুরু অনেক আছেন কিন্তু আগম- ও নিগম-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রজ্ঞ গুরু জগতে দুর্লভ।[৩]

গুরুতন্ত্রে কিঞ্চিৎ কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে— শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু অনেক আছেন কিন্তু শিষ্যের হৃদয়ের সন্তাপ দূর করতে পারেন এ রকম গুরু দুর্লভ। এ রকম গুরুদের মধ্যেও যিনি শিষ্যকে ভুক্তিমুক্তি প্রদান করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ।[৪]

বর্জনীয় গুরু—বিভিন্ন তন্ত্রে যেমন সদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তেমনি বর্জনীয় গুরুর লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে। যথা—ক্ষয়রোগী দুশ্চর্মা কুনখী শ্যাবদন্তক বধির কুসুমাক্ষ খল্বাট খঞ্জ অঙ্গহীন অতিরিক্তাঙ্গ পিঙ্গাক্ষ দুর্গন্ধিনাসিক বৃদ্ধাণ্ড বামন কুব্জ শ্বিত্রী নপুংসক এই প্রকার

---

১ সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া। সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা।
সর্বলক্ষণসম্পন্না জাপিকা (রূপিকা) পদ্মলোচনা। রত্নালঙ্কারসংযুক্তা বর্ণা ভুবনভূষিতা (স্বর্ণাভরণভূষিতা)।
শান্তা কুলীনা কুলজা চন্দ্রাস্যা সর্ববৃদ্ধিগা। অনন্তগুণসম্পন্না রুদ্রত্বদায়িনী প্রিয়া।
গুরুরূপা মুক্তিদাত্রী শিবজ্ঞাননিরূপিণী।—রু যা, উ ত, পঃ ২

২ গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জিতা।—ঐ

৩ গুরবো বহবঃ সন্তি সমন্ত্রৌষধিবেদিনঃ। নিগমাগমশাস্ত্রোক্তমন্ত্রজ্ঞো দুর্লভো ভুবি।—কু ত, উঃ ১৩

৪ গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। তমেকং দুর্লভং মন্যে শিষ্যহৃত্তাপনাশকম্।
একঃ শ্রেষ্ঠো ভুভবেত্তেষাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ।—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৫

দেহজদোষযুক্ত গুরু নিন্দিত অর্থাৎ বর্জনীয়। সংস্কাররহিত মূর্খ বেদশাস্ত্রবিবর্জিত শ্রৌত-স্মার্ত-ক্রিয়াহীন শুষ্কভাষী অতি-কুৎসিত পুরযাজনজীবী বৈদ্য কামুক ক্রূর দম্ভী মৎসরী ব্যসনী কৃপণ খল কুসঙ্গী নাস্তিক ভীত মহাপাতকচিহ্নিত দেবতা-অগ্নি-গুরু-বিদ্যাদির পূজাবিধি-পরাঙ্মুখ সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাদির মন্ত্রজ্ঞানহীন আলস্যগ্রস্ত ভোগী ধর্মহীন উপশ্রুত অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাকারী এই-সব আগমোক্ত দোষযুক্ত গুরুকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দীক্ষাদি ব্যাপারে বর্জন করবেন।[১]

জামলে বলা হয়েছে—অভিশপ্ত অপুত্রক কদর্য কিতব ক্রিয়াহীন শঠ বামন গুরুনিন্দক জলরক্তবিকারগ্রস্ত এবং মৎসরযুক্ত গুরু বর্জনীয়।[২]

এই ধরণের বচন অনেক পাওয়া যায়।[৩] গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য গুরুর লক্ষণাদি বিচার করে গুরু নির্বাচন করতে হয়। এ কঠিন কাজ। অবশ্য গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য গুরু নির্ধারণের একটি সহজ সূত্রও কুলার্ণবতন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা—যে-সব গুরু সহজানন্দ দান করে শিষ্যদের ইন্দ্রিয়জ সুখ হরণ করেন শিষ্যেরা তাঁদের সেবা করবে, অন্যেরা প্রতারক, তাদের ত্যাগ করবে।[৪]

সদ্‌গুরুর সহজ নিদর্শন—সদ্‌গুরু নির্ধারণের এই ধরণের সহজ উপায়ের নির্দেশ আরও স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হয়েছে। যথা—যে-গুরুর স্পর্শে পরানন্দের উদ্ভব হয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁকেই গুরুবরণ করবেন, অন্যকে নয়।[৫]

---

১ ক্ষয়রোগী চ দুশ্চর্মা কুনখী শ্যাবদন্তকঃ। কর্ণান্ধঃ কুসুমাক্ষশ্চ খল্বাটঃ খঞ্জরীটকঃ।
অঙ্গহীনোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পূতিনাসিকঃ। বৃদ্ধাণ্ডো বামনঃ কুব্জঃ শ্বিত্রী চৈব নপুংসকঃ।
ইত্যাদ্যৈর্দেহজৈর্দোষৈঃ সংযুক্তো নিন্দিতো গুরুঃ। সংস্কাররহিতো মূর্খো বেদশাস্ত্রবিবর্জিতঃ।
শ্রৌতস্মার্তক্রিয়াশূন্যঃ শুষ্কভাষঃ সুকুৎসিতঃ। পুরযাজনজীবী চ নরো বৈদ্যশ্চ কামুকঃ।
ক্রূরো দম্ভী মৎসরী চ ব্যসনী কৃপণঃ খলঃ। কুসঙ্গী নাস্তিকো ভীতো মহাপাতকচিহ্নিতঃ।
দেবাগ্নিগুরুবিদ্যাদিপূজাবিধিপরাঙ্মুখঃ। সন্ধ্যাতর্পণপূজাদিমন্ত্রজ্ঞানবিবর্জিতঃ।
আলস্যোপহতো ভোগী ধর্মহীন উপশ্রুতঃ। ইত্যাদ্যৈর্বহুভির্দোষৈরাগমোক্তৈশ্চ যত্নতঃ।
বর্জনীয়ো গুরুঃ প্রাজ্ঞৈর্দীক্ষাসু স্থাপনাদিষু।—বীরমিত্রোদয়ধৃতকল্পচিন্তামণিবচন,
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, পৃঃ ৯৭

২ অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্যং কিতবং তথা। ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্।
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জয়েন্মতিমান্ সদা। সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জয়েৎ।
—জামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ২

৩ দ্রঃ কৃ যা, উ ত, পঃ ২; বৃহ ত সা, ১০ম সং পৃঃ ২; প্রা তো, কাণ্ড ২, পরি ঃ ২, পৃঃ ৯৭-৯৮

৪ যে দত্বা সহজানন্দং হরন্তীন্দ্রিয়জং সুখম্। সেব্যাস্তে গুরবঃ শিষ্যৈরন্যে ত্যাজ্যাঃ প্রতারকাঃ।—কু ত, উঃ ১৩

৫ গুরোর্যস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভিজায়তে। গুরুং তমেব বৃণুয়ান্নাপরং মতিমান্নরঃ।—ঐ

প্রদীপের দর্শনমাত্র যেমন অন্ধকার নষ্ট হয়, আলো প্রকাশিত হয়, তেমনি সদ্‌গুরুর দর্শনমাত্র জ্ঞান প্রকাশিত হয়।[১]

অগ্নির সমীপস্থ হলে নবনীত যেমন বিগলিত হয় তেমনি সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হলে পাপ বিলীন হয়।[২]

সদ্‌গুরু তত্ত্বজ্ঞানী হবেন। মহানির্বাণতন্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এই ভাবে—চিদ্রূপ আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয়, আত্মা স্বয়ং বিজ্ঞাতা, যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনিই আত্মবিদ্ অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্।[৩]

শাস্ত্রের নির্দেশ যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তিনি যদি গুরুর অন্যসব-লক্ষণহীন হন তবুও তিনিই যথার্থ গুরু। যিনি তত্ত্ববিদ্ তিনি স্বয়ং মুক্ত এবং অন্যেরও মুক্তিদাতা। কেন না যিনি স্বয়ং মুক্ত তিনিই অন্যকে মুক্ত করতে পারেন, যিনি স্বয়ং মুক্ত নন, তিনি কেমন করে অন্যের মোচক হবেন?[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে—সর্বলক্ষণহীন হলেও জ্ঞানবান্‌কে গুরু বলা হয়। জ্ঞান বলতে ষড়ধ্বজ্ঞানসংশ্রিতপরতত্ত্বজ্ঞান বুঝায়।[৫]

এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী গুরু অবশ্য অতিশয় দুর্লভ। কুলার্ণবতন্ত্র বলেন—বেদশাস্ত্রাদিপারগ গুরু অনেক আছেন কিন্তু পরতত্ত্বার্থপারগ গুরু দুর্লভ।[৬]

উক্ত তন্ত্রের মতে এমনি গুরু ক্ষণমধ্যে আত্মসামর্থ্য অনায়াসে আপন প্রিয়শিষ্যকে দিতে পারেন। কিন্তু এ রকম গুরুদেব দুর্লভ।[৭]

যাঁরা গুরুর আসনে বসে বহুলোককে দীক্ষা দেন তাঁরা শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুরু বলে গণ্য হতে পারেন কি না উপরে বর্ণিত সদ্‌গুরুর লক্ষণ মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যেতে পারে।

---

১ দীপদর্শনমাত্রেণ প্রণশ্যতি তমো যথা। সদ্‌গুরোর্দর্শনাদ্দেবি তথা জ্ঞানং প্রকাশতে।—কু ত, উঃ ১৩

২ যথা বহ্নিসমীপস্থং নবনীতং বিলীয়তে। তথা পাপং বিলীয়েত সদাচার্যসমীপতঃ। —ঐ

৩ জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ। বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ।

—মহা ত ১৪।১৩৭

৪ সর্বলক্ষণহীনোঽপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ স্মৃতঃ। তস্মাত্তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক এব চ।
…মুক্তস্তু মোচয়েদূর্দ্ধং ন মুক্তো মোচকঃ কথম্।—কু ত, উঃ ১৩

৫ সর্বলক্ষণহীনোঽপি জ্ঞানবান্ গুরুরুচ্যতে। জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিজ্ঞানং ষড়ধ্বজ্ঞানসংশ্রয়ম্।

—পৌষ্করাগমবচন, দ্রঃ শা তি ২।১৪৩-১৪৪-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৬ গুরবো বহবঃ সন্তি বেদশাস্ত্রাদিপারগাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দ্দেবি পরতত্ত্বার্থপারগঃ।—কু ত, উঃ ১৩

৭ যঃ ক্ষণেনাত্মসামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি। প্রিয়ায়ায়াসাদিরহিতঃ স গুরুর্দ্দেবদুর্লভঃ।—ঐ

গুরু ও শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা—তন্ত্রমতে দীক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ পরীক্ষা অবশ্য কর্তব্য। কুলার্ণবতন্ত্রের বিধান—শিষ্যও এই-সব লক্ষণের দ্বারা গুরুর পরীক্ষা করবেন।[১] শিষ্য অর্থ দীক্ষার্থী শিষ্য। গুরুর লক্ষণ উপরে বর্ণিত হয়েছে।

শিষ্য যেমন গুরুকে পরীক্ষা করবেন গুরুও তেমনি দীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করে নেবেন। অযোগ্য ব্যক্তির মন্ত্রজ্ঞান হয় না। সেইজন্য পরীক্ষা করে মন্ত্র দিতে হয়, নৈলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়ে যায়।[২]

শুধু যে মন্ত্র নিষ্ফল হয় তা নয়, অযোগ্য শিষ্যকে মন্ত্র দিলে দেবতার অভিশাপ লাগে। শাস্ত্রে আছে—রাজা যেমন মন্ত্রীকৃত পাপের ভাগী হন, স্বামী স্ত্রীকৃত পাপের ভাগী হন, তেমনি শিষ্যকৃত পাপের ভাগী হন গুরু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[৩] যদি গুরু স্নেহবশে বা লোভবশে অযোগ্য শিষ্যকে দীক্ষা দেন তা হলে গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই দেবতার অভিশাপ লাগবে।[৪] সেইজন্য গুরু সর্বদাই শিষ্যকে পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করবেন। গুরু যদি যথাবিধি বিচার না করে শিষ্যগ্রহণ করেন তা হলে শিষ্যের পাপে গুরু নরকে যাবেন।[৫]

কাজেই দেখা যাচ্ছে নির্বিচারে গুরুকরণ বা শিষ্যকরণ তন্ত্রশাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। যে-গুরু ও যে-শিষ্য মোহবশে পরস্পরকে পরীক্ষা না করে মন্ত্রোপদেশ দেন বা গ্রহণ করেন তন্ত্রে তাঁদের কঠোরভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে তাঁরা উভয়েই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হবেন।[৬]

পূর্বেই বলা হয়েছে সদ্‌গুরু শিষ্যকে প্রবুদ্ধ বা চৈতন্যসম্পন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দেন। যোগ্য আধার হলে এরকম মন্ত্র বিশেষ হিতসাধন করে কিন্তু "গ্রহণের উপযুক্ত আধার না পাইলে এগুলি হিতসাধন না করিয়া বরং ক্ষতিরই কারণ হইয়া থাকে।"[৭]

পরীক্ষাকাল—উক্ত পরীক্ষার একটা সময়ও নির্দেশ করা হয়েছে। সারসংগ্রহে বলা হয়েছে সদ্‌গুরু আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর কাল পরীক্ষা করবেন।[৮]

---

১ শিষ্যোঽপি লক্ষণৈরেতৈঃ কুর্যাদ্ গুরুপরীক্ষণম্।—কু ত, উঃ ১৪

২ অনর্হে মন্ত্রবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন। তস্মাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।—ঐ

৩ মন্ত্রিদোষশ্চ রাজানং জায়াদোষঃ পতিং যথা। তথা প্রাপ্নোত্যসন্দেহং শিষ্যপাপং গুরুং প্রিয়ে।
—কু ত, উঃ ১১

৪ স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যোঽনুগৃহ্লাতি দীক্ষয়া। তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ।
—প্র সা ত ৩৬।৫০

৫ বিচার্য যত্নাদ্বিধিবৎ শিষ্যসংগ্রহমাচরেৎ। অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থো ভবেদ্ গুরুঃ।—রু যা, উ ত, পঃ ২

৬ গুরুশিষ্যাবুভৌ মোহাদপরীক্ষ্য পরস্পরম্। উপদেশং দদন্ গৃহ্লন্ প্রাপ্নুয়াতাং পিশাচতাম্।—কু ত, উঃ ১৪

৭ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ'-এর মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজলিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১।/০

৮ সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।—সারসংগ্রহবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩

কোনো কোনো তন্ত্রে আবার বর্ণভেদ অনুসারে পরীক্ষাকালের তারতম্য করা হয়েছে। যেমন শারদাতিলকে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণের পরীক্ষাকাল এক বৎসর, নৃপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের দুই বৎসর, বৈশ্যের তিন বৎসর আর শূদ্রের পরীক্ষাকাল চার বৎসর। যথানির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাদির দীক্ষাগ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়।[১]

এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন প্রয়োগসারের মতে ব্রাহ্মণের পরীক্ষাকাল তিন বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ছয় বৎসর, বৈশ্যের নয় বৎসর এবং শূদ্রের বার বৎসর।[২]

শিষ্যের পরীক্ষা করতে হলে সৎশিষ্য ও ত্যাজ্য শিষ্যের লক্ষণ জানা আবশ্যক। শাস্ত্রে সে-সব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

সৎ শিষ্যের লক্ষণ—শারদাতিলকের মতে শিষ্য হবে কুলীন অর্থাৎ শুদ্ধমাতাপিতৃজাত শুদ্ধাত্মা অর্থাৎ অক্রূরচিত্ত পুরুষার্থপরায়ণ অধীতবেদ কুশল কামমুক্ত সর্বদা প্রাণীসমূহের হিতকারী আস্তিক নাস্তিকের সংসর্গত্যাগী স্বধর্মনিরত ভক্তিসহকারে পিতামাতার হিতকারী কায়মনোবাক্য ও ধনের দ্বারা গুরুশুশ্রূষায় রত, গুরুর সম্পর্কে জাতি-বিদ্যা-ধনের অভিমান-হীন গুরুর আজ্ঞাপালনে প্রাণবিসর্জনেও প্রস্তুত। নিজের কার্য ত্যাগ করেও শিষ্য গুরুর কার্য করবে। গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ শিষ্য দিনরাত ভৃত্যের মতো গুরুর কাছে থেকে গুরুর আজ্ঞাপালন করবে। এমনি যে-শিষ্য কায়মনোবাক্যের দ্বারা ও কর্মের দ্বারা গুরুর আজ্ঞাকারী হয় শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু তাঁকেই শিষ্যত্বে গ্রহণ করবেন।[৩]

তন্ত্ররাজতন্ত্রে বলা হয়েছে—শিষ্য হবে সুন্দর সুমুখ স্বচ্ছ সুলভ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয় অলুব্ধ স্থিরগাত্র প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয় আস্তিক গুরু-মন্ত্র-দেবতার প্রতি দৃঢ়ভক্তিপরায়ণ। অন্যরকম শিষ্য গুরুর দুঃখের কারণ হয়।[৪]

---

১ একাব্দেন ভবেদ্ যোগ্যো ব্রাহ্মণোঽব্দদ্বয়ান্নৃপঃ। বৈশ্যো বর্ষৈস্ত্রিভিঃ শূদ্রশ্চতুর্ভির্বৎসরৈর্গুরোঃ।
—শা তি ২।১৫৩

২ বর্ষেষু ত্রিষু বিপ্রস্য ষট্সু বর্ষেষু ভূভৃতঃ। বিশো নবসু বর্ষেষু পরীক্ষা তত্র শস্যতে।
সমাস্বপি দ্বাদশসু তেষাং যে বৃষলাদয়ঃ।—প্রয়োগসারবচন, দ্রঃ শা তি ২।১৫৩-এর রাঘবভট্ট কৃত টীকা

৩ শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ। অধীতবেদঃ কুশলো দূরমুক্তমনোভবঃ।
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্তনাস্তিকঃ। স্বধর্মনিরতো ভক্ত্যা পিতৃমাতৃহিতোদ্যতঃ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভির্গুরুশুশ্রূষণে রতঃ। ত্যক্তাভিমানো গুরুষু জাতিবিদ্যাধনাদিভিঃ।
গুর্বাজ্ঞাপালনার্থং হি প্রাণব্যয়রতোদ্যতঃ। বিহত্য চ স্বকার্যাণি গুরুকার্যরতঃ সদা।
দাসবন্নিবসেদ্ যস্তু গুরৌ ভক্ত্যা সদা শিশুঃ। কুর্বন্নাজ্ঞাং দিবারাত্রৌ গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
আজ্ঞাকারী গুরোঃ শিষ্যো মনোবাক্কায়কর্মভিঃ। যো ভবেৎ স তদা গ্রাহ্যো নেতরঃ শুভকাঙ্ক্ষয়া।
—শা তি ২।১৪৫-১৫০

৪ চতুর্ভিরাদ্যৈঃ সংযুক্তঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ। অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে সদৈবতে। এবংবিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো দুঃখকৃদ্ গুরোঃ।
—ত রা ত ১।২৩-২৪

ত্যাজ্য শিষ্যের লক্ষণ—গুরুর দুঃখের কারণ, অতএব পরিত্যাজ্য শিষ্যের লক্ষণও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। রুদ্রযামলের মতে কামুক কুটিল লোকনিন্দিত সত্যবর্জিত অবিনীত অসমর্থ প্রজ্ঞাহীন রিপুপ্রিয় সর্বদা পাপক্রিয়াযুক্ত বিদ্যাহীন জড় কলিকালের দোষযুক্ত বেদক্রিয়াবিবর্জিত আশ্রমাচারহীন অশুদ্ধান্তঃকরণ সর্বদা শ্রদ্ধাহীন অধীর ক্রোধী ভ্রান্ত অসচ্চরিত্র গুণহীন সদা পরদারাতুর অসদ্‌বুদ্ধি ভক্তিহীন দ্বৈতমনা এবং নানাপ্রকার-নিন্দাভাজন এমনি শিষ্যকে গুরু বর্জন করবেন[১] অর্থাৎ এ রকম লোককে দীক্ষা দেবেন না।

কুলার্ণবাদি আরও সব তন্ত্রে বর্জনীয় শিষ্যের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে সনাতন ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে নির্বিচারে শিষ্যকরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। আমরা পূর্বেই যাস্ক-উদ্ধৃত 'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম' ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করেছি। তাতে দেখা গেছে অসূয়ক কুটিল অসংযত ব্যক্তির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁকে প্রকাশ করতে নিষেধ করছেন। এরূপ দোষযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে গোপন রাখলেই বিদ্যা বীর্যবতী থাকেন।

আত্মপুরাণে উক্ত শ্রুতিটিকে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। তাতে দেখা যায় ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণকে বলছেন—গুণবানের নিন্দাকারিতা আর্জবশূন্যতা ইন্দ্রিয়াধীনতা স্ত্রীসঙ্গ অবিনয় কর্মমনোবাক্যে গুরুর প্রতি ভক্তিবর্জন ইত্যাদি দোষ যাদের আছে তাদের কাছে আমাকে প্রকাশ করা বর্জন করো। যদি এরকম কর তা হলে আমি সর্বদা তোমার কাছে কামধেনু হয়ে থাকব কিন্তু অন্যথা করলে ফলবর্জিতা লতার মতো বন্ধ্যা হয়ে থাকব।[২]

এর তাৎপর্য অপাত্রে ব্রহ্মবিদ্যা দান করলে গুরুর ব্রহ্মবিদ্যা পর্যন্ত নিষ্ফল হয়ে যায়।

শ্রুত্যাদিতে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্র সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা হয়েছে। অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরু কোনো কারণেই মন্ত্র দেবেন না। যদি শিষ্যের ধনদানাদির জন্য গুরু তাকে বর্জন না করে দীক্ষা দেন তা হলে শিষ্যের মতো তিনিও পাপী ও নারকী

---

১ কামুকং কুটিলং লোকনিন্দিতং সত্যবর্জিতম্। অবিনীতমসমর্থং প্রজ্ঞাহীনং বিভুপ্রিয়ং (রিপুপ্রিয়ম্ ?)
সদাপাপক্রিয়াযুক্তং বিদ্যাশূন্যং জড়াত্মকম্। কলিদোষসমূহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবর্জিতম্।
আশ্রমাচারহীনঞ্চাশুদ্ধান্তঃকরণোদ্যতম্। সদা শ্রদ্ধাবিরহিতমধৈর্যং ক্রোধিনং ভ্রমম্।
অসচ্চরিত্রং বিগুণং পরদারাতুরং সদা। অসদ্‌বুদ্ধিসমূহোত্থমভক্তং দৌত্যচেতসং (দ্বৈতচেতসম্ ?)।
নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জয়েদ্ গুরুঃ।—রু যা, উ ত, পঃ ২

২ নিন্দা গুণবতাং তদ্বৎসর্বদার্জবশূন্যতা। ইন্দ্রিয়াধীনতা নিত্যং স্ত্রীসঙ্গশ্চাবিনীততা॥
কর্মনা মনসা বাচা গুরৌ ভক্তিবিবর্জনম। এবমাদ্যা যেষু দোষাস্তেভ্যো বর্জয় মাং সদা॥
এবং হি কুর্বতো নিত্যং কামধেনুরিবাস্মি তে। বন্ধ্যাঽন্যথা ভবিষ্যামি লতেব ফলবর্জিতা।
—আত্মপুরাণবচন, দ্রঃ বা নি ৬।৪-এর সে ব, পৃঃ ১৮১

হবেন, শিষ্যের বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হবেন এবং শিষ্যের পাপে ক্ষণমধ্যে তাঁর সিদ্ধত্ব পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাবে।[১]

মন্ত্র আর ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপতঃ অভিন্ন। গুপ্তসাধনতন্ত্রে বলা হয়েছে—গুরুমুখে যিনি যে-মন্ত্র লাভ করেন তাঁর সেই মন্ত্র ব্রহ্ম।[২]

গুরুগীতাতেও বলা হয়েছে—গুরুমুখে ব্রহ্ম অবস্থিত, গুরুর প্রসাদেই লভ্য।[৩]

কাজেই দেখা যাচ্ছে শিষ্যের যোগ্যতা বিচার সম্পর্কে একই ভাবধারা শ্রুতি ও তন্ত্রে অনুসৃত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই নির্বিচারে শিষ্যকরণ নিষেধ করা হয়েছে।

গুরুর দায়িত্ব—গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করে দীক্ষা দিলেন। কিন্তু এখানেই গুরুর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল না। বরং তখন থেকেই দায়িত্বের সূত্রপাত হল বলা যায়। কেন না শিষ্যের পাপ যখন গুরুতে বর্তায় তখন শিষ্য যাতে বিপথগামী না হয় সেদিকে গুরুর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

সদ্‌গুরু তা করেন। অনেক সময় সাধারণের অলক্ষ্য এবং অচিন্ত্য উপায়ে করেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিলে গুরুদত্তশক্তি শিষ্যের সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেয়।[৪] কুণ্ডলিনী সর্বশক্তিময়ী। গুরুশক্তিও কুণ্ডলিনীরই রূপবিশেষ।[৫] এই গুরুশক্তিই শিষ্যের উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাকে রক্ষা করেন। সাধনার পথে চলতে চলতে কখনো কখনো সাধকের সামনে কঠিন সঙ্কট দেখা দেয়। এই রকম দারুণ সঙ্কটে সাধক গুরুশক্তির সহায়তা বিশেষভাবে পেয়ে থাকেন। তবে সঙ্কট যথার্থ হলেই এই গুরুশক্তির সহায়তা মিলে।[৬]

তা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনার ক্রিয়াকর্মে এমন সব প্রক্রিয়া আছে যেগুলি গুরু শিষ্যকে হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। শিষ্যের এ-সব যতদিন আয়ত্ত না হয় ততদিন গুরু তাকে অভ্যাস করান।

তন্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব প্রথমেই শিষ্যের বোধগম্য হয় না। গুরু অরুন্ধতীদর্শনন্যায় অনুসারে শিষ্যকে তত্ত্ব শিক্ষা দেন। প্রাচীন কালে সদ্যোবিবাহিত স্বামী তাঁর স্ত্রীকে আদর্শসতী

---

১ যদি ন ত্যজ্যতে বীর ধনাদিদানহেতুনা। নারকী শিষ্যবৎ পাপী তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
ক্ষণাদসিদ্ধঃ স ভবেৎ শিষ্যাসাদিতপাতকৈঃ।—কু যা, উ ত, পঃ ২

২ গুরুণা যস্য যৎ প্রোক্তং তত্তস্য ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।—গুপ্তসাধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১১

৩ গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম লভ্যতে তৎপ্রসাদতঃ।—গুরুগীতাবচন, ঐ

৪ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ-এর মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজকৃত ভূমিকা, পৃঃ ১৵৹

৫ Tantra as a Way of Realisation, S. R. C. M., Vol. II, p. 181. ৬ ঐ

অরুন্ধতী দর্শন করাতেন। অরুন্ধতী একটি ছোট নক্ষত্র, চট্ করে চোখে পড়ে না। এই জন্য প্রথমে অরুন্ধতীর আশপাশের দুয়েকটি বড় নক্ষত্র দেখিয়ে তার পর অরুন্ধতীকে দেখান হত। এরই নাম অরুন্ধতীদর্শনন্যায়। এই ন্যায় অনুসারে তত্ত্বের ব্যাপারে গুরু শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে তার বোধগম্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে তাকে ক্রমে ক্রমে গূঢ় পরম তত্ত্ব অবগত করান।[১]

শিষ্যের কর্তব্য—গুরুর যেমন শিষ্য সম্পর্কে দায়িত্ব আছে তেমনি শিষ্যেরও গুরুর প্রতি কর্তব্য আছে। শিষ্যের সর্বপ্রধান কর্তব্য গুরুর প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি অন্তরে পোষণ করা। এই ভক্তি সৎ শিষ্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে যিনি ভক্তিমান্ তিনি গুণহীন বা ম্লেচ্ছ হলেও তিনিই শিষ্য।[২] কিন্তু যিনি গুরুভক্তিহীন তাঁর তপস্যা বিদ্যা কুল লোকরঞ্জক ভূষণ সবই ব্যর্থ।[৩] এ-সব থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃত শিষ্য নন। গুরুভক্তি-হীন ব্যক্তির সাধনা বিফল হয়।[৪]

অপর পক্ষে গুরুর প্রতি যাঁর ভক্তি সর্বদা দৃঢ় তাঁর অপ্রাপ্য কিছুই নাই। ধর্ম অর্থ কামের ত কথাই নাই, মোক্ষও তাঁর করস্থ।[৫]

স্বয়ং শিব গুরুরূপে আমার ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এই-ভাবে[৬] যিনি ভক্তিসহকারে গুরুর স্মরণ করেন তাঁর সিদ্ধি অদূরবর্তী।

লক্ষ্য করা গেছে পুরশ্চরণ ছাড়া মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। কিন্তু কোনো কোনো তন্ত্রে এমন কথাও বলা হয়েছে যে শিষ্য যদি ভক্তির দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করতে পারেন, তা হলে পুরশ্চরণ ছাড়াই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যেমন গন্ধর্বতন্ত্রে আছে দেবতারূপী গুরুকে ভক্তিদ্বারা তুষ্ট করতে হবে। তা হলে পুরশ্চরণহীন হলেও মন্ত্রের সিদ্ধি হবে সন্দেহ নাই।[৭]

গুরুর প্রতি এ রকম ভক্তি জন্মাতে পারে যখন গুরুর মহিমা সম্বন্ধে শিষ্যের মনে প্রত্যয় জন্মে। এইজন্য শাস্ত্রের বিধান গুরুকরণের পূর্বে শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করবেন। ভাবী গুরুর সঙ্গে কিছুকাল বাস করে নানাভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলে গুরুর মহিমা সম্বন্ধে

১ G. L., 3rd Ed., P 32

২ ম্লেচ্ছোঽপি গুণহীনোঽপি ভক্তিমান্ শিষ্য উচ্যতে।—কু ত, উঃ ১২

৩ গুরুভক্তিবিহীনস্য তপোবিদ্যা কুলং ব্রতম্। সর্বং নশ্যতি তত্রৈব ভূষণং লোকরঞ্জনম্।—ঐ

৪ গুরুভক্তিবিহীনস্য বিফলং সাধনং প্রিয়ে।—গ ত ৩।৫

৫ ধর্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য মোক্ষ এব করে স্থিতঃ। সর্বার্থৈঃ শ্রীগুরৌ দেবি যস্য ভক্তিঃ সদা স্থিরা।—কু ক, উঃ ১২

৬ স শিবো গুরুরূপেণ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো মম। ইতি ভক্ত্যা স্মরেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।—ঐ

৭ অথবা দেবতারূপং গুরুং ভক্ত্যা প্রতোষয়েৎ। পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রসিদ্ধিরসংশয়ঃ।—গ ত ২৮।৯০

শিষ্যের মনে প্রত্যয় জন্মাতে পারে। আর সে প্রত্যয় সুদৃঢ় হয় যখন দীক্ষার সময় শিষ্য গুরুশক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন।

সিদ্ধ গুরু শক্তিপাত করে শিষ্যের আজ্ঞাচক্র ও বিশুদ্ধাখ্যচক্র স্পর্শ করে তাঁকে প্রকাশের অনুভব করান।[১] শিষ্যের ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করেও তা করতে পারেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ ভাবী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে যে-প্রকাশের অনুভব করিয়েছিলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

এমনিভাবে যে-শিষ্যের গুরুমহিমা সম্বন্ধে প্রত্যয় দৃঢ় হয় তাঁর গুরুভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। আর যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষালাভ করলে শিষ্যের শাস্ত্রবাক্যেও প্রত্যয় জন্মে। শাস্ত্রে গুরুর যেরূপ মহিমা কীর্তন করা হয়েছে শিষ্য তা যথার্থ বলে বিশ্বাস করেন এবং গুরু সম্পর্কে শাস্ত্রনির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে মেনে চলেন।

গুরুমহিমা— তন্ত্রশাস্ত্র-মতে গুরু স্বয়ং শিব বা আদ্যাশক্তি ভগবতী বা শ্রীকৃষ্ণ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে আছে— গুরু সাক্ষাৎ শিব। তিনি সর্বার্থসাধক। গুরুই পরমতত্ত্ব। সমস্ত জগৎ গুরুময়।[২]

ভাবনোপনিষদে বলা হয়েছে শ্রীগুরু সর্বকারণভূতা শক্তি।[৩] তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতেও[৪] গুরু বিমর্শময়ী আদ্যাশক্তি। তাঁর দেহের নবত্ব নবদ্বাররূপে অবভাসিত।[৫]

ক্রমদীপিকায় গুরুকে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে।[৬] শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ভগবান্

---

১ শ্রীকুণ্ডলিনী-শক্তিযোগ, কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃঃ ৩৯৫

২ গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ গুরুঃ সর্বার্থসাধকঃ। গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্বং গুরুময়ং জগৎ।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৩

৩ শ্রীগুরুঃ সর্বকারণভূতা শক্তিঃ।—ভাবনোপনিষৎ ১

৪ গুরুরাদ্যা ভবেচ্ছক্তিঃ সা বিমর্শময়ী মতা।
নবত্বং তস্য দেহস্য রন্ধ্রত্বেনাবভাসতে।—ত রা ত ৩৫।২

৫ ভাবনোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে ভাস্কররায় লিখেছেন শ্রীগুরুর তিন রূপ—দিব্য বা দিব্যৌঘ, সিদ্ধ বা সিদ্ধৌঘ আর মানব বা মানবৌঘ। গুরুদেহে এই তিনি রূপই অবস্থিত। কর্ণদ্বয় এবং বাক্ দিব্যৌঘ, চক্ষুদ্বয় আর উপস্থ সিদ্ধৌঘ, নাসাদ্বয় আর পায়ু মানবৌঘ। উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের তিনি যে প্রয়োগবিধি বর্ণনা করেছেন তার থেকে জানা যায় দক্ষিণকর্ণ প্রকাশানন্দনাথ, বামকর্ণ বিমর্শানন্দনাথ, বাক্ বা জিহ্বা আনন্দনাথ, দক্ষিণচক্ষু জ্ঞানানন্দনাথ, বামনেত্র সত্যানন্দনাথ, উপস্থ পূর্ণানন্দনাথ, দক্ষিণনাসিকা স্বভাবানন্দনাথ, বামনাসিকা প্রতিভানন্দনাথ এবং পায়ু সুভগানন্দনাথ।

৬ ভূয়ঃ প্রতর্প্য প্রণিপত্য দেশিকং তস্মৈ পরস্মৈ পুরুষায় দেহিনে।
তাং বিত্তশাঠ্যং পরিহৃত্য দক্ষিণাং দত্ত্বা তনুং স্বাং চ সমর্পয়েৎ সুধী।—ক্রমদীপিকা ৪।৭২

বলছেন 'আচার্যকে আমি বলে জানবে। কখনো তাঁর অবমাননা করবে না। মনুষ্য মনে করে তাঁকে অসূয়া করবে না। গুরু সর্বদেবময়।'[১]

মোটকথা গুরুর গৌরব তন্ত্রপুরাণাদিতে একই ভাবে স্বীকৃত। বহু তন্ত্রে[২] উচ্চকণ্ঠে গুরুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু মন্ত্র গুরু জপ গুরুই পরম তপ।[৩]

যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—আদিনাথ মহাকালই সর্বমন্ত্রের গুরু, অন্য কেউ নয়। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য ঐন্দব মহাশৈব সৌর সব ক্ষেত্রেই তিনি গুরু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তিনিই মন্ত্রবক্তা, অপর কেউ নয়। মন্ত্রপ্রদানকালে মন্ত্রদাতা মানুষে সেই মহাকালেরই অধিষ্ঠান হয়। অতএব গুরুতা মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহ নাই।[৪]

কুলার্ণবতন্ত্রে বিষয়টি আরেকটু বিশদ করে বলা হয়েছে। যে-শিব সর্বগ সূক্ষ্ম উন্মনা নিষ্কল অব্যয় ব্যোমাকার অজ অনন্ত তাঁর পূজা কি করে হবে? এইজন্য সাক্ষাৎ শিব গুরুরূপ ধারণ করেন এবং ভক্তিভরে পূজিত হয়ে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন। শিব নিরাকার, মানুষের দৃষ্টিগোচর নন। তাই শ্রীগুরুরূপে তিনি ধার্মিক শিষ্যদের রক্ষা করেন। মনুষ্যচর্মাবৃত অর্থাৎ মনুষ্যরূপী সাক্ষাৎ পরশিব স্বয়ং সৎ শিষ্যদের অনুগ্রহ করার জন্য জগতে অপ্রকটভাবে বিচরণ করেন। কৃপানিধি শিব নিরাকার হয়েও সদ্‌ভক্তের রক্ষার জন্য আকার গ্রহণ করে সংসারীর মতো চেষ্টা করেন।[৫]

গুরুতে মানুষবুদ্ধি নিষিদ্ধ—তাই তন্ত্রের অভিমত মানুষকে গুরু মনে করা কল্পনা-

---

১ আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।১৭।২৭

২ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৩-৯৫

৩ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুর্মন্ত্র গুরুর্জাপো গুরুরেব পরন্তপঃ।—কৌ নি, পঃ ১০

৪ আদিনাথো মহাদেবি মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ। গুরুঃ স এব দেবেশি সর্বমন্ত্রেষু নাপরঃ।
শৈবে শাক্তে বৈষ্ণবে চ গাণপত্যে তথৈন্দবে। মহাশৈবে চ সৌরে চ স গুরুর্নাত্র সংশয়ঃ।
মন্ত্রবক্তা স এব স্যান্নাপরঃ পরমেশ্বরি। মন্ত্রপ্রদানকালে হি মানুষে গিরিনন্দিনি।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি। অতো ন গুরুতা দেবি মানুষে নাত্র সংশয়ঃ।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৫

৫ যঃ শিবঃ সর্বগঃ সূক্ষ্মশ্চোন্মনা নিষ্কলোঽব্যয়ঃ। ব্যোমাকারো হ্যজোঽনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে।
অতএব শিবঃ সাক্ষাদ্ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ। ভক্ত্যা সম্পূজিতো দেবি ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি।
শিবোঽহং নাকৃতির্দেবি নরদৃগ্‌গোচরো নহি। তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষতি ধার্মিকান্।
মনুষ্যচর্মণা বদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ম্। সচ্ছিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্যটতি ক্ষিতৌ।
সদ্‌ভক্তরক্ষণায়ৈব নিরাকারোঽপি সাকৃতিঃ। শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীব হি চেষ্টতে।—কু ত, উঃ ১৩

মাত্র। বৃক্ষাদিতে যেমন পূজা করা হয় তেমনি সাধকদের দীক্ষার জন্য মানুষকে গুরু কল্পনা করা হয়। মন্ত্রদাতা স্বীয় শিরঃপদ্মে গুরুর যে-ধ্যান করেন শিষ্যের শিরঃপদ্মেও সেই ধ্যানই উপদিষ্ট হয়েছে। কাজেই মানুষের মধ্যে গুরুতা কোথায় ?[১]

সেইজন্য তন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ শিষ্য কখনো গুরুকে সাধারণ মানুষ মনে করবে না। করলে তার মন্ত্রজপ দেবপূজা প্রভৃতি সব ব্যর্থ হবে ;[২] কোনোকল্পে সিদ্ধিলাভ হবে না।[৩]

তন্ত্রের অভিমত যে গুরুকে নরবৎ দেখে সে পাপকর্মা আর যিনি গুরুকে শিববৎ দেখেন তিনি পুণ্যকর্মা।[৪] পাপকর্মার গতি নরকে। তন্ত্র বলেন গুরুকে যে মানুষ মনে করে, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করে, দেবপ্রতিমাকে শিলা মনে করে সে নরকে যায়।[৫] আমরা পূর্বেও এ কথার উল্লেখ করেছি।

লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রমতে গুরু মন্ত্র এবং দেবতা অভিন্ন। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—যেমন ঘট কলস আর কুম্ভ একার্থবাচক তেমনি দেবতা মন্ত্র এবং গুরুর অর্থও এক।[৬]

শাস্ত্র বলেন—যে-সাধক গুরু মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে কোনো ভেদ কল্পনা করেন না জগদ্ধাত্রী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দিনে দিনে কি না দেন ?[৭]

আবার গুরু মন্ত্র ও দেবতার সঙ্গে সাধকের ঐক্য ভাবনার বিধানও আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—সাধক গুরু দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্যভাবনা করে এই তিনের একত্রীভূত তেজোমূর্তি কল্পনা করবেন এবং সাবয়ব সাবরণ সেই মূর্তির সঙ্গে স্বয়ং ভাবনার দ্বারা একরূপ হবেন।[৮]

গুরুর সঙ্গে শিষ্যের অদ্বৈতভাবনার নির্দেশ কুলার্ণবতন্ত্রেও দেওয়া হয়েছে।[৯]

---

১ অতএব গুরুর্নৈব মনুজঃ কিন্তু কল্পনা। দীক্ষায়ৈ সাধকানাঞ্চ বৃক্ষাদৌ পূজনং যথা।
মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যদ্ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ। তদ্ধ্যানং শিষ্যশিরসি চোপদিষ্টং ন চান্যথা।
অতএব মহেশানি কুতো হি মানুষো গুরুঃ।—কামা ত, পঃ ৪

২ গুরুং ন মর্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য হি। ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধির্মন্ত্রৈর্বা দেবতার্চনৈঃ।—কু ত, উঃ ১২

৩ গুরৌ মনুষ্যতাবুদ্ধিঃ শিষ্যাণাং যদি জায়তে। ন হি তস্য ভবেৎ সিদ্ধিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৯-১০০

৪ নরবৎ দৃশ্যতে লোকে শ্রীগুরুঃ পাপকর্মণা। শিববদ্ দৃশ্যতে লোকে ভবানি পুণ্যকর্মণা।—কু ত, উঃ ১৩

৫ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ।—ঐ উঃ ১২

৬ যথা ঘটশ্চ কলসঃ কুম্ভশ্চৈকার্থবাচকঃ। তথা দেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরুশ্চৈকার্থ উচ্যতে।—ঐ, পঃ ১৩

৭ মন্ত্রে বা গুরুদেবে বা ন ভেদং যস্তু কল্পতে। তস্য তুষ্টা জগদ্ধাত্রী কিন্ন দদ্যাদ্দিনে দিনে।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৪

৮ গুরুদৈবতমন্ত্রাণামৈক্যং সংভাবয়ন্ ধিয়া। ত্রিতেজস্বেকীকৃত্যাথ তত্র মূর্তিং প্রকল্পয়েৎ।
সাঙ্গাং সাবরণাং ধ্যাত্বা তদ্রূপস্তু স্বয়ং ভবেৎ।—শ স ত, তা খ, ২৬।৬-৭

৯ অদ্বৈতং ভাবয়েন্নিত্যং অদ্বৈতং গুরুণা সহ।—কু ত, উঃ ১২

গুরু সর্বোত্তম—তত্ত্বতঃ গুরুশিষ্যে ভেদ না থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভেদ আছে। শিষ্যের কাছে গুরুর বাড়া কেউ নেই। গুরুতন্ত্রে বলা হয়েছে গুরুর অধিক শাস্ত্র নাই, গুরুর অধিক তপ নাই, গুরুর অধিক মন্ত্র নাই, গুরুর অধিক ফল নাই। গুরুর অধিক দেবী নাই, গুরুর অধিক শিব নাই, গুরুর অধিক মূর্তি নাই, গুরুর অধিক জপ নাই।[১]

গুরুর প্রসন্নতা—জগতে গুরুই হর্তা কর্তা পালনকর্তা। গুরু তুষ্ট হওয়ামাত্র সমস্ত দেবতা তুষ্ট হন।[২]

রুদ্রযামলের মতে গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র শক্তির পরম সন্তোষ হয়। আর শক্তির সন্তোষ হওয়ামাত্র সাধক মোক্ষলাভ করেন। সমস্ত জগৎ গুরুমূলক, পরম তপস্যা গুরুমূলক। গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র সৎ শিষ্য মোক্ষলাভ করেন।[৩]

গুরু যাঁর অনুকূল তাঁর আর কোনো ভয় নাই। মুনি বা পন্নগ বা দেবতার অভিশাপ থেকে গুরু তাঁকে রক্ষা করেন, তাঁকে মৃত্যুভয় থেকেও রক্ষা করেন।[৪]

গুরুর অপ্রসন্নতা—গুরু প্রসন্ন হলে যেমন শিষ্যের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না তেমনি গুরু রুষ্ট হলে তাঁকে রক্ষা করারও আর কেউ থাকে না। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু দেব মহেশ্বর। শিব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে কেউ ত্রাণ করেন না।[৫]

গুরুর এমনি মাহাত্ম্য যে গুরু শব্দ উচ্চারণমাত্র শিষ্যের সর্বপাপ, সর্বমোহ দূর হয়ে যায়। গুরুতন্ত্রে বলা হয়েছে গুরু এই অক্ষর দুটি যার জিহ্বাগ্রে বর্তমান তার আর কি করে মোহ থাকবে? বেদপাঠ তার পক্ষে নিরর্থক। গকার উচ্চারণমাত্র ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, উকার উচ্চারণমাত্র জন্মপাতক নাশ হয়, রকার উকার এবং গকার উচ্চারণমাত্র কোটিজন্মের পাতক নষ্ট হয়।[৬]

---

১ ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ। ন গুরোরধিকো মন্ত্রো ন গুরোরধিকং ফলম্।
ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ। ন গুরোরধিকা মূর্তির্ন গুরোরধিকো জপঃ।
—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৪-৯৫

২ গুরুঃ কর্তা গুরুর্হর্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে। গুরুসন্তোষমাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ।—ঐ, পৃঃ ৯৪

৩ গুরোঃ প্রসাদমাত্রেণ শক্তিতোষো মহান্ ভবেৎ। শক্তিসন্তোষমাত্রেণ মোক্ষমাপ্নোতি সদ্বশী।
—রু যা, উ ত, পঃ ১

৪ মুনিভিঃ পন্নগৈর্বাপি সুরৈর্বা শাপিতো যদি। কালমৃত্যুভয়াদ্ বাপি গুরু রক্ষতি পার্বতি।
—বিশ্বসারতন্ত্রীয় গুরুগীতাবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৫

৫ গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।—কু ত, উঃ ১২

৬ গুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবি বর্ততে। তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য কিং বৃথা।
গকারোচ্চারণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতি। উকারোচ্চারমাত্রেণ মুচ্যতে জন্মপাতকাৎ।
রেফোচ্চারণমাত্রেণ উকারোচ্চারণাৎ পুনঃ। বিসর্গোচ্চারণাৎ কোটিজন্মজং পাতকং হরেৎ।
—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৪

গুরুদর্শনমাহাত্ম্য— তন্ত্রে গুরুদর্শনেরও বিশেষ মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে যেদিন শিষ্য গুরুর দর্শন পান সেদিন তাঁর কাছে কোটি সূর্যগ্রহণের দিনের মতো বা চন্দ্রগ্রহণের দিনের মতো পুণ্য দিন। গুরুর দর্শনমাত্র শিষ্য সর্বপাপমুক্ত হন। গ্রহণের দিন যেমন দান করতে হয় তেমনি গুরুদর্শনের দিনও বিচক্ষণ শিষ্য দান করবেন।[১]

গুরুর পদধুলি-পাদোদক-মাহাত্ম্য—শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেন। গুরুতন্ত্রের মতে যে-সুধী শিষ্য গুরুপাদরজ নিজ মস্তকে ধারণ করেন তিনি কোটিতীর্থজাত ফলের দশগুণ ফললাভ করেন।[২]

যে-শিষ্য গুরুর পাদোদক মস্তকে ধারণ করেন তাঁর সমস্ত তীর্থকরার পুণ্যলাভ হয়।[৩]

যিনি নিত্য গুরুর পাদোদক পান করেন তিনি ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষলাভ করেন।[৪]

গুরুর প্রসাদমাহাত্ম্য— শিষ্য গুরুর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। তন্ত্রের অভিমত গুরুর অন্নপ্রসাদ ভক্ষণ করলে শিষ্যের কোটিজন্মার্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। এই অন্নপ্রসাদ ভক্ষণে স্নান পাদপ্রক্ষালন ও আচমনের প্রয়োজন নাই, স্থান বিচার অনাবশ্যক, এই প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র ভক্ষণ করতে হয়। এতে ব্রাহ্মণ্য নাই, কৌলীন্য নাই, জাতিবিচার নাই। গুরুর অন্নপ্রসাদ যে-বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুধাবুদ্ধিতে ভক্ষণ করেন তাঁর প্রতি শিবও নিশ্চয়ই প্রসন্ন হন।[৫]

গুরুর উচ্ছিষ্ট ভুক্তিমুক্তিপ্রদ।[৬] মহাদেবীর উচ্ছিষ্ট যেমন ব্রহ্মাদি দেবতার পক্ষেও সুদুর্লভ গুরুর উচ্ছিষ্টও তেমনি। এই বস্তু মহাপবিত্র পরাৎপর।[৭]

---

১ শিষ্যস্য তদ্দিনং দেবি কোটিসূর্যগ্রহৈঃ সমম্। চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্দিনং বরবর্ণিনি।
গুরোর্দর্শনমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দানং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
—কুলাগমবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০০

২ গুরোঃ পাদরজো যস্ত সুধীর্মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ। স তীর্থকোটিজফলাৎ ফলং দশগুণং লভেৎ।
—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০১

৩ গুরোঃ পাদোদকং যস্ত শিরসা ধারয়েন্নরঃ। স সর্বতীর্থজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।—গুপ্তসাধনতন্ত্রবচন, ঐ

৪ গুরোঃ পাদোদকং যস্ত নিত্যং পিবতি মানুষঃ। ধর্মার্থকামমোক্ষাণামধিপো জায়তে চ সঃ।—ঐ

৫ গুরোরন্নং মহাদেবি যস্ত ভক্ষণমাচরেৎ। কোটিজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি।
ন স্নানং পাদশৌচঞ্চ ন চৈবাচমনঞ্চরেৎ। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নৈব স্থানং বিচারয়েৎ।
ন ব্রাহ্মণ্যং ন কৌলীন্যং ন জাতীনাং বিচারণম্।......
গুরোরন্নং সুধাবুদ্ধ্যা যস্তদ্ভাত্মতিমান্নরঃ। শিবোঽপি তস্য দেবেশি তুষ্টো ভবতি নান্যথা।—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৬ গুরোরুচ্ছিষ্টকং দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভবেৎ।—ঐ

৭ তবোচ্ছিষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্। গুরূচ্ছিষ্টং তথা প্রোক্তং মহাপূতং পরাৎপরম্।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

গুরুপূজা— তন্ত্রের অভিমত শাস্ত্রনির্দিষ্ট গুরুর পাদপদ্ম পূজা করলেই সকল দেবতা সুখী হন।[১] কারণ গুরু সর্বদেবময়।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে বলা হয়েছে গুরুর পাদপদ্মের অর্চনা করলেই সমস্ত জগৎ অর্চিত হয়। যিনি গুরুপাদার্চনা করেন তাঁর আর দান তপস্যা তীর্থসেবাদির কোনো প্রয়োজন নাই।[২]

গুরুতন্ত্রের মতে যিনি ত্রিসন্ধ্যা গন্ধপুষ্পের দ্বারা জগদ্‌গুরুর পূজা করেন তাঁর মন্ত্রপূজাদি-বিধান ন্যাস জপ এ-সব দিয়ে কি হবে?[৩] একমাত্র গুরুপূজার দ্বারাই তিনি এ-সবের যা ফল তা লাভ করেন। কাজেই তাঁর আর এ-সবের প্রয়োজন নাই।

গুরুর উপস্থিতিতে গুরুপূজা না করে কোনো দেবতার পূজা পর্যন্ত তন্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে—গুরু সন্নিহিত থাকা অবস্থায় যে অন্য দেবতার পূজা করে সে ঘোর নরকে যায় এবং তার পূজা ব্যর্থ হয়।[৪]

গুরুপূজা না করে ইষ্টদেবতার পূজা পর্যন্ত করা যায় না। মুণ্ডমালাতন্ত্রে আছে—এরূপ করলে মন্ত্রের তেজ স্বয়ং ভৈরব হরণ করে নেন।[৫]

গুরুশুশ্রূষা— গুরুর সেবাশুশ্রূষারও বিশেষ মাহাত্ম্য তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কৌলাবলী-নির্ণয়ে বলা হয়েছে—ব্রহ্মা পরাশর ব্যাস বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গুরুশুশ্রূষার জন্যই ত্রিজগতে সিদ্ধিলাভ করেন। শিব গুরুর প্রসাদেই সর্বজ্ঞ সর্বগামী ও প্রভু। একবার গুরু তুষ্ট হলে সাধক শিব হয়ে যান। গুরুসেবক সাধকদের অলভ্য কিছুই নাই। অতএব যত্নসহকারে গুরুর সেবা করা উচিত।[৬]

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে গুরুশুশ্রূষার দ্বারা শিষ্যের সব পাপ ক্ষয় হয় এবং পুণ্যরাশি বর্দ্ধিত হয়।[৭]

---

১ পুজিতে গুরুপাদে বৈ সর্বদেবঃ সুখী ভবেৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

২ কিং দানেন কিং তপসা কিমন্যতীর্থসেবয়া। শ্রীগুরোরর্চিতৌ যেন পাদৌ তেনার্চিতং জগৎ।
—গুপ্তসাধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৫

৩ ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্ যস্তু গন্ধপুষ্পৈর্জ্জগদ্‌গুরুম্। তস্য কিং মন্ত্রপূজাদিবিধানৈর্ন্যাসজাপকৈঃ।
—গুরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০১

৪ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাম্। সঃ যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

৫ গুরুপূজাং বিনা দেবি ইষ্টপূজাং করোতি যঃ। মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ম্।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং ১, পৃঃ ১০১

৬ ব্রহ্মাপরাশরব্যাসবিশ্বামিত্রাদয়ঃ পুনঃ। গুরুশুশ্রূষণাৎ সিদ্ধিং প্রাপ্তাস্তে ভুবনত্রয়ে।
শিবো গুরুপ্রসাদেন সর্ববিৎ সর্বগঃ প্রভুঃ। সাধকঃ শিব এব স্যাদ্ গুরৌ তুষ্টে সকৃদ্ যদি।
তদা কিং বা ন লভন্তে সাধকাঃ গুরুসেবকাঃ। তস্মাদেব প্রযত্নেন গুরুসেবাং সমাচরেৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

৭ ক্ষীয়ন্তে সর্বপাপানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যরাশয়ঃ। সিদ্ধ্যন্তি সর্বকার্য্যানি গুরুশুশ্রূষয়া প্রিয়ে।—কু ত, উঃ ১২

তা ছাড়া কায়ক্লেশযুক্ত মহৎ তপস্যার দ্বারা যে-ফল লাভ হয় গুরুসেবাদ্বারা সুখে সেই ফল লাভ করা যায়।[১]

তন্ত্রশাস্ত্রে এইভাবে গুরুর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। আর শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী শিষ্য গুরুকে এমনি মহিমান্বিতই মনে করেন।

বলা আবশ্যক সৎ শিষ্যের পক্ষে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস অবশ্য কর্তব্য। 'নিত্যোৎসব'-এ[২] নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রাদিতে কখনও অবিশ্বাস করবে না।

গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রে কোনো ভেদও নাই। কারণ সদ্‌গুরু সাধনবিষয়ে কখনও অশাস্ত্রীয় কথা বলেন না। এইজন্যই কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়ে—যা গুরুমুখ থেকে নির্গত হয় তা সবই শাস্ত্র।[৩]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিভিন্ন তন্ত্রে গুরুর যে-মহিমা প্রচার করা হয়েছে এবং গুরু সম্পর্কে যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা শাস্ত্রনির্দিষ্ট সদ্‌গুরু সম্বন্ধেই করা হয়েছে।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধে যে-সব কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে তা বিচারের বিষয় নয়, বিশ্বাসের বিষয়। শাস্ত্রবাক্যে যাঁদের বিশ্বাস আছে এ-সব তাঁদের জন্য অর্থাৎ এ-সব সাধকদের জন্য। যাঁদের শাস্ত্রবাক্যে আস্থা নাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনা তাদের জন্য নয়। কাজেই এ-সব শাস্ত্রবচনও তাঁদের জন্য নয়।

গুরুর কাছে আত্মনিবেদন—প্রকৃত সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্যের সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্র বিধান দিয়েছেন—যিনি শরীর অর্থ এবং প্রাণ সদ্‌গুরুকে নিবেদন করে তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করেন তিনিই শিষ্য।[৪]

উক্ত তন্ত্রের নির্দেশ—শিষ্য গুরুর জন্য দেহ ধারণ করবেন, গুরুর জন্য ধন অর্জন করবেন, প্রাণ দিয়েও গুরুর কাজ করবেন।[৫]

পরশুরামকল্পসূত্রেও[৬] অনুরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে শিষ্য গুরুর জন্যই অধিজিগমিষা অর্থাৎ কোনো কাজের উদ্দেশ্যে কোনো স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন, শরীর অর্থ ও প্রাণ রক্ষা করবেন।

---

১ কায়ক্লেশেন মহতা তপসা বাপি যৎফলম্। তৎফলং লভতে দেবি সুখেন গুরুসেবয়া।—কু ত, উঃ ১২,

২ গুরুবাক্যশাস্ত্রাদৌ সর্বত্রাসংশয়ঃ।—নিত্যোৎসব, আরম্ভোল্লাস, উপাসকধর্মাঃ

৩ নির্গতং যদ্ গুরোর্বক্ত্রাৎ সর্বং শাস্ত্রং তদুচ্যতে।—কু ত, উঃ ১২

৪ শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ। গুরুভ্যঃ শিক্ষতে যোগং স শিষ্য ইত্যভিধীয়তে।—ঐ, উঃ ১৭

৫ গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্দেহং গুর্ব্বর্থং ধনমর্জয়েৎ। নিজপ্রাণান্ পরিত্যজ্য গুরুকার্যং সমাচরেৎ।—ঐ, উঃ ১২

৬ অধিজিগমিষা শরীরার্থাসূনাং গুরবে ধারণম।—প ক সূ ১০।৭৪

যাঁর দেহপ্রাণ গুরুপদে অর্পিত তাঁর আর নিজস্ব কিছুই থাকে না। গুরু যেমন আজ্ঞা করেন তিনি সেই ভাবেই চলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ—গুরু সমস্ত দেবতার অধিপতি, কৃতাকৃত সকল কর্মের সাক্ষী। গুরুর পূজা করে তাঁর আজ্ঞানুসারে শিষ্যকে সর্বদা সকল কর্ম করতে হবে।[১]

কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে— যে-শিষ্য গমন পূজন স্বপ্নদর্শন ভোজন এবং রমণ গুরুর আজ্ঞা অনুসারে করেন জপ ছাড়াই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়।[২]

গুরুর আজ্ঞা—গুরুর আজ্ঞাপালন শিষ্যের ধর্ম। পরশুরামকল্পসূত্রের নির্দেশ গুরু যা বলবেন শিষ্যকে তাই করতে হবে।[৩] গুরু যদি কোনো নীচ কাজ করতে বলেন শিষ্য অভিমান ত্যাগ করে তাও করবে।[৪]

রুদ্রযামল আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন শিষ্য দিনরাত দাসের মতো গুরুর আজ্ঞা পালন করবে।[৫]

গুরু যদি পরুষ বাক্য বলেন শিষ্য তা আশীর্বাদ বলে মনে করবে। তিনি যদি তাড়না করেন তা হলে তা প্রসাদ বলে মনে করবে।[৬] কোনো অবস্থাতেই গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে না। গুরুর আজ্ঞালঙ্ঘন শিষ্যের পক্ষে নিদারুণ অপরাধ। রুদ্রযামলের মতে যে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে মূঢ়ধী। সে ঘোর নরকে যায় ও শূকরত্ব প্রাপ্ত হয়।[৭]

কিন্তু গুরু যদি অন্যায় আদেশ করেন তা হলে? পরশুরামকল্পসূত্র বলেন গুরুর আদেশ পরীক্ষা না করে অর্থাৎ নির্বিচারে পালন করতে হবে, গুরুর আদেশকে শাস্ত্র ব্যবস্থা মনে করতে হবে।[৮]

এই সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর লিখেছেন—গুরুলক্ষণবিশিষ্ট গুরুর বাক্য শিষ্য নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করবে না; তাঁর কথা সৎ কি অসৎ বিচার করবে না। সর্বতন্ত্রার্থবিদ্ আমার গুরু কখনো অশাস্ত্রীয় কথা বলবেন না, তিনি শাস্ত্রসম্মত আদেশই করবেন—শিষ্য মনে এই প্রকার নিশ্চিত ধারণা পোষণ করবে।[৯]

১ গুরুঃ সর্বসুরাধীশো গুরুঃ সাক্ষী কৃতাকৃতে। সংপূজ্য সকলং কর্ম কুর্যাত্তস্যাজ্ঞয়া সদা।—ব্রঃ শা ত, উঃ ২
২ গমনং পূজনং স্বপ্নং ভোজনং রমণন্তথা। গৃহীত্বাজ্ঞাং গুরোঃ কুর্যাৎ তস্য সিদ্ধির্বিনা জপাৎ।—কৌ নি, উঃ ১০
৩ এতদুক্তকরণম্।—প ক সূ ১০।৭৫
৪ গুরূক্তং নীচকার্যমপি অভিমানমুৎসৃজ্য কার্যম্।—ঐ, রামেশ্বরকৃত বৃত্তি
৫ দিবারাত্রৌ গুরোরাজ্ঞাং দাসবৎ পরিপালয়েৎ।—রু যা, উ ত, পঃ ১
৬ গুরূক্তং পরুষং বাক্যং আশিষং পরিচিন্তয়েৎ। তেন সংতাড়িতো বাপি প্রসাদমিতি সংস্মরেৎ।—কু ত, উঃ ১২
৭ অনাদৃত্য গুরোর্ব্বাক্যং শৃণুয়াদ্ যঃ পরাঙ্মুখঃ। অহিতং বা হিতং বাপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—ঐ
৮ অপরীক্ষণং তদ্বচনে ব্যবস্থা।—প ক সূ ১০।৭৬
৯ গুরুলক্ষণবিশিষ্টগুরুবচনং স্ববুদ্ধ্যা ন পরীক্ষয়েৎ, সদসদ্বেতি ন বিচারয়েৎ। ব্যবস্থা অয়ং সর্বতন্ত্রার্থবিৎ অন্যথা ন বদিষ্যতি, কিং তু শাস্ত্রযুক্তমেব বদিষ্যতি ইতি নিশ্চয়ং কুর্যাৎ।—ঐ, রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

রামেশ্বরের উক্তিতে শাস্ত্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। সদ্গুরুর শাস্ত্রনির্দিষ্টলক্ষণযুক্ত গুরুই শাস্ত্রের অভিপ্রেত গুরু। এই গুরু সম্পর্কেই শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য বিহিত হয়েছে, যে-কোনো গুরু সম্পর্কে নয়।

শিষ্যদেহে গুরুস্থান— সাধকের দিনের কাজ সুরু হয় গুরুর ধ্যান করে। শাস্ত্রের বিধান—সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে পদ্মাসনে বসে শিরস্থ অধোমুখ শুক্লবর্ণ সহস্রদলপদ্ম-কর্ণিকার অন্তর্গত শশকলাঙ্কনহীন শরদিন্দুর মতো সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত হংসপীঠে নিজগুরুর ধ্যান করবেন।[১]

শিষ্যদেহে গুরুর ধ্যানস্থান শুধু শিরস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রার নয়, হৃৎপদ্ম এবং আজ্ঞাচক্রও বটে। জামলে আছে গুরু কখনো সহস্রারে ধ্যেয়, কখনো হৃৎপদ্মে, কখনো বা দৃষ্টিগোচরে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ধ্যেয়।[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ সাধকেরা মনে করেন গুরুতত্ত্বের সর্বোত্তম স্থান আজ্ঞাচক্র। শুদ্ধ চিৎসমুদ্রের শেষ 'স্লুইস গেট' এই আজ্ঞাচক্র আর গুরুতত্ত্ব এই গেটের চাবি। আজ্ঞাচক্রের পরে 'অহং' নাই, এখানেই দ্বৈতবীজ দগ্ধ হয়ে যায়। গুরু এই দ্বার খুলে দিলে জীবরূপ ক্ষুদ্র আধারে অসীম চিৎসমুদ্র এসে প্রবেশ করে একে পূর্ণ করে এর কূল ভাসিয়ে দেয়, তখন আর আধার ক্ষুদ্র থাকে না, সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।[৩]

গুরুর ধ্যান—গুরুধ্যানের কথা হচ্ছিল। শাস্ত্রে গুরুধ্যানের যে-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাধক সেই ধ্যান করেন স্বগুরুর নির্দেশ অনুসারে। কারণ শাস্ত্রে গুরুর একাধিক ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা—

গুরুর পুরুষমূর্তির ধ্যান—মহাগুরু প্রভাতসূর্যের মতো রক্তবর্ণ তেজোবিম্ব। অনন্ত মহিমার সাগর তিনি শশিশেখর। মহাসূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় তাঁর অঙ্গ। তিনি মহাশুক্লাম্বরপদ্মে অবস্থিত দ্বিনেত্র দ্বিভুজ আত্মোপলব্ধির বিষয়, তেজের দ্বারা শুক্লবাস। আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বস্থ নিধি তিনি, তিনি কারণস্বরূপ, তিনি সাধুদের সুখ। তাঁর অঙ্গে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ। তাঁর হাতে বর এবং অভয়। তিনি বিভু প্রস্ফুটিতকমলারূঢ় সর্বজ্ঞ এবং জগদীশ্বর।

---

১ ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় বদ্ধপদ্মাসনঃ শিরঃস্থাধোমুখ-শুক্লবর্ণ-সহস্রদলকমলকর্ণিকান্ত-শশহীন শরদিন্দুসুন্দর-চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গতহংসপীঠে নিজগুরুং ধ্যায়েৎ।—শ্যামারহস্য, পঃ ১

২ কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মে ধ্যেয়ো গুরুঃ সদা। কদাচিৎ হৃদয়াম্ভোজে কদাচিদ্দৃষ্টিগোচরে।

—জামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৩

৩ Tantra as a Way of Realization, C. Her. I., Vol. IV, p. 237

অন্তরে তিনি প্রকাশচঞ্চল। তাঁর কণ্ঠে বনমালা, অঙ্গে রত্নালঙ্কার। এই দেবদেবকে সদা ভজনা করবে।[১]

অন্য ধ্যান—হৃৎপদ্মের কর্ণিকামধ্যস্থ সিংহাসনে দিব্যমূর্তি গুরু অবস্থিত। চন্দ্রকলার মতো তাঁর দীপ্তি। তিনি সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদ, মুক্তাফলভূষিত তাঁর দিব্যমূর্তি। তাঁর বামাঙ্ক-পীঠে দিব্য শক্তি। তিনি শ্বেতাম্বর, শ্বেতবিলেপযুক্ত। তাঁর অধরে মৃদুমন্দ হাসি। তিনি পূর্ণ কলানিধান। এইরূপে গুরুর ধ্যান করতে হবে।[২]

আরেকটি ধ্যান—অপর একটি ধ্যানে আছে—ব্রহ্মানন্দ পরম সুখদ কেবল জ্ঞানমূর্তি দ্বন্দ্বাতীত গগনসদৃশ তত্ত্বমসি-আদি বাক্যের লক্ষ্য এক নিত্য বিমল ধ্রুব সর্বদাসাক্ষীভূত ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত সদ্‌গুরুকে প্রণাম করি।[৩]

গুরুর স্ত্রীমূর্তির ধ্যান—এ ছাড়া শাস্ত্রে গুরুর স্ত্রীমূর্তির অর্থাৎ স্ত্রীগুরুর পৃথক্ ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা— কেশরশোভিত সহস্রারমহাপদ্মে বিরাজমানা প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষী ঘনপীনপয়োধরা প্রসন্নবদনা ক্ষীণমধ্যা শিবাস্বরূপিণী গুরু। পদ্মরাগমণির মতো তাঁর দীপ্তি। তাঁর পরিধানে রক্তবস্ত্র, হাতে রক্ত কঙ্কণ, পায়ে রক্ত নূপুর। তাঁর শরদিন্দুর মতো উজ্জ্বল কুণ্ডল রত্নোদ্ভাসিত। তিনি স্বীয় স্বামীর বামভাগে অবস্থিতা। তাঁর করপদ্মে বর এবং অভয় মুদ্রা। এইরূপে গুরুর ধ্যান করতে হবে।[৪]

---

১ তরুণাদিত্যসঙ্কাশং তেজোবিম্বং মহাগুরুম্। অনন্তানন্তমহিমসাগরং শশিশেখরম্।
মহাসূক্ষ্মভাস্বরাঙ্গং তেজোবিম্বং মহাগুরুম্। মহাশুক্লাম্বরাজস্থং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং তেজসা শুক্লবাসসম্। আজ্ঞাচক্রোর্ধ্বনিকরং কারণঞ্চ সতাং সুখম্।
ধর্মার্থকামমোক্ষাঙ্গং বরাভয়করং বিভুম্। প্রফুল্লকমলারূঢ়ং সর্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্।
অন্তঃপ্রকাশচপলং বনমালাবিভূষিতম্। রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যং দেবদেবং সদা ভজেৎ।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ১৪৯

২ হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যসংস্থং সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্তিম্।
ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্।
মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমূর্তিং বামাঙ্কপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্।
শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মন্দস্মিতং পূর্ণকলানিধানম্।—গুরুগীতোক্ত ধ্যান, দ্রঃ ঐ পৃঃ ১৫০

৩ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্। দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভূতম্। ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।—দ্রঃ ঐ

৪ সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষী ঘনপীনপয়োধরা।
প্রসন্নবদনা ক্ষীণমধ্যা ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্।
রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাম্। শরদিন্দুপ্রতীকাশরত্নোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্।—গুপ্তসাধনতন্ত্রোক্ত ধ্যান, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৫৫

গুরু যে সাধারণ মানুষ নন, তিনি যে ব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী, গুরুর এই-সব ধ্যান থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ছাড়া তন্ত্রে গুরুর স্তব কবচ এবং প্রণাম বর্ণিত হয়েছে। তার থেকেও গুরুর দেবত্ব সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি করে স্তব কবচ এবং প্রণাম উদ্ধৃত হল।

গুরুর পুরুষমূর্তির স্তব—মহামন্ত্রদাতা শিবরূপী ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশক সংসারদুঃখত্রাতা অতিসৌম্য দিব্য বীর অজ্ঞানহরণকারী তোমাকে প্রণাম। কুলনাথ কুলকৌলিন্যদাতা শিবতত্ত্বপ্রবোধক ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক, তোমাকে প্রণাম। সাধককে অভয়দাতা অনাচার-আচার-ভাববোধক ভাবহেতু ভাবাভাববিনির্মুক্তমুক্তিদাতা গুরু, তোমাকে বার বার প্রণাম। দিব্যভাবপ্রকাশক শম্ভু জ্ঞানানন্দস্বরূপ হে বিভব, তোমাকে প্রণাম। শিব শক্তিনাথ সচ্চিদানন্দরূপী কামরূপী কাম কামকেলিকলাত্মক, কুলপূজোপদেষ্টা কুলাচারস্বরূপ আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতি হে মহেশ, তোমাকে প্রণাম, বার বার তোমাকে প্রণাম।[১]

গুরুর স্ত্রীমূর্তির স্তব—স্ত্রীগুরুর স্তব স্বতন্ত্র। যথা—দেবদেবেশী হরপূজিতা তোমাকে প্রণাম। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণীকে নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু উন্মীলিত করেছেন তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম। ভববন্ধন-ত্রাণকারিণী পরা জননী, জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা যিনি, তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম। শ্রীনাথের বামভাগে অধিষ্ঠিতা সর্বদা যিনি দেবগণপূজিতা সদা বিজ্ঞানদাত্রী তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম। সহস্রারমহাপদ্মে যিনি সদানন্দস্বরূপিণী মহামোক্ষপ্রদায়িনী সেই দেবীকে নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-স্বরূপা মহারুদ্রস্বরূপিণী, ত্রিগুণাত্মস্বরূপা তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি চন্দ্রসূর্যাগ্নিস্বরূপা সর্বদা ঘূর্ণিতলোচনা এবং স্বীয় পতিকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন, তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম। যিনি ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও

১ ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে।
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে।
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে। নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে।
অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে। ভাবাভাববিনির্মুক্তমুক্তিদাত্রে নমো নমঃ।
নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ।
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে।
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে। আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতয়ে।
নমোঽস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ।—কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত গুরুস্তব, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ১৫৩

শিবত্ব প্রদান করেন, জীবন্মুক্তি প্রদান করেন, যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী তাঁকে নিত্য বার বার প্রণাম।[১]

গুরুকবচ—কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে নিম্নোক্ত গুরুকবচটি বর্ণিত হয়েছে[২]—সহস্রারমহাপদ্মে কর্পূরধবল যে-গুরু অবস্থিত, যার বাম উরুর উপর শক্তি অধিষ্ঠিতা, তিনি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। পরমগুরু আমার শির রক্ষা করুন। পরাপরগুরু আমার নাক রক্ষা করুন। পরমেষ্ঠী-গুরু সর্বদা আমার মুখ রক্ষা করুন। প্রহ্লাদানন্দনাথ সর্বদা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন। সনকানন্দ ও কুমারানন্দ আমার দুই বাহু রক্ষা করুন। বশিষ্ঠানন্দনাথ সর্বদা আমার হৃদয় রক্ষা করুন। ক্রোধানন্দ আমার কটিদেশ রক্ষা করুন; সুখানন্দ রক্ষা করুন পা। ধ্যানানন্দ আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন, বোধানন্দ আমাকে কাননে রক্ষা করুন। ঈশ্বররূপী গুরুরা আমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন। এই পরম কবচ কথিত হল। ভক্তিহীন দুরাচারকে এটি যিনি দেবেন তাঁর মৃত্যু হবে। এই কবচের ধারণে ও শ্রবণে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

গুরুপ্রণাম— বিভিন্ন তন্ত্রে[৩] গুরুপ্রণাম বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্বতন্ত্রে এই প্রণামটি আছে—হে নাথ হে ভগবান্ গুরুরূপী শিব, তোমাকে প্রণাম। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধির জন্য

---

১ নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা। জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদা যা সুরপূজিতা। সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী। মহামোক্ষপ্রদাদেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী। ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা চ সদাঘূর্ণিতলোচনা। স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।—মাতৃ ত, পঃ ৭

২ সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ। বামোরুস্থিতশক্তির্যঃ সর্বত্র পরিরক্ষতু।
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে। পরাপরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা।
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দনাথকঃ। বাহু দ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ।
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্বদা। ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম।
ধ্যানানন্দশ্চ সর্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে। সর্বত্র গুরবঃ পান্তু সর্ব ঈশ্বররূপিণঃ।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে। ভক্তিহীনে দুরাচারে দত্ত্বৈতৎ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।
অস্যৈব পঠনাদ্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে। জায়তে মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি তে।
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ১৫৩

৩ দ্রঃ প্রা তো, ঐ, পৃঃ ১৫৫; ত রা ত, পঃ ১

তুমি অনেক মূর্তি স্বীকার করেছ। তুমি নব নবনাথরূপী একমাত্রপরমাত্মরূপী, সমস্ত অজ্ঞানান্ধকারভেদকারী সূর্য, ঘনীভূত চৈতন্য তুমি, স্বতন্ত্র দয়াক্লিপ্তবিগ্রহ তুমি, ভক্তাধীন তুমি ভব্য ভক্তদের ভব্যরূপী, বিবেকবান্‌দের তুমি বিবেক, বিমর্শযুক্তদের বিমর্শ, প্রকাশযুক্তদের তুমি প্রকাশ, জ্ঞানীদের তুমি জ্ঞান। সম্মুখে পার্শ্বে পৃষ্ঠদেশে ঊর্ধ্বে অধোদেশে তোমাকে প্রণাম। সর্বদা সাধুদের চিত্ত তোমার আসন, তোমাকে প্রণাম। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু যিনি উন্মীলিত করেন সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ তুমি গুরু, তোমাকে প্রণাম। অবিদ্যাগ্রস্ত সংসারসাগর পার হবার তুমি উপায়, তোমাকে প্রণাম।[১]

গুরুপ্রণামাদি নিত্যকর্ম—তন্ত্রের বিধান[২] গুরু প্রত্যক্ষ হোন আর পরোক্ষেই থাকুন শিষ্য প্রতিদিন তাঁকে প্রণাম করবেন। গুরুশিষ্য একই গ্রামে থাকলে শিষ্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা গুরুকে প্রণাম করবেন। শিষ্য গুরু থেকে এক ক্রোশ দূরে থাকলে দিনে একবার এবং অর্ধযোজন দূরে থাকলে পঞ্চ পর্বে[৩] একবার গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবেন। শিষ্য গুরু থেকে এক যোজন থেকে আরম্ভ করে বার যোজন পর্যন্ত দূরে বাস করলে সেই সেই সংখ্যাগত মাসে একবার করে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবেন। যদি গুরু শিষ্যের থেকে আরও দূরে থাকেন তা হলে শিষ্য বছরে দুবার একবার উত্তরায়ণকালে এবং একবার দক্ষিণায়নকালে গিয়ে গুরুকে প্রণাম করবেন।

---

১ নমস্তে ভগবন্নাথ শিবায় গুরুরূপিণে। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ।
নবায় নবরূপায় পরমাত্মৈকরূপিণে। সর্বাজ্ঞানতমোভেদভানবে চিদ্‌ঘনায় তে॥
স্বতন্ত্রায় দয়াক্লিপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে। পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে॥
বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনাম্। প্রকাশিনাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে॥
পুরস্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্কুর্যামুপর্যধঃ। সদা মচ্চিত্তরূপেণ বিধেহি ভবদাসনম্॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মনে। অবিদ্যাগ্রস্তসংসারসাগরোত্তারহেতবে॥—গ ত ৬।১৯-২৫

২ প্রত্যক্ষো বা পরোক্ষ বা প্রত্যহং প্রণমেদ্ গুরুম্। একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্।
ক্রোশমাত্রং স্থিতো ভক্ত্যা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ। অর্ধযোজনতঃ শিষ্য প্রণমেৎ পঞ্চপর্বসু।
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি। তত্তৎসংখ্যাগতৈর্মাসৈঃ প্রণমেৎ শ্রীগুরুং প্রিয়ে।
যদি দূরে চ চার্বঙ্গি শ্রীগুরুর্নগনন্দিনি। সম্বৎসরস্য মধ্যে তু পূজয়েদ্ বিধিনামুনা।
একধোত্তরায়ণে কালে একধা দক্ষিণায়নে।—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২

৩ কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দশ্যৌ পূর্ণিমাঽমা চ সংক্রমঃ এতানি পঞ্চ পর্বাণি…ইতি। (প ক সূ ১০।৬৭-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তিতে উদ্ধৃত।)—কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণা চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি—এই পঞ্চপর্ব।

গুরুর ধ্যানপূজাদিও শিষ্যের নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রের বিধান—ত্রিসন্ধ্যা গুরুর ধ্যান ও পূজা করতে হবে এবং পরমকারণ গুরুর ভাবনা করতে হবে।[১]

বলা বাহুল্য এ-সব ধ্যানার্চাদি সাধকের স্বগুরু সম্পর্কেই বিহিত।[২]

গুরু সম্পর্কে অন্যান্য কর্তব্যাকর্তব্য—শিষ্য গুরু কুলশাস্ত্র পূজ্যস্থান এ-সবের আগে শ্রীশব্দ যোগ করে ভক্তিভরে প্রণাম করে তার পরে মুখে উচ্চারণ করবেন।[৩]

তন্ত্রের নির্দেশ—স্বীয় গুরুর নাম ও ইষ্টমন্ত্র শিষ্যকে গোপন রাখতে হবে।[৪] এইজন্য জপের সময় ছাড়া গুরুর নাম মুখে আনা শিষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিচারের সময় এবং সাধন-ব্যাপারে গুরুর নাম না বলে শ্রীনাথ দেব স্বামী ইত্যাদি বলে গুরুর উল্লেখ করা শিষ্যের পক্ষে বিহিত।[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রের বিধান অনুসারে তান্ত্রিক পুরুষগুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এবং স্ত্রীগুরুর নামের শেষে অম্বা শব্দ যোগ করতে হয়।[৬]

তবে স্ত্রীগুরুর নামের শেষে দেবীশব্দ যোগ করারও বিধান দেখা যায়।[৭]

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্যের কথা হচ্ছিল। শিষ্য সর্বদা গুরুর প্রীতিকর কর্ম করবেন। কেন না তন্ত্রের অভিমত যে সাধকোত্তম গুরুর প্রীতিকর কর্ম করেন সমস্ত সিদ্ধি অবিলম্বে তাঁর অধিগত হয়।[৮]

যাতে গুরুদ্রোহ হয় এমন কর্ম শিষ্য কখনো করবেন না। গুরুর আজ্ঞা ভঙ্গকরা, অর্থহরণ করা এবং অপ্রিয় পথে চলা এই-সব গুরুদ্রোহ। যে গুরুদ্রোহ করে সে পাতকী।[৯]

---

১ ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুরোর্ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুরোঃ। ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকারণম্।
—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২

২ স্বগুরুং হি বিনা দেবি নান্যঞ্চ গুরুমর্চয়েৎ।—ঐ

৩ শ্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পূজ্যস্থানানি যানি চ। ভক্ত্যা শ্রীপূর্বকং দেবি প্রণম্য পরিকীর্তয়েৎ।—কু ত, উঃ ১১

৪ সর্বদা গোপয়েদেনং গুরুঞ্চ মনুমেব চ।—কৌ নি, উঃ ১০

৫ গুরুং নাম্না ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে। শ্রীনাথ-দেব-স্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ।—কু ত, উঃ ১১

৬ (i) আনন্দনাথসংজ্ঞান্তা গুরবঃ পরিকীর্তিতাঃ। স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চ অম্বান্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
—শ স ত, সু খ, ১।১৩৯-১৪০

(ii) দ্রঃ গ ত ৬।১৪

৭ আনন্দনাথশব্দান্তা গুরবঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ। স্ত্রিয়োঽপি গুরুরূপাশ্চ দেব্যন্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৯৬

৮ গুরোঃ প্রীতিকরং কর্ম যঃ কুর্যাৎ সাধকোত্তমঃ। তস্যাশু সিদ্ধয়ঃ সর্বাঃ সন্তি পদতলে সদা।
—কৌ নি, উঃ ১০

৯ আজ্ঞাভঙ্গোঽর্থহরণং গুরোরপ্রিয়বর্তনম্। গুরুদ্রোহমিদং প্রাহুঃ যঃ কুর্যাৎ স চ পাতকী।—ঐ

গুরুর কাছে মিথ্যা কথা বলা মহা পাপ। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে গোবধে এবং ব্রহ্মবধে যে-পাপ হয় গুরুর সামনে মিথ্যা কথা বললে সেই পাপ হয়।[১]

শিষ্য গুরু ও গুরুতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একাসনে বসবেন না। দেবতা এবং গুরুর কাছে আসনেই বসবেন না।[২] গুরুর আগে আগে চলবেন না। গুরু যদি উঠে দাঁড়ান তা হলে বসে থাকবেন না।[৩]

শিষ্য শক্তির ছায়া দেবতার ছায়া অর্থাৎ দেবমূর্তির ছায়া এবং গুরুর ছায়া লঙ্ঘন করবেন না এবং এঁদের ছায়ার উপর নিজের ছায়া ফেলবেন না। শিষ্য যদি গুরুর কাছে থাকেন তা হলে তাঁর আদেশ না পেলে এবং তাঁকে বন্দনা না করে নিদ্রা ভাষণদান পাঠ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান ভোজন শয়ন এ-সব কিছুই করবেন না।[৪]

গুরুর সামনে শিষ্য পৃথক্ পূজা করবেন না, ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করবেন না, দীক্ষা দেবেন না, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবেন না ও প্রভুত্ব করবেন না।[৫]

শিষ্য কখনো গুরুর সঙ্গে ঋণ দেওয়া বা না-দেওয়া, জিনিষপত্রের বেচাকেনা এ-সব করবেন না।[৬]

গুরুর দ্রব্যাদিও শিষ্যের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। এ-সব তিনি কখনো লঙ্ঘন করবেন না। কৌলাবলীনির্ণয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—শিষ্য গুরুর শয্যা আসন যান কাষ্ঠপাদুকা চর্মপাদুকা স্নানোদক এবং ছায়া কখনো লঙ্ঘন করবেন না।[৭]

গুরু না দিলে শিষ্য গুরুর কোনো জিনিষ নেবেন না, নিলে তাঁর মহাপাপ হবে। গুরুদ্রব্য বহু হোক আর অল্পই হোক এইভাবে নিলে শিষ্য তির্যগযোনি প্রাপ্ত হয়ে রাক্ষসাদির দ্বারা ভক্ষিত হবেন।[৮]

---

১ গোব্রাহ্মণবধং কৃত্বা যৎপাপং সমবাপ্নুয়াৎ। তৎপাপং সমবাপ্নোতি গুর্বোগ্রেঽনৃতভাষণাৎ।—কু ত, উঃ ১২

২ একাসনে নোপবিশেৎ গুরুণা তৎসমৈঃ সহ। নবসেদাসনে দেবি দেবতাগুরুসন্নিধৌ।—ঐ

৩ ন গচ্ছেদগ্রতস্তস্য ন বসেদুত্থিতে গুরৌ।—ঐ

৪ শক্তিচ্ছায়াং সুরচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং ন লঙ্ঘয়েৎ। ন তেষু কুর্যাৎ স্বচ্ছায়াং ন স্বপেদ্ গুরুসন্নিধৌ।
ভাষণং পাঠনং জ্ঞানং ভোজনং শয়নাদিকম্। অনাদিষ্টো ন কুর্বীত ন চাবন্দনপূর্বকম্।—ঐ

৫ গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ। দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে ন কারয়েৎ।
—কৌ নি, উঃ ১০

৬ ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্। ন কুর্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যোঽপি চ কদাচন।—ঐ

৭ গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা। স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।—ঐ

৮ বহ্বল্পং হি গুরোর্দ্রব্যং অদত্তং স্বীকরোতি যঃ। তিরশ্চাং যোনিমালম্ব্য ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যতে সদা।—ঐ

গুরুকে দান—সাধকের এ জগতে যে যে বস্তু ইষ্টতম তা সবই তিনি পরম যত্নসহকারে ভক্তিভরে গুরুকে অর্পণ করবেন।[১]

শূন্যহাতে রাজা দেবতা এবং গুরুর কাছে যেতে নেই। যথাশক্তি তাঁদের ফলপুষ্পাদি অর্পণ করতে হয়। শিষ্য ভক্তিসহকারে সাধ্যমতো গুরুকে যা দান করেন স্বল্প হলেও তা বহুর সমান হয়; দরিদ্র ও ধনীর দান সমান হয়ে যায়। যে-শিষ্য গুরুকে দান সম্পর্কে কার্পণ্য করবেন তিনি রৌরব নরকে যাবেন।[২]

গুরুবংশের সম্মান—গুরু যেমন তেমনি গুরুবংশও শিষ্যের পূজার্হ। যেখানে প্রত্যক্ষগুরুর পূজা বিহিত সেখানে গুরুকে না পাওয়া গেলে তাঁর পত্নীপুত্রাদির পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। কুলাগমে আছে[৩]—গুরুর অভাবে গুরুপত্নীর পূজা করতে হবে, তাঁর অভাবে গুরুপুত্রের, তাঁর অভাবে গুরুকন্যার, তাঁর অভাবে গুরুর পুত্রবধূর পূজা করতে হবে। এঁদের কাউকেই যদি না পাওয়া যায় তবে গুরুবংশের কাউকে পূজা করা কর্তব্য। তেমন কাউকেও যদি না পাওয়া যায় তা হলে গুরুর মাতামহবংশের পূজা বিধি, গুরুর মাতুল বা মাতুলানীর পূজা কর্তব্য।

এই পূজাসম্পর্কে একটি বিশেষ নিষেধ আছে। শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন না।[৪]

গুরুনিন্দা—শিষ্য মনে মনেও গুরুনিন্দা করবেন না।[৫] গুরুর নিন্দা করার ত কথাই নাই, গুরুনিন্দা শোনাও পাপ। রুদ্রযামলে আছে গুরুর নিন্দা এবং পৈশুন্যের কথা যেদিন শিষ্য শোনেন তাঁর সেদিনকার পূজা দেবী গ্রহণ করেন না।[৬]

---

১ যদ্ যদিষ্টতমং লোকে সাধকস্য শুচিস্মিতে। তৎসর্বং গুরবে দদ্যাৎ ভক্ত্যা পরমযত্নতঃ।
—মহিষমর্দিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২

২ রিক্তহস্তেন নোপেয়াদ্রাজানং দেবতাং গুরুম্। ফলঞ্চ পুষ্পকাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ।
ভক্ত্যা শক্ত্যনুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যৎকৃতম্। স্বল্পমেব মহত্তুল্যং তুল্যমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।
গুর্বর্থে কৃপণো দেবি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—শা ত, উঃ ২

৩ গুরোরভাবে চার্বঙ্গি গুরুপত্নীং প্রপূজয়েৎ। তদভাবে চ চার্বঙ্গি গুরুপুত্রং সমর্চয়েৎ।
তদভাবে বরারোহে গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ। তদভাবে চ চার্বঙ্গি গুরুস্নুষাং প্রপূজয়েৎ।
এষামভাবে চার্বঙ্গি গুরুগোত্রং প্রপূজয়েৎ। তদভাবে বরারোহে তথা মাতামহস্য চ।
মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েদ্ বিধিনামুনা।—কুলাগমবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ১০

৪ গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যা চ পাদয়োঃ।—বৃহন্নীলতন্ত্র, পঃ ৩

৫ কুলাচারং গুরুং দেবং মনসাঽপি ন নিন্দয়েৎ।—কৌ নি, উঃ ১০

৬ গুরোর্নিন্দাঞ্চ পৈশুন্যং যঃ শৃণোতি দিনান্তরে। তস্য তদ্দিনজাং পূজাং ন তু গৃহ্লাতি সুন্দরী।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৯

কুলার্ণবতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—যেখানে গুরুনিন্দা হয় শিষ্য কানে আঙুল দিয়ে সেখান থেকে ততটা দূরে পালাবেন যেখানে গেলে আর নিন্দা শোনা যায় না। তার পর গুরুনাম জপ করবেন। এতে নিন্দাশ্রবণের প্রতিকার হবে।[১]

গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্পর্কে নিষেধমুখে সংক্ষেপে বলা যায় শিষ্য প্রাণ গেলেও এমন কিছু করবেন না যাতে গুরুর কাছে অপরাধ হবে।[২]

গুরুত্যাগ—গুরুকরণের পর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন শিষ্যের সামনে গুরুত্যাগের প্রশ্নটি উপস্থিত হয়। এ রকম অবস্থায় শিষ্যের কর্তব্য কি? তন্ত্রশাস্ত্রের সাধারণ নির্দেশ শিষ্য কখনো গুরুত্যাগ করবেন না।[৩] কুলার্ণবতন্ত্রের মতে গুরুত্যাগ করলে মৃত্যু হয় এবং মন্ত্রত্যাগ করলে দারিদ্র্য ঘটে। গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করলে রৌরব নরকে যেতে হয়।[৪]

কিন্তু শাস্ত্রের এই নির্দেশ সদ্‌গুরু-ত্যাগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কেন না পূর্বোক্ত তন্ত্রেই বিধান দেওয়া হয়েছে[৫]— সদ্‌গুরুর লক্ষণযুক্ত সংশয়ছেদনে সমর্থ জ্ঞানদাতা গুরু লাভ করলে আর অন্য গুরুর আশ্রয় নেওয়া চলবে না। তবে সংশয়ছেদনে অসমর্থ অনভিজ্ঞ গুরু হলে শিষ্যের অন্য গুরুকরণে কোনো দোষ হবে না। মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে যায় জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও তেমনি এক গুরু ছেড়ে অন্য গুরুর কাছে যাবে।

কামাখ্যাতন্ত্রে বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—জগতে সবারই এ সত্য জানা যে জ্ঞানের জন্যই গুরুসেবা। জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানই পরাৎপর। অতএব যে-গুরু জ্ঞানদানে অক্ষম সে-গুরুকে ত্যাগ করতে হবে, অন্নাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন নিরন্নকে ত্যাগ করে তেমনি। কিন্তু যে-গুরুর মধ্যে জ্ঞানত্রয় প্রকাশিত তিনি স্বয়ং শিব।[৬] তেমন গুরুকে কখনো ত্যাগ করা চলবে না।

---

১ যত্র শ্রীগুরুনিন্দা স্যাৎ পিধায় শ্রবণেঽম্বিকে। সত্বস্তস্মাদুপক্রামেদ্দূরং ন শৃণুয়াদ্ যথা।
গুরো নাম জপেৎ পশ্চাৎ শ্রবণে সা প্রতিক্রিয়া।—কু ত, উঃ ১২

২ মৃত্যুহস্তগতো বাপি নাপরাধকরো গুরৌ।—ঐ

৩ শ্রীগুরুং ন ত্যজেৎ কাপি তদাদিষ্টো ব্রজেৎ প্রিয়ে।—ঐ

৪ গুরুত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্মন্ত্রত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—ঐ

৫ শ্রীগুরোর্লক্ষণোপেতং সংশয়চ্ছেদকারকম্। লব্ধ্বাজ্ঞানপ্রদং দেবি ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ।
অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়াচ্ছেদকারকম্। গুর্বন্তরং গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে।
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরো র্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ।—ঐ, উঃ ১৩

৬ সর্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুসেবনম্। জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্ জ্ঞানং পরাৎপরম্।
অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেদ্‌গুরুম্। অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সংত্যজতি প্রিয়ে।
জ্ঞানত্রয়ং যদা ভাতি স গুরুঃ শিব এব হি।—কামা ত, পঃ ৪

মানব গুরু ব্রহ্মস্বরূপ গুরুতত্ত্বের আধারমাত্র। এই আধারে করে শিষ্য পরম গুরুতত্ত্বের কাছেই সর্বস্ব সমর্পণ করেন। কিন্তু আধার যদি ভগ্ন হয় তা হলে তাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। তাই কামাখ্যাতন্ত্রে বলা হয়েছে—ভোক্তাকে যেমন স্বর্ণপাত্রাদিতে করে ভোজ্য পদার্থ দেওয়া হয় তেমনি মানবগুরুরূপপাত্রে করে সর্বস্ব পরম গুরুতত্ত্বকে সমর্পণ করা হয়। কিন্তু পাত্রটি ভগ্ন হলে তা পরিত্যাগ করে অন্যপাত্রে ভোক্তাকে যেমন ভোজ্য পদার্থ দেওয়া হয় তেমনি মানুষ-গুরু দোষযুক্ত হলে তাকে ত্যাগ করে পরম গুরুতত্ত্বের জন্য অন্য মানব-আধার গ্রহণ করা কর্তব্য।[১]

কিন্তু শ্রুতির বিধান—গুরু একজন।[২] পরশুরামকল্পসূত্রেও বিধান দেওয়া হয়েছে[৩]—এক গুরুর উপাসনা করতে হবে। এই অবস্থায় শাস্ত্রের বিধান পরস্পরবিরোধী নয় কি? শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন শাস্ত্রের বিধানে কোনো বিরোধ নেই। পূর্বোক্ত আপাতদৃশ্যমান বিরোধের দুই মতে ব্যাখ্যা করা হয়। একমতে গুরু একজন অর্থ দীক্ষাগুরু একজন। তবে দীক্ষাগুরু জ্ঞানী না হলে শিষ্য জ্ঞানলাভের জন্য অন্য জ্ঞানী শিক্ষাগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে একাধিক শিক্ষাগুরুর কাছেও জ্ঞানলাভ করতে পারেন। এইজন্যই শক্তিরহস্যে বলা হয়েছে—কৌল সাধকদের গুরু অসংখ্য।[৪] শিষ্যের অন্য গুরু গ্রহণের শাস্ত্রবিধির এই তাৎপর্য।[৫]

অন্যমতে গুরু একজন ইত্যাদি বিধানে যে-গুরুর কথা বলা হয়েছে তিনি শাস্ত্রনির্দিষ্ট সদ্‌গুরুর লক্ষণযুক্ত গুরু।[৬] এরূপ সদ্‌গুরু-ত্যাগ নিষিদ্ধ। কিন্তু অসদ্‌গুরু হলে দীক্ষাগুরুও পরিত্যাজ্য। এ সম্বন্ধে বিধান আছে—যে-গুরু অবলিপ্ত অর্থাৎ দোষী, কার্যাকার্য জানেন না, উন্মার্গগত সেই গুরুত্যাগ বিহিত।[৭] ভাস্কররায় বলেন অযোগ্য গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর শিষ্য যদি সদ্‌গুরুর দেখা পান এবং উভয় গুরুর জ্ঞানের তারতম্য নিশ্চয় করতে সমর্থ

---

১ যথা ভোক্তরি ভোজ্যং হি স্বর্ণাদিপাত্রকেণ চ। দীয়তে তত্তথা দেবি তস্মৈ সর্বং সমর্পণম্।
যদি চিন্তাঞ্চ তৎপাত্রং ভগ্নং বাপি মহেশ্বরি। তদা ত্যজেৎ তু তৎপাত্রমন্যপাত্রেণ তোষয়েৎ।
অতো হি মনুজং লব্ধং দুষ্টং শিষ্যোঽপি সংত্যজেৎ।—কামা ত, পঃ ৪

২ গুরুরেকঃ।—কৌ উপ ২৩

৩ একগুরূপাস্তিরসংশয়ঃ।—প ক সূ ১।২০

৪ কৌলিকে গুরবোঽনন্তাঃ।—দ্রঃ বা নি ৬।৪-এর সে ব। ৫ কৌ র পৃঃ ৭২

৬ একস্য যথোক্তলক্ষণলক্ষিতস্য গুরোরুপাস্ত্যাঽয়মর্থ লভ্যতে।—কৌলোপনিষদের 'গুরুরেকঃ' এই মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য।

৭ গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।
—বা নি ৬।৪-এর সে ব, পৃঃ ১৮২

হন ও পূর্বগুরু কুপথগামী প্রতিপন্ন হন তাহলে সেই কুপথগামী গুরুত্যাগ অরিমন্ত্রত্যাগের মতো যুক্তিযুক্ত।[১]

তবে প্রশ্ন হতে পারে শিষ্য যেখানে শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে পরীক্ষাদি করে গুরুকরণ করেন সেখানে গুরু এরূপ অজ্ঞ দোষযুক্ত এবং কুপথগামী কি করে হতে পারেন? উত্তরে বলা যায় শিষ্য সব সময়ে যথাশাস্ত্র পরীক্ষা করে গুরুকরণ করেন না, আবার করলেও তিনি পরীক্ষাব্যাপারে ভুল করতে পারেন, আবার শিষ্যের দীক্ষাগ্রহণের পরও গুরু ভ্রষ্ট হতে পারেন। কাজেই শাস্ত্রে যে ক্ষেত্রবিশেষে গুরুত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে তা অযৌক্তিক নয়।

এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করার আছে। পৈতৃক কুলগুরুত্যাগ তন্ত্রশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে--যে পৈতৃক কুলগুরু ত্যাগ করে সে পাপমোহিত, যতকাল চন্দ্র সূর্য তারা থাকবে ততকাল সে ঘোর নরকে বাস করবে।[২]

এরূপ অবস্থায় পৈতৃক কুলগুরুর কাছেই দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে না কি?

উপরে যে আলোচনা করা হল এই প্রশ্নের উত্তর তাতেই পাওয়া যায়। পৈতৃক কুলগুরু সদ্‌গুরু হলেই তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আর তিনি যদি সেরূপ না হন তবে অন্য সদ্‌গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হবে এইটি শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

দীক্ষাগুরু সম্পর্কে অন্যান্য বিধিনিষেধ—দীক্ষাগুরু সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যান্য বিধিনিষেধও আছে।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—শাক্তের শাক্ত গুরু প্রশস্ত, শৈবের শৈব গুরু, বৈষ্ণবের বৈষ্ণব গুরু, সৌরের সৌর গুরু এবং গাণপত্যের গাণপত্য গুরু প্রশস্ত। কিন্তু কৌলগুরু সকলের পক্ষেই সদ্‌গুরু। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি সর্বোপায়ে কৌলগুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করবে।[৩] তবে নীলতন্ত্রের মতে কেবলমাত্র কৌল নয় সমস্ত শাক্ত এবং শৈব গুরুই সবমন্ত্রে দীক্ষাদানের অধিকারী।[৪]

---

১ তদা গুরুদ্বয়জ্ঞানতারতম্যনিশ্চয়ে সতি পূর্বগুরোরুৎপথপ্রতিপন্নত্বে তৎপরিত্যাগস্যৈবারিমন্ত্রত্যাগস্যেব কর্তুং যুক্তত্বাৎ।—বা নি ৬।৪-এর সে ব, পৃঃ ১৮২

২ পৈত্র্যং কুলগুরুং যস্তু ত্যজেদ্ বৈ পাপমোহিতঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্।

—দ্রঃ মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ৫

৩ শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ। বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ।
গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্বত্র সদ্‌গুরুঃ। অতঃ সর্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্ দীক্ষাং সমাচরেৎ।

—মহা ত ১০।২০০-২০১

৪ শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ।—নীলতন্ত্র, পঃ ৬

কুলচূড়ামণির বিধান—উদাসীনদের গুরু হবেন উদাসীন, বনবাসীদের অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমীদের গুরু বনবাসী অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী, যতীদের গুরু যতী এবং গৃহস্থদের গুরু হবেন গৃহস্থ।[১]

আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করে এসেছি রুদ্রযামল এবং মহাকপিলপঞ্চরাত্রের মতেও গুরু গৃহস্থ হবেন। মৎস্যসূক্তেও বলা হয়েছে—স্ত্রীপুত্র যাঁর আছে এমন গুরুই আগমসম্মত গুরু।[২]

অন্য সব দিক্ দিয়ে যোগ্য হলেও কোনো কোনো গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন—গণেশবিমর্শিনীতন্ত্রের মতে যতি পিতা বানপ্রস্থাশ্রমী এবং বিবিক্তাশ্রমী অর্থাৎ উদাসীনের কাছে দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য নয়।[৩] কাম্যাখ্যাতন্ত্রেও বলা হয়েছে—সিদ্ধিকামী ব্যক্তি বিশেষ করে উদাসীন অর্থাৎ সন্ন্যাসী গুরু বর্জন করবেন। উদাসীনের কাছে প্রাপ্ত দীক্ষা বন্ধ্যা নারীর মতো নিস্ফল।[৪]

সারকথা তন্ত্রশাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ গৃহী মানুষের গৃহস্থ গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হবে।

অথচ আমাদের দেশে ইদানীং সন্ন্যাসীগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়াটাই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষিতমহলে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়।

একমাত্র দ্বিজের গায়ত্রীদীক্ষা ছাড়া দীক্ষাব্যাপারটাই তান্ত্রিক। যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা নেন তাঁরা তন্ত্রের বিধান অনুসারেই দীক্ষা নেন। কাজেই বলতে হয় তাঁরা তন্ত্রশাস্ত্র মানেন। তন্ত্রশাস্ত্র মানলে তাঁর বিধান লঙ্ঘন করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

তবে যাঁরা শাস্ত্র মেনে চলেন তাঁদের মনেও গৃহস্থের গৃহস্থ গুরু হবেন শাস্ত্রের এই নির্দেশের কারণ অনুসন্ধানের আগ্রহ থাকতে পারে; থাকাটাই স্বাভাবিক। অতএব এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করেছেন; সংসারের সব কর্ম ত্যাগ করেছেন। সংসারের তিনি কেউ নন। তাঁর চিন্তা ভাবনা আর সংসারী মানুষের চিন্তাভাবনা এক রকম নয়। সন্ন্যাসীর কাছে সংসার মিথ্যা, গৃহীর কাছে সংসার সত্য। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই

১ উদাসীনো হ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থনাং গুরুর্গৃহী।
—কুলচূড়ামণিবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪

২ পুত্রদারৈশ্চ সম্পন্নো গুরুরাগমসম্মতঃ।—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ P. T., Part II, 2nd Ed ; p. 628

৩ পিতুর্দীক্ষা যতের্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিনো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িনী।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ৫২

৪ উদাসীনং বিশেষেণ বর্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ। উদাসীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথা প্রিয়ে।—কামা ত, পৃঃ ৭

পৃথক্। যেখানে সন্ন্যাসীর কাছে সংসার ভগবানের লীলারূপে সত্য সেখানেও তাঁর পথ আর গৃহীর পথ এক নয়। সন্ন্যাসী নিবৃত্তিমার্গী আর গৃহী সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্গী।

সন্ন্যাসীর লক্ষ্য মোক্ষ বা তদনুরূপ অতি উচ্চকোটির প্রেমভক্তি। গৃহী মানুষ কেবলমাত্র এমনি উচ্চ লক্ষ্যের অনুসরণ করতে পারে না। সে চায় ভুক্তিমুক্তি, ধর্মার্থকামমোক্ষ।

সংসারের পথে চলতে চলতে গৃহীর কত সঙ্কট উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তার গুরুর সহায়তার বড় প্রয়োজন। সন্ন্যাসী এ-সব সঙ্কট প্রভৃতিকে গৃহীর দৃষ্টিতে দেখেন না বলে এবং স্বয়ং ভুক্তভোগী নন বলে গৃহীর অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারেন না। সেইজন্য এই-সব ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে শিষ্যের প্রত্যাশিত সহায়তা না পাওয়ারই সম্ভাবনা থাকে।

তা ছাড়া গুরু যখন শিষ্যের আদর্শ তখন সন্ন্যাসী গুরু শিষ্যের মনে গার্হস্থ্যের প্রতি একটা প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁকে দেখে দেখে শিষ্যের মনে ধারণা হতে পারে সংসার করা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিকূল, এটি গর্হিত বা ব্যর্থ কর্ম, সংসার করছে বলে তার জীবনটা বৃথাই কাটছে, অথচ সংসার তাকে করতেই হয়। এই অবস্থায় তার মনে সব সময়েই একটা দ্বিধা, একটা দ্বন্দ্ব থেকে যায়। ফলে কি সংসার কি সাধনা কোনো দিকেই তার মন একাগ্র হতে পারে না এবং সেইজন্য তার অগ্রগতিও হয় না।

কিন্তু গৃহী গুরু আর সাধনেচ্ছু গৃহী শিষ্যের চিন্তাভাবনা মোটের উপর একজাতীয়। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও একই রকমের বলা যায়। উভয়েই ভুক্তিমুক্তির অভিলাষী। গৃহী গুরু সংসারের সব কর্তব্যই করেন। ভুক্তভোগী বলে সংসারী শিষ্যের সঙ্কট তিনি ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন এবং সেইজন্য প্রয়োজনমতো শিষ্যকে অবস্থানুযায়ী কার্যকর উপদেশ দিয়ে সহায়তা করতে পারেন।

রুদ্রযামলে গুরু সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তিনি স্বয়ং ধর্মাচরণ করে শিষ্যকে তদনুরূপ ধর্মাচরণে স্থাপন করবেন।[১]

সন্ন্যাসীর ধর্মাচরণ আর গৃহীর ধর্মাচরণ এক নয়। কাজেই সন্ন্যাসী গুরু স্বয়ং ধর্মাচরণ করে শিষ্যকে শেখাতে পারেন না। এটি পারেন গৃহী গুরু। তাঁর ধর্মাচরণ আর শিষ্যের ধর্মাচরণে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই। গৃহী গুরুর সংসার সাধকের সংসার, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সংসার। সংসারে থেকেও কি করে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা সম্ভবপর হতে পারে গুরুকে দেখে শিষ্য শেখে। গুরুর সংসারধর্মপালন শিষ্যের আদর্শস্বরূপ।

তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যতী বা সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। বিশেষলক্ষণযুক্ত যতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের বিধান আছে। যেমন শক্তিজামলে বলা হয়েছে—

---

১ স্বয়মাচরতে শিষ্যমাচারে স্থাপয়ত্যপি।—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ P. T., Part II, 2nd Ed, p. 630

তীর্থাচারযুক্ত মন্ত্রবিদ্ জ্ঞানবান্ সুসংযত নিত্যকর্মনিষ্ঠ যতিকেও গুরু করতে পারা যায়।[১] অবশ্য তারাভক্তিসুধার্ণবে বলা হয়েছে[২] এই শাস্ত্রোক্তি গৃহস্থাতিরিক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য অর্থাৎ গৃহস্থ ছাড়া অন্যের পক্ষে উক্ত লক্ষণযুক্ত গুরু বিহিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রমতে পিতার কাছে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। যোগিনীতন্ত্রে পিতার সঙ্গে মাতামহ সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শত্রুপক্ষের আশ্রিত লোকের উল্লেখ করে বলা হয়েছে এঁদের কাছ থেকে মন্ত্রগ্রহণ করা যায় না।[৩]

রুদ্রযামলেও বিধান দেওয়া হয়েছে—স্বামী পত্নীকে দীক্ষা দেবেন না, পিতা পুত্রকন্যাকে দীক্ষা দেবেন না, ভাই ভাইকে দীক্ষা দেবেন না।[৪]

সিদ্ধমন্ত্র গুরু—এই-সব নিষেধ কিন্তু সিদ্ধমন্ত্র গুরু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। শাস্ত্রের নির্দেশ পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন তা হলে তিনি পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে পতি হবেন ভৈরব এবং পত্নী শক্তি। পত্নী শিষ্যা হলেও কন্যারূপে গণ্য হবেন না।[৫]

সিদ্ধমন্ত্র গুরু ভাগ্যবশে পাওয়া যায়। এরূপ গুরু পেলে কোনোরূপ বাছবিচার না করে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। এরূপ দীক্ষায় অষ্টৈশ্বর্য লাভ হয়।[৬]

আবার মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র হলে যে-কোনো গুরুর কাছ থেকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে গুরুবিচার নাই।[৭] দুষ্কুল থেকেও সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করা যায়।[৮]

১ তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ। নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাদ্ ভৌতিকোঽপি চ।
—শক্তিজামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫

২ নরসিংহঠক্কুর বচনটি উদ্ধার করেছেন মোহশূরোত্তর থেকে। তাতে 'তীর্থাচারযুতঃ' স্থলে 'বর্ণাচারব্রতঃ' পাঠ আছে। অন্য সব এক। বচনটি উদ্ধার করে নরসিংহ লিখেছেন অত্র যতের্গুরুত্বোক্তির্গৃহস্থাতিরিক্তবিষয়া।—তা ভ সু, তঃ ২, পৃঃ ১০

৩ পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য বা।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫

৪ ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ ভর্তা ন পিতা দীক্ষয়েদ্ সুতাম্। ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং নৈব দীক্ষয়েৎ।
—রু যা, উ ত, পঃ ২

৫ সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন ভৈরবস্তু ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ।—ঐ

৬ যদি ভাগ্যবশাদ্দেব সিদ্ধমন্ত্রং গুরুং তথা। তদৈব তাস্তু দীক্ষেত অষ্টৈশ্বর্যায় কেবলম্।—ঐ

৭ যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে। তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণম।
—সিদ্ধজামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬

৮ সিদ্ধমন্ত্রঞ্চ গৃহ্নীয়াদ্ দুষ্কুলাদপি ভৈরব।—রু যা, উ ত, পঃ ২

গুরু যেখানে স্বীয় উপাসিত মন্ত্রে দীক্ষা দেন সেখানেও গুরুবিচার অনাবশ্যক বলা হয়েছে।[১]

বিশেষ বিধি—পূর্বেই বলা হয়েছে পিতার কাছে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিষেধের ব্যতিক্রম করে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। পিতার কাছে প্রাপ্ত মন্ত্র নিবীর্য হয় কিন্তু শাক্ত ও শৈব মন্ত্রে সে-দোষ হয় না।[২] অর্থাৎ পিতার কাছে শাক্ত ও শৈব মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ বিহিত। তবে তন্ত্রসারের মতে এই বিশেষ বিধি কৌলিক-মন্ত্র দীক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য।[৩]

শ্রীক্রমে বিধান দেওয়া হয়েছে পিতা ধীমান্ জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিবেচনা করে মন্ত্র দিতে পারেন। কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় পিতা প্রভৃতির কাছে দীক্ষা নিলে দোষ হয় না।[৪]

স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা— তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের বিশেষ বিধান আছে। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫]—স্ত্রীগুরুর নিকট প্রাপ্ত দীক্ষা শুভ আর মা যদি তাঁর উপাসিত মন্ত্রে দীক্ষা দেন তা হলে তা আটগুণ ফলপ্রদ হয়।

কোনো কোনো তন্ত্রের মতে স্ত্রীলোকদের মায়ের দ্বারা দীক্ষিত হওয়া উচিত, অন্যের দ্বারা নয়। দেবীপরম্পরাপ্রাপ্ত দীক্ষা স্ত্রীলোকদের পক্ষে শুভ।[৬] মনে হয় মা তাঁর স্বীয় উপাসিত মন্ত্রে কন্যাকে দীক্ষা দেবেন এইটি এই বচনের তাৎপর্য।

স্ত্রীগুরুর লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে বিধবা নারীর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে নেই। এটি অবশ্য সাধারণ নিষেধ। এর ব্যতিক্রম আছে। রুদ্রযামলে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে—বিধবা পুত্রবতী হলে তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায়। তা ছাড়া মন্ত্র যদি সিদ্ধমন্ত্র হয় তা হলে গুরুযোগ্যা বিধবার কাছে সে-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করা যায়।[৭]

কেউ কেউ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রের সংস্কার করতে হয়। সংস্কার ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই—জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার পর বটের

---

১ স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্যাদ্ গুরুচিন্তনম্।—ভৈরবীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৭

২ নিবীর্যঞ্চ পিতুর্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি।—রু যা, উ ত, পঃ ২

৩ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬

৪ মনুর্বিমৃশ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে। মহাতীর্থে উপরাগে সতি সর্বত্র ন দোষঃ।—শ্রীক্রমবচন, দ্রঃ ঐ

৫ স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা।—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৬ মাত্রা দীক্ষা প্রদেয়া বৈ স্ত্রীণাং নান্যেন শাম্ভবি। দেবীপরম্পরাপ্রাপ্তা দীক্ষা স্ত্রীণাং শুভা মতা।
—শ স ত, তা খ, ৫৮।৭-৮

৭ পুত্রিনী বিধবা গ্রাহ্যা কেবলানন্দকারিণী। সিদ্ধমন্ত্রং যদি ভবেদ গৃহ্লীয়াদ্ বিধবামুখাৎ।—রু যা, উ ত পঃ ২

পাতায় কুঙ্কুম দিয়ে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র লিখে তা গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই মন্ত্রের সংস্কার হয়। এরূপ করলে মন্ত্র শুভপ্রদ হয় এবং মন্ত্রের সিদ্ধি হয়, নতুবা মন্ত্র নিষ্ফল হয়।[১] জলপূর্ণ কলসটি গুরুর প্রতীক।

তন্ত্রসারের মতে সদ্‌গুরুর অভাবে এই ব্যবস্থা। সদ্‌গুরু পেলে তাঁর কাছ থেকে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের বেলা সিদ্ধাদি বিচারের প্রয়োজন নাই।[২]

তবে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিধি আছে। মা যদি স্বপ্নে শুদ্ধমন্ত্র (প্রাণতোষিণী-ধৃত পাঠ অনুসারে স্বমন্ত্র) দেন তা হলে সে-মন্ত্রের আর পুনর্দীক্ষা বা সংস্কার হয় না। যে সে-রকম করে সে দানবত্ব প্রাপ্ত হয়।[৩]

স্থানভেদে গুরুদের উত্তমাদি ভেদ—গুরুদের সম্বন্ধে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। কোনো কোনো গ্রন্থে গুরুদের স্থানভেদে উত্তমাদি ভেদ করা হয়েছে। যেমন শিবপদ্ধতিতে বলা হয়েছে—মধ্যদেশ কুরুক্ষেত্র নাভা উজ্জয়িনী অন্তর্বেদি প্রতিষ্ঠান ও অবন্তীর গুরুরা উত্তম। গৌড় শাল্ব সৌর মগধ কেরল কোশল ও দশার্ণ এই সাতটি স্থানের গুরুরা মধ্যম আর কর্ণাট নর্মদারাষ্ট্র কচ্ছ আভীরদেশ কলিঙ্গ কামরূপ ও কম্বোজ এই সব দেশের গুরুরা অধম।[৪]

এই ধরণের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি কি জানা যায় না, অনুমান হয় এই শ্রেণীবিভাগে কোনো সাম্প্রদায়িক অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। তবে বিভিন্ন তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থে[৫] পূর্বোক্ত বচন ঈষৎ পাঠান্তর সহ উদ্ধৃত হয়েছে। কাজেই তান্ত্রিকদের মধ্যে বচনটির প্রচলন ছিল সন্দেহ নাই।

গুরুপঙক্তি—তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্ন গুরুর উল্লেখ করা হয়েছে। তন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধককে গুরুপঙক্তির অর্চনা করতে হয়।[৬] গুরুপঙক্তি তিনটি দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ আর

---

১ স্বপ্নলব্ধে চ কলশে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ। বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি বিফলং ত্বন্যথা ভবেৎ।—বৈশম্পায়নসংহিতাবচন, দ্রঃ তা ভ সূ, তঃ ২, পৃঃ ১২

২ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৭

৩ স্বপ্নে তু মাতা যদি বা দদাতি শুদ্ধমন্ত্রকম্। পুনর্দীক্ষাং সোঽপি কৃত্বা দানবত্বমবাপ্নুয়াৎ।
—রু যা, উ ত, পঃ ২

৪ মধ্যদেশকুরুক্ষেত্রনাভোজ্জয়িনীসম্ভবাঃ। অন্তর্বেদিপ্রতিষ্ঠানা আবন্ত্যাশ্চগুরূত্তমাঃ।
গৌড়াঃ শাল্বোদ্ভবাঃ সৌরা মাগধাঃ কেরলাস্তথা। কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ।
কর্ণাটনর্মদারাষ্ট্রকচ্ছাভীরোদ্ভবাস্তথা। কালিঙ্গাঃ কামরূপাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমাঃ স্মৃতা।
—শিবপদ্ধতিবচন, দ্রঃ তা ভ সূ, তঃ ২, পৃঃ ৯

৫ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৭; শা তি ২।১৪৩-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা; ইত্যাদি

৬ ষড়ঙ্গানি চ সম্পূজ্য গুরুপঙ্‌ক্তীঃ সমর্চয়েৎ।—মহা ত ৬।৯৭

মানবৌঘ।[১] অর্থাৎ দিব্যগুরুর এক পঙক্তি, সিদ্ধগুরুর এক পঙক্তি আর মানবগুরুর এক পঙক্তি এই তিন পঙক্তি। এই গুরুপঙক্তিত্রয়কে ইষ্টদেবতার আবরণ বলা হয়।[২]

মন্ত্রানুসারে গুরুপঙক্তিত্রয় বিভিন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে কালীবিদ্যার গুরু-পঙক্তি এবং তার পরে তারাবিদ্যার গুরুপঙক্তি বিবৃত হল।

কালীবিদ্যার গুরুপঙক্তি—মহাদেবী মহাদেব ত্রিপুর (ত্রিপুরা) ও ভৈরব এঁদের বলা হয় দিব্যৌঘ গুরু।

ব্রহ্মানন্দ পূর্ণদেব চলচিত্ত চলাচল কুমার ক্রোধন বরদ স্মরদীপন মায়া মায়াবতী এঁরা সিদ্ধৌঘ গুরু।

আর বিমল কুশল ভীমসেন সুধাকর মীন গোরক্ষ ভোজদেব প্রজাপতি মূলদেব অবন্তিদেব বিঘ্নেশ্বর হুতাশন সন্তোষ এবং সময়ানন্দ এঁরা কালিকাবিদ্যার মানবৌঘ গুরু।[৩]

বলা হয়েছে দিব্যৌঘ গুরুরা সর্বদা শিবসন্নিধানে অবস্থান করেন এবং সিদ্ধৌঘ গুরুরা শিবসকাশে ও পৃথিবীতে বাস করেন।[৪] মানবৌঘ গুরুরা মানুষের মধ্যে অবস্থান করেন। এঁরা সবাই শিবরূপী।[৫]

তারাবিদ্যার গুরুপঙক্তি—ঊর্ধ্বকেশ ব্যোমকেশ নীলকণ্ঠ এবং বৃষধ্বজ এঁরা সিদ্ধিদায়ক দিব্যৌঘ গুরু।

বশিষ্ঠ কূর্মনাথ মীননাথ মহেশ্বর এবং হরিনাথ এঁরা সিদ্ধৌঘ গুরু।

তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরী সুখানন্দ পরানন্দ পারিজাত কুলেশ্বর বিরূপাক্ষ এবং কেরবী এঁরা মানবৌঘ গুরু।[৬]

---

১ দিব্যৌঘা গুরবো দেব সিদ্ধৌঘা গুরবস্তথা। মানবৌঘাঃ সমাসেন কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ৩

২ দ্রঃ Gr. L., 3rd Ed., P. 165, n. 6

৩ তত্রাদৌ কালিকা দেবী তস্যাঃ শৃণু গুরুক্রমম্। মহাদেবী মহাদেব ত্রিপুরশ্চৈব (ত্রিপুরা চৈব) ভৈরবঃ।
দিব্যৌঘা গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্ কথয়ামি তে। ব্রহ্মানন্দঃ পূর্ণদেবশ্চলচিত্তশ্চলাচলঃ।
কুমারঃ ক্রোধনশ্চৈবঃ বরদঃ স্মরদীপনঃ। মায়া মায়াবতী চৈব মানবৌঘান্ শৃণু প্রিয়ে।
বিমলঃ কুশলশ্চৈব ভীমসেনঃ সুধাকরঃ। মীনো গোরক্ষশ্চৈব ভোজদেবঃ প্রজাপতিঃ।
মূলদেবোঽবন্তিদেবো বিঘ্নেশ্বরহুতাশনৌ। সন্তোষঃ সময়ানন্দঃ কালিকাগুরবঃ স্মৃতাঃ॥
—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২০৬; 'ত্রিপুরশ্চৈব' স্থলে 'ত্রিপুরা চৈব' শ্যামারহস্যে ধৃত পাঠ

৪ দিব্যা মদন্তিকে নিত্যং সিদ্ধা ভূমাবিহাপি চ।—ত রা ত ২।৪

৫ মানবৌঘা মানবেষু মম রূপধরাঃ সদা।—তন্ত্রার্ণববচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ৩

৬ ঊর্ধ্বকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ। দিব্যৌঘাঃ সিদ্ধিদা বৎস সিদ্ধৌঘান্ শৃণু তত্ত্বতঃ।
বশিষ্ঠঃ কূর্মনাথশ্চ মীননাথো মহেশ্বরঃ। হরিনাথো মানবৌঘানথ বক্ষ্যামি সদ্গুরূন্।

মানবৌঘ গুরুদের তালিকার শেষে স্বগুরুদের নাম যোগ করতে হয়।[১] অর্থাৎ গুরুপঙক্তি-ত্রয়ের পূজার সঙ্গে স্বগুরুদের পূজা করতে হয়।

স্বগুরু বলতে বোঝায় গুরু পরমগুরু পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু।[২] এই চার জনকে কুলগুরু বলা হয়।[৩]

গুরুর গুরু পরমগুরু, তাঁর গুরু পরাপরগুরু এবং তাঁর গুরু পরমেষ্ঠিগুরু।[৪]

আবার তারাতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫]—মন্ত্রের ঋষি গুরু, মন্ত্রদাতা পরম গুরু, ভৈরব অর্থাৎ শিব পরাপরগুরু এবং ভৈরবী অর্থাৎ দেবী পরমেষ্ঠিগুরু। উক্ত তন্ত্রের মতে সকলের প্রধান পরমগুরু।[৬]

ভাবনির্ণয়েও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। তবে তাতে দেবীকে পরাপরগুরু আর শিবকে পরমেষ্ঠিগুরু বলা হয়েছে।[৭]

তন্ত্রবিশারদেরা বলেন এই প্রসঙ্গে দেবীকে পরাপরগুরু বা পরমেষ্ঠিগুরু এবং শিবকে পরমেষ্ঠিগুরু বা পরাপরগুরু বলার মূলগত ভাব তাঁদের যথানির্দিষ্টরূপে ধ্যান করে পূজা-তর্পণাদি করতে হবে।[৮]

গুরুর অন্যপ্রকার ভেদ—পূর্বোক্ত ভেদ ছাড়া গুরুর অন্যভাবেও ভেদ করা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—প্রেরক সূচক বাচক দর্শক শিক্ষক এবং বোধক এই ছয় গুরু। এঁদের মধ্যে বোধক কারণ এবং বাকী পাঁচজন কার্যভূত।[৯]

আবার কোনো কোনো তন্ত্রে গুরুর দুটিমাত্র ভেদ স্বীকার করা হয়েছে—দীক্ষাগুরু এবং

তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যামহোদরী। সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।
বিরূপাক্ষঃ কেরলী চ কথিতং তারিণীকুলম্।—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২০৭

১ মানবৌঘান্তিমে দেবি স্বগুরূনপি যোজয়েৎ।—ঐ, পৃঃ ২০৬

২ স্বগুরূন্ পরমগুরূন্ পরাপরগুরূন্ পরমেষ্ঠিগুরূন্।—তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৯৬

৩ গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা। পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্।—মহা ত ৬।৯৮

৪ Gr. L., 3rd Ed., p. 184, n. 5

৫ ঋষিরত্র গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ। পরাপরগুরুশ্চাহং ত্বমেব পরমেষ্ঠিগুরুঃ।—তা ত ৪।৩

৬ সর্বেষামেব মধ্যে তু প্রধানং পরমগুরুঃ।—ঐ ৪।৪

৭ আদৌ সর্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ। পরাপরগুরুস্ত্বংহি পরমেষ্ঠিরহং যতঃ।
—ভাবনির্ণয়বচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৯৬

৮ পরাপরত্বরূপত্বেন পরমেষ্ঠী গুরুর্মদ্রূপত্বেন ধ্যাত্বা তর্পণীয় ইতি ভাবঃ।—তা ভ স, তঃ ৫, পৃঃ ১৯৬

৯ প্রেরকঃ সূচকশ্চৈব বাচকো দর্শকস্তথা শিক্ষকো বোধকশ্চৈব ষড়েতে গুরব স্মৃতাঃ।
পঞ্চৈতে কার্যভূতা স্যুঃ কারণং বোধকো ভবেৎ।—কু ত, উঃ ১৩

শিক্ষাগুরু। সাধনার ব্যাপারে প্রথমে দীক্ষাগুরু তার পরে শিক্ষাগুরু।[১] একই ব্যক্তি দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু হতে পারেন আবার দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিও হতে পারেন।

সাধনার ক্ষেত্রে দীক্ষাগুরুর প্রাধান্যনির্দেশের কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

আচার্য ও দেশিক—তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুকে আচার্য এবং দেশিক বলা হয়েছে। আচার্য শব্দটি প্রাচীন। উপনিষদে শিক্ষাগুরু অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তন্ত্রে আচার্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে—যিনি স্বয়ং আচরণ করে শিষ্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করতে পারেন, তাঁকে আচার্য বলা হয়। আচার্য আচারপরায়ণ শিষ্যকে স্বয়ং শিক্ষা দেন এবং তিনি যমাদিযোগসিদ্ধ।[২]

দেশিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যিনি দেবরূপধারী অর্থাৎ রূপধারী দেবতা, শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং যিনি করুণাময়মূর্তি তিনি দেশিক।[৩] দেবতা শিষ্য এবং করুণা এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে দেশিকশব্দ গঠিত হয়েছে।

কিন্তু দেশিকশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপদেশে নিপুণ। এই অর্থে মহাভারতে[৪] দেশিক-শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে গুরু সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গুরু সম্পর্কে উক্ত শাস্ত্রের অভিমতের একটি মোটামোটি বিবরণ এখানে দেওয়া গেল, নৈলে গ্রন্থ বেড়ে যায়।

---

১ গুরুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দীক্ষাশিক্ষাপ্রভেদতঃ। আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ শেষে শিক্ষাগুরুর্মতঃ।
—পিচ্ছিলাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ২, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ৯৫

২ স্বয়মেবাচরেচ্ছিষ্যানাচারে স্থাপয়ত্যপি। আচিনোতীহ শাস্ত্রার্থানাচার্যস্তেন কথ্যতে।
আচারবশমাপন্নমধ্যাপয়তি যঃ স্বয়ম্। যমাদিযোগসিদ্ধত্বাদাচার্য ইতি কথ্যতে।—কু ত, উঃ ১৭

৩ দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিষ্যানুগ্রহকারণাৎ। করুণাময়মূর্তিত্বাদ্দেশিকঃ কথিতঃ প্রিয়ে।—ঐ

৪ ধর্মাণাং দেশিকঃ সাক্ষাৎ স ভবিষ্যতি ধর্মভাক্।—মহা ভা ১৩।১৪৭।৪২

পঞ্চদশ অধ্যায়

জপ

দীক্ষার পরেই জপের বিধান—দীক্ষাগ্রহণের অব্যবহিত পরেই শিষ্যের পক্ষে লব্ধ-মন্ত্রের জপ বিধি। শাস্ত্রের নির্দেশ—গুরুর আজ্ঞানুসারে শিষ্যকে গুরু দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করে গুরুর কাছে বসে মন্ত্রের এক শ আট জপ করতে হবে। মন্ত্রদানের পর গুরুর পক্ষেও এক হাজার আট বা এক শ আট জপ বিহিত।[১]

জপ অবশ্য করণীয়—জপ তান্ত্রিক সাধনামাত্রেরই অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সাধারণভাবে বলা যায় জপ ছাড়া কোনো তান্ত্রিক সাধনা হয় না। গুরুর কাছে মন্ত্র না নিলে সাধনা হতে পারে না আর মন্ত্র নিলে সে-মন্ত্র অবশ্যই জপ করতে হয়। সমাচারতন্ত্রে বলা হয়েছে—সমস্ত তন্ত্রেরই নির্ধারণ যে-সব মন্ত্র বিবৃত হয়েছে সে-সব সমস্তই জপ করতে হবে।[২] কেন না জপ না করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।[৩]

আর জপ করতে হবে প্রতিদিন। শক্তিসংগমতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে—দীক্ষার পর প্রতিদিন মন্ত্র জপ করতে হবে। সাধক প্রাণান্তেও তা ত্যাগ করবেন না, করলে শাপগ্রস্ত হবেন।[৪]

কাজেই তান্ত্রিক সাধনায় জপ অবশ্যকরণীয়। গন্ধর্বতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সিদ্ধিকামী সাধককে প্রত্যহ স্বয়ং পূজা ধ্যান জপ এবং হোম এই ধর্ম(কর্ম)চতুষ্টয় করতে হবে।[৫]

জপের সংজ্ঞা—মন্ত্রাক্ষরের বার বার আবৃত্তিকে জপ বলে।[৬] অর্থাৎ জপ বলতে

---

১ ততঃ শিষ্যো গুরুদেবমন্ত্রাণামৈক্যং সংভাব্য গুরোরাজ্ঞয়া তৎসন্নিধৌ মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেৎ। গুরুরপি মন্ত্রদানান্তরমষ্টোত্তরসহস্রমষ্টোত্তরশতং বা মন্ত্রং জপেৎ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৮৩

২ যানি কানি চ মন্ত্রাণি কথিতানি বরাননে। জপ্তব্যানি চ দেবেশি সর্বতন্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৫৭

৩ নাজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।—সোমভুজগাবলীবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪৪৯

৪ দীক্ষোত্তরং মহেশান প্রত্যহং প্রজপেন্মনুম্। প্রাণান্তেঽপি ন বৈ ত্যাজ্যস্ত্যাগাচ্ছাপমবাপ্নুয়াৎ।
—শ স ত, তা খ, ৪৬।২-৩

৫ পূজা ধ্যানং জপো হোম ইতি ধ(ক)র্মচতুষ্টয়ম্। প্রত্যহং সাধকঃ কুর্যাৎ স্বয়ং চেৎ সিদ্ধিমিচ্ছতি।
—গ ত ১৮।৩-৪

৬ জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তিঃ।—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪১

বোঝায় মন্ত্রের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ। কিন্তু এই উচ্চারণ যান্ত্রিকভাবে মন্ত্রবর্ণের উচ্চারণমাত্র নয়। কারণ জপ মন্ত্রের অর্থভাবনাও বটে।[১] কাজেই মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্যাদি অবগত হয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করলে তবে জপ হবে।

কুলার্ণবতন্ত্রে জপের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—জন্মান্তর-সহস্রের কৃতপাপ নাশ করে এবং পরদেবতার প্রকাশ করে বলে জপকে জপ বলা হয়।[২] জন্মান্তরশব্দের আদ্যক্ষর জ এবং পরদেবতাশব্দের আদ্যক্ষর প নিয়ে জপশব্দ গঠিত হয়েছে।

জপমাহাত্ম্য—তন্ত্রশাস্ত্রে জপের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে। যেমন কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে কলিকালে একমাত্র জপই প্রশস্ত।[৩] মেরুতন্ত্রাদির অভিমতও তাই।[৪]

গন্ধর্বতন্ত্রের মতে ত সিদ্ধিকামী ব্যক্তি যদি আর কিছু না করে শুধু জপ করেন তা হলেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হবে।[৫]

কুলার্ণবতন্ত্র আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন—জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। অতএব সাধক জপের দ্বারা ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধনা করবেন।[৬]

জপের মাহাত্ম্য ও গৌরব সনাতনধর্মী সব সম্প্রদায়েই স্বীকৃত। তা ছাড়া বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান অন্য ধর্মসম্প্রদায়েও জপসাধনা প্রচলিত। এদিক্ দিয়ে বিচার করলে জপকে সর্বজনীন সাধনোপায় বলা যায়।

জপের উপযোগিতা—চিত্তের একাগ্রতা বা চিত্তস্থৈর্য ভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না; প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জপ চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের বা চিত্তস্থৈর্যের অন্যতম সর্বজনসাধ্য উপায়।

'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' এই পাতঞ্জল যোগসূত্রের (১।২৮) ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে তজ্জপ অর্থ প্রণবের জপ এবং তদর্থভাবনা অর্থ প্রণবের অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা। এমনিভাবে যে-যোগী প্রণবের জপ ও অর্থভাবনা করেন তাঁর চিত্ত একাগ্র হয়।[৭]

---

১ তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।—যোগসূত্র ১।২৮

২ জন্মান্তরসহস্রেষু কৃতপাপপ্রণাশনাৎ। পরদেবপ্রকাশাচ্চ জপ ইত্যভিধীয়তে।—কু ত, উঃ ১৭

৩ কলিকালে বরারোহে জপমাত্রং প্রশস্যতে।—কঙ্কালমালিনীতন্ত্র, পঃ ৫

৪ জপ এব কলৌ শ্রেয়ান্ শালগ্রামার্চনং তথা।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৫

৫ কেবলং জপমাত্রেণ সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্।—গ ত ২৯।৯

৬ জপযজ্ঞাৎ পরো যজ্ঞো নাপরোঽস্তীহ কশ্চন। তস্মাজ্জপেন ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সাধয়েৎ।—কু ত, উঃ ১৫

৭ প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে।—পাতঞ্জলযোগসূত্র ১।২৮-এর ব্যাসভাষ্য

উক্ত ভাষ্যে এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত গাথাটি উদ্ধৃত হয়েছে— স্বাধ্যায় থেকে যোগারূঢ় হবে আবার যোগ থেকে স্বাধ্যায়ে আসবে। স্বাধ্যায়-যোগসম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন।[১]

এই গাথাটির ভাষাটীকায় বলা হয়েছে—"স্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্বক জপের দ্বারা যোগারূঢ় (হইবে) বা চিত্তকে একতান করিবে। চিত্ত একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্রের সূক্ষ্মতর অর্থের অধিগম হয়। সেই সূক্ষ্মতর অর্থ ভাবনাপূর্বক পুনঃ জপ করিতে থাকিবে। তৎপরে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নির্মল ভাবাধিগম ও তৎপরে তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনঃ জপ। এইরূপে স্বাধ্যায় হইতে যোগ ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত করে।"[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে জপ যোগ। পাতঞ্জল যোগসূত্রানুসারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ।[৩] চিত্তস্থৈর্য বা চিত্তের একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ একই বস্তু। কেন না কোনো এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখার নামই চিত্তবৃত্তিনিরোধ।[৪] এই চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা যোগ মোক্ষের কারণ।[৫] কাজেই জপও মোক্ষের কারণ। অতএব এ সম্বন্ধে তন্ত্র ও যোগসূত্রের অভিমত অভিন্ন।

জপ সর্বজনসাধ্য—জপসাধন সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। অবশ্য সাধকের অধিকার ও সাধনার স্তর অনুসারে কি প্রকারের জপ তার পক্ষে প্রশস্ত তা নির্দিষ্ট হয়।

জপের প্রকারভেদ—জপের তিনটি প্রকারভেদ আছে। যথা ব্যক্ত অব্যক্ত এবং সূক্ষ্ম। ব্যক্ত জপকে বলা হয় বাচিক, অব্যক্তকে উপাংশু আর সূক্ষ্মকে মানস।[৬]

বাচিক—বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ অন্যেও শুনতে পারে এরূপভাবে মন্ত্রোচ্চারণ বাচিক জপ।[৭]

---

১ স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ (স্বাধ্যায়মাসতে)।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।—পাতঞ্জলযোগসূত্র ১।২৮-এর ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত

২ কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, ১৯৩৮, পৃঃ ৬৮

৩ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।—যোগসূত্র ১।২

৪ ঐ ১।১-এর ভাষাটীকা। দ্রঃ পাতঞ্জল যোগদর্শন, ১৯৩৮, পৃঃ ১৯

৫ যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।—পাতঞ্জল যোগসূত্র ২।২৮ এবং ভাষাটীকা
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৬২

৬ জপশ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্যক্তাব্যক্তাতিসূক্ষ্মগম্। ব্যক্তং বাচিকমুপাংশুরব্যক্তং সূক্ষ্মং মানসম্।
—কু যা, উ ত, পঃ ২৬

৭ মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ।—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪১

উপাংশু—দেবতাগতচিত্ত হয়ে জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনা করে মন্ত্রকে কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য করে বার বার উচ্চারণ করাকে বলে উপাংশু জপ।[১] উপাংশু জপ শুধু নিজের কর্ণগোচর হয়।[২]

মানস্—অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণস্বরপদাত্মক অক্ষরশ্রেণীর অর্থাৎ মন্ত্রের বার বার মনে মনে উচ্চারণকে বলে মানস জপ।[৩] মানস জপ নিজের কর্ণগোচরও হয় না।[৪]

মানস জপের অন্যরকম সংজ্ঞাও নির্দেশ করা হয়। সম্যক্ তন্ময়তারূপ ভাবনাকে সূক্ষ্ম বা মানস জপ বলা হয়।[৫] অর্থাৎ মন্ত্রের সঙ্গে তথা মন্ত্রোদিষ্ট দেবতার সঙ্গে মনের একাত্মকর্তাভাবনা মানস জপ।

জপ আর জপ্যে কোনো ভেদ নাই। তন্ত্রালোকের (১।৯০) টীকায় আচার্য জয়রথ একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। তাতে আছে—পরশিবের পুনঃ পুনঃ যে-ভাবনা তাই জপ। এই জপ মন্ত্রাত্মা স্বয়ং নাদ। জপ্য আর জপে কোনো ভেদ নাই।[৬]

সূক্ষ্ম বা মানস জপ একটি গূঢ় যোগসাধনার ব্যাপারও বটে। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্রদল কমল (এটির স্থান ব্রহ্মরন্ধ্রে) বা অকুল কমলের অন্তর্কলিকার মধ্যে বাগ্ভব নামে এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ আছে। এই ত্রিকোণ থেকে পরাদিক্রমে অর্থাৎ পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই ক্রমে চারপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় বলে এর নাম বাগ্ভব। এই ত্রিকোণের মধ্যে আছে বিশ্বগুরু পরম শিবের পাদুকা। এর তিন রূপ—প্রকাশ বিমর্শ এবং এই দুইয়ের সামরস্য। এই পাদুকা থেকে নিরন্তর চন্দ্ররশ্মির আকারে পরমামৃত ক্ষরিত হচ্ছে। এই স্নিগ্ধ অমৃতময় চন্দ্ররশ্মিদ্বারা সমগ্র বিশ্বের সঞ্জীবন মাধুর্যসম্পাদন এবং তৃপ্তিসাধন হচ্ছে। এই পাদুকা সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ। এর পর অর্থাৎ উক্ত অমৃতধারায় তৃপ্ত হওয়ার পর (সাধনার দ্বারা এই অমৃতধারা পানে সমর্থ হওয়া যায়) শিবাদ্বৈতভাবনারূপ প্রসাদ গ্রহণ করলে পরে সমস্ত তত্ত্ব বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং

---

১ জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্ দেবতাগতমানসঃ। কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪১

২ উপাংশু নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্তিতঃ।—বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪২

৩ ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্। উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪১

৪ নিজকর্ণাগোচরোঽয়ং স জপো মানসঃ স্মৃত।—বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৪২

৫ জপস্তন্ময়তারূপভাবনং সম্যগীরিতম্।—শা তি ১।৪-৫-এর রাঘবভট্টকৃত টীকায় উদ্ধৃত

৬ ভূয়ো ভূয়ঃ পরে ভাবে ভাবনা ভাব্যতে হি যা।
জপঃ সোঽত্র স্বয়ং নাদো মন্ত্রাত্মা জপ্য ঈদৃশঃ।—দ্রঃ ত আ ১।৯০-এর জয়রথকৃত টীকা

বিমল আনন্দের উদয় হয়। তত্ত্বশুদ্ধি আর আনন্দ সঞ্চারের পরে হৃদয়াকাশে যে-পরম নাদের উদয় হয় তার চিন্তন করলে আদ্যাশক্তির আনন্দময় রূপের উপলব্ধি হয়, সাধকের হৃদয়ে এই প্রকার নাদের অভিব্যক্তিই আন্তর জপ বা মানস জপ নামে প্রসিদ্ধ। চিত্ত বাহ্য প্রদেশ থেকে প্রত্যাবৃত হয়ে অন্তর্মুখে একাগ্র হলে পরে এর অনুভব হয়। এই অবস্থায় সাধকের দেহে অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের উন্মেষ হয়। এই আন্তর জপ তথা নাদানুসন্ধানের সময় ইন্দ্রিয়সঞ্চার হয় না। এইজন্য একে বাহ্য জপ বলা যায় না। বাহ্য জপ বিকল্পেরই প্রকারভেদমাত্র। কিন্তু আন্তর জপে বিকল্পের ব্যাপার শূন্য হয়ে যায়। এইটিই নিষ্কল চিন্তন বা ধ্যানের স্বরূপ।"[১]

ত্রিবিধজপের উৎকর্ষাপকর্ষ—তন্ত্রে ত্রিবিধ জপের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দিষ্ট হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে উচ্চস্বরে জপ বা বাচিক জপ অধম, উপাংশু জপ মধ্যম আর মানস জপ উত্তম।[২]

বলা হয়েছে বাচিক জপের চেয়ে উপাংশু জপ লক্ষগুণ শ্রেয় আর উপাংশু জপের চেয়ে মানস জপ কোটিগুণ শ্রেয়।[৩]

---

১ অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্রদলকমল বা অকুল কমলকী অন্তর্কলিকামেঁ বাগ্‌ভব নামক এক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ হৈ। ইস ত্রিকোণসে পরাদিক্রমসে চার প্রকারকে বাক্ বা শব্দ উৎপন্ন হোনেকে কারণ ইসকা নাম বাগ্‌ভব হৈ। ইস ত্রিকোণকে মধ্যমে বিশ্বগুরু পরম শিবকী পাদুকা হৈ। বহ প্রকাশ, বিমর্শ তথা ইন দোনোঁকে সামরস্যভেদসে তীন প্রকারকী হৈ। ইস পাদুকাসে নিরন্তর পরমামৃত নিকলতা রহতা হৈ—ইস স্নিগ্ধ অমৃতময় চন্দ্ররশ্মিদ্বারা সমস্ত বিশ্বকা সঞ্জীবন, মাধুর্যসম্পাদন ঔর তৃপ্তি হোতী হৈ। যহ পাদুকা সমস্ত জীবোঁকা আত্মস্বরূপ হৈ। ইসকে বাদ শিবাদ্বৈত ভাবনারূপ প্রসাদকো গ্রহণ করনেসে সমস্ত তত্ত্ব বিশুদ্ধ হোকর বিমল আনন্দকা উদয় হোতা হৈ। তত্ত্বশুদ্ধি ঔর আনন্দসঞ্চারকে পশ্চাৎ হৃদয়াকাশমেঁ জিস পরম নাদকা উদয় হোতা হৈ উসকা চিন্তন করণেপর আদ্যাশক্তিকে আনন্দময় রূপকী উপলব্ধি হোতী হৈ। সাধককে হৃদয়মেঁ ইস প্রকারকে নাদকী অভিব্যক্তি হী আন্তর জপ যা মানস জপকে নামসে প্রসিদ্ধ হৈ। চিত্তকে বাহ্য প্রদেশসে লৌটকর অন্তর্মুখমেঁ একাগ্র হোনেপর ইসকা অনুভব হোতা হৈ। ইসসে অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারোঁকা উন্মেষ হোতা হৈ। ইস আন্তর জপ যা নাদানুসন্ধানকে সময় ইন্দ্রিয়সঞ্চার নহীঁ রহতা, ইসীলিয়ে ইসে বাহ্য জপ নহীঁ কহা জা সকতা। বাহ্য জপ বিকল্পকা হী প্রকারভেদ হৈ। পরন্তু আন্তর জপমেঁ বিকল্পকা ব্যাপার শূন্য হো জাতা হৈ। যহী নিষ্কল চিন্তন অথবা ধ্যানকা স্বরূপ হৈ।"

—শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬৩

২ উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ। উত্তমো মানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ।

—কু ত, উঃ ১৫

৩ বাচিকাল্লক্ষগুণত উপাংশুঃ পরিকীর্তিতঃ। উপাংশোঃ কোটিগুণিতো মানসস্তু প্রশস্যতে।

—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃ ৫৪১

এই ধরণের উক্তি নানা তন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো তন্ত্রে প্রকারান্তরে বাচিক জপ নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—যে মনে মনে স্তোত্র স্মরণ করে বা জোরে জোরে মন্ত্র জপ করে ভগ্ন পাত্রের জলের মতো তার উভয়ই নিষ্ফল হয়।[১]

তবে বাচিক জপ যে শাস্ত্রবিহিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সাধনার বিশেষ লক্ষ্য অনুসারে বিশেষ প্রকারের জপ বিহিত হয়েছে। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে[২] সিদ্ধিকামীদের পক্ষে মানস জপ, পুষ্টিকামীদের পক্ষে উপাংশু জপ এবং মারনাদি-ষট্কর্মে[৩] বাচিক জপ প্রশস্ত।

এখানে সিদ্ধিকামী অর্থ মোক্ষকামী। কেন না অন্যত্র স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে মানস জপে মোক্ষ লাভ হয়।[৪]

মানস জপের বিশেষত্ব—কোনো কোনো তন্ত্রে মানস জপের একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। জপের বহুবিধ নিয়ম আছে। মানস জপের বিশেষত্ব এই যে এতে কোনো নিয়ম মানতে হয় না। পরমানন্দতন্ত্রে বলা হয়েছে—মানস জপে অনন্তগুণ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই জপে কোনো নিয়ম নাই। চলতে চলতে শুয়ে শুয়ে বসে বসে খাওয়া দাওয়ার পর যেখানে সেখানে অস্নাত অপবিত্র যে-কোনো অবস্থায় এই জপ চলে, এতে কোনো দোষ হয় না।[৫]

ত্রিবিধজপরহস্য—সাধনরাজ্যের মর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন শাস্ত্রে এই যে ত্রিবিধ জপের বিধান আছে তা সাধনার ক্রমোচ্চস্তর অনুসারেই বিহিত হয়েছে। নিম্নস্তরের অধিকারীর পক্ষে বাচিক, তার চেয়ে উচ্চস্তরের অধিকারীর পক্ষে উপাংশু এবং সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারীর পক্ষে মানস জপ বিহিত। শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ জপের উৎকর্ষাপকর্ষের কথা আছে এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে তার যথার্থ মর্ম বুঝতে পারা যায়। আলোচ্য ত্রিবিধ জপ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—বাচিক অর্থ মুখ দিয়ে বাক্য উচ্চারণ করা। বাচিক অথবা বাহ্য জপের বায়ুর সঙ্গে সম্বন্ধ। এই জপে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক-

১ মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ। উভয়ং নিষ্ফলং দেবি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা।—কু ত, উঃ ১৫

২ মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ। বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ

—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪২

৩ ষট্কর্মকৃদ্ বাচিকঃ স্যাৎ… ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৪ মানসঃ সাধয়েন্মোক্ষম্… ।—ঐ

৫ মানসেঽনন্তগুণিতং নিয়মস্তত্র নৈব তু। গচ্ছন্ শয়ান আসীনো ভুক্তো বা যত্র কুত্রচিৎ।
অস্নাতশ্চাপবিত্রশ্চ ন দোষস্তত্র বিদ্যতে।—পরমানন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ প ক সূ·১।১৭-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

রূপে চলতে থাকে আর বাইরের উচ্চারণ বাহ্য বায়ুর সাহায্যে হয়। বাহ্য অথবা বৈখরীজপে শব্দ আর অর্থের মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যায়। উপাংশু জপে শ্বাস অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে যায় আর বাহ্য বায়ুর সম্বন্ধ অনেকাংশে ছিন্ন হয়ে যায়। ঐ সময়ে জপ সুষুম্না পথে চলতে আরম্ভ করে আর যেন আপনা আপনিই হতে থাকে। বাচিক এবং উপাংশু জপ অনেকাংশে বৈখরীতে সাধিত হয় কিন্তু উপাংশু জপে মধ্যমার ক্রিয়াও কিঞ্চিৎ লক্ষিত হয়। মানস জপে বাহ্য বায়ুর সহিত কোনো সম্বন্ধই থাকে না। চিন্তাচেষ্টাবিবর্জিত এই জপ ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে। তখন অনুভব হয় শব্দ আর অর্থ মিশে গেছে। এই অবস্থায় জ্যোতিদর্শনও হয়। জপ যখন মধ্যমা ত্যাগ করে পশ্যন্তীতে প্রবেশ করে তখন শব্দ আর অর্থ এক সত্তায় পরিণত হয়। ঐ সময়ে চৈতন্যের স্ফুরণ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার অথবা ইষ্টদর্শন হয়। এই দর্শন লাভ করে সাধক কৃতার্থ হয়ে যান। এর পরও এক অব্যক্ত অবস্থা আছে যেখানে পূর্ণাহন্তা-অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে সাধক অদ্বৈতভাবে স্থিতিলাভ করেন।"[১]

অন্য প্রকারভেদ—জপের পূর্বোক্ত তিনটি প্রকারভেদ ছাড়া নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই তিন রকমের ভেদও করা হয়। প্রতিদিন যে-জপ করা হয় তা নিত্য, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে যে-জপ করা হয় তা নৈমিত্তিক আর বিশেষ কিছু কামনা করে যে-জপ করা হয় তা কাম্য। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে বলা হয়েছে যত্নসহকারে অন্তর্যাগ সমাপন করে প্রতিদিন এক হাজার আট জপ করাকে বলে নিত্য জপ। আর বিষুবসংক্রান্তিতে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে দ্বাদশীতে ও পূর্ণিমায় যে-বিশেষ জপ করা হয় তাকে বলে নৈমিত্তিক জপ।[২]

---

১ বাচিক কা অর্থ হৈ মুখসে বাক্য উচ্চারণ করনা। বাচিক অথবা বাহ্য জপ বায়ু সে সম্বন্ধিত হৈ। ইস জপ মে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকরূপ মেঁ চলতী রহতী হৈ ঔর বাহরী উচ্চারণ বাহ্য বায়ু কী সহায়তা সে হোতা হৈ। বাহ্য অথবা বৈখরী জপ মেঁ শব্দ ঔর অর্থকে বীচ এক পার্থক্য রহ জাতা হৈ। উপাংশু জপ মেঁ শ্বাস অনেকাংশ ক্ষীণ হো জাতী হৈ ঔর বাহ্য বায়ু কা সম্বন্ধ অনেকাংশ ছিন্ন হো জাতা হৈ। উস সময় জপ সুষুম্নাপথ মেঁ চলনে লগতা হৈ ঔর জৈসে অপনে আপ হী হোনে লগতা হৈ। বাচিক এবং উপাংশু জপ অনেকাংশ বৈখরী মে সাধিত হোতে হৈ কিন্তু উপাংশু জপ মেঁ কুছ মধ্যমা কী ক্রিয়া ভী লক্ষিত হোতী হৈ। মানস জপ মেঁ বাহ্য বায়ু কে সহিত সম্বন্ধ বিলকুল নহীঁ রহ জাতা। যহ জপ চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জিতরূপ মেঁ ভীতর হী ভীতর হোতা রহতা হৈ। তব শব্দ এবং অর্থকা সম্মিশ্রণ অনুভূত হোতা হৈ ঔর জ্যোতি কা দর্শন ভী হোতা হৈ। জপ জব মধ্যমা ত্যাগ কর পশ্যন্তী মেঁ প্রবেশ করতা হৈ তব শব্দ ঔর অর্থ এক সত্তা মেঁ পরিণত হো জাতে হৈঁ। উস সময় চৈতন্য কা স্ফুরণ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার অথবা ইষ্টদর্শন হোতা হৈ। যহ দর্শন লাভকর সাধক কৃতার্থ হো জাতা হৈ। ইসকে পরে ভী এক অব্যক্ত পরাবস্থা হৈ জহাঁ পূর্ণহন্তা অবস্থা প্রাপ্তকর সাধক অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব মেঁ স্থিতিলাভ করতা হৈ।—পু ত, পরিশিষ্ট, পৃঃ 105-106

২ অষ্টোত্তরসহস্রন্তু কৃত্বাঽন্তর্যাগমাদরাৎ। জপেৎ প্রতিদিনং যত্তু নিত্য এব জপঃ স্মৃতঃ।
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ। দ্বাদশ্যাং পূর্ণিমায়াঞ্চ তেষু নৈমিত্তিকো জপঃ।

—মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশবচন, শা তি ৪।৫৫-৫৬-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

বাচিকাদি জপের প্রসঙ্গে বিশেষ কামনায় জপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

অজপা—অজপাজপ অন্য মন্ত্রজপ থেকে ভিন্ন। এটি জপহীন জপ। বাহ্য আকাশে বায়ুতরঙ্গে যেমন শব্দ উঠে তেমনি জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশেও প্রাণবায়ুতরঙ্গে শব্দ উঠে।[১] জীবের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে এই শব্দের অভিব্যক্তি হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'হং' এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে 'সঃ' এমনি করে শব্দটি অবিরত উচ্চারিত হচ্ছে। একেই বলে 'হংস'-মন্ত্র বা অজপা-মন্ত্র।[২] এই মন্ত্র জপের জন্য ইচ্ছা বা যত্ন না করলেও আপনা থেকেই জপ হয় বলে একে অজপা বলা হয়।[৩]

ঘেরণ্ডসংহিতার মতে মূলাধারে অনাহতে এবং আজ্ঞাচক্রে হংসসমাগম হয় অর্থাৎ অজপাজপ চলে।[৪]

অজপা দ্বিবিধ—নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫]—'হংস' প্রকৃতি এবং ওঁ-কার প্রকৃতির গুণ। জীব 'হং'-কারের দ্বারা বাইরে যায় এবং 'স'-কারের দ্বারা আবার ভিতরে প্রবেশ করে। জীব সর্বদা 'হংস' এই পরম মন্ত্র জপ করছে। সে দিনে রাতে একুশ হাজার ছ শ বার জপ করে। অজপা নামক এই গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়িনী। অজপা দ্বিবিধ—ব্যক্ত আর গুপ্ত। ব্যক্ত আবার দ্বিবিধ—শব্দ আর জ্যোতি।[৬] শব্দরূপিণী দেবী হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা। গুপ্ত অজপা ঠ-কাররূপা, তাঁকে শিবশক্তি বলা হয়। এখানে ঠ-কার অর্থ স্বাহা। কাজেই স্বাহাকে গুপ্ত অজপা বলা হয়।

অজপার ঋষিছন্দাদি—প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় অন্যান্য মন্ত্রের যেমন তেমনি অজপা-মন্ত্রেরও ঋষিছন্দাদি আছে। সুরেন্দ্রসংহিতায় বলা হয়েছে হংস বা অজপা মন্ত্রের ঋষি হংস,

---

১ দ্রঃ G. L., Third Ed., p. 260

২ বিয়দর্দ্ধেন্দুসহিতং তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ। অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ।—শা তি ১৪।৮০

৩ বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ। অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ শা তি ১৪।৯১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৪ মূলাধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদি পঙ্কজে। তথা নাসাপুটদ্বন্দ্বে ত্রিভির্হংসসমাগমঃ (ত্রিবিধং সঙ্গমাগমম্)।
—ঘেরণ্ডসংহিতা ৫।৮৫

৫ হংসেতি প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঁকারঃ প্রকৃতেগুণঃ। হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা। ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী। অজপা দ্বিবিধা দেবী ব্যক্তা গুপ্তা ক্রমেণ চ।
ব্যক্তা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা শব্দজ্যোতিঃস্বরূপিণী। জ্যোতীরূপা চ সা দেবী হৃদি স্থানে প্রতিষ্ঠিতা।
ঠকাররূপা গুপ্তা চ শিবশক্তিঃ প্রকীর্তিতা। চন্দ্রবীজং ঠকারস্তু বীপ্সিতঃ স্বর উচ্যতে।
অজপার্থময়ী গুপ্তা বহ্নিজায়া প্রকীর্তিতা।—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ২, ব সং; পৃঃ ১৬৫

৬ ব্রহ্ম কা দ্বিবিধ প্রকাশ সাধক কী ধারণা কে উপযোগী হৈ—এক শব্দ ওর দূসরা জ্যোতি।
—পূ ত, পরিশিষ্ট, পৃঃ 110

ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা পরমহংস, হং বীজ, অঃ শক্তি সোঽহং কীলক, প্রণব তত্ত্ব, স্বর উদাত্ত এবং মোক্ষার্থে এর বিনিয়োগ।[১]

তত্ত্বদৃষ্টিতে অজপামন্ত্র—'হংস' স্বয়ং ভগবতী।[২] ইনি মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। শিব ও শক্তি অভিন্ন। 'হংস' মন্ত্রেও সেই অভেদসম্বন্ধ ব্যক্ত হয়েছে। 'হংস'-এর 'হং' শিব আর 'সঃ' শক্তি।[৩]

হংসই গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, হংসই জীব, হংসই গুরু, হংসই পরমাত্মা।[৪]

আমরণ জপ—অজপা চলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। জীবের জন্ম জপারম্ভ এবং মৃত্যু জপনিবেদন অর্থাৎ জপসমাপ্তি।[৫] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় অন্যমন্ত্রের জপও যাবজ্জীবন করার কথা বলা হয়েছে।[৬]

কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ অজপাজপ সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে এবং এই জপের সঙ্গে তার মনের কোনো যোগ থাকে না বলে এ জপের কোনো ফল সে পায় না। কাজেই এ জপ তার পক্ষে জপ নয়।

অজপাসাধন গুরুগম্য—এই অজপাজ্ঞান ও অজপাসাধন গুরুগম্য।[৭] সাধক গুরুর কাছেই অজপার রহস্য সম্যক্ অবগত হতে পারেন এবং জপের প্রক্রিয়াও গুরুর কাছেই শিখতে পারেন। এ অতি দুরূহ ব্যাপার। গ্রন্থপাঠ করে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে কিছু জানা কঠিন।

অজপাজপনিবেদন— শাস্ত্রে অজপাজপ-নিবেদনের যে-বিধান দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ থেকে এই জপসাধনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। জীবদেহে মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করে আছে নাদাত্মক সুষুম্না নাড়ী।[৮] তার একপ্রান্তে মূলাধারচক্র অপরপ্রান্তে সহস্রার।

১ ঋষির্হংসোঽব্যক্তপূর্বা গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে। দেবতা পরমাদিস্তু হংসো হং বীজ উচ্যতে।
অঃ শক্তিঃ কীলকঃ সোঽহং প্রণবস্তত্ত্বমেব হি। উদাত্তঃ স্বর ইত্যেবং মনোরস্য প্রকীর্তিতঃ।
মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ স্যাদেবং কুর্যাৎ সদা নরঃ।—সুরেন্দ্রসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৮৮

২ হংসাত্মিকাং ভগবতীং জীবো জপতি সর্বদা।—সুরেন্দ্রসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৮৮

৩ হংকারং শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে।—স্বরোদয়শাস্ত্র ১১।৭, দ্রঃ যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৩৭

৪ হংসো গণেশো বিধিরেব হংসো হংসো হরির্হংসময়শ্চ শম্ভুঃ।
হংসো হি জীবো গুরুরেব হংসো হংসোঽহমাত্মা পরমার্থরূপঃ।—বালাপদ্ধতিবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯০

৫ উৎপত্তির্জপ আরম্ভো মৃতিরস্য নিবেদনম্।—সুরেন্দ্রসংহিতাবচন, দ্রঃ ঐ পৃঃ ৪৮৯

৬ মন্ত্রসাধনে হি দ্বাবুপায়ৌ যাবজ্জীবং নিয়তো জপঃ পুরশ্চরণরূপশ্চ।—বা নি ৫।৩-এর সে ব

৭ শ্রীগুরো কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপ্যতে ততঃ।—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ শা তি ১৪।৯১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৮ নাদাত্মকং ব্রহ্মরন্ধ্রং জানীহি পরমেশ্বরি।—ঐ

মূলাধার থেকে আরম্ভ করে স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা এই ক্রমে সহস্রার পর্যন্ত ব্রহ্ম বা পরমশিবের ব্রহ্মাদি বিভিন্ন রূপ এবং ব্রহ্ম বা পরমশিব স্বরূপে অধিষ্ঠিত। এঁদের কাছে অহোরাত্রোদ্ভব একুশ হাজার ছ শ জপ সমর্পণ করতে হয়।[১]

মূলাধারে বাদি-সান্ত চতুর্বর্ণসমন্বিত স্বর্ণবর্ণ চতুর্দলপদ্মে অধিষ্ঠিত সগায়ত্রী গণপতিকে ছ শ জপ, স্বাধিষ্ঠানে বাদি-লান্ত ষড়্‌বর্ণসমন্বিত বিদ্যুৎবর্ণ ষড়্‌দলপদ্মে অধিষ্ঠিত সসাবিত্রী ব্রহ্মাকে ছ হাজার জপ, মণিপূরে ডাদিফান্ত দশবর্ণসমন্বিত নীলমেঘবর্ণ দশদলপদ্মে অধিষ্ঠিত সলক্ষ্মী বিষ্ণুকে ছ হাজার জপ, অনাহতে কাদি-ঠান্ত দ্বাদশবর্ণযুক্ত তরুণসূর্যবর্ণ দ্বাদশদলপদ্মে অধিষ্ঠিত সগৌরী শিবকে ছ হাজার জপ, বিশুদ্ধাখ্যে অকারাদি-অঃকারান্ত ষোড়শবর্ণযুক্ত ষোড়শ-দলপদ্মকর্ণিকার মধ্যে জীবাত্মাকে এক হাজার জপ, আজ্ঞাচক্রে হক্ষবর্ণযুক্ত চন্দ্রপ্রভ দ্বিদলপদ্মে সমায়া গুরুমূর্তিকে এক হাজার জপ এবং ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে নানাবর্ণোজ্জ্বল সহস্রদলপদ্মে অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণ সহিত অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে এক হাজার জপ নিবেদন করতে হয়।[২] এইভাবে জপ সমর্পণ করে অজপামন্ত্রের এক শ আট জপ করা বিধি।[৩]

এই নিবেদনের প্রক্রিয়া গুরুর কাছে শিখতে হয়। প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করে মনঃস্থির করতে পারলে তবে সাধকের অজপাজপ হয়।[৪] অজপা-জপ ত স্বতঃই অবিরত চলছে। তার স্বরূপ জেনে তার সঙ্গে মনকে যুক্ত করতে পারলে, তাতে মনকে তন্ময় করলে, তবে অজপাজপ-সাধন হবে। শাস্ত্র বলেন অজপা বা হংসাত্মিকা ভগবতীর সম্যক্ বোধ হলেই মানুষ জীবন্মুক্ত হয়ে যায়।[৫]

জপ সম্বন্ধে বিভিন্ন নিয়ম—পূর্বেই বলা হয়েছে জপের নানা নিয়ম আছে। সে-সব

১ এতেষু সপ্তচক্রেষু স্থিতেভ্যঃ পরমেশ্বরি। জপং নিবেদয়েদেনমহোরাত্রভবং প্রিয়ে।

—দ্রঃ শা তি ১৪।৯১-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

২ মূলাধারমণ্ডপে স্বর্ণবর্ণচতুর্দলপদ্মে বাদিসান্তচতুর্বর্ণান্বিতে গায়ত্রীসহিতায় গণনাথায় ষট্‌শতসংখ্যজপমহর্নিশং সমর্পয়ামি নমঃ। স্বাধিষ্ঠানমণ্ডপে অনেকবিদ্যুন্নিভে বাদিলান্তষড়্‌বর্ণান্বিতে ষড়্‌দলপদ্মে সাবিত্রীসহিতায় ব্রহ্মণে অজপামন্ত্রষট্‌সহস্রং নিবেদয়ামি নমঃ। মণিপুরমণ্ডপে নীলোৎপলমেঘনিভে ডাদি-ফান্তদশবর্ণান্বিতে দশদলপদ্মে লক্ষ্মীসহিতায় বিষ্ণবে ষট্‌সহস্রজপং সমর্পয়ামি নমঃ। অনাহতমণ্ডপে তরুণরবিনিভে কাদি-ঠান্তদ্বাদশবর্ণযুতে দ্বাদশদলপদ্মে গৌরীসহিতায় শিবায় অজপাষট্‌সহস্রজপং সমর্পয়ামি নমঃ। বিশুদ্ধমণ্ডপে ষোড়শদলকর্ণিকামধ্যে জীবাত্মনে অকারাদি-অঃকারান্তে অজপাসহস্রসংখ্যজপং নিবেদয়ামি নমঃ। আজ্ঞামণ্ডপে শ্রীচন্দ্রপ্রভে দ্বিদলপদ্মে হক্ষবর্ণান্বিতে মায়াসহিতগুরুমূর্তয়ে একসহস্রজপং নিবেদয়ামি নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে নানাবর্ণোজ্জ্বলে সহস্রপদ্মস্থিতায় পরমাত্মনে অকারাদি-ক্ষকারান্তসহিতায় একসহস্রজপং নিবেদয়ামি নমঃ।

—কুলমূলাবতারকল্পসূত্রটীকাবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ১, পৃঃ ১৬৩-১৬৪

৩ ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্তরশতসংখ্যমজপাজপং কুর্যাৎ।—ঐ

৪ দ্রঃ পূ ত, পরিশিষ্ট, পৃঃ 108

৫ অস্যাঃ সংবোধমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।—সুরেন্দ্রসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৮৮

নিয়ম না মানলে জপ ব্যর্থ হয়। কেন না শাস্ত্রের নির্দেশ নিয়ম ব্যতিরেকে যে যা কর্ম করবে তার সে-কর্ম অক্রমদোষের জন্য একটুও সফল হবে না।[১]

নিয়মাবলী বিস্তৃত। সমস্ত নিয়মের বিবরণ দেওয়ার স্থান নাই। সেইজন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা গেল।

তন্নিষ্ঠ তদ্গতপ্রাণ তৎচিত্ত তৎপরায়ণ হয়ে এবং তৎপদার্থানুসন্ধান করে অর্থাৎ অন্তরে অন্তরে মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার চিন্তা করে জপ করতে হবে।[২]

দেবতা সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে-মন্ত্রের উদ্দিষ্ট যে-দেবতা মনে মনে তাঁর রূপ চিন্তা করে জপ করতে হবে।[৩]

দেবতা হয়ে মন্ত্রজপ—শুধু তাই নয়, শাস্ত্রের নির্দেশ দেবতা হয়ে মন্ত্রজপ করতে হবে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেবতা হয়ে দেবতার অর্চনা করবে, দেবতা না হয়ে দেবতার অর্চনা করবে না। অতএব নিজেকে বিষ্ণুস্বরূপ ভাবনা করবে। তার পর জপ করবে। যে এরকম করে তার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। শৈবাদি মন্ত্রজপেরও এই ক্রম।[৪]

ন্যাস ও জপ—সাধক ন্যাসাদির দ্বারা দেবতা হতে পারেন। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—প্রাণায়াম ধ্যান ও ন্যাসের দ্বারা সাধকের দেবশরীর হয়।[৫]

এইজন্য জপের আদিতে ন্যাস বিহিত হয়েছে। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। ন্যাসাদির দ্বারা তার মনে সেই ভাবটি প্রবল এবং দৃঢ় করে দেওয়া হয়। জপের অন্যতম উদ্দেশ্য মন্ত্র তথা মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে তন্ময়তাসাধন। মন দেবভাবে ভাবিত হলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নৈলে হয় না। এইজন্যই তন্ত্রের নির্দেশ—ন্যাস ছাড়া জপ করলে জপ ব্যর্থ হয়।[৬]

১ নিয়মব্যতিরেকেণ যদ্যৎ কর্ম করোতি যঃ। কিঞ্চিদপ্যস্য ন ফলং সিদ্ধ্যত্যক্রমদোষতঃ।
—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৩

২ তন্নিষ্ঠস্তদ্গতপ্রাণস্তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ। তৎপদার্থানুসন্ধানং কুর্বন্ মন্ত্রং শনৈর্জপেৎ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৪১

৩ যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা। চিন্তয়িত্বা তদাকারং মনসা জপমাচরেৎ।
—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৯

৪ দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ। তস্মাদ্ বিষ্ণুস্বরূপত্বং স্বস্মিন্ ভাব্যং মহেশ্বরি।
ততো জপং প্রকুর্বীত তস্য সিদ্ধির্ভবেন্মনোঃ। এবমেব মহেশানি শৈবাদীনাং ক্রমো ভবেৎ।
—শ স ত, কা খ, ৮।২২-২৩

৫ প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরতা।—গ ত ৯।২

৬ (i) জপার্থং সর্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপিং বিনা। কৃতং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাত্তস্মাদাদৌ ন্যসেৎ প্রিয়ে।
—শা ত, উঃ ৯

(ii) ন্যাসং বিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং শিবে।—গ ত ৯।১

ধ্যান ও জপ—জপের আদিতে ন্যাসের মতো ধ্যানেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একই—সাধকের দেবভাবে ভাবিত হওয়া, দেবতা হওয়া। দেবভাবে ভাবিত সাধকের জপ সার্থক হয়। তন্ত্রের বিধান ধ্যানযুক্ত মন্ত্র জপে সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।[১] তবে বলা হয়েছে গুরূক্তক্রম অনুসারে ধ্যান করে জপ করলেই মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয়।[২]

প্রাণায়াম ও জপ—ন্যাস ও ধ্যানের মতো জপের আদিতে প্রণায়াম করাও বিধি। শুধু আদিতে নয় অন্তেও প্রাণায়াম করতে হয়।[৩] পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক দেবশরীর লাভ করেন। প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বাড়ে ও চিত্তস্থৈর্য সাধিত হয়। যুক্তির বিচারে জপের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়ামের এইটি প্রধান সার্থকতা। অবশ্য প্রাণায়ামের যুক্তির অতীত অন্য সার্থকতাও আছে।

প্রণায়ামসহ জপকে মুখ্য জপ বলা হয়।[৪] এরূপ জপ করলে সাধক সিদ্ধযোগীশ্বর হন।[৫] কিন্তু প্রাণায়াম না করলে জপহোমার্চনাদি সব ব্যর্থ হয়।[৬]

জপ ও পূজা—জপের সঙ্গে পূজার বিধানও শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্র পূজাযুক্ত করে জপ করতে হবে, শুধু মন্ত্রজপ কর্তব্য নয়।[৭]

উক্ত তন্ত্রমতে পূজাহীন মন্ত্রজপকে নাম বলা হয়।[৮] অর্থাৎ এরূপ মন্ত্রজপ নামজপ, মন্ত্রজপ নয়।

কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে পূজা ছাড়া যে-মূঢ় নিত্য মন্ত্রজপ করে তার সেই জপ নিষ্ফল হয় এবং সে পাপগ্রস্ত হয়।[৯]

মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য—জপ সম্বন্ধে শাস্ত্রের আরেকটি নির্দেশ মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য অবগত হয়ে তবে মন্ত্রজপ করতে হবে। যে-সাধক তা জানেন না শতলক্ষ জপেও তাঁর মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।[১০] অন্যত্র বলা হয়েছে মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা যিনি অবগত নন শতকোটি জপেও তাঁর সিদ্ধি হয় না।[১১]

১ আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্যান্তে মনুং জপেৎ। ধ্যানমন্ত্রসমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিধ্যতি সাধকঃ।—শা ত, উঃ ৯
২ ধ্যানং কৃত্বা জপেন্মন্ত্রং গুরূক্তক্রমতো বুধঃ। সর্বে মন্ত্রাঃ সিদ্ধিদাঃ স্যুঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।—কৌ নি, উঃ ৭
৩ জপাদৌ চ জপান্তে চ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।—শা ত, উঃ ৯
৪ প্রাণায়ামজপো দেবি মুখ্যত্বেন প্রকীর্তিতঃ।—শ স ত, সু খ, ৩।৩২৫
৫ প্রাণায়ামজপাসক্তঃ সিদ্ধযোগীশ্বরো ভবেৎ।—শ স ত, সু খ, ৩।২২৩
৬ জপস্য পুরতঃ কার্যং প্রাণায়ামং সমাহিতৈঃ। অন্যথা নিষ্ফলাঃ সর্বা জপহোমার্চনাদিকাঃ।—কৌ নি, উঃ ২
৭ পূজাযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।—শ স ত, সু খ, ১১।১৭৩
৮ কেবলং মন্ত্রজাপস্তু নাম ইত্যভিধীয়তে।—ঐ, তা খ, ৪৬।৪৫
৯ পূজাং বিহায় যো মূঢ়ো মন্ত্রং জপতি নিত্যশঃ। তজ্জপং নিষ্ফলং বিদ্যাৎ স মন্ত্রী পাতকী ভবেৎ।
—কৌ নি, উঃ ৯
১০ মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ। শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি।—মহা ত, ৩।৩১
১১ মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে।—কু ত, উঃ ১৫

অর্থ না জেনে মন্ত্রজপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে অগ্নিহীন ভস্মে ঘি ঢাললে অগ্নি যেমন জ্বলে না তেমনি অর্থজ্ঞানহীন মন্ত্রোচ্চারণও সফল হয় না।[১]

যারা অর্থ না জেনে শুধু নানাবিধ শব্দোচ্চারণ করে তাদের মলয়চন্দনের ভারবাহী গর্দ্দভের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে।[২]

মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা—মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞান মন্ত্রার্থ।[৩] যামলে বিষয়টিকে বিশদ করে বলা হয়েছে—বাচ্যবাচকভাবে মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। দেবতার এই অভিন্ন রূপচিন্তা মন্ত্রার্থ।[৪]

ত্রিবিধ মন্ত্রার্থ—তবে তন্ত্রবিশারদেরা বলেন মন্ত্রার্থ গুরুমুখে বোধ্য।[৫] কারণ শাস্ত্রে ত্রিবিধ মন্ত্রার্থের উল্লেখ আছে। তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে সিদ্ধ সাধ্য এবং সাধক এই ত্রিবিধ উপাসকের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ ত্রিবিধ। সিদ্ধদের জ্ঞাতব্য মন্ত্রার্থ এই—সমস্ত মন্ত্রের উদয় ও বিশ্রান্তিস্থল যে-পরাস্বরূপা তাঁতে বুদ্ধিনিবিষ্ট করতে হবে। অক্ষরাত্মক মন্ত্রের প্রত্যেকটি অক্ষরের স্বরূপ পরাস্বরূপ। কাজেই সমগ্র মন্ত্রের স্বরূপ পরাস্বরূপ। সিদ্ধরা মন্ত্রের এই অর্থের অনুসন্ধান করবেন।

দ্বিতীয় প্রকারের মন্ত্রার্থ— ব্যাকরণপ্রোক্ত প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির দ্বারা সিদ্ধ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে-অর্থ পাওয়া যায়। সাধ্যেরা এই অর্থের অনুসন্ধান করেন।

তৃতীয় প্রকারের মন্ত্রার্থ—বাচ্যবাচকসংভেদভাবনা। অর্থাৎ মন্ত্রে বাচ্যরূপ অব্যক্তাত্মক পঞ্চভূত এবং অব্যক্তনাদ পরমার্থশক্তি বাচকরূপ অক্ষরসমূহের তাদাত্ম্যভাবনা। সাধকেরা এই মন্ত্রার্থের অনুসন্ধান করেন।[৬]

ভাস্কররায় আবার মন্ত্রের কৌলিকার্থের কথা বলেছেন। গুরু দেবতা এবং চক্রের অভিন্নতা প্রদর্শন করে তিনি লিখেছেন—এইরূপে জগন্মাতা বিদ্যা চক্র গুরু এবং সাধক এই পাঁচের যে-ভেদাভাব তাই মন্ত্রের কৌলিকার্থ।[৭]

---

১ নার্থজ্ঞানবিহীনং শব্দস্তোচ্চারণং ফলতি ভস্মনি বহ্নিবিহীনে ন প্রক্ষিপ্তং হবির্জ্বলতি।—ব র ২।৫৪

২ অর্থমজানানানাং(?) নানাবিধশব্দমাত্রপাঠবতাম্। উপমেয়শ্চক্রীবান্ মলয়জভারস্য বোঢ়েব।—ঐ ২।৫৫

৩ মন্ত্রার্থং মন্ত্রদেবতয়োরভেদজ্ঞানম্।—শা ত, উঃ ৯

৪ মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।—যামলবচন, দ্রঃ ঐ

৫ মন্ত্রার্থো গুরুমুখাদ্‌বোধ্যঃ।—পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৬

৬ মন্ত্রার্থাস্ত্রিবিধা জ্ঞেয়া জ্ঞাতব্যাঃ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ। পূজাপটলসংপ্রোক্তাস্ত্রিবিধাঃ স্যুরুপাসকাঃ।
বর্ণস্তোদয়বিশ্রান্তিপদে বুদ্ধিনিবেশনম্। একোক্তঃ সর্বতঃ সিদ্ধব্যুৎপত্ত্যর্থাভিবীক্ষণম্।
বাচ্যবাচকসংভেদভাবনাদিভিরীরিতাঃ।—দ্রঃ ত রা ত ৩৫।৬৪-৬৬ এবং মনোরমা

৭ ইত্থং মাতা বিদ্যা চক্রং স্বগুরুঃ স্বয়ং চেতি। পঞ্চানামপি ভেদাভাবো মন্ত্রস্য কৌলিকার্থোঽয়ম্।—ব র ২।১০২

কাজেই দেখা যাচ্ছে মন্ত্রের অর্থ অবগত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এইজন্যই তন্ত্রবিদেরা গুরুমুখে মন্ত্রার্থ জানার কথা বলেছেন।

পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে মন্ত্রচৈতন্যের আলোচনা করা হয়েছে।

যোনিমুদ্রা—যোনিমুদ্রা কথাটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূতশুদ্ধি-তন্ত্রে বলা হয়েছে—মূলাধারে আছে এক অতি সুন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোদ্ভব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের উপরে হংসাশ্রিতা চিৎকলার ধ্যান করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন কুণ্ডলিনী। চিৎকলায় জগন্ময়ী তেজোরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করতে হবে। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে 'হংস'-মন্ত্রসহ সুষুম্নাপথে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে দেবী সদাশিবের সঙ্গে ক্ষণমাত্র রমণ করবেন। সেই মিলন থেকে তৎক্ষণাৎ অমৃতের উদ্ভব হবে। লাক্ষারসসমন্বিত সেই অমৃত। তার দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে। তার পর ষট্‌চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পথে আবার মূলাধারে নিয়ে আসতে হবে। তার পর অকারাদিক্ষকারান্ত বর্ণমালা চিন্তা করতে হবে। মৃণালতন্তুর মতো চিত্রিণী নাড়ী মতান্তরে ব্রহ্মনাড়ী। চিন্তা করতে হবে এই নাড়ীর দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী মালা গ্রথিত। মন্ত্রের দ্বারা ব্যবহিত বর্ণ এবং বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত মন্ত্র এইভাবে অনুলোম- ও বিলোম-ক্রমে এই সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা গ্রন্থন করতে হবে। বর্ণমালার শেষ বর্ণ ক্ষ মেরুস্বরূপ। এটি লঙ্ঘন করতে নেই। বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করে মন্ত্রের পূর্বে স্থাপন করে জপ করতে হয়। সজ্ঞানে মূলমন্ত্রের এক শ আট জপ কর্তব্য। বর্ণসমূহকে আটটি বর্গে ভাগ করে আটবার জপ করতে হবে। আটটি বর্গের আদি বর্ণ যথাক্রমে অ ক চ ট ত প য এবং শ। এই যোনিমুদ্রা। দেবীর প্রতি শিবের প্রীতিবশতঃ তিনি এই যোনিমুদ্রা প্রকাশ করলেন।[১]

---

১ আধারে কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরং। ত্রিকোণমধ্যে দেবেশি কামবীজং সুলক্ষণং।
কামবীজোদ্ভবং তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গমুত্তমং। তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েচ্চিৎকলাং হংসমাশ্রিতাং।
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাং। চিৎকলায়াং কুণ্ডলিনীং তেজোরূপাং জগন্ময়ীং।
আধারাদীনি পদ্মানি ভিত্বা তেজস্বরূপিণীং। হংসেন মনুনা দেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েৎ সুধীঃ।
সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে। অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি।
তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারসসমন্বিতং। তেনামৃতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাং।
ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ।
ততস্তু পরমেশানি অক্ষমালাং বিচিন্তয়েৎ। চিত্রিণী বিষতন্ত্বাভা ব্রহ্মনাড়ী মতান্তরা।
তয়া সংগ্রথিতা ধ্যেয়া সাক্ষাজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী। অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণবিভেদতঃ।

কুব্জিকাতন্ত্রে যোনিমুদ্রার গূঢ় বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিশদ করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সাধক গুহ্যদেশে বামপদের গুল্‌ফসংযুক্ত করবেন, শরীর স্থির করবেন, জিহ্বার সঙ্গে তালু যুক্ত করবেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করবেন এবং কণ্ঠাসন করে মূলাধারনিবাসিনী ভুজঙ্গরূপিণী কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্ববাহিনী চিন্তা করবেন।[১]

মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত প্রত্যেকটি চক্রে দেবীর পৃথক্ ধ্যান নির্দিষ্ট হয়েছে। সাধক চিন্তা করবেন সর্পরূপিণী পরমেশ্বরী সুষুম্নাপথে ষট্‌চক্রভেদ করছেন।[২] দেবী আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে যখন পৌঁছান তখন সেখানে তাঁর অন্য ধ্যান বিহিত হয়েছে।

সাধক চিদ্‌রূপিণী কুণ্ডলিনীর সঙ্গে আপনাকেও চিদ্‌রূপ অতএব অভিন্ন মনে করবেন। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর সঙ্গে স্বীয় জীবাত্মাকে যুক্ত মনে করবেন, তাকে স্বয়ম্ভু-আদি লিঙ্গ ভেদ করে ঊর্ধ্বগামী চিন্তা করবেন এবং দেবীসহ সহস্রারে গিয়ে পরশিবের সঙ্গে মিলিত ভাববেন ও সেই মিলনের ফলে কোটিসূর্যের প্রভাযুক্ত ও কোটিচন্দ্রের শীতলতাযুক্ত পরমানন্দলক্ষণ অমৃতরূপের ভাবনা করবেন।[৩]

এই তন্ত্রের মতে সাধক চিৎশক্তিতে মন্ত্রাক্ষরগুলিকে গ্রথিত ভাববেন এবং চিৎশক্তিকে পরমামৃতবৃংহিত পরমব্যোমে অবস্থিতা ভাববেন।[৪]

এ ছাড়া ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে উক্ত তন্ত্রেরও সেই একই বক্তব্য।

যোনিমুদ্রার ব্যাখ্যা—মহাশক্তি কুণ্ডলিনীই যোনি। আলোচ্য কুব্জিকাতন্ত্রের মতে চতুর্বিধা সৃষ্টি সেই যোনিতেই প্রবর্তিত হয়। এঁকেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যোনিমুদ্রা বলা হয়।[৫]

মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতং মনুং। কুর্যাদ্ বর্ণময়ীমালাং সর্বমন্ত্রপ্রকাশিনীং।
চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ। বর্ণানামষ্টবর্গেণ অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ।
অ-ক-চ-ট-ত-প-য-শা ইত্যেবঞ্চাষ্টবর্গকাঃ। যোনিমুদ্রা মহেশানি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা।
—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৯

১ গুহ্যদেশে বামপাদগুল্‌ফং সংযোজয়েৎ সুধীঃ। শরীরঞ্চ স্থিরীকৃত্য জিহ্বায়াং তালুকং ন্যসেৎ।
নাসাগ্রং নেত্রযুক্তঞ্চ কর্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি। কণ্ঠাসনং তথা কৃত্বা চিন্তয়েদূর্ধ্ববাহিনীম্।
ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং মূলাধারনিবাসিনীম্।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১০, ব সং, পৃঃ ৭০

২ সুষুম্নাবর্ত্মনা দেবীং চিন্তয়েদ্ ব্যালরূপিণীম্। ষট্‌চক্রভেদযোগেন চিন্তয়েদ্ পরমেশ্বরীম্।
—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১০, ব সং, পৃঃ ৭১

৩ তয়া সহিতমাত্মানমেবম্ভূত বিচিন্তয়েৎ। গচ্ছন্তং ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গভেদক্রমেণ তু।
সূর্যকোটিপ্রভাকারং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। অমৃতং তদ্ধি সংজাতং পরমানন্দলক্ষণম্।—ঐ পৃঃ ৭২

৪ মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ। তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমামৃতবৃংহিতে।—ঐ

৫ চতুর্বিধা তু সা সৃষ্টিস্তস্যাং যোনৌ প্রবর্ততে। যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাতা সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা।—ঐ

আবার যোনিমুদ্রা এক প্রকার যোগসাধনা। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে স্বীয় জীবাত্মাসহ যথাবিধি সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করেন, শিবশক্তির মিলনজনিত অমৃতের দ্বারা পরদেবতা ও ষট্চক্রস্থদেবতাদের তর্পণ করে আবার তাঁকে যথাবিধি মূলাধারে নিয়ে আসেন। বার বার এরূপ করতে হয়। কুণ্ডলিনীর এই যাতায়াতের সঙ্গে সাধকের মনোলয় করতে হয়। প্রতিদিন এমনি অভ্যাস করতে করতে সাধক জরামরণদুঃখাদিমুক্ত এবং ভববন্ধনমুক্ত হয়ে যাবেন। এই পরম যোগকে যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধ বলা হয়।[১]

তবে কোনো কোনো সাধনমর্মজ্ঞের মতে "সোঽহংভাবই সর্বোত্তম যোনিমুদ্রা। তাহাই যোগীদের গ্রাহ্য যোনিমুদ্রা।"[২]

মন্ত্রের সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ কাল—জপের আগে মন্ত্রার্থাদির মতো মন্ত্রের প্রবুদ্ধকালও অবগত হতে হয়। কেন না মন্ত্রের সুপ্তিকালে জপ করলে সে-জপ সফল হয় না।[৩] প্রবুদ্ধকালে জপ করলেই জপ সফল হয়।

প্রবুদ্ধকালনির্দ্ধারণের উপায়ও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। যখন সাধকের দক্ষিণ নাসিকায় প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয় তখন প্রবুদ্ধ হয় আগ্নেয় মন্ত্র, যখন বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয় তখন প্রবুদ্ধ হয় সৌম্য মন্ত্র আর যখন প্রাণবায়ু ইড়া পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ী দিয়ে উভয় নাসিকায় প্রবাহিত হয় তখন সব মন্ত্রই প্রবুদ্ধ হয়।[৪]

অন্যভাবেও মন্ত্রের সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ কাল নির্ণয় করা হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ুর সংযোগ সাধিত হলে শিবশক্তির মিলন হয়। এই সময় সব মন্ত্রের প্রবোধকাল, অন্যসময় নিদ্রাকাল।[৫]

আবার জপের দ্বারাও মন্ত্র প্রবুদ্ধ করার বিধান দেখা যায়। যথা—অকারাদিল.কারান্ত[৬]

---

১ যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্যান্মনোলয়ম্। এবমভ্যস্যমানস্তু অহন্যহনি পার্বতি।
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। ইত্যুক্তং পরমং যোগং যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধনম্।—শা ত, উঃ ৪

২ দ্রঃ কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শনের ১।২৮ সূত্রের ভাষাটীকা

৩ স্বাপকালে তু মন্ত্রস্য জপো ন চ ফলপ্রদঃ।—পঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৭

৪ আগ্নেয়াঃ সংপ্রব ধ্যন্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে। ভাগেঽন্যস্মিন্ স্থিতে প্রাণে সৌম্যা বোধং প্রযান্তি চ।
—শা তি ২।৬২

৫ প্রাণাপানসমাযোগাচ্ছিবশক্ত্যোস্তু মেলনম্। প্রবোধকালো বিজ্ঞেয়ঃ স্বাপকালস্ততঃ পরম্।
—দ্রঃ শা তি ২।৬২-৬৩-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৬ অ থেকে ঃ পর্যন্ত ১৬টি স্বরবর্ণ, ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি স্পর্শবর্ণ এবং য র ল ব শ ষ স হ ল. এবং ক্ষ এই ৫১টি বর্ণের মধ্যে ল. পর্যন্ত বর্ণের জপ বিহিত। ক্ষ মেরুবর্ণ বলে তার জপ হয় না।

পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণকে একবার বিন্দুযুক্ত করে এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা পুটিত করে জপ করতে হবে আবার বিসর্গযুক্ত করে মূলমন্ত্রের দ্বারা পুটিত করে জপ করতে হবে। ক্ষকার শুধু পাঠ করতে হবে। গুরূপদেশ অনুসারে এইরূপে জপ করলে মন্ত্র প্রবুদ্ধ হয় এবং শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে।[১]

কুল্লুকা সেতু ইত্যাদি—জপেচ্ছু সাধকের কুল্লুকা সেতু মহাসেতু নির্বাণ প্রভৃতিরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেন না এ-সবের রহস্য জানা না থাকলে জপ সফল হয় না।[২]

কুল্লুকা—যামলে বলা হয়েছে বিদ্যার কুলপূজ্যত্ব হেতু তাকে কুল্লুকা বলা হয়। আবার বিদ্যাসম্বন্ধী দোষনাশনের জন্যও কুল্লুকা বলা হয়। এটি সর্বতন্ত্রে গোপিতা।[৩]

বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কুল্লুকা। সরস্বতীতন্ত্রে বলা হয়েছে তারার কুল্লুকা মহানীল সরস্বতী অর্থাৎ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ। কালিকার কুল্লুকা পঞ্চাক্ষরী—ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্। ছিন্নমস্তার কুল্লুকা অষ্টাক্ষরী—শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। বজ্রবৈরোচনীর কুল্লুকা—শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা হূঁ। সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর কুল্লুকা—হ স রৈঁ। ত্রিপুরাসুন্দরীর কুল্লুকা—ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা অথবা ক্লীঁ। শম্ভুর কুল্লুকা হৌঁ। মঞ্জুঘোষের কুল্লুকা—অ র ব চ ল ধীঁ। বিষ্ণুর কুল্লুকা—ওঁ নমো নারায়ণায়। মাতঙ্গীর কুল্লুকা ওঁ, ধূমাবতীর কুল্লুকা হ্রীঁ। বালা বা ষোড়শীর কুল্লুকা স্ত্রীঁ। লক্ষ্মীর কুল্লুকা শ্রীঁ। সরস্বতীর কুল্লুকা ঐঁ। অন্নদার কুল্লুকা ক্লীঁ। অপরাপর দেবতার কুল্লুকা নিজ নিজ মন্ত্র।[৪] এ ছাড়া বিশুদ্ধেশ্বরাদি তন্ত্রেও কুল্লুকা বিবৃত হয়েছে।[৫]

তন্ত্রের অভিমত—সাধক কুল্লুকাজপমাত্র সর্বসিদ্ধির অধীশ্বর হন।[৬] আর যে কুল্লুকা না জেনে মহামন্ত্র জপ করে তার আয়ু বিদ্যা যশ এবং বল নষ্ট হয়।[৭]

সেতু—মূলমন্ত্র জপের সঙ্গে কুল্লুকার মতো সেতু এবং মহাসেতুও জপ করতে হয়। মঙ্গলতন্ত্রে বলা হয়েছে সেতু ছাড়া যে মন্ত্র জপ করে তার সর্বার্থ নষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর সে

---

১ সম্পুটীকৃত্য যত্নেন ল.স্তানাদ্যান্ সবিন্দুকান্। পুনশ্চ সবিসর্গাস্তান্ ক্ষকারং কেবলং পঠেৎ। এবং জপ্তোপদিষ্টশ্চেৎ প্রবুদ্ধঃ শীঘ্রসিদ্ধিদঃ।—দ্রঃ শা তি ২১৬২-৬৩-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

২ দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩২-৫৩৪; প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৪

৩ বিদ্যানাং কুলপূজ্যত্বাৎ কুল্লুকা তেন কীর্তিতা। বিদ্যাসম্বন্ধিদোষাণাং ভক্ষয়ন্তী যতঃ শিবে। তেনেয়ং কুল্লুকানাম্নী সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৯

৪ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৩-২২৪ এবং পাদটীকা   ৫ দ্রঃ শা ত, উঃ ১০

৬ কুল্লুকাজপমাত্রেণ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।—দ্রঃ শা ত, উঃ ১০

৭ অজ্ঞাত্বা কুল্লুকাং দেবি মহামন্ত্রং জপেত্তু যঃ। তস্য নশ্যন্তি চত্বারি আয়ুর্বিদ্যা যশোবলম্।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ ঐ

নরকে যায়।[১] অতএব ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের লোকের পক্ষে মন্ত্রের দুইপাশে সেতু বেঁধে জপ করা বিধি।[২]

যামলের মতে যার দ্বারা বিদ্যাসিদ্ধিরূপ অর্ণব পার হওয়া যায় সেই বিদ্যামার্গই সেতু।[৩]

কোন মন্ত্রের সেতু কি হবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। সাধারণতঃ সাধকের বর্ণ অনুসারে সেতুনির্ণয় করা হয়। যেমন নীলতন্ত্রের মতে বিপ্র এবং ক্ষত্রিয়ের প্রণব সেতু, বৈশ্যের সেতু ফট্‌ আর শূদ্রের সেতু হ্রীঁ।[৪] কিন্তু মেরুতন্ত্রের মতে দ্বিজদের মন্ত্রের সেতু ওঁ আর অন্যদের ঔঁ।[৫] ঔঁকে দীর্ঘ প্রণব বলা হয়।

আবার দেবতাভেদেও সেতু ভিন্ন হয়। যেমন যামলে আছে—সুন্দরী বা ত্রিপুরসুন্দরীর সেতু হ্রীঁ সৌঁ হ্রীঁ। ভৈরবীর সেতু হ্রীঁ ডৌঁ (সাং হেং) তারার সেতু ওঁ হ্রীঁ। শ্যামার সেতু ঐঁ হূঁ ঐঁ। ভুবনেশ্বরীর সেতু ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ। অন্য দেবদেবীর সেতু ওঁ। শূদ্রের পক্ষে সমস্ত মন্ত্রের সেতু ঔঁ।[৬]

সাধারণতঃ শূদ্রের পক্ষে প্রণব ও স্বাহা উচ্চারণ নিষিদ্ধ। এইজন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু কোনো কোনো তন্ত্রমতে তান্ত্রিক প্রণব ও স্বাহা শূদ্রের পক্ষেও বিহিত।[৭]

---

১ যো জপেৎ পরমেশানি বিনা সেতুং মহামনুম্। তস্য সর্বার্থহানিঃ স্যাদ্‌ন্তে চ নরকং ব্রজেৎ।
—মঙ্গলতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ১০

২ তস্মাৎ সর্বত্র মন্ত্রেষু চতুর্বর্ণা দ্বিজাদয়ঃ। পার্শ্বয়োঃ সেতুমাদায় জপকর্ম সমাচরেৎ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৩

৩ বিদ্যাসিদ্ধ্যর্ণবে দেবি যেন পারং প্রগচ্ছতি। তেন সেতুর্মহেশানি বিদ্যামার্গঃ প্রকীর্তিতঃ।

৪ বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈবচ। বৈশ্যানাঞ্চ ফড়র্ণোঽয়ং মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে।—নীলতন্ত্র, পঃ ৫

৫ মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুর্দ্বিজানাং পরিকীর্তিতঃ। চতুর্দশস্বরোঽন্যেষাং চন্দ্রানুস্বারসংযুতঃ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩২

৬ মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য সৌভাগ্যঞ্চ ততঃ পরম্। পুনর্মায়াং সমুদ্ধৃত্য বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী পরা।
সুন্দরীবিষয়ে সেতুং কথিতং পরমেশ্বরি। অথ বক্ষ্যে মহেশানি ভৈরব্যাঃ সেতুমুত্তমম্।
হরপ্রিয়াং সমুদ্ধৃত্য সুরসারং ততঃ পরম্। ঔদার্যসংযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কুরু।
ইয়ং বিদ্যা বরারোহে ভৈরব্যাঃ সেতুরূপিণী। প্রণবং পূর্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা তদনন্তরম্।
এষা চ দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা তারায়াঃ সেতুরুচ্যতে। ঐশ্বর্যবীজমুদ্ধৃত্য বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কুরু।
কূর্চবীজং ততো দেবি পুনরৈশ্বর্যমুদ্ধরেৎ। সেতুরেষা মহেশানি শ্যামায়াঃ পরিকীর্তিতঃ।
প্রণবং প্রথমং দেবি হৃল্লেখা দ্বিতয়ং ততঃ। ততশ্চ পরমেশানি প্রণবদ্বয়মুচ্যতে।
এষা বিদ্যা মহেশানি ভুবনেশ্যা সেতুরুচ্যতে।...
অন্যেষু দেবীদেবেষু প্রণবং সেতুরূপিণম্। সর্বেষাং শূদ্রজাতীনাং ঔকারং সেতুরূপিণম্।
—যামলবচন, শা ত, উঃ ১০

৭ তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াং সুরেশ্বরি। প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্যা বিচারণা।
—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৯

মহাসেতু—সেতুর মতো মহাসেতুর জপও অবশ্য কর্তব্য। কেন না মহাসেতু ছাড়া জপ করতে নেই। যে করে শতকোটি জপেও তার সিদ্ধিলাভ হয় না।[১]

মহাসেতুর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মহাসেতু মহাবিদ্যালাভের সন্দর্শ, মহাবিদ্যার্ণবের তথা চৈতন্যের প্রদর্শক। মহাসেতু মহাবিদ্যাস্বরূপ।[২]

যামলে বলা হয়েছে ত্রিপুরসুন্দরীর মহাসেতু হ্রীঁ, কালীর ক্রীঁ, তারার হূঁ আর অন্যদের স্ত্রীঁ।[৩]

নির্বাণ—সেতু মহাসেতু প্রভৃতির মতো নির্বাণজপও জপের অঙ্গ। নির্বাণশব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রুদ্রযামলে আছে—প্রথমে প্রণব, তার পরে অ, তার পর মূলমন্ত্র, তার পর ঐঁ, তার পরে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ, তার পরে আবার প্রণব এইভাবে মূলমন্ত্রকে পুটিত করে মণিপূরে জপ করতে হবে। এরই নাম নির্বাণ। নির্বাণ না জানলে শতকোটি বৎসর জপ করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না।[৪]

কুল্লুকাদির জপস্থান—সাধকদেহে কুল্লুকাদির জপস্থানও নির্দিষ্ট হয়েছে। নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে—মূর্ধায় কুল্লুকা জপ করতে হবে, হৃদয়ে সেতু, বিশুদ্ধাখ্যচক্রে অর্থাৎ কণ্ঠে মহাসেতু এবং মণিপূরে অর্থাৎ নাভিদেশে নির্বাণজপ বিধি।[৫]

মন্ত্রশিখা—জপেচ্ছু সাধকের মন্ত্রশিখাজ্ঞান থাকাও আবশ্যক। মন্ত্রশিখা সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে[৬]—মূলাধারে আছেন ভুজঙ্গাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি আর সেখানে আবর্তাকারে

---

১ মহাসেতুং বিনা দেবি ন জপ্তব্যং কদাচন। শতকোটিজপেনাপি তস্যসিদ্ধির্ন জায়তে।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ ঐ উঃ ১০

২ মহাবিদ্যাপ্তিসন্দর্শো মহাসেতুর্মহেশ্বরি। মহাবিদ্যার্ণবস্যাথ চৈতন্যস্য প্রদর্শকঃ।
মহাসেতুর্মহাদেবি মহাবিদ্যাস্বরূপধৃক্।—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৯

৩ মহাসেতুশ্চ দেবেশি সুন্দর্য্যা ভুবনেশ্বরী। কালিকায়াঃ স্ববীজশ্চ তারায়া কূর্চ উচ্যতে।
অন্যেষাস্তু বধূবীজং মহাসেতুর্বরাননে।—যামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ১০

৪ প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ। অথ মূলং মহেশানি ততো বাগ্ভবমুচ্চরেৎ।
মাতৃকাং চ সমস্তাং চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ। এবং পুটিতমূলং তু প্রজপেন্মণিপূরকে।
এবং নির্বাণমীশানি যো ন জানাতি পামরঃ। বর্ষকোটিশতেনাপি সিদ্ধিস্তস্য ন জায়তে।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৩

৫ কুল্লুকাং মূর্ধ্নি সংজপ্য হৃদি সেতুং বিচিন্তয়েৎ। মহাসেতুং বিশুদ্ধাখ্যে নির্বাণং মণিপূরকে।—নীলতন্ত্র, পঃ

৬ মূলকুণ্ডে তু যা শক্তির্ভুজঙ্গাকাররূপিণী। তদ্‌ভ্রমাবর্তবাতোঽয়ং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে।
তং ত্যক্ত্বাঽব্যক্তমধুরং কূজন্তী সহসোত্থিতা। গচ্ছন্তী ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তী পুনস্তনুম্।
যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্যান্মনোলয়ম্। তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্বমন্ত্রপ্রদীপিনী।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২৭-৫২৮

যে-বায়ু ঘুরছে তাকে বলে প্রাণ। কুণ্ডলিনী সহসা জাগ্রত হয়ে মধুর স্বরে কূজন করেন এবং প্রাণবায়ুকে[১] ত্যাগ করে সুষুম্নানাড়ী পথে ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রারে গিয়ে আবার মূলাধারে ফিরে আসেন। এইরূপে যাতায়াতক্রমে সাধকের মনোলয় করেন। এর দ্বারা সর্বমন্ত্রপ্রদীপিকা মন্ত্রশিখা জাত হয়। গুরুমুখে এই মন্ত্রশিখা অবগত হতে হয়।

দীপনী—এ ছাড়া মন্ত্রজপের পূর্বে মন্ত্রকে দীপনীযুক্ত করতে হয়। সরস্বতীতন্ত্রে আছে অন্ধকার গৃহের যে-অবস্থা, কিছুই দেখা যায় না, তেমনি অবস্থা দীপনীরহিত মন্ত্রের। মূল-মন্ত্রকে ওঁকারের দ্বারা পুটিত করে সাতবার জপকে বলে মন্ত্রের দীপনী।[২]

কিন্তু শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর মতে মূল মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ঐঁ যোগ করে অর্থাৎ মূলমন্ত্রকে ঐঁ দ্বারা পুটিত করে সাতবার জপ দীপনী।[৩]

মুখশোধন—মন্ত্রজপ করতে হয় মুখে জিহ্বার সাহায্যে। তন্ত্রমতে জিহ্বা ভক্ষণের দ্বারা মিথ্যা বাক্যের দ্বারা কলহের দ্বারা দূষিত। এরকম জিহ্বা দ্বারা জপ কেমন করে হবে? অশুদ্ধ জিহ্বা দ্বারা যে-জপ করে সে পাপী। কাজেই সর্বপ্রযত্নে জিহ্বাশোধন করতে হবে।[৪] মুখশোধন করলেই জিহ্বাশোধন হয়। এই জন্য জপের পূর্বে মুখশোধন বিহিত। মুখশোধন না করলে জপপূজা সব ব্যর্থ হয়।[৫] মন্ত্রজপের দ্বারা মুখশোধন করতে হয়। নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে হ্রীং হূং হ্রীং এই মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধিকামী ব্যক্তি মুখশোধন করবেন।[৬]

আবার দেবতাভেদেও ভিন্ন ভিন্ন মুখশোধনমন্ত্রের বিধান দেওয়া হয়েছে। সরস্বতীতন্ত্রে বলা হয়েছে[৭]—মহাত্রিপুরসুন্দরীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ। এই ষড়ক্ষর

---

১ প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্যে প্রলীয়তে। (হ প্র ৪।১০)।—কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে প্রাণবায়ু সুষুম্নানাড়ীতে প্রলীন হয়।

২ অন্ধকারে গৃহে যদ্বন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে। দীপনীরহিতো মন্ত্রস্তথৈব পরিকীর্তিতঃ।
বেদাদিপুটিতং মন্ত্রং সপ্তবারং জপেৎ পুনঃ। দীপনীয়ং সমাখ্যাতা সর্বত্র পরমেশ্বরি।
—সরস্বতীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪ পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৫

৩ যোনিমন্ত্রং মনোর্দত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপিত্বা তু দীপনীয়ং প্রকীর্তিতম্।—শা ত উঃ ১১

৪ ভক্ষণৈর্দূষিতা জিহ্বা মিথ্যাবাক্যেন দূষিতা। কলহৈর্দূষিতা জিহ্বা তৎকথং প্রজপেন্মনুম্।
অশুদ্ধজিহ্বয়া দেবি যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন জিহ্বাশোধনমাচরেৎ।
—সরস্বতীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং পৃঃ ২২৫, ২২৪

৫ অন্যথা প্রজপেন্মন্ত্রং মোহেন যদি ভাবিনি। সর্বং তস্য বৃথা দেবি মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে।—ঐ পৃঃ ২১৫

৬ আদৌ মায়াং ততঃ কূর্চং পুনর্মায়াঞ্চ সুন্দরি। মুখং সংশোধয়েদ্দেবি যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্।
—নীলতন্ত্র, পঃ ৫

৭ দ্রঃ শা ত, উঃ ১১; প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, পৃঃ ২২৪-২২৫

মন্ত্র দশবার জপ করলে মুখশোধন হবে। বালাবিদ্যার মুখশোধন মন্ত্র ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ। ভৈরবীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ওঁ হে্সৌঃ ওঁ। এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দশবার জপ করলে মুখশোধন হবে। শ্যামাবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ। তারাবিদ্যার মুখশোধন-মন্ত্র হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ। ভুবনেশ্বরীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ঐঁ ঐঁ ঐঁ। এই মন্ত্র দশবার জপ করতে হবে। বগলামুখীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ। মাতঙ্গীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ক্রোঁ। ঐঁ ক্রোঁ। সিংহবাহিনী দুর্গাবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ। ধনদাবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ওঁ হ্রীঁ। ধুমাবতীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র ওঁ ধূঁ ওঁ। গণেশমন্ত্রের মুখশোধনমন্ত্র ওঁ গঁ। লক্ষ্মীবিদ্যার মুখশোধনমন্ত্র শ্রীঁ। বিষ্ণুমন্ত্রের মুখশোধনমন্ত্র ওঁ হ্রুঁ। অন্যান্য দেবদেবীর মন্ত্রের মুখশোধনমন্ত্র ওঁ। এটি দশবার জপ করতে হবে।

যামলের মতে স্ত্রী এবং শূদ্রের মুখশোধন মন্ত্র ঔঁ।[১] তবে শূদ্রাদির প্রণবজপ সম্বন্ধে তন্ত্রে নিষেধ ও বিধি উভয়ই আছে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

জপক্রম—একটি ক্রম অনুসারে জপের পূর্বোক্ত বিভিন্ন অঙ্গের অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে। সরস্বতীতন্ত্রের মতে প্রথমে গুরু-আদির নাম করে প্রণাম ও পূজা করতে হবে। তার পরে যথাক্রমে মন্ত্রশিখা মন্ত্রচৈতন্য মন্ত্রার্থভাবনা শিরঃপদ্মে গুরুধ্যান হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান কুল্লুকা সেতু মহাসেতু নির্বাণ যোনিমুদ্রাভাবনা অঙ্গন্যাস প্রাণায়াম জিহ্বাশোধন প্রাণযোগ দীপনী অশৌচভঙ্গ ভ্রূমধ্যে বা নাসাগ্রে দৃষ্টি সেতুজপ আবার সেতুজপ অশৌচভঙ্গ এবং প্রাণায়াম এই-সবের যথাবিধি অনুষ্ঠান করতে হবে।[২]

জপের প্রারম্ভে গুরুপূজাদি বিষয়-সম্পর্কে মেরুতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—গুরু গণপতি দুর্গা ও মাতৃকাগণকে প্রণাম করে ও তাঁদের পূজা করে স্বীয় মূলমন্ত্রজপ সহ তিনবার প্রাণায়াম করতে হবে। তার পর ঋষ্যাদিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করে যথাবিহিত পাত্রে জপমালা রেখে হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করতে হবে।[৩]

---

১ স্ত্রীশূদ্রাণাং মহেশানি ঔকারেণ তু শোধনম্।—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৫

২ নতিং গুর্বাদিনাম্নাদৌ ততো মন্ত্রশিখাং ভজেৎ। ততোঽপি মন্ত্রচৈতন্যং মন্ত্রার্থভাবনা ততঃ।
গুরুধ্যানং শিরঃপদ্মে হৃদীষ্টধ্যানমাহরন্। কুল্লুকাঞ্চ ততঃ সেতুং মহাসেতুমনন্তরম্।
নির্বাণঞ্চ ততো দেবি যোনিমুদ্রাদিভাবনা। অঙ্গন্যাসং প্রাণায়ামং জিহ্বাশোধনমেব চ।
প্রাণযোগং দীপনীঞ্চ অশৌচভঙ্গমেব চ। ভ্রূমধ্যে বা নসোরগ্রে দৃষ্টিঃ সেতুজপং পুনঃ।
সেতুমশৌচভঙ্গঞ্চ প্রাণায়ামমিতি ক্রমাঃ।—সরস্বতীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২২৫

৩ গুরুং গণপতিং দুর্গাং মাতৃর্নত্বা চ পূজনম্। কৃত্বা স্বমূলমন্ত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ।
কৃত্বা ঋষ্যাদিবিন্যাসং মন্ত্রন্যাসং তথৈব চ। ধ্যায়েচ্চ হৃদয়ে দেবং পাত্রে সংস্থাপ্য মালিকাম্।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৩৮-৫৩৯

বলা আবশ্যক এই-সব ব্যাপারে সাধককে স্বীয় গুরুর নির্দেশমতো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করতে হয়। কেন না অনেক সময় একই বিষয়-সম্পর্কে তন্ত্রে তন্ত্রে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। সে-ক্ষেত্রে গুরুর নির্দেশ ভিন্ন সাধকের গত্যন্তর নাই। আমরা পূর্বেও বলেছি এই ধরণের মতানৈক্যের কারণ সম্প্রদায়ভেদ। তান্ত্রিক সাধককে সাধনার ক্ষেত্রে কোনো একটি সম্প্রদায়ের অনুসরণ করতে হয়। কাজেই তিনি সম্প্রদায়সম্মত শাস্ত্রবিধিরই অনুসরণ করেন। এইজন্য শাস্ত্রের মতভেদের জন্য তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না।

জপ-সম্পর্কে বিধিনিষেধ—জপেচ্ছু সাধককে নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। পুরশ্চরণপ্রসঙ্গে সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই-সব বিধিনিষেধের পর্যালোচনা করলে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে জপ একটি উচ্চাঙ্গের ধর্মসাধনা। কাজেই সাধককে সেইভাবে সতর্ক সাবহিত হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে জপসাধনা করতে হয়। জপ হেলাফেলার ব্যাপার নয়, সহজ ব্যাপার নয়। হেলাফেলা করে জপ করলে সে-জপের ফলও সেইরকমই হয়। জপসাধনার গুরুত্ব বিবেচনা করেই শাস্ত্রে এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়েও যথোচিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেমন যামলে অন্যান্য নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে—আসন না করে শুয়ে শুয়ে চলতে চলতে খেতে খেতে জপ করতে নেই। পথে অশিবস্থানে তিমিরালয়ে জপ নিষিদ্ধ। জুতো পরে গাড়ীতে চড়ে জপ করতে নেই, গাড়ীতে শয্যাশ্রয়ী হয়ে জপ করতে নেই, পা ছড়িয়ে জপ করতে নেই, কোনো উৎকট আসনেও জপ করতে নেই। জপকালে সাধককে মনের ব্যগ্রতা বর্জন করতে হবে।[১]

তা ছাড়া জপেচ্ছু সাধককে বিশ্বাস আস্তিক্য করুণা শ্রদ্ধা সুনিশ্চিত-নিয়মজ্ঞান সন্তোষ এবং শুদ্ধকর্ম এ-সবের অধিকারী হতে হবে।[২]

অত্যাহার অতিপ্রয়াস অতিভাষণ নিয়মের প্রতি অতিশয় আগ্রহ অর্থাৎ নিয়মপালনের বাড়াবাড়ি জনসঙ্গ লালসা এই-সব জপেচ্ছু সাধকের পক্ষে বর্জনীয়।[৩]

জপস্থান—তন্ত্রশাস্ত্রে[৪] জপের পক্ষে প্রশস্ত স্থানাদিরও উল্লেখ আছে। যেমন বায়বীয়-

---

১ অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা। রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপেৎ তিমিরালয়ে।
উপানদগূঢ়যানো বা যানশয্যাগতস্তথা। প্রসার্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব চ।
ব্যগ্রতাং মনসশ্চৈব সাধকঃ পরিবর্জয়েৎ।—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৬৮

২ বিশ্বাসাস্তিক্যকরুণাশ্রদ্ধানিয়মনিশ্চয়ৈঃ। সন্তোষৈঃ শুদ্ধকর্মাদিগুণৈর্যুক্তো জপেৎ প্রিয়ে।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৮, পৃঃ ৩২৪

৩ অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গোঽথ লৌল্যং চ ষড়্ভির্মন্ত্রো ন সিধ্যতি।—ঐ

৪ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ২৩৩

সংহিতায় বলা হয়েছে সূর্য অগ্নি ইন্দু দীপ জল বিপ্র গো এই-সবের সান্নিধ্যে জপ প্রশস্ত। অথবা যে-স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই-স্থানে জপ প্রশস্ত।[১]

জপকাল—জপের কাল-সম্বন্ধে বলা হয়েছে শক্তিমন্ত্র রাত্রে জপ করতে হবে। বিশেষ করে নিশীথে জপ করলে সে-জপ অতিশয় ফলপ্রদ হয়।[২]

তবে সাধারণভাবে বলা যায় আচারভেদে এবং মন্ত্রভেদে জপের কাল ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন পশুভাবের সাধকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি ত্রিসন্ধ্যা জপ করবেন। রাত্রে জপ করবেন না, জপমালা স্পর্শও করবেন না।[৩]

বীরভাবের সাধকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁর জপের পক্ষে সব কালই প্রশস্ত। সর্বদেশে সর্বপীঠে বীরের জপ বিহিত।[৪]

কৌলাচারী সাধক-সম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বসিদ্ধিপরায়ণ কৌল সাধক সব কালে মন্ত্র জপ করতে পারেন। সর্বদা সর্বদেশে জপ তাঁর পক্ষে দোষের নয়।[৫]

মহামন্ত্রের জপ-সম্পর্কেও কোনো কালনিয়ম নাই।[৬]

জপের আসন—আসন করে আসনে বসে জপ করতে হয়। বসবার আসন দুরকমের— নিত্য আর কামিক। নিত্য জপের জন্য যে আসন তাই নিত্য আর কাম্য জপের জন্য যে-আসন তাই কামিক।

কুশাসনের উপর অজিনাসন তার উপরে বস্ত্রাসন এইভাবে চার আঙ্গুল উঁচু দুহাত লম্বা দুহাত চওড়া কোমল নির্মল সুন্দর যে-আসনটি প্রস্তুত হয় তাকে বলে সুখাসন। এইটি জপসিদ্ধিদায়ক নিত্য আসন।[৭]

---

১ সূর্যস্যাগ্নের্গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ।
অথবা নিবসেৎ তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি।

—বায়বীয়সংহিতাবচন, দ্রঃ শা তি ২।১৩৮-১৩৯-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

২ শক্তিমন্ত্রং জপেদ্ রাত্রৌ বিনাপি পূজনং শুচিঃ। বিশেষতো নিশীথে তু তত্রাতিফলদো জপঃ।

—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৫

৩ ত্রিসন্ধ্যং দেবপূজা তু ত্রিসন্ধ্যং জপমাচরেৎ। রাত্রৌ মন্ত্রং চ মালাঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন।

—ভাবচূড়ামণিবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৯ পৃঃ ৮৬৪

৪ বীরাণাং জপকালস্তু সর্বকালঃ প্রশস্যতে। সর্বদেশে সর্বপীঠে কর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ।

—ঐ, দ্রঃ শ্যামারহস্য, উঃ ৮

৫ সদাকালং জপেন্মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপরায়ণঃ। ন দোষঃ সর্বদা জাপে সর্বদেশেঽপি সর্বদা।—কৌ নি, উঃ ১০

৬ ন জপে কালনিয়মো মহামন্ত্রস্য সাধনে।—সিদ্ধান্তসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪২০

৭ আসনং তু দ্বিধা প্রোক্তং নিত্যকামিকভেদতঃ। কুশাজিনাম্বরৈর্যুক্তং চতুরঙ্গুলমূর্দ্ধতঃ।
চতুরস্রং দ্বিহস্তং চ সুন্দরং মৃদুনির্মলম্। ইদং সুখাসনং নিত্যং জপসিদ্ধিবিধায়কম্।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

কাম্য বা কামিক আসন-সম্পর্কে বলা হয়েছে জ্ঞানসিদ্ধির জন্য মৃগাজিন, সর্বসিদ্ধির জন্য ব্যাঘ্রচর্ম, রোগনাশের জন্য আবিক অর্থাৎ মেষলোমজাত আসন, পুষ্টির জন্য কৌশেয় আসন এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য বেতের আসন বিহিত।[১]

আবার বিভিন্ন অভিচারকর্মের জন্য বিভিন্ন আসনের বিধান দেওয়া হয়েছে। যথা স্তম্ভনে গজচর্ম, মারণে মহিষচর্ম, উচ্চাটনে মেষচর্ম, বশীকরণে খড়্গিচর্ম, বিদ্বেষণে জম্বুকচর্ম আসনরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। শান্তিকর্মে গোচর্মাসন বিহিত।[২]

স্বস্তিকাদি আসন—এ-সব বসবার আসন। এ ছাড়া স্বস্তিকাসন পদ্মাসন প্রভৃতি কোনো একটি যৌগিক আসন অভ্যাস করে সেই আসনে জপাদি করতে হয়। যেমন পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকায় পূর্বোক্ত নিত্য আসনের বর্ণনা করে বলা হয়েছে এই আসনের উপর স্বস্তিকাদি আসন করে বসে নিরাকুল হয়ে জপ করতে হবে। স্বস্তিক ভদ্র বীর কূর্ম (মতান্তরে সিদ্ধ) এই আসনচতুষ্টয় জপে প্রশস্ত। অন্যান্য আসন প্রসঙ্গ অনুসারে প্রশস্ত।[৩]

কিভাবে জপ কর্তব্য—কেমন করে জপ করতে হবে শাস্ত্রে তারও নির্দেশ আছে। যেমন মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে—অতিদ্রুত বা অতিবিলম্বিত জপ করতে নেই। এই দুটি বর্জন করে ক্রমে ক্রমে জপ করতে হবে।[৪]

সনৎকুমারতন্ত্রেরও বিধান—বিষয়সমূহ থেকে মনকে সংহৃত করে এবং মন্ত্রার্থে নিবিষ্ট করে দ্রুতও নয় বিলম্বিতও নয় এমনিভাবে মুক্তাপঙক্তির মতো জপ করতে হবে।[৫]

নির্দিষ্টসংখ্যায় জপ—যথাবিধি জপের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে জপ করতে হয়।[৬] প্রতিদিন সেই নির্দিষ্টসংখ্যায় জপ করা চাই; তার বেশীও নয় কমও নয়। প্রমাদবশতঃ কেউ যদি সে-রকম করে তা হলে তার ইষ্টফল লাভ হবে না।[৭]

---

১ অথ কাম্যানি বক্ষ্যন্তে জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ মৃগাজিনম্। সর্বসিদ্ধ্যৈ ব্যাঘ্রচর্ম ত্বাবিকং রোগনাশনম্। কৌশেয়ং পৌষ্টিকং প্রোক্তং বেত্রজং শ্রীবিবর্দ্ধনম্।—পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪২০

২ স্তম্ভনে গজচর্ম স্যান্মারণে মাহিষং তথা। মৈষীচর্ম তথোচ্চাটে খড়্গিজং বশ্যকর্মণি। বিদ্বেষে জাম্বুকং প্রোক্তং ভবেদ্ গোচর্ম শান্তিকে।—পুরশ্চরণচন্দ্রিকাবচন, দ্রঃ ঐ

৩ স্বস্তিকাদিক্রমেণাথ বিশেৎ তত্র নিরাকুলঃ। স্বস্তিকং ভদ্রকং বীরং কূর্মং (সিদ্ধং) চেতি চতুষ্টয়ম্। জপে তু প্রশস্তমন্যেষাং প্রসঙ্গাদেব কীর্তনম্।—পুরশ্চরণচন্দ্রিকাবচন, পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪২৭

৪ ন দ্রুতং বাঽপি বিশ্রান্তং ক্রমান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৪১

৫ মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ। ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং জপেন্মৌক্তিকপঙক্তিবৎ।
—সনৎকুমারতন্ত্রবচন দ্রঃ ঐ

৬ জপেন্মন্ত্রং বিধানেন সংখ্যাং কুর্বন্ বিধানতঃ।—অদ্বৈতভাবনোপনিষৎ।

৭ ন ন্যূনং নাধিকং চাপি জপং কুর্যাদ্দিনে দিনে। যদি কুর্যাৎ প্রমাদাৎ তু নেষ্টং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪৩

সংখ্যা অনুসারে জপের উত্তমাদি বিভাগও লক্ষ্য করা যায়; গন্ধর্বতন্ত্রে আছে—দশ হাজার জপ উত্তম, হাজার জপ মধ্যম আর এক শ আট জপ অধম। এক শ আটের কম সংখ্যায় জপ বিহিত নয়। যথাশক্তি সংখ্যা স্থির করে যত্নসহকারে জপ করতে হবে। সংখ্যা রেখে জপ না করলে সে-জপ নিষ্ফল হয়।[১]

জপমালা—সংখ্যা রেখে জপ করতে হয় বলে জপমালা ব্যবহারের বিধান আছে। জপমালায় সংখ্যা রাখার সুবিধা যে হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

মালাভেদ—শাস্ত্রে মালার প্রকারভেদ করা হয়েছে। যামলের মতে মালা ত্রিবিধ—বর্ণমালা চরমালা এবং করমালা।[২]

বর্ণমালা—যোনিমুদ্রা প্রসঙ্গে বর্ণমালার কথা বলা হয়েছে। অ-কার থেকে ক্ষ-কার পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা এই মালা গ্রথিত। এর মধ্যে ক্ষ মেরু।[৩] মেরু বলতে বুঝায় "জপমালার মুখদ্বয়ের সন্ধিস্থ অগ্রবর্তী মধ্যগুলিকা।"

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় জপের মালায় মেরু অবশ্যই থাকবে। কেন না মেরুহীন মালা বা মেরুলঙ্ঘন করে রচিত মালা অশুদ্ধ। সে-মালায় জপ নিষ্ফল।[৪]

বর্ণমালার সূত্র কুণ্ডলিনী। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলা হয়েছে পদ্মমৃণালের সূত্রাকারা যে-বিচিত্রা সুষুম্নানাড়ীগতা তাঁর দ্বারা সর্বকামফলপ্রদা এই মালা গ্রথিত এইরূপ ভাবনা করতে হবে।[৫]

এই মালার জপক্রম এইরূপ[৬]—অকার থেকে আরম্ভ করে বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার যোগ করে তার সঙ্গে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে, এইভাবে অনুলোমক্রমে ল-কার পর্যন্ত জপ করতে হবে। ক্ষ মেরু। মেরুরূপে একবারমাত্র শুধু ক্ষ উচ্চারণ করতে

---

১ উত্তমো দশসাহস্রঃ সহস্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ। অধমস্তু বিজানীয়াদষ্টোত্তরশতং শিবে।
ইতো ন্যূনং মহেশানি ন শস্তং জপকর্মণি। যথাশক্তি জপং কুর্যাৎ সংখ্যয়ৈব প্রযত্নতঃ।
অসংখ্যাতং চ যজ্জপ্তং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।—গ ত ১৮।৪৪-৪৬

২ মালা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা প্রথমা বর্ণমালিকা। দ্বিতীয়া চরমালোক্তা তৃতীয়া করমালিকা।
—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩০

৩ ক্রমোৎক্রমগতৈর্মালা মাতৃকার্ণৈঃ ক্ষমেরুকৈঃ। সবিন্দুকৈঃ সাষ্টবর্গৈরন্তর্যজনকর্মণি।
—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ২৮

৪ মেরুহীনা চ যা মালা মেরুলঙ্ঘ্যা চ যা ভবেৎ। অশুদ্ধা তু ভবেদত্র সা মালা নিষ্ফলা ভবেৎ।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩১

৫ বিচিত্রা বিশতন্তাভা ব্রহ্মনাড়ী গতা তু যা। তয়া সংগ্রথিতা ধ্যেয়া সর্বকামফলপ্রদা।—ঐ

৬ অকারাদিবর্ণান্ প্রত্যেকং সবিন্দুং কৃত্বা অনুলোমবিলোমক্রমেণ শতং সংজপ্য অকারাদীনাং কবর্গাদীনাঞ্চান্ত্য-বর্ণং সানুস্বারং কৃত্বা পূর্বমুচ্চার্য পশ্চাৎ মন্ত্রজপঃ কর্তব্যঃ। অনেন প্রকারেণাষ্টোত্তরশতসংখ্যজপো ভবতি।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৮

হবে। ক্ষ জপ্য নয়। জপের গণনায় তাকে ধরা হবে না। এবার পূর্বোক্তরূপে বিলোমক্রমে[১] ল. থেকে আরম্ভ করে অ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে মূলমন্ত্র জপ করতে হবে এবং শুধু ক্ষ একবার উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে অনুলোমবিলোমক্রমে এক শ জপ হয়। এ ছাড়া বর্ণমালাকে আটটি বর্গে[২] ভাগ করে প্রত্যেক বর্গের শুধু শেষ বর্ণটি অনুস্বারযুক্ত করে এবং অন্য বর্ণগুলি এমনি উচ্চারণ করে তার সঙ্গে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে আট জপ হয়, তা হলে মোট জপসংখ্যা দাঁড়াবে এক শ আট।

সনৎকুমারতন্ত্রের মতে এই জপ অন্তর্যজন কর্মে বিহিত।[৩] তন্ত্রসারের মতে এখানে অন্তর্যজন উপলক্ষণ।[৪] এর অর্থ বর্ণমালাজপ বহির্যাগেও বিহিত।

চরমালা—রুদ্রাক্ষাদির যে-মালা জপে ব্যবহৃত হয় তাকেই চরমালা বা চলা বা চঞ্চলা বলা হয়।

নানাবস্তুর চরমালা শাস্ত্রবিহিত। এই-সব মালা বহির্যাগে ব্যবহার্য। রুদ্রাক্ষ শঙ্খ পদ্মবীজ জীয়াপুত মুক্তা স্ফটিক মণি রত্ন স্বর্ণ প্রবাল রৌপ্য ও কুশমূল এই-সবের কোনো একটি বস্তু নিয়ে গৃহস্থসাধকের জপমালা করতে হবে।[৫]

দেবতাভেদে মালাভেদ—বিভিন্ন দেবতার মন্ত্রজপে বিভিন্ন মালা বিহিত। মাতৃকাভেদতন্ত্রের মতে বিষ্ণুমন্ত্রে তুলসীমালা গণেশমন্ত্রে গজদন্তের মালা কালিকামন্ত্রে রুদ্রাক্ষমালা তারামন্ত্রে মহাশঙ্খমালা জপমালারূপে ব্যবহার প্রশস্ত।[৬] পুরশ্চরণচন্দ্রিকামতে ত্রিপুরামন্ত্রজপে ইন্দ্রাক্ষ এবং রক্তচন্দনের মালা আর নীলসরস্বতীর মন্ত্রে মহাশঙ্খমালা প্রশস্ত।[৭]

অবশ্য এ বিষয়ে তন্ত্রে তন্ত্রে মতভেদ আছে। যেমন যামলে আছে ভৈরবী ও কালিকার মন্ত্রজপে স্বয়ম্ভূমালা, ছিন্নমস্তার মন্ত্রজপে মহাশঙ্খাস্থিমালা, বালা এবং ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রজপে

---

১ অকারাদিল.কারান্তমনুলোম ইতি স্মৃতঃ। পুনর্ল.কারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে।—মহা ত ৫।১৫৩-১৫৪

২ দ্রঃ শা ভা শ, বর্ণপ্রসঙ্গ ৩ দ্রঃ পাদটীকা ১

৪ অন্তর্যজন ইত্যুপলক্ষণম্।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৮

৫ পদ্মবীজাদিভির্মালা বহির্যাগে শৃণুষ্ব তাঃ। রুদ্রাক্ষশঙ্খপদ্মাক্ষজীবপুত্রকমৌক্তিকৈঃ।
স্ফটিকৈর্মণিরত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈর্বিদ্রুমৈস্তথা। রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা।
—বৈশম্পায়নসংহিতাবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৯

৬ বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে। কালিকায়া মহামন্ত্রং জপেদ্ রুদ্রাক্ষমালয়া।
তারায়াশ্চ জপেন্মন্ত্রী মহাশঙ্খাখ্যমালয়া।—মাতৃ ত ১৩।২-৩

৭ ত্রিপুরায়া জপে শস্তা ইন্দ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ। মহাশঙ্খময়ী জ্ঞেয়া নীলসারস্বতে মনৌ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪১৩

স্ফটিকমালা, মাতঙ্গীমন্ত্রজপে গুঞ্জামালা, ধূমাবতীর মন্ত্রজপে খরদন্তের মালা, বগলার মন্ত্রজপে হরিদ্রামালা ও রমার মন্ত্রজপে পদ্মবীজের মালা প্রশস্ত।[১]

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ধূমাবতীমন্ত্রজপে শ্মশানধুতুরার মালার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।[২]

ত্রিশক্তিরত্নের বিধান—রহস্যমালা দ্বারা তারিণীমন্ত্র জপ করলে সিদ্ধিলাভ হয়।[৩] বীরতন্ত্রে কালিকামন্ত্র-সম্বন্ধেও এই বিধান দেওয়া হয়েছে।[৪]

পঞ্চাশটি মণিগ্রথিত মহাশঙ্খমালাকে রহস্যমালা বলা হয়। এ মালা অতিযত্নে গোপন রাখতে হয়।[৫]

মহাশঙ্খমালা বলতে বুঝায় মানুষের ললাটাস্থি দ্বারা নির্মিত জপমালা। এই মালা তারাবিদ্যার জপে প্রশস্ত।[৬] কর্ণ ও নেত্রের মধ্যবর্তী অস্থিকে মহাশঙ্খ বলা হয়।

মহাশঙ্খমালায় সর্ববিদ্যার জপ বিহিত।[৭] যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে সর্বমন্ত্রপ্রদীপনী বর্ণমালা শুভদা। তার প্রতিনিধি শুভা মহাশঙ্খময়ী মালা। যাঁর হাতে মহাশঙ্খমালা অর্থাৎ যে-সাধক মহাশঙ্খমালায় জপ করেন তাঁর সিদ্ধি অদূরবর্তী। মহাশঙ্খমালার অভাবে সর্বসিদ্ধিপ্রদা স্ফটিকমালা বিহিত।[৮]

বিভিন্ন মালার বিভিন্ন গুণ—বিভিন্ন মালার বিভিন্ন গুণও তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। সময়াচারতন্ত্রের মতে মুক্তামালা রতিমোক্ষফলপ্রদা সর্বসিদ্ধিকরী ও সর্বরাজবশঙ্করী। প্রবালমালা বৈশ্যদের পক্ষে সর্বকার্যফলপ্রদা। মাণিক্যমালা সাম্রাজ্যদায়িনী। জীয়াপুতের মালা লক্ষ্মী ও বিদ্যা প্রদান করে। পদ্মবীজের মালা যশ- ও লক্ষ্মী-প্রদা, স্বর্ণমালা ও

---

১ স্বয়ম্ভূ মালিকা দেবি ভৈরব্যাং কালিকাবিধৌ। ছিন্নমস্তাবিধৌ দেবি মহাশঙ্খাস্থিমালিকা।
বালায়াং ভুবনেশ্বর্য্যাং স্ফাটিকী পরিকীর্তিতা। গুঞ্জামালা তু মাতঙ্গ্যাং ধূম্রায়াং খরদন্তজা।
হরিদ্রা বগলায়াং চ কমলাক্ষা রমাবিধৌ।—যামলবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪৩৩-৪৩৪

২ শ্মশানধুস্তূরৈর্ম্মালা জ্ঞেয়া ধূমাবতীবিধৌ।—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৯

৩ রহস্যমালয়া জপ্তা তারিণী সিদ্ধিদা ভবেৎ।—ত্রিশক্তিরত্নবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩৩

৪ রহস্যমালয়া জপ্তা কালিকা সর্বসিদ্ধিদা।—বীরতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৫ মহাশঙ্খময়ী মালা পঞ্চাশৎমণিনির্মিতা। রহস্যমালা সংপ্রোক্তা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ।
—ত্রিশক্তিরত্নবচন, দ্রঃ ঐ

৬ নৃললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা। মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩০

৭ মহাশঙ্খাখ্যমালায়াং সর্বাং বিদ্যাং জপেৎ সুধীঃ।—মাতৃ ত ১৩৷৩

৮ বর্ণমালা শুভা প্রোক্তা সবমন্ত্রপ্রদীপনী। তস্যাঃ প্রতিনিধির্দ্দেবি মহাশঙ্খময়ী শুভা।
মহাশঙ্খং করে যস্য তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ। তদভাবে বীরবন্দ্যে স্ফাটিকী সর্বসিদ্ধিদা।—যো ত, পঃ ২

স্ফটিকমালা সর্বকামদা। রক্তচন্দনের মালা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে আর রুদ্রাক্ষের মালা সর্বকামফলপ্রদা।[১] কৌলাবলীনির্ণয়াদি-তন্ত্রেও[২] এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অভিচারকর্মে বিভিন্ন মালা ব্যবহৃত হয়। পুরশ্চরণচন্দ্রিকার মতে গর্দ্ধভদন্তমালা অশ্বদন্তমালা এবং নৃদন্তমালা অভিচারকর্মে প্রশস্ত।[৩]

এই-সব বিষয়ে বিভিন্ন তন্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া মালার সুতো মালার আকার মালার রুদ্রাক্ষাদির সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও তন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪] এই-সব বিধিব্যবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় সাধনা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়েও শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সাধনা একটি অখণ্ড বস্তু। এর প্রতিটি অংশের যথাবিহিত অনুষ্ঠানের উপর সমগ্রের সাফল্য নির্ভর করে। কারণ সমগ্র সাধনা সেইভাবেই ব্যবস্থাপিত। এইজন্যই শাস্ত্রের এই সতর্কতা।

মালাসংস্কারাদি—জপে মালা ব্যবহার করার আগে মালার সংস্কার তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা তার পূজা করতে হয়।[৫] এ-সব অনুষ্ঠানের যথোচিত নির্দেশ তন্ত্রে বিস্তৃতভাবেই দেওয়া হয়েছে।[৬] দেবতাভেদে এবং মার্গাদিভেদে এ-সব ভিন্ন হয়ে যায়।[৭]

প্রত্যেক মন্ত্রের পৃথক্ জপমালা—এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক প্রত্যেক মন্ত্রের জন্য পৃথক্ জপমালা বিহিত। কেন না যে-মন্ত্র জপের জন্য যে-মালা সেই মন্ত্রেই সেই মালার গ্রন্থন ও প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেই মালায় সেই মন্ত্রই জপ করতে হয়; অন্য মন্ত্র জপ করলে দেবতার অভিশাপ লাগে।[৮]

---

১ অথ মুক্তাময়ী মালা রতিমোক্ষফলপ্রদা। সর্বসিদ্ধিকরী মালা সর্বরাজবশঙ্করী।
প্রবালমালা বৈশ্যার্থং সর্বকার্যফলপ্রদা। মাণিক্যরচিতা মালা সাম্রাজ্যফলদায়িনী।
পুত্রজীবকমালা সা লক্ষ্মীবিদ্যাপ্রদায়িনী। পদ্মাক্ষরচিতা মালা যশোলক্ষ্মীপ্রদা সদা।
সুবর্ণরচিতা মালা স্ফাটিকী সর্বকামদা। রক্তচন্দনমালা চ ভোগদা মোক্ষদা ভবেৎ।
রুদ্রাক্ষরচিতা মালা সর্বকামফলপ্রদা।—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২৩০

২ কৌ নি, উঃ ১২

৩ গর্দ্ধভাশ্বনরাণাং বৈ দন্তৈরপ্যভিচারকৈঃ।—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৩৩

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৬; বৃহ ত সা, পরিঃ ১

৫ সংস্কৃত্যৈবং ব্ধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ। মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্দ্বিজসত্তমঃ।
—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ১

৬ দ্রঃ পু চ, তঃ ৬; বৃহ ত সা, পরিঃ ১ ৭ ঐ, পৃঃ ৪৪৬; ঐ, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩, ৩৪

৮ যেন মন্ত্রেণ যা মালা কৃতা তং তু জপেৎ তয়া। অন্যমন্ত্রজপাচ্ছাপো দেবতায়াঃ প্রজায়তে।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৪

মালাজপের প্রণালী—কেমন করে মালা জপ করতে হবে শাস্ত্রে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যভেদে জপপ্রণালী ভিন্ন হয়। যেমন বৈশম্পায়নসংহিতায় বলা হয়েছে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা এই দুই আঙুল দিয়ে মধ্যমার মধ্যপর্বে জপমালা চালনা করতে হবে। মালাতে তর্জনীস্পর্শ হবে না। এইভাবে জপ মুক্তিদায়ক।[১]

গৌতমীয়তন্ত্রের মতে শত্রুর উচ্চাটনকর্মে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা মালা জপ করতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার দ্বারা জপ করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।[২]

মালাজপে সতর্কতা—বিশেষ সতর্ক হয়ে মালাজপ করতে হয়। জপের সময় জপকারীর শরীরকম্পন ও মালাকম্পন নিষিদ্ধ। জপের সময় মালাতে যাতে শব্দ না হয়, মালা হাত থেকে পড়ে না যায়, মালার সুতো ছিঁড়ে না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। কেন না তন্ত্রের অভিমত—শরীরকম্পনে সিদ্ধিহানি হয়, মালাকম্পনে বহুদুঃখ ঘটে, মালাতে শব্দ হলে রোগ হয়, হাত থেকে মালা পড়ে গেলে জপকারীর বিনাশ হয় আর মালার সুতো ছিঁড়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। কাজেই খুব যত্ন করে জপ করতে হবে।[৩]

সবতন্ত্রে অবশ্য এ রকম কঠোর দণ্ডের কথা বলা হয় নি। কোনো কোনো তন্ত্রে পূর্বোক্ত কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে তার জন্য অতিরিক্ত জপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন ক্রিয়াসংগ্রহে বলা হয়েছে মালার সুতো ছিঁড়ে গেলে আবার নূতন সুতো দিয়ে মালা গেঁথে এক হাজার আট কিংবা এক শ আট জপ করতে হবে।[৪] তা হলেই সুতো ছেঁড়ার দোষ কেটে যাবে।

মোটকথা শাস্ত্রের অভিপ্রায় খুব সতর্কভাবে একাগ্রচিত্তে জপ করতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ত্রুটি ঘটে যায় তা হলে তার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অতিরিক্ত জপাদি করে আবার জপ করতে হবে।

করমালা—করমালা বলতে বুঝায় "মন্ত্রজপের সংখ্যানির্ণয়ার্থ মালারূপে গণনীয় করাঙ্গুলি-পর্বসমূহ।" আঙুলের গাঁটকে বলে পর্ব। সাধারণতঃ দশটি পর্বে জপের সংখ্যা গণা হয়। তবে

১ অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়েন্মধ্যমধ্যতঃ। তর্জন্যা ন স্পৃশেদেনাং মুক্তিদো গণনক্রমঃ।
—বৈশম্পায়নসংহিতাবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৩৪

২ তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রুচ্চাটনকর্মণি। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাযোগাৎ সর্বসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতা।
—গৌতমীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৩ কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ধূননং বহুদুঃখদম্। শব্দে জাতে ভবেদ্ রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ।
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ।—যোগিনীহৃদয়বচন, দ্রঃ ঐ

৪ ছিন্নে সূত্রে তু মালায়াঃ পুনঃ সংস্কারমাচরেৎ। অষ্টোত্তরসহস্রং তু জপেদ্ বাঽষ্টোত্তরশতম্।
—ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৪

কোন দশটি পর্ব নেওয়া হবে সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দেবতাভেদে পর্বনির্দেশ ভিন্ন হয়। আবার নয় পর্বেও জপের সংখ্যা গণার নির্দেশ লক্ষ্য করা যায়।

শক্তিমন্ত্রজপে—যামলে বলা হয়েছে—অনামার তিন পর্ব কনিষ্ঠার তিন পর্ব মধ্যমার তিন পর্ব আর তর্জনীর মূল পর্ব—এই দশ পর্বে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে জপ করতে হবে। একেই সর্বমন্ত্রপ্রদীপিকা শক্তিমালা বলা হয়।[১]

তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—অনামার মধ্য থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠানুক্রমে তর্জনীর মূলপর্যন্ত করমালা বলে খ্যাত।[২] এখানে কিভাবে এই করমালা জপ করতে হবে তার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

যেখানে এক শ আট জপ বিধি সেখানে পূর্বোক্ত নিয়মে এক শ জপ করার পর অনামার মূল থেকে আরম্ভ করে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে মধ্যমার মূলপর্যন্ত আট পর্বে আটটি জপ করতে হবে।[৩] অনামার মধ্যপর্ব মেরু।[৪]

নয় পর্বের করমালা—পূর্বেই বলা হয়েছে কোনো কোনো তন্ত্রে নয় পর্বের করমালার উল্লেখ আছে। যেমন সিদ্ধান্তসারে বলা হয়েছে[৫]—অনামার মূলপর্ব থেকে আরম্ভ করে তর্জনীর মূলপর্যন্ত নয় পর্বে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে জপ করতে হবে। অনামার মধ্যপর্ব মেরু। বার বারে এক শ আট জপ এই করমালায় করা যায়। এটি শক্তিমন্ত্রবিষয়ক করমালা।

করমালাজপে বিধিনিষেধ—অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে করমালা জপ করতে হয়।[৬] জপের সময় আঙ্গুলগুলি বিযুক্ত অর্থাৎ আলগা করতে নেই। আঙ্গুল আলগা করে জপ করলে ফাঁক দিয়ে জপ গলে যায় অর্থাৎ ঐভাবে জপ করলে জপ ব্যর্থ হয়।[৭]

---

১ আনামায়াস্ত্রয়ং পর্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্বিকা। মধ্যমায়াস্ত্রয়ং পর্ব তর্জনীমূলপর্বণি।
প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণৈব জপেদ্দশসু পর্বসু। শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্বমন্ত্রপ্রদীপিকা।—দ্রঃ শা ত, উঃ ৮

২ অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠানুক্রমেণ চ। তর্জনীমূলপর্যন্তা করমালা প্রকীর্তিতা।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৭

৩ অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ। মধ্যমামূলপর্যন্তমষ্টপর্বসু সংজপেৎ।
—হংসপারমেশ্বরবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৭

৪ অনামামধ্যমং পর্ব মেরুং কৃত্বা ন লঙ্ঘয়েৎ।—সিদ্ধান্তসারবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৭

৫ অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু। তর্জনীমূলপর্যন্তং জপেন্নবসু পর্বসু।
—সিদ্ধান্তসারবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৮

৬ তত্রাঙ্গুলিজপং কুর্বন্ সাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিভির্জপেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন বিনা কর্ম কৃতং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ।
—মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশবচন, দ্রঃ ঐ, ৪৪৯

৭ অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত জপকালে কদাচন। অঙ্গুলীনাং বিয়োগেন ছিদ্রেষু স্রবতে জপঃ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৪৪৮

কারো চোখের উপর করমালা জপ করতে নেই। এইজন্য বিধান দেওয়া হয়েছে হাত দুটি কাপড় দিয়ে ঢেকে এবং বুকের উপর ডান হাত রেখে আঙ্গুলগুলি একটু বাঁকিয়ে জপ করতে হবে।[১]

নিষেধমুখে বলা হয়েছে আঙ্গুলের অগ্রভাগে জপ করতে নেই, পর্বসন্ধিতে জপ করতে নেই। সে-রকম জপ নিষ্ফল হয়।[২]

লক্ষ্য করা গেছে জপের সংখ্যা গণনার নিয়মও লঙ্ঘন করতে নেই। পুরশ্চরণচন্দ্রিকার মতে সংখ্যাগণনার নিয়ম লঙ্ঘন করে জপ করলে সে-জপের ফল রাক্ষসেরা হরণ করে।[৩] অর্থাৎ এ রকম জপ ব্যর্থ হয়।

উৎপত্তিতন্ত্রের বিধান অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য ত্রিবিধ কর্মেই করমালা ব্যবহার প্রশস্ত। করমালা সর্বদোষশূন্য। এর ছিন্নভিন্নাদি দোষ থাকে না। কর যেমন অক্ষয় মালাও তেমনি অক্ষয়। পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি করমালার গ্রন্থি। অতএব করমালা মহাফলপ্রদা।[৪]

অবশ্য এ বিষয়ে সবতন্ত্র একমত নয়। যেমন মুণ্ডমালাতন্ত্রের মতে করমালায় নিত্যজপ কর্তব্য, কাম্যজপ কর্তব্য নয়। তবে যদি চরমালা না থাকে তা হলে কাম্যজপও করমালায় করা যায়।[৫]

জপসমর্পণ—জপের শেষ অনুষ্ঠান জপসমর্পণ। যথাবিধি জপসমাপন করে জপফল দেবতাকে সমর্পণ করতে হয়। জপসমর্পণের মন্ত্রটি এই—দেবি! তুমি গুহ্যাতিগুহ্যের রক্ষয়িত্রী। আমার জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধিলাভ হোক।[৬]

---

১ হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ। আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন জপেৎ সদা।
—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৭

২ অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে। পর্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
—পুরশ্চরণচন্দ্রিকাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৮

৩ গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেৎ তু প্রমাদতঃ। গৃহ্ণন্তি রাক্ষসা যস্মান্নিয়তং গণয়েদ্ বুধঃ।—ঐ

৪ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং করে কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ। করমালা মহাদেবি সর্বদোষবিবর্জিতা।
ছিন্নভিন্নাদিদোষোঽপি করে নাস্তি কদাচন। অক্ষয়স্তু কর দেবি মালা ভবতি তাদৃশী।
গ্রন্থিঃ সা কুণ্ডলীশক্তিঃ পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপিণী। অতএব মহেশানি করমালা মহাফলা।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ২৩১

৫ নিত্যং জপং করে কুর্যান্ন তু কাম্যং কদাচন। কাম্যমপি করে কুর্যাদ যদি মালা ন বিদ্যতে।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৯

৬ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতি মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।
—দ্রঃ ঐ, শ্যামারহস্য, পঃ ৩

গন্ধ পুষ্প এবং কুশোদক দিয়ে দেবীর বামহস্তে জপসমর্পণ করতে হয়।[১]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় পুরুষদেবতার মন্ত্রজপ-সম্বন্ধেও অনুরূপ বিধান আছে। তবে সেক্ষেত্রে সমর্পণমন্ত্রের কিঞ্চিৎ বাচিক পরিবর্তন করা হয় আর দেবতার দক্ষিণহস্তে জপসমর্পণ করা হয়।[২]

জপসমর্পণের পরও সাধকের কিছু কৃত্য আছে। তিনি ভক্তিভরে দেবতাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করবেন।[৩]

প্রদক্ষিণ—দেবতাভেদে প্রদক্ষিণের প্রকারভেদ হয়। যেমন যামলের মতে ত্রিকোণাকারে শক্তির প্রদক্ষিণ করতে হবে। শিবের প্রদক্ষিণ করতে হবে পিঠের দিক্ থেকে অর্ধচন্দ্রাকারে।[৪]

সাধারণ বিধি দেবতার প্রদক্ষিণ তিনবার কর্তব্য।[৫] তবে দেবতাভেদে আবার বিভিন্ন ব্যবস্থাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে চণ্ডীর প্রদক্ষিণ একবার সূর্যের সাতবার গণেশের তিনবার কেশবের চারবার এবং শিবের অর্ধবার।[৬]

প্রণাম—প্রণামেরও প্রকারভেদ আছে। পূজাদিতে সাষ্টাঙ্গ এবং পঞ্চাঙ্গ প্রণাম শাস্ত্রসম্মত।[৭]

দুই পা দুই হাত দুই জানু বুক মাথা দৃষ্টি বাক্য এবং মনের দ্বারা যে-প্রণাম তাকে বলে অষ্টাঙ্গ প্রণাম।[৮]

আর দুই বাহু দুই জানু মাথা বাক্য এবং দৃষ্টির দ্বারা যে-প্রণাম তাকে বলা হয় পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।[৯]

---

১ এবং জপং পুরা কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫৪৩

২ কৃত্বা জপং পুরা চৈবং তেজোরূপং সমর্পয়েৎ। দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘবারিভিঃ।
—সনৎকুমারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৩ ততশ্চ দেবতাং ভক্ত্যা পরিক্রম্য নমেদ্ বুধঃ।—যামলবচন, ঐ, দ্রঃ তঃ ৩, পৃঃ ২৫৮

৪ ত্রিকোণাকারকং দেবি শক্তেঃ কুর্যাৎ প্রদক্ষিণম্। অর্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতম।—ঐ

৫ ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যগ্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণে।—ঐ, পৃঃ ২৫৯

৬ একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি দদ্যাদ্ বিনায়কে। চত্বারি কেশবে দদ্যাচ্ছিবস্যার্ধং প্রদক্ষিণম্।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ ঐ

৭ সাষ্টাঙ্গশ্চাথ পঞ্চাঙ্গঃ পূজাকর্মসু সম্মতঃ।—তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ২৪৯

৮ পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।
—বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১০ম সং, পৃঃ ৯৮

৯ বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা। পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণাম স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ—ঐ

তবে দুই জানু দুই হাত এবং মাথা দ্বারা প্রণামের বিধানও শাস্ত্রে আছে।[১]

আবার প্রণাম বা নমস্কারের কায়িক বাগ্‌ভব বা বাচিক এবং মানস এই ত্রিবিধ প্রকারভেদও করা হয়। এর মধ্যে কায়িককে উত্তম বাগ্‌ভবকে অধম এবং মানসকে মধ্যম বলা হয়েছে।[২]

কায়িক[৩] বাচিক[৪] এবং মানস[৫] প্রত্যেকের আবার উত্তমাদি ত্রিবিধভেদ করা হয়ে থাকে। দেবতাকে যে নানাভাবে প্রণাম করা যায় এই-সব সূক্ষ্মভেদ তারই নিদর্শন।

শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রপাঠ করে দেবতাকে প্রণাম করতে হয়। দেবতাভেদে প্রণামমন্ত্র ভিন্ন হয়ে যায়।[৬]

---

১ জানুভ্যাং চৈব পাণিভ্যাং শিরসা চ বিচক্ষণঃ। কৃত্বা প্রণামান্ দেবস্য সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২৫৯

২ কায়িকো বাগ্‌ভবশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। নমস্কারাশ্চ বিজ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ—গ ত ১৬।৭৬

৩ উত্তম কায়িক—জানুভ্যামবনীং গত্বা সংস্পৃশ্য শিরসা ক্ষিতিম্। ক্রিয়তে যো নমস্কারঃ স এব কায়িকঃ স্মৃতঃ।
—ঐ ১৬।৭৮

অধম কায়িক—পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে নমস্কারঃ প্রদীয়তে। অস্পৃষ্ট্বা জানুশীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিং সোঽধম উচ্যতে।
—ঐ ১৬।৭৯

মধ্যম কায়িক—জানুভ্যাং ক্ষিতিমস্পৃষ্ট্বা শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকস্তু সঃ।—ঐ ১৬।৮০

৪ বাচিক উত্তমাদি—
যা স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ। ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তূত্তমঃ স্মৃতঃ।
পৌরাণিকৈর্বৈদিকৈ র্বা তান্ত্রিকৈঃ ক্রিয়তে নতিঃ। স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্‌বাচনিকঃ সদা।
পরেষাং গদ্যপদ্যাভ্যাং নমস্কারো যদা ভবেৎ। স বাচিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু সর্বতঃ।—ঐ ১৬।৯৫-৯৮

৫ মানস উত্তমাদি—
ইষ্টমধ্যানিষ্টগতৈর্মনোভিস্ত্রিবিধং ভবেৎ। নমনং মানসং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্।—ঐ ১৬।৯৮-৯৯

৬ যেমন—

(ক) আদ্যা কালীর প্রণামমন্ত্র—নমঃ সর্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমোনমঃ।—মহা ত ৫।৩৫

(খ) শিবের প্রণামমন্ত্র—নমস্ত্র্যক্ষায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে।
বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রসূর্যাদ্যৈরর্চিতায় নমো নমঃ।—মহা ত ১৪।৯১

(গ) দুর্গার প্রণামমন্ত্র—সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।—দু স ১১ ৯

ইত্যাদি।

তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত জপ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হল। নানা সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে জপের নানা প্রণালী প্রচলিত আছে। সে-সব আমাদের অধিগত নয় বলে এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি

ষোড়শোধ্যায়

পূজা

পূজা উপাসনা—জপের অলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে শাস্ত্রের অভিমত পূজা ছাড়া জপ হয় না। শুধু জপ কেন, সাধারণভাবে বলা যায় পূজা ছাড়া কোনো তান্ত্রিক সাধনাই হয় না। পূজাই মুখ্য সাধনোপায়। কেন না তন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ সাধনায় সিদ্ধি-অভিলাষী ব্যক্তিকে সর্বদা মানস অথবা বহিঃপূজা করতে হবে।[১]

তন্ত্রশাস্ত্রে পূজা অর্চনা উপাসনা প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তিতে[৩] রামেশ্বর লিখেছেন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে সর্ববস্তুত্যাগ ভগবৎকথাশ্রবণ ভগবন্মন্ত্রজপ ভগবানের নামস্তোত্রকীর্তন এই-সবের অন্যতম নাম উপাসনা।

উপাসনা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিকটে অবস্থান। যে-ক্রিয়ার দ্বারা ভগবৎ-সমীপে অবস্থান করা যায় তারই নাম উপাসনা। উপরে বিবৃত ক্রিয়ার দ্বারাই ভগবৎ-সমীপে অবস্থান করা যায়, এইজন্য এই-সব ক্রিয়ার নাম উপাসনা।[৪]

ভগবানের মন্ত্র জপ ভগবানের নামস্তোত্রকীর্তন ভগবৎপূজার অঙ্গ। কাজেই উপাসনা আর পূজায় বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই।[৫]

---

১ তস্মাৎ পূজাং সদা কুর্যাৎ সিদ্ধ্যর্থী মানসেঽথবা।—কৌ নি, উঃ ৯

২ শাক্তানন্দতরঙ্গিনী তৃতীয় উল্লাসের আরম্ভেই আছে—বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাম্—উপাসনা ছাড়া আরাধ্য দেবতা মানুষকে ফল দেন না। তার পরেই তন্ত্রবচন উদ্ধার করা হয়েছে—ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা। জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ।—পূজক জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আরাধ্যের ধ্যান স্মরণ পূজা ও স্তব করলে এবং তাঁকে প্রণতি জানালে তিনি তাকে মুক্তি প্রদান করেন। বচনটি উদ্ধার করেই বলা হয়েছে—'ইত্যাদিষু পূজাদিকং বিনা চতুর্বর্গফলং ন সম্ভবতি।'—ইত্যাদি বচনে দেখা যায় পূজাদি ছাড়া চতুর্বর্গফললাভ হয় না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে পূজা ও উপাসনা পর্যায়বাচক শব্দরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তারাভক্তিসুধার্ণব পঞ্চম তরঙ্গে 'অথ পূজা' এই শিরোনাম দিয়ে অগস্ত্যবচন উদ্ধার করা হয়েছে—দ্বিবিধং স্যাল্লক্ষমনো র্বাহ্যান্তরমুপাসনম্। ন্যাসিনামান্তরং প্রোক্তমন্যেষামুভয়ং বিদুরিতি।—লক্ষমন্ত্রের উপাসনা দ্বিবিধ বাহ্য এবং আন্তর। সন্ন্যাসীদের পক্ষে আন্তর উপাসনা এবং অন্যদের পক্ষে উভয়বিধ উপাসনা বিহিত।

৩ উপাস্তি নাম ভগবদুদ্দেশেন নিষ্কামং সর্ববস্তুত্যাগঃ ভগবৎকথাশ্রবণং ভগবন্মন্ত্রজপঃ ভগবন্নামস্তোত্রকীর্তন-মিত্যেতদন্যতমম্।—প ক সূ ১।১-এর বৃত্তি

৪ কৌ র, পৃঃ ১১৩-১১৪, পাদটীকা

৫ ব্রহ্মসূত্রের (১।২।২৪ সূত্রের ভাষ্যের ভূমিকা) শক্তিভাষ্যে বলা হয়েছে—হবনযজনাদিকমপ্যুপাসনবিশেষঃ।—হোমপূজাদি ও উপাসনাবিশেষ।

উপাস্যের সান্নিধ্যে উপাস্যের ভাবে পরিভাবিত হওয়া যথার্থ উপাসনা।[১] পূজা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা তত্ত্বের সান্নিধ্যে শ্রেষ্ঠতালাভ করা পূজা।[২] এখানেও দেখা যাচ্ছে পূজা ও উপাসনার একই রকম অর্থ।

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে উপাসনাকে বলেছেন মানসিক ক্রিয়াবিশেষ। কথাটার ব্যাখ্যা করে বলেছেন অনুরাগব্যাবৃত্ত ক্রিয়াই উপাসনা। উপাসনা দ্বিবিধ—(১) উপাস্য দেবতার মন্ত্রজপ এবং (২) উপাস্য দেবতার যন্ত্রপূজা। 'জপ মানসে' এই ধাতুপাঠবচন অনুসারে জপ যে মানসিক ক্রিয়া তা বোঝা যায়। পূজারও ধ্যানাদি মানস ক্রিয়া। উপচারসমর্পণও মানস ক্রিয়া। কেননা তাতে 'ন মম' ইত্যাদি আকারে যে-মানসসঙ্কল্প আছে তা আর মানস ক্রিয়া একরূপ।[৩]

দর্শনেও দেখা যায় উপাসনা শব্দটি মনোবৃত্তি[৪] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রানুসারে উপাসনা মানস ব্যাপার, ধ্যেয় বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। অবশ্য যে-কোনো ধ্যেয় বিষয়ের চিন্তা উপাসনা নয়। ধ্যেয় বিষয় শাস্ত্রসম্মত হওয়া চাই। শঙ্করাচার্য বলেছেন[৫]—যথাশাস্ত্র-সমর্থিত একটি আলম্বন গ্রহণ করে তাতে সমানচিত্তবৃত্তির ধারা এমনি করে প্রবাহিত করতে হবে যাতে তার মধ্যে কোনো বিপরীত প্রত্যয় ব্যবধান সৃষ্টি করতে না পারে। এরই নাম উপাসনা।

আচার্যপাদ অন্যত্র বলেছেন[৬]—শ্রুতিতে অর্থবাদাংশে দেবতার স্বরূপ যেভাবে বিবৃত হয়েছে মনের দ্বারা সেই স্বরূপের নিকটবর্তী হয়ে সেখানে মনকে স্থির রাখা ও সেই স্বরূপের চিন্তা করা উপাসনা। এই চিন্তার মধ্যে কোনো লৌকিক ব্যাপারের চিন্তা আসতে পারবে

---

১ পূ ত, মুখবন্ধ, পৃঃ ৯ ২ ঐ

৩ সা চোপাসনা মানসক্রিয়াবিশেষরূপা।...তস্মাদনুরাগব্যাবৃত্তা ক্রিয়ৈবোপাসনা। সা চ দ্বিবিধা—তন্মন্ত্রজপরূপা তদ্‌যন্ত্রপূজারূপা চেতি। জপ মানসে চেতি ধাতুপাঠস্মৃত্যা জপস্য মানসক্রিয়ারূপত্বাবগমাৎ। পূজায়া অপি ধ্যানাদিরূপায়াস্তথাত্বাৎ। উপচারসমর্পণরূপায়া অপি ন মমেত্যাকারকমানসসঙ্কল্পৈকরূপত্বাৎ।

—বা নি, পৃঃ ৬৮

৪ যথাদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রম্ তথা অন্যান্যপ্যুপাসনানি মনোবৃত্তিরূপাণি ইত্যস্তি হি সামান্যম্।

—শঙ্করাচার্যকৃত ছান্দোগ্যভাষ্যভূমিকা

৫ উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমর্থিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানকরণং তদ্বিলক্ষণ-প্রত্যয়ানন্তরিতমিতি বিশেষঃ।—ঐ

৬ উপাসনং নামোপাস্যার্থবাদে যথা দেবতাদিস্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে তথা মনসোপগম্যাসনং চিন্তনং লৌকিকপ্রত্যয়াব্যবধানেন যাবদ্দেবতাদিস্বরূপাত্মাভিমানাভিব্যক্তিরিতি লৌকিকাত্মাভিমানবৎ।

—বৃহ উপ ১।৩।৯-এর ভাষ্য

না। লৌকিক দেহাদি বস্তুতে মানুষের যেমন আত্মাভিমান আছে সেইরূপ দেবতাস্বরূপে যতক্ষণ আত্মাভিমান না হয়েছে ততক্ষণ উক্তরূপ চিন্তা করতে হবে।

উপাসনার বিষয়—দেখা যাচ্ছে শঙ্করাচার্য এখানে শ্রুতিনির্দিষ্ট দেবতার উপাসনার বিষয় বলছেন। অবলম্বন ছাড়া চিন্তা হয় না। "সগুণ বিষয় চিন্তার প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। কেন না সগুণ বিষয়ের চিন্তা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।"[১]

বিভিন্ন দেবতা এই সগুণ বিষয়। বিভিন্ন দেবতা ব্রহ্মেরই রূপ। কাজেই সগুণব্রহ্ম উপাসনার সগুণ বিষয়।

ব্রহ্মের দুইরূপ— আচার্য শঙ্কর লিখেছেন ব্রহ্মের দুইরূপ— এক নামরূপাদিবিভিন্ন বিকাররূপ-উপাধিযুক্ত, অপর তার বিপরীত, সর্বোপাধি-বিবর্জিত।[২]

তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে বিবিধ বেদান্তবাক্য[৩] উদ্ধৃত করে লিখেছেন এমনি বহুসংখ্যক বেদান্তবাক্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই বিষয়ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব প্রদর্শিত হয়েছে।[৪]

আচার্যপাদ বলেছেন অবিদ্যাবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য-উপাসকভেদ ব্যবহারতঃ স্বীকৃত। সেই অবস্থায় কোনো কোনো ব্রহ্মোপাসনা হয় অভ্যুদয়ের জন্য, কোনো কোনো ব্রহ্মোপাসনা হয় ক্রমমুক্তির জন্য এবং কোনো কোনো ব্রহ্মোপাসনা হয় কর্মসমৃদ্ধির জন্য। ব্রহ্মের বিশেষ গুণোপাধিভেদে উপাসনার ফলভেদ হয়। যদিও একই পরমাত্মা ঈশ্বরই বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত হয়ে উপাস্য তথাপি ঐ বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যই ফলভেদ হয়ে যায়।[৫]

এমনিভাবে আলোচনা করে তিনি বলেছেন—এইপ্রকারে সোপাধিক ব্রহ্ম ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম উপাস্য ও জ্ঞেয়রূপে বেদান্তে উপদিষ্ট হয়েছেন।[৬]

১ শ্রীগো ব কে লে, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ১৭৮

২ দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধিবিবর্জিতম্।

—ব্র সূ ১।১।১১-এর ভাষ্য

৩ 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ—বৃহ উপ ৪।৫।১৫।' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা; অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্—ছা উপ ৭।২৪।১।' 'সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্যদাস্তে—তৈ আ ৩।১২।৭।' 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্—শ্বে উপ ৬।১৯।' ইত্যাদি।—ব্র সূ ১।১।১১-এর ভাষ্য ৪ দ্রঃ ঐ

৫ তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্বো ব্যবহারঃ। তত্র কানিচিদ্ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎকর্মসমৃদ্ধ্যর্থানি। তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ। এক এব তু পরমাত্মেশ্বরস্তৈস্তৈর্গুণবিশেষৈর্বিশিষ্ট উপাস্য যদ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে।—ঐ

৬ এবমেকমপি ব্রহ্মাপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং চোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষূপাদিশ্যতে।—ঐ

কাজেই দেখা যাচ্ছে শঙ্করাচার্য সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্মকে উপাস্য এবং নিরুপাধিক বা নির্গুণ ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলেছেন, উপাস্য বলেন নি।

নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য—নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় কি না এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন পঞ্চদশীর মতে নির্গুণ ব্রহ্মেরও উপাসনা হয়।[১] পঞ্চদশীকার বলেন উত্তরতাপনীয় প্রশ্ন কঠ মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হয়েছে।[২] এ ছাড়া গীতা (৫।৫) প্রশ্নোপনিষৎ (৫।৫) ও ব্রহ্মসূত্রের (৩।৩।১১, ৩।৩।৩৩) প্রমাণ উদ্ধৃত করে এই মতের সমর্থনে বলা হয় "এইরূপ বলিতে পার না যে যেখানে আনন্দা(ত্বা ?)দি গুণের সমুচ্চয় কীর্তিত হইয়াছে, সেখানে নির্গুণ উপাস্য নহেন ; কারণ 'আনন্দাত্বাদি ও অস্থূলত্বাদি গুণের দ্বারা উপলক্ষিত অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মই আমি'—এবম্প্রকারে নির্গুণত্বকে ব্যাহত না করিয়াও উপাসনা সম্ভবপর। এইরূপ উপাসনা করিলে ক্রমে উপাস্য নির্গুণব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।"[৩]

সাধারণভাবে বলা যায় যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবপর মনে করেন তাঁদের মতে নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের আবৃত্তি নির্গুণব্রহ্মোপাসনা।[৪] অন্যভাবে বলা যায় নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা।

সগুণব্রহ্মোপাসনা সুসাধ্য—তবে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্ভবপর হলেও এটি যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এইজন্য শাস্ত্রে প্রথমে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার বিধান দেওয়া হয়েছে। কারণ সগুণ ব্রহ্ম মনের আলম্বনবিষয় হতে পারেন বলে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। এ বিষয়ের উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে।

আচার্য শঙ্করও বলেছেন এই-সব সগুণ ব্রহ্মোপাসনা চিত্তশুদ্ধিকর ও বস্তুতত্ত্বের প্রকাশক হওয়ায় অদ্বৈতজ্ঞানের অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারক অর্থাৎ সহায়ক এবং সগুণ ব্রহ্ম মনের আলম্বনবিষয় বলে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সুসাধ্য।[৫]

এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বিবেচ্য। মন্দবুদ্ধি লোকের নির্গুণব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হতে পারে না। সেইজন্য তাদের পক্ষে সগুণ-ব্রহ্মোপাসনাই বিহিত। আচার্যপাদ

---

১ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ। সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়বৃত্তিসম্ভবাৎ।
—পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ প্রকরণ, ১ম ভাগ, শ্লোক ৫৫

২ উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে। মাণ্ডূক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা।—ঐ, শ্লোক ৬৩

৩ দ্রঃ উপনিষৎগ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৩, পাদটীকা

৪ শ্রীগো ব কে লে, ৪র্থ বর্ষ, পৃঃ ১৭৮

৫ তান্যেতানি উপাসনানি সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন বস্তুতত্ত্বাবভাসকত্বাদদ্বৈতজ্ঞানোপকারকাণি আলম্বনবিষয়ত্বাৎ সুসাধ্যানি।—ছান্দোগ্যভাষ্যভূমিকা

অন্যত্র বলেছেন[১]—অদ্বয় ব্রহ্ম পরমার্থসৎ। তাঁতে দিক দেশ কাল গুণ গতি এবং ফলভেদ নাই। ইনি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের কাছে অসতের মতো প্রতিভাত হন অর্থাৎ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা মনে করে যার মধ্যে দিগ্‌দেশকালগুণাদি নাই তা সৎ নয়। শ্রুতির অভিপ্রায় এই-সব লোকেরা প্রথমে সন্মার্গস্থ হোক তার পর ক্রমে ক্রমে এদের পরমার্থসৎও গ্রহণ করান যাবে। অর্থাৎ শ্রুতি এই-সব মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য দিগ্‌দেশকালগুণাদিযুক্ত ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন।

তিনি স্বীকার করেছেন "যে-কোনো প্রকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ফলেই তাঁহার (সাধকের) সাক্ষাৎকার (উপাস্যসাক্ষাৎকার) লাভ হয়।"[২]

তন্ত্রমতে ব্রহ্মোপাসনা—তন্ত্রের অভিমতও তাই। তন্ত্রমতে সাধনার চরম লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্ম। তন্ত্রে যাকে মন্ত্রের বাচ্যশক্তি বলা হয় তা এই নির্গুণ ব্রহ্ম আর মন্ত্রের বাচকশক্তি সগুণ ব্রহ্ম। বাচকশক্তির উপাসনার দ্বারাই বাচ্যশক্তির উপাসনা করতে হয়। মানুষের ত্রিগুণাত্মক চিত্তে নিস্ত্রৈগুণ্য ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। ইষ্টমন্ত্রের সাধনার দ্বারা সাধকচিত্ত মন্ত্রের বাচকশক্তিময় হয়ে যায় এবং তখন সাধনার চরম অবস্থায় বাচ্যশক্তির উপলব্ধি হয়।[৩]

উপাসনার প্রকারভেদ—লক্ষ্য করা গেছে আচার্য শঙ্কর অভ্যুদয় ক্রমমুক্তি ও ক্রমসমৃদ্ধি এই ত্রিবিধ ফলভেদ অনুসারে সগুণব্রহ্মোপাসনার ত্রিবিধ প্রকারভেদ নির্দেশ করেছেন।

পূর্বে যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হয়েছে তা ছাড়া সগুণনির্গুণ-সমুচ্চয়াত্মক আরেকটি মিশ্র উপাসনার কথাও পাওয়া যায়। মন্দ অধিকারীর পক্ষে সগুণ উপাসনা, মধ্য অধিকারীর পক্ষে সগুণনির্গুণসমুচ্চয়াত্মক উপাসনা এবং উত্তম অধিকারীর পক্ষে নির্গুণোপাসনা বিহিত।[৪]

দেবতার স্থূল সূক্ষ্ম ও পর এই ত্রিবিধ মূর্তিভেদে আবার উপাসনার বহির্যাগ জপ এবং

---

১ দিগ্‌দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসদদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি সন্মার্গস্থাস্তাবদ্ ভবন্তু। ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ।—দ্রঃ শ্রীগো ব ফে লে, ৫ ম বর্ষ, পৃঃ ১৬৪

২ তস্মাদবিশিষ্টফলানাং বিদ্যানামন্যতমামাদায় তৎপরঃ স্যাদ্যাবদুপাস্যবিষয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলং প্রাপ্তমিতি।

—ব্র সূ ৩।৩।৫৯-এর ভাষ্য

৩ P. T., Part II, 2nd Ed., Intro , p. 65।

৪ নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়াখ্যোভয়ফলসিদ্ধ্যর্থকসগুণনির্গুণসমুচ্চয়োপাসনাবিষয়া হি ইয়মুপনিষৎ (বহ্‌বৃচ) মধ্যমাধিকারিণমপেক্ষ্য প্রবৃত্তাঽস্তি। মন্দাধিকারিণঃ সগুণমাত্রোপাসকত্বাদুত্তমাধিকারিণো নির্গুণমাত্রোপাসকত্বাচ্চ।—অপ্পয়দীক্ষিতের বহ্‌বৃচোপনিষদ্‌ভাষ্য

অন্তর্যাগ এই তিনটি প্রকারভেদ করা হয়।[১] এই ত্রিবিধ উপাসনাকে যথাক্রমে কায়িক বাচিক ও মানসও বলা হয়।[২]

সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণভেদেও উপাসনার তিনটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই তিন প্রকার উপাসনার প্রত্যেকটির আবার অধিকারিভেদে শুদ্ধ মিশ্র ও গলিত এই তিনটি প্রকারভেদ করা হয়।[৩] এর অর্থ সাত্ত্বিক উপাসনা ত্রিবিধ—শুদ্ধসাত্ত্বিক মিশ্রসাত্ত্বিক এবং গলিতসাত্ত্বিক। এইভাবে রাজসিক এবং তামসিক উপাসনারও প্রকারভেদ হয়।

ত্রিবিধ শক্ত্যুপাসনা—অন্যভাবে বিচার করেও উপাসনার তিনটি প্রকারভেদ করা যায়। যেমন মহাশক্তির উপাসনা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন[৪]—শক্তির সকল নিষ্কল আর মিশ্র এই তিন অবস্থা। এইজন্য শক্তির উপাসনাও স্বভাবতঃ সকল নিষ্কল ও মিশ্র এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। উপাসনার ক্রম অনুসারে সকলভাবের উপাসনা নিকৃষ্ট, মিশ্রভাবের মধ্যম আর নিষ্কল উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যাকে উপাসনা বলি তা এই তিন শ্রেণীর কোনোটিরই অন্তর্গত নয়। কেন না যে পর্যন্ত গুরুর কৃপাদৃষ্টির দ্বারা কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন তথা সুষুম্নামার্গে প্রবেশ না হয়েছে সেই পর্যন্ত উপাসনার অধিকারই হয় না। মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত চক্রেশ্বরীরূপে শক্তির আরাধনাই নিকৃষ্ট উপাসনা। কিন্তু যে-সাধক ইন্দ্রিয় আর প্রাণের গতি অবরোধ করে কুলপথে প্রবিষ্ট হতে পারেন না তাঁর পক্ষে দেবীর অধম বা নিকৃষ্ট উপাসনাও সম্ভবপর নয়। সাধক ক্রমশঃ অধমভূমি থেকে যথাবিধি সাধনার দ্বারা নির্মলচিত্ত হয়ে মধ্যমভূমির উপাসনার অধিকারী হন। তার পরে উত্তম অধিকার প্রাপ্ত হয়ে ভগবতীর অদ্বৈত উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেন। মানুষ যে-পর্যন্ত দ্বন্দ্বময় ভেদরাজ্যে বর্তমান থাকে সে-পর্যন্ত তার পক্ষে নিম্নভূমির উপাসনাই স্বাভাবিক।"

পরাপরাদিভেদ—আবার উপাসনার পরাপরাদিভেদও করা হয়। নিম্নভূমির উপাসনা অপরা পূজা, উচ্চভূমির উপাসনা পরা পূজা এবং মধ্যমভূমির উপাসনা এই উভয়ের মাঝামাঝি,

---

১ দেবতারূপত্রৈবিধ্যাত্তদুপাস্তিরপি ত্রিবিধা বহির্যাগজপান্তর্যাগভেদাৎ।—ত্রিপুরামহোপনিষদের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যভূমিকা

৩ ইহ খলু শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ স্থূলসূক্ষ্মপররূপভেদেন ত্রিবিধায়া উপাস্তিরূপা ক্রিয়াঽপি ত্রিবিধা—কায়িকী বাচিকী মানসী চেতি।—ভাবনোপনিষদের ১ম মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য

৩ তত্র নিত্যং ত্রিধা প্রোক্তং গুণত্রয়বিভেদতঃ। অধিকারিবিভেদেন তদপি ত্রিবিধং ভবেৎ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ৩২

৪ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬২

একে মিশ্র বলা যায়। পূর্বোক্ত সগুণ নির্গুণ এবং সগুণনির্গুণসমুচ্চয়াত্মক এই ত্রিবিধ উপাসনা আর আলোচ্য ত্রিবিধ উপাসনা বস্তুতঃ অভিন্ন।

শ্রীচক্রের পূজাদিকে অপরা পূজা বলা হয়। এ সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"চতুরস্র থেকে বৈন্দবচক্র পর্যন্ত অথবা মূলাধার থেকে সহস্রদলপদ্ম পর্যন্ত সদল আবরণ-দেবতাদিসহ্ সমগ্র দেবীচক্রের উপাসনাই কর্মাত্মক অপরা পূজা। এই পূজা অর্থাৎ ষট্‌চক্রের ক্রিয়ারূপ অনুষ্ঠান অবলম্বন করে অগ্রসর হতে না পারলে চিত্তে কখনো অভেদজ্ঞানের উদয় হতে পারে না। মহাপুরুষেরা বলেন স্বয়ং শঙ্করও ভগবতীর অপরা পূজা করে থাকেন।"[১]

মধ্যভূমির উপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"মধ্যভূমিতে উপনীত সাধকের ভেদাভেদ-অবস্থার উপলব্ধি হয়। তখন সমুচ্চিত জ্ঞান ও কর্মের আবির্ভাব হয় এবং আন্তর অদ্বৈতধামে ক্রমশঃ বাহ্ চক্রাদির লয় হয়ে যায়।"[২] দেখা যাচ্ছে এই ভূমিতে অপরা পূজা থাকে। কারণ এতেও ভেদজ্ঞান বিদ্যমান।

মধ্যভূমিতে "যখন জ্ঞানে কর্মের পরিসমাপ্তি হয়ে যায় তখন অভেদ অর্থাৎ অদ্বৈতভূমির স্ফুরণ হয় আর সাধক পরাপূজার নিত্য-অধিকার স্বভাবতই পেয়ে যান। একমাত্র পরম শিবের স্ফুরণ বা ব্রহ্মজ্ঞানই পরাপূজার নামান্তর। এই জ্ঞান অথবা পরম তত্ত্বের বিকাস লৌকিক জগতে কারো বোধগম্যই হয় না।"[৩]

গ্রাহ্যালম্বনাদি উপাসনা— মাতৃভাবের উপাসনা আলম্বনভেদেও ত্রিবিধ। যথা গ্রাহ্যালম্বনা গ্রহণালম্বনা এবং গ্রহীত্রালম্বনা উপাসনা। তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুর মায়ের প্রতি যে-ভাব সেই-ভাব নিয়ে যে-উপাসনা তাই গ্রাহ্যালম্বনা। এই বয়সের শিশু অন্ততঃ এইটুকু বোঝে যে তার যা কিছু চাই সব মায়ের কাছেই মিলবে। ভক্তও তেমনি কাম্য বস্তুর আশাতেই গ্রাহ্যালম্বনা উপাসনা করেন।

জন্ম থেকে দুবছর বয়স পর্যন্ত শিশু সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী হয়ে থাকে। এই শিশু মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, সব সময় মায়ের কোলে উঠতে চায়, মা ছাড়া কিছুই সে চায় না। এই শিশুর ভাব অবলম্বন করে যে-উপাসনা তার নাম গ্রহণালম্বনা।

মাতৃগর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের থেকে অবিচ্ছিন্ন, মাই যেমন তার একমাত্র আশ্রয়, তেমনি অবস্থা তেমনি ভাব যে-সাধকের, তাঁর উপাসনা গ্রহীত্রালাম্বনা। প্রথম উপাসনার দৃষ্টান্ত সুরথ রাজা, দ্বিতীয়ের সমাধি বৈশ্য এবং তৃতীয়ের মহর্ষি বামদেব।[৪]

ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা—অন্যবিচারে উপাসনাকে আবার দ্বিবিধ বলা

---

১ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬২-৬৩   ২ ঐ, পৃঃ ৬৩   ৩ ঐ

৪ ব্রহ্মসূত্রের (১।৩১) শক্তিভাষ্য।—দ্রঃ শক্তিভাষ্যম্, পৃঃ ১৫৩-১৫৪

হয়েছে। সায়ণাচার্য ঐতরেয়-আরণ্যকের ভাষ্যে লিখেছেন উপাসনা দ্বিবিধ—ব্রহ্মোপাসনা এবং প্রতীকোপাসনা। সগুণব্রহ্মের চিন্তা ব্রহ্মোপাসনা। আর লৌকিক পদার্থের প্রবল বাসনাযুক্ত অর্থাৎ সংস্কারযুক্ত চিত্ত সেই বাসনা পরিত্যাগ করে ব্রহ্মে প্রবেশ করতে পারে না বলে ব্রহ্মভাবনায় অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতে লৌকিক বস্তুর যে-চিন্তা করা হয় তাকে বলে প্রতীকোপাসনা। প্রতীকোপাসনা আবার দ্বিবিধ—যজ্ঞবহির্ভূত এবং যজ্ঞাঙ্গ।[১]

যজ্ঞের অঙ্গ উদ্‌গীথ সাম প্রভৃতি অবলম্বন করে যে-প্রতীকোপাসনা হয় তাই যজ্ঞাঙ্গ প্রতীকোপাসনা। যজ্ঞাঙ্গ ভিন্ন শাস্ত্রীয় অন্য প্রতীক অবলম্বন করে যে-উপাসনা বিহিত তাই যজ্ঞবহির্ভূত প্রতীকোপাসনা। "ঐ সকল প্রতীক বৈদিক পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক হইতে পারে। যথা বৈদিক ওঁকার, পৌরাণিক প্রতিমা বা তান্ত্রিক যন্ত্র ইত্যাদি।"[২]

সম্পদ্‌ ও অধ্যাস—অন্যভাবেও প্রতীকোপাসনার দুটি প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে। একটিকে বলা হয় সম্পদ্‌ অপরটিকে অধ্যাস। চিৎসুখাচার্যের মতে[৩] কোনো তুচ্ছ বস্তুকে অবলম্বন করে কোনোরূপ সাদৃশ্যহেতু তাতে মহৎ বস্তুর দর্শন সম্পদ্‌। যেমন মনের অনন্তরূপত্বসাদৃশ্যহেতু বিশ্বরূপত্বদর্শন সম্পদ্‌।

অথবা যেমন "অশ্বমেধাদি মহৎ কর্মের সহিত কোনও সাদৃশ্য অবলম্বনে অগ্নিহোত্রাদি অল্পফল কর্মকে অশ্বমেধাদির ন্যায় মহৎফলবান্‌ মনে করা"[৪] সম্পদ্‌।

সম্পদুপাসনায় আরোপ্যের প্রাধান্য আর অধ্যাস-উপাসনায় অধিষ্ঠানের প্রাধান্য।[৫] সম্পদুপাসনায় অধিষ্ঠান বা আলম্বনকে অবিদ্যমানপ্রায় করে দেওয়া হয়।

অধ্যাসে আলম্বনের স্বরূপকে তিরোহিত না করে আলম্বনেই আরোপ্যের চিন্তা করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে[৬] নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনার কথা বলা হয়েছে।

একে বলা যায় নামে ব্রহ্মবুদ্ধির অধ্যাস। শঙ্করাচার্য বলেছেন নামে ব্রহ্মবুদ্ধির অধ্যাস হলেও নামবুদ্ধি ব্রহ্মবুদ্ধির অনুবর্তন করে, ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা নিবৃত্ত হয় না, অথবা প্রতিমাদিতে

---

১ তচ্চোপাসনং দ্বিবিধং ব্রহ্মোপাসনং প্রতীকোপাসনং চেতি। ব্রহ্মণ এব গুণবিশিষ্টত্বেন চিন্তনং ব্রহ্মোপাসনম্‌। প্রবললৌকিকপদার্থবাসনোপেতস্য তৎপরিত্যাগেন ব্রহ্মণি চিত্তস্যাপ্রবেশাদ্‌ ব্রহ্মভাবনয়া লৌকিক-বস্তুনশ্চিন্তনং প্রতীকোপাসনম্‌। তচ্চ প্রতীকং দ্বিবিধং যজ্ঞাদ্‌ বহির্ভূতং যজ্ঞাঙ্গঞ্চেতি।—ঐ আ ২।১।২-এর ভাষ্য

২ উপনিষৎগ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ৭

৩ সম্পন্নাম অল্পে বস্তুনি আলম্বনে কেনচিৎ সামান্যেন মহাবস্তুদর্শনম্‌। যথা মনসোঽনন্তত্বসামান্যেন বিশ্বদেবত্বদর্শনম্‌। অধ্যাসে তু আলম্বনস্যৈবেতি।—ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮, পাদটীকা ১

৪ দ্রঃ ঐ, ৩য় ভাগ, ১৩৫১, পৃঃ ২১০, পাদটীকা ৩

৫ আরোপ্যপ্রধানা সম্পৎ অধিষ্ঠানপ্রধানোঽধ্যাসঃ।—বেদান্তকল্পতরু ১।১।৪

৬ স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি।—ছা উপ ৭।১।৫

বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধির অধ্যাস করলেও প্রতিমাবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় না, বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধির অনুবর্তন করে।[১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে অধ্যাস-উপাসনায় আলম্বনকে বজায় রেখে তাতেই আরোপ্যের চিন্তা করা হয়ে থাকে।

অহংগ্রহোপাসনা—শাস্ত্রে অহংগ্রহোপাসনা বলে একপ্রকার উপাসনার উল্লেখ আছে। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত ভাবনোপনিষদের ভাষ্যে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত হয়েছে—'ত্বং বাহমস্মি ভগবো দেবতেঽহং বৈ ত্বমসি'—ভগবতি দেবতে! তুমি আমি এবং আমি তুমি। এর অর্থ দেবতাই অর্থাৎ সাধ্যই অহং অর্থাৎ সাধক এবং সাধকই সাধ্য। এমনিভাবে ব্রহ্মকে অহংরূপে এবং অহংকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার নাম অহংগ্রহোপাসনা।

সাধারণভাবে উপাসনার প্রকারভেদের বিবরণ দেওয়া হল। সাধনার মার্গভেদে ও অধিকারিভেদে উপাসনার প্রকারভেদ হয়।[২] এইজন্য শাস্ত্রে নানা প্রকারের উপাসনা বিহিত হয়েছে।

পূজা—উপাসনা ও পূজা তন্ত্রশাস্ত্রে পর্যায়বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও পূজার পৃথক্ ব্যাখ্যাদি দৃষ্ট হয়।

ভাস্কররায় ভাবনোপনিষদের ভাষ্যে লিখেছেন—লোকব্যবহারে বিশেষার্ঘ্যরূপ জলবিন্দ্বাদি নৈবেদ্য এবং পূজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণসম্বন্ধই পূজা।[৩]

ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণই পূজা। পূর্ণ-আত্মসমর্পণে পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মলয় ঘটে। শাস্ত্রে এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয়েছে[৪]—পুষ্পাদি দিয়ে পূজা হয় না, নির্বিকল্প মহাব্যোমে অর্থাৎ পরম শিবে বা ব্রহ্মে যা বুদ্ধিকে দৃঢ় করে তাই পূজা। সে-পূজা পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মলয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহানির্বাণতন্ত্রেও সেবক এবং ঈশ্বরের ঐক্যকে পূজা বলা হয়েছে।[৫]

সেবক ও ঈশ্বর যে স্বরূপতঃ এক এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ সুস্পষ্ট। যোগবাসিষ্ঠে বলা

১ যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধাবধ্যস্যমানায়ামপ্যনুবর্ততে এব নামবুদ্ধি ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ততে। যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাসঃ।—ব্র সূ ৩।৩।৯-এর ভাষ্য

২ অধিকারিভেদাচ্চোপাসনাভেদঃ যজ্ঞেষশ্বমেধাদিবৎ।—ব্র সূ ৩।৩।৯-এর শক্তিভাষ্য

৩ লোকে হি বিশেষার্ঘ্যজলবিন্দ্বাদের্নৈবেদ্যস্য স্বাত্মনশ্চ দেবতায়াং সমর্পণসম্বন্ধ এব পূজা।

—ভাবনোপনিষৎ ১০-এর ভাষ্য

৪ পূজা নাম ন পুষ্পাদ্যৈ র্যা মতিঃ ক্রিয়তে দৃঢ়া। নির্বিকল্পে মহাব্যোম্নি সা পূজা হ্যাদরাল্লয়ঃ।

—তন্ত্রালোকের (৪।১২১) জয়রথকৃত টীকায় উদ্ধৃত

৫ যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।—মহা ত ১৪।১২৩

হয়েছে—ঈশ্বর দূরেও নন, সুদুর্লভও নন। মহাবোধময় পরমেশ্বর একমাত্র আত্মা। সাধকের আত্মাই পরমেশ্বর।[১]

পূজার মূলগত ভাব যে ঐক্য আচার্য অভিনবগুপ্তও পূজার দার্শনিক ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন—রূপরসাদি বিভিন্নভাবসমূহের সঙ্গে দেশকালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন নিরুপাধিক পূর্ণ পরসম্বিদ্রূপী আত্মার সংগতি অর্থাৎ একীকরণ পূজা।[২]

পূজার লক্ষ্য—পূজার লক্ষ্য এই ঐক্য। এই ঐক্যবোধেরই চরম পরিণতি ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান। পূজাদি সব সাধনার এইটিই চরম লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে আর পূজাদির কোনো প্রয়োজন নাই। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞান যাঁর হয়েছে তাঁর যোগও নাই, পূজাও নাই। যাঁর অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজমান তাঁর জপ যজ্ঞ তপ নিয়ম ব্রত এ-সব দিয়ে কি হবে?[৩]

দ্রব্যযজ্ঞাদি অর্থাৎ পূজাদি সকল কর্মই যে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় এ বিষয়ে শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার নির্দেশ দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়স্কর। সব কর্মই ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।[৪]

এই কথাটাই ব্যাখ্যা করে যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—পূজাদি কর্মের দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। ভক্তির দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় আর ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়।[৫]

যাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নি শাস্ত্রে তাদের জন্যই পূজাদি কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে শিব বলছেন—যে-সব মানুষের যোগ লাভ হয় নি অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নি এবং যারা সর্বদা ভোগকামী তাদের স্বভাবতঃই কর্মসঙ্কুল বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। তারা ধ্যান পূজা এবং জপে অনুরক্ত হয়। এ-সবের মধ্যে যেটিতে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় সেইটি তাদের পক্ষে শ্রেয়। এই-সব লোকদের চিত্তশুদ্ধির জন্যই আমি বিবিধ ক্রিয়াকর্মের কথা

---

১ ঈশ্বরো ন মহাবুদ্ধে দূরে ন চ সুদুর্লভঃ। মহাবোধময়ৈকাত্মা স্বাত্মৈব পরমেশ্বরঃ।
—যো বা, নির্বাণপ্রকরণ, উত্তরার্দ্ধ ৪৮।২২

২ পূজা নাম বিভিন্নস্য ভাবৌঘস্যাপি সংগতিঃ। স্বতন্ত্রবিমলানন্তভৈরবীয়চিদাত্মনা।—ত আ ৪।১২১

৩ সর্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্। ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।—মহা ত ১৪।১২৩-১২৪

৪ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।
—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৪।৩৩

৫ কর্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ। জ্ঞানাৎ মুক্তির্মহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
—যো ত, পূর্বখণ্ড, পৃঃ ১৩

বলেছি এবং তাদের জন্যই বহুবিধ নামরূপের সৃষ্টি করেছি। তবে দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এবং কর্মত্যাগ ব্যতীত এরূপ শত শত পূজাদি কর্ম করলেও কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে না।[১]

পূজার যা লক্ষ্য পূজককে পূজার আরম্ভ থেকেই সেইভাবে ভাবিত হতে হয়। লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবতা হয়ে তবে দেবপূজা করতে হবে। এর অর্থ পূজ্যের সঙ্গে পূজককে স্বীয় অভিন্নতা ভাবনা করে তবে পূজা করতে হবে।

পূজার বিভিন্ন অঙ্গ এবং অনুষ্ঠানের মর্মগত লক্ষ্যও সাধকের ব্রহ্মোপলব্ধি। সাধক যদি পূজার যথার্থ মর্ম অবগত হয়ে পূজায় প্রবৃত্ত হন তা হলে মন্ত্র যন্ত্র নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজোপকরণ এবং ন্যাস ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ধ্যান প্রভৃতি পূজানুষ্ঠান তাঁর কাছে চিৎশক্তির রূপে এবং চিদ্‌বিলাসে পরিণত হয়। তিনি দেখতে পান এই-সবের চরম লক্ষ্য সাধকের অদ্বয় ব্রহ্মোপলব্ধি।[২]

তন্ত্রের অভিমত কুণ্ডলিনী না জাগলে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কাজেই পূজাদির প্রাথমিক লক্ষ্য কুণ্ডলিনীজাগরণ।[৩]

পূজার প্রয়োজনীয়তা— কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের বশে কর্ম করতে বাধ্য হয়।[৪] লোকে হয় ভাল কর্ম করে, না হয় মন্দ কর্ম করে। আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে যাদের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, যারা দেবতায় বিশ্বাস[৫] করে তাদের পক্ষে পূজার্চাদি অবশ্যই ভাল কাজ। কেন না এ-সব কাজের দ্বারা ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয় ও দুষ্প্রবৃত্তি নিবারিত হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে জীবসমূহ কর্মের দ্বারাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে, কর্মবশেই

---

১ অপ্রাপ্তযোগমর্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্। স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্মসঙ্কুলে।
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চাজপসাধনে। শ্রেয়স্তদেব জানন্ত যত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ।
অতঃ কর্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে। নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া।
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্মসংন্যসনং বিনা। কুর্বন্ কল্পশতং কর্ম নভবেন্মুক্তিভাগ্ জনঃ।
—মহা ত ৮।২৮৪-২৮৭

২ Tantra As a way of Realization, C. Her. I., Vol. IV, P. 238.

৩ ঐ

৪ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।
—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৩।৫

৫ শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন জন্মান্তরের কর্মবশে লোকের দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা বিশ্বাস জন্মে। দ্রঃ 'যেষাং তু দেবতাসদ্ভাবে জন্মান্তরকর্মবশাদনাশ্বাস আস্তিক্যতা চ।—ত্রিপুরামহোপনিষদের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যভূমিকা

জন্মায় বেঁচে থাকে এবং লোপ পায়। এই কারণে অল্পবুদ্ধি লোকের নির্বাণধর্মে প্রবৃত্তির জন্য এবং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তির জন্য সাধনান্বিত বহুবিধ কর্মের কথা বলা হয়েছে।[১]

যাঁরা অল্পবুদ্ধি নন তাঁদের পক্ষেও ব্রহ্মোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত পূজাদি বিহিত এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কুলার্ণবতন্ত্রে পূজাশব্দের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে পূজার প্রয়োজনীয়তা সূচিত হয়েছে। উক্ত তন্ত্রে আছে—যা পূর্বজন্মের অনুশমন করে অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কর্মপ্রবাহ শান্ত করে, জন্মমৃত্যু-নিবারণ করে এবং সম্পূর্ণফলদান করে তাকে বলে পূজা।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে এই তন্ত্রমতে পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলভোগের তীব্রতা নাশের জন্য, মোক্ষলাভের জন্য এবং বাঞ্ছিত অন্য ফললাভের জন্য পূজা প্রয়োজন। বাঞ্ছিত ফললাভের জন্য পূজার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি কুলার্ণবতন্ত্রে বড় চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝান হয়েছে। বলা হয়েছে—ঘি যতক্ষণ দুধের আকারে গাভীর শরীরে থাকে ততক্ষণ তা গাভীর শরীর পোষণ করে না কিন্তু যথানিয়মে দুধ দুইয়ে নিয়ে তার থেকে যখন ঘি করা হয় তখন সে-ঘি গাভীকে খেতে দিলে তা তাকে পুষ্ট করে। এক্ষেত্রে ঘিকে শরীরপোষণের উপযোগী করার জন্য মানুষের চেষ্টার প্রয়োজন হয়। তেমনি সর্পিবৎ সর্বশরীরস্থা পরমেশ্বরী উপাসনা অর্থাৎ পূজাদি সাধনা ছাড়া সাধককে অভীষ্ট ফল দেন না।[৩] অতএব বাঞ্ছিত ফললাভের জন্য পূজা প্রয়োজন।

তা ছাড়া লক্ষ্য করা গেছে সগুণব্রহ্মোপাসনা চিত্তশুদ্ধিকর। চিত্তশুদ্ধি না হলে ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কাজেই চিত্তশুদ্ধির জন্য পূজার্চাদি সগুণব্রহ্মোপাসনা আবশ্যক।

পূজার প্রকারভেদ—অধিকারিভেদে ও উদ্দেশ্যভেদে উপাসনা বা পূজা যে ভিন্ন হয়ে যায় উপাসনা প্রসঙ্গে তা লক্ষ্য করা গেছে। অন্য বিচারেও উপাসনা তথা পূজার প্রকারভেদ করা হয়। দেবীভাগবতে বলা হয়েছে পূজা দ্বিবিধ—বাহ্য এবং আভ্যন্তর। বাহ্য পূজা আবার দ্বিবিধ—বৈদিক এবং তান্ত্রিক। বৈদিকদীক্ষাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে বৈদিক পূজা এবং তান্ত্রিকদীক্ষাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে তান্ত্রিক পূজা বিহিত।[৪]

---

১ কর্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্মণা। জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্তন্তে কর্মণো বশাৎ।
অতো বহুবিধং কর্ম কথিতং সাধনান্বিতম্। প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে।—মহা ত ১৪।১০৫-১০৬

২ পূর্বজন্মানুশমনাজ্জন্মমৃত্যুনিবারণাৎ। সম্পূর্ণফলদানাচ্চ পূজেতি কথিতা প্রিয়ে।—কু ত ১৭।৭০

৩ গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্। স্বকর্মরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েৎ।
এবং সর্বশরীরস্থা সর্পিবৎ পরমেশ্বরী। বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাম্।—কু ত ৬।৭৭-৭৮

৪ দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্‌বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ। বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ। তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ।
—দে ভা ৭।৩৯।৩-৪

তন্ত্রবিহিত পূজা তান্ত্রিক পূজা এবং বেদবিহিত পূজা বৈদিক পূজা। বেদবিহিত অর্থ বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে বিহিত।

সাধারা পূজা ও নিরাধারা পূজা— বাহ্য পূজার মতো আভ্যন্তর পূজারও দুটি প্রকারভেদ সূতসংহিতায় নির্দিষ্ট হয়েছে[১]—এক 'সাধারা' অপর 'নিরাধারা'। এর মধ্যে নিরাধারা পূজা মহত্তর। "হৃৎপুণ্ডরীকগত দহরাকাশে মাতৃকাবর্ণক্‌ৢপ্ত আধারে গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিবে; ইহাই সাধারা পূজা। নির্বিকল্পক জ্ঞানধারার নাম সংবিৎ, এই সংবিদ্রূপিণী পরমেশ্বরীতে মনোলয়ের নাম নিরাধারা পূজা।"[২]

নিরাধারা পূজায় বৈদিকে তান্ত্রিকে কোনো ভেদ নাই। সাধারা পূজায় প্রণালীভেদ আছে।[৩]

বৈদিক-তান্ত্রিক-মিশ্র—পূর্বোক্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক পূজার সংমিশ্রিত একটি মিশ্র পূজার উল্লেখও শাস্ত্রে আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের অভিমত—ভগবানের পূজা তিন প্রকার, বৈদিক তান্ত্রিক এবং মিশ্র। এই তিন প্রকার পূজার মধ্যে যার যেটিতে অভিরুচি বা অধিকার সে সেই পূজার বিধান অনুসারে ভগবানের অর্চনা করবে।[৪]

নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য— তান্ত্রিক পূজার নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই তিনটি প্রকারভেদও করা হয়।[৫]

যে-পূজা প্রতিদিন করতে হয় এবং যা না করলে পাপ হয় তাকে বলে নিত্যপূজা।[৬]

মাসকৃত্য তিথিকৃত্য বা বর্ষকৃত্য বিশেষ পূজাকে বলা হয় নৈমিত্তিকপূজা। শ্রদ্ধাসহকারে এই পূজার অনুষ্ঠান করতে হয়। অবশ্য পূজামাত্রই শ্রদ্ধাসহকারে করতে হয়। তন্ত্রের অভিমত নৈমিত্তিক পূজার বিধি লঙ্ঘন করলে নরকে যেতে হবে।[৭]

---

১ পূজা বাহ্যাভ্যন্তরা সাঽপি দ্বিবিধা পরিকীর্তিতা। সাধারা চ নিবাধারা নিরাধারা মহত্তরা।
সাধারা যা তু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি। আধারে বর্ণসংক্‌ৢপ্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্‌।
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা গুরূণোক্তেন বর্ত্মনা। যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সা তু তস্যাং মনোলয়ঃ।
—স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতার শিবমাহাত্ম্যখণ্ড ৫ম অধ্যায়ের বচন, দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৫

২ কৌ র, পৃঃ ২৫ ৩ ঐ পৃঃ ২৬

৪ বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ।
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।২৭।৭

৫ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতম্‌।—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৫

৬ দৈনন্দিনমতো নিত্যং পাতকমবিধানতঃ।—গ ত ২২।১০

৭ মাসিকং তিথিকৃত্যং চ বার্ষিকং ফলদায়কম্‌। লঙ্ঘনান্নিরয়ো যস্য নিত্যশ্রদ্ধাবিধানতঃ।
নৈমিত্তিকং বিজানীয়াচ্ছ্রদ্ধয়া তৎসমাচরেৎ।—ঐ ২২।১০-১১

শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য যে-পূজা করা হয় তাকে বলে কাম্যপূজা।[১]

তন্ত্রশাস্ত্রে এই ত্রিবিধ পূজার ক্রমও নির্দিষ্ট হয়েছে। নিত্যপূজারত সাধক নৈমিত্তিক-পূজা করবেন এবং নিত্য- ও নৈমিত্তিক-পূজারত সাধক কাম্য পূজায় অধিকারী।[২]

কথাটা অন্যভাবেও বলা হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যপূজা পূর্ব-পূর্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কাম্যপূজা নিত্য- ও নৈমিত্তিক-পূজার উপর নির্ভরশীল আর নৈমিত্তিকপূজা নির্ভরশীল নিত্যপূজার উপর। এই পূজাক্রমের অন্যথা করলে বিপদ-পরম্পরার সৃষ্টি হয়।[৩]

সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক—গন্ধর্বতন্ত্রে নিত্যপূজাকে সাত্ত্বিক, নৈমিত্তিক পূজাকে রাজসিক আর কাম্যপূজাকে তামসিক বলা হয়েছে।[৪]

সাত্ত্বিকাদি পূজার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যেমন মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫]—'শ্রুতিবিহিত এবং অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা কৃত পূজা সাত্ত্বিক। এ পূজা মুক্তি প্রদান করে। ভগবত্তত্ত্ববেত্তা তপোনিষ্ঠ রাজর্ষিদের কৃত পূজা রাজসিক। এ পূজা সুখ প্রদান করে। আর স্ত্রী বালক বৃদ্ধ মুর্খাদি অক্ষুব্ধমনা ভক্তদের দ্বারা কৃত পূজা তামসিক।' এ পূজার ফল বর্ণিত হয় নি।

মানসাদিভেদ—রুদ্রযামলে আবার পূজার মানস সাক্ষাৎ এবং বচোময় এই তিনটি ভেদ করা হয়েছে। মানস পূজা যোগীদের পক্ষে বিহিত, সাক্ষাৎ পূজা গৃহস্থদের পক্ষে বিহিত এবং তামসপ্রকৃতির লোকেদের, রাজাদের ও কামনাকারীদের পক্ষে বচোময় পূজা বিহিত।[৬]

আবার বলা হয়েছে পূজা ত্রিবিধা—মানসী অন্তর্যাগাত্মিকা এবং বাহ্যা[৭] এই ত্রিবিধ

---

১ ফলমাত্রশ্রুতির্যস্তু শ্রুতিস্মৃতিপ্রচোদিতম্। কাম্যং তত্তু বিজানীয়াৎ পুজিতং তত্র গোচরে।—গ ত ২২।১২

২ নিত্যাচারপরো মন্ত্রী নৈমিত্তিকবিধিং চরেৎ। নিত্যনৈমিত্তিকপরঃ সাধুঃ কাম্যং বিচিন্তয়েৎ।
কাম্যান্নৈমিত্তিকং নিত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকাৎ পরম।—ঐ ২৪।২২-২৩

৩ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং সাপেক্ষং পূর্বপূর্বতঃ। অন্যথা ভজনং চেচ্ছন্ করোত্যাপৎপরম্পরাম্।
—ত রা ত ৬।২

৪ নিত্যং সাত্ত্বিকমেবাত্র নৈমিত্তিকন্তু রাজসম্। তামসং কাম্যমেবাত্র কুর্যাৎ ফলবিতৃষ্ণয়া।—গ ত ২২।১৪

৫ বিহিতাঽখিলবেদোক্তৈর্ব্রহ্মর্ষিভিরকল্মষৈঃ।
ক্রিয়মাণা তু যা পূজা সাত্ত্বিকী সা বিমুক্তিদা। রাজর্ষিভিস্তপোনিষ্ঠৈর্ভগবত্তত্ত্ববেদিভিঃ।
যা পূজা ক্রিয়তে সম্যগ্রাজসী সা সুখপ্রদা। স্ত্রীবালবৃদ্ধমূর্খাদ্যৈর্ভক্তৈরক্ষুব্ধমানসৈঃ
যা পূজা ক্রিয়তে নিত্যং তামসী সা প্রকীর্তিতা।—ব্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ৩৭

৬ পূজনং ত্রিবিধং প্রোক্তং মনঃ সাক্ষাদ্বচো মম। মানসং যোগিনাং প্রোক্তং তদা সাক্ষাৎ গৃহে প্রভো।
বচোময়ং তামসানাং নৃপাণাং কামিনাং প্রভো।—রু যা, উ ত, পঃ ৬৪

৭ অথ পূজা সা তু ত্রিবিধা মানস্যন্তর্যাগাত্মিকা বাহ্যা চ।—প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮৫

পূজার ত্রিবিধ ফলও বর্ণিত হয়েছে। মানসী পূজা মহাসিদ্ধিকরী মুক্তিদায়িনী। অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্বজীবত্বনাশিনী। আর বাহ্য পূজা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী। এই পূজা ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে ও সব বিপদ নাশ করে, সমস্ত দোষ বা পাপ ক্ষয় করে, সব শত্রু বিনাশ করে, সব রোগ নষ্ট করে, সব বন্ধন মোচন করে। বীর এবং পশুদের পক্ষে বাহ্যপূজা অধম নয়। কেবলমাত্র দিব্যদের পক্ষে বাহ্যপূজা অধম।[১]

তবে বাহ্যপূজাকে কোথাও কোথাও সকলের পক্ষেই অধম বলা হয়েছে। যেমন শ্রীচক্রপূজা সম্পর্কে সনৎকুমার সংহিতায় বলা হয়েছে—বাহ্যপূজা করা উচিত নয়। সে-পূজা বাহ্যজাতিরা করবে। কেন না বাহ্যপূজা ক্ষুদ্র ফল প্রদান করে। এই পূজায় শুধু ঐহিক ফললাভ হায়।[২]

উত্তমাদিভেদ—মহানির্বাণতন্ত্রের মতে বাহ্যপূজা অধমেরও অধম। উক্ত তন্ত্রে আছে[৩] ব্রহ্মসদ্ভাব উত্তম। ধ্যানভাব মধ্যম, জপস্তুতি অধম এবং বহিঃপূজা অধমের অধম। ব্রহ্ম-সদ্ভাব অর্থ ব্রহ্মই সৎ আর সব অসৎ এইভাব। এই ভাবের সাধনা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যোপলব্ধির সাধনা। আর ধ্যানভাব বলতে বুঝায় যোগসম্মত প্রক্রিয়া অনুসারে অবিরত ইষ্টদেবতার ধ্যান।

কুলার্ণবতন্ত্রেও[৪] অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

পূজা সম্পর্কে এই ধরণের উত্তমাদিবিষয়ক শাস্ত্রবচনের মর্ম বুঝতে না পারলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিম্নাধিকারী ব্যক্তিও বাহ্যপূজা জপস্তুতি এ-সব নিকৃষ্ট মনে করে এ-সবের প্রতি বীতরাগ হতে পারে। অথচ তাদের পক্ষে বাহ্যপূজাদিই বিহিত। সংসারের অধিকাংশ মানুষই নিম্নাধিকারী। নিম্নাধিকারী কথাটার মধ্যে কোনো নিন্দা নাই। বিদ্যারম্ভের সময় বিদ্যার্থী যেমন নিম্নাধিকারী সেই রকম এরাও নিম্নাধিকারী। সাধনার প্রথম সোপান বাহ্যপূজাদি থেকেই এদের আরম্ভ করতে হয়। সাধনার উচ্চতম স্তরে

---

১ মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী। অন্তর্যাগাত্মিকা সর্বজীবত্বপরিনাশিনী।
বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্বসৌভাগ্যদায়িনী। ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্বাপৎপরিনাশিনী।
সর্বদোষক্ষয়করী সর্বশত্রুনিপাতিনী। সর্বরোগক্ষয়করী সর্ববন্ধনমোচনী।
ন বীরাণাং পশূনাঞ্চ বাহ্যপূজাধমা প্রিয়ে। কেবলানাং চ দিব্যানাং বাহ্যপূজাধমা স্মৃতা।
—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮৫

২ বাহ্যপূজা ন কর্তব্যা কর্তব্যা বাহ্যজাতিভিঃ। সা ক্ষুদ্রফলদা নৃণাং ঐহিকার্থৈকসাধনাৎ।
—সনৎকুমারসংহিতাবচন; দ্রঃ সৌ ল, শ্লোক ৩২-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৩ উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা।—মহা ত ১৪।১২২

৪ উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা। জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা।—কু ত, উঃ ৯

পৌঁছালে পরে সহজাবস্থা বা ব্রহ্মসদ্ভাব প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত বাহ্যপূজাদিই করতে হয়।

স্বাভাবিকপূজা—উচ্চকোটির সাধকের চিত্ত যখন অন্তর্মুখী হয়ে আত্মস্বরূপ তথা ব্রহ্মস্বরূপে নিবিষ্ট হয়ে যায় তখনই তাঁর সহজাবস্থা বা ব্রহ্মসদ্ভাব-প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় সাধকের দেহাভিমান থাকে না। তখন তাঁর কাছে দেহ দেবালয়। এই দেবালয়ের দেবতা আত্মা আর আত্মা ব্রহ্ম। কাজেই তখন সাধক যা কিছু করেন সবই ব্রহ্মবুদ্ধিতে করেন বলে সবই তাঁর কাছে পূজা হয়ে দাঁড়ায়। এরই নাম স্বাভাবিকপূজা। এই পূজাই উত্তমপূজা। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এ সম্পর্কে লিখেছেন—"ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী শব্দ স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা আত্মদেবতার যে-পূজা হয় শাস্ত্রে তাকে স্বাভাবিক পূজা বা সহজ উপাসনা বলা হয়েছে এবং মহাযজ্ঞ বলে এর প্রশংসা করা হয়েছে। বিষয়ানুভবজনিত আনন্দ মহানন্দের সঙ্গে মিশে গেলে যে-বৈষম্যহীন অবস্থার উদয় হয় তাই ভগবতীর উত্তম উপাসনার প্রকৃত তত্ত্ব।"[১]

স্বাভাবিকপূজা সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রের অভিমত এই—আত্মৈকভাবনিষ্ঠ সাধকের চেষ্টামাত্র অর্চনা, কথামাত্র মন্ত্র, নিরীক্ষণমাত্র ধ্যান। যাঁর দেহাভিমান নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরমাত্মাকে যিনি জেনেছেন তাঁর মন যেখানে যায় সেখানেই সমাধি হয়।[২]

এই ভাবটির চমৎকার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সৌন্দর্যলহরীতে। সাধক প্রার্থনা করছেন[৩]—দেবি! আমার যদৃচ্ছা সংলাপ তোমার জপ হোক, হস্তবিন্যাসাদি-ক্রিয়া তোমার উদ্দেশ্যে হোক মুদ্রাবিরচণ, আমার যদৃচ্ছা-গমন তোমার প্রদক্ষিণ হোক, ভোজনাদি হোক তোমার উদ্দেশ্যে আহুতি, যদৃচ্ছা-শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, আত্মার্পণ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপিণী তোমাতে সমর্পণবুদ্ধিতে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি সমস্ত সুখকর বস্তুগ্রহণ এবং আমার সমস্ত চেষ্টা তোমার পূজা হোক।

ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এই ভাবটি প্রপঞ্চসারতন্ত্রের একটি প্রার্থনায়ও প্রকাশিত

---

১ ইন্দ্রিয়োঁকো তৃপ্ত করনেবালে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিকে দ্বারা আত্মদেবতাকী জো জো পূজা হোতী হৈ, উসে স্বাভাবিক পূজা বা সহজ উপাসনা কহকর মহাযজ্ঞরূপসে শাস্ত্রমেঁ উসকী প্রশংসা কী গয়ী হৈ। বিষয়ানুভবজন্য আনন্দ মহানন্দকে সাথ মিলনেপর জিস বৈষম্যহীন অবস্থাকা উদয় হোতা হৈ বহী ভগবতীকী উত্তম উপাসনাকা প্রকৃত তত্ত্ব হৈ।—শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬৩

২ আত্মৈকভাবনিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্চনম্। যো যো জল্পঃ স্বমন্ত্রস্য তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্।
দেহাভিমানে গলিতে বিদিতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ।—কু ত, উঃ ৯

৩ জপো জল্পশ্ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনা গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামস্সংবেশস্সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্।—সৌ ল, শ্লোক ২৭

হয়েছে—মহেশি! আমার সমস্ত মনোবৃত্তি হোক তোমার স্মরণ, সমস্ত বাক্‌প্রবৃত্তি তোমার স্তুতি, আমার শরীরপ্রবৃত্তি অর্থাৎ আহারনিদ্রাদি যাবতীয় শারীরক্রিয়া হোক তোমার প্রণাম। সতত আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে ক্ষমা কর।[১]

কিন্তু উক্ত ভাবের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হয়েছে নিম্নোক্ত বচনে—জগজ্জননি! সকাল থেকে সায়াহ্ন অবধি এবং সায়াহ্ন থেকে সকাল পর্যন্ত আমি যা কিছু করি সবই তোমার পূজা।[২]

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই শাব্দ জ্ঞান যার আছে এবং ব্রহ্মবুদ্ধিতে যিনি যাবতীয় কর্ম করেন তাঁরও স্বরূপসত্তা ও কার্মিকসত্তার পৃথক্ অস্তিত্ববোধ যতদিন আছে ততদিনই পূর্বোক্ত পূজা প্রার্থনাদির প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে স্বাভাবিকপূজা অতি উচ্চকোটির সাধকের পক্ষেই সম্ভবপর।

আন্তরপূজাসহ বাহ্যপূজা—উপরের আলোচনা থেকে একথা অবশ্যই স্পষ্ট হয়েছে যে প্রথমাধিকারী সাধকের পক্ষে বাহ্যপূজা বিহিত। তবে তাদেরও বাহ্যপূজার সঙ্গেই আন্তর-পূজাও করতে হয়।[৩] তন্ত্রসংহিতায় বলা হয়েছে—দীক্ষিত সাধকদের উপাসনা দ্বিবিধ, বাহ্য এবং আন্তর। তার মধ্যে সন্ন্যাসীদের জন্য আন্তর-উপাসনা, অন্যদের জন্য বাহ্য এবং আন্তর উভয়ই।[৪]

আন্তরপূজা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না আন্তরপূজায় অধিকার হয় সেই পর্যন্ত বাহ্যপূজা করতে হবে। সে-অধিকার হলে তবে বাহ্যপূজা ত্যাগ করা যায়।[৫] এখানে আন্তরপূজায় অধিকার বলতে কেবলমাত্র আন্তরপূজায় অধিকার বুঝতে হবে। কেন না বাহ্যপূজার সঙ্গেও আন্তরপূজার বিধান আছে।

অন্যত্রও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না জ্ঞানের উদ্ভব হয় সেই পর্যন্ত আন্তরপূজা করতে হবে।[৬]

---

১ মনোবৃত্তিরস্তু স্মৃতিস্তে সমস্তা তথা বাক্‌প্রবৃত্তিঃ স্তুতিঃ স্যান্মহেশি!
শরীরপ্রবৃত্তিঃ প্রণামক্রিয়া স্যাৎ প্রসীদ ক্ষমস্ব প্রভো সন্ততং মে।—প্র সা ত ১১।৬৮

২ প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরেবতু। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।
—দ্রঃ P. T., Part II, 2nd Ed., p. 706

৩ সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৬

৪ দ্বিবিধং স্যাল্লব্ধমনোর্বাহ্যান্তরমুপাসনম্। ন্যাসিনাঞ্চান্তরং প্রোক্তমন্যেষামুভয়ং তথা।
—তন্ত্রসংহিতাবচন, দ্রঃ P. T., Part II, 2nd E., p. 653

৫ যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্নহি। তাবদ্‌বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ।
—দে ভা ৭।৩৯।৪৩

৬ বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭; পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩৩

এই নির্দেশের তাৎপর্য বাহ্যপূজার ফলে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই শুদ্ধচিত্তে তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়। পঞ্চদশী বলেন উপাসনাশক্তিহেতু বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়।[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে বাহ্যপূজার সঙ্গেও আন্তরপূজা বা মানসপূজা করতে হয়। সনৎকুমার-সংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[২]—মানসযাগ না করে বাহ্যার্চনা করবে না।

কৌলাবলীনির্ণয়ে অন্তর্যাগ বা আন্তরপূজাকে বলা হয়েছে আত্মশুদ্ধি এবং বিধান দেওয়া হয়েছে অন্তর্যাগ করে তার পরে বহির্যাগ করতে হবে। যে-অন্তর্যাগবর্জিত তার বহির্যাগে কোনো ফল হয় না।[৩]

এই ধরণের বচন অন্যান্য তন্ত্রেও[৪] পাওয়া যায়। এই রকমের নির্দেশ দেওয়ার দুটি উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়। এক—অন্তঃপূজাই সাধকের লক্ষ্য। কেন না তন্ত্রমতে এই পূজাই সমস্ত পূজার মধ্যে উত্তম।[৫] বলা হয়েছে এতে বাহ্যপূজার কোটিগুণ ফললাভ হয়।[৬] এইজন্য শুধু বাহ্যপূজায় অধিকারী সাধককেও প্রথমে যথাশক্তি অন্তঃপূজা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাধকের দৃষ্টি প্রথম থেকেই অন্তঃপূজার লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট থাকবে। দুই—প্রথম থেকেই যথাশাস্ত্র যথাশক্তি অভ্যাস করলে ক্রমে সেই কঠিন পূজার মর্ম সাধকের অধিগত হবে, তাঁর চিত্তবৃত্তি আন্তরপূজানুসারী হয়ে উঠবে এবং তল্লীন হবে। এইভাবে পূজার উচ্চতম লক্ষ্যসাধনের দিকে তাঁর অগ্রগতি যে-অবস্থায় বাহ্যপূজা বিহিত সেই অবস্থায়ও ত্বরান্বিত হবে।

আন্তরপূজা— আন্তরপূজা অন্তর্যাগ অন্তর্যজন অন্তঃপূজা প্রভৃতি পর্যায়বাচক শব্দ। বিভিন্ন তন্ত্রে এই পূজার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—সংবিৎ ভগবতীর নিরুপাধিক পররূপ। সেই সংবিদে সাধকের চিত্তলয়ের নাম আন্তরপূজা।[৭]

১ উপাসনস্ত সামর্থ্যাদ্ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেৎ ততঃ।—পঞ্চদশী, ধ্যানদীপপ্রকরণ, ২য় ভাগ, শ্লোক ৪২

২ অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্যাদ্ বহিরর্চনম্।—সনৎকুমারসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৮৯

৩ আত্মশুদ্ধিঃ সমাখ্যাতো অন্তর্যাগশ্চ কথ্যতে। অন্তর্যাগবিধিং কৃত্বা বহির্যাগং সমাচরেৎ।
বহির্যাগে নাধিকারী অন্তর্যাগবিবর্জিতঃ। বহির্যাগফলং নাস্তি বিনান্তর্যজনং কদা।—কৌ নি ৩।১-২

৪ যেমন—(i) যদি বাহ্যার্চনাদ্রব্যসম্পত্তিরপি বর্ততে। অন্তর্যাগং বিধায়েথং বহির্যাগবিধিঞ্চরেৎ।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ, শা ত, উঃ ৬

(ii) ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ।—মহা ত ৫।১৫৭

৫ অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্বপূজোত্তমোত্তমা।—যামকেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩৩

৬ অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ।—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৬

৭ আভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সংবিল্লয়ঃ স্মৃতঃ। সংবিদেব পরং রূপমুপাধিরহিতং মম।—দে ভা ৭।৩৯।৪৪

আদ্যা কালীর আন্তরপূজা সম্পর্কে মহানির্বাণতন্ত্রে যে-বিধান দেওয়া হয়েছে তার থেকে আন্তরপূজার সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তন্ত্রে বলা হয়েছে[১]— দেবীকে আসন দেবে হৃৎপদ্ম,[২] চরণপ্রক্ষালনের জন্য পাদ্য দেবে সহস্রারচ্যুত অমৃত, অর্ঘ্য দেবে মন। সেই সহস্রারচ্যুত অমৃতকেই করবে দেবীর স্নানীয় ও পানীয়। আকাশতত্ত্ব হবে দেবীর বস্ত্র (সর্বব্যাপিনী যিনি তাঁর বস্ত্র অসীম আকাশ ছাড়া আর কি হতে পারে?), গন্ধতত্ত্ব হবে গন্ধ। চিত্তকে পুষ্প কল্পনা করবে, প্রাণকে ধূপ, তেজতত্ত্বকে দীপ এবং অমৃতসমুদ্রকে নৈবেদ্য কল্পনা করবে। অনাহত ধ্বনি[৩] হবে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্ব চামর। যাবতীয় ইন্দ্রিয়কর্ম এবং মনের চাঞ্চল্য হবে নৃত্য। নিজের অভিপ্রেত ভাবসিদ্ধির জন্য দেবীকে নানাবিধ পুষ্প দিতে হয়। অমায়া অনহংকার অরাগ অর্থাৎ অনাসক্তি অমদ অমোহ অদম্ভ অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্য অলোভ এই দশটি পুষ্পের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আছে অহিংসা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দয়া ক্ষমা এবং জ্ঞান এই পাঁচটি পুষ্প। এই পঞ্চদশ ভাবপুষ্পের দ্বারা দেবীর পূজা করতে হবে।

---

১ হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ। আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধং তু গন্ধতত্ত্বকম্।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বং তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্।
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে। অমায়মনহংকারমরাগমমদং তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা। অমাৎসর্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্তিতম্।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্।
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ।—মহা ত ৫।১৪৩-১৪৯

২ হৃদয়ে যে-পদ্মের ধ্যান করা হয় তাই হৃৎপদ্ম। অনাহত পদ্মকেই সাধারণতঃ হৃৎপদ্ম বলা হয়। এই হৃৎপদ্মের কর্ণিকার অধোদেশে ঊর্ধ্বমুখ রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্ম আছে। এইটিই ইষ্টদেবতার আসন। এই পদ্মের উপরে মানসপূজা করতে হয়। ষট্‌চক্রনিরূপণের (শ্লোক ২৫) টীকায় কালীচরণ লিখেছেন—হৃৎপদ্মস্য কর্ণিকাধোদেশে ঊর্ধ্বমুখরক্তবর্ণাষ্টদলপদ্মম্‌… …। এতৎপদ্মোপরি মানসপূজা কার্যা। তদুক্তং যথা—

তন্মধ্যেঽষ্টদলং রক্তং তত্র কল্পতরুং তথা।
ইষ্টদেবাসনং চারুচন্দ্রাতপবিরাজিতম্।

৩ শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে। অনাহতাখ্যং পদ্মং তৎ মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্। (—ষ নি, শ্লোক ২২, টীকা।)—যে-পদ্মে শব্দব্রহ্মময় অনাহত শব্দ যোগীদের গোচর হয় তাকে মুনিরা বলেন অনাহতপদ্ম। অনাহত শব্দ অর্থ যে-শব্দ অন্য কিছুর আঘাত ছাড়াই উত্থিত হয়। অনাহতপদ্মে শ্রুত অনাহত শব্দ বা ধ্বনিই হবে দেবীর আন্তরপূজার ঘণ্টাধ্বনি।

লক্ষণীয় বাহ্যপূজায় যা যা লাগে আন্তরপূজায় সে-সবই লাগে।

জপ— বহিঃপূজায় যেমন জপ হোম আছে আন্তরপূজায়ও তেমনি জপ হোমের বিধান আছে। জপের প্রসঙ্গে বর্ণমালা জপের আলোচনা করা হয়েছে। এই বর্ণমালা জপই আন্তরপূজায় বিহিত।

হোম—আন্তরপূজার হোমকে বলা হয় জ্ঞানহোম। নিত্যাতন্ত্রে এই হোমের সম্বন্ধে বলা হয়েছে— আত্মাকে চতুরস্র কুণ্ড ভাববে। আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে দিয়ে চতুরস্র রচনা করবে। অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ কুণ্ডলিনীকে হোমকুণ্ডের যোনি ভাববে। আনন্দকে হোমবেদীর মেখলা ভাববে আর ত্রিবলীকে বেদীর উপরকার ত্রিরেখা ভাববে। কুলভৈরব অর্থাৎ সাধক যোগীকে সেই হোমকুণ্ডে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। তার পর সেই সম্বিদাগ্নিতে শব্দনামক মাতৃকাবর্ণসমূহ আহুতি দিতে হবে। মাতৃকাবর্ণসমূহ আহুতি দিলে নিঃশব্দ ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন। পুণ্য-পাপ সঙ্কল্প-বিকল্প কৃত্য-অকৃত্য এই-সব হবি। মূলমন্ত্র চিন্তা করে মনোরূপ স্রুক্ দিয়ে এই হবি আহুতি দিতে হবে। তা হলে সাধকের সংবিন্ময় সাক্ষাৎ পরব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হবে।[১]

তন্ত্রসারে বলা হয়েছে নাভিতে উক্ত হোমকুণ্ডের চিন্তা করতে হয়।[২] আহুতি দিতে হয় চারবার। মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে 'জ্ঞানপ্রদীপিত নাভিস্থ চৈতন্যরূপ অগ্নিতে মনোরূপ স্রুকের দ্বারা হবিসহ সর্বদা ইন্দ্রিয়বৃত্তির আহুতি দেই, স্বাহা' এই মন্ত্র পড়ে প্রথম আহুতি দিতে হবে।[৩] তার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'ধর্মাধর্মরূপ হবির দ্বারা দীপ্ত আত্মাগ্নিতে মনোরূপ স্রুকের দ্বারা সুষুম্নাপথে নিরন্তর ইন্দ্রিয়বৃত্তির হোম করি, স্বাহা' এই মন্ত্র পড়ে দ্বিতীয় আহুতি দিতে হবে।[৪] আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ দুইহস্তধৃত উন্মনীরূপ স্রুকের দ্বারা ধর্মাধর্মকলারূপ হবি আত্মাগ্নিতে আহুতি দেই, স্বাহা'

---

১ আত্মেতি চতুরস্রস্তু বিচিন্ত্য বীরবন্দিতে। আত্মান্তরাত্মা পরমজ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরি।
চতুর্ভিরেতৈর্দ্দেবেশি কুর্যাত্তু চতুরস্রকম্। অর্ধমাত্রাং যোনিরূপাং কুণ্ডমধ্যে বিচিন্তয়েৎ।
আনন্দং মেখলাং কুর্যাৎ ত্রিরেখা বলয়ন্তথা। জ্ঞানাগ্নিং তত্র দেবেশি যোজয়েৎ কুলভৈরবঃ।
শব্দাখ্যং মাতৃকারূপং সম্বিদগ্নৌ ততো হুনেৎ। অক্ষরাণীহ মে দেবি নিঃশব্দং ব্রহ্ম জায়তে।
পুণ্যং পাপং বিকল্পঞ্চ সংকল্পং বীরবন্দিতে। কৃত্যঞ্চাকৃত্যমীশানি হবীংষ্যেতানি পার্বতি।
চিন্তয়েন্মূলবিদ্যাঞ্চ জুহুয়ান্মনসা স্রুচা। তদা সংবিন্ময়ঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মপদং ব্রজেৎ।
—নিত্যাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৭, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৫৩৫

২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৬৪১

৩ মূলান্তে নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং স্বাহা।—ঐ

৪ মূলান্তে ধর্মাধর্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং স্বাহা
ইতি দ্বিতীয়াহুতিং।—ঐ

এই মন্ত্র পড়ে তৃতীয় আহুতি দিতে হবে।[১] এর পর আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'অন্তরে সর্বদা মায়ান্ধকারবিনাশী যে-সম্বিদগ্নি ইন্ধন ছাড়াই জ্বলছে, যে-অগ্নিতে এক অদ্ভুত মরীচির বিকাশ হয়, সেই অগ্নিতে ক্ষিত্যাদিশিবান্ত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক বিশ্ব আহুতি প্রদান করি, স্বাহা' এই মন্ত্র পড়ে চতুর্থ আহুতি দিতে হবে।[২]

বিকল্প অন্তর্যাগ—গৌতমীয়তন্ত্রের অভিমত অন্তর্যাগ জীবন্মুক্তি প্রদান করে। তবে কেবলমাত্র মুনিদের এবং মুমুক্ষুদের অন্তর্যাগে অধিকার আছে। অন্যদের জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে তারা মানস দ্রব্যের দ্বারা বহির্যাগের মতো অন্তর্যাগ করতে পারে।[৩]

গৌতমীয়তন্ত্রের উক্ত বিধানের তাৎপর্য বহিঃপূজায় যে-সব প্রকট দ্রব্য ব্যবহৃত হয় মনে মনে সেই-সব দ্রব্য ব্যবহার করে যেমনিভাবে বহিঃপূজা করা হয় তেমনিভাবেই আন্তরপূজা ক্ষেত্র বিশেষে করা চলে। এরূপ আন্তরপূজাকে বহিঃপূজারই মানস অনুষ্ঠান বলা যায়।

গন্ধর্বতন্ত্রে এই ধরণের পূজার বিবরণ দিয়ে শেষে ফল বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে[৪] যে-ভক্তিমান্ মানুষ মনে মনেও মহাদেবীকে নৈবেদ্য প্রদান করে সে দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। মনে মনেও সহস্রপদ্মের মালা দেবীকে অর্পণ করলে সাধক শতসহস্রকোটি কল্প দেবীপুরে বাস করে পৃথিবীতে সার্বভৌম নৃপতি হয়ে জন্মায়। যে মনে মনেও মহাদেবীর প্রদক্ষিণ করে সে দক্ষিণদেশে যমপুরীতে গিয়ে নরক ভোগ করে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বহিঃপূজার মানসানুষ্ঠানরূপ এই আন্তরপূজা যে শাস্ত্রের বিচারে একটি সার্থক সাধনোপায় গন্ধর্বতন্ত্রের উক্ত বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। তা ছাড়া মনঃস্থৈর্যের দিক্ দিয়েও এটি বিশেষ কার্যকরী।

---

১ মূলান্তে প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্বে্যান্মনী স্রুচা। ধর্মাধর্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহং স্বাহা
ইতি তৃতীয়াহুতিম্ দদ্যাৎ—ঐ

২ অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভূতমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্ স্বাহা।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৯১

৩ অন্তর্যাগ ইতি প্রোক্তো জীবতো মুক্তিদায়কঃ। মুনীনাং চ মুমুক্ষূণামধিকারোঽত্র কেবলম্।
অথবা মানসৈর্দ্রব্যৈঃ প্রকটেনাপি পূজয়েৎ।—গৌ ত, অঃ ৯

৪ মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি। যো নরো ভক্তিসংযুক্তঃ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবেৎ।
মাল্যং পদ্মসহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি। কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
স্থিত্বা তব পুরে শ্রীমান্ সার্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ। মনসা তু মহাদেব্যৈ যঃ কুর্যাচ্চ প্রদক্ষিণম্।
স দক্ষিণং যমগৃহং নরকান্নৈব পশ্যতি।—গ ত ১২।২৪-২৭

এ রকম পূজার আরেকটি সার্থকতাও আছে। বহিঃপূজা সর্বত্র সব অবস্থায় সম্ভবপর নয় কিন্তু পূর্বোক্ত মানস পূজা সম্ভবপর। এই সম্পর্কে কালিকাপুরাণে বিধান দেওয়া হয়েছে[১]—প্রবাসে বা দুর্গম পথে কিংবা পূজার স্থান না পেলে অথবা জলে থাকা অবস্থায় কিংবা কারাগারে বদ্ধ থাকা অবস্থায় অথবা প্রায়োপবেশনের অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তি মহামায়ার মানস পূজা করবেন।

বহিঃপূজা— পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রের বিধান প্রথমে অন্তর্যাগ বা আন্তরপূজা করে তবে বহির্যাগ বা বহিঃপূজা করতে হবে।

পূজক ও পূজোপকরণের দেবত্ব— জপ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রের নির্দেশ সাধককে দেবতা হয়ে দেবপূজা করতে হবে। এর সহজ অর্থ পূজককে দেবভাবে ভাবিত হয়ে, দেবস্বভাব হয়ে পূজা করতে হবে।

বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ মহাশক্তি স্বয়ং।[২] কিন্তু ব্যবহারিক জগতের নানা সংস্কারের আবরণে বস্তুর সে-স্বরূপ আবৃত হয়ে যায়। সাধনার চরম লক্ষ্য জীবের আত্মস্বরূপের উপলব্ধি, ব্রহ্মোপলব্ধি। বস্তুর স্বরূপচিন্তা বস্তুর আবরণ ভেদ করে মনকে বস্তুস্বরূপে নিবিষ্ট করে দিতে পারে। সেইজন্য পূজার সময়ে সাধকের দেবতা হওয়া অর্থাৎ আপনার চিন্ময়স্বরূপের ভাবনায় মন নিবিষ্ট করা বিহিত। শুধু পূজকের নয়, পূজোপকরণেরও দেবত্ব তন্ত্রে বিহিত হয়েছে। এর অর্থ পূজায় বস্তুর দিব্যরূপটিকেই গ্রহণ করতে হবে। পূজা একটি দিব্য ব্যাপার। সেইজন্যই তন্ত্রের বিধান পূজ্য পূজক এবং পূজাদ্রব্য সবই দেবতা হবে। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩] সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ যে-ব্রহ্ম আমি সেই ব্রহ্ম, আমি ঈশ্বর। 'আমি ব্রহ্ম' সতত এইরূপ ভাবনাহেতু জীব দেবরূপ প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দেবতাদৃষ্টিতে পূজোপকরণকে দেখলে সব পূজোপকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় ও দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই ভাবনাচিন্তা যাতে দৃঢ় হয় তার জন্য তদুপযোগী বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা তন্ত্রে আছে। ভাব বা আইডিয়া সার্থক হয় কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। কর্মানুষ্ঠান ছাড়া শুধু ভাব বা আইডিয়া কথার কথামাত্র। তান্ত্রিক সাধনায় নানা রকম ক্রিয়াকর্ম আছে।

---

১ প্রবাসে পথি বা দুর্গে স্থানাপ্রাপ্তৌ জলেঽপি বা।
কারাগারে নিবদ্ধো বা প্রায়োপবেশগতোঽপি বা।
কুর্যাত্তত্র মহামায়াপূজাং বৈ মানসীং বুধঃ।—কা পু ৫৮।২৪-২৫

২ পঞ্চভূতময়ং বিশ্বং তন্ময়ী ত্বং সদানঘে।—বা নি ১২০-এর সে ব, পৃঃ ৩১৭

৩ চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্ ব্রহ্ম সোঽহমীশ্বরঃ। সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাদ্ দেবরূপতা।
আত্মনো জায়তে সম্যগ্ ভাবনানাত্র সংশয়ঃ। পূজোপকরণস্যাপি দেবত্বমিহ জায়তে।
সর্বেষাং দেবতাদৃষ্ট্যা জায়তে শুদ্ধতাপি চ।—গ ত ১৩।৩-৫

আপাতদৃষ্টিতে এ-সব অনেকগুলি নিরর্থক মনে হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন উচ্চ স্তরের তান্ত্রিক সাধনা সুপরিকল্পিত। এর প্রতিটি অনুষ্ঠান সাধককে চরম লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করে দেয়।

পূজানুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করার আগে এই সম্পর্কে দুয়েকটি সাধারণ বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক।

পূজক—তন্ত্রোক্ত স্বকল্পবিহিত পূজাদি কর্ম স্বয়ং সাধককে করতে হয়।[১] গন্ধর্বতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে সাধক মূঢ় হলে পূজাদি-কর্মে গুরুকে নিয়োগ করবেন।[২] তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন গুপ্তসাধনতন্ত্রে বলা হয়েছে—আগমোক্ত বিধানানুসারে পূজায় স্বয়ং গুরু অধিকারী। গুরুর অভাবে সাধক স্বয়ং পূজাদি করবেন।[৩]

বলা হয়েছে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী গুরু যদি পূজাদি করেন তা হলে সে-সবের শতকোটিগুণ ফল হয়। সাধক স্বয়ং পূজাদি করলেও পূজাদ্রব্যাদি-সব গুরুকে দান করবেন। গুরুকে দান করলে সব কিছুর কোটিগুণ ফল হয়।[৪]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নৈমিত্তিকাদি পূজা সম্পর্কেই গুপ্তসাধনতন্ত্রের বিধান। নিত্যপূজা স্বয়ং সাধককেই করতে হয়। উক্ত গুপ্তসাধনতন্ত্রেই বিধান দেওয়া হয়েছে[৫]—সাধক পূজার অর্থাৎ নৈমিত্তিক বা কাম্য পূজার আগের দিন ক্ষৌরকর্মাদি করবেন, হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ ভোজন করবেন। তার পরদিন অর্থাৎ পূজার দিন প্রাতঃকালে স্নান করে প্রথমে নিত্যপূজা সমাপন করতঃ দেবতার মতো শুদ্ধমনা হবেন।

এর পরেই বিধান দেওয়া হয়েছে গুরু তদভাবে গুরুপুত্র তদভাবে গুরুপত্নী পূজা করবেন। কেন না আগমোক্ত বিধানানুসারে পূজায় স্বয়ং গুরু অধিকারী। গুরু বা তাঁর পুত্র বা পত্নী কেউ উপস্থিত না থাকলে সাধক স্বয়ং পূজা করবেন।[৬]

---

১ তন্ত্রোক্তানি স্বকল্পোক্তকর্মাণি স্বয়মাচরেৎ।—বরদাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৩৮৪

২ স্বয়ং যদি ভবেন্মূঢ়ো গুরুং তত্র নিয়োজয়েৎ।—গ ত ২৪।১৮

৩ আগমোক্তবিধানেন অধিকারী গুরুঃ স্বয়ম্। গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ।
—গুপ্তসাধনতন্ত্র পঃ ৬

৪ ব্রহ্মরূপোঃ গুরুঃ সাক্ষাৎ যদি পূজাদিকং চরেৎ। তত্তৎ সর্বং মহেশানি শতকোটিগুণং ভবেৎ।
অথবা পরমেশানি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ। স্বয়ং পূজাদিকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্বং পরমেশানি গুরোরগ্রে নিবেদয়েৎ। গুরৌ দত্তং মহেশানি সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ।—ঐ

৫ পূজায়াঃ পূর্বদিবসে আদৌ ক্ষৌরাদিকঞ্চরেৎ। হবিষ্যান্নং ভোজনঞ্চ অথবাপি নিরামিষম্।
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাধকঃ। নিত্যপূজাং সমাপ্যাদৌ দেববচ্ছুদ্ধমানসঃ।
—গুপ্তসাধনতন্ত্র, পঃ ৬

৬ গুরুর্বা গুরুপুত্রো বা গুরুপত্নী চ সুব্রতে। আগমোক্তবিধানেন অধিকারী গুরুঃ স্বয়ম্।
গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ।—ঐ

পুরোহিতের দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ—পুরোহিতের দ্বারা তান্ত্রিক পূজা করান তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের অভিমত কেউ যদি পুরোহিতকে এনে পূজাদি করায় তা হলে তার প্রতি কালিকা ক্রুদ্ধ হন এবং তার সর্বার্থ নষ্ট নয়।[১]

লোকসমক্ষে পূজা নিষিদ্ধ—সাধনা করতে হয় গোপনে। লোক দেখিয়ে সাধনা হয় না। পূজা সাধনা। কাজেই তন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে[২]—সাধক পূজাকালে অন্যের মুখ দেখবেন না। যিনি জনসন্নিধানে ইষ্ট পূজাদি করেন তাঁর উপর কালিকা ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর সর্বার্থহানি হয়। বরং পূজা না করা ভাল তবু জনসন্নিধানে পূজা কর্তব্য নয়।

পূজার স্থান—এই প্রসঙ্গে পূজার স্থানের কথাটা এসে পড়ে। যে-সব স্থান পবিত্র বলে গণ্য সেই-সব স্থানই পূজা তথা সাধনার পক্ষে প্রশস্ত। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—পুণ্যসলিলা নদীর তীর গুহা পর্বতশিখর তীর্থস্থান সাগরসঙ্গম পবিত্র বন বিজন উদ্যান বিল্বমূল গিরিতট তুলসী-কানন বৃষশূন্যগোষ্ঠ শিবালয় অশ্বত্থমূল আমলকীবৃক্ষমূল গোশালা জলমধ্যবর্তী দেবালয় সমুদ্রকুল নিজগৃহ গুরুর সন্নিহিত স্থান এবং যে-স্থলে মন একাগ্র হয় সেইস্থল[৪]—এই-সব স্থান সাধনা তথা পূজার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু সব চেয়ে উত্তম পশুহীন নির্জন স্থান।

কালীকুলসদ্ভাবের মতে স্বল্পাভিলাষী ব্যক্তির সিদ্ধির পক্ষে অরণ্যে পূজা হিতকর আর নিষ্কাম মুমুক্ষু ব্যক্তিদের পক্ষে সর্বদা গৃহে অর্চনাই প্রশস্ত।[৫]

---

১ পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদি কারয়েৎ। তস্য সর্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা।
—গুপ্তসাধনতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৫, পরিঃ ৬, পৃঃ ৩৮৪

২ পূজাকালে মহেশানি নান্যবক্ত্রং বিলোকয়েৎ। ইষ্টপূজাদিকং সর্বং যঃ কুর্যাজ্জনসন্নিধৌ।
তস্য সর্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা। বরং পূজা ন কর্তব্যা ন কুর্যাজ্জনসন্নিধৌ।—ঐ

৩ পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্বতমস্তকম্। তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সংগমঃ পাবনং বনম্।
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্।
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্।
গুরূণাং সন্নিধানং চ চিত্তৈকাগ্রস্থলং তথা। সর্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জনং পশুবর্জিতম্।—গ ত ২৭।১-৫

৪ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ (ব্র সূ ৪।১।১১) এই সূত্রেও বলা হয়েছে যেখানে সাধকের চিত্ত একাগ্র হয় সেইস্থানই পূজার স্থান, এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দেশের নিয়ম নাই। উক্ত সূত্রের শক্তিভাষ্যে বলা হয়েছে যাঁর যেখানে চিত্তপ্রসাদ হবে তিনি সেখানে অবস্থান করবেন, যেস্থানে অবাধে চিত্ত একাগ্র হয় সেইস্থানে বসে উপাসনা করবেন। (যো হি যস্মিংশ্চিত্তপ্রসাদমনুভবেৎ স তং দেশমধিতিষ্ঠেৎ। যত্রাবাধিতচিত্তৈকাগ্র্যঃ স্যাৎ তত্রাসীন উপাসীত।)

৫ অরণ্যং স্বল্পকামানাং সিদ্ধ্যর্থং পূজনে হিতম্। নিষ্কামানাং মুমুক্ষূণাং গৃহে শস্তং সদার্চনম্।
—কালীকুলসদ্ভাববচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পরিঃ ২, ব সং, পৃঃ ২৬৭

এ ছাড়া অবশ্য কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে পূজার বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। কামরূপ প্রভৃতি পীঠস্থানে শক্তিপূজা বিশেষভাবে ফলপ্রদ।[১]

তবে যথার্থ পূজার স্থান সাধকের হৃদয়। বাইরের পূজার স্থান গৌণ, বাহ্যপূজার ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কৌলাবলীনির্ণয়তন্ত্রে বড় চমৎকার কথা বলা হয়েছে—দেবতা পর্বতশিখরে নাই, কোনো বিশেষ স্থানে নাই, বিষ্ণুমন্দিরে নাই। চিদানন্দময় তিনি আছেন সাধকের হৃদয়ে। ভাবের দৃষ্টিতেই তাঁর দর্শন মিলে। যে-মহাত্মার যেখানে যেখানে দৃঢ়ভক্তি জন্মে সেই সেই স্থলে মহাদেবী প্রকাশিতা হন।[২]

পূজার কাল—তন্ত্রে আচারভেদ পূজার প্রকারভেদ ইত্যাদি অনুসারে পূজার কাল নির্দিষ্ট হয়। যেমন কুলার্ণবতন্ত্রে শক্তিপূজা সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে—দিনের বেলা নিত্যপূজা করতে হবে, রাত্রে করতে হবে নৈমিত্তিকপূজা। কাম্যপূজা দিনরাত্রি উভয় কালেই বিহিত এই শাস্ত্রের নির্ণয়।[৩]

গন্ধর্বতন্ত্রের মতে সস্ত্রিক গৃহস্থের প্রাতঃকালে বাহ্যপূজা করা কর্তব্য।[৪]

আবার পূজার উদ্দেশ্য অনুসারেও পূজার কালভেদ হয়ে যায়। মহানীলতন্ত্রে বলা হয়েছে—উত্তম সাধক সত্ত্ববুদ্ধিতে প্রভাতে দেবীর পূজা করবেন, রাজসিক কর্ম সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মধ্যাহ্নে রাজসিক পূজা করবেন আর শত্রুনাশিনী দেবীর তামসপূজা করবেন সায়াহ্নে।[৫]

বীরাচারের পূজায় কালের কোনো নিয়ম নাই। মহাচীনাচারক্রমে বলা হয়েছে[৬] পূজার পক্ষে সমস্ত কালই শুভ কাল, অশুভকাল কিছুই নাই। এ ব্যাপারে দিন রাত্রি সন্ধ্যা ও মহানিশার মধ্যে কোনো ইতরবিশেষ নাই।

পঞ্চশুদ্ধি—বহিঃপূজার কথা হচ্ছিল। বহিঃপূজার প্রারম্ভেই আছে পঞ্চশুদ্ধির বিধান।

---

১ দ্রঃ কৌ নি, উঃ ৯

২ ন দেবঃ পর্বতাগ্রেষু ন দেশে বিষ্ণুসদ্মনি। দেবশ্চিদানন্দময়ো হৃদি ভাবেন দৃশ্যতে।
যত্র যত্র দৃঢ়া ভক্তির্যদা যস্য মহাত্মনঃ। তত্র তত্র মহাদেবী প্রকাশমনুগচ্ছতি।—দ্রঃ ঐ

৩ নিত্যার্চনং দিনে কুর্যাৎ রাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চনম্। উভয়োঃ কাম্যকর্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।
—কু ত, উঃ ১১

৪ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বাহ্যপূজাং মহেশ্বরি। প্রাতরেব সদা কুর্যাদ্ গৃহস্থো গৃহিণীযুতঃ।—গ ত ৩৫।৬২

৫ প্রভাতে পূজয়েদ্দেবীং সত্ত্ববুদ্ধ্যা সুসাধকৈঃ। মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্দেবীং রাজসঃ কার্যসিদ্ধয়ে।
সায়াহ্নে পূজয়েদ্দেবীং তামসঃ শত্রুনাশিনীম্।—মহানীলতন্ত্রবচন, দ্রঃ সাধনরহস্যম্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০

৬ সর্বঃ এব শুভঃ কালো নাশুভ বিদ্যতে ক্বচিৎ। ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি।
—মহাচীনাচারক্রম, পৃঃ ২

আত্মা অর্থাৎ সাধক স্থান মন্ত্র দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ পদার্থের শুদ্ধিকে বলে পঞ্চশুদ্ধি। সাধক পঞ্চশুদ্ধি না করে দেবার্চনাই করতে পারেন না।[১]

আত্মশুদ্ধি—শাস্ত্রবিহিত স্নান ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ষড়ঙ্গন্যাস ইত্যাদির দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়।[২]

স্থানশুদ্ধি—স্থান অর্থাৎ পূজাস্থানের শুদ্ধিসম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে পূজার স্থান মার্জন করে লেপে পুছে আয়নার মতো ঝক্‌ঝকে করতে হবে। তারপরে চাঁদোয়া খাটিয়ে ফুলের মালা প্রভৃতি দিয়ে সাজাতে হবে। ধূপ দীপ জ্বেলে দিতে হবে আর পঞ্চবর্ণ রজ অর্থাৎ চূর্ণ দিয়ে চিত্রিত করতে হবে। তা হলেই স্থানশুদ্ধি হবে।[৩]

মন্ত্রশুদ্ধি—মূলমন্ত্রবর্ণ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা পুটিত করে অনুলোম-বিলোমক্রমে দুবার আবৃত্তি করলে মন্ত্রশুদ্ধি হবে।[৪]

দ্রব্যশুদ্ধি—যথাবিধি মূলমন্ত্র ও ফট্ এই অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা পূজাদ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করলেই দ্রব্যশুদ্ধি হয়।[৫]

দেবতাশুদ্ধি—পূজাপীঠের উপর দেবীর প্রতিষ্ঠা করে সকলীকরণমুদ্রায় সকলীকরণ করে মন্ত্রবিদ্ দীপ্তাত্মা সাধক মূলমন্ত্র ও জলের দ্বারা অভিভাবনা করে তিনবার প্রোক্ষণ করবেন। তাহলেই দেবতাশুদ্ধি হবে।[৬]

তন্ত্রের নির্দেশ এমনি পঞ্চশুদ্ধি করে তবে দেবপূজা করতে হবে। পঞ্চশুদ্ধি না করে পূজা করলে সে-পূজা ব্যর্থ হবে।[৭]

মণ্ডল—কুলার্ণবতন্ত্রের মতে পঞ্চশুদ্ধির পর মণ্ডল অঙ্কন করতে হবে। বলা হয়েছে মণ্ডল ব্যতীত পূজা নিষ্ফল হয়। সেইজন্য মণ্ডল এঁকে যথাবিধি সেখানে পূজা করতে হবে।[৮]

---

১ আত্মস্থানমনুদ্রব্যদেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী। যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চনং কুতঃ।—কু ত, উঃ ৬

২ সুস্নানভূতসংশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে। ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিঃ সমীরিতা।—ঐ

৩ সংমার্জনানুলেপাদ্যৈর্দ্দর্পণোদরবৎ কৃতম্। বিতানধূপদীপাদিপুষ্পমাল্যাদিশোভিতম্।
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রং স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা।—ঐ

৪ গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ। ক্রমাৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্তির্মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা।—ঐ

৫ পূজাদ্রব্যাদি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রাভ্যাং বিধানতঃ। দর্শয়েদ্ ধেনুমুদ্রাং চ দ্রব্যশুদ্ধিরিয়ং মতা।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৩

৬ পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। মূলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্মা অভিভাব্যোদকেন চ।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা।—ঐ

৭ পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাদ্ যজনমাচরেৎ। পঞ্চশুদ্ধিবিহীনেন যৎকৃতং ন চ তৎকৃতম্।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৩

৮ মণ্ডলেন বিনা পূজা নিষ্ফলা কথিতা প্রিয়ে। তস্মান্মণ্ডলমালিখ্য বিধিবত্তত্র পূজয়েৎ।—কু ত, উঃ ৬

পূজার অঙ্গ—পূজানুষ্ঠানের আছে বিভিন্ন অঙ্গ। পঞ্চশুদ্ধি-প্রসঙ্গে ভূতশুদ্ধি ন্যাস প্রাণায়ামাদি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। গন্ধর্বতন্ত্রে ধ্যান পূজা জপ হোম ন্যাস ও তর্পণ পূজানুষ্ঠানের এই ষড়ঙ্গের কথা বলে বলা হয়েছে। এই ষড়ঙ্গ-অনুষ্ঠানসহ পূজা করলে দেবী মনোরথ পূর্ণ করেন।[১]

উক্ত তন্ত্রে যজ্ঞ বা পূজানুষ্ঠানকে মানুষের মতো দেহধারী জীব কল্পনা করে বলা হয়েছে—ধ্যান পূজা জপ হোম তার চার হাত, ন্যাসসমূহ শরীর, পূজাতত্ত্বজ্ঞান আত্মা, ভক্তি মস্তক, শ্রদ্ধা হৃদয় এবং পূজাক্রিয়াকৌশল তার নেত্র। উত্তম সাধক এমনি যজ্ঞশরীরের বিষয় জেনে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। অঙ্গহানি হলে অত্যন্ত দোষ হয়। সেইজন্য কোনো অঙ্গহানি করবেন না।[২]

পূজাবিধি—নিত্যাদি পূজাভেদে পূজাবিধি ভিন্ন হয়, দেবতাভেদেও ভিন্ন হয়। আবার সম্প্রদায়ভেদেও পূজাবিধি ভিন্ন হয়। এই-সব বিধি বেশীর ভাগ ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়ার অনুষ্ঠান গুরুর কাছে হাতেকলমে শিখতে হয়। পুঁথি দেখে সে-সব অনেক অনুষ্ঠানই করা যায় না।

তবে তান্ত্রিক পূজার কতকগুলি সাধারণ বিধি আছে। সেই-সব সাধারণ বিধির একটা মোটামুটি পরিচয় এখানে দেবার প্রয়াস করা যাচ্ছে।

নিত্যপূজাবিধি—ক্রিয়াসংগ্রহে নিত্যপূজার বিধি নির্দেশ করা হয়েছে—সাধক পূজাস্থানে এসে তিনবার আচমন করবেন এবং আসনে বসে যত্নপূর্বক সঙ্কল্প করবেন।[৩]

কিন্তু আসনে বসবার আগে কিংবা আসনে বসে তাঁকে বিঘ্নাপসারণ বা ভূতাপসারণ করতে হবে।[৪] যথাবিধি মন্ত্র পড়ে এই অনুষ্ঠান করতে হয়। মন্ত্রটির অর্থ এই—শিবের আজ্ঞায় পৃথিবীস্থ সব ভূত দূর হোক, বিঘ্নকারী সব ভূত বিনাশপ্রাপ্ত হোক; ভূত এবং পিশাচেরা সব দিকে সরে যাক। সকলের অবিরোধে ব্রহ্মকর্ম আরম্ভ করব।[৫]

---

১ ধ্যানং পূজা জপশ্চৈব হোমো ন্যাসশ্চ তর্পণম্। অত্র বৈ পূজিতা দেবী পূরয়েত্তন্মনোরথান্।—গ ত ২২।৮৪

২ ধ্যানং পূজা জপো হোম ইতি হস্তচতুষ্টয়ম্। শরীরং ন্যাসজালং তু আত্মা তজ্জ্ঞানমেব চ।
ভক্তিঃ শিরোঽত্র হৃচ্ছ্রদ্ধা কৌশলং নেত্রমীরিতম্। এবং যজ্ঞশরীরং তু মত্বা সাধকসত্তমঃ।
যজ্ঞং সমাপয়েন্নিত্যং সাঙ্গমেব খলু প্রিয়ে। অঙ্গহীনে মহান্ দোষস্ততোঽঙ্গং নাবধীরয়েৎ।—গ ত ২৪।২৭-২৯

৩ পূজাস্থানং সমাগম্য কুর্যাদাচমনত্রয়ম্। উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী কুর্যাৎ সংকল্পমাদরাৎ।
—ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১২

৪ আদৌ বিঘ্নং সমুৎসার্য পশ্চাদাসনকল্পনম্। অথ বা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নামুৎসারয়েৎ সুধীঃ॥
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ ঐ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৪

৫ ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিসংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।
অপক্রমন্তু ভূতানি পিশাচাঃ সর্বতো দিশম্। সর্বেষামবিরোধেন ব্রহ্মকর্ম সমারভে।
—দ্রঃ শা তি ৪।১০-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

এই মন্ত্রের সাধারণ অর্থ অনিষ্টকারী সব অতিপ্রাকৃত সত্তা শিবাজ্ঞায় অপসৃত হোক। কিন্তু মন্ত্রটির গূঢ় অর্থও আছে। পঞ্চভূত এবং পাঞ্চভৌতিক জীবজগৎ অনেক সময় সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়। সেই সব বিঘ্ন যাতে না ঘটে তার জন্য পূজার প্রারম্ভেই সমস্ত ভূত এবং সর্বোপরি ভূতনাথের কৃপাপ্রার্থনাই মন্ত্রটির গূঢ় অর্থ।[১]

আচমন—আচমনের উদ্দেশ্য সাধকের দেহশুদ্ধি। এইজন্য পূজার প্রারম্ভেই আচমনের ব্যবস্থা। আচমনের বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয়বিধ মন্ত্র আছে। শাস্ত্রমতে জীবের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ দেহ। তন্ত্রের অভিমত তান্ত্রিক আচমনমন্ত্রের[২] দ্বারা এই ত্রিবিধ দেহের[৩] শোধন হয়।

শোধন—যে-বস্তু স্বরূপতঃ যা, আগন্তুক দ্রব্য বা ভাব থেকে মুক্ত করে, তাকে তার সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার নামই শোধন বা শুদ্ধি।[৪] এর সহজ অর্থ বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। বস্তুর অন্য যে-রূপ তা আগন্তুক বা আরোপিত। সেই আরোপিত রূপ অপসারণ করে বস্তুকে তার ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই বস্তুর শোধন।

স্বস্তিবাচন—আচমনের পরই আরেকটি অনুষ্ঠান আছে। এটি স্বস্তিবাচন। স্বস্তি-বাচনের মর্মকথা সর্বভূতের কল্যাণপ্রার্থনা, অভীষ্ট কর্মের সফলতার জন্য প্রার্থনা।[৫] জীবমাত্রই অন্য সব জীবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, স্বরূপতঃ অন্যের সঙ্গে একাত্ম। সকলের কল্যাণে প্রত্যেকের কল্যাণ এই বিশ্বাত্মীয়তার ভাবটি আলোচ্য স্বস্তিবাচনের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। সনাতন ধর্মীয় সাধনা ব্যষ্টিগত হলেও ব্যষ্টির সাধনা সমষ্টিকে উপেক্ষা করে না। পূজার প্রারম্ভে স্বস্তিবাচনের এই তাৎপর্য।

বৈদিক ও তান্ত্রিক[৬] স্বস্তিবাচন ভিন্ন। আবার স্বস্তিবাচন ঋক্‌সামযজুর্বেদ অনুসারে ভিন্ন।[৭]

---

১ দ্রঃ পূ ত, p. 79

২ আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈ স্বাহান্তৈঃ সাধকাগ্রণীঃ। ত্রিস্প্রাশ্যাহপো দ্বিরুন্মৃজ্য ত্বাচমেৎ কুলসাধকঃ।
—মহা ত ৫।৩৯

মন্ত্রটি—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।

৩ আত্মতত্ত্বেন স্থূলদেহং শোধয়ামি স্বাহা। বিদ্যাতত্ত্বেন সূক্ষ্মদেহং শোধয়ামি স্বাহা, শিবতত্ত্বেন পরদেহং শোধয়ামি স্বাহা।—তা ভ সু, পৃঃ ১২৯

—আত্মতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে স্থূলদেহের, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে সূক্ষ্মদেহের এবং শিবতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রে কারণদেহের শোধন করতে হয়। ৪ পূ ত, পৃঃ ১৭ ৫ ঐ, p. 79

৬ তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন—হ্রীঁ হুঁ স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী হ্রূঁ অপর্ণাশ্রবা হঁ স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌঁ মেধামৃতময়ী হ্রীঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু হ্রীঁ স্বস্তি হ্রীঁ স্বস্তি হ্রীঁ স্বস্তি।—দ্রঃ পূ দ, সং ৩১, পৃঃ ২৪

৭ দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৩

স্বস্তিবাচনের পর স্বস্তিসূক্ত পাঠ করা হয়। বৈদিক স্বস্তিসূক্ত ও তান্ত্রিক স্বস্তিসূক্ত[১] পৃথক্।

আসনশুদ্ধি—পূর্বোক্ত ক্রিয়াসংগ্রহের বচনে পূজানুষ্ঠানের সব প্রাথমিক কৃত্যের উল্লেখ নাই। যেমন তাতে আসনশুদ্ধির কথা নাই। অথচ আসনশুদ্ধি তান্ত্রিক পূজার একটি আবশ্যিক প্রাথমিক কৃত্য। শুধু আসন নয়, তান্ত্রিকপূজায় ব্যবহার্য দ্রব্যমাত্রই মন্ত্রের দ্বারা শোধন করতে হয়। অন্যান্য দ্রব্যশোধনের মন্ত্রের মতো আসনশোধনেরও মন্ত্র[২] আছে। সাধককে যথাবিধি মন্ত্র পড়ে আসনশোধন করতে হবে।

এই শোধনব্যাপারের তাৎপর্য সাধারণ বস্তুকে মন্ত্রশক্তি বলে আধ্যাত্মিক সাধনার উপযোগী করে তোলা। সাধকের চিন্তায় শোধিত দ্রব্যের দিব্যরূপই প্রাধান্য পায়।

শাস্ত্রের বিধান সাধক যথাবিধি আসনশোধন করে আসনের পূজা[৩] করবেন এবং মন্ত্র[৪] পড়ে আসনে উপবেশন করবেন। পদ্মাসন স্বস্তিকাসন প্রভৃতি[৫] যৌগিক আসনের কোনো একটি আসন করে বসে পূজা করা বিধি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় শাস্ত্রে কুশাসন মৃগচর্মাসন[৬] প্রভৃতি বিভিন্ন আসনের বিধান আছে। সাধারণতঃ এই-সব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে পারে না। পদ্মাসনাদিতে মেরুদণ্ড সোজা করে এবং ঘাড় ও মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমরেখায় রেখে বসতে

১ ওঁ সর্বশ্চ দেবশ্চ বিভীতকঞ্চ প্রভঞ্জতাং মেরু সুবর্ণদায়ী।
কালোদ্ধ মা মা সচেন্দ্রিয়ং শ্রিয়ো বিবিক্তরাগাশ্চ পুনর্ভবায় বৈ।—পু দ, সং ৩১, পৃঃ ২৩

২ ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং চাসনং কুরু।
—দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৮

৩ আসনপূজার মন্ত্র—(i) মায়াবীজং সমুচ্চার্য আধারশক্তয়ে ততঃ।
কমলাসনমাভাষ্য ঙেনমোঽন্তং প্রপূজয়েৎ।—দ্রঃ ঐ
—হ্রীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনপূজা করতে হবে।
(ii) তত্রাসনং সমাস্তীর্য কামমাধারশক্তিতঃ। কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ।—মহা ত ৫।৮১
—ক্লীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনপূজা করতে হবে।

৪ আত্মমন্ত্রেণোপবিশেদাসনে দেশিকোত্তম। –পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৫৮
—দেশিকোত্তম আত্মমন্ত্র উচ্চারণ করে আসনে উপবেশন করবেন। সাধকের নামের আদ্যক্ষরকে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করলেই আত্মমন্ত্র হয়। দ্রঃ স্বনামাদ্যক্ষরং পুংসঃ সোমসা মিসমন্বিতম্। আত্মমন্ত্রং বিজানীয়াৎ...।
— দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৫৯

৫ পদ্ম-স্বস্তিক-বীরাদিষ্বেকাসনসমাস্থিতঃ। জপার্চনাদিকং কুর্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।
—দ্রঃ শা তি ৪।১৯-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৬ ধর্মার্থকামমোক্ষাপ্তিশ্চৈলাজিনকুশোত্তরে।—ঐ ৪।১৭-১৮-এর ঐ

হয়। সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন সাধনভজনের সময় সাধকদেহে অনেক প্রকার বিদ্যুৎক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মেরুদণ্ড সোজা করে বসলে দেহস্থ বিদ্যুতের যাতায়াত সহজ হয়। পূর্বোক্ত আসনাদিতে বসার জন্য দেহস্থ বিদ্যুৎপ্রবাহ ভূমির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না; তা না হলে হত এবং তার ফলে সাধকদেহের ক্ষতি হত।[১] এই মতামতের সত্যাসত্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে।

সঙ্কল্প—পূজায় বসে যথাশাস্ত্র সঙ্কল্প করতে হয়। সঙ্কল্পের তাৎপর্য যে-উদ্দেশ্যে পূজা করা হচ্ছে সেটি সাধকের মনে দৃঢ়মূল করে দেওয়া। পূজার অন্যতম উদ্দেশ্য দেবতাকে প্রসন্ন করা। সেইজন্য পূজার সঙ্কল্পমন্ত্রেও[২] তার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

শুধু পূজায় নয় তন্ত্রমতে অনুষ্ঠিত দৈব এবং পৈত্র সর্ব কর্মেই সঙ্কল্প করা বিধি। মৎস্য-সূক্তে[৩] বলা হয়েছে নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য সব-রকম পিতৃ-দৈবত-কর্মে সঙ্কল্প আবশ্যক। সঙ্কল্প করে না করলে সে-কর্ম সফল হয় না।

অপরাপর বিধি—ক্রিয়াসংগ্রহের মতে সঙ্কল্পের পর সর্বকর্মের সাক্ষী সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিতে হবে। তার পর সাধক গুরু ও গণপতিকে প্রণাম করে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করবেন, তিন তালি দিয়ে দশদিক্ বন্ধন করবেন, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করে প্রাণায়াম করবেন, মাতৃকান্যাস ও মূলমন্ত্রের ন্যাস করবেন এবং হৃদয়ে দেবতার ধ্যান করে মানস উপচারে পূজা করবেন। তাঁকে নৈবেদ্য ভিন্ন বাহ্য উপচারের দ্বারা দেবতারূপী স্বীয় আত্মার পূজা করতে হবে। তার পর তিনি স্বীয় কল্পোক্ত মুদ্রাপ্রদর্শন করে অর্ঘ্যাদি স্থাপন ও পূজাদ্রব্যশোধন করবেন এবং মন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করে মূলমন্ত্রের দ্বারা আবাহন করবেন।[৪]

১ দ্রঃ পু ত, পৃঃ ১৬

২ পূজার সঙ্কল্পমন্ত্র এই রকম—ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রোঽমুকদেবশর্মা অমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ যথাসম্ভবোপচারৈরমুকদেবতায়াঃ পূজামহং করিষ্যে।—
দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৫ ; পু দ, সং ৩১, পৃঃ ৩৮০
অন্য সঙ্কল্পমন্ত্রেরও মোটামোটি এই আকার।

৩ নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে পিতৃদৈবতকর্মণি। সঙ্কল্পপূর্বকং কর্ম অন্যথা ন ফলং স্মৃতম্।
—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৩

৪ দদ্যাদর্ঘং দিনেশায় সাক্ষিণে সর্বকর্মণঃ। গুরুং গণপতিং নত্বা প্রণমেদিষ্টদেবতাম্।
তালত্রয়ং পুরস্কৃত্য বধ্নীয়াচ্চ দিশো দশ। ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
কুর্যাচ্চ মাতৃকান্যাসং মূলন্যাসং তথৈব চ। হৃদয়ে দেবতাং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়েদ্দেবতারূপমাত্মানং মন্ত্রবিত্তমঃ। বাহ্যৈরুপচারৈশ্চ যজেন্নৈবেদ্যবর্জিতৈঃ।
ততঃ কল্পোদিতা মুদ্রা দর্শয়িত্বা বিধানবিৎ। অর্ঘাদিকং চ সংস্থাপ্য পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েৎ।
যথোক্তাং দেবতাং ধ্যাত্বাবাহয়েন্মূলমন্ত্রতঃ।—ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১২

আবাহন ও তার তাৎপর্য— আবাহন অর্থ ডেকে আনা। আরাধ্য ব্রহ্ম বা তাঁরই রূপভেদ। যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে আবাহন করার তাৎপর্য কি? সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন এখানে আবাহন অর্থ দেবতার সামীপ্য অনুভব করা। সর্বব্যাপী ভগবান্‌কে মূর্তিমান্‌রূপে আপন ইষ্টদেবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করাই আবাহনের তাৎপর্য।[১]

সাধককে যথাশাস্ত্র আরাধ্য দেবতার মূর্তি ধ্যান করে তাঁকে আবাহন করে এনে সেই মূর্তিতে স্থাপন করতে হবে। যেখানে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী ধাতুপ্রস্তরাদি দিয়ে মূর্তি প্রস্তুত করা হয় সেখানে সেই মূর্তিতেই দেবতাকে স্থাপন করা বিধি। আর যেখানে শুধু ঘটে বা যন্ত্রে পূজা হয় সেখানে কল্পিত মূর্তিতে[২] দেবতাকে স্থাপন করতে হয়।

এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান—ভগবতী অমুকদেবতা! এখানে এস এস এই বলে দেবতাকে সুষুম্নাপথে হৃদয়পদ্ম থেকে সাধকের হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলিতে এনে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে আবাহনমুদ্রা দ্বারা মূর্তিতে স্থাপন করতে হবে।[৩]

বিষয়টিকে আরেকটু বিশদ করে বলা হয়েছে—সাধক সমাহিত হয়ে স্বকল্পোক্ত বিধান অনুসারে হৃৎপদ্মে দেবীর ধ্যান করবেন এবং একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ যেমন জ্বালান হয় তেমনিভাবে হৃৎপদ্ম থেকে নাসাপুটপথে তেজোময়ী মহাদেবীকে পুষ্পাঞ্জলিতে আনবেন, তার পরে মন্ত্রমধ্যে আনবেন।[৪] তার পরে মূর্তিতে স্থাপন করবেন।

সংস্থাপন—এর পর সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সংস্থাপনমুদ্রা প্রদর্শন করে 'অমুকদেবতা, এখানে থাক, এখানে থাক' এই বলে তাঁকে সংস্থাপিত করবেন আর প্রার্থনা করবেন—দেবেশ! (দেবেশি!) তুমি ভক্তিলভ্য, সর্বাবরণযুক্ত তোমাকে যতক্ষণ পূজা করব ততক্ষণ তুমি এখানে স্থির হয়ে থাক।[৫]

সন্নিধাপন—এবার সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সন্নিধাপনীমুদ্রা প্রদর্শন করে

---

১ পু ত, p 82

২ অমুকদেবতায়া মূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ।—ইতি গন্ধপুষ্পাদিভির্মূর্তিং পরিকল্প্যাবাহনং কুর্যাৎ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৪৫

৩ ভগবত্যমুকদেবতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ—ইত্যুক্ত্বা সুষুম্ণামার্গেণ হৃদয়াম্ভোজাৎ পুষ্পাঞ্জলৌ দেবতামানীয় মূলমন্ত্রমুচ্চার্য আবাহনমুদ্রয়া মূর্তৌ স্থাপয়েৎ।—ঐ, পৃঃ ৩৪৬

৪ স্বকল্পোক্তবিধানেন ধ্যাত্বা দেবীং সমাহিতঃ। হৃৎসরোজাৎ সমানীয় নাসাপুটপথা সুধীঃ।
তেজোময়ীং মহাদেবীং দীপাদ্দীপান্তরং যথা। পুষ্পাঞ্জলৌ ততঃ পশ্চাৎ মন্ত্রমধ্যে সমানয়েৎ।
—কৌ নি, ৭।৩-৪

৫ ততঃ সংস্থাপনমুদ্রয়া মূলান্তে অমুকদেবতে ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইত্যুক্ত্বা।
দেবেশ ভক্তিসুলভ সর্বাবরণসংযুতম্। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরো ভব।—পু চ, তঃ ৫ পৃঃ ৩৪৬

'অমুকদেবতা, এখানে সন্নিহিত হও, এখানে সন্নিহিত হও' এই বলে দেবতাকে সন্নিহিত করবেন।[১]

সন্নিরোধ—তার পর আগের মতো মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সন্নিরোধনমুদ্রা প্রদর্শন করে 'অমুকদেবতা, এখানে সন্নিরুদ্ধ হও, সন্নিরুদ্ধ হও, এই বলে দেবতাকে সন্নিরুদ্ধ করবেন।[২]

সম্মুখীকরণ—আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সম্মুখীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করে 'অমুক-দেবতা, সম্মুখীকৃত হও, সম্মুখীকৃত হও' এই বলে তাঁকে সম্মুখীকৃত করবেন।[৩]

অবগুণ্ঠন—এর পর আবার মূলমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করে 'অমুকদেবতা, অবগুণ্ঠিত হও, অবগুণ্ঠিত হও' এই বলে দেবতাকে অবগুণ্ঠিত করবেন।[৪]

সকলীকরণ—অবগুণ্ঠনের পর সাধক দেবতার হৃদয়াদি অঙ্গে ষড়ঙ্গমন্ত্রন্যাস করে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'অমুকদেবতা, সকলীকৃত হও, সকলীকৃত হও' বলে দেবতার সকলীকরণ করবেন। তার পর অমৃতীকরণ করবেন।[৫]

অমৃতীকরণ— অমৃতীকরণই দেবতাশুদ্ধি। দেবতাশুদ্ধির বিষয় পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। অমৃতীকরণের বিধান[৬]—সাধক তিনবার করে মূলমন্ত্র, দীপনীমন্ত্র এবং অ-কারাদিক্ষ-কারান্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে অর্ঘ্যোদকের দ্বারা অমৃতবর্ষণবুদ্ধিতে দেবতার মস্তক সিঞ্চিত করবেন। এরই নাম অমৃতীকরণ।

সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে 'অমুকদেবতা, অমৃতীকৃতা হও, অমৃতীকৃতা হও' এই বলে দেবতার অমৃতীকরণ করবেন।[৭]

পরমীকরণ— অমৃতীকরণের পর সাধক মহামুদ্রা প্রদর্শন করে দেবতার মস্তকে

১ পুনর্মূলমুচ্চার্য সন্নিধাপনমুদ্রয়া অমুকদেবতে ইহ সন্নিধেহীহ সন্নিধেহি ইতি সন্নিধাপনং কৃত্বা—।

—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৪৬

২ পূর্ববন্মূলমন্ত্রমুচ্চার্য অমুকদেবতে ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব সন্নিরুদ্ধা ভব ইতি সন্নিরোধনমুদ্রাং প্রদর্শ্য— ।—ঐ

৩ সম্মুখাকরণমুদ্রয়া মূলান্তে অমুকদেবতে সম্মুখীকৃতা ভব সম্মুখীকৃতা ভব ইতি সম্মুখীকৃত্য— ।—ঐ

৪ পুনর্মূলমুচ্চার্য অমুকদেবতে অবগুণ্ঠিতা ভব অবগুণ্ঠিতা ভব ইতি অবগুণ্ঠনমুদ্রয়াবগুণ্ঠ্য— ।—ঐ

৫ দেবতায়া হৃদয়াদ্যঙ্গেষু ষড়ঙ্গমন্ত্রান্ বিন্যস্য মূলমুচ্চার্য অমুকদেবতে সকলীকৃতা ভব সকলীকৃতা ভব ইতি সকলীকৃত্য অমৃতীকরণং কুর্যাৎ।—ঐ

৬ মূলমন্ত্রেণ দীপনীমন্ত্রেণ অকারাদিক্ষকারান্তৈর্মাতৃকাবর্ণৈশ্চ ত্রিধা ত্রিধা ধেনুমুদ্রয়ার্ঘ্যোদকেনামৃতবর্ষণবুদ্ধ্যা দেবতামূর্দ্ধি সিঞ্চেৎ। ইয়মেব দেবতাশুদ্ধিরিত্যুচ্যতে।

দীপনীমন্ত্রশ্চ—ঐঁ বদ বদ বাগ্‌বাদিনী ঐঁ ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ক্লীঁ সৌঁ মোক্ষং কুরু কুরু হৌঁ স্হৌঁ ইতি।—ঐ

৭ মূলমুচ্চার্য ধেনুমুদ্রয়ৈব অমুকদেবতে অমৃতীকৃতা ভব অমৃতীকৃতা ভব। ইতি অমৃতীকৃত্য—ঐ

পরমামৃতবর্ষণবুদ্ধিতে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে 'অমুকদেবতা, পরমীকৃতা হও. পরমীকৃতা হও' এই বলে দেবতার পরমীকরণ করবেন।[১]

অপরাপর ক্রিয়া—এইভাবে সাধক দেবতাকে আবাহন করে তাঁর সংস্থাপনাদি করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। তার পর যথাসম্ভব যত্নসহকারে উপচার যোজনা করবেন এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করবেন। তার পর তাঁকে যথাবিধি যথোক্ত আবরণদেবতার পূজাও করতে হবে। এবার সাধক সাবয়ব সবাহন সালঙ্কার সমুদ্রিক অর্থাৎ স্বীয় লাঞ্ছনযুক্ত সায়ুধ এবং সপরিবার দেবতার অর্চনা করবেন। তার পর মূলমন্ত্র এক শ আট বার জপ করে ভক্তিভরে সেই জপ দেবতাকে সমর্পণ করবেন। এবার নানাবিধ স্তবস্তুতি করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবেন এবং দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে তাঁকে স্বীয় হৃদয়ে বিসর্জন দেবেন। এর পর দেবতার নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করবেন এবং প্রসাদার্থীদের নৈবেদ্য বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। এই নিত্যপূজা।[২]

পূজানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নয়। পূজা সাধনার অঙ্গ। নিত্য অনুষ্ঠেয় এই সাধনাঙ্গটি কিরূপ একাগ্রতা নিষ্ঠা-যত্ন- ও আয়াস-সাধ্য তাই দেখাবার জন্য এখানে শুধু পূজানুষ্ঠানের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

প্রাতঃকৃত্যাদি—পঞ্চশুদ্ধির প্রসঙ্গে স্নানাদির শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। এবার সে-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

স্নানাদির পূর্বে শক্তিসাধককে শাস্ত্রোক্ত বিধানে প্রাতঃকৃত্যাদি করতে হয়। এরও উদ্দেশ্য সাধকের আত্মশুদ্ধি।[৩]

তন্ত্রের অভিমত সাধক যদি প্রাতঃকৃত্য না করে ভক্তিভরেও দেবীপূজা করেন তা হলে তাঁর সে-পূজা শৌচহীনক্রিয়া যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪]

১ মহামুদ্রাং বধ্বা দেবতামস্তকে পরমামৃতবর্ষণধিয়া মূলমন্ত্রমুচ্চার্য অমুকদেবতে পরমীকৃতা ভব পরমীকৃতা ভব ইতি ব্রূয়াৎ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৪৬

২ আবাহনাদিকা মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য স্থাপয়েদসূন্। কল্পয়েদুপচারাংশ্চ যথাসম্ভবমাদরাৎ।
সংপূজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রসূনাঞ্জলিভিস্ত্রিভিঃ। পূজয়েদ্বিধিবন্মন্ত্রী যথোক্তাবৃতিদেবতাঃ।
সাঙ্গাং সবাহনাং সালঙ্করণাং চ সমুদ্রিকাম্। সায়ুধাং সপরীবারাং দেবতামর্চয়েৎ ততঃ।
ততো জপেন্মূলমন্ত্রমষ্টোত্তরশতং সুধীঃ। তং জপং ভক্তিতো মন্ত্রী দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।
স্তুত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ভুবি। ততো বরান্ প্রার্থয়িত্বা দেবমুদ্বাসয়েদ্ হৃদি।
নির্মাল্যং শিরসি ধার্যং দেবতোচ্ছিষ্টভোজিনে। দত্বা ভুঞ্জীত নৈবেদ্যমেতন্নিত্যার্চনং স্মৃতম্।
—ঐ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৩

৩ প্রাতঃকৃত্যঞ্চ কথিতং সাধকানাং বিশুদ্ধয়ে।—কৌ নি, উঃ ১

৪ প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চয়েৎ। তস্য পূজা তু বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া।—ঐ

শাস্ত্রের বিধান[১]—সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে[২] উঠে ঘুম দূর করে রাত্রের কাপড় বদলাবেন। তার পর শিরোদেশে সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অবস্থিত গুরুর ধ্যান করবেন। গুরু শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ, তাঁর হাতে বর- ও অভয়-মুদ্রা, গলায় শ্বেতমাল্য এবং অঙ্গে শ্বেত অনুলেপন। তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁর বামে স্বপ্রকাশরূপা রক্তবর্ণা স্বীয় শক্তি। এইরূপে গুরুর ধ্যান করে মানস উপচারে তাঁর পূজা করবেন এবং পূজান্তে প্রণাম করবেন। প্রণামমন্ত্রটি এই—অখণ্ডমণ্ডলাকার যাঁর দ্বারা এই চরাচর ব্যাপ্ত, যিনি তাঁর পদ দর্শন করান সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা উন্মীলিত করেন সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

কৌলাবলীনির্ণয়ের নির্দেশ—সাধক গুরুর ধ্যান ও পূজাদি করে মূলাধারনিবাসিনী স্বীয় ইষ্টদেবতারূপিণী মৃণালসূত্রাকারা কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করবেন।[৩] তিনি কুণ্ডলিনীর প্রভাসমূহের দ্বারা স্বীয় দেহ পরিব্যাপ্ত ভাববেন।[৪] আর চিন্তা করবেন আমি দেবী, অন্য কেউ নয়, আমি ব্রহ্মই, কোনো শোকভাজন নয়। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যমুক্তস্বভাব।[৫]

এইভাবে গুরু-দেবতা-আত্ম-ধ্যান করে সাধক চিন্তা ও প্রার্থনা করবেন—হৃদিস্থিতা পরা-শক্তি আমাকে যা করান তাই করি। ত্রিজগতে আমার কোথাও কোনো কৃত্য নাই। ধর্ম কি আমি তা জানি কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম কি তা আমি জানি কিন্তু তার থেকে আমি নিবৃত্ত হতে পারি না। হৃদিস্থিত দেবতা আমাকে যেমন কর্মে নিযুক্ত করছেন আমি তেমনি কর্মই করছি। ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ী ঈশ্বরেশ্বরী শ্রীপার্বতী, তোমার চরণাজ্ঞানু-

---

১ তত্র ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় মুক্তস্বাপঃ রাত্রিবাসস্ত্যক্ত্বা শিরসি সহস্রদলকমলকর্ণিকাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং গুরুং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতসুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশরূপয়া সহিতং বিভাব্য মানসোপচারৈরারাধ্য নমস্কুর্যাৎ।

যথা—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১০ম সং, পৃঃ ৭৮

২ দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্ম্যং মুহূর্তকং বিদুঃ।

(যামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৪)—রাত্রের শেষ দুই দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে।

৩ ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং শক্তিং মূলাধারনিবাসিনীম্। নিজেষ্টদেবতারূপাং বিষতন্তুতনীয়সীম্।—কৌ নি, উঃ ১

৪ তস্যাঃ প্রভাসমূহৈশ্চ ব্যাপ্তং দেহং বিভাবয়েৎ।—ঐ

৫ অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

—শা ত, উঃ ৪

সারেই আমি প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে তোমার প্রীতির জন্য সংসারযাত্রার অনুবর্তন করি।[১]

স্নান—প্রাতঃশৌচাদিকৃত্যের পর স্নানাদি বিহিত হয়েছে।[২] পূজাদি যে-কোনো আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার প্রারম্ভেই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধি বলতে দেহশুদ্ধি বা কায়শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি বা ভাবশুদ্ধি উভয়ই বুঝায়। কেউ কেউ আত্মার শুদ্ধির কথাও বলেন। আত্মা ত নিত্যশুদ্ধ। তাঁর আবার শুদ্ধি কি? উত্তরে এঁরা বলেন সাধারণ লোক আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যায়। আত্মার স্বরূপ চিন্তাই আত্মার শুদ্ধি।[৩]

স্নানে কায়শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি উভয়ই হয়।[৪] এইজন্যই সাধন-ক্রিয়াদির প্রারম্ভে স্নান বিহিত। যামলে বলা হয়েছে মানুষের শ্রুতিস্মৃতিবিহিত সমস্ত ক্রিয়া স্নান দিয়ে সুরু করতে হয়। সেইজন্য স্নান অবশ্যই কর্তব্য। স্নানে শ্রী পুষ্টি এবং আরোগ্য বর্দ্ধিত হয়।[৫]

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে স্নানকে সর্বপাপহর এবং কল্যাণকর বলে বলা হয়েছে সাধক স্নান করে সর্বকর্মার্হ হন।[৬]

স্নানের প্রকারভেদ—বিভিন্ন ভাবের বিচারে শাস্ত্রোক্ত স্নানের বিভিন্ন প্রকারভেদ করা হয়েছে। যেমন বৈদিক এবং তান্ত্রিক। শাস্ত্রের বিধান প্রথমে বৈদিক স্নান করে পরে তান্ত্রিক স্নান করতে হবে।[৭]

রুদ্রযামলের মতে স্নান দ্বিবিধ মজ্জন এবং গাত্র-মার্জন।[৮]

---

১ পরদেব্যা হৃদিস্থেন প্রেরিতেন করোম্যহং। ন মে কিঞ্চিৎ কচিদ্বাপি কৃত্যমস্তি জগৎত্রয়ে।
জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ীশ্বরেশি শ্রীপার্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে।—শা ত, উঃ ৪

২ বিহিতাবশ্যকং শৌচমাচামং দন্তধাবনম্। মুখপ্রক্ষালনাদীনি কৃত্বা স্নানং সমাচরেৎ।
—দ্রঃ শা তি ৪।২-৫-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৩ দ্রঃ পূ ত, পৃঃ ১৬

৪ স্নানং মনোমলত্যাগঃ।—মৈ উপ ২।২

৫ স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতা নৃণাম্। তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনম্।
—যামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৪

৬ অথ স্নানং প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপহরং শুভম্। যৎ কৃত্বা সাধকঃ সম্যক্ সর্বকর্মার্হকো ভবেৎ।
—মহাকপিলপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ শা তি ৪।২-৫-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৭ বিধায় বৈদিকং স্নানং ততস্তান্ত্রিকমাচরেৎ।—ত্রিপুরার্ণববচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১২৯

৮ স্নানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং মজ্জনং গাত্রমার্জনম্।—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭২

সপ্তবিধ স্নান—কিন্তু বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে[১] তান্ত্রিক স্নান সপ্তবিধ। যথা—মান্ত্র ভৌম আগ্নেয় বায়ব্য দিব্য বারুণ এবং মানস।

'আপো হি ষ্ঠা'[২] ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে যে-স্নান করা হয় তাকে বলে মান্ত্র স্নান। মৃত্তিকার দ্বারা দেহপ্রমার্জন ভৌম স্নান। ভস্মের দ্বারা স্নান আগ্নেয় স্নান। গোধূলিবাহী বাতাসে স্নান বায়ব্য। একসঙ্গে রৌদ্র ও বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জলে স্নান দিব্য স্নান। অবগাহনস্নান বারুণ স্নান এবং বিষ্ণুচিন্তা মানস স্নান।

মন্ত্রস্নান আবার বাহ্য- ও আভ্যন্তর-ভেদে দ্বিবিধ।[৩]

আবার বাহ্য মানস ও আন্তর[৪] এবং ঔদক মান্ত্র ও মানস[৫] এইভাবেও স্নানের প্রকারভেদ করা হয়।

বাহ্যস্নান—বাহ্যস্নান সম্পর্কে রুদ্রযামলে বিধান দেওয়া হয়েছে নদী সরোবর তড়াগ কূপ বা বাপীতে মানুষ প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যথাবিধি স্নান করবে।[৬]

বলা আবশ্যক শাস্ত্রবিহিত স্নান সাধারণ স্নানের থেকে ভিন্ন। স্নান ব্যাপারটিও যে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ, এই স্নানের দ্বারা শুধু শরীর পবিত্র হয় না, মনও পবিত্র হয়, সাধকের মনে এই ভাবটি মুদ্রিত করে দেওয়া শাস্ত্রবিহিত স্নানের মর্মগত অভিপ্রায়।

বৃহন্নীলতন্ত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে[৭] সাধক মৃত্তিকা এবং কুশ[৮] নিয়ে জলাশয়ে গিয়ে প্রথমে

---

১ মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্তিতম্।
আপোহি ষ্ঠাদিভির্মান্ত্রং ভৌমং দেহপ্রমার্জনম্। আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতম্।
যত্তদাতপবর্ষেণ স্নানং দিব্যমিহোচ্যতে। বারুণঞ্চাবগাহঃ স্যান্মানসং বিষ্ণুচিন্তনম্।—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, পৃঃ ১৭২

২ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে।—ঋ বে ১০।৯।১

৩ তত্র মন্ত্রস্নানং দ্বিবিধমান্তরং বাহ্যঞ্চ।—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭২

৪ স্নানং চ ত্রিবিধং প্রোক্তং সন্ধ্যা চ ত্রিবিধা স্মৃতা। আন্তরং চ ভবেদ্দেবি বাহ্যং মানসমেব চ।—গ ত ৭।১৫-১৬

৫ অথ স্নানম্। তচ্চ ত্রিবিধম্। ঔদকমান্ত্রমানসভেদাৎ।—তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১২৭

৬ নদীসরস্তড়াগেষু কূপবাপীষু বা পুনঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে নরঃ স্নায়াদ্ যথাবিধিঃ।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭২

৭ মৃৎকুশানপি সংগৃহ্য গত্বা জলান্তিকং ততঃ। মলাপকর্ষণং কৃত্বা মন্ত্রস্নানং সমাচরেৎ।
পুনর্নিমজ্য পয়সি সঙ্কল্পং স সমাচরেৎ। ইষ্টদেব্যাঃ প্রপূজার্থং কুর্যাৎ স্নানং জলাশয়ে।—বৃহন্নীলতন্ত্র, পঃ ১*

৮ এই কুশ শাক্ত সাধক-পক্ষে বনজাত দর্ভ নয়। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—
তর্জন্যা রজতং ধার্যং স্বর্ণং ধার্যমনাময়া। এষ এব কুশঃ প্রোক্তো ন দর্ভা বনসম্ভবাঃ।
(—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯৬)—তর্জনীদ্বারা রজত ধারণ করতে হবে আর অনামিকাদ্বারা স্বর্ণ। একেই বলা হয় কুশ। বনজাত দর্ভ কুশ নয়। এর অর্থ তর্জনী ও অনামিকায় রূপা ও সোনার আংটি পরতে হয় আর তাই শাক্তদের কুশ।

মলাপকর্ষণস্নান করে তার পরে মন্ত্রস্নান করবেন। তার পর জলে নিমগ্ন হয়ে সঙ্কল্প করবেন। এইভাবে সাধক ইষ্টদেবীর পূজার উদ্দেশ্যে জলাশয়ে স্নান করবেন।

মৃত্তিকাসংগ্রহ শরীরে মৃত্তিকালেপ প্রভৃতি যথাশাস্ত্র করতে হয়, তার বিহিত অনুষ্ঠান আছে।[১]

মলাপকর্ষণস্নান— পূর্বোক্ত মলাপকর্ষণস্নানের অনুষ্ঠান আছে। এ যুগে লোকে শরীর পরিষ্কার করার জন্য সাবান মেখে স্নান করে; সে-যুগে বিশেষ রকমের মাটি মেখে স্নান করত। এখনও গঙ্গার পলিমাটি মেখে লোকে স্নান করে। এরই নাম মলাপকর্ষণস্নান। কিন্তু এই স্নানই সাধনার অঙ্গ হিসাবে করতে গেলে যথাশাস্ত্র করতে হয়।[২]

অবগাহনস্নান—বৃহন্নীলতন্ত্রে জলাশয়ে যে-স্নানের কথা বলা হয়েছে তা অবগাহনস্নান বা মজ্জনস্নান। এরও শাস্ত্রীয় বিধি আছে। অবগাহনস্নানে তীর্থসমূহকে আবাহন করতে হয়। তার মন্ত্রটি বড় সুন্দর। মন্ত্রের[৩] ভাবার্থ এই—হে সূর্য, ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থসমূহ তোমার কিরণ স্পর্শ করে। হে দেব দিবাকর, সেই সত্যহেতু আমাকে তীর্থ দাও।

গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী এই জলে সন্নিহিত হও। হে দেবী, হে সুন্দরী, স্নানার্থে তোমাকে এখানে আবাহন করছি। সর্বতীর্থসমন্বিতা গঙ্গা, এস, তোমাকে নমস্কার।

সূর্য আর গঙ্গা। সনাতনধর্মী শাস্ত্রে এই উভয়ের অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। দেব দিবাকর পরম পাবন, সর্বপাপঘ্ন। সূর্যকিরণ সমস্ত তীর্থের জল আকর্ষণ করে এটি ব্যাবহারিক সত্য। তাই সাধকের কল্পনায় সবিতৃমণ্ডল সমস্ত তীর্থের উৎস। শাস্ত্রে সবিতৃমণ্ডল থেকে সমস্ত তীর্থসমূহকে আবাহন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য সবিতৃমণ্ডল থেকে তীর্থশক্তিকে আবাহন করে এনে স্নানজলে সংযুক্ত করতে হবে, সাধক যেখানেই স্নান করুন না কেন এইভাবে তাই তাঁর কাছে তীর্থস্নান হবে।

গঙ্গার মহিমাও পুরাণাদির মতো তন্ত্রশাস্ত্রেও অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করা হয়েছে। পুরশ্চরণরসোল্লাসে বলা হয়েছে—যে গঙ্গাস্নান না করে ভক্তিভরেও কালিকাদি দশ মহাবিদ্যার পূজা করে গঙ্গাস্নান না করার জন্য তার সে-সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪]

১ দ্রঃ শা ত, উঃ ৪ ; প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৪

২ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৩

৩ ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর।
ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে অস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।
ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতে।—শা ত, উঃ ৪

৪ গঙ্গাস্নানং বিনা দেবি পূজয়েদ্ যস্তু কালিকাম্। দশবিদ্যা মহেশানি পূজয়েদ্ যস্তু ভক্তিতঃ।
সর্বং তস্য বৃথা দেবি গঙ্গাস্নানং বিনা প্রিয়ে।—পুরশ্চরণরসোল্লাসবচন, দ্রঃ প্রা তো, ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৫

কিন্তু গঙ্গা ত সর্বত্র নাই। যেখানে গঙ্গা নাই সেখানকার জন্য বিধান[১]—অন্য স্থানে বা অন্য নদীতে গঙ্গামন্ত্র[২] জপ করে স্নান করলেও পাপাত্মা ব্যক্তি সর্বপাপমুক্ত হবে।

আলোচ্য অবগাহন স্নানেরই নাম বারুণস্নান বা ঔদক স্নান।

মন্ত্রস্নান— পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোনো কোনো তন্ত্রে বাহ্য এবং আন্তর এই দুরকমের স্নানের কথা বলা হয়েছে। দেবতাভেদে ও সম্প্রদায়ভেদে এই উভয় প্রকার স্নানের ক্রিয়ানুষ্ঠানে পার্থক্য দেখা যায়। তবে মূল ভাব একই।

আন্তর মন্ত্রস্নান— গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—জ্ঞানী সাধক প্রাণায়ামের দ্বারা মূলাধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে যথাবিধি সংগত করাবেন এবং সেই সঙ্গমের ফলে যে-অমৃত উদ্ভূত হবে তাতে স্নান করবেন।

অন্যভাবেও আন্তরস্নানের বিধান দেখা যায়। যথা—চরণত্রয়মধ্যে সংবিৎত্রয়ের চিন্তা করতে হবে। তার থেকে ক্ষরিত ভাবগোচর সচ্চিদানন্দপ্রবাহের চিন্তা করতে হবে। তার স্মরণেই যোগীদের মুক্তিলাভ হয়। সংসারনিবৃত্তির জন্য সেই প্রবাহের দ্বারা আপনাকে প্লাবিত চিন্তা করতে হবে। এরই নাম আন্তর স্নান।[৪]

বাহ্যমন্ত্রস্নান—বাহ্যমন্ত্রস্নান সম্পর্কে মতভেদ আছে। তারাভক্তিসুধার্ণবে নারদপঞ্চরাত্র থেকে বাহ্যমন্ত্রস্নান-বিষয়ক বচন উদ্ধার করা হয়েছে। তার ভাবার্থ এই—ঔদক স্নান করার মতো জলের অভাব হলে বা গুরুর কাজে তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হবে বলে বা কোনো আপৎকালে ঔদক স্নানের সময় না থাকলে সাধক মন্ত্রস্নান করবেন। পা ধুয়ে আচমন করে স্থান এবং দশদিক্ শোধন করে নেবেন। তার পর স্বীয় মন্ত্রের অস্ত্রমন্ত্র করতলে ন্যাস করে শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য ন্যাস করবেন।[৫]

১ গঙ্গামন্ত্রং সমুচ্চার্য ক্ষেত্রেনন্যাস্ত পার্বতি। স্নাপয়েদ্ যস্তু পাপাত্মা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৫

২ বিভিন্ন গঙ্গামন্ত্র— ওঁ হ্রীং গঙ্গায়ৈ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা। হ্রীঁ ওঁ গঙ্গায়ৈ হ্রীঁ ওঁ। হ্রীঁ গঙ্গায়ে হ্রীঁ।—দ্রঃ ঐ

৩ প্রাগুক্তক্রমযোগেন প্রাণায়মপরো বুধঃ। শক্তিং পরশিবেনৈব সংগমার্থং বিধানতঃ।
তদুদ্ভবামৃতে শশ্বন্নিমজ্য পুনরেব হি।—গ ত ৭।১৮-১৯

৪ সংবিৎত্রয়মনুস্মৃত্য চরণত্রয়মধ্যতঃ। স্রবন্তং সচ্চিদানন্দপ্রবাহং ভাবগোচরম্।
বিমুক্তিসাধনং পুংসাং স্মরণাদেব যোগিনাম্। তেনাপ্লাবিতমাত্মানং ভাবয়েদ্ভবশান্তয়ে।
এবমাভ্যন্তরং স্নানম্।—শ্রীপঞ্চমীমতবচন, দ্রঃ শা তি ৪।২-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা
ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্ধ্বভাগস্থিত সহস্রারপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে চন্দ্রমণ্ডল। সেই চন্দ্রমণ্ডলে আছেন ত্রিরেখাত্মক বিন্দুগর্ভিত ত্রিকোণ কামকলা। সচ্চিদানন্দপ্রবাহরূপে ইনিই ক্ষরিত হন।

৫ তোয়াভাবে তু যৎ কার্যং দুর্গেগলে বশী ততঃ। গমনে ক্ষিপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুকার্যেষতন্দ্রিতঃ।
প্রাপ্তাপদ্যথ বিপ্রেন্দ্র নিশাভাৎ তথা মুনে। প্রক্ষাল্য পাদবাচম্য প্রোদ্ধৃতেন তু বারিণা।
স্থানং দশ দিশঃ প্রাগ্বৎ সংশোধ্যাপবিশেৎ ততঃ। অস্ত্রং হস্ততলে ন্যস্য ক্রমান্ ন্যাসান্ ততশ্চরেৎ।
—নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৩১

তারাভক্তিসুধার্ণবের মতে এই ন্যাসই মন্ত্রস্নান।[১]

মেরুতন্ত্রেও অনুরূপ বিধান লক্ষ্য করা যায়। তবে এই তন্ত্রে মন্ত্রস্নানের ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—শীতের দেশে এবং শীতকালে, অবগাহন স্নানের জলাভাবে, দুর্গম স্থানে, অসুস্থ অবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে মন্ত্রস্নান কর্তব্য।[২]

নারদপঞ্চরাত্রের মতো ন্যাসাদির বিধান দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাধক ন্যাসান্তে জল স্পর্শ করবেন। এরই নাম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্নান।[৩]

শাস্ত্রের বিধান যেখানে অবগাহন স্নান বা মলপ্রক্ষালনস্নান সম্ভব সেখানে তা করে মন্ত্র-স্নান করতে হবে।[৪]

আবার বাহ্যমন্ত্রস্নানের অন্যরকম বিধানও আছে। কুলচূড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫] সাধক তাম্রপাত্রে দূর্বা তিল ও জল নিয়ে অমুকদেবতার প্রীতিকামনায় স্নানানুষ্ঠান করবেন অর্থাৎ স্নানানুষ্ঠানের সঙ্কল্প[৬] করবেন। তার পর ষড়ঙ্গন্যাস করবেন এবং 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি তীর্থাবাহনমন্ত্র পড়ে অঙ্কুশমুদ্রার দ্বারা সূর্যমণ্ডল থেকে তীর্থসমূহকে আবাহন করবেন, বং এই বীজমন্ত্র জপ করে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করবেন, হুঁ এই কবচমন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠিত করবেন এবং ফট্ এই অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা সংরক্ষণ করবেন। তার পর মূলমন্ত্র একাদশ বার জপ করে জল অভিমন্ত্রিত করে সূর্যাভিমুখে জলধারা নিক্ষেপ করবেন এবং ঐ জল ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দনিঃসৃত চিন্তা করে সেই জলে তিনবার স্নান করে দেবতার ধ্যান করবেন ও মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করবেন। তার পর তিনবার মূলমন্ত্র জপ করে কলসমুদ্রা দ্বারা তিনবার

---

১ স্নানমিহ ন্যাসরূপমেব।—তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৩১

২ মন্ত্রস্নানং প্রকর্তব্যং শীতয়োর্দেশকালয়োঃ। তোয়াভাবেঽগমে দুর্গে কার্যেঽস্বাস্থ্যে চ বার্দ্ধকে।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯৯

৩ ন্যাসান্তে সংস্পৃশেৎ তোয়ং মন্ত্রস্নানমিদং বরম্।—ঐ

৪ মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরন্। মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্যাৎ কর্মণাং সিদ্ধিহেতবে।—গৌ ত, অঃ ৭

৫ তাম্রপাত্রং সদূর্বঞ্চ সতিলং সজলং তথা। গৃহীত্বামুকদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ।

ততঃ ষড়ঙ্গন্যাস-প্রাণায়ামৌ কৃত্বা ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইত্যনেনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্র্য সূর্যাভিমুখং দ্বাদশবারিধারাং নিক্ষিপ্য তস্মিন্নিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনিঃসৃতে জলে ত্রির্নির্মজ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্, উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমাত্মানমভিষিচ্য বৈদিকসন্ধ্যাতর্পণং কৃত্বা সূর্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা তান্ত্রিকাঘমর্ষণাদিবারিধারান্তং কর্ম কুর্যাৎ।—কুলচূড়ামণিতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮১

৬ সঙ্কল্পমন্ত্র—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা-প্রীতয়ে অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৩

স্বীয় মস্তকে জল অভিসিঞ্চন করবেন, বৈদিক সন্ধ্যাতর্পণ করে সূর্যার্ঘ্য দেবেন এবং তান্ত্রিক অঘমর্ষণাদি-জলধারা দানান্তে সব কর্ম করবেন।

মেরুতন্ত্রমতে[১] পূর্বোক্ত অভিসিঞ্চনের সময় ওঁ এবং মূলমন্ত্রসহ নিম্নোক্ত তিনটি মন্ত্র পাঠ করা কর্তব্য—

এক—সিসৃক্ষু পরমেশ্বরের থেকে নিরন্তর জ্যোতির্ময় নিখিল বিশ্ব জাত হচ্ছে। জলরূপিণী দেবী আমাকে পবিত্র করুন।

দুই—সর্বভূতে মলরূপা যে-অলক্ষ্মী অবস্থিতা জলরূপিণী দেবী আপন স্পর্শে তাকে প্রক্ষালন করেন। তিনি আমাকে পবিত্র করুন।

তিন—আমার কেশে সীমন্তে মস্তকে ললাটে কর্ণদ্বয়ে ও চক্ষুদ্বয়ে যে-দৌর্ভাগ্য, জলরূপিণী দেবী, তাকে তুমি বিনাশ কর। তোমাকে নমস্কার।

মানস স্নান—এর আগে মানস স্নানের উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রের অভিমত প্রাণায়াম করে যথাবিহিত মূলমন্ত্র জপ করে মনে মনে মানস স্নান করতে হবে।[২]

তারাভক্তিসুধার্ণবের মতে আন্তর মন্ত্রস্নানই মানস স্নান। মানস স্নানকে ধ্যানস্নানও বলা হয়েছে। এর অর্থ যথাবিহিত ধ্যান করে মূলমন্ত্র জপ করলে মানস স্নান হবে।[৩]

স্নানাদিতে মনের প্রাধান্য— শাস্ত্রবিহিত স্নানের গৌণ লক্ষ্য দেহশুদ্ধি, মুখ্য লক্ষ্য মনঃশুদ্ধি। আধ্যাত্মিক সাধনা মুখ্যতঃ মনেরই ব্যাপার। বাহ্য অনুষ্ঠানাদি মানস ব্যাপারেরই পরিপোষক। মনের এই প্রাধান্যের কারণও শাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। এ যুগের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব সে-যুগের শাস্ত্রকারদেরও একরকম করে জানা ছিল। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]—মন নিত্য,[৫] কার্যের কারণ, মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ।

---

১ ত্রিভিঃ শ্লোকৈ মূলমন্ত্রং তারকং বীজপূর্বকৈঃ। সিসৃক্ষোর্নিখিলং বিশ্বং মুহুঃ শুক্রং প্রজায়তে।
মাতরঃ সর্বভূতানামাপো দেব্যঃ পুনন্তু মাম্।
অলক্ষ্মীমলরূপা যাঃ সর্বভূতেষু সংস্থিতাঃ। ক্ষালয়ন্তি নিজং স্পর্শাদাপো দেব্যঃ পুনন্তু মাম্।
যন্মে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্ধনি। ললাটে কর্ণয়োরক্ষোস্তমাপো ঘ্নন্তু বো নমঃ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯৮

২ মনসা মূলমন্ত্রেণ প্রাণায়ামপুরঃসরম্। কুর্বীত মানসং স্নানং সর্বত্র বিহিতং চ যৎ।
—শৈবাগমবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৩১

৩ দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৩২

৪ মন এব তু বৈ নিত্যং মন এব তু কারণম্। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৭

৫ মন যে নিত্য অর্থাৎ আদি অন্তহীন এ কথা উপনিষদাদিতেও বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৩।১।৯) আছে 'অনন্তং বৈ মনঃ।'—মন অনন্ত। মন অনাদিও বটে। "বস্তুতঃ মন কোন্ কাল হইতে হইয়াছে তাহা যুক্তিপূর্বক বিচার করিলে তাহার আদি পাওয়া যায় না। যেমন অসতের উদ্ভবদোষ হয় বলিয়া লোকে 'ম্যাটারকে' অনাদি বলে, মন ও ঠিক সেই কারণে অনাদি।"—কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন ১৯৩৮, পৃঃ ১১৩

এইজন্য শাস্ত্রীয় স্নানাদির মুখ্য লক্ষ্য মনের শুদ্ধি। যার মনে দুষ্টকর্মের চিন্তা তার তীর্থস্নানেও কিছু হয় না। সুরাভাণ্ড যেমন শতবার জলে ধুলেও অশুচি থাকে তেমনি মন যার দুষ্ট তার শতস্নানেও কিছু হয় না।[১]

শুধু তীর্থাদিতে স্নান কেন, দান ব্রত আশ্রমধর্মপালন কিছুই দুষ্টাশয় দুষ্টমতি ব্যক্তিকে পবিত্র করতে পারে না।[২]

লক্ষ্য করা গেছে মনের নির্মলতা-বিধানে আন্তর মান্ত্র স্নান বা মানস স্নান অধিকতর ফলপ্রদ।

মানস তীর্থ—বাহ্য তীর্থাদিতে স্নান যেমন বাহ্য স্নানের অন্তর্ভুক্ত এবং অতিশয়-পুণ্যপ্রদ তেমনি আন্তর-তীর্থস্নানও মানস স্নানের অন্তর্ভুক্ত এবং অতিশয়-পুণ্যপ্রদ।

মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ষট্‌চক্রে আছে আন্তর তীর্থ। যোগী সাধক এই-সব তীর্থে মানস স্নান করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে এই-সব তীর্থের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মূলাধারস্থ ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী যথাক্রমে গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী নদী। এই ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে বলে মূলাধারে তীর্থরাজ ত্রিবেণী অবস্থিত। এখানে স্নান করলে সাধক সর্বপাপমুক্ত হন।[৩] এটি যুক্তত্রিবেণী। আবার আজ্ঞাচক্রেও এই তিন নাড়ীর ত্রিবেণী আছে, তাকে মুক্তত্রিবেণী বলে।

রুদ্রযামলে বলা হয়েছে মন্ত্রক্রিয়াযোগতত্ত্ববিদ্ মনোগত-স্নানপরায়ণ যে-সাধক মূলাধারস্থ তীর্থের বিমল জলে স্নান করেন তিনি মুক্তিলাভ করেন।[৪]

স্বর্গস্থ তীর্থ স্বাধিষ্ঠানপদ্মে বিরাজমান। যিনি স্বাধিষ্ঠানে মন নিবিষ্ট করতে পারেন তিনি যেন গঙ্গাস্নান করেন।[৫]

মণিপূরে আছে দেবতীর্থ পঞ্চকুণ্ড সরোবর। সেখানকার কামনাতীর্থে মুক্তিকামী ব্যক্তি স্নান করবেন।[৬]

---

১ চিন্তয়েদ্ যঃ কৃতং দুষ্টং তীর্থস্নানেন তস্য কিম্। শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচিঃ।
—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৭

২ ন তীর্থানি ন দানানি ন ব্রতানি ন চাশ্রমাঃ। দুষ্টাশয়ং দুষ্টমতিং পাবয়ন্তি কদাচন।
—যোগিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৩ ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী। তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্ণাখ্যা সরস্বতী।
ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। তত্র স্নানং প্রকুর্বীত সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৮

৪ মনোগতস্নানপরো মনুষ্যো মন্ত্রক্রিয়াযোগবিশিষ্টতত্ত্ববিৎ।
মহীস্থতীর্থে বিমলে জলে মুদা মূলাম্বুজে স্নাতি সুমুক্তিভাগ্ ভবেৎ।—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ ঐ

৫ স্বর্গস্থং যাবতা তীর্থং স্বাধিষ্ঠানে সুপঙ্কজে। মনো নিধায় যোগীন্দ্রঃ স্নাতি গঙ্গাজলে যথা।—ঐ

৬ মণিপূরে দেবতীর্থং পঞ্চকুণ্ডং সরোবরম্। তত্র শ্রীকামনাতীর্থং স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি।—ঐ

অনাহতপদ্মে সূর্যমণ্ডলমধ্যগত সর্বতীর্থ বিরাজমান এরূপ চিন্তা করে মুক্তিকামী সাধক তাতে মানস স্নান করবেন।[১] গন্ধর্বতন্ত্রমতে পুষ্করতীর্থ অনাহতপদ্মে বিদ্যমান।[২]

বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে আছে অষ্টতীর্থ। মুক্তিকামী বীর সাধক কৈবল্যমুক্তিপ্রদ এই তীর্থের ধ্যান করে মানস স্নান করবেন।[৩]

আজ্ঞাচক্র বিন্দুতীর্থ ও কালীকুণ্ডের স্থান। এই তীর্থের ধ্যান করে নির্বাণসিদ্ধিকামী সাধক মানসস্নান করবেন।[৪]

রুদ্রযামলে মানবদেহকেই শিবতীর্থ বলা হয়েছে। এই তীর্থে ইড়া এবং এবং সুষুম্না নামে জ্ঞানসলিলা দুটি নদী বয়ে চলেছে। এই নদী দুটির ব্রহ্মসলিলে অর্থাৎ জ্ঞানজলে যিনি স্নান করেন তাঁর আর গঙ্গাজলে বা পুষ্করতীর্থের জলে কি হবে?[৫]

সন্ধ্যা—স্নানের পর সন্ধ্যা। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে বিধান দেওয়া হয়েছে—সাধক যথাবিহিত তান্ত্রিক স্নান করে বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণ করবেন।[৬]

সন্ধ্যা অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম। তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত যে-ব্যক্তি সন্ধ্যা করে না তার দীক্ষা নিষ্ফল হয়।[৭]

সন্ধ্যা দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক। প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করে তার পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা বিধি।[৮]

প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে সন্ধ্যা করতে হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈদিক এবং তান্ত্রিক উভয় সন্ধ্যাই বিহিত, শূদ্রের পক্ষে শুধু তান্ত্রিক।[৯]

---

১ অনাহতে সর্বতীর্থং সূর্যমণ্ডলমধ্যগম্। বিভাব্য সর্বতীর্থানি স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, পৃঃ ১৭৮

২ স্নায়াচ্চ বিমলে তীর্থে পুষ্করে হৃদয়াশ্রিতে।—গ ত ৭।১৯

৩ বিশুদ্ধাখ্যে মহাপদ্মে অষ্টতীর্থসমুদ্ভবঃ। কৈবল্যমুক্তিদং ধ্যাত্বা স্নাতি বীরো বিমুক্তয়ে।
—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ১৭৮

৪ মানসং বিন্দুতীর্থঞ্চ কালীকুণ্ডং কলাধরম্। জ্ঞানচক্রে সদা ধ্যাত্বা স্নাতি নির্বাণসিদ্ধয়ে।—ঐ

৫ ইড়াসুষুম্নে শিবতীর্থকেঽস্মিন্ জ্ঞানাম্বুপূর্ণে বহতঃ শরীরে।
ব্রহ্মাম্বুভিঃ স্নাতি তয়োঃ সদা যঃ কিন্তস্য গাঙ্গৈরপি পুষ্করৈর্বা।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ১৭৭

৬ উক্তেনৈব বিধানেন কৃত্বা স্নানং তু তান্ত্রিকম্। বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বা তর্পণমেব চ।
জপন্ স্তোত্রাণি নামানি যায়াদ্দেবনিকেতনম্।—মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশবচন, দ্রঃ শা তি ৪।৫-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৭ সন্ধ্যয়া তু বিহীনো যো ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ।—লক্ষ্মীকুলার্ণববচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৭৮

৮ বৈদিকসন্ধ্যানন্তরং তান্ত্রিকসন্ধ্যা কর্তব্যা।—বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৭৮

৯ সন্ধ্যাত্রয়ং তথা কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণো বিধিপূর্বকম্। তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বং তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
—বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৪

পুরশ্চরণরসোল্লাসে বলা হয়েছে সাধক প্রাতঃস্নান করে পরম দুর্লভ সন্ধ্যা-উপাসনা করবেন। তার পর গায়ত্রী জপ করবেন। তার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করবেন ও তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করবেন। এর পর সূর্য্যার্ঘ্য দিয়ে পূজাগৃহে প্রবেশ করবেন।[১]

আমরা এখানে শুধু তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণের বিষয়ই আলোচনা করব।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা—দেবতাদিভেদে তান্ত্রিক সন্ধ্যার ক্রিয়াকর্মের কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে তার সাধারণ রূপটি সব ক্ষেত্রেই একরকম।

মালিনীতন্ত্রে শক্তিবিষয়ক তান্ত্রিক সন্ধ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে আচমন করতে হবে। তার পর 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে জলে তীর্থাবাহন করতে হবে, মূলমন্ত্র পড়ে কুশের দ্বারা জল তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করতে হবে এবং সাতবার মস্তকে সিঞ্চন করতে হবে। তার পর প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করে বামকরতলে জল নিয়ে দক্ষিণকরে আচ্ছাদন করে 'হং যং বং লং রং'-মন্ত্রের দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তার পর সাতবার মূল মন্ত্র পড়ে বামহস্তের অঙ্গুলির ছিদ্রপথে গলিত জলবিন্দু তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সাতবার মস্তকে সিঞ্চন করে অবশিষ্ট জল দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করে তাকে তেজোরূপ ভাবতে হবে এবং ইড়ানাড়ী দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপথে আকর্ষণ করে দেহমধ্যগত পাপ প্রক্ষালন করতে হবে এবং পাপপ্রক্ষালণের জন্য সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপরূপে চিন্তা করতে হবে এবং পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা অর্থাৎ বামনাসাপথে বিরেচন করে ও সম্মুখে বজ্রশিলা কল্পনা করে তাতে পাপপুরুষরূপ সেই জল ফট্ এই অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে নিক্ষেপ করতে হবে। এই ক্রিয়ার নাম অঘমর্ষণ।[২]

মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩] এর পর মন্ত্রবিৎ সাধক দুহাত ধুয়ে মূলমন্ত্রের দ্বারা আচমন

---

১ প্রাতঃস্নানং সমাসাদ্য সন্ধ্যাং পরমদুর্লভাম্। উপাস্য চঞ্চলাপাঙ্গি গায়ত্রীং প্রজপেত্ততঃ।
ততস্তু তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং গায়ত্রীং তান্ত্রিকীং তথা। সূর্য্যার্ঘ্যঞ্চ ততো দত্বা পূজার্থগৃহমাবিশেৎ।
—পুরশ্চরণরসোল্লাসবচন, দ্রঃ প্রা তো. কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪; ব সং, পৃঃ ১৮৭

২ আচামেদাত্মতত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদ্যৈর্দ্বিঠান্তকৈরিতি। ততো জলে গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মূলেন কুশেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং ক্ষিপেৎ। তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ প্রাণায়াম-ষড়ঙ্গ-ন্যাসৌ কৃত্বা বামহস্ততলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন জলমাচ্ছাদ্য হং যং বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভিস্তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্ধনি সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাধায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরেচ্য পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষস্বরূপং তজ্জলং ক্ষিপেদিতি অঘমর্ষণম্।—মালিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৭৯

৩ প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। গায়ত্র্যা বাহথ মূলেন দদ্যাদর্ঘত্রয়ং ততঃ।
রবিমণ্ডলসংস্থায় স্বেষ্টদেবায় তর্পয়েৎ। জলেন মূলমন্ত্রান্তে হ্যমুকং তর্পয়ামি চ।

করবেন এবং গায়ত্রী বা মূলমন্ত্র জপ করে তিনটি অর্ঘ্য দেবেন। তার পর সূর্যমণ্ডলস্থিত স্বীয় ইষ্টদেবতার তর্পণ করবেন। তর্পণের বিধি—মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অমুকদেবতাকে তর্পণ করি এই বলে জল দিয়ে তিনবার তর্পণ করতে হবে, বামমার্গীদের কারণ দিয়ে তর্পণ করতে হবে। তার পর সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার গায়ত্রী আটাশবার জপ করবেন; তদভাবে বেদপন্থী সাধক ব্রাহ্মী গায়ত্রী আর তান্ত্রিক সাধক শিবগায়ত্রী[১] জপ করবেন।

সূর্যার্ঘ্য—হস্তপ্রক্ষালন ও আচমন করে 'হ্রীঁ হংসঃ' অথবা 'ওঁ ঘৃণি সূর্য আদিত্য' এই মন্ত্রে জল দিয়ে সূর্যার্ঘ্য দিতে হয়।[২] তারাদিশক্তিবিষয়ক সূর্যার্ঘ্য সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হয়েছে—

'হ্রীঁ হংসঃ মার্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা' এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হবে।[৩] কিন্তু শ্রীবিদ্যাবিষয়ক সূর্যার্ঘ্য পৃথক্।[৪]

ইষ্টদেবতার্ঘ্য—সম্মোহনতন্ত্রে বলা হয়েছে সূর্যার্ঘ্য দেবার পর সাধক 'ওঁ সূর্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র পড়ে অথবা সেই দেবতার গায়ত্রীমন্ত্র পড়ে সেই দেবতাকে জল দিয়ে তিনবার অর্ঘ্য দেবেন এবং সেই দেবতার গায়ত্রী জপ করবেন।[৫] এখানে অমুক-দেবতার স্থলে সাধকের ইষ্টদেবতার নাম করতে হবে। কাজেই ইষ্টদেবতাকেই অর্ঘ্য দিতে হবে এবং তাঁর গায়ত্রী জপ করতে হবে।

গায়ত্রী—গায়ত্রী দুরকমের—বৈদিক আর তান্ত্রিক। বৈদিক গায়ত্রী বলতে প্রধানতঃ সাবিত্রীমন্ত্রটিকেই[৬] বোঝায়। তবে এটির তান্ত্রিক প্রয়োগ[৭] তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। তন্ত্রমতে সাবিত্রী অন্যতমা বিদ্যা।[৮]

উক্ত্বা ত্রিধা তর্পণীয়ং বামকৈঃ কারণেন তু। ইষ্টদেবস্য গায়ত্রীমষ্টাবিংশতিসংখ্যকাম্।
জপেদভাবে ব্রাহ্মীং তু বৈদিকং মতমাশ্রিতঃ। তান্ত্রিকঃ শিবগায়ত্রীং জপেৎ সাংথ নিরূপ্যতে।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫০৩

১ (i) ওঁ তন্মহেশায় বিদ্মহে বাগ্‌বিশুদ্ধায় ধীমহি তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ
(ii) ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ ঐ

২ ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীঁ হংসঃ ওঁ ঘৃণি সূর্য আদিত্য ইতি মন্ত্রেণ বা সূর্যায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।— বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮০

৩ সূর্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য মার্তণ্ডভৈরবায় চ। প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং ততঃ পঠেৎ।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য অর্ঘ্যং দত্ত্বা জপেন্মনুম্।—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮২

৪ মন্ত্রটি এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রুঁ। হ্রীঁ সঃ মার্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণ-পরিবারসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।—ঐ

৫ ততঃ ওঁ সূর্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যনেন তদ্গায়ত্র্যা বা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য তত্তদ্দেবতায়া গায়ত্রীং জপেৎ।—সম্মোহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮০

৬ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।—দ্রঃ তৈ আ ১০।২৭।১

৭ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪ ; নি ত, পঃ ৩

৮ সাবিত্রী পরমা বিদ্যা ত্রৈলোক্যেষু চ দুর্লভা।—নি ত, পঃ ৩

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে রুদ্র[১] গণেশ[২] নন্দি[৩] কার্তিক[৪] গরুড়[৫] ব্রহ্মা[৬] বিষ্ণু[৭] নরসিংহ[৮] সূর্য[৯] অগ্নি[১০] এবং দুর্গার[১১] গায়ত্রী দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই-সব গায়ত্রী বৈদিক।

বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন গায়ত্রী তন্ত্রশাস্ত্রানুসারেও বিহিত।[১২] লক্ষ্য করার বিষয়

---

১ (i) পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।—তৈ আ ১০।১।২৩
(ii) তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।২৪

২ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।২৫

৩ তৎপুরুষায় বিদ্মহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।২৬

৪ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি তন্নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।২৭

৫ তৎপুরুষায় বিদ্মহে সুবর্ণপক্ষায় ধীমহি। তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।২৮

৬ বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি। তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।২৯

৭ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।৩০

৮ বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি। তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।৩১

৯ ভাস্করায় বিদ্মহে মহাদ্যুতিকরায় ধীমহি। তন্নো আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।৩২

১০ বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি। তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।৩৩

১১ কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ ১০।১।৩৪

১২ ব্রহ্মগায়ত্রী— ওঁ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।
—মহা ত ৩।১০৯-১১০

গণেশগায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।
—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫০৪

সূর্যগায়ত্রী— ওঁ সপ্ততুরগায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহি তন্নো রবিঃ প্রচোদয়াৎ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

বিষ্ণুগায়ত্রী— ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ

শ্যামাগায়ত্রী— কালিকায়ৈ পদং চোক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্।
শ্মশানবাসিনী ঙেন্তা ধীমহীতি ততো বদেৎ।
তন্নো ঘোরে পদং প্রোচ্য প্রবদেচ্চ প্রচোদয়াৎ।
—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।
—কুমারীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

অথবা আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।—মহা ত ৫।৬২-৬৩

তারাগায়ত্রী— ঐঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে চ পদং ততঃ।
বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ।
—কালিকার্ণববচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, ঐ পৃঃ ৫০৫
ঐঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ।

বৈদিক এবং তান্ত্রিক গায়ত্রী অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তবে তান্ত্রিক গায়ত্রীর বিশেষত্ব এই যে এতে শূদ্রাদি সকলের অধিকার আছে।[১] কিন্তু বৈদিক গায়ত্রীতে দ্বিজ ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই।

গায়ত্রীধ্যান—সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করবেন। কিন্তু জপের পূর্বে গায়ত্রীর ধ্যান করবেন। সে-ধ্যান আবার প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন- ও সায়ংকাল-ভেদে ভিন্ন হয়। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে সাধক প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে পরদেবতা গায়ত্রীর সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণভেদে তিন রূপের ধ্যান করবেন।[২]

প্রাতঃকালে—প্রাতঃকালে দেবী ব্রাহ্মী রক্তবর্ণা দ্বিভুজা কুমারী। তাঁর হাতে তীর্থবারি-পূর্ণ কমণ্ডলু এবং স্বচ্ছমালা। শুচিস্মিতা দেবীর পরিধানে কৃষ্ণাজিন। তিনি হংসবাহনা।[৩] ইনি রজঃগুণপ্রধানা। এইরূপে প্রাতঃকালে দেবীর ধ্যান করতে হবে।

মধ্যাহ্নে—মধ্যাহ্নে দেবী বৈষ্ণবী শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড়বাহনা। তাঁর কুচযুগল পীন ও উত্তুঙ্গ, তিনি যুবতী, বনমালাভূষিতা ও সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা।[৪] ইনি সত্ত্বগুণপ্রধানা। মধ্যাহ্নে দেবীর এইরূপ ধ্যান করতে হবে।

অথবা — মহোগ্রায়ৈ বিদ্মহে তারায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।—মালিনীতন্ত্রবর্ণিত, দ্রঃ ঐ

ত্রিপুরসুন্দরীগায়ত্রী— ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ। —জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবর্ণিত, দ্রঃ ঐ

ভৈরবীগায়ত্রী— ঐঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। —ঐ, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫০৬

ভুবনেশ্বরীগায়ত্রী— হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্যৈ বিদ্মহে আদ্যায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। —তন্ত্রান্তরবর্ণিত, দ্রঃ ঐ

ছিন্নমস্তাগায়ত্রী— বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।—ঐ

ধূমাবতীগায়ত্রী— ধূঁ ধূমাবতী বিদ্মহে বিবর্ণা দেবী ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।—ঐ

মাতঙ্গীগায়ত্রী— ওঁ শুকপ্রিয়ায়ৈ বিদ্মহে শ্রীকামেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নঃ শ্যামা প্রচোদয়াৎ।—ঐ

বগলামুখীগায়ত্রী— হ্লীঁ বগলামুখী বিদ্মহে দুষ্টস্তম্ভনী ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।—ঐ

লক্ষ্মীগায়ত্রী— মহালক্ষ্মীঃ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নো শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।—ঐ পৃঃ ৫০৭

দুর্গাগায়ত্রী— ওঁ কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ। —তন্ত্রান্তরবর্ণিত, দ্রঃ ঐ পৃঃ ৫০৮

১ তন্ত্রজেনৈব গায়ত্র্যা শূদ্রোঽপি প্রজপেন্মনুম।—গা ত, পঃ ১

২ ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্। প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ।—মহা ত ৫।৫৫

৩ প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্। কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমচ্ছমালাঞ্চ বিভ্রতীম্। কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্।—ঐ ৫।৫৬

৪ মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্। পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্। যুবতীং সততং ধ্যায়েন্মধ্যে মার্তণ্ডমণ্ডলে।—ঐ ৫।৫৭-৫৮

সায়াহ্নে—সায়াহ্নে দেবী গায়ত্রী বরদা শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রধারিণী ত্রিনেত্রা বৃষভবাহনা। তাঁর করপদ্মে বরমুদ্রা পাশ শূল এবং নরকপাল। তিনি গলিতযৌবনা বৃদ্ধা।[১] দেবীর এই রূপ তমোগুণপ্রধান। জিতেন্দ্রিয় সাধক সায়াহ্নে এইরূপে দেবীর ধ্যান করবেন।

মহানির্বাণতন্ত্রের বিধান[২]—পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করে মহাদেবীকে তিন অঞ্জলি জল দিয়ে দশবার বা এক শ বার (মতান্তরে এক শ আটবার[৩]) গায়ত্রী জপ করতে হবে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিত্য কর্তব্য—যেখানে দ্বাদশী প্রভৃতিতে বৈদিক সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ সেখানেও তান্ত্রিক সন্ধ্যা বিহিত। বৃহন্নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪]—দ্বাদশী আদিতে সায়ন্তনী সন্ধ্যা কর্তব্য। যে করবে না সে নরকে যাবে। কেন না আগমক্রিয়া নিত্য করতে হয়।

সংক্ষেপ-সন্ধ্যা—শাস্ত্রে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সংক্ষিপ্ত সন্ধ্যার ব্যবস্থা আছে। গৌতমীয়-তন্ত্রে বলা হয়েছে[৫]—সাধক অশক্ত হলে সংক্ষেপ-সন্ধ্যা করবেন। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে দেবতার ধ্যান করে শুধু মূলমন্ত্র জপ করলেই সন্ধ্যা করা হবে।

তর্পণ—গায়ত্রীজপের পর ইষ্টদেবতাকে জপসমর্পণ করে তর্পণ করতে হয়।[৬] তর্পণও বৈদিক-তান্ত্রিক-ভেদে দ্বিবিধ। মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে—বৈদিক তর্পণ করে তার পরে তান্ত্রিক তর্পণ করতে হবে।[৭]

মহানির্বাণতন্ত্রে[৮] তান্ত্রিক তর্পণ সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হয়েছে পূর্বোক্ত গায়ত্রীজপের পরে দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ ও ইষ্টদেবতার তর্পণ করতে হবে। 'ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ' এই বলে দেবগণাদির তর্পণ করতে হবে। ইষ্টদেবতা কালিকার তর্পণমন্ত্র—হ্রীঁ আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তান্ত্রিক প্রণব-ও স্বাহা-যুক্ত মন্ত্রে শূদ্রেরও অধিকার আছে।[৯]

---

১ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্। বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্।—ঐ ৫।৫৯-৬০

২ এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্। দত্ত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা।—ঐ ৫।৬১

৩ তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজপেৎ সুধীঃ।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮২

৪ সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্যাদ্ দ্বাদশ্যাদিষ্বপি প্রিয়ে। অকুর্বন্নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া।—বৃহন্নীলতন্ত্র, পঃ ১

৫ সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্যান্মন্ত্রী হ্যশক্ততঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ।
— গৌতমীয়তন্ত্রবচন দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃ ৮০

৬ দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ১১৩

৭ বৈদিকং তর্পণং কৃত্বা ততস্তান্ত্রিকমাচরেৎ।—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫০৯

৮ ততস্তু তর্পয়েদ্ভদ্রে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ। প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্।—মহা ত ৫।৬৪-৬৫

৯ ভূতশুদ্ধিতন্ত্রের বিধান—
তন্ত্রোক্তপ্রণবং দেবি বহ্নিজায়াঞ্চ সুন্দরি। প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্যা বিচারণা।
—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২

শুধু কালিকা নয় শক্তিদেবতা সম্বন্ধে সাধারণবিধি—তর্পণমন্ত্রের প্রণবস্থলে হ্রীঁ এবং নমঃ স্থলে স্বাহা উচ্চারণ করে তর্পণ করতে হবে।[১] তর্পণ করতে হবে তিনবার।[২]

গুরুপঙ্‌ক্তির তর্পণ— ইষ্টদেবতার তর্পণের আগে দেবগণাদি সহ গুরুপঙ্‌ক্তির তর্পণ করা বিধি।[৩] এই তর্পণের মন্ত্রও[৪] পূর্বোক্ত দেবতাদির তর্পণমন্ত্রের মতো।

আবরণদেবতার তর্পণ— ইষ্টদেবতার সঙ্গে তাঁর আবরণদেবতারও তর্পণ করতে হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে[৫]—আবরণদেবতার প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিয়ে তর্পণ করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক আবরণদেবতার তর্পণ একবার করতে হবে। অশক্তের পক্ষে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে কেবল ইষ্টদেবতার তর্পণ বিহিত।

যোগীদের সন্ধ্যাদি— এই প্রসঙ্গে যোগীদের সন্ধ্যাদির উল্লেখ করা আবশ্যক। কেন না সাধারণসন্ধ্যাদি থেকে এগুলি পৃথক্। যোগীর সন্ধ্যা অন্তর্যাগান্তর্গত সন্ধ্যা, এটি বস্তুতঃ ধ্যান। সন্ধ্যাকথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও সম্যক্ ধ্যান। যোগীর সন্ধ্যা-সম্পর্কে কল্পসূত্রটীকায় বলা হয়েছে[৬]—যিনি গুরুরূপিণী মৃণালসূত্রান্তরগামিনী স্বপ্রকাশ কুণ্ডলিনীশক্তি তিনি শিবের সঙ্গে সামরস্যাবস্থায় সাধনার অন্তর্গত হয়ে আছেন এইভাবে ধ্যান করতে হবে। মধ্যাহ্নকালে ভাবতে হবে তিনি তরুণাবয়ববিশিষ্টা অতিশয় উজ্জ্বল কামরাজকূটরূপিণী। মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার পর্যন্ত এবং ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মূলাধার পর্যন্ত বিলোম- ও অনুলোম-ক্রমে তাঁর ধ্যান করতে হবে।

সায়ংকালে ভাবতে হবে তিনি শ্বেতবর্ণা শক্তিকূটরূপিণী মৃণালতন্তুসদৃশা। শিবের সঙ্গে সামরস্যাবস্থায় তাঁর ধ্যান বিহিত।

---

১ শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিঠং বদেৎ।—মহা ত ৫।৬৫

২ শক্তি বিষয়ে ত্রিধা তর্পণম্।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮২

৩ দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ। গুরুপঙক্তিং পুরা তর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮১

৪ ওঁ গুরুং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি নমঃ।
ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি নমঃ।—দ্রঃ ঐ

৫ একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ। তত্রাশক্তশ্চেন্মূলমন্ত্রমুচ্চার্য ইষ্টদেবতামাত্রং তর্পয়েৎ।
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮২

৬ যা গুরুরূপিণী মৃণালসূত্রান্তরগা স্বপ্রকাশা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কুলাকুলসমরসভাবেন সাধনান্তর্ধ্যেয়া। তথা মধ্যাহ্নসময়ে তরুণাবয়বামতিভাস্বরাং কামরাজরূপিণীং মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং ব্রহ্মরন্ধ্রাদিমূলান্তং ধ্যায়েৎ। তথা সায়ংসময়ে শ্বেতবর্ণাং শক্তিবীজস্বরূপাং মৃণালতন্তুনিভাং কুলাকুলযোগেনানুসন্দধ্যাৎ। অর্দ্ধরাত্রে পরাপরকুণ্ডলিনীরূপাং পদ্মরাগবর্ণাং মূলাদিহৃদয়পর্য্যন্তং বাগ্‌ভববীজরূপিণীং হৃদয়াদ্ভ্রূমধ্যপর্যন্তং কামবীজরূপাং ভ্রূমধ্যাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং শক্তিবীজরূপাং ধ্যায়েৎ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১৮৮

অর্দ্ধরাত্রে ধ্যান করতে হবে তিনি পরাপরকুণ্ডলিনীরূপা পদ্মরাগবর্ণা মূলাধার থেকে হৃদয় অর্থাৎ অনাহত পর্যন্ত বাগ্‌ভবকূটরূপে এবং হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্য অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত কামরাজকূটরূপে আর ভ্রূমধ্য থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত পর্যন্ত শক্তিকূটরূপে বিরাজমানা।

যোগীদের তর্পণ— যোগীদের তর্পণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপিণী কুণ্ডলিনীকে সাধক মূলাধার থেকে উত্থিত করে তাঁকে পরশিবের সঙ্গে মিলিত করবেন এবং তার ফলে যে-অমৃতের উদ্ভব হবে সেই অমৃতের দ্বারা স্বীয় ইষ্টদেবতার তর্পণ করবেন।[১]

কৌলসাধকের সন্ধ্যা— তন্ত্রে কৌলসাধকের সন্ধ্যার পৃথক্ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে বলা হয়েছে[২] যে-কালে শিবশক্তির সমাযোগ অর্থাৎ মিলন হয় সেইকালই কৌলসাধকদের সন্ধ্যা। কেবল সমাধি-অবস্থায় তাঁদের এ সন্ধ্যার প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ কৌলসাধক সমাধি-অবস্থায়ই এমনি সন্ধ্যা করতে পারেন।

এর পর কৌলসাধকও তর্পণ করবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। যোগীদের তর্পণের যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে কৌলসাধকের পক্ষে সেই একই তর্পণ বিহিত।[৩]

সন্ধ্যাদির তাৎপর্য— এই সন্ধ্যাতর্পণাদির তাৎপর্য কি? আমরা লক্ষ্য করেছি তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। সন্ধ্যাদি সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার অন্যতম সোপানস্বরূপ। সন্ধ্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিষ্ঠাসহকারে মনকে দেবভাবে ভাবিত করার ফলে ক্রমে মন সেইভাবে অভ্যস্ত হয় এবং তাতে সাধকের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ সুগম হয়। বিষয়স্রোত থেকে মনকে মুক্ত করে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক স্রোতাপন্ন করা সন্ধ্যাদির অন্যতম তাৎপর্য।

ভূতশুদ্ধি— আমরা আত্মশুদ্ধির বিষয় আলোচনা করছিলাম। আত্মশুদ্ধির জন্য স্নানের মতো ভূতশুদ্ধিও আবশ্যক।

মানবদেহ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতগঠিত। এই পঞ্চভূতের শোধনকেই বলা হয় ভূতশুদ্ধি। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে[৪] শরীরাকারে পরিণত পঞ্চভূতের যে-শোধন তার দ্বারা পঞ্চভূত অব্যয় ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই শোধনকেই বলে ভূতশুদ্ধি।

---

১ তর্পণন্তু মূলাধারাৎ সোমসূর্যাগ্নিরূপিণীং কুণ্ডলিনীং সমুত্থাপ্য পরবিন্দুং নির্ভিদ্য তদুদ্ভবামৃতেন স্বেষ্টদেবতাং তর্পয়েৎ।—প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ১৮৯

২ শিবশক্তিসমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলসাধূনাং সমাধিস্থৈঃ প্রতীয়তে।—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন দ্রঃ ঐ

৩ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬৪০

৪ শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্। অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা।
—বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৮৭

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রের উক্ত বচনের সহজ তাৎপর্য পঞ্চভূতকে জড় পদার্থ মনে না করে ব্রহ্মবস্তু মনে করা। কেন না 'এই সমস্তই ব্রহ্ম'[১] এই শ্রুতি অনুসারে পঞ্চভূতও ব্রহ্ম। কাজেই পঞ্চভূতকে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলে জানা।

ভূতশুদ্ধি-অনুষ্ঠান—ভূতশুদ্ধি প্রধানতঃ মানস ব্যাপার। ভূতশুদ্ধি-অনুষ্ঠানের শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়।[২] বৃহৎতন্ত্রসারে আছে[৩]—কৃতাঞ্জলিপুট সাধক বাঁ ধারে গুরু পরমগুরু ও পরাপরগুরুর ভাবনা করবেন, ডান ধারে গণেশের ভাবনা করবেন আর মস্তকে স্বীয় ইষ্টদেবতার ভাবনা করবেন। তার পর 'ফট্' এই অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা করশোধন করবেন, ক্রমোচ্চ তালত্রয়ধ্বনি করে অর্থাৎ হাততালি দিয়ে ছোটিকার দ্বারা অর্থাৎ তুড়ি দিয়ে দশদিক্ বন্ধন করবেন, রং মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলধারা দিয়ে স্বদেহ বেষ্টন করবেন এবং সেই বেষ্টনীকে বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করে ভূতশুদ্ধি করবেন।

ভূতশুদ্ধির ক্রম এই—সাধক স্বীয় অঙ্কে হাতদুখানি উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ করে রেখে সোঽহং মন্ত্রে হৃদয়স্থ প্রদীপকলিকাকার অর্থাৎ প্রদীপশিখার আকৃতিবিশিষ্ট জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে যুক্ত করে মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূর-অনাহত-বিশুদ্ধ-আজ্ঞা-ক্রমে ষট্‌চক্র ভেদ করে শিরোদেশে অবস্থিত অধোমুখ সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করবেন এবং পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত, গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র, নাসিকা জিহ্বা চক্ষু ত্বক্ কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি অহংকার ও প্রকৃতি মোট এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সেখানে অর্থাৎ শক্তিলীনপরমশিবের মধ্যে বিলীন হয়েছে এই চিন্তা করবেন। তার পর যং এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা করবেন, ষোলবার এই বীজজপের সহিত বাম-নাসিকায় শ্বাস টেনে পূরক করবেন, তার পর উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করে উক্ত বীজ চৌষট্টিবার জপ করে কুম্ভক করবেন এবং বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সঙ্গে দেহশোষণ করে ঐ বীজ বত্রিশবার জপের সঙ্গে দক্ষিণনাসিকায় বায়ু রেচন করবেন। তার পর আবার রং এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ চিন্তা করে ষোলবার সেই বীজজপের সহিত দক্ষিণনাসিকায় পূরক করবেন, উভয়

---

১ সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম।—মা উপ ২

২ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৫, পৃঃ ২০২; পু চ, ৩ঃ ৬, পৃঃ ১৬৪-১৬৮; তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৫৩-১৫৭; বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৫-৮৭

৩ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা।
দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ। ততঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য
ঊর্ধ্বোর্ধ্ব্ তালত্রয়ং দত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্ বন্ধনং কৃত্বা রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং
বিচিন্ত্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ।—গৌতমীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৫

নাসাপুট রুদ্ধ করে চৌষট্টিবার উক্ত বীজজপের সঙ্গে কুম্ভক করে বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করবেন এবং বত্রিশবার পূর্বোক্ত বীজ জপ করে বামনাসিকায় পাপপুরুষের ভস্মের সহিত বায়ু রেচন করবেন।[১]

এর পর আবার বামনাসিকায় ঠং এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ ধ্যান করে ষোলবার এই বীজজপের সহিত পূরক করে ললাটে চন্দ্র আনয়ন করবেন, উভয় নাসিকা রুদ্ধ করে চৌষট্টিবার বং এই বরুণ-বীজজপের সহিত কুম্ভক করে ললাটস্থ চন্দ্র থেকে মাতৃকাবর্ণাত্মক যে-অমৃত ক্ষরিত হবে তা দিয়ে সমস্ত দেহ নূতন করে রচনা করবেন এবং শেষে লং এই পৃথিবীবীজ বত্রিশবার জপের দ্বারা দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করে দক্ষিণনাসিকায় বায়ু রেচন করবেন।[২]

তত্ত্বলয়ের ক্রম—পৃথিব্যাদি যে-তত্ত্বলয়ের কথা বলা হল মহানির্বাণতন্ত্রে তার একটি ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। যথা[৩]—সাধক মূলাধারচক্রে মন নিবিষ্ট করে হুং মন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করবেন। তার পর তাঁকে হংসমন্ত্রের দ্বারা পৃথ্বীতত্ত্বসহ স্বাধিষ্ঠানচক্রে নিয়ে যাবেন এবং পৃথ্বীতত্ত্বকে অপ্-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করবেন। তার পরে গন্ধ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহ পৃথ্বীতত্ত্বকে

---

১ স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিতকুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্যষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখ-সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশ-গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষুস্ত্বক্‌-শ্রোত্র-বাক্‌-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থ-প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহংকাররূপ-চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারস্থিতবহ্নিনা দগ্ধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদবারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৫

২ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসিকায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাটচন্দ্রাদ্‌গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ।—ঐ, পৃঃ ৮৬

৩ মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্। উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাং তু তাম্।
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিযোজয়েৎ। গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
রসাদিজিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ। রূপাদিচক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ।
স্পর্শাদিত্বগ্‌যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ। অহংকারে হরেদ্‌ ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি।
মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ।—মহা ত ৫।৯৩-৯৭

অপ্-তত্ত্বে লয় করবেন, রসাদিজিহ্বার সহিত অপ্-তত্ত্বকে অগ্নিতত্ত্বে[1] অর্থাৎ তেজোতত্ত্বে লয় করবেন, রূপাদিচক্ষুর সহিত অগ্নিতত্ত্বকে বায়ুতত্ত্বে অর্থাৎ মরুদ্‌তত্ত্বে লয় করবেন, স্পর্শাদিত্বক্-সহ বায়ুতত্ত্বকে আকাশতত্ত্বে অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বে লয় করবেন, শব্দসহ আকাশতত্ত্বকে অহঙ্কার-তত্ত্বে লয় করবেন, অহংকারতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতত্ত্বে এবং প্রকৃতিতত্ত্বকে ব্রহ্মে লয় করবেন।

পাপপুরুষ—উল্লিখিত পাপপুরুষ সম্বন্ধে মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে[2]—স্বীয় দেহের বাম-কুক্ষিতে সাধক পাপপুরুষের চিন্তা করবেন। পাপপুরুষের বর্ণ কাজলের মতো, ব্রহ্মহত্যা তার মস্তক, স্বর্ণস্তেয় তার দুই ভুজ, সুরাপান তার হৃদয়, গুরুপত্নীগমন তার দুই কটি, পাপ-সংসর্গ তার দুটি পা আর সব পাপ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সব উপপাতক তার লোম; সে রক্তশ্মশ্রু এবং রক্তচক্ষু। চিন্তা করতে হবে এই পাপপুরুষ খড়্গচর্মধারী অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ ক্রূর অধোমুখ মহাভয়ংকর এবং রুক্ষ।

পাপপ্রবৃত্তি সূক্ষ্ম আকারে মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকে। সেইজন্য তন্ত্রে পাপপুরুষের লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহের কল্পনা করা হয়েছে। ভূতশুদ্ধির দ্বারা এই লিঙ্গদেহপাপপুরুষ বা পাপদেহ দগ্ধ হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম পাপপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। সাধকদেহ তাতে নষ্ট হয় না।[3]

এ গেল ভূতিশুদ্ধির একদিক্। তার অন্য দিক্ শুদ্ধ নবীনদেহরচনা। এটিই মুখ্য কাজ। এই দেহও সূক্ষ্মদেহ, এটি সাধনদেহ।

সাধনদেহ—তন্ত্রমতে এই দেহের কিভাবে উদ্ভব হয় তা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে। এই নবীন দেহের রচনা এবং দৃঢ়ীকরণের পর সাধক আবার হংসমন্ত্রে জীবাত্মা ও তত্ত্বসমূহকে

---

১ মহানির্বাণতন্ত্রে স্পষ্ট করে বলা হয়নি বটে তবে স্বাধিষ্ঠানচক্র থেকে কুণ্ডলিনীকে জলতত্ত্বসহ মণিপুরচক্রে নিয়ে গিয়ে সেখানে জলতত্ত্বকে অগ্নিতত্ত্বে লয় করতে হয়। তেমনিভাবে কুণ্ডলিনীকে অগ্নিতত্ত্বসহ অনাহতচক্রে নিয়ে গিয়ে তত্রস্থ বায়ুতত্ত্বে অগ্নিতত্ত্বকে লয় করতে হয় এবং বায়ুতত্ত্ব ও জীবাত্মাসহ কুণ্ডলিনীকে বিশুদ্ধাখ্যচক্রে নিয়ে গিয়ে আকাশতত্ত্বে বায়ুতত্ত্বকে লয় করতে হয়।—দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ১

শ্যামারহস্যে আকাশতত্ত্ব থেকে তত্ত্বলয়ের যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মহানির্বাণতন্ত্রের বিবরণ থেকে ভিন্ন।

২ শরীরে বামকুক্ষৌ তু চিন্তয়েৎ পাপপুরুষম্। বামকুক্ষিস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কং চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্। সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়্গাচর্মধরং ক্রূরমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্। অধোমুখং মহাভীমং রুক্ষং পাপং বিচিন্তয়েৎ।

—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬৬

৩ লিঙ্গদেহো মহেশানি তস্য দেহো ন সংশয়ঃ। পাপদেহং ভবেদ্ দগ্ধং স্বদেহং নৈব নাশয়েৎ।

—গুপ্তসাধনতন্ত্র, পঃ ৬

পূর্বে প্রতিলোমক্রমে যেভাবে লয় করেছিলেন ঠিক সেইভাবে অনুলোমক্রমে স্বস্থানে স্থাপন করবেন।[১]

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে[২]—রং-মন্ত্রের দ্বারা দগ্ধ শরীরকে বং-মন্ত্রের দ্বারা আপাদমস্তক অমৃতবারিপ্লাবিত করে সাধক নবীন দেবতাময়দেহের উদ্ভবচিন্তা করবেন। তার পর মূলাধারে পীতবর্ণ লং এই বীজমন্ত্রের চিন্তা করে সেই বীজের দ্বারা এবং দিব্যাবলোকন অর্থাৎ পলকহীন স্থিরদৃষ্টির দ্বারা আপনার এই নবীন দেহকে দৃঢ় করবেন। তার পরে হৃদয়ে হস্তস্থাপন করে 'আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস সোহহম্' এই মন্ত্রে সেই নবীন দেহে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা[৩] করবেন।

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রাদিতে একটু অন্যরকমভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।[৪]

মহানির্বাণতন্ত্রমতে[৫] এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করে সাধক দেবীভাবপরায়ণ হবেন অর্থাৎ 'আমি দেবীস্বরূপ' এমনি চিন্তাপরায়ণ হবেন। তার পর মন সমাহিত করে মাতৃকান্যাস করবেন।[৬]

অধ্বশুদ্ধি—এই প্রসঙ্গে ষড়ধ্বশোধনের উল্লেখ করা যায়। শরীর ষড়ধ্বময়। অধ্বশোধনের দ্বারা শরীরশুদ্ধি হয়।[৭] বর্ণ পদ মন্ত্র কলা তত্ত্ব এবং ভুবন এই ষড়ধ্বা। ষড়ন্বয়মহারত্নে বলা হয়েছে[৮]—বর্ণাদির এবং কলাসমূহের বিন্দুর সঙ্গে ঐক্যচিন্তা দ্বারা শোধন

---

১ স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা। জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ।—গৌ ত, অঃ ৯

২ ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ। দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা।
আপাদশীর্ষপর্যন্তমাপ্লাব্য তদনন্তরম্। উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্।
পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্। তেন দিব্যাবলোকেন দৃঢ়ীকুর্যান্নিজাং তনুম্।
হৃদয়ে হস্তমাদায় আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস উচ্চরন্। সোঽহং-মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ।
—মহা ত ৫।১০২-১০৫

৩ এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা আর দেবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা এক নয়। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য—"সর্বত্র প্রাণ-শক্তির লীলাদর্শন করে প্রাণশক্তির অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রাণ পরব্রহ্ম। প্রাণ ভগবানের সেই শক্তি যার দ্বারা অথবা যার মধ্যে জীবজগৎ সৃষ্ট, পরিণত অথবা বিবর্তিত হয়। জীব আর জগৎ এই মহাপ্রাণের ঘনীভূত মূর্তি। সাধকের দেহের পরিণতি, মনের বৃত্তি সবই ঐ প্রাণের খেলা। এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য।"—পু তঃ পৃঃ ৭৫ ৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬৮

৫ ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরায়ণঃ। সমাহিতমনাঃ কুর্যাৎ মাতৃকান্যাসমম্বিকে।—মহা ত ৫।১০৬

৬ পুরশ্চর্যার্ণবে নবীনদেহরচনাদির কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৭

৭ অনেন অধ্ববিশোধনেন শরীরশুদ্ধিঃ কৃতা ভবতি। যতঃ ষড়ধ্বময়মেব শরীরম্।
—শা তি ৫।৯৫-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৮ শোধনং নাম তত্ত্বানাং কারণৈকত্বচিন্তনম্। বর্ণাদীনাং কলানাঞ্চ তত্ত্বাং বিন্দ্বৈক্যচিন্তনম্।
—ষড়ন্বয়মহারত্নবচন, দ্রঃ শা তি ৫।৭৭-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

হয় আর তত্ত্বসমূহের এককারণত্বচিন্তা দ্বারা শোধন হয়। এর বিহিত অনুষ্ঠান আছে।[১]

ন্যাস—

ন্যাসের ব্যাখ্যা—ভাস্কররায় ন্যাসশব্দের অর্থ করেছেন সেই সেই দেবতার সেই সেই অবয়বে অবস্থাপন। অবস্থাপন অর্থ অবস্থিতিভাবনা।[২] কাজেই ন্যাস অর্থ সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর ইষ্টদেবতার সেই সেই অঙ্গের অবস্থিতিভাবনা।

অস্ ধাতু থেকে ন্যাসশব্দ নিষ্পন্ন। অস্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপন্ এবং স্থাপন্।[৩] কাজেই ন্যাসশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ নিক্ষেপ এবং স্থাপন। দেহসম্পর্কে কতৃত্বাভিমান বা মমত্ববুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করে সেই স্থলে দেবত্বভাবনা বা ভগবদ্‌বুদ্ধি স্থাপন করাই ন্যাসের তাৎপর্য।[৪]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ন্যাসের সূচনা হয়েছে অথর্ববেদে। আথর্বান ঋষিরা মনে করতেন জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য, কর্ণের অন্তরীক্ষ, দেহের পৃথিবী, বাগিন্দ্রিয়ের সরস্বতী, প্রাণ এবং অপাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু এবং মনের ব্রহ্ম।[৫]

উদ্দেশ্য—পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রের বিধান দেবতা হয়ে দেবতার যজনা করতে হবে। ন্যাস দেবতা হবার অন্যতম সাধন।[৬] ন্যাসের অপর উদ্দেশ্য বিঘ্নের কবল থেকে আত্মরক্ষা করা। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে যে-ব্যক্তি আগমোক্ত বিধান অনুসারে নিত্য ন্যাস করেন তিনি দেবভাবাপন্ন হন এবং মন্ত্রসিদ্ধিলাভ করেন। ন্যাসরূপ কবচের দ্বারা আবৃত

---

১ তত্রায়ং শোধনপ্রকারঃ। পাদে কলাধ্বানং স্মৃত্বা পদগুহ্যহৃদ্‌বক্ত্রশিরঃসু স্ববীজাদিকাঃ কলা বিন্যস্য পশ্চাৎ কলাধ্ববিশোধনম্। এবং তত্ত্বাধ্বানম্ অঙ্কৌ(ভ্রৌ?) স্মৃত্বা বিলোমেষু পূর্বস্থানেষু তান্ বিন্যস্য পশ্চাৎ তত্ত্বাধ্বশোধনম্। এবং ভুবনাধ্বানং নাভৌ স্মৃত্বা অনন্তরস্থানেষু স্ববীজাদ্যান্ বিন্যস্য পশ্চাৎ তচ্ছোধনম্। এবং হৃদি বর্ণাধ্বানং সংস্মৃত্য শুদ্ধান্ বর্ণান্ তদ্দেহে বিন্যস্য পশ্চাদ্ বর্ণাধ্বশোধনম্। এবং ভালে পদাধ্বানং সংস্মৃত্য সবিন্দুবর্ণান্ বিন্যস্য তচ্ছোধনম্। এবং মূর্দ্ধনি মন্ত্রাধ্বানং সংস্মৃত্য সপ্ত মন্ত্রান্ তত্তৎস্থানেষু ব্যাপ্য পশ্চাত্তদধ্বশোধনমিতি। —শা তি ৫।৯২-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

২ ন্যাসো নাম তত্তদ্দেবতানাং তত্তদবয়বেষ্ববস্থাপনম্। অবস্থিতত্বেন ভাবনেতি যাবৎ।

—ল স ১।৪-এর সৌ ভা, পৃঃ ৫

৩ অসু ক্ষেপণে।—দ্রঃ মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি, দিবাদি ১০১। (বি+অতি−অস্=বৈপরীত্যেন স্থাপনে।—দ্রঃ বাচস্পত্যাভিধান)। ৪ পু ত, পৃঃ ৬৯-৭১

৫ বৃহতা মন উপ হ্বয়ে মাতরিশ্বনা প্রাণাপানৌ। সূর্যাচ্চক্ষুরন্তরিক্ষাচ্ছোত্রং পৃথিব্যাঃ শরীরম্।
সরস্বত্যা বাচমুপ হ্বয়ামহে মনোযুজা।—অ বে ৫।১০।৮

৬ ন্যাসাত্তদাত্মকো ভূত্বা দেবো ভূত্বা তু তং যজেৎ।—গ ত ৯।২

হয়ে যিনি মন্ত্রজপ করেন সিংহকে দেখে হাতীরা যেমন পলায়ন করে তেমনি তাঁকে দেখে সব বিঘ্ন পলায়ন করে।[১]

সেইজন্য তন্ত্রের অভিমত ন্যাস না করলে পূজাদিতে অধিকারই হয় না।[২]

বিবিধ ন্যাস—শাস্ত্রে বিবিধ ন্যাসের বিধান আছে। যথা মাতৃকান্যাস ষোড়ান্যাস তারকান্যাস ঋষ্যাদিন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস বিদ্যান্যাস তত্ত্বন্যাস ইত্যাদি। ন্যাস যেমন বহু তেমনি ন্যাসের ফলও বহু।[৩]

তন্ত্রের নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে ন্যাস করার পদ্ধতি গুরুমুখে জানতে হবে এবং তাঁর কাছে হাতেকলমে প্রয়োগ শিখতে হবে।[৪] এই-সব ক্রিয়া বই পড়ে করা যায় না।

মাতৃকান্যাস—ফেৎকারিণীতন্ত্রে বলা হয়েছে লিপিন্যাস অর্থাৎ মাতৃকান্যাস ব্যতীত সব মন্ত্র মূকত্বপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য সব মন্ত্রেরই সিদ্ধির জন্য লিপিন্যাস করতে হবে।[৫]

তান্ত্রিক মন্ত্রের ঋষি ছন্দ দেবতা বীজ শক্তি ও কীলক এই কটি অঙ্গের ন্যাস করতে হয়। বলা হয়েছে—মস্তকে ঋষিন্যাস মুখপদ্মে ছন্দোন্যাস গুহ্যপ্রদেশে বীজন্যাস পদদ্বয়ে শক্তিন্যাস এবং সর্বাঙ্গে কীলকন্যাস করতে হবে।[৬]

মাতৃকাও মন্ত্র। একে বলা হয় শ্রীমাতৃকাসরস্বতীমন্ত্র। মন্ত্র বলেই তার ঋষ্যাদি[৭] এবং তাদের ন্যাসক্রম[৮] শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

---

১ আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ। দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
যো ন্যাসকবচাচ্ছন্নো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে। দৃষ্ট্বা বিঘ্না পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ।
—কুলার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৯৩

২ অকৃতে ন্যাসজালে হি অধিকারো ন বিদ্যতে।—তা ত ২।৩

৩ ন্যাসানাং প্রচুরত্বেন ফলানামপি ভূরিতা।—অগ্নিপুরাণবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৭

৪ পরিপাটী গুরোর্জ্ঞেয়া ন্যাসানাং রচনং প্রিয়ে।—তা ত ২।১৬

৫ মন্ত্রা মূকত্বমায়ান্তি বিন্যাসেন বিনা লিপেঃ। সর্বমন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং তস্মাদাদৌ লিপিং ন্যসেৎ।
—ফেৎকারিণীতন্ত্রবচন, দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৫৯

৬ ঋষিন্যাসো মূর্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতা হৃদয়ে চৈব বীজং গুহ্যপ্রদেশকে।
শক্তিং চ পাদয়োশ্চৈব সর্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ।—দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৬৯

৭ অস্য শ্রীমাতৃকাসরস্বরস্বতীমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো ব্যক্তয়ঃ কীলকানি শরীরশুদ্ধিপুরঃসরমভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৭

৮ যথা—শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ হলেভ্যো (ব্যঞ্জনেভ্যো) বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়ো স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্বাঙ্গেষু ওঁ ব্যক্তিভ্যঃ কীলকেভ্যো নমঃ।—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮; পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৭

করন্যাস—ঋষ্যাদিন্যাসের পর মাতৃকার করন্যাস ও অঙ্গন্যাস বিধি।[১] অঙ্গুষ্ঠা তর্জনী মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা ও করতলপৃষ্ঠ এই ক্রমে মাতৃকার করন্যাস বিহিত।[২]

সব মন্ত্রের করন্যাস একরকম নয়। যেমন শ্রীবিদ্যার করন্যাস মধ্যমা থেকে আরম্ভ করতে হয়[৩] আর প্রচণ্ডচণ্ডিকা-বিদ্যার করতে হয় কনিষ্ঠা থেকে।[৪]

আবার করন্যাসের স্থাননির্দেশ অন্যভাবেও করা হয়েছে। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ থেকে বামাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত করন্যাসের কথা বলা হয়েছে ফেৎকারিণীতন্ত্রে। উক্ত তন্ত্রমতে করন্যাসের সৃষ্টি সংহার এবং স্থিতি এই ত্রিবিধ ভেদও আছে।[৫] দেবতাভেদে করন্যাস ও অঙ্গন্যাসের মন্ত্র ভিন্ন হয়।[৬]

অঙ্গন্যাস—মাতৃকার অঙ্গন্যাস করতে হয় হৃদয় শির শিখা কবচ নেত্র ও অস্ত্রে।[৭] এরই নাম ষড়ঙ্গন্যাস। যেখানে পঞ্চাঙ্গন্যাসের বিধান সেখানে নেত্র বাদ দিতে হয়।[৮]

অন্যান্য মন্ত্রের অঙ্গন্যাসও ঐ একই রকম। ন্যাসস্থান একই, মন্ত্র পৃথক্।

করাঙ্গন্যাসের পর অন্তর্মাতৃকান্যাস করতে হয়।[৯]

অন্তর্মাতৃকান্যাস—মাতৃকার ঋষ্যাদিন্যাস করার পর অন্তর্মাতৃকান্যাস করা বিধি।[১০] জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে এ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে—কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্য যে-ষোড়শদল পদ্ম আছে তার একেকটি দলে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণের এক একটি বর্ণ অনুস্বারযুক্ত করে ন্যাস করতে হবে। হৃদয়ে অনাহত নামে যে দ্বাদশদল পদ্ম আছে তার একেকটি দলে ক থেকে ঠ পর্যন্ত বারটি বর্ণ অনুস্বারযুক্ত করে একেকটি করে ন্যাস করতে হবে। এইভাবে নাভিস্থ মণিপূর নামক দশদল পদ্মের দলে ড থেকে ফ পর্যন্ত দশটি বর্ণের, লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দল-পদ্মের দলে ব থেকে ল পর্যন্ত ছয়টি বর্ণের এবং মূলাধার নামক চতুর্দল পদ্মের দলে ব থেকে

---

১ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮

২ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।—ঐ

৩ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৬১ ৪ ঐ, পৃঃ ২৯৯

৫ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমারভ্য বামাঙ্গুষ্ঠং তথা ততঃ। উৎপত্তিকোঽসি মন্ত্রাণাং সংহারাখ্যো বিপর্যয়ঃ।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমারভ্য উভয়োরপি হস্তয়োঃ। কনিষ্ঠান্তং ভবেন্ন্যাসঃ স্থিতির্নাম মহোদয়ঃ।
—ফেৎকারিণীতন্ত্র, পঃ ৩

৬ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৮, ৩৩৫ ৭ দ্রঃ শা তি ৩৪-৩৬

৮ পঞ্চাঙ্গানি পদোক্তানি তদা নেত্রং পরিত্যজেৎ।—ফেৎকারিণীতন্ত্র, পঃ ৩

৯ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮ ১০ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮

স পর্যন্ত চারটি বর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণকে অনুস্বারযুক্ত করে ন্যাস করতে হবে। তার পর ভ্রূমধ্যে যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম আছে তার দলে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণ তেমনিভাবে ন্যাস করতে হবে।[১]

অন্তর্মাতৃকান্যাসের প্রয়োগ পুরশ্চর্যার্ণবে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে[২]—মূলাধারধ্বনিশ্রবণ-প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর দ্বারা সংস্পৃষ্ট সহস্রদলপদ্ম থেকে সুষুম্নাপথে নির্গত অমৃতময় মাতৃকাবর্ণ সাধকের দেহ অভিব্যাপ্ত করে অবস্থিত চিন্তা করে সাধক কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্মের দলে পূর্বদলাদিক্রমে আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ দিয়ে অকারাদি ষোড়শ বর্ণ মনে মনে ন্যাস করবেন অর্থাৎ 'ওঁ অং নমঃ, ওঁ আং নমঃ' এইভাবে ন্যাস করবেন।

অন্যসব বর্ণ সম্বন্ধেও এই বিধি।

বহির্মাতৃকান্যাস— অন্তর্মাতৃকান্যাসের পর বহির্মাতৃকান্যাস করতে হয়।[৩] সাধক স্বীয় কল্পোক্ত নিয়মে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার এই তিন ক্রমে বহির্মাতৃকন্যাস করবেন।[৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সৃষ্ট্যাদিক্রমে ন্যাসবিধি শুধু মাতৃকা-সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, অন্য মন্ত্র-সম্পর্কেও প্রযোজ্য।[৫]

পুরশ্চর্যার্ণবে বলা হয়েছে—যতি বানপ্রস্থাশ্রমী প্রভৃতি সাধকেরা প্রথমে সৃষ্টিক্রমে তার পরে স্থিতিক্রমে এবং তার পরে সংহারক্রমে ন্যাস করবেন।[৬]

ব্রহ্মচারীরা প্রথমে স্থিতিক্রমে তার পরে সংহারক্রমে এবং তার পরে সৃষ্টিক্রমে ন্যাস করবেন।[৭]

---

১ দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ। দ্বাদশচ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ।
দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ ন্যসেদ্দশ। ষট্‌পত্রমধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ ন্যসেচ্চ ষট্।
আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্ বাদীন্ চতুর্দলে। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে।
—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন. দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৮

২ তত্র মূলাধারধ্বনিশ্রবণপ্রবুদ্ধকুণ্ডলিনীসংস্পৃষ্টসহস্রদলকমলাৎ সুষুম্ণামার্গেণ নির্গতানমৃতময়ান্ মাতৃকাবর্ণান্ নিজদেহমভিব্যাপ্য স্থিতান্ ধ্যাত্বা কণ্ঠস্থবিশুদ্ধাখ্যষোড়শদলকমলদলেষু পূর্বদলাদিক্রমেণ প্রণবাদিনমোঽন্তান্ সবিন্দূন্ অকারাদিষোড়শস্বরান্ মনসা বিন্যসেৎ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৩০

৩ এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাতো বহির্ন্যসেৎ—অগস্ত্যসংহিতাবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৮৯

৪ মাতৃকাত্রিতয়ং কুর্যাৎ সৃষ্টিসংহারকস্থিতিম্। ন্যাসং কুর্যান্মহেশানি কল্পোক্তং চ বিশেষতঃ
—বীরচূড়ামণিবচন, দ্রঃ তা ভ সু. তঃ ৫, পৃঃ ১৬২

৫ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং পৃঃ ১৬৯-১৭০, ২৭১-২৭২ ইত্যাদি।

৬ অত্র পূর্বং সৃষ্টিক্রমেণ ততঃ স্থিতিক্রমেণ ততঃ সংহারক্রমেণ ন্যাসো যতিবানপ্রস্থাদিভিঃ কার্যঃ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৩০

৭ পূর্বং স্থিতিক্রমেণ ততঃ সংহারক্রমেণ ততঃ সৃষ্টিক্রমেণ ন্যাসো ব্রহ্মচারিভিঃ কার্যঃ।—ঐ

আর গৃহস্থদের পক্ষে প্রথমে সংহারক্রমে তার পরে সৃষ্টিক্রমে এবং তার পরে স্থিতিক্রমে ন্যাস বিহিত।[১] অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে।[২]

এখানে বলা আবশ্যক ন্যাসের পূর্বে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করতে হয়। সৃষ্ট্যাদি প্রত্যেকটি ক্রমের ধ্যান পৃথক্।[৩]

ন্যাসস্থান—সাধকদেহে ন্যাসের বিভিন্ন স্থান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। স্থানগুলি যথাক্রমে—ললাট মুখবৃত্ত দক্ষনেত্র বামনেত্র দক্ষকর্ণ বামকর্ণ দক্ষনাসাপুট বামনাসাপুট দক্ষগণ্ড বামগণ্ড ওষ্ঠ অধর উর্ধ্বদন্ত অধোদন্ত ব্রহ্মরন্ধ্র মুখ দক্ষবাহুমূল দক্ষকূর্পর দক্ষমণিবন্ধ দক্ষাঙ্গুলিমূল দক্ষাঙ্গুল্যগ্র বামবাহুমূল বামকূর্পর বামমণিবন্ধ বামাঙ্গুলিমূল বামাঙ্গুল্যগ্র দক্ষপাদমূল দক্ষজানু দক্ষগুল্ফ দক্ষপাদাঙ্গুলিমূল দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্র বামপাদমূল বামজানু বামগুল্ফ বামাপাদাঙ্গুলিমূল বামাপাদাঙ্গুল্যগ্র দক্ষপার্শ্ব বামপার্শ্ব পৃষ্ঠ নাভি উদর হৃদয় দক্ষাংশ ককুদ বামাংশ হৃদয়াদিদক্ষিণকর হৃদয়াদিবামকর হৃদয়াদিদক্ষিণপাদ হৃদয়াদিবামপাদ হৃদয়াদি-উদর এবং হৃদয়াদিমুখ।[৪]

মাতৃকার সৃষ্টিক্রমন্যাস—এর আগে মাতৃকার সৃষ্ট্যাদিক্রম-ন্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণকে বিসর্গযুক্ত করে অথবা বিসর্গযুক্ত না করে ললাট থেকে হৃদয়াদিমুখ পর্যন্ত ন্যাস করাকে বলে সৃষ্টিক্রমন্যাস। এর অর্থ অঃ নমঃ ললাটে, আঃ নমঃ মুখবৃত্তে এইভাবে এক এক করে পঞ্চাশৎ বর্ণের ন্যাস করে সর্বশেষে ক্ষঃ নমঃ হৃদয়াদিমুখে বলে ন্যাস করতে হবে। অথবা অ নমঃ ললাটে এইভাবে আরম্ভ করে সর্বশেষে ক্ষ নমঃ হৃদয়াদিমুখে বলে ন্যাস সমাপ্ত করতে হবে।[৫]

---

১ গৃহস্থৈস্তু প্রথমং সংহারক্রমেণ ততঃ সৃষ্টিক্রমেণ ততঃ স্থিতিক্রমেণ ন্যাসঃ কার্যঃ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৩০

২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ১৭০-১৭১

৩ (i) সৃষ্টিক্রমের মাতৃকাধ্যান—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোষ্পন্মধ্যবক্ষঃস্থলীং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলশং বিদ্যাং চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।
—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৮

(ii) স্থিতিক্রমের মাতৃকাধ্যান—

সিন্দূরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং বিদ্যাক্ষসূত্রমৃগপোতবরান্ দধানাম্।
পার্শ্বে স্থিতাং ভগবতীমপি কাঞ্চনাভাং ধ্যায়েৎ করাব্জধৃতপুস্তকবর্ণমালাম্।—ঐ, পৃঃ ৩২৯

(iii) সংহারক্রমের মাতৃকাধ্যান

অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কবিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।
অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দভাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্।—ঐ, পৃঃ ৩৩০

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৮-৩২৯

৫ ঐ। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৭০

মাতৃকার স্থিতিক্রমন্যাস—স্থিতিক্রমন্যাসে ড থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণকে চন্দ্রবিন্দু ও বিসর্গযুক্ত করে যথাক্রমে দক্ষগুল্‌ফ থেকে হৃদয়াদিমুখ পর্যন্ত ন্যাস করে আবার অ থেকে ঠ পর্যন্ত বর্ণকে যথাক্রমে পূর্ববৎ ললাট থেকে দক্ষজানু পর্য্যন্ত ন্যাস করতে হবে।[১]

মাতৃকার সংহারক্রমন্যাস— সংহারক্রমন্যাসে ক্ষ থেকে অ পর্যন্ত বর্ণকে বিন্দুযুক্ত করে হৃদয়াদিমুখ থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে ললাট পর্যন্ত ন্যাস করতে হয়।[২] এর অর্থ ক্ষঁ নমঃ হৃদয়াদিমুখে এইভাবে হৃদয়াদিমুখ থেকে ন্যাস আরম্ভ করে সৃষ্টিক্রমন্যাসের বিপরীত-ক্রমে অঁ নমঃ ললাটে বলে শেষ ন্যাস করতে হবে ললাটে।

চতুর্বিধ মাতৃকাবর্ণন্যাস—দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রে চার রকমের মাতৃকাবর্ণের ন্যাস বিহিত হয়েছে। যথা কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং বিন্দু- ও বিসর্গ-যুক্ত। এই চার রকম মাতৃকান্যাসের চার রকম ফলও বিবৃত হয়েছে। কেবল মাতৃকাবর্ণন্যাসে বিদ্যা, বিন্দু- ও বিসর্গ-যুক্তবর্ণন্যাসে ভোগ, বিসর্গযুক্তবর্ণন্যাসে পুত্র এবং বিন্দুযুক্তবর্ণন্যাসে বিত্ত পাওয়া যায়।[৩]

এ ছাড়া বিভিন্ন ফললাভের জন্য মাতৃকাবর্ণের আদিতে বিভিন্ন বীজাদি যোগ করে ন্যাস করারও বিধান দেখা যায়। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে বাক্‌সিদ্ধির জন্য ঐঁ, শ্রীবৃদ্ধির জন্য শ্রীঁ, সর্বসিদ্ধির জন্য হ্রীঁ এবং লোকবশীকরণের জন্য ক্লীঁ আদিতে যোগ করে ন্যাস করলে সব মন্ত্র প্রসন্ন হয়।[৪]

মাতৃকান্যাসের তাৎপর্য ও লক্ষ্য— তন্ত্রমতে শব্দব্রহ্ম কুলকুণ্ডলিনীই মাতৃকা। মানুষের ব্যক্ত অব্যক্ত যাবতীয় ভাবনাচিন্তা তথা বাক্‌ ইনিই। এই বোধটিকে দৃঢ় করাই মাতৃকান্যাসের তাৎপর্য। সাধকের ভৌতিক এবং ভাবময় দেহ কুলকুণ্ডলিনীরই রূপ, মাতৃকান্যাসের দ্বারা এই ভাবনা দৃঢ় হয়। কাজেই ন্যাসের যা সাধারণ লক্ষ্য সাধকের দেবতা হওয়া, মাতৃকান্যাসেরও সেই একই লক্ষ্য।

ষোঢ়ান্যাস—কোনো কোনো তন্ত্রে মাতৃকান্যাসের পর ষোঢ়ান্যাসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।[৫] ষোঢ়ান্যাসের মূল অর্থ ছয় রকমের ন্যাস। কালী তারা প্রভৃতি বিদ্যার

---

১ ডঁঃ নমঃ দক্ষগুল্‌ফে ইত্যাদি ক্ষঁঃ নমঃ হৃদয়াদিমুখে ইত্যন্তং বিন্যস্য পুনঃ অঁঃ নমঃ ললাটে ইত্যাদি ঠঁঃ নমঃ দক্ষজানুনি ইত্যন্তং বিসর্গানুস্বারযুক্তান্‌ ডাদিঠান্তান্‌ বর্ণান্‌ ন্যাসেৎ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩২৯

২ ক্ষঁ নমঃ হৃদাদিমুখে ইত্যাদিবিন্দুযুক্তান্‌ ক্ষকারাদ্যকারান্তবর্ণাংস্তত্তৎস্থানেষু ন্যসেৎ।—ঐ, পৃঃ ৩৩০

৩ চতুর্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা। সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে।
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িনী। পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্বিত্তদায়িনী।—গৌ ত, অঃ ২

৪ বাগ্‌ভবাদ্যা চ বাক্‌সিদ্ধৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবৃদ্ধয়ে। হৃল্লেখাদ্যা সর্বসিদ্ধৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা।
শ্রীকণ্ঠাদ্যানিমান্ন্যাসেৎ সর্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি।—বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৯০

৫ দ্রঃ তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৬৩

ষোঢ়ান্যাস বিহিত। প্রত্যেক বিদ্যার ষোঢ়ান্যাস ভিন্ন।[১] আবার একই মন্ত্র তথা দেবতার বিভিন্ন ষোঢ়ান্যাস বিভিন্ন তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।[২] এইজন্য শাস্ত্রের বিধান সাধকেরা স্ব স্ব কল্পোক্ত ষোঢ়ান্যাস করবেন।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ষোঢ়ান্যাস কথাটি রূঢ় অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয়প্রকারের অধিক ন্যাসকেও ষোঢ়ান্যাস বলা হয়েছে। যেমন বীরতন্ত্রে শ্যামামন্ত্রের যে-ষোঢ়ান্যাস বর্ণিত হয়েছে তাতে ছয়ের অধিক ন্যাস আছে।[৪]

ব্যাপকন্যাস—উক্ত তন্ত্রমতে ব্যাপকন্যাস ষোঢ়ান্যাসের অন্তর্গত। নিগমকল্পলতায় বলা হয়েছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর উভয় করতলের দ্বারা মূলমন্ত্রজপ সহ মার্জনা করতে হবে। একেই ব্যাপক ন্যাস বলা হয়।[৫]

ষোঢ়ান্যাসমাহাত্ম্য—তন্ত্রশাস্ত্রে ষোঢ়ান্যাসের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে। কুলচূড়ামণিতে আছে যে-সাধকের দেহে ষোঢ়ান্যাস করা হয়েছে তিনি স্বয়ং গঙ্গাধর হয়ে যান।[৬]

উক্ততন্ত্রে এমন কথাও বলা হয়েছে যে যিনি ষোঢ়ান্যাস করেছেন এমন কোনো ব্যক্তি

---

১ দেবীভাবসমাযুক্তঃ ষোঢ়ান্যাসপরো ভবেৎ। দশবিদ্যাবিধো সা চ দশধা ভিন্নভিন্নতঃ।

--তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১২, পৃঃ ১১৬৫

২ যেমন তন্ত্রচূড়ামণিমতে তারাষোঢ়ান্যাস—

রুদ্রৈস্তু প্রথমো ন্যাসো দ্বিতীয়স্তু গ্রহৈর্মতঃ। লোকপালৈস্তৃতীয়ঃ স্যাচ্ছিবশক্ত্যা চতুর্থকঃ।

তারাদিভিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ পীঠৈর্নিগদ্যতে। (উদ্ধৃত, তা ভ সু, তঃ ৫, পৃঃ ১৬৪)

—প্রথম রুদ্রন্যাস দ্বিতীয় গ্রহন্যাস তৃতীয় লোকপালন্যাস চতুর্থ শিবশক্তিন্যাস পঞ্চম তারাদিন্যাস এবং ষষ্ঠ পীঠন্যাস।

কিন্তু নীলতন্ত্রমতে—

বিদ্যয়া পুটিতীকৃত্বা ষড়্ধা চ মাতৃকাং ন্যসেৎ। ক্রমোৎক্রমাম্বরারোহে তারাষোঢ়া প্রকীর্তিতা। (নীলতন্ত্র পঃ ৫)—মূলমন্ত্রপুটিত অকারাদি ক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ ললাটাদি অঙ্গন্যাসস্থানে অনুলোম- ও বিলোম-ক্রমে মোট ছ বার ন্যাস করলে ষোঢ়ান্যাস হবে।

৩ স্বস্বকল্পোক্তষোঢ়ান্যাসং কুর্যাৎ।—শা ত, উঃ ৭

৪ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৯

৫ শীর্ষাদিপাদপর্যন্তং পাদাদিশীর্ষকং তথা। করাভ্যাং মার্জয়েদ্ গাত্রং ব্যাপকন্যাস ঈরিতঃ।

—হরতত্ত্বদীধিতিধৃতনিগমকল্পলতাবচন, দ্রঃ কা ত ১।১৭-১৮ এর টীকা

৬ ষোঢ়ান্যাসশরীরস্তু ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্।—কুলচূড়ামণিবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৭

যদি যিনি ষোঢ়ান্যাস করেন নি এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রণাম করেন তা হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বুকফেটে মারা যান।[১]

ষোঢ়ান্যাস অবশ্য কর্তব্য—শক্তিসাধককে ষোঢ়ান্যাস অবশ্যই করতে হবে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে আছে—ষোঢ়ান্যাসবিহীন যে-ব্যক্তি পার্বতীকে প্রণাম করে সে অচিরে মারা যায় এবং তার নরকে গতি হয়।[২]

তবে নিত্যপূজায় ষোঢ়ান্যাস না করলেও পূজা অঙ্গহীন হয় না।[৩]

ন্যাস ও ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব—তন্ত্রমতে ভাণ্ড বা মানবদেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই তত্ত্বের প্রয়োগ ন্যাসাদি অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ষোঢ়ান্যাস তত্ত্বন্যাসাদিতে তত্ত্বটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রধান প্রধান দেবতা গ্রহ নক্ষত্র তীর্থ প্রভৃতি সমস্তই সাধকদেহে ন্যাস করতে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবশক্তিন্যাস ও পীঠন্যাস (ষোঢ়ান্যাসের অন্তর্গত) এবং তত্ত্বন্যাসের বিবরণ দেওয়া গেল। এর থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শিবশক্তিন্যাস—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর সদাশিব আর পরশিব এঁদের বলা হয় ষট্‌শিব। মূলাধারে হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ এই বীজত্রয়সহ অনুস্বারযুক্ত ব থেকে স পর্যন্ত বর্ণের এবং ডাকিনীসহ ব্রহ্মার ন্যাস করতে হবে। স্বাধিষ্ঠানে ঠিক তেমনিভাবে ব থেকে ল পর্যন্ত বর্ণ আর রাকিণীসহ বিষ্ণুর ন্যাস করতে হবে। ঐ একইভাবে মণিপূরে ড থেকে ফ পর্যন্ত বর্ণ আর লাকিনীসহ রুদ্রের, অনাহতে ক থেকে ঠ পর্যন্ত বর্ণ এবং কাকিনীসহ ঈশ্বরের, বিশুদ্ধাখ্যচক্রে ষোলটি স্বরবর্ণ এবং শাকিনীসহ সদাশিবের আর আজ্ঞাচক্রে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ এবং হাকিনীসহ ব্রহ্মরূপ পরশিবের ন্যাস করতে হবে।[৪]

---

১ কৃতন্যাসোঽকৃতন্যাসং প্রণমেদ্ যদি পার্বতি। তৎক্ষণাৎ অকৃতন্যাসো বিদীর্ণহৃদয়ো ভবেৎ।—দ্রঃ শা ত, উঃ ৭

২ ষোঢ়ান্যাসবিহীনো যঃ প্রণমেদ্দেবি পার্বতীম্। সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি নরকঞ্চ প্রপদ্যতে।

—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ২৭২

৩ ঐ, পৃঃ ৩১০

৪ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবো দেবি ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
মূলাধারে তু ব্রহ্মাণং ডাকিনীসহিতং ন্যসেৎ। সর্বত্র ত্র্যক্ষরীমুক্ত্বা বাদিসান্তং সবিন্দুকম্।
স্বাধিষ্ঠানাখ্যচক্রেষু সবিষ্ণুরাকিনীং তথা। বাদিলান্তং প্রবিন্যস্য নাভৌ তু মণিপূরকে।
ডাদিফান্তার্ণসহিতং রুদ্রঞ্চ লাকিনীস্তথা। অনাহতে কাদিঠান্তম্ ঈশ্বরং কাকিনীং ন্যসেৎ।
বিশুদ্ধাখ্যমহাচক্রে ষোড়শস্বরসংযুতম্। সদাশিবং শাকিনীন্তু বিন্যসেৎ পূর্ববত্ততঃ।
আজ্ঞাচক্রে তু দেবেশি হক্ষবর্ণসমন্বিতম্। পরং শিবং ব্রহ্মরূপং হাকিনীসহিতং ন্যসেৎ।

—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩৩৮

ডাকিনী রাকিণী এঁরা পরাশক্তিরই বিশেষ বিশেষ রূপ।

পীঠন্যাস—রুদ্রযামলমতে[১] মূলাধারে কামরূপ হৃদয়ে জালন্ধর ললাটে পূর্ণগিরি তদূর্ধ্বে উড্ডিয়ান ভ্রূমধ্যে বারাণসী, লোচনে জলন্তী, মুখবৃত্তে মায়াবতী, কণ্ঠে মধুপুরী, নাভিদেশে অযোধ্যা এবং কটিতে কাঞ্চী এই দশটি পীঠন্যাস যথাক্রমে করতে হবে।[২]

কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন যোগসারের মতে মূলাধারচক্র কামরূপ অনাহতচক্র পূর্ণগিরি বিশুদ্ধাখ্যচক্র জালন্ধর আজ্ঞাচক্র উড্ডানাখ্য অর্থাৎ উড্ডিয়ান-পীঠ আর সহস্রার কৈলাস।[৩]

এ ছাড়া আরও ব্যাপক পীঠন্যাসেরও বিধান লক্ষ্য করা যায়। যেমন শ্রীবিদ্যার পীঠন্যাস অনেক ব্যাপক। তাতে নিম্নোক্ত পীঠসমূহের ন্যাস নির্দিষ্ট হয়েছে—কামরূপ বারাণসী নেপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কাশ্মীর কান্যকুব্জ পুরস্থিত-পীঠ চরস্থিত-পীঠ পূর্ণশৈল অর্বুদ আম্রাতকেশ্বর একাম্র ত্রিস্রোত কামকোট্ট কৈলাস ভৃগুপীঠ কেদার চন্দ্রপুর শ্রী-পীঠ ওঁকার-পীঠ জালন্ধর মানব-পীঠ কূপান্তক দেবীকোট্ট গোকর্ণ মারুতেশ্বর অট্টহাস বিজয়-পীঠ রাজগৃহ কোল্লগিরি এলাপুর কামেশ্বর জয়ন্তী উজ্জয়িনী ক্ষীরিকা হস্তিনাপুর উড্ডীশ প্রয়াগ বিন্ধ্য মায়াপুর জলেশ্বর মলয় শ্রীশৈল মেরু-পীঠ গিরি-পীঠ মহেন্দ্র-পীঠ বামন-পীঠ হিরণ্যপুর মহালক্ষ্মীপুর উড্ডীয়ান এবং ছায়াছত্রপুর।[৪] বামকেশ্বরতন্ত্রমতে মাতৃকান্যাসস্থানে এই-সব পীঠের ন্যাস করতে হয়।[৫]

এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত সব পীঠের ভৌগলিক সংস্থান বর্তমানে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর না হলেও এইগুলি যে-বাহ্য ভৌগলিক পীঠস্থানরূপেই বর্ণিত হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

১ মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং তথা। ললাটে পূর্ণগির্য্যাখ্যমুড্ডিয়ানং তদূর্ধ্বকে।
বারাণসীং ভ্রুবোর্মধ্যে জলন্তীং লোচনত্রয়ে। মায়াবতীং মুখবৃত্তে কণ্ঠে মধুপুরীং ততঃ।
অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কট্যাং কাঞ্চীং বিনির্দিশেৎ। দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমশো বিদুঃ।
—ঐ, পৃঃ ৩৩৯

২ প্রয়োগ—দ্রঃ ঐ।

৩ গুদমেঢ্রান্তরালস্থং মূলাধারং ত্রিকোণকম্। তদেব কামরূপাখ্যং পীঠং কামফলপ্রদম্।
দ্বাদশারং মহাচক্রং হৃদয়েনাহতাহ্বয়ম্। তদেতৎ পূর্ণগির্য্যাখ্যং পীঠং তব বরাননে।
কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং যচ্চক্রং ষোড়শারকম্। পীঠং জালন্ধরং নাম তিষ্ঠত্যত্রাম্বরেশ্বরি।
আজ্ঞা নাম ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিদলং চক্রকেশরম্। উড্ডানাখ্যং মহাপীঠমুপরিষ্টাৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
সহস্রারং মহাপদ্মং বিসর্গাধঃ প্রতিষ্ঠিতম্। অধোমুখং সর্ববর্ণযুক্তমারক্তকেশরম্।
এতদেবহি কৈলাশসংজ্ঞকং চক্রমুচ্যতে।—যোগসারবচন, দ্রঃ, পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৯০-৯১

৪ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ২৭৫-২৭৬, বা নি ৮।৩৯-৪৬ ৫ বা নি ৮।৩৯

অবশ্য কি কারণে এই বিশেষ পীঠগুলিরই ন্যাসের বিধান দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করা যায় না।

প্রকারান্তর পীঠন্যাস—শারদাতিলক[১] প্রভৃতি তন্ত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের পীঠন্যাসের বিধান দেখা যায়। এই বিধান অনুসারে ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য প্রভৃতি পীঠের ন্যাস করতে হয়। আত্মযাগার্থ এই পীঠন্যাস বিহিত।[২] এই ন্যাসের[৩] দ্বারা সাধকের দেহ ভাগবতদেহ হয় এবং আরাধ্য দেবতার পূজাপীঠে পরিণত হয়। শাস্ত্রে এমনি শুদ্ধ দেহকেই দেবালয় বলা হয়েছে।

পুরশ্চর্যার্ণবে আলোচ্য ন্যাসের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে সাধক যথাবিহিত ন্যাস করে হৃৎপদ্মের কেশরে পূর্বাদিক্রমে স্বীয়কল্পোক্তপীঠশক্তির ন্যাস করবেন এবং পীঠমন্ত্র পাঠ করে 'অমুকদেবতাযোগপীঠায় নমঃ' এই বলে পীঠন্যাস সমাপ্ত করবেন।[৪]

মন্ত্র- তথা দেবতা-ভেদে পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন কুমারীতন্ত্রে শ্যামামন্ত্রের নিম্নলিখিত পীঠশক্তির উল্লেখ আছে[৫]—ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া কামদা কামদায়িনী রতি রতিপ্রিয়া নন্দা এবং মনোন্মনী।

উক্ত তন্ত্রমতে[৬] পীঠমন্ত্র—ঐঁ পরায়ৈ অপরায়ৈ পরাপরায়ৈ হে্সৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।[৭]

---

১ শা তি ৪।৩৮-৪২ ২ আত্মযাগার্থং দেহে পীঠকল্পনামাহ।—ঐ ৪।৩৮-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৩ ন্যাস যথা—হৃদি ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ বরাহায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বামোরৌ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোরৌ ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ। মুখে ওঁ অধর্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ। হৃদি ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ আনন্দকন্দায় নমঃ, ওঁ সংবিন্নালায় নমঃ, ওঁ সর্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায় নমঃ, ওঁ প্রকৃতিময়পত্রেভ্যো নমঃ, ওঁ বিকারময়কেশরেভ্যো নমঃ, ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণবীজাঢ্যকর্ণিকায়ৈ নমঃ, ওঁ অঁ সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মঁ বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সঁ সত্ত্বায় নমঃ, রঁ রজসে নমঃ, তঁ তমসে নমঃ আঁ আত্মনে নমঃ, অঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, পঁ পরমাত্মনে নমঃ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ।—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৩১

৪ দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৩১-২

৫ ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামদা কামদায়িনী। রতিঃ রতিপ্রিয়া নন্দা তথৈব চ মনোন্মনী।

—কুমারীতন্ত্রবচন, দ্রঃ শ্যামারহস্য, পরিঃ ৩

৬ ঐ

৭ ত্রিপুরাভৈরবীমন্ত্রেরও এই পীঠমন্ত্র ও পূর্বোক্ত পীঠশক্তি বিহিত।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ২২১

প্রয়োগ —দ্রঃ ঐ

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে লক্ষ্মীমন্ত্রের নব পীঠশক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা—বিভূতি উন্নতি কান্তি সৃষ্টি কীর্তি সন্নতি ব্যুষ্টি উৎকৃষ্টি এবং ঋদ্ধি।[১]

উক্ত মন্ত্রের পীঠমন্ত্র—শ্রীঁ সর্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ।[২]

তত্ত্বন্যাস—এবার তত্ত্বন্যাস। পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত। তত্ত্বন্যাস বলতে সাধারণতঃ এই আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের ন্যাসই বোঝায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব তত্ত্বের সমষ্টিকে একটি পৃথক্ ভাগ ধরা হয় এবং তাকে সর্বতত্ত্ব বলা হয়। এইজন্য মন্ত্রবিশেষের ক্ষেত্রে চতুর্বিধ তত্ত্বন্যাসও বিহিত হয়েছে।

মন্ত্র- তথা দেবতা-ভেদে তত্ত্বন্যাসের প্রয়োগ ভিন্ন হয়ে যায়।[৩]

প্রাণায়াম—ভূতশুদ্ধি ন্যাস প্রভৃতির মতো প্রাণায়ামও আত্মশুদ্ধির[৪] অন্যতর উপায়রূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

প্রাণায়ামের অর্থ—গন্ধর্বতন্ত্রে প্রাণায়ামের অর্থ করা হয়েছে প্রাণের নিরোধ। প্রাণ অর্থ বায়ু আর আয়াম অর্থ তার নিরোধ। প্রাণায়াম যোগীদের যোগসাধন।[৫]

আয়াম শব্দের অর্থ দৈর্ঘ্য বা বিশালতাও হয়।[৬] কাজেই প্রাণায়ামশব্দের অর্থ করা যায় প্রাণকে দীর্ঘায়িত করার উপায়।[৭]

---

১ বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্তিশ্চ সন্নতিঃ। ব্যুষ্টিরুৎকৃষ্টি ঋদ্ধিশ্চ রমায়া নব শক্তয়ঃ।

—প্র সা ত ১২।৮

২ শা তি ৮।৯ এর রাঘবভট্টকৃত টীকাধৃত। পদ্মপাদাচার্যের মতে পীঠমন্ত্র—শ্রীঁ শ্রীদেব্যাসনায় নমঃ—দ্রঃ ঐ

৩ (i) যেমন দ্বাবিংশত্যক্ষর কালীমন্ত্রের তত্ত্বন্যাস—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে পা থেকে নাভিপর্যন্ত আত্মতত্ত্বের ন্যাস করতে হবে। দক্ষিণে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত বিদ্যাতত্ত্বের ন্যাস করতে হবে। আর ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে হৃদয় থেকে মস্তক পর্যন্ত শিবতত্ত্বের ন্যাস করতে হবে।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩১০

(ii) শ্রীবিদ্যার তত্ত্বন্যাস—মূলাধারে ক এ ঈ ল হ্রীঁ আত্মতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ। হৃদয়ে স হ ক হ ল হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে স ক ল হ্রীঁ শিবতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ক এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ সর্বতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দর্য্যৈ নমঃ।—ঐ পৃঃ ২৭১

৪ মনোজীবাত্মানোঃ শুদ্ধিঃ প্রাণায়ামেন জায়তে।—গ ত ১১।৫৮

৫ প্রাণো বায়ুরিতি খ্যাত আয়ামস্তন্নিরোধনম্। প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনম্।

—ঐ ১১।৬৫-৬৬

৬ দৈর্ঘ্যম্ আয়াম আরোহঃ পরিণাহো বিশালতা ইত্যমরঃ।

৭ S. P., 2nd Ed., p. 215

প্রাণশক্তি—এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক প্রাণায়াম সম্পর্কে যে-প্রাণবায়ুর কথা বলা হল এ সূক্ষ্ম বায়ু, এটি বস্তুতঃ প্রাণশক্তি। জীবের নাকমুখ দিয়ে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যে-বায়ু প্রত্যক্ষ হয় সে উক্ত বায়ুর স্থূলরূপ।[১]

শাক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রাণশক্তি ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির রূপবিশেষ। কেন না সমস্ত শক্তিই তাঁর রূপ।

প্রাণ উপনিষদে—প্রাণ যে ব্রহ্ম একথা উপনিষদেও বলা হয়েছে।[২] প্রশ্নোপনিষদে আছে—ব্রহ্ম থেকেই প্রাণ জাত হয়।[৩] উক্ত উপনিষদে প্রাণ অপান সমান ব্যান ও উদান প্রাণের এই পাঁচটি ভাগের কথা আছে। এর মধ্যে প্রাণ মুখ্য। জীবদেহে প্রাণাদির অবস্থিতিও নির্দিষ্ট হয়েছে। গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ে অপান, চক্ষু ও কর্ণে প্রাণ, নাভিতে সমান এবং নাড়ীসমূহে অর্থাৎ সর্বাঙ্গে ব্যান অবস্থিত। উদানবায়ুর অবস্থিতি স্পষ্ট নির্দেশ করা হয় নি। বলা হয়েছে উদান সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করে উর্ধ্বগামী হয়ে জীবকে কর্মানুসারে পুণ্যাদি-লোক প্রাপ্ত করায়।[৪]

তন্ত্রাদিতে প্রাণ—প্রাণ সম্বন্ধে এই ঔপনিষদ ভাবধারাই তন্ত্রাদিতে প্রধানতঃ অনুসৃত হয়েছে এবং সাধনার ক্ষেত্রে এই ভাবের সুপরিকল্পিত প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে দশবিধ প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান নাগ কূর্ম কৃকর দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। এই দশ বায়ু সব নাড়ীতে বিচরণ করে। এদের মধ্যে প্রাণাদি প্রথম পাঁচটিকে মুখ্য বলা হয়। এই পাঁচটির মধ্যে আবার প্রাণ এবং অপান মুখ্য। আবার এই দুয়ের মধ্যে প্রাণ মুখ্য।[৫]

প্রাণাদির অবস্থিতি—শিবসংহিতার মতে প্রাণের অবস্থান হৃদয়ে, অপানের গুদে, সমানের নাভিমণ্ডলে, উদানের কণ্ঠদেশে আর ব্যানের অবস্থান সর্বশরীরে।[৬]

ঘেরণ্ডসংহিতায় বলা হয়েছে নাগবায়ুর অবস্থান উদ্গারে, কূর্মবায়ুর চক্ষুরুন্মীলনে, কৃকর-বায়ুর ক্ষুধায়, দেবদত্তবায়ুর বিজৃম্ভণে আর ধনঞ্জয়বায়ু স্থূল দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত। মৃত্যুর পরও ধনঞ্জয় দেহ পরিত্যাগ করে না।[৭]

---

১ S. P. 2nd Ed., p. 215 ২ তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।—মু উপ ২।২।২

৩ আত্মনঃ এব প্রাণো জায়তে।—প্র উপ ৩।৩ ৪ ঐ ৩।৫-৯

৫ প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। নাগঃ কূর্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
এতে নাড়ীষু সর্বাসু চরন্তি দশ বায়বঃ। এতেষু বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ প্রাণাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
তেষু মুখ্যতমাবেতৌ প্রাণাপানৌ নরোত্তমে। প্রাণ এবৈতয়োর্মুখ্যঃ সর্বপ্রাণভৃতাং সদা।
—যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৫, ব সং, পৃঃ ৩৫

৬ হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ।—শি সং ৩।৭

৭ তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহম্। উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্মস্তূন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতে জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতে ক্বাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।—ঘে স ৫।৬২-৬৩

কাজেই দেখা যাচ্ছে মুখ্য প্রাণাদি সম্পর্কে উপনিষৎ ও তন্ত্রাদির একই রকম অভিমত।

উপনিষদে প্রাণায়াম— উপনিষদে প্রণায়ামের কথাও স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে বিদ্বান অর্থাৎ যোগাভিজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চ প্রাণবায়ুকে প্রপীড়িত করবেন অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবেন এবং প্রাণবায়ু ক্ষীণ হলে অর্থাৎ আয়ত্ত হলে নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করবেন অর্থাৎ রেচক করবেন। তারপর দুষ্টাশ্ববাহিত রথের সারথির মতো মনকে অপ্রমত্তভাবে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করবেন।[১]

পাতঞ্জল দর্শনে প্রাণায়াম— পতঞ্জলির যোগসূত্রে[২] প্রাণায়ামের অর্থ করা হয়েছে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ।[৩] কাজেই উপনিষদোক্ত প্রাণায়াম আর যোগসূত্রোক্ত প্রাণায়াম বস্তুতঃ এক।

লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রে প্রাণবায়ুর নিরোধকে প্রাণায়াম বলা হয়েছে। প্রাণবায়ু-নিরোধ করলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ হয়। অতএব প্রাণায়াম সম্বন্ধে উপনিষৎ যোগসূত্র এবং তন্ত্রে কোনো মতভেদ বস্তুতঃ নাই।

পূরক-কুম্ভক-রেচক—শ্বাস টেনে সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস না ফেললেই প্রাণবায়ুর গতিচ্ছেদ হয় আবার নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস না টানলেও তা হয়। হঠযোগের পরিভাষায় এই ব্যাপারটাকেই পূরক কুম্ভক এবং রেচক বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় শ্বাস টানা পূরক, দম বন্ধ করে রাখা কুম্ভক আর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা রেচক।

গ্রহযামলে বলা হয়েছে[৪] প্রাণায়াম রেচক-পূরক- আর কুম্ভক-ভেদে ত্রিবিধ। বেদান্ত-সারেও রেচকাদি ত্রিবিধ প্রাণনিগ্রহোপায়কে প্রাণায়াম বলা হয়েছে।[৫]

প্রাণায়ামের প্রকারভেদ—প্রাণায়ামের প্রকারভেদ আছে। পূরকাদি রেচকান্ত প্রাণায়মকে বলা হয় বৈদিক আর রেচকাদি পূরকান্ত প্রণায়ামকে বলা হয় তান্ত্রিক।[৬]

---

১ প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ ধারয়েতাপ্রমত্তঃ।—শ্বে উপ ২।৯

২ তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।—যো সূ ২।৪৯

৩ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যের মতে "হঠযোগ আদিতে যে রেচক, পূরক ও কুম্ভক উক্ত হয় যোগের এই প্রাণায়াম ঠিক তাহা নহে।"—ক পা যো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৮০ স্বামীজীর মতে যোগসূত্রে (সাধনপাদ, ৫০) যে বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তির উল্লেখ আছে তা ঠিক রেচক, পূরক ও কুম্ভক নয়।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৮২। তবে যোগসূত্রোক্ত বাহ্যবৃত্ত্যাদি আর হঠযোগের রেচকাদির যে 'কথঞ্চিৎ মিল' আছে তা স্বামীজীও স্বীকার করেছেন।—দ্রঃ ঐ

৪ প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তো রেচকুম্ভকপূরকৈঃ।—গ্রহযামলবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪০৮

৫ রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ।—বেদান্তসার, খণ্ড ৩১

৬ পুরণাদি রেচনান্তঃ প্রাণায়ামস্তু বৈদিকঃ। রেচনাদি পুরণান্তঃ প্রাণায়ামস্তু তান্ত্রিকঃ।
—দ্রঃ ক পা যো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৮২

তবে সাধারণতঃ প্রাণায়ামের সগর্ভ এবং নিগর্ভ বা বিগর্ভ এই দুটি প্রকারভেদ করা হয়। জপধ্যানযুক্ত প্রাণায়াম সগর্ভ আর জপধ্যানহীন প্রাণায়াম নিগর্ভ বা বিগর্ভ।[১] মাত্রার দ্বারা নিগর্ভ প্রাণায়াম করতে হয়।[২]

মাত্রা সম্বন্ধে বলা হয়েছে বামজানুতে হস্তের ভ্রমণ করতে অর্থাৎ একবার হাত বুলাতে যেটুকু সময় লাগে বেদপারগ মুনিরা সেই সময়টুকু মাত্রা বলে জানেন।[৩]

তবে মেরুতন্ত্রমতে স্বনিঃশ্বাসকালও অর্থাৎ সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক নিঃশ্বাসকালও মাত্রা।[৪]

গুরূপদেশানুসারে প্রাণায়াম—প্রাণায়াম অতি কঠিন ব্যাপার। এইজন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। হঠযোগপ্রদীপিকায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আসন দৃঢ় হলে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট যৌগিক আসন অভ্যস্ত হলে হিতকর খাদ্য পরিমিত পরিমাণে আহারকারী যোগী গুরূপদিষ্ট পন্থায় প্রাণায়াম অভ্যাস করবেন।[৫]

কারণ অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশ অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস না করলে বায়ু প্রকোপিত হয়ে হিক্কা হাঁপানি কাসি মাথার বেদনা কান ও চোখের বেদনা প্রভৃতি নানারকম রোগের সৃষ্টি করতে পারে।[৬]

প্রাণায়ামফল—প্রাণায়াম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। প্রাণায়ামের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। ভুল প্রাণায়ামে যেমন কঠিন রোগ হয় তেমনি যথাযত প্রাণায়ামের দ্বারা সর্বরোগ বিনষ্ট হয়;[৭] শরীর সুস্থ ও দৃঢ় হয়, "স্নায়ু ও পেশীসমূহের সাত্ত্বিক স্ফূর্তি হয়।"[৮]

প্রাণায়ামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল চিত্তস্থৈর্য্য। হঠযোগপ্রদীপিকার মতে শ্বাসপ্রশ্বাস চঞ্চল হলে চিত্ত চঞ্চল হয়, স্বাশপ্রশ্বাস স্থির হলে চিত্ত স্থির হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুনিরোধ করলে যোগী স্থাণুত্বলাভ করেন অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করেন।[৯]

---

১ প্রাণায়ামস্তু দ্বিবিধঃ সগর্ভশ্চ নিগর্ভকম্। জপধ্যানং সগর্ভস্তু তদযুক্তং নিগর্ভকম্।—রু যা, উ ত, পঃ ২৬

২ সগর্ভো মন্ত্রজাপেন নিগর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ।—সারসমুচ্চয়বচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬১

৩ বামজানুনি হস্তস্য ভ্রমণং যাবতা ভবেৎ। কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
—অগস্ত্যসংহিতাবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৬২

৪ জানুং প্রদক্ষিণীকুর্যাদ্ যাবৎকালেন হস্তকঃ। তাবৎকালমিতা মাত্রা স্বনিঃশ্বাসসমাঽপি চ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ, ঐ

৫ অথাসনে দৃঢ়ে যোগী বশী হিতমিতাশনঃ। গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রাণায়ামান্ সমভ্যসেৎ।—হ প্র ২।১

৬ হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ। ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য প্রকোপতঃ।—ঐ ২।১৭

৭ প্রাণায়ামাদিযুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।—ঐ ২।১৬ ৮ ক পা যো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৮৩

৯ চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ। যোগীস্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ।—হ প্র ২।২

চৈতন্যাবরণক্ষয়—প্রাণায়ামের আরও একটি অতি গূঢ় ফল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে সর্প যেমন স্বদেহস্থ চর্ম ত্যাগ করে অর্থাৎ খোলস ছেড়ে নিরাময় হয় তেমনি প্রাণায়ামহেতু সাধক অবিদ্যাজনিত-কাম্যকর্মের আবরণ ত্যাগ করে নির্মল হন।[১] আরও সংক্ষেপে বলা হয়েছে প্রাণায়ামের দ্বারা চৈতন্যের আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[২]

ঘেরণ্ডসংহিতায় আছে প্রাণায়ামসাধনার দ্বারা মানুষ দেবতুল্য হয়।[৩]

এই-সব তন্ত্রবচনে পাতঞ্জল যোগসূত্রেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যোগসূত্রে আছে প্রাণায়ামের দ্বারা প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়।[৪] প্রকাশাবরণ অর্থ বিবেকজ্ঞান-আবরণকারী কর্ম।[৫] এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত একটি বচনে আছে—প্রাণায়ামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। প্রাণায়ামের দ্বারা মলবিশুদ্ধি হয় এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।[৬]

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্যও লিখেছেন—শ্রুতির নির্দেশ প্রাণায়ামবিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শন করেন, কাজেই প্রাণায়ামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।[৭]

আমরা আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায় হিসাবেই প্রাণায়ামের আলোচনা করছিলাম। প্রাণায়ামের দ্বারা সর্ববিধ মলনাশ হয়, অতএব আত্মশুদ্ধি হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া। সেই ক্রিয়ায় জ্ঞানের উদ্ভব হয়।[৮] সেই জ্ঞান অজ্ঞান নাশ করে। তখন সাধকের স্বরূপবোধ হয়। এই স্বরূপচিন্তাই আত্মশুদ্ধি।

আত্মশুদ্ধির জন্য তিনটি প্রাণায়াম—তন্ত্রে আত্মশুদ্ধির জন্য তিনটি প্রাণায়ামের

---

১ স্বদেহস্থং যথা সর্পশ্চর্মোৎসৃজ্য নিরাময়ঃ। প্রাণায়ামাত্তথা মুঞ্চেদবিদ্যাকামকর্মকম্।—গ ত ১১।৮৯-৯০

২ চৈতন্যাবরণং যদ্বৎ ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ।—ঐ ১১।৬২

৩ অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্য যদ্‌বিধিম্। যস্য সাধনমাত্রেণ দেবতুল্যো ভবেন্নরঃ।—ঘে স ৫।১

৪ ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।—যো সূ ২।৫২

৫ প্রাণায়ামানভ্যস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম।—ঐ, ব্যাসভাষ্য

৬ তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।—ঐ

এই কথাটাই একটু অন্যভাবে গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে। যথা—

অন্তর্গতং যচ্চ মলং তচ্চ শুদ্ধং প্রজায়তে।...প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ।
প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রাণায়ামাৎ পরং পদম্। প্রাণায়ামাৎ পরং যোগং প্রাণায়ামাৎ পরং ধনম্।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি কথিতং তব সুব্রতে।—গ ত ১১।৫৯, ৬০, ৬১

৭ প্রাণায়ামবিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্। তস্মান্নাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ।
—শ্বে উপ ২।৮-এর শঙ্করভাষ্য

৮ "প্রাণায়ামক্রিয়া শরীরেন্দ্রিয় হইতে আমিত্বকে বিযুক্ত করিবার ক্রিয়া। অতএব, সেই ক্রিয়ার জ্ঞান (সব ক্রিয়ারই জ্ঞান হয়) 'আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি' এইরূপ বিদ্যা।"
—যো সূ ২।৫২-এর স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যপ্রণীত ভাষাটীকা

বিধান দেওয়া হয়েছে। কালীক্রমে আছে—সাধককে মূলমন্ত্র বা প্রণব অথবা 'ঋষ্যাদিন্যা-সোক্ত দেবতার বীজমন্ত্রের' দ্বারা তিনটি প্রাণায়াম করতে হবে।[১]

মহাকালসংহিতামতে[২] মূলমন্ত্র ষোলমাত্রায় জপসহ বামনাসাপুটে বায়ুপূরণ করে চৌষট্টিমাত্রায় জপসহ কুম্ভক করতে হবে অর্থাৎ বায়ুধারণ করতে হবে এবং বত্রিশমাত্রায় জপসহ দক্ষিণনাসাপুটে সমস্ত বায়ু রেচন করতে হবে। এইভাবে একটি প্রাণায়াম হয়। এটি প্রথম প্রাণায়াম।

যামলের নির্দেশ[৩]— তার পরে ষোলমাত্রায় জপসহ দক্ষিণাসাপুটে[৪] বায়ু পূরণ করে চৌষট্টিমাত্রায় জপসহ কুম্ভক করতে হবে এবং বত্রিশমাত্রায় জপসহ বামনাসাপুটে রেচন করতে হবে। এটি দ্বিতীয় প্রাণায়াম।

তৃতীয় প্রাণায়াম প্রথম প্রাণায়ামের পুনরাবৃত্তি। এতটা যে করতে পারে না শাস্ত্রে তার জন্যও ব্যবস্থা আছে। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে[৫] ষোলবার জপের দ্বারা পূরক করতে হবে। তার চারগুণ জপের দ্বারা কুম্ভক করতে হবে এবং কুম্ভকের অর্দ্ধেক জপের দ্বারা রেচক করতে হবে, অশক্ত হলে এই জপ সংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ জপের দ্বারা যথাক্রমে পূরকাদি করতে হবে। তাতেও অশক্ত হলে শেষোক্ত জপসংখ্যার চারভাগের

---

১ প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্যান্মূলেন প্রণবেন বা। অথ বা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ।
—কালীক্রমবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬২

২ মূলমন্ত্রস্য জাপেন মাত্রাষোড়শকেন হি। বামনাসাপুটেনৈব পূরয়িত্বা অনিলং বলাৎ।
পুনস্তস্য চতুঃষষ্ঠ্যা আবৃত্ত্যা বায়ুং বিকুম্ভ্য চ। পুনর্দ্বাত্রিংশদাবৃত্ত্যা মূলমন্ত্রস্য পার্বতি।
নাসাপুটেন দক্ষেণ রেচয়েৎ সকলানিলম্। প্রকারেণেদৃশেনৈকঃ প্রাণায়ামো হি জায়তে।
—মহাকালসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬৩

৩ ততো রেচনমার্গেণ প্রাণায়ামং প্রপূরয়েৎ। পুনঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ কুম্ভকং চ সমাচরেৎ।
চতুঃষষ্টিতমৈর্মন্ত্রী নাসাপুটৌ বিধৃত্য চ। পুনশ্চ রেচয়েদ্ বায়ুং দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া বুধঃ।
—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬৩

৪ ডান নাকে কিংবা বাঁ নাকে যে-নাকে যখন বায়ুপূরণ করা হয় তখন অপর নাক আঙুল দিয়ে টিপে ধরতে হয়। তারও নিয়ম আছে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে— 'কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জনীমধ্যমে বিনা।' (দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬২)—প্রাণায়ামে কনিষ্ঠা অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নাসাপুট ধারণ করতে হবে, তর্জনী ও মধ্যমা বর্জন করতে হবে। এর অর্থ প্রাণায়ামের সময় প্রয়োজনমতো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণনাসিকা এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা দিয়ে বামনাসিকা বন্ধ করতে হয়।

৫ পূরয়েৎ ষোড়শভির্বায়ুং ধারয়েচ্চ চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ।
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থমেবং প্রাণস্য সংযমঃ।—তন্ত্রান্তরবচন দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৯২

একভাগ জপের দ্বারা পূরকাদি করতে হবে। এর অর্থ পূরক কুম্ভক ও রেচকের জপ-সংখ্যা অশক্তের পক্ষে যথাক্রমে চার, ষোল, আট। এই সংখ্যায়ও যে জপ করতে পারে না তার জন্য জপসংখ্যা যথাক্রমে এক চার দুই।

প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য—তন্ত্রমতে পূজাদি সাধনক্রিয়ায় প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য। এ-সব কর্মে প্রাণায়াম ছাড়া কারো যোগ্যতাই হয় না।[১] অগস্ত্যসংহিতায় বলা হয়েছে[২]—প্রাণায়াম ছাড়া যে যে তান্ত্রিক কর্ম করা হয় সে-সব ব্যর্থ। অতএব কল্যাণকামী ব্যক্তিদের যত্ন করে প্রাণায়াম করা কর্তব্য।

মুদ্রা—

মুদ্রা অপরিহার্য—পূজা প্রসঙ্গে স্নানাদির আলোচনার সময় আমরা একটি বিষয়ের শুধু উল্লেখ করেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা হয় নি। বিষয়টি মুদ্রা। তান্ত্রিক পূজানুষ্ঠানাদিতে মুদ্রা অপরিহার্য। যামলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—অর্চনায় জপকালে ধ্যানে কাম্যকর্মে স্নানে আবাহনে শঙ্খে দেবতাপ্রতিষ্ঠায় রক্ষণে নৈবেদ্যপ্রদানে এবং অন্যত্র সেই সেই কল্পোক্ত মুদ্রা সেই সেই মুদ্রার শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণ অনুসারে রচনা করে প্রদর্শন করতে হবে।[৩]

তিন রকমের মুদ্রা—তন্ত্রে তিন রকমের মুদ্রার কথা পাওয়া যায়। যথা পঞ্চমকারের অন্যতম মকার, হঠযোগের অন্তর্গত মুদ্রা এবং পূজানুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত আলোচ্য মুদ্রা। শেষোক্ত মুদ্রা অনেক[৪] এবং করাঙ্গুলির সাহায্যে রচিত হয়। যেমন দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ

---

১ প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রাপূজনে ন হি যোগ্যতা।—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা ১০ম সং, পৃঃ ৯২

২ প্রাণায়ামৈর্বিনা যদ্যৎ কৃতং কর্ম নিরর্থকম্। অতো যত্নেন কর্তব্যাঃ প্রাণায়ামাঃ শুভার্থিভিঃ।
—অগস্ত্যসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ১৬২

৩ অর্চয়েজ্জপকালে (অর্চনে জপকালে ?) চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্মণি।
স্নানে আবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াং চ রক্ষণে।
নৈবেদ্যে চ তথা অন্যত্র তত্তৎকল্পপ্রকাশিতে।
স্থানে মুদ্রা দর্শিতব্যাঃ স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ।—যামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৪৯

৪ যেমন জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে নিম্নোক্ত মুদ্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—চাপ বাণ কাম যোনি ত্রিশূল অক্ষমালা বর অভয় খট্টাঙ্গ কাপালিকী ডমরু দন্ত পাশ অঙ্কুশ পরশু লড্ডু বীজপূর খড়্গ চর্ম মুসল দুর্গা লক্ষ্মী বীণা পুস্তক ব্যাখ্যান সপ্তজিহ্বা গালিনী কুম্ভ প্রার্থনা কালকর্ণিকা বিস্ময় নাদ বিন্দু সংহার মৎস্য কূর্ম লেলিহা মহাযোনি ত্রিখণ্ডা সর্ববিদ্রাবিণী আকর্ষণী সর্ববশ্যকরী উন্মাদিনী বীজ ভূতিনী সৌভাগ্যদণ্ডিনী রিপুজিহ্বাগ্রহা গোমুখী, সূচী রক্ষা ছোটিকা এবং তত্ত্ব।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৫৫৪-৫৬১

করে দুই অনামিকার মূলপর্বে দুই অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত করলে আবাহনীমুদ্রা রচিত হয়।[১] কিংবা যেমন বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে তর্জনীকে প্রসারিত করে দিয়ে অধোমুখে ভ্রামিত করলে অবগুণ্ঠনমুদ্রা রচিত হয়।[২] অথবা যেমন দক্ষিণহস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করে ঐ হস্তের তর্জনী নাসিকাগ্রে স্থাপন করলে রচিত হয় বিস্ময়াবেশকারিণী বিস্ময়মুদ্রা।[৩]

মুদ্রার ঐতিহাসিক সন্ধান—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই ধরণের মুদ্রা কোনো বস্তু বা ভাবের দ্যোতক ইঙ্গিত বা সংকেতবিশেষ। পূজাদিতে এরূপ সংকেত ব্যবহারের অর্থ কি? এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক উত্তর অনুমান করা যেতে পারে। তন্ত্রে মুদ্রার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যা দেবতাদের আমোদিত করে এবং পাপসমূহ দ্রাবিত করে তাই মুদ্রা।[৪] এই ব্যাখ্যার প্রথম অংশে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর সূচিত হয়েছে। আদিম মানব নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে নৃত্য করে দেবতাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করত। যাদুক্রিয়াতে সে সংকেত ব্যবহার করত। আদিম মানবের দেবপূজা আর যাদুক্রিয়া প্রায়ই পৃথক্ হত না। মনে হয় পূজানুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত মুদ্রা সেই আদিম যুগেরই স্মৃতি বহন করছে।

মুদ্রার প্রকারভেদ—তন্ত্ররাজতন্ত্রে[৫] আলোচ্য মুদ্রার স্থূল সূক্ষ্ম এবং পর এই তিনটি প্রকারভেদ করা হয়েছে। করাঙ্গুলির দ্বারা যে-মুদ্রা রচনা করা হয় তা স্থূল। মন্ত্রাত্মক[৬] মুদ্রা সূক্ষ্ম। মুদ্রা যথার্থতঃ যা তাই পরমুদ্রা।

বিভিন্ন দেবতার প্রিয় বিভিন্ন মুদ্রা—তন্ত্রমতে বিশেষ বিশেষ মুদ্রা বিশেষ দেবতার প্রিয়। যেমন লিঙ্গ যোনি ত্রিশূল অক্ষমালা বর অভয় মৃগ খট্বাঙ্গ কপাল এবং ডমরু এই মুদ্রাগুলি শিবের প্রিয়।[৭] কাজেই শিবপূজায় প্রশস্ত।

---

১ হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্বণি। অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫৬৭

২ সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘধোমুখতর্জনী অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা।—ঐ

৩ দক্ষিণা নিবিড়া মুষ্টির্নাসিকার্পিততর্জনী। মুদ্রা বিস্ময়সংজ্ঞা স্যাদ্ বিস্ময়াবেশকারিণী।
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন, উদ্ধৃত, পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৪৫৭

৪ মোদনাৎ সর্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ। তস্মান্মুদ্রেয়মাখ্যাতা সর্বকার্মার্থসাধিনী।
যামলবচন, উদ্ধৃত, ঐ, পৃঃ ৪৪৯

৫ মুদ্রাঃ স্যুস্ত্রিবিধা দেবি রচনামন্ত্রতত্ত্বতঃ। স্থূলসূক্ষ্মপরাখ্যাতা শৃণু ত্বং ত্রৈবিধ্যং শৃণু প্রিয়ে।—ত রা ত ৪।৫৫

৬ যেমন তন্ত্ররাজতন্ত্রে দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ ক্রোঁ হ্স্খ্ফ্রেঁ হ্সৌঁ এবং ঐঁ এই নয়টি মন্ত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'এতে একাক্ষরা মন্ত্রা মুদ্রারূপা মহেশ্বরি!' (ত রা ত ৪।২২-২৫)—মহেশ্বরি! এই সব একাক্ষরমন্ত্র মুদ্রারূপী।

৭ লিঙ্গযোনিত্রিশূলাক্ষমালেষ্টাভীমৃগাহ্বয়াঃ। খট্বাঙ্গা চ কপালাখ্যা ডমরুঃ শিবতোষদাঃ।
—মুদ্রানিঘণ্টু, ৮-৯ দ্রঃ ত অ, পৃঃ ৬৯

মৎস্য কূর্ম লেলিহা মুণ্ড মহাযোনি এই কটি মুদ্রা সর্বপ্রকার সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি প্রদান করে। এদের মধ্যে মহাযোনিমুদ্রা শক্তিপূজায় প্রশস্ত, শ্যামাদির পূজায় মুণ্ডমুদ্রা প্রশস্ত আর মৎস্য কূর্ম ও লেলিহা মুদ্রা সাধারণ।[১]

যোনি ভূতিনী বীজ দৈত্যধূমিনী ও লেলিহা এই পঞ্চমুদ্রা তারাবিদ্যার প্রিয় এবং তাঁর অর্চনায় প্রশস্ত।[২]

সংক্ষোভিণী দ্রাবিণী আকর্ষিণী বশ্যা উন্মাদিনী মহাঙ্কুশা খেচরী বীজ যোনি ও ত্রিখণ্ডা এই দশমুদ্রা ত্রিপুরসুন্দরীর প্রিয় ও তাঁর পূজায় প্রশস্ত।[৩]

বিশেষ ক্রিয়ায় বিশেষ মুদ্রা—আবার বিশেষ বিশেষ তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন অভিষেকক্রিয়ায় কুম্ভমুদ্রা, আসনে পদ্মমুদ্রা, বিঘ্নপ্রশমনক্রিয়ায় কালকর্ণীমুদ্রা এবং জলশোধন ক্রিয়ায় গালিনীমুদ্রা প্রশস্ত।[৪]

পাদ্য-অর্ঘ্যাদি বিভিন্ন পূজোপচার অর্পণেও বিভিন্ন মুদ্রার বিধান দেওয়া হয়েছে।[৫]

মুদ্রার উপযোগিতা—পূজানুষ্ঠানাদিতে শাস্ত্রবিহিত এ-সব মুদ্রার ব্যবহার সম্প্রদায়ক্রমে চলে আসছে। শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকেরা এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ চূড়ান্ত বলে মনে করেন। সাধনার বাইরের লোকেদের মনে মুদ্রার উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয় জাগতে পারে, তাদের কাছে মুদ্রাদি নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু সাধকের মনে এ রকম কোনো সংশয় জাগে না, মুদ্রাদির সার্থকতা সম্বন্ধে সাধকের বিশ্বাস অটুট। সাধনার অঙ্গীভূত এই-সব ব্যাপারের উপযোগিতা সবক্ষেত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। এ-সব ক্ষেত্রে শাস্ত্রের নির্দেশেই চলতে হয়। শাস্ত্রে যাদের আস্থা নেই, শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনা তাদের জন্য নয়। আর যারা সাধক নয় সাধনার অনেক ব্যাপারই বিচারবিতর্কের দ্বারা বোঝান যায় না এই সহজ সত্যটি তাদের পক্ষেও স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবে সাধনার অঙ্গীভূত প্রত্যেকটি ব্যাপারের সার্থকতা যে সমগ্র সাধনার সার্থকতার অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধির বিচারেও এ কথা গ্রাহ্য।

১ মৎস্যমুদ্রা চ কূর্মাখ্যা লেলিহা মুণ্ডসংজ্ঞিকা। মহাযোনিরিতি খ্যাতা সর্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিদা।
শক্ত্যর্চনে মহাযোনিঃ শ্যামাদৌ মুণ্ডমুদ্রিকাঃ। মৎস্যকূর্মলেলিহাখ্যা মুদ্রা সাধারণী মতা।
—মুদ্রানিঘণ্টু ১৪-১৬, দ্রঃ ত অ ঐ

২ তারার্চনে বিশেষাস্তু কথ্যন্তে পঞ্চমুদ্রিকাঃ। যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা দৈত্যধূমিনী।
লেলিহানেতি সংপ্রোক্তাঃ পঞ্চমুদ্রা বিলোকিতাঃ।—ঐ ১৬-১৭, ঐ

৩ দশমুদ্রাঃ সমাখ্যাতাস্ত্রিপুরায়াঃ প্রপূজনে। সংক্ষোভদ্রাবণাকর্ষবশ্যোন্মাদমহাঙ্কুশাঃ।
খেচরী বীজযোন্যাখ্যা ত্রিখণ্ডা দশ কীর্তিতাঃ।—ঐ ১৮-১৯, ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০

৪ কুম্ভমুদ্রাঽভিষেকে স্যাৎ পদ্মমুদ্রা তথাসনে। কালকর্ণী প্রযোক্তব্যা বিঘ্নপ্রশমকর্মণি।
গালিনী চ প্রযোক্তব্যা জলশোধনকর্মণি।—ঐ ১৯-২০, ঐ, পৃঃ ৭০

৫ দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২৫২-২৫৩

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রতীক ও প্রতিমা

প্রতীকে বা প্রতিমায় পূজা—বহিঃপূজায় প্রতীকে বা প্রতিমায় আরাধ্য দেবতার পূজা করতে হয়।

এই প্রতীকে বা প্রতিমায় পূজা করার তাৎপর্য কি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে সমস্ত পূজা বা আরাধনায় একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম, শাক্তমতে পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী মহাশক্তি।

নিরাকার সাকার—ব্রহ্ম নিরাকার। তত্ত্বের বিচারে তিনিই সৃষ্টিরূপে বিবর্তিত বা পরিণত হন। এইজন্য শাস্ত্রে তাঁর নিরাকার সাকার দুই রূপই স্বীকৃত হয়েছে।[১] এ বিষয়ে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মময়ী আদ্যা শক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি নিরাকারা হয়েও সাকারা, কে তাঁকে জানতে পারে?[২]

অরূপের রূপধারণ—সাধনার দিক্ দিয়ে বলা হয়েছে ব্রহ্ম সাধকের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য রূপধারণ করেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখেছেন সগুণব্রহ্ম পরমেশ্বর সাধককে অনুগ্রহ করার জন্য ইচ্ছাবশে মায়াময়রূপ ধারণ করেন।[৩] এ রূপ উপাস্যরূপ। তন্ত্রেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি তন্ত্রের মতে সাধকদের হিতের জন্য অরূপা রূপধারণ করেছেন।[৪]

কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫] সাধকদের হিতের জন্য চিন্ময় অপ্রমেয় নির্গুণ অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা। এ বিষয়েও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধকের হিত হয় ধ্যানপূজাদি-সাধনার দ্বারা। সুপ্রভেদতন্ত্রে কথাটা পরিষ্কার করেই

---

১ দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।—বৃহ উপ ২।৩।১

২ নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।—মহা ত ৪।১৫

৩ স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।—ব্র সূ ১।১।২০-এর শঙ্করভাষ্য

৪ সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।—নবরত্নেশ্বরবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪

৫ দ্রঃ কু ত ৬।৭২

এই রূপকল্পনা কার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এক নয়। এক মতে রূপকল্পনার কর্তা ব্রহ্ম, অন্যমতে সাধক তবে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞরা সাধারণতঃ প্রথমোক্ত মত সমর্থন করেন।—দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৪০-১৪৫

বলা হয়েছে[১]—যতি মন্ত্রসাধক জ্ঞানী যোগী এঁদের ধ্যানপূজার জন্য ব্রহ্ম স্বীয় মায়াকে অবলম্বন করে অনেক তনু অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করেন।

দেব্যাগমে আছে[২]—সেবকদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য চিৎস্বরূপা পরব্রহ্মস্বরূপিণী সেই মহামায়া নানারূপ ধারণ করেছেন।

মহানির্বাণতন্ত্রের মতে অরূপার রূপধারণের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। দেবী উপাসকদের কাজের জন্য, জগতের শ্রেয়ের জন্য আর দানবদের বিনাশের জন্য নানাবিধ তনু অর্থাৎ রূপ ধারণ করেছেন।[৩] আমরা অন্যত্রও এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

দেবী সর্বমঙ্গলা নানারূপে নিরন্তর জগতের শ্রেয়োবিধান করছেন, মানুষের অন্তরের দানবীবৃত্তিসমূহকে বিনাশ করছেন, জগতের যাবতীয় অশুভ বিনাশ করছেন। সারকথা শ্রেয়ের পথে অসংখ্য বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও দেবীর কৃপায় জগৎ শ্রেয়ের দিকেই চলেছে এই আশ্বাস আলোচ্য তন্ত্রবচনে পাওয়া যাচ্ছে।

সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাদেবীর রূপ।[৪] কিন্তু সাধারণ প্রথমাধিকারী সাধকের পক্ষে যেমন দেবীর অরূপের ধারণা করা সম্ভবপর নয় তেমনি এই বিরাট্‌রূপের ধারণাও তার সাধ্যাতীত। শাস্ত্রেও এবিষয়ের উল্লেখ আছে। ভগবতী-গীতায় মহাদেবী হিমালয়কে বলছেন আমার মায়ায় মুগ্ধ জীব আমার সর্বব্যাপী অদ্বৈত পরম অব্যয় রূপ জানতে পারে না।[৫] আসল কথা উচ্চকোটির সাধক ভিন্ন অন্য কেউ মহাদেবীর বিরাট্‌রূপের ধারণা করতে পারে না। এইজন্য নিম্নাধিকারী সাধারণ সাধকের ধারণার উপযোগী মহাদেবীর বিভিন্নরূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

ত্রিবিধ উপাস্যরূপ—সেতুবন্ধে আচার্য ভাস্কররায় লিখেছেন[৬] উপাস্যা পরমেশ্বরীর

১ যতীনাং মন্ত্রিণাং চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাং তথা। ধ্যানপূজানিমিত্তং হি তনুর্গৃহ্লাতি মায়য়া।
—সুপ্রভেদতন্ত্রবচন, দ্রঃ ল স, সৌ ভা, পৃঃ ২০

২ চিতিরূপা মহামায়া পরং ব্রহ্মস্বরূপিণী। সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা।
—দেব্যাগমবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৪

৩ উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ।—মহা ত ৪।১৬

৪ (i) নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।—চু স ১।৪৭

(ii) ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।—মু উপ ২।২।১১

৫ এবং সর্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ম্। ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া।
—ভগবতীগীতাবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৫৮

৬ অথাত্রোপাস্যায়াঃ পরমেশ্বর্য্যাস্ত্রীণি রূপাণ্যুপাস্তিযোগ্যানি স্থূলং সূক্ষ্মং পরঞ্চেতি। তত্রাদ্যং করচরণাদ্যবয়বশীলং মন্ত্রসিদ্ধিমতাং চক্ষুরিন্দ্রিয়পাণীন্দ্রিয়য়োর্যোগ্যম্।...দ্বিতীয়ং মন্ত্রাত্মকং পুণ্যবতাং শ্রবণেন্দ্রিয়বাগিন্দ্রিয়য়োর্যোগ্যম্।...তৃতীয়ং বাসনাত্মকং পুণ্যবতাং মনসো যোগ্যম্।...এতৎ ত্রিতয়াতীতন্তু বাঙ্মনসাতীতং মুক্তৈরহন্তয়াঽনুভূয়মানমখণ্ডং রূপম্।—বা নি ১।১-এর সে ব, পৃঃ ৭-৮

উপাসনাযোগ্য রূপ ত্রিবিধ— স্থূল সূক্ষ্ম এবং পর। স্থূলরূপ করচরণাদি অবয়বযুক্ত, মন্ত্রসাধকদের চক্ষু ও হস্ত এই দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সূক্ষ্মরূপ মন্ত্রাত্মক, এটি পুণ্যবান্‌দের শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়যোগ্য। আর পররূপ বাসনাত্মক, এটি পুণ্যবান্‌দের মনোগ্রাহ্য। এই ত্রিরূপের অতীত, বাক্যমনের অতীত, মুক্ত অহন্তা দ্বারা অনুভূয়মান পরমেশ্বরীর একটি অখণ্ড রূপও আছে।

যামলেও এই ত্রিবিধ রূপের কথা বলা হয়েছে। যথা হস্ত-পদ-উদরাদিযুক্ত যে-রূপ তাই স্থূলরূপ। প্রকৃতির রূপ সূক্ষ্মরূপ এবং জ্ঞানময়রূপ পররূপ।[১]

প্রকৃতি বলতে এখানে উদ্ভবস্থল অর্থাৎ বীজমন্ত্র বুঝতে হবে। কেন না শাস্ত্রের অভিমত দেবতার শরীর নিশ্চিতরূপে বীজমন্ত্রের থেকে উৎপন্ন হয়।[২]

সাধনার স্তর ও সাধকের অধিকার অনুসারে মহাদেবীর এই স্থূলাদিরূপের আরাধনা বিহিত হয়েছে।

মন্দবুদ্ধিদের জন্য প্রতিমাদি স্থূলরূপ— দেবতার শাস্ত্রোক্ত ধ্যাননির্দিষ্ট বাঙ্ময় স্থূলরূপও অজ্ঞ লোকের কাছে পরিস্ফুট হয় না। এই ধরণের নিম্নাধিকারী ব্যক্তির জন্যই দেবতার প্রতিমা বা মূর্তির প্রয়োজন। জাবালদর্শনোপনিষদে বলা হয়েছে যোগীরা নিজের মধ্যেই শিবকে দর্শন করেন প্রতিমায় নয়। অজ্ঞদের ভাবনার জন্যই প্রতিমা পরিকল্পিত হয়েছে।[৩]

কুলার্ণবতন্ত্রেরও অভিমত ব্রাহ্মণদের দেবতা আছেন অগ্নিতে, মনীষী মুনিদের দেবতা হৃদয়ে, অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তিদের দেবতা প্রতিমাসমূহে আর আত্মবিদ্‌দের দেবতা সর্বত্র।[৪] এর অর্থ কর্মকাণ্ডরত বেদপন্থী ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাগ্নিতে দেবারাধনা করেন, মনীষী মুনি ঋষি যোগীরা স্বহৃদয়স্থ পরমাত্মার আরাধনা করেন, অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রতিমায় দেবতার আরাধনা করেন আর যেহেতু আত্মবিদ্‌দের কাছে সবই ব্রহ্ম সেইজন্য তাঁরা সর্বত্র আরাধনা করতে পারেন।

মোটকথা অজ্ঞব্যক্তিরা সাক্ষাদ্ ভগবৎপূজা করতে পারেন না বলেই তাঁদের জন্য প্রতিমায় পূজাব্যবস্থা।

১ করপাদোদরস্থাপি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহম্। সূক্ষ্মং চ প্রকৃতের্রূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতম্।
—যামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ৩

২ দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।—যামলবচন, শা ত, উঃ ৩

৩ শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ। অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ।
—জাবালদর্শনোপনিষৎ ৪।৫৯

৪ অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাম্। প্রতিমাস্বপ্রবুদ্ধানাং সর্বত্র বিদিতাত্মনাম্—কু ত ৯।৪৪

দেবতার স্থূল বাঙ্ময়রূপের ধারণাও যাদের হয় না তারা যে তাঁর সূক্ষ্ম বা পররূপের আরাধনা করতে পারে না সে-কথা বলাই বাহুল্য। আর সহজেই বোঝা যায় এ-সব লোকের কাছে 'নিরাকার' কথার কথা মাত্র।

এইজন্যই শাস্ত্রের বিধান নিম্নাধিকারী সাধককে প্রথমে দেবতার স্থূলরূপের অর্থাৎ প্রতিমাদির ধ্যানধারণাপূজাদি করতে হবে। ভগবতী-গীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলছেন—পর্বতপুঙ্গব আমার যে-সূক্ষ্ম রূপ দর্শন করলে মোক্ষলাভ হয় আমার স্থূলরূপের সম্যক্ ধ্যান যে না করেছে তার কাছে সেটি অগম্য। সেইজন্য মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষু অর্থাৎ নিম্নাধিকারী মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করবে এবং ক্রিয়াযোগে যথাবিধি সেই-সব রূপের অর্চনা করে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করবে।[১]

স্থূল থেকে সূক্ষ্ম—কুলার্ণবতন্ত্রেও দেবতার ধ্যানপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে সাধক প্রথমে দেবতার স্থূলরূপের ধ্যান করে মনস্থির করবেন। মন স্থূলের ধ্যানে স্থিরতা লাভ করলে সূক্ষ্মের ধ্যানেও নিবিষ্ট হতে পারে।[২]

বিচার করে দেখলে দেখা যাবে তন্ত্রের এই বিধানই যুক্তিযুক্ত বিধান। আপামর সাধারণের পক্ষে দেবতার সূক্ষ্ম রূপাদির ধ্যানাদি সম্ভবপর নয়, কাজেই তাদের জন্য স্থূলবিগ্রহের ধ্যানপূজাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। নিম্নাধিকারী সাধক ব্রহ্মের স্থূলরূপের ধ্যান পূজাদি দিয়ে আরম্ভ করে সোপানারোহনক্রমে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করতে পারবেন শাস্ত্রীয় বিধানের এই তাৎপর্য।[৩]

রূপের মধ্যে অরূপ—মানুষ নিজে রূপজগতে এক স্বরূপ সত্তা। সেইজন্য রূপের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক। রূপ তাকে তৃপ্তি দেয় আনন্দ দেয় তার মনকে আশ্রয় দেয়। তার সাকার উপাসনার এটি অন্যতম কারণ। রূপের মধ্য দিয়ে সে রূপাতীতের আরাধনা করে, রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন পেতে চায়।

মূর্তিপূজার তাৎপর্য— প্রতিমায় বা মূর্তিতে দেবপূজার এইটি রহস্য। মূর্তিশব্দের ব্যুৎপত্তিগত (মূর্চ্ছ্‌+ক্তি) অর্থ প্রকটিত অথবা ব্যক্ত অবস্থা। পূজাশব্দের অন্যতম অর্থ

---

১ অনভিধায় রূপস্ত স্থূলং পর্বতপুঙ্গব। অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্ দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্বমাশ্রয়েৎ। ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ।
স্বল্পমালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপং মে পরমব্যয়ম্।—মহাভাগবতান্তর্গত ভগবতী-গীতার বচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৩৫

২ স্থিরাত্মমানসঃ কশ্চিৎ স্থূলধ্যানং প্রচক্ষতে। স্থূলেন নিশ্চিতং চেতঃ ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি সুস্থিতিঃ।
—কু ত, উঃ ৯

৩ সনাতন ধর্মের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অনুরূপ ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে।
—দ্রঃ ছা উপ, অঃ ৭

শ্রেষ্ঠকে অবলম্বন করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ করার চেষ্টা। কাজেই মূর্তিপূজার অর্থ ভগবানের বিকাশ জীবজগৎতত্ত্বকে অবলম্বন করে শ্রেষ্ঠতা লাভ করার চেষ্টা অথবা ব্যক্ত অবস্থাকে অবলম্বন করে অব্যক্ত পরমতত্ত্বে প্রবেশের চেষ্টা।[১]

সব আরাধনাই ব্রহ্মময়ীর আরাধনা— আমরা লক্ষ্য করেছি পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি নিরাকারা হয়েও সাকারা, অরূপা হয়েও রূপধারিণী। তিনি সর্বস্বরূপা। কাজেই তিনিই পরমাত্মা, তিনিই জীবাত্মা, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যে যেভাবে যেরূপে আরাধনা করুক না কেন মূলতঃ তাঁরই আরাধনা করে।

সাধকের আত্মা আরাধ্য—তন্ত্ররাজতন্ত্রে বলা হয়েছে[২] সাধকের আত্মাই তার আরাধ্য দেবতা। সে-দেবতা ললিতা এবং বিশ্ববিগ্রহা।

সাধক যে প্রতিমা বা প্রতীকের পূজা করেন তা তাঁর আত্মা বা আত্মস্থ দেবতা। বস্তুতঃ ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য। যে-কোনো আরাধ্য ব্রহ্মেরই রূপভেদ। ব্রহ্মই আত্মা। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন সেই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত।[৩]

তন্ত্রে এঁকে বলা হয়েছে আত্মস্থদেবতা। তন্ত্রের অভিমত যে আত্মস্থদেবতাকে ত্যাগ করে বাইরে দেবতার অন্বেষণ করে সে হস্তগত কৌস্তুভ ত্যাগ করে কাঁচের আশায় ঘুরে বেড়ায়। আগে অন্তরে মহাদেবীকে প্রত্যক্ষ করে তবে তাঁর বাইরের প্রতিমা বা প্রতীকের পূজা করতে হবে।[৪]

নিম্নাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ সম্ভবপর নয়। অথচ প্রতিমায় পূজা বিশেষ করে নিম্নাধিকারী ব্যক্তির জন্যই বিহিত। তা হলে এই শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য কি? আমাদের মনে হয় বাহ্য প্রতিমা বা প্রতীক বস্তুতঃ সাধকের আত্মস্থদেবতা এই ভাবটি সাধকের মনে মুদ্রিত করে দেওয়া উক্ত শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য। সাধক বাহ্য প্রতিমা পূজা করার আগে দেবতার বাঙ্ময়ীমূর্তি চিন্তা করবেন অথবা শাস্ত্রোক্ত ধ্যান পাঠ করবেন। এইভাবে শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করা হবে।

ধ্যানানুযায়ী স্থূলরূপ—সাধক মহাদেবীর যে-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন সেই মন্ত্রোদ্দিষ্ট তাঁর যে-ধ্যান শাস্ত্রবিহিত সেই ধ্যানানুসারে রচিত প্রতিমা বা মূর্তিই তাঁর বাহ্যপূজাযোগ্য স্থূলরূপ। ধ্যানকে দেবতার বাঙ্ময়ী প্রতিমা বলা যায়।

---

১ পু ত, পৃঃ 70

২ স্বাত্মৈব দেবতা প্রোক্তা ললিতা বিশ্ববিগ্রহা।—ত রা ত ৩৫।১৩

৩ স বা এষ আত্মা হৃদি।—ছা উপ ৮।৩।৩

৪ আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে। করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া।
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্।—শা ত, উঃ ৬

প্রতিমার অর্থ—প্রতিমাশব্দের মুখ্য অর্থ সদৃশ বস্তু।[১] তার থেকে গৌণ অর্থ হয়েছে প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্তি। মৃদাদিনির্মিত দেববিগ্রহ দেবতার প্রতিমা। মহানির্বাণতন্ত্রে প্রতিমাকে বলা হয়েছে দেবতার আবাস এবং আদ্যা পরমেশী পরাৎপরা স্বয়ং।[২] অর্থাৎ প্রতিমা দেবতার আবাস এবং দেবতা স্বয়ং।

নানাপ্রকারের মূর্তি—নানাপ্রকারে দেবতার ধ্যাননির্দিষ্ট প্রতিমা বা মূর্তিরচনা করা যায়। শাস্ত্রে সাধারণতঃ আট রকমের প্রতিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—পাষাণময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যা অর্থাৎ সিন্দুরচন্দনাদিরচিতা, লেখ্যা অর্থাৎ চিত্রিতা, সৈকতা অর্থাৎ বালুকানির্মিতা অর্থাৎ মৃন্ময়ী, মনোময়ী এবং মণিনির্মিতা।[৩] এর মধ্যে একমাত্র মনোময়ী প্রতিমা ছাড়া আর সবই ভাস্কররায়কথিত পূর্বোক্ত চক্ষুহস্তগ্রাহ্য স্থূলমূর্তি।

তবে মূর্তির প্রকারভেদের অন্যরকম তালিকাও পাওয়া যায়।[৪] আবার বিভিন্নবস্তু-নির্মিত প্রতিমাপূজার বিভিন্ন ফলও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।[৫]

প্রতিমা বা মূর্তি প্রতীক—ভাবকে রূপ দিতে গেলে প্রতীক বা সঙ্কেতের সাহায্য নিতে হয়। যেমন ভাবপ্রকাশের একটি উপায় ভাষা আর সেই ভাষাকে লেখা হয় প্রতীকের বা সঙ্কেতের সাহায্যে। সে-প্রতীক বা সঙ্কেত বর্ণমালা। এক একটি বর্ণ এক একটি শব্দ বা আওয়াজের প্রতীক।

তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ ভাবচিন্তার দ্যোতক প্রতীক

---

১ তস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সদৃশং বস্ত্বন্তরং নাস্তি।—ব্র সূ ৪।৩।১৪-এর বেদান্তকল্পতরু।

২ নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্মবিনির্মিতে। নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ।
ত্বয়ি সম্পূজয়াম্যাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্। শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ।
—মহা ত ১৩।২৮৪-২৮৬

৩ শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।
—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭।১২

৪ মৃন্ময়ী দারুঘটিতা লোহজা রত্নজা তথা। শৈলজা গন্ধজা চৈব কৌসুমী সপ্তধা স্মৃতা।
—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ শা তি ৪।৮৭-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৫ শৈলজা লোহজা বাপি রত্নজা বাথ দারুজা। মৃন্ময়ী চেতি পঞ্চৈতাঃ প্রতিমাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
সর্বেষামেব দেবানাং মহানীলা যশঃপ্রদা। দারুজা কামদা প্রোক্তা সৌবর্ণী ভুক্তিমুক্তিদা।
রাজতী স্বর্গফলদা তাম্রী হ্যায়ুবিবর্ধিনী। কাংস্যা বহ্বাপদং হন্তি রৈতিকী শত্রুনাশিনী।
সর্বভোগপ্রদা শৈলী স্ফাটিকী দীপ্তিকারিকা। মহাভোগপ্রদা খ্যাতা মৃন্ময়ী খলু শোভনা।
—মহাকপিলপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ ঐ

ব্যবহার করা হয়। প্রতিমা বা মূর্তি দেবতার ভাবরূপের প্রতীক।[১] প্রতিমা সমগ্রভাবে দেবতার গুণকর্মাদিবিষয়ক ভাবচিন্তার দ্যোতক। প্রতিমার হাত গুণের প্রতীক। এক এক দেবপ্রতিমার চার ছয় আট ইত্যাদি সংখ্যক হাতের এই তাৎপর্য। প্রতিমার হাতের আয়ুধ, প্রতিমার ভঙ্গি এ-সব দেবতার স্বভাবের প্রতীক।[২]

সনাতনধর্মীদের আরাধ্যদেবমূর্তি এই কারণেই সব সময় প্রাকৃত মনুষ্যাকারও হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ গুরুমুখে মূর্তিরহস্য অবগত হওয়া প্রয়োজন। কেন না সব রহস্য গ্রন্থাদিতে ব্যাখ্যাত হয় না। সম্প্রদায়ক্রমে যে-সব গূঢ় ব্যাখ্যা চলে আসছে তা সম্প্রদায়বিদ্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়।

অন্যান্য প্রতীক—দেবতার প্রতীক অবশ্য কেবলমাত্র প্রতিমা বা মূর্তিই নয়। শাস্ত্রে অন্যান্য প্রতীকেরও উল্লেখ আছে। যেমন উপনিষদে ওঁ[৩] এই অক্ষর, মন ও আকাশ,[৪] আদিত্য,[৫] স্মৃতি,[৬] আশা[৭] ইত্যাদিকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়েছে।

তন্ত্রেও দেবতার পূজাধ্যানের বিভিন্ন আধারের কথা বলা হয়েছে। এই-সব আধারকে দেবতার প্রতীক বলা যায়। মাতৃকাভেদতন্ত্রে শালগ্রাম মণি যন্ত্র প্রতিমা ঘট জল পুস্তিকা গঙ্গা শিবলিঙ্গ এবং প্রসূনক অর্থাৎ পুষ্পযন্ত্রকে পূজার আধার বলা হয়েছে।[৮] অর্থাৎ এই-সব দেবতার প্রতীকরূপে বিহিত হয়েছে।

কুলার্ণবতন্ত্রে[৯] মহাশক্তির ধ্যানপূজার দশটি আধার নির্দিষ্ট হয়েছে। যথা লিঙ্গ অর্থাৎ শিবলিঙ্গ স্থণ্ডিল[১০] বহ্নি জল স্পর্শ কুড্য পট মণ্ডল ফলক সাধকের মস্তক এবং হৃদয়। এই-

---

১ বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে লিখেছেন (ব্র সূ ৪।১।৫) 'আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক ইতি হি বৃদ্ধাঃ।'—কোনো একটি আশ্রয়ের প্রত্যয়ের জন্য অন্য আশ্রয়ে প্রক্ষেপের নাম প্রতীক। যেমন ব্রহ্মাশ্রয়প্রত্যয়কে নামাদি আশ্রয়ে প্রক্ষেপ করলে নামাদি ব্রহ্মের প্রতীক হবে। আলোচ্য সূত্রের বেদান্তকল্পতরুতে বলা হয়েছে 'অর্থান্তরবিষয়স্য বিষয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীকঃ'—ভিন্নার্থক বিষয়ের অন্যবিষয়ে প্রক্ষেপ প্রতীক। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে ভিন্নার্থক ব্রহ্মবিষয় অন্যার্থজ্ঞাপক নামবিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় নামাদি ব্রহ্মের প্রতীক। অবশ্য এ রকম ক্ষেত্রে নামাদিকে ব্রহ্মজ্ঞাপক সংকেতও বলা যায়।

২ দ্রঃ El. H. I., Vol. I, Part I. Intro., pp. 27-28

৩ ছা উপ ১।১।১ ৪ ঐ ৩।১৮।১ ৫ ঐ ৩।১৯।১ ৬ ঐ ৭।১৩।১ ৭ ঐ ৭।১৪।১

৮ শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং ঘটে জলে। পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রসূনকে।

—মাতৃ ত ১২।১-২

৯ লিঙ্গস্থণ্ডিলবহ্ন্যম্বুস্পর্শকুড্যপটেষু চ। মণ্ডলে ফলকে মূর্ধ্নি হৃদি বা দশ কীর্তিতাঃ।
এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাম্।—কু ত, উঃ ৬

১০ স্থণ্ডিলে দেবীপূজা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। রাঘবভট্ট শারদাতিলকের (৪।৮৭) টীকায় ঈশানশিবের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন—শক্তিং নিজেজ্যোন তথৈব চক্রে চিত্রে পটে বা যজনং ন ভূমৌ।
মোহাদসৌ স্থণ্ডিলগাং যজেচ্চেদ্ ভ্রশ্যেৎ ত্রিবর্গাদিতি মন্ত্রসিদ্ধাঃ।

সবকে মহাশক্তির প্রতীক বলা যায়। আবার বিন্দুগর্ভশক্তিত্রিকোণ মহাদেবীর প্রতীক বলে গণ্য হয়, যেমন শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম যথাক্রমে শিব ও বিষ্ণুর প্রতীক বলে গণ্য হয়।[১]

শাস্ত্রসম্মত প্রতীক—সমস্তই যখন ব্রহ্মময়ীর রূপ তখন সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে বলা যায় যে-কোনো বস্তুই দেবীর প্রতীক হতে পারে। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রানুসারে চলতে হয়, সেক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত প্রতীকগ্রহণই বিধি। স্বেচ্ছাচার সাধনার ক্ষেত্রে চলে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে[২]—যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে আপন খেয়ালখুশিমত চলে সে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, ইহলোকে সুখ পায় না এবং পরলোকেও শ্রেষ্ঠ গতিলাভ করে না।

শাস্ত্রোক্ত প্রতীকের হেতু—শাস্ত্রে যে-সব প্রতীক নির্দিষ্ট হয়েছে সেই-সব প্রতীক কেন নির্দিষ্ট হয়েছে তার কারণ সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভবপর না হলেও অনুমান করা যায়। যে-সব বিশেষ বিশেষ পদার্থ[৩] স্বভাবতঃ আস্তিক মানুষের অন্তরে ভগবদ্‌ভাব উদ্দীপিত করে মোটের উপর সেই-সব পদার্থকে প্রতীক গণ্য করা হয়েছে বলা যায়। সূর্য চন্দ্র অগ্নি আকাশ সাগর গঙ্গা প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। আবার যে-সব পদার্থে শক্তির বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধ হয়, যেমন মানুষের মস্তক, হৃদয় ইত্যাদি, দেখা যায় সেই-সব পদার্থকে প্রতীকরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। সবক্ষেত্রে অবশ্য শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুমান করাও যায় না। সে-সব ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যথাভিরুচি প্রতীক নির্দেশ করা হয়েছে। তবে এই-সব ক্ষেত্রেও কোনো গূঢ় তাৎপর্য থাকতে পারে।

প্রতীকোপাসনা তথা প্রতিমাপূজার মর্মরহস্য— দেখা যাচ্ছে আরাধনার ক্ষেত্রে প্রতীক দেবতাপ্রত্যয়ের আলম্বনমাত্র, দেবপূজার আধারমাত্র। কাজেই প্রতীকোপাসনা বা প্রতিমাপূজার মর্মরহস্য প্রতীক বা প্রতিমায় সেই প্রতীকোপলক্ষিত দেবতার পূজা, প্রতীক বা প্রতিমার পূজা নয়। সাধারণভাবে বলা যায় প্রতীক তথা প্রতিমা ব্যবহারতঃ জড়পদার্থ। দেবতা চিন্ময়ী। সনাতনধর্মীয় সাধনায় চিন্ময়ী দেবতাই আরাধ্যা, জড়পদার্থ আরাধ্য নয়।[৪]

---

১ দ্রঃ শক্তিসম্বন্ধী সাহিত্য, ক শ অ, পৃঃ ৬২১-৬২২

২ যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌।

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১৬।২৩

৩ যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহংশসম্ভবম্‌।—ঐ ১০।৪১ —শ্রীভগবান বলছেন—যে সব পদার্থ ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা বলসম্পন্ন সে-সব আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে।

৪ প্রতীকেন প্রতীকাবচ্ছেদেন 'সঃ' পরমাত্মা উপাস্যতে ন তু প্রতীকঃ প্রতিমা জড়া প্রতিকৃতিরুপাস্যতে।

—ব্র সূ ৪।১।৪-এর শক্তিভাষ্য

বাহ্যপূজায় যেখানে প্রতীকে বা প্রতিমায় দেবপূজা হয় সেখানে দেবতার আবাহন-প্রাণপ্রতিষ্ঠা- ও বিসর্জন-অনুষ্ঠানে এই সিদ্ধান্তের নিদর্শন আছে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—আবাহনের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আবাহনের পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এর যথাবিহিত অনুষ্ঠান আছে। সংক্ষেপে বলা যায় প্রথমে প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র-ন্যাসাদি[১] করে প্রাণশক্তির ধ্যান করতে হয়। তার পরে মৃগমুদ্রা দ্বারা পুষ্পাদি দিয়ে দেবতার হৃদয় স্পর্শ করে মন্ত্রের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়।[২]

সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন ইষ্টমন্ত্র, মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্রচৈতন্যের একীকরণের দ্বারা ইষ্টদেবমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়।[৩] একীকরণ হয় ভাবনার দ্বারা।[৪] বাহ্য অনুষ্ঠান এই ভাবনার অঙ্গীভূত।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য—মহাশক্তি বিশ্ববিগ্রহা। বস্তুমাত্রই তাঁরই রূপ। তিনি চৈতন্যময়ী, প্রাণময়ী। কাজেই তাঁর মৃৎপাষাণাদিনির্মিত প্রতিমাদিও স্বরূপতঃ চৈতন্যময়ী, প্রাণময়ী। যা প্রাণময়ী তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অর্থ কি ?

বস্তুমাত্রই মহাশক্তি এটি চরম জ্ঞানের কথা। উপলব্ধিমূলক এই জ্ঞানইত সাধনার অন্যতম চরম লক্ষ্য। নিম্নাধিকারী যে-সব সাধকের জন্য প্রতিমাদিপূজার ব্যবস্থা তাদের সে-জ্ঞান থাকতে পারে না। কারণ সে-জ্ঞান থাকলে তাদের এ রকম পূজাদির প্রয়োজনই হত না। তাদের কাছে মৃৎপাষাণাদি জড় পদার্থ। শুধু তাদের কাছে কেন ভেদজ্ঞান লোপ না পাওয়া পর্যন্ত সবার কাছেই তাই।

সাধক পূজা করেন চিন্ময়ী দেবীর, মৃণ্ময়ী মূর্তির পূজা তিনি করেন না। কাজেই মূর্তিতে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে তাঁকে চৈতন্যময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

ইষ্টদেবতা—লক্ষ্য করা গেছে শাস্ত্রের বিধান আগে অন্তঃপূজা করে তার পরে বহিঃ-পূজা করতে হবে। অন্তঃপূজায় সাধক স্বীয় ইষ্টদেবতার মনোময়ী মূর্তির আরাধনা করেন। পরমার্থবিচারে ব্রহ্মময়ী সাধকের দেহে চৈতন্যরূপে বা আত্মা-রূপে বিরাজমানা। সাধকের ইষ্টদেবতা কার্যতঃ পরিচ্ছিন্ন এই চৈতন্য বা আত্মা থেকে অভিন্না। ইনি তাঁর স্বকীয়া ব্রহ্মমূর্তি। কিন্তু নিম্নাধিকারী সাধকের প্রথমেই এ তত্ত্ব অধিগত থাকে না। তত্ত্বটির শাব্দজ্ঞান

---

১ দ্রঃ পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮

২ ইতি ধ্যাত্বা মৃগমুদ্রয়া পুষ্পাদিনা দেবতায়া হৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৪৮

৩ পু ত, পৃঃ ৪২

৪ মহাকপিলপঞ্চরাত্রে প্রতিষ্ঠাশব্দের ভাবনা অর্থই করা হয়েছে। যথা—

বিশেষসন্নিধির্যা তু ক্রিয়তে ব্যাপকস্য হি। সমূর্তে ভাবনা মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠা সাঽভিধীয়তে।

—মহাকপিলপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ শা তি ৪।৭৮-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

থাকলেও উপলব্ধজ্ঞান থাকে না। সেইজন্য বলা হয় সাধক ইষ্টদেবতাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করবেন অর্থাৎ ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করবেন। এরূপ ধ্যানও আন্তর পূজা দ্বারা সাধকের অন্তরে ইষ্টদেবতা প্রবুদ্ধ হন। বাহ্য প্রতিমায় এঁরই প্রতিষ্ঠা করে সাধক প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। সাধনার পরিভাষায় বলা যায় সাধক অন্তরের ব্রহ্মতেজ বাহ্য প্রতিমায় সংক্রামিত করে দেন।[১]

এ সম্পর্কে সাধনমর্মজ্ঞ জনৈক মহাত্মা লিখেছেন "প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় আপনার ভিতরের চৈতন্যকে জাগরিত করে, অনুভব করে, সেই চৈতন্যকে ইষ্টদেবতায় আরোপ করে, অনুভব করে, ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করতে হবে, অনুভব করতে হবে।"[২]

মৃন্ময়ী চিন্ময়ী—ব্যবহারতঃ যা জড় পরমার্থতঃ তা সবই চিন্ময় এইটি প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলতত্ত্ব। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে-প্রতিমা জড় সাধক প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় সেই প্রতিমায় তার পারমার্থিকরূপের অর্থাৎ চিন্ময়ত্বের আরোপ করেন। সোজা কথায় মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী ভাবেন। সাধকের পারমার্থিক দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় নি বলে প্রথমে এই আরোপ আবশ্যক। তার পর গুরুনির্দিষ্ট পথে যথাবিধি সাধনার ফলে ভগবৎকৃপায় যদি সাধকের পারমার্থিক দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় তা হলে তাঁর কাছে তখন শুধু ঐ মৃন্ময়ী প্রতিমা নয়, সব পদার্থই চিন্ময়রূপে প্রত্যক্ষ হয়। সর্বব্যাপিনী সর্বস্বরূপিণী মহাদেবী সাধকের আরাধ্যা প্রতিমাতেই কেমন করে প্রত্যক্ষ হন তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কুলার্ণবতন্ত্রে। তাতে আছে যেমন গাভীর দুগ্ধ তার সর্বাঙ্গে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সর্বাঙ্গে প্রবাহিত রক্ত থেকে উৎপন্ন হয় কিন্তু ক্ষরিত হয় স্তনমুখে তেমনি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী মহাদেবী প্রতিমাতে দেদীপ্যমান হন অর্থাৎ প্রতিমাতেই প্রথমে তাঁর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্যপ্রতিমা দেবতার শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রমূর্তির অভিরূপ হওয়ার জন্য বিশেষতঃ পূজার জন্য এবং সাধকের বিশ্বাসের জন্য প্রতিমাতে দেবতাসন্নিধি হয়[৩] অর্থাৎ দেবতার আবির্ভাব হয়।

প্রতিমায় এই প্রাণপ্রতিষ্টা বাহ্যপূজার অন্যতম অঙ্গ। সাধক সত্য সত্য বিশ্বাস করেন প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে উঠেন। যার বিশ্বাস নাই প্রতিমাদিপূজা তার জন্য নয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রতীকোপাসনা তথা প্রতিমাপূজা— প্রতীকোপাসনা বা

---

১ দ্রঃ ত ত, পৃঃ ২০৮ ; Ś. Ś., 4th. Ed., P. 542 ; P. T. Part II, 2nd Ed., Intro., P. 657, The Spirit and Culture of the Tantras, Ś. R. C. M., vol. II. pp. 199-200

২ পূ ত, p. 82.

৩ গবাং সর্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখে যথা। তথা সর্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বস্য পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ। সাধকস্য চ বিশ্বাসাদ্দেবতাসন্নিধির্ভবেৎ।—কু ত, উঃ ৬

প্রতিমাপূজা আমাদের দেশে কবে থেকে সুরু হয়েছে এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি মনে জাগা স্বাভাবিক। অবশ্য সাধনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিচারের কোনো মূল্য নাই। সাধনার সত্য চিরন্তন। বর্তমান বা অতীতের চিহ্ন দিয়ে তার গুরুত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। তবু ঐতিহাসিক জ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। তা ছাড়া সাধনার প্রাচীনতা লোকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করার অন্যতম হেতু। কালের সাক্ষ্য সাধনার সত্য সম্বন্ধে লোকের প্রত্যয় দৃঢ় করে।

অতএব প্রশ্নটির আলোচনা করা যেতে পারে। বেদের থেকেই সুরু করা যাক। মহেঞ্জোদড়োর বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই দুটির চেয়ে প্রাচীন নির্ভরযোগ্য আকর আর নাই।

ঋগ্‌বেদে নররূপী দেবতার কল্পনা—ঋগ্‌বেদের ঋষিরা যে দেবতার নরাকার শরীর কল্পনা করতেন তার প্রমাণ আছে। উক্ত বেদের একটি মন্ত্রে স্পষ্টই দেবতাদের নৃপেশসঃ[১] অর্থাৎ নররূপী বলা হয়েছে। একাধিক মন্ত্রে[২] দেখা যায় মরুদ্‌গণকে দিবঃ নরঃ অর্থাৎ অন্তরিক্ষবাসী নর বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে[৩] আছে রুদ্র দৃঢ়-অবয়বযুক্ত, তেজস্বী, ভর্তা, হিরণ্ময় অলঙ্কারের দ্বারা শোভা পাচ্ছেন। অন্য মন্ত্রে বরুণের বর্ণনা করা হয়েছে—বরুণ হিরণ্ময় কবচ ধারণ করে স্বীয় পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন। হিরণ্যস্পর্শী রশ্মিসমূহ তাঁর সর্বতঃ নিষণ্ণ।[৪]

একটি মন্ত্রে ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে ইন্দ্র অর্ভক নয়, ইন্দ্র কুমার, নব অর্থাৎ স্তুত্য (সায়ণ) রথের উপর অধিষ্ঠিত।[৫]

এই মন্ত্রের থেকে অনুমান হয় ঋগ্‌বেদের সময়ে যোদ্ধারা যুদ্ধ করার সময় ইন্দ্রের কোনো প্রতীক বা প্রতিমা রথের উপর চাপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেত। ইন্দ্র রক্ষাকারী দেবতা।[৬] লোকের বিশ্বাস ছিল ইন্দ্র রথে থাকলে তাদের নিশ্চিত জয়লাভ হবে। অনুরূপ প্রথা যে আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়েও ভারতে প্রচলিত ছিল তা আলেকজেণ্ডারের

---

১ নৃপেশসঃ বিদথেষু প্র জাতা অভীমম্ যজ্ঞম্ বি চরন্ত পূর্বীঃ।—ঋ বে ৩।৪।৫

২ দ্রঃ ঋ বে ২।৩৬।২, ৫।৫৪।১০। সায়ণ অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই নর অর্থ করেছেন নেতা। তবে Bollensen প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা কেউ কেউ (দ্রঃ Muir : Original Sanskrit Texts, Vol. V.. pp. 453-454) নর অর্থ করেছেন মানুষ।

৩ দ্রঃ ঋ বে ২।৩৩।৯

৪ বিভ্রদ্‌দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজম্ পরি স্পশো নি বেদিরে।—ঐ ১।২৫।১৩

৫ অর্ভকো ন কুমারকোঽধি তিষ্ঠন্নবং রথম্।—ঐ ৮।৬৯।১৫

৬ ত্বমঘ প্রথমং জায়মানোঽমে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।—ঋ বে ৪।১৭।৭

জীবনীকার কুয়েন্টুস কুর্টিয়ুস-এর (Quentus Curtius) গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন পুরু রাজা যখন আলেকজেণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন তাঁর সেনাদলের পুরোভাগে হারকিউলিসের এক মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়। কুমারস্বামী অনুমান করেন এই হারকিউলিস শিব বা যক্ষ।[১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যুদ্ধের সময় আরাধ্য দেবতার কোনো প্রতীক বা প্রতিমা সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবার প্রথা প্রাচীন মিশরীয়দের[২] এবং ইহুদিদের মধ্যেও ছিল।[৩]

সে যা হক, উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঋগ্বেদের সময়ে বেদপন্থীদের মধ্যে দেবতার নররূপের কল্পনা প্রচলিত ছিল এবং অনুমান করা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেবতার কোনো প্রতীক বা প্রতিকৃতি ব্যবহৃতও হত।

তবে সব সময়ে দেবতার নররূপের কল্পনা বাস্তবানুগ হত না। তার নিদর্শন অন্ততঃ একটি ঋক্-মন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই মন্ত্রে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁর চারটি শৃঙ্গ তিন পা দুই মাথা এবং সাত হাত।[৪]

তন্ত্রোক্ত দশমুণ্ড দশহস্ত দশপদ মহাকালীর মূর্তির মতো মূর্তির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। বলা যেতে পারে ঋগ্বেদীয় উক্ত কল্পনার ধারাই তন্ত্রে প্রবাহিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বেদসংহিতার সময়ে বেদপন্থীদের মধ্যে দেবতার রূপকল্পনা প্রচলিত থাকলেও দেবতার কোনো প্রতীক বা প্রতিকৃতি বা প্রতিমা প্রচলিত ছিল কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।[৫]

বেদসংহিতায় প্রতিমাশব্দ— অবশ্য ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে প্রতিমাশব্দের উল্লেখ আছে।[৬] কিন্তু উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য প্রতিমাশব্দের অর্থ করেছেন দেবতা।[৭]

যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আদিত্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে বিশ্বরূপ অর্থাৎ সর্বরূপ আদিত্যের প্রতিমাভূত।[৮]

অবশ্য প্রতিমাশব্দের উল্লেখ থাকলেই যে প্রতিমার অর্থাৎ দেবপ্রতিমার ব্যবহারও প্রচলিত থাকবে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

---

১ Vide D. H. I., 2nd Ed., p. 89 ২ H. R., p. 147 ৩ Ibid, p. 180

৪ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।—ঋ বে ৪।৫৮।৩

৫ দ্রঃ D. H. I., 2nd Ed., 1956, pp. 42-47

৬ কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎপরিধিঃ ক আসীৎ।—ঋ বে, ১০।১৩০।৩

৭ হবিপ্রাতিযোগিত্বেন মীয়তে নির্মীয়ত ইতি প্রতিমা দেবতা।—ঐ, সায়ণভাষ্য

৮ সহস্রস্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্।—বা সং ১৩।৪১

বৈদিক যুগে প্রতীক বা প্রতিমা—কিন্তু ঋগ্‌বেদে অন্ততঃপক্ষে ইন্দ্রের প্রতিমা বা প্রতীকের সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ মণ্ডলের একটি ঋক্-মন্ত্রে[১] বলা হয়েছে দশটি ধেনু দিয়ে কে আমার এই ইন্দ্রকে কিনবে? এই ইন্দ্র ক্রেতার বৃত্রদের অর্থাৎ শত্রুদের বিনাশ করলে পর এঁকে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

আবার অষ্টম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে হে বজ্রবান্ ইন্দ্র, তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করব না। হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র, সহস্রসংখ্যক ধনেও তোমাকে বিক্রয় করব না, দশ সহস্র মূল্যেও বিক্রয় করব না। হে বহুধনের অধীশ্বর, অপরিমিত ধনের বদলেও তোমাকে বিক্রয় করব না।[২]

উক্ত মন্ত্রদুটিতে ইন্দ্রের ক্রয়বিক্রয়যোগ্য প্রতীক বা প্রতিমার কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে। তবে বস্তুটি ইন্দ্রের কোনো হস্তপদাদি-অবয়ববিশিষ্ট প্রতিমা না তাঁর প্রতীক কোনো ধাতুপ্রস্তরাদির খণ্ডমাত্র তা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

তবে অন্য একটি মন্ত্রে এই সংশয়ের নিরসনের যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে—হে মনুষ্যগণ অর্থাৎ ঋত্বিকগণ, তোমরা শস্ত্রযাগস্তুতির দ্বারা ইন্দ্র এবং অগ্নির স্তব কর এবং নানাবিধ অলংকারের দ্বারা তাঁদের শোভিত কর।[৩]

এই মন্ত্রের থেকে অনুমান করা যায় ইন্দ্রের কোনো সাবয়ব মূর্তির কথাই ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে। কারণ মূর্তিকেই অলঙ্কারাদির দ্বারা শোভিত করার কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। তবে কেউ যদি মনে করেন আলোচ্য মন্ত্রে প্রতীকের কথাই বলা হয়েছে তা হলে তাঁকে নিরস্ত করার মতো কোনো অমোঘ যুক্তিও নেই।

ব্রাহ্মণসাহিত্যেও দেবতার প্রতীকব্যবহারের নিদর্শন আছে। যেমন শতপথব্রাহ্মণে[৪] স্বর্ণপত্রের উপর খোদিত সূর্যমণ্ডলকে সূর্যের প্রতীকরূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চবিংশ মহাব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে দেবপ্রতিমা ও দেবায়তনের উল্লেখ আছে।[৫]

---

১ ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ। যদা বৃত্রাণি জংঘনদথৈনং মে পুনর্দ্দদৎ।—ঋ বে ৪।২৪।১০

২ মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্।

ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ।—ঐ ৮।১।৫

৩ তা যজ্ঞেষু প্র শংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ।—ঋ বে ১।২১।২

৪ শ ব্রা ৭।৪।১।১০

৫ দেবায়তনং কম্পন্তে দৈবপ্রতিমা হসন্তি রুদন্তি স্ফুটন্তি স্বিদন্তি উন্মীলন্তি।

—ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ ১০।৫, দ্রঃ D, H. I., 2nd Ed, 1956, p. 69

সূত্রসাহিত্যেও দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে। যেমন পারস্করগৃহ্যসূত্রে[১] দেবপ্রতিমার নির্দেশ করা হয়েছে। আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রে[২] ঈশান মীঢ়ুষী জয়ন্ত প্রভৃতি দেবতার মূর্তির নির্দেশ আছে।

ঋগ্‌বেদসংহিতায় যে প্রতীক বা প্রতিমা বিক্রয়ের প্রথার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় পাণিনির সময় (আনুমানিক ষষ্ঠ খৃঃ পূর্বাব্দ) পর্যন্ত সে-প্রথা বরাবর চলে এসেছে। পাণিনি একটি সূত্রে[৩] বিক্রেয় দেবমূর্তির পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে-সব দেবতার প্রতিকৃতি জীবিকার্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিক্রয় করা হয় না সেই-সব দেবতাবাচক শব্দের উত্তর কন্ প্রত্যয় হয় না। যেমন বাসুদেবঃ শিবঃ স্কন্দঃ। পণ্যহিসাবে ব্যবহৃত হলে কন্ প্রত্যয় হবে। যথা বাসুদেবকঃ ইত্যাদি। বাসুদেবক বললে বাসুদেবের বিক্রেয় প্রতিকৃতি বুঝতে হবে।

পাণিনির উক্ত সূত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় পাণিনির সময় দেবমূর্তি বিক্রয় করা হত। আবার একদল লোক দেবমূর্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। মনে করা হয় এই সব লোক ছিল দেবল ব্রাহ্মণ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় এই সূত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখেছেন মৌর্যরা সোনার আশায় অর্থাৎ অর্থার্জনের জন্য দেবমূর্তি নির্মাণ করত।[৪] বোঝা যাচ্ছে এই-সব মূর্তি পণ্যমূর্তি। আর মৌর্যরা সেই সময়কার মূর্তিনির্মাতা শ্রেণী বা জাতিবিশেষ।[৫]

পাণিনি-পতঞ্জলির সময়ে দেবমূর্তির যে রকম ব্যবহার ছিল আজকের দিনেও তা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেবমূর্তির তেমনি ক্রয়বিক্রয় এখনও হয়, মূর্তিনির্মাতা শ্রেণীবিশেষও আছে আর দেবমূর্তিকে অবলম্বন করে একদল লোক এখনও জীবিকা অর্জন করছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ঋগ্‌বেদের সময় থেকে সনাতনধর্মীদের মধ্যে দেবপ্রতিমা বা দেবতার অন্য প্রতীক ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে এরূপ মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে।

যন্ত্র—দেবতার পূজা যেমন প্রতিমাতে হয় তেমনি হয় যন্ত্রে। যন্ত্র দেবতার প্রতীক। শাস্ত্রে আছে সমস্ত দেবতার যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত।[৬] শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে যন্ত্র ছাড়া পূজা করলে দেবতা প্রসন্ন হন না।[৭]

---

১ পা গৃ সূ ৩।১৪।৮ ২ আপ গৃ সূ ৭।২০

৩ জীবিকার্থে চাপণ্যে। (বাসুদেবঃ শিবঃ স্কন্দঃ। পণ্যে তু হস্তিকান্ বিক্রীণীতে।)—পাণিনি ৫।৩।৯৯

৪ মৌর্যৈর্হিরণ্যার্থিভিঃ অর্চ্চা প্রকল্পিতাঃ।

৫ দ্রঃ Iconism in India, I. H. Q.. Vol. XII, 1936, pp. 335-341.

৬ সর্বেষামপি দেবানাং যন্ত্রে পূজা প্রশস্যতে।—শা ত উঃ ১৩

৭ বিনা যন্ত্রেণ চেৎ পূজা দেবতা ন প্রসীদতি।—গ ত ৫।১

তবে যাঁরা সাধনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর তাঁরাই শুধুমাত্র যন্ত্রে পূজা করতে পারেন। কেন না করচরনাদিযুক্ত স্থূল মূর্তির চেয়ে যন্ত্র সূক্ষ্মতর প্রতীক। কাজেই যাঁরা স্থূল মূর্তি ছাড়াই ধ্যানাদি করতে পারেন তাঁদের পক্ষেই যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত।

মূর্তি ও যন্ত্র— মনে হয় সেইজন্যই যেখানে প্রতিমায় পূজা হয় সেখানে যন্ত্র-অঙ্কন সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[১] বলা হয়েছে সাধক যেখানে জন্মস্থান মহাযন্ত্র অঙ্কন করবেন সেখানে কখনও মোহবশে মূর্তি করবেন না আর মূর্তি যদি করেন তা হলে যন্ত্র করবেন না। যদি মোহবশে করে ফেলেন তা হলে তাঁকে দু বার করে পূজা করতে হবে, বলিদান হোম এ-সবও দ্বিগুণ করতে হবে।[২]

যন্ত্রের অর্থ—যন্ত্রশব্দের সাধারণ অর্থ কোনো কার্যের সাধন অর্থাৎ যার সাহায্যে কার্য সাধিত হয় সেই বস্তু (instrument)। পূজার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে ধ্যেয় বস্তুতে মন নিবিষ্ট করার সাধন বলা যায়।[৩]

যন্ত্রকে আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে শক্তিলেখা (dynamic graph)। কোনো বস্তুর উপাদানশক্তিসমূহের (constituent forces) রেখাচিত্র সেই বস্তুর যন্ত্র। কাজেই প্রত্যেক বস্তুবিশেষের যন্ত্র আছে। আবার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেরও মহাযন্ত্র আছে। বিশেষ যন্ত্র সেই মহাযন্ত্রেরই রূপভেদমাত্র।[৪] কারণ বিশেষশক্তি মহাশক্তিরই রূপভেদ।

এইজন্য মর্মজ্ঞরা বলেন যন্ত্রকে যে প্রতীক বলা হয় সে অগভীরের কথা। গভীরের কথা যন্ত্র শক্তিলেখা,[৫] যে-দেবতার যন্ত্র সেই দেবতারই রূপ।

তন্ত্রমতে যন্ত্র মন্ত্রময়ী দেবতার দেহ। বলা হয়েছে যন্ত্র মন্ত্রময়, মন্ত্র দেবতাত্মক। দেহ ও আত্মার মধ্যে যে-ভেদ যন্ত্র ও দেবতার মধ্যে সেই ভেদ।[৬]

---

১ প্রতিমায়াঞ্চ পূজায়াং ন লিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্।—মাতৃ ত ১২।৬

২ জন্মস্থানং মহাযন্ত্রং যদি কুর্যাৎ তু সাধকঃ। তত্র মূর্তিং ন কুর্যাৎ তু কদাচিদপি মোহতঃ।
যদি মূর্তিং প্রকুর্যাৎ তু তত্র যন্ত্রং ন কারয়েৎ। যদি কুর্যাৎ তু মোহেন যজেদ্ বারদ্বয়ং প্রিয়ে।
দ্বিগুণং পূজনং তত্র দ্বিগুণং বলিদানকম্। দ্বিগুণং প্রজপেন্মন্ত্রং দ্বিগুণং হোময়েৎ সুধীঃ।—ঐ ১২।৯-১১

৩ Ś. Ś.. 4th Ed., p. 549

৪ Mahamaya, p. 206. এই মহাযন্ত্র শ্রীযন্ত্র। শ্রীযন্ত্রই ব্রহ্মাণ্ডের যন্ত্র। পরশুরামকল্পসূত্রে (৩।৯) একে মহাচক্ররাজ বলা হয়েছে।

৫ The Yantram, Preface, p. ii

৬ যন্ত্রং মন্ত্রময়ং প্রোক্তং মন্ত্রাত্মা দেবতৈব হি। দেহাত্মনো যথা ভেদো যন্ত্রদেবতয়োঃ তথা।
—দ্রঃ P. T., Part I, 2nd Ed., Intro., p. 85

গন্ধর্বতন্ত্রমতে দেবতার শরীর ত্রিবিধ—ভৌতিক মনোময় এবং জ্ঞানময়। যন্ত্র মনোময় শরীর।[১]

কথাটার তাৎপর্য এই যে যন্ত্র প্রথমে অঙ্কিত হয় সাধকের মানসপটে। বাহ্য যন্ত্র সেই মানসযন্ত্রেরই প্রতিকৃতি।

আবার যন্ত্রকে দেবতার গৃহও বলা হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে যন্ত্রকে বলা হয় গৃহ আর দেবতাকে গৃহস্থ।[২] সৌন্দর্যলহরীতেও শ্রীযন্ত্রকে দেবীর গৃহ বলা হয়েছে।[৩]

যন্ত্রের ব্যাখ্যা—তন্ত্রশাস্ত্রে যন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণার্থক যম্ ধাতু থেকে যন্ত্রশব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। সেইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—কামক্রোধাদি দোষ এবং সেই-সব দোষের থেকে উদ্ভূত সমস্ত দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করে বলে যন্ত্রকে যন্ত্র বলা হয়।[৪]

যাঁরা যন্ত্রের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন তাঁদের কামক্রোধাদি বশীভূত হয় এবং তার ফলে এই-সবের জন্য যে-সমস্ত দুঃখ হয় সে-সবও প্রশমিত হয় শাস্ত্রবাক্যের মনে হয় এই তাৎপর্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় বহুলোকের বিশ্বাস যন্ত্রের অলৌকিক শক্তি আছে। কুলার্ণব-তন্ত্রে বলা হয়েছে যন্ত্র যম ভূত প্রভৃতি সমস্তের ভয় থেকে ত্রাণ করে।[৫] এই উক্তিতে পূর্বোক্ত বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

যন্ত্রের এ রকম অলৌকিক শক্তি আছে বলে ভূর্জপত্রাদিতে অঙ্কিত কালী তারা শ্রীকৃষ্ণ শিব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার যন্ত্র মাদুলি করে শরীরে ধারণ করার বিধি দেখা যায়।[৬] এই সব যন্ত্রকে বলে ধারণযন্ত্র। এইগুলি পূজাযন্ত্র থেকে পৃথক্। এই-সব যন্ত্রধারণে শুধু যে অনিষ্ট নিবারণ হয় তা নয়, নানাসিদ্ধিলাভও হয়। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—পুরুষের

---

১ শরীরং ত্রিবিধং প্রাহুর্ভৌতিকং চ মনোময়ম্। পরং জ্ঞানময়ং নিত্যং যদনাপি নিরন্তরম্।
মূর্ত্যাং ভৌতিকমিত্যাহুর্যন্ত্রং বিদ্ধি মনোময়ম্। মন্ত্রং জ্ঞানময়ং বিদ্ধি এবং ত্রিধা বপুর্ভবেৎ।
—দ্রঃ গ ত ৫।৩৯-৪০

২ যন্ত্রং তু গৃহমিত্যুক্তং গৃহস্থা দেবতা মতাঃ।—শ স ত, তা খ, ১৩।২০৩

৩ তব শরণকোণাঃ পরিণতাঃ।—সৌ ল, শ্লোক ১১

৪ কামক্রোধাদিদোষোত্থসর্বদুঃখনিয়ন্ত্রণাৎ। যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ।—কু ত, উঃ ৬

৫ যমভূতাদিসর্বেভ্যো ভয়েভ্যোঽপি কুলেশ্বরি। ত্রায়তে সততং চৈব তস্মাদ্ যন্ত্রমিতীরিতম্।—ঐ, উঃ ১৭

৬ সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে ভূর্জে বা সম্যগালিখেৎ। অথবা তাম্রপট্টেন গুটিকীকৃত্য ধারয়েৎ।
—বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫৮৫

স্ত্রীলোকের বিশেষ করে বালকদের যন্ত্রধারণ করলে নানারকম শুভ হয়। ধারণযন্ত্র তাদের ভূষণ হয়ে দাঁড়ায়।[১] বিভিন্ন যন্ত্রধারণের বিভিন্ন ফল শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২]

যন্ত্রের বিবিধ ব্যবহার—সাধনার ক্ষেত্রেও যন্ত্রের একাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যন্ত্র দেবতার রূপ, পূজার আধার, দার্শনিক তত্ত্ব-নির্দেশক এবং সাধনার ক্রমনির্দেশক সঙ্কেত-চিত্র। তবে প্রধানতঃ পূজার আধাররূপেই যন্ত্রের ব্যবহার হয়।

বিভিন্ন দ্রব্যের যন্ত্র—পূর্বেই বলা হয়েছে যন্ত্র রেখাচিত্র। সরল বা বক্ররেখা অথবা উভয়ের সাহায্যে যন্ত্র লিখিত হয়। ভূর্জপত্র ভূমি স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র কাংস্য সীসক স্ফটিক প্রস্তর ইত্যাদির উপর যন্ত্র দ্রব্যভেদে অঙ্কিত চিত্রিত বা খোদিত হয়।[৩] কাপড় এবং কাগজের উপরও যন্ত্র অঙ্কিত বা চিত্রিত হয়।

যন্ত্রে দেবতার চিত্রাদি—কাগজের উপর অঙ্কিত যন্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আরাধ্য দেবতা, তাঁর আবরণশক্তি প্রভৃতির চিত্র এবং দেবতার মন্ত্র দেওয়া থাকে। কিন্তু ধাতুযন্ত্রে বা প্রস্তর যন্ত্রে এ-সব থাকে না।[৪]

বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন যন্ত্র—প্রত্যেক মন্ত্র তথা মন্ত্রোদিষ্ট দেবতার যন্ত্র পৃথক্। আবার একদৈবতমন্ত্রেরও একাধিক যন্ত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।[৫] যে-দেবতার যে-পূজাযন্ত্র সেই যন্ত্রেই তাঁর পূজা করতে হয়। গুরু যন্ত্র নির্দেশ করে দেন। কাজেই যেখানে একাধিক যন্ত্রের বিধান আছে সেখানেও কোনো অসুবিধা হয় না। কেন না যে-যন্ত্রটি শিষ্যের পক্ষে বিহিত গুরু সেইটিরই নির্দেশ দেন।

সামান্য পূজাযন্ত্র—গুরুও অবশ্য শাস্ত্রানুসারে চলেন। যেখানে শাস্ত্রে যন্ত্র সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ থাকে না সেখানে সামান্য পূজাযন্ত্র অঙ্কন করে পূজা করাই শাস্ত্রবিধি। সামান্য পূজাযন্ত্র এইরূপ—একটি ষট্‌কোণ আঁকতে হবে। ঊর্ধ্বমুখ শিবত্রিকোণ ও অধোমুখ শক্তিত্রিকোণ পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে এই ষট্‌কোণ রচনা করবে। তার বাইরে থাকবে একটি বৃত্ত, তারও বাইরে অষ্টদলপদ্ম এবং তারও বাইরে থাকবে চতুর্দ্বার একরেখ ভূপুর।[৬]

দেহযন্ত্র—তবে অধিকারী সাধকের কাছে তাঁর স্বীয় দেহই পূজাযন্ত্র। তিনি এই

---

১ পুরুষস্য তথা স্ত্রীণাং বালকানাং বিশেষতঃ। ধারণাৎ সিদ্ধিদং দেবি যন্ত্রং চ ভূষণং ভবেৎ।

—শ স ত, তা খ, ৫১।২

২ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫৭৫-৫৮৪

৩ দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৮-৫১৯, ৫২৪-৫২৫

৪ দ্রঃ Ś. Ś., 4th Ed., p. 549

৫ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩১২, ৩২৯ ইত্যাদি।

৬ অমুক্তকল্পে যন্ত্রস্তু লিখেৎ পদ্মং দলাষ্টকম্। ষট্‌কোণকর্ণিকং তত্র বেদদ্বারোপশোভিতম্।

—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ ঐ পৃঃ ৯৬

দেহযন্ত্রেই যথাবিধি উপচারের দ্বারা পূজা করেন। এই দেহযন্ত্র সব যন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর।[১]

শ্রীযন্ত্র—পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে দেবতাভেদে যন্ত্র ভিন্ন হয়ে যায়। কাজেই যন্ত্র অনেক। তবে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ যন্ত্র শ্রীযন্ত্র। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ষোড়শীর মন্ত্রকে বলা হয় শ্রীবিদ্যা। মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। কাজেই শ্রীবিদ্যা ষোড়শী। ষোড়শীর অন্য নাম ললিতাসুন্দরী বা ত্রিপুরসুন্দরী। শ্রীবিদ্যার যন্ত্রকে শ্রীযন্ত্র বা শ্রীচক্র[২] বা ত্রিপুরচক্র বলা হয়।

শ্রীযন্ত্রের প্রসিদ্ধির কারণ—একদা শ্রীবিদ্যার উপাসনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। শ্রীবিদ্যার উপাসকদের মধ্যে বড় বড় মনীষী আচার্যের আবির্ভাব হয়। তাঁদের কল্যাণে শ্রীবিদ্যার উপাসনার বহুল প্রচার হয়।[৩] শ্রীযন্ত্রের প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক প্রচলনের এইটি প্রধান কারণ।[৪]

যন্ত্র হিসাবে শ্রীযন্ত্রের বিশেষ গৌরবের অন্যতম কারণ এটি শাক্তদর্শনের সৃষ্ট্যাদিতত্ত্বের দ্যোতক। অতএব এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। শ্রীযন্ত্রের ব্যাপারটি জটিল। তন্ত্রবিশারদ সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে এ ব্যাপারের সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নয়।

---

১ আত্মন্যেব যজেদ্দেবীমুপচারৈর্যথাবিধি। নিজদেহাখ্যযন্ত্রং তু সর্বযন্ত্রাৎ পরং শিবম্।—প ত ২৫।২৯

২ তন্ত্রে যন্ত্র ও চক্র অনেক ক্ষেত্রে পর্যায়বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কেউ কেউ যন্ত্র এবং চক্রে ভেদ ও নির্দেশ করেন। যার মধ্যে শুধু কোণ থাকে তাকে বলে যন্ত্র। আর যার মধ্যে কোণ এবং পদ্মদলসদৃশ অংশ থাকে তাকে বলে চক্র। দ্রঃ El. H. I., Vol. I, Part II, pp. 329-330

৩ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রচলিত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদস্বামী, স্বয়ং শঙ্করাচার্য, তাঁর অনুবর্তী সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, বিদ্যারণ্যস্বামী প্রভৃতি অনেক বেদান্তী আচার্য শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। মীমাংসকদের মধ্যে আচার্যপ্রবর খণ্ডদেবের শিষ্য শম্ভু ভট্ট, ভাস্কররায় প্রভৃতিও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের মূলেও এই সাধনার প্রভাব স্পষ্টতঃ অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নিত্যসঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন, একথা সর্ববাদিসম্মত। শৈবাচার্যদের মধ্যে অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি শিবোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিদ্যারও উপাসনা করতেন এমনি প্রসিদ্ধি আছে। আজও ভারতবর্ষে অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ক্রম ম্লানভাবে হলেও অবিচ্ছিন্নরূপে চলে আসছে।"—শ্রীযন্ত্রকা স্বরূপ শীর্ষক প্রবন্ধের উপক্রমণিকা, ক শ অ, পৃঃ ৫৯২

৪ মধ্যযুগের এবং তৎপরবর্তীকালের দক্ষিণভারতের মন্দিরগুলিতে আছে 'শক্তিপীঠালয়'। শক্তিপীঠালয়ে একটি ছোট বেদী বা পীঠ আছে। লোকে বলে এই পীঠের ভিতরে ধাতুর উপর খোদিত শ্রীযন্ত্র আছে। শক্তিপীঠে প্রত্যহ দুবার করে পূজা হয়। দ্রঃ El. H. I., Vol. I, Part II. pp. 331-332

শৃঙ্গেরীর শঙ্করমঠেও শ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৩১, প্লেট।

শ্রীযন্ত্র ও দার্শনিক তত্ত্ব—ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ। আবার সেই কারণের কার্য সৃষ্টিও তিনি। শ্রীযন্ত্র ব্রহ্মের এই উভয়রূপের প্রতীক।[১] সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে স্থিতিতত্ত্ব ও লয়তত্ত্ব অনুস্যূত। কাজেই শ্রীযন্ত্র সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক।[২]

শ্রীযন্ত্রের উদ্ভব—বামকেশ্বরতন্ত্রে শ্রীচক্রের উদ্ভব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যখন সেই বিশ্বরূপিণী পরমাশক্তি ত্রিপুরা স্বেচ্ছায় স্বীয় স্ফুরত্তা দর্শন করেন তখন বিশ্ব থেকে অভিন্ন ত্রিকোণাদিচক্রের উৎপত্তি হয়।[৩]

টীকায় ভাস্কররায় বলেছেন 'আমি সৃষ্টি বিস্তার করব' এইরূপ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা শান্তা নাম্নী প্রাথমিকী বৃত্তি যখন জাত হয় তখনই চক্রের উদ্ভব হয়।[৪] শান্তা পরাশক্তিরই রূপ।

শ্রীযন্ত্র নবচক্রাত্মক—নয়টি চক্রের দ্বারা শ্রীযন্ত্র গঠিত।[৫] অন্যভাবে বলা যায় শ্রীযন্ত্র নয়টি চক্রে বা অংশে বিভক্ত। যামলের মতে[৬] বিন্দু ত্রিকোণ বসুকোণ অর্থাৎ অষ্টকোণ বা অষ্টার দশারদ্বয় অর্থাৎ অন্তর্দশার এবং বহির্দশার মন্বস্র অর্থাৎ চতুর্দশাস্র নাগদলপদ্ম অর্থাৎ অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম বৃত্তত্রয় ধরণীসদনত্রয় অর্থাৎ চতুর্দ্বার ত্রিরেখ ভূপুর এই-সব বিভিন্ন অংশ নিয়ে পরদেবতার শ্রীচক্ররাজ আবির্ভূত।

দেখা যাচ্ছে যামলে শ্রীযন্ত্রের দশটি অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। চক্রগণনার সময় বিন্দুকে বাদ দিয়ে গণনার কথা একদল শাস্ত্রজ্ঞ বলেন। এঁদের মতে বিন্দু শিবচক্রচতুষ্টয়াত্মক। কাজেই বিন্দুকে চক্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।[৭] কাজেই চক্রগণনায় শ্রীযন্ত্র নবচক্রাত্মক।

আবার অপর একদল বৃত্তত্রয়কে বা মেখলাত্রয়কে চক্রগণনার অন্তর্ভুক্ত করেন না।[৮] কাজেই এঁদের গণনায়ও শ্রীযন্ত্র নবচক্রাত্মক।

১ জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্র সূ ১।১।২) এই সূত্রের শক্তিভাষ্যে বলা হয়েছে—আদ্যস্য অদনীয়স্য ভোগ্যস্য পিণ্ডাণ্ডস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য চ যতো জন্ম তদ্ ব্রহ্মেতি শেষঃ। তচ্চ শিবশক্ত্যোঃ সম্মেলনং ষড়্‌বিংশতত্ত্বং তদেব শ্রীচক্রমুচ্যতে।

তন্ত্রে শ্রীচক্রকে ব্রহ্মময়ী দেবীর রূপই বলা হয়েছে। যথা—চক্রং কামকলারূপং প্রসারপরমার্থতঃ (বা নি ৬।২৪)। অন্যত্র বলা হয়েছে—সেয়ং পরমেশী চক্রাকারেণ পরিণমতে যদা (কা বি ৩৬) সেই মহেশ্বরী পরাশক্তিই যখন চক্রাকারে পরিণত হন। ২ দ্রঃ শ্রীযন্ত্রকা স্বরূপ ক শ অ. পৃঃ ৫৯৫

৩ যদা সা পরমা শক্তিঃ স্বেচ্ছয়া বিশ্বরূপিণী। স্ফুরত্তামাত্মনঃ পশ্যেত্তদা চক্রস্য সম্ভবঃ।—বা নি ৬।৯-১০

৪ সৃষ্টিমহং বিতনুয়ামিত্যাকারিকী প্রাথমিকী বৃত্তিরিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা শান্তা নাম্নী যদা জাতা তদা তৎকাল এব চক্রস্য সম্ভবঃ।—ঐ টীকা ৫ নবচক্ররূপং শ্রীচক্রম্।—ভাবোনোপনিষৎ ৩

৬ বিন্দুত্রিকোণবসুকোণদশারযুগ্মমন্বস্রনাগদলসংযুতষোড়শারম্।
বৃত্তত্রয়ং চ ধরণীসদনত্রয়ং চ শ্রীচক্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ।
—যামলবচন, দ্রঃ বা নি. সে ব, পৃঃ ২৭

৭ দ্রঃ সৌ ল, শ্লোক ৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা ৮ দ্রঃ ঐ ; বা নি, সে ব, পৃঃ ৪০

শক্তিচক্র ও শিবচক্র—শ্রীযন্ত্রের নবচক্রের মধ্যে পাঁচটি শক্তিচক্র আর চারটি শিবচক্র। ভৈরবযামলে বলা হয়েছে[১]—চারটি শিবচক্র আর পাঁচটি শক্তিচক্র দিয়ে গঠিত শ্রীচক্র শিবশক্তির দেহ। ত্রিকোণ অষ্টকোণ অন্তর্দশার, বহির্দশার এবং চতুর্দশার বা চতুর্দশাস্র এই পাঁচটি শক্তিচক্র। আর বিন্দু অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম এবং চতুরস্র বা ভূপুর এই চারটি শিবচক্র।

যাঁরা বিন্দুচক্রকে বাদ দিয়ে নবচক্র গণনা করেন তাঁরা অষ্টদলপদ্ম, ষোড়শদলপদ্ম, বৃত্তত্রয় এবং ভূপুরকে শিবচক্র বলেন।[২]

শিবচক্রের শ্রীকণ্ঠ বহ্নি ইত্যাদি এবং শক্তিচক্রের শিবযুবতী পার্বতী ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে।[৩]

শিবশক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ। সেইজন্য শিবচক্র ও শক্তিচক্রেরও অবিনাভাবসম্বন্ধ। ভৈরব যামলে বলা হয়েছে[৪]—ত্রিকোণচক্রে বিন্দুচক্র শ্লিষ্ট, অষ্টারে অষ্টদলপদ্ম শ্লিষ্ট, দশারদ্বয়ে ষোড়শদলপদ্ম শ্লিষ্ট এবং চতুর্দশারে ভূপুর শ্লিষ্ট। শিবচক্র ও শক্তিচক্রের পরস্পর অবিনাভাব-সম্বন্ধ যিনি জানেন তিনি চক্রবিৎ।

শ্রীযন্ত্রের গঠন— সময়াচারীদের মতে অধোমুখ পাঁচটি শক্তিত্রিকোণ এবং ঊর্ধ্বমুখ চারটি শিবত্রিকোণের সংযোগে পূর্বোক্ত নবচক্র গঠিত। কিন্তু কৌলমতে এই শক্তিত্রিকোণ পাঁচটি ঊর্ধ্বমুখ এবং শিবত্রিকোণ চারটি অধোমুখ।[৫]

শ্রীযন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আছে বিন্দুচক্র। এর নাম সর্বানন্দময় চক্র। তাকে ঘিরে আছে ত্রিকোণচক্র। একে সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র বলা হয়। এই ত্রিকোণচক্রের বাইরে অর্থাৎ তাকে

১ চতুর্ভিশ্ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ। নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধিং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ।
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা। চতুর্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ।
বিন্দুশ্চাষ্টদলং পদ্মং পদ্মং ষোড়শপত্রকম্। চতুরস্রং চ চত্বারি শিবচক্রাণ্যনুক্রমাৎ।
—ভৈরবযামলবচন, দ্রঃ সৌ ল, শ্লোক ৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

২ শিবচক্রাণি তু অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রিতয়ভূপুরত্রয়াত্মকানীতি।—দ্রঃ ঐ

৩ দ্রঃ সৌ ল, ১১, বা নি, সে ব, পৃঃ ২৭

৪ ত্রিকোণেবৈন্দবং শ্লিষ্টমষ্টারেঽষ্টদলাম্বুজম্। দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাশ্রকে।
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রানাং চ পরস্পরম্। অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ।
—ভৈরবযামলবচন, দ্রঃ সৌ ল, ৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৫ কৌলমতানুসারেণ অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাত্মকানি, ঊর্ধ্বমুখানি পঞ্চ ত্রিকোণানি শক্ত্যাত্মকানি।—সৌ ল, শ্লোক ৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা; ক শ অ, পৃঃ ৫৯৪

ঘিরে রয়েছে অষ্টার বা অষ্টকোণচক্র। এর নাম সর্বরোগহর চক্র। অষ্টারের বহির্ভাগে অন্তর্দশার চক্র। একে সর্বরক্ষাকরচক্র বলা হয়। তার বহির্ভাগে বহির্দশার চক্র। এর নাম সর্বার্থসাধক চক্র। বহির্দশারের বহির্ভাগে চতুর্দশারচক্র। একে বলা হয় সর্বসৌভাগ্যদায়ক-চক্র। চতুর্দশারের বাইরে অষ্টদলপদ্ম-চক্র। এর নাম সর্বসংক্ষোভণ- বা সর্বসংক্ষোভক-চক্র। এই চক্রের বহির্ভাগে ষোড়শদলপদ্ম চক্র। একে বলা হয় সর্বাশাপরিপূরক চক্র। এই চক্রেরও বহির্ভাগে ভূপুরচক্র। একে বলা হয় ত্রৈলোক্যমোহন চক্র।[১]

মহাত্রিপুরসুন্দরীই শ্রীচক্রাকারে পরিণত হন। কাজেই পরিণতির দিক্ দিয়ে বিচারে অর্থাৎ সৃষ্টিক্রমে সর্বানন্দময় চক্র প্রথম আর ত্রৈলোক্যমোহন নবম। আর সংহারক্রমে তার বিপরীত। অর্থাৎ তখন ত্রৈলোক্যমোহনচক্র প্রথম আর সর্বানন্দময় চক্র নবম।[২]

পূজার ক্ষেত্রেও সৃষ্টিক্রমে বিন্দুচক্র থেকে ভূপুরচক্র পর্যন্ত পূজা করা হয় আর সংহারক্রমে ভূপুরচক্র থেকে বিন্দুচক্র পর্যন্ত। এই উভয় প্রকার পূজাই শাস্ত্রবিহিত।[৩]

নবচক্রের বিভাগ—আলোচ্য নবচক্রকে সংহারচক্র স্থিতিচক্র এবং সৃষ্টিচক্র এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। বিন্দু ত্রিকোণ এবং অষ্টার সংহারচক্র; দশারদ্বয় এবং চতুর্দশার স্থিতিচক্র আর অষ্টদলপদ্ম ষোড়শদলপদ্ম এবং ভূপুর সৃষ্টিচক্র। তবে কেবলমাত্র বিন্দু বহির্দশার এবং ভূপুর ছাড়া অন্য চক্রগুলিকে অবিমিশ্র সংহারাদি গণ্য করা হয় না। এ সম্পর্কে ভাস্কররায় লিখেছেন—ভূপুর সৃষ্টিসৃষ্টি, ষোড়শদলপদ্ম সৃষ্টিস্থিতি, অষ্টদলপদ্ম সৃষ্টিসংহার, চতুর্দশার স্থিতিসৃষ্টি, বহির্দশার স্থিতিস্থিতি, অন্তর্দশার স্থিতিসংহার, অষ্টকোণ সংহারসৃষ্টি, ত্রিকোণ সংহারস্থিতি এবং বিন্দু সংহারসংহার।[৪]

তন্ত্রান্তরে আবার নবচক্রের সোম সূর্য এবং অনল এই তিন ভাগ করা হয়েছে।[৫] পূর্বোক্ত সংহারচক্র সোম স্থিতিচক্র সূর্য এবং সৃষ্টিচক্র অনল।

আবরণচক্র—নবচক্রকে আবরণচক্রও বলা হয়। আবরণচক্ররূপে ত্রৈলোক্যমোহনচক্র

---

১ মধ্যং ত্র্যস্রং তথাষ্টারং দ্বে দশারে চতুর্দশ। তদ্বাহ্যতোঽষ্টপত্রং চ ষোড়শারং মহীপুরম্।
সর্বানন্দময়ং চাদৌ সর্বসিদ্ধিপ্রদং পরম্। সর্বরোগহরং চান্যৎ সর্বরক্ষাকরং তথা।
সর্বার্থসাধকং চক্রং সর্বসৌভাগ্যদায়কম্। সর্বসংক্ষোভণং চান্যৎ সর্বাশাপরিপূরকম্।
ত্রৈলোক্যমোহনং চেতি নবধা নবভির্ভবেৎ।—বা নি ১।৪৩-৪৬

২ সৃষ্টিঃ স্যান্নবযোন্যাদিপৃথ্ব্যন্তং সংহৃতিঃ পুনঃ। পৃথ্ব্যাদিনবযোন্যন্তমিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।—ঐ ৬।৭৮

৩ তত্র নবযোন্যাদিভূগৃহান্তপূজনে সৃষ্টিক্রমঃ। সৃষ্টেরনেনৈব ক্রমেণ বর্ণিতত্বাৎ। তদ্বিপরীতস্তু সংহারক্রমঃ। উভয়বিধাঽপি পূজা যুক্তা এব।—বা নি, সে ব, পৃঃ ২২২

৪ বা নি ১।৪৭-এর সে ব, পৃঃ ৪০

৫ তন্ত্রান্তরে তু বিন্দ্বাদিত্রয়ত্রয়স্য সোমসূর্যানলাত্মকত্বং ক্রমেণোক্তম্।—ঐ, পৃঃ ৪১

প্রথম এবং সর্বানন্দময় চক্র নবম। তন্ত্ররাজতন্ত্রে বলা হয়েছে বাহ্য আবরণচক্র ত্রৈলোক্যমোহন, তার পরে ক্রমে ভিতরের দিকে সর্বাশাপরিপূরক, সর্বসংক্ষোভকারক, সর্বসৌভাগ্যদায়ক, সর্বার্থসাধক, সর্বরোগহর, সর্বরক্ষাকর, সর্বসিদ্ধিপ্রদ এবং সর্বানন্দময় চক্র। সর্বানন্দময়চক্র শিবাত্মক বিন্দুস্থান।[১]

চক্রেশ্বরী ও আবরণ-দেবতা—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রে নব চক্রের নয়জন চক্রেশ্বরী ও নয়জন আবরণদেবতার কথা বলা হয়েছে। যে-চক্রে মহাদেবীর যে-রূপ অভিব্যক্ত হয়েছে সেইরূপে তিনি সেই চক্রের ঈশ্বরী অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আবরণ-দেবতা দেবীর সূক্ষ্ম মন্ত্ররূপ আবৃত করে রাখেন। এইজন্যই তাঁকে আবরণদেবতা বলা হয়। কিন্তু কামকলাবিলাসের মতে আবরণদেবতারা দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বলা হয়েছে অপরিচ্ছিন্না অনন্ততেজোরাশিময়ী সেই পরা মহেশ্বরী যখন চক্রাকারে পরিণত হন তখন তাঁর দেহের অবয়বসমূহ আবরণদেবতারূপে পরিণত হয়।[২] আবরণদেবতাকে যোগিনী বলা হয়।[৩]

বামকেশ্বরতন্ত্রে[৪] ত্রৈলোক্যমোহনাদিচক্রের যথাক্রমে চক্রেশ্বরী ও আবরণদেবতার নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

	চক্র		চক্রেশ্বরী		আবরণদেবতা বা যোগিনী
১।	ত্রৈলোক্যমোহন	...	ত্রিপুরা	...	প্রকটা
২।	সর্বাশাপরিপূরক	...	ত্রিপুরেশী	...	গুপ্তা
৩।	সর্বসংক্ষোভক	...	ত্রিপুরসুন্দরী	...	গুপ্ততরা
৪।	সর্বসৌভাগ্যদায়ক	...	ত্রিপুরবাসিনী	...	সম্প্রদায়া
৫।	সর্বার্থসাধক	...	ত্রিপুরাশ্রী	...	কুলকৌলা
৬।	সর্বরক্ষাকর	...	ত্রিপুরমালিনী	...	নিগর্ভা
৭।	সর্বরোগহর	...	ত্রিপুরসিদ্ধা	...	রহস্যা
৮।	সর্বসিদ্ধিপ্রদ	...	ত্রিপুরাম্বা	...	অতিরহস্যা (পরাপররহস্যা)
৯।	সর্বানন্দময়	...	মহাত্রিপুরসুন্দরী	...	পরাপররহস্যা (পরাপরাতিরহস্যা)

---

১ ত্রৈলোক্যমোহনং বাহ্যং সর্বাশাপরিপূরকম্। সর্বসংক্ষোভণং সর্বসৌভাগ্যপরিদায়কম্।
সর্বার্থসাধনং সর্বরোগতো হরমেব চ। সর্বরক্ষাকরং সর্বসিদ্ধিপ্রদমতঃ পরম্।
সর্বানন্দময়ং মধ্যবিন্দুস্থানং শিবাত্মকম্।—ত রা ত ৫।৯-১১

২ সেয়ং পরা মহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত যদা।
তদ্দেহাবয়বানাং পরিণতিরাবরণদেবতাঃ সর্বাঃ।—কা বি ৩৬

৩ দ্রঃ বা নি ১।১৬৫-এর সে ব, পৃঃ ৮৩

৪ দ্রঃ বা নি ১।১৩৪-১৬২-এর সে ব, পৃঃ ৮২-৮৩

দেহ শ্রীযন্ত্র—শ্রীযন্ত্র যেমন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকৃতি তেমনি পিণ্ডাণ্ডেরও প্রতিকৃতি। কেন না পিণ্ডাণ্ড ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। জীবদেহ পিণ্ডাণ্ড। অতএব সাধকের দেহই শ্রীযন্ত্র। ভাবনোপনিষদের ভাষ্যে ভাস্কররায় লিখেছেন[১]—স্বীয় দেহই ত্রৈলোক্যমোহনাদিনবচক্রের সমষ্টিরূপ শ্রীচক্র।

দেহ শ্রীযন্ত্র বা শ্রীচক্র। এ কথার সহজ অর্থ দেহকে শ্রীচক্ররূপে ভাবনা করতে হয়। এই ভাবনার ব্যাপারটি জটিল। এ ব্যাপারে নানা মতভেদও আছে।[২] জীবের লিঙ্গশরীরে সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করে আছে বত্রিশটি পদ্ম। এদের মধ্যে সর্বোচ্চস্থ পদ্ম অধোমুখ সহস্রার আর সর্বনিম্নস্থ পদ্ম উর্ধ্বমুখ সহস্রার।[৩]

এই-সব পদ্মের কতকগুলিতে শ্রীচক্রের ভাবনা করতে হয়। পূর্বোক্ত উর্ধ্বমুখ সহস্রারকে বলা হয় অকুল। অকুলের উপরে একটি অষ্টদলপদ্ম আছে। শ্রীচক্রের ভাবনার ব্যাপারে এটিকেও অকুলের মধ্যে ধরা হয়। উক্ত অষ্টদলপদ্মের উপরে অবস্থিত ষড়্দল কুলপদ্ম। এইভাবে ক্রমোর্দ্ধে চতুর্দল-মূলাধারপদ্ম, ষড়্দল-স্বাধিষ্ঠানপদ্ম, দশদল-মণিপূরপদ্ম, দ্বাদশদল-অনাহতপদ্ম, ষোড়শদল-বিশুদ্ধাখ্যপদ্ম, অষ্টদল-লম্বিকাগ্র বা ইন্দ্রযোনি এবং দ্বিদল-আজ্ঞাচক্র অবস্থিত।

জীবদেহে আজ্ঞাদিচক্রের অবস্থিতিস্থান, যথা— আজ্ঞা ভ্রূমধ্য, লম্বিকাগ্র তালু, বিশুদ্ধ কণ্ঠ, অনাহত হৃদয়, মণিপূর নাভি, স্বাধিষ্ঠান উপস্থমূল, মূলাধার উপস্থমূল ও পায়ুর মধ্যবর্তীস্থান, কুল মূলাধারস্থানের নীচে, অকুল কুলস্থানের নীচে।

বলা হয়েছে অকুল থেকে আজ্ঞা পর্যন্ত নবস্থানে ত্রৈলোক্যমোহন থেকে আরম্ভ করে বিন্দু পর্যন্ত নবচক্রের ভাবনা করতে হবে।[৪] ভাবনাক্রম, যথা অকুল—ত্রৈলোক্যমোহন, কুল—সর্বাশাপরিপূরক, মূলাধার—সর্বসংক্ষোভক, স্বাধিষ্ঠান—সর্বসৌভাগ্যদায়ক, মণিপূর—সর্বার্থসাধক, অনাহত—সর্বরক্ষাকর, বিশুদ্ধ—সর্বরোগহর, লম্বিকাগ্র—সর্বসিদ্ধিপ্রদ, আজ্ঞা—সর্বানন্দময়।

ভাস্কররায় লিখেছেন এই ভাবনা 'সকল' নামক অশুদ্ধ উপাসকদের জন্য বিহিত। তার

---

১ স্বকীয়দেহ এব ত্রৈলোক্যমোহনাদিনবচক্রসমষ্টিরূপশ্রীচক্রাভিন্নঃ।—ভাবনোপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্য

২ দ্রঃ বা নি ৬।২৫-২৭-এর সে ব, পৃঃ ২০২-২০৬

৩ লিঙ্গশরীরে হি সুষুম্নানাড়ীমাশ্রিত্য দ্বাত্রিংশৎপদ্মানি তেষ্বাদ্যন্তয়োঃ সহস্রারে পদ্মে যে উর্ধ্বাধোমুখে বর্ততে।—ঐ পৃঃ ২০২

৪ অকুলাদ্যাজ্ঞান্তস্থাননবকে ত্রৈলোক্যমোহনাদিবিন্দ্বন্তচক্রনবকং ক্রমেণ ভাবয়েৎ।

—বা নি ৬।২৫-২৭-এর সে ব, পৃঃ ২০৪

চেয়ে উচ্চস্তরের সাধক 'প্রলয়াকল' এবং সর্বোচ্চস্তরের সাধক 'বিজ্ঞানাকল' বা 'বিজ্ঞান-কেবলদের' জন্য ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভাবনা বিহিত।[১]

শ্রীযন্ত্রের বাসনাদি—শ্রীযন্ত্রে যাঁরা আরাধনা করেন শ্রীযন্ত্রের অর্থ তাঁদের অবশ্যই জানতে হয়। যন্ত্রের শাস্ত্রসম্মত যে-অর্থ সাধক জানেন বা তাঁর জানা কর্তব্য তাকে বলে বাসনা।[২] বিন্দু থেকে আরম্ভ করে নবচক্রের বাসনাদির বিবরণ অতি সাধারণভাবে দেওয়া গেল।

বিন্দু—তন্ত্ররাজতন্ত্রমতে বিন্দু শিবাত্মক।[৩] কামকলাবিলাসের মতে বিন্দু পরাশক্তিময়।[৪] শিবশক্তি অভিন্ন। কাজেই উভয় মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বিন্দু কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর সামরস্য। উপাধিরহিত সংবিৎ অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যমাত্র কামেশ্বর[৫] আর তাঁর শক্তি কামেশ্বরী। কামেশ্বরী দেবী ত্রিপুরসুন্দরী বা ললিতা। ভাবনোপনিষদের মতে[৬] পরদেবতা ললিতা আত্মা। আত্মা বলতে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়ই বুঝতে হবে।

এই বিন্দুচক্র বা সর্বানন্দময়চক্রকে উড্যানপীঠ বা উড্ডীয়ানপীঠ বলা হয়। একে ব্রহ্মচক্রও বলে।[৭]

বামকেশ্বরতন্ত্রেও বলা হয়েছে এই চক্র ব্রহ্মস্বরূপ।[৮] এই চক্রের মুদ্রা যোনিমুদ্রা[৯] আর সিদ্ধি প্রাপ্তিসিদ্ধি।[১০]

এই চক্রের এবং অন্যান্য অষ্টচক্রের চক্রেশ্বরী ও যোগিনীর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

ত্রিকোণচক্র—বিন্দুচক্রকে ঘিরে আছে সর্বসিদ্ধিপ্রদ ত্রিকোণচক্র। অর্থাৎ ত্রিকোণ-চক্রের মধ্যে আছে বিন্দুচক্র।

পূর্বোক্ত বিন্দুই উচ্ছূন হয়ে ত্রিকোণাকার প্রাপ্ত হয়।[১১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে

---

১ দ্রঃ বা নি, সে ব, পৃঃ ২০৫

২ Tantraraja Tantra, Part II, 1926, Intro., P. 9).

৩ সর্বানন্দময়ং মধ্যবিন্দুস্থানং শিবাত্মকম্।—ত রা ত ৫।১১

৪ মধ্যং চক্রস্য স্যাৎ পরাময়ং বিন্দুতত্ত্বমেবেদম্।—কা বি ২২

৫ নিরুপাধিকসংবিদেব কামেশ্বরঃ।—ভাবনোপনিষৎ ২৭

৬ সদানন্দপূর্ণঃ স্বাত্মৈব পরদেবতা ললিতা।—ঐ ২৮

৭ উড্যানপীঠকে দেবি ব্রহ্মচক্রে বরাননে।—গ ত ?।১২৩

৮ সর্বানন্দময়ে দেবি পরব্রহ্মাত্মকে পরে।—বা নি ৮।১৭১

৯ বা নি ৮।১৭৩-এর সে ব

১০ ঐ ৮।১৭৩-এর সে ব, পৃঃ ৩৩৩; গন্ধর্বতন্ত্রমতে এই চক্রের সিদ্ধি মোক্ষসিদ্ধি।—দ্রঃ গ ত ১৭।৮৭

১১ উচ্ছূনং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টম্।—কা বি ২২

বিন্দু পরাশক্তি। পরাশক্তিই শব্দসৃষ্টিতে শব্দব্রহ্মরূপিণী পরাবাক্। পরাবাক্ পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী বাকে পরিণত হয়। এইজন্য কামকলাবিলাসে[১] ত্রিকোণকে পশ্যন্ত্যাদির নিদান বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এই ত্রিকোণ ত্রিবীজস্বরূপ। ত্রিবীজ অর্থ ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রের বাগ্‌ভব, কামরাজ এবং শক্তি এই ত্রিখণ্ডাত্মক বীজ বা কূট।[২]

অর্থসৃষ্টিবিষয়ে পরাশক্তি বামা-জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী তথা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তিরূপে প্রকাশিত। এঁদেরই রূপ ত্রিকোণ।[৩]

এই ত্রিকোণের তিন কোণে আছেন তিন দেবী। কামেশ্বরী অগ্রকোণে, বজ্রেশ্বরী দক্ষিণ-কোণে এবং ভগমালিনী বামকোণে।[৪] এই তিনজনই এই চক্রের আবরণদেবতা ;—এঁদের বলা হয় অতিরহস্যযোগিনী।[৫] তন্ত্ররাজতন্ত্রে কামেশ্বরীকে প্রকৃতিতত্ত্ব, বজ্রেশ্বরীকে মহত্তত্ত্ব এবং ভগমালিনীকে অহংকারতত্ত্ব বলা হয়েছে।[৬]

কামেশ্বরীর পুরোভাগে চক্রেশ্বরী দেবী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরাম্বা অবস্থিতা।[৭]

ত্রিকোণের অগ্রকোণে কামরূপপীঠ, বামকোণে জালন্ধরপীঠ এবং দক্ষিণকোণে পূর্ণগিরিপীঠ অবস্থিত।[৮]

এই চক্রের মুদ্রা বীজমুদ্রা[৯] এবং সিদ্ধি ইচ্ছাসিদ্ধি।[১০] তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে এই ত্রিকোণের বহির্ভাগে আছে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্ররূপ পঞ্চবান ও মনোরূপ ইক্ষুধনু, রাগরূপ পাশ এবং দ্বেষরূপ অঙ্কুশ।[১১]

অষ্টকোণচক্র—ত্রিকোণ বা মধ্যত্রিকোণচক্রেরই বিস্তার অষ্টকোণ বা অষ্টত্রিকোণচক্র।[১২] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মধ্যত্রিকোণ ও অষ্টত্রিকোণমিলে যে-নবত্রিকোণ হয় তাকে বলে নবযোনিচক্র।[১৩]

---

১ এতৎপশ্যন্ত্যাদিত্রিতয়নিদানং ত্রিবীজরূপং চ।—কা বি ২৩

২ দ্রঃ ঐ, চিদ্‌বল্লী

৩ দ্রঃ বা নি ৬।৩৬-৪০-এর সে ব ; প ক সূ ৫।১১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

৪ কামেশ্বরীমগ্রকোণে বজ্রেশীং দক্ষিণে তথা। ভগমালাং তথা বামে মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরীম্।—বা নি ১।১৯৭-৯৮

৫ দ্রঃ গ ত ৫।১১২-১১৩

৬ অব্যক্তাহংকৃতিমহদাকারাঃ প্রতিলোমতঃ। কামেশ্বর্যাদি দেব্যঃ স্যুঃ সম্বিৎ কামেশ্বরঃ স্মৃতঃ।

—ত রা ত ৩৫।১২-১৩

৭ কামেশ্বরীপুরোভাগে ত্রিপুরাম্বা ব্যবস্থিতা।—গ ত ৫।১২০

৮ গ ত ৫।১১৩, ১১৫-১১৬, ১১৮ ৯ ঐ ১৭।৮৫

১০ বা নি ৮।১৭০ ১১ ত রা ত ৩৫।১১-১২

১২ তদ্বসুকোণং মধ্যকোণবিস্তারঃ।—কা বি ২৯ ১৩ দ্রঃ বা নি, সে ব, পৃঃ ১৯৩

এই অষ্টকোণচক্রকে সংবিদাত্মা শ্রীচক্রশরীরিণী দেবীর পুর্যষ্টক বলা হয়।[১] পুর্যষ্টক অর্থ অষ্টরচিত শরীর। এই শরীর অর্থাৎ পুর্যষ্টক দ্বিবিধ—সূক্ষ্ম এবং স্থূল।

সূক্ষ্ম পুর্যষ্টক, যথা[২]—চিতি চিত্ত চৈতন্য চেতনাদ্বয় অর্থাৎ চেতনা ও ইন্দ্রিয়কর্ম[৩] জীব কলা এবং শরীর। এই আটটি মিলে হয় দেবীর সূক্ষ্ম পুর্যষ্টক। সূক্ষ্ম পুর্যষ্টক মনোগম্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।[৪]

স্থূল পুর্যষ্টক, যথা—পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় বুদ্ধীন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন-আদি-অন্তঃকরণ চতুষ্টয় প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ বিয়ৎ-আদি পঞ্চভূত কাম কর্ম এবং তমঃ। এই আটটি মিলে দেবীর স্থূল পুর্যষ্টক রচনা করে।[৫]

অষ্টকোণচক্রের এক একটি কোণে বশিনী কামেশী মোদিনী বা মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশ্বরী বা সর্বেশী এবং কৌলিনী এই অষ্টশক্তি অধিষ্ঠিতা।[৬] বশিন্যাদি এই অষ্টশক্তিকে যথাক্রমে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইচ্ছা সত্ত্ব রজ এবং তম বলা হয়েছে।[৭] এই আটজন দেবীই উক্তচক্রের আবরণদেবতা—রহস্যযোগিনী।[৮]

এই চক্রের সিদ্ধি ভুক্তিসিদ্ধি[৯] আর মুদ্রা খেচরীমুদ্রা।[১০]

অন্তর্দশার—কামকলাবিলাসের মতে বিন্দু ত্রিকোণ এবং অষ্টকোণ এই তেজোরাশিময় চক্রত্রিতয়ের ছায়া অর্থাৎ কান্তিদ্বিতয় অন্তর্দশার এবং বহির্দশার চক্রদ্বয়।[১১]

বামকেশ্বরতন্ত্রে অন্তর্দশারকে বলা হয়েছে নবত্রিকোণের অর্থাৎ নবযোনিচক্রের স্ফুরিতা প্রভা।[১২] অর্থাৎ নবযোনিচক্রের বিস্তারই অন্তর্দশার।

এই চক্রের দশত্রিকোণের দশ জন দেবী—সর্বজ্ঞা সর্বশক্তি সর্বৈশ্বর্যপ্রদা সর্বজ্ঞানময়ী

---

১ পুর্যষ্টকমেবেদং চক্রতনোঃ সংবিদাত্মনো দেব্যাঃ।—কা বি ৪০

২ চিতিশ্চিত্তং চ চৈতন্যং চেতনাদ্বয়মেব চ। জীবঃ কলা শরীরং চ সূক্ষ্মং পুর্যষ্টকং ভবেৎ।

—স্বচ্ছন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ কা বি ৪০-এর চিদ্বল্লী

৩ See Kāmakālāvilas, English Translation, p. 71

৪ দ্রঃ বা নি ৮।১৬১-এর সে ব, পৃঃ ৩৩১

৫ কর্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথা পরাণি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ং চ।
প্রাণাদিপঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ কামশ্চ কর্ম চ তমঃ পুনরষ্ট মীয়ুঃ।—দ্রঃ বা নি, সে ব, পৃঃ ৩৩১

৬ দ্রঃ বা নি ১।১৯১-১৯২

৭ শীতোষ্ণসুখদুঃখেচ্ছাঃ সত্ত্বং রজস্তমো বশিন্যাদি শক্তয়োঽষ্টৌ।—ভাবোনোপনিষৎ ২১

৮ গ ত ১৭।৭৪ ৯ ঐ ১৭।৭৫ ১০ ঐ ১৭।৭৬

১১ তচ্ছায়া দ্বিতয়মিদং দশারচক্রদ্বয়াত্মনা বিততম্।—কা বি ৩০ এবং চিদ্বল্লী

১২ নবত্রিকোণস্ফুরিতপ্রভারূপদশারকম্।—বা নি ৬।১৫

সর্বব্যাধিবিনাশিনী সর্বাধারস্বরূপা সর্বপাপহরা সর্বানন্দময়ী সর্বরক্ষাস্বরূপিণী এবং সর্বেপ্সিত-ফলপ্রদা।[১]

এই দেবীরা রেচক পাচক শোষক দাহক প্লাবক ক্ষারক উদ্গারক ক্ষোভক জৃম্ভক এবং মোহক এই দশ বহ্নির অধিদেবতা।[২]

সর্বজ্ঞা-আদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা নিগর্ভযোগিনী।[৩] চক্রের সিদ্ধি প্রকাম্যসিদ্ধি[৪] আর মুদ্রা মহাঙ্কুশা।[৫]

বহির্দশার—কামকলাবিলাসে বলা হয়েছে বহির্দশার পূর্বোক্ত বিন্দু ত্রিকোণ অষ্টকোণ ও অন্তর্দশার এই চক্রচতুষ্টয়ের প্রভাযুক্ত পরিণাম।[৬]

বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে ব্যোমাদিভূতপঞ্চক ও শব্দাদিতন্মাত্রপঞ্চক এই দশকের প্রকাশের অর্থাৎ অভিব্যক্তির সাধনরূপ ক-আদি দশবর্ণের দ্বারা উপলক্ষিত বহির্দশারচক্র প্রকটিত হয়েছে।[৭]

বহির্দশারের দশত্রিকোণের দশজন দেবী—সর্বসিদ্ধিপ্রদা সর্বসম্পৎপ্রদা সর্বপ্রিয়ংকরী সর্বমঙ্গলকারিণী সর্বকামপ্রদা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী সর্বমৃত্যুপ্রশমনী সর্ববিঘ্ননিবারিণী সর্বাঙ্গ-সুন্দরী এবং সর্বদুঃখবিমোচিনী।[৮] এই দশজন দেবী প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান নাগ কূর্ম কৃকর দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ বায়ু অর্থাৎ প্রাণের অধিদেবতা।[৯]

সর্বসিদ্ধিপ্রদাপ্রমুখা এই দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা কুলকৌলযোগিনী।[১০]

চক্রের সিদ্ধি বশিত্বসিদ্ধি।[১১] মুদ্রা উন্মাদিনী বা মহোন্মাদিনী।[১২]

চতুর্দশার—বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে চতুর্দশারচক্র চতুশ্চক্রের অর্থাৎ ত্রিকোণ অষ্টার অন্তর্দশার ও বহির্দশার এই চক্রচতুষ্কের প্রভারূপের সংযুক্ত পরিণাম এবং এই চক্র জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ও অন্তঃকরণচতুষ্ক এই চতুর্দশকলাত্মক।[১৩]

---

১ বা নি ১।১৮৭-১৯০

২ বহ্নয়ো দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্বজ্ঞাদ্যাস্তু শক্তয়ঃ।—ত রা ত ৩৫।১০; ভবানোপনিষৎ ১৮-২০

৩ গ ত ৫।১০৫ ৪ বা নি ৮।১৫৯ ৫ গ ত ১৭।৭২

৬ এতচ্চক্রচতুষ্কপ্রভাসমেতং দশারপরিণামঃ।—কা বি ৩১

৭ বা নি ৬।১৬ ৮ ঐ ১।১৮৪-১৮৬

৯ প্রাণাপানব্যানোদানসমাননাগকূর্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়া দশ বায়বঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদাদিবহির্দশারদেবতাঃ।
—ভাবনোপনিষৎ ১৭

১০ গ ত ৫।১০২ ১১ বা নি ৮।১৫৫ ১২ গ ত ১৭।৫৮

১৩ চতুশ্চক্রপ্রভারূপসংযুক্তপরিণামতঃ। চতুর্দশাররূপেণ সংবিত্তিকরণাত্মনা।—বা নি ৬।১৭

এই চক্রের চতুর্দশ ত্রিকোণের দেবতা—সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষণী সর্বাহ্লাদকারিণী সর্বসম্মোহিনী সর্বস্তম্ভনকারিণী সর্বজৃম্ভিণী সর্ববশঙ্করী সর্বরঞ্জনী সর্বোন্মাদনরূপিণী বা সর্বোন্মাদিনী সর্বার্থসাধনী সর্বসম্পত্তিপূরিণী সর্বমন্ত্রময়ী এবং সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ংকরী।[১]

এই চতুর্দশ শক্তিকে অলম্বুষা কুহূ বিশ্বোদরা বারণা হস্তিজিহ্বা যশোবতী পয়স্বিনী গান্ধারী পূষা শঙ্খিনী সরস্বতী ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই চতুর্দশ নাড়ীর অধিদেবতা বলা হয়েছে।[২]

সর্বসংক্ষোভিণীপ্রমুখ দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা সম্প্রদায়যোগিনী।[৩] সিদ্ধি ঈশিত্বসিদ্ধি[৪] আর মুদ্রা সর্ববশ্যকরী বা সর্বাবেশকারিণী।[৫]

অষ্টদলপদ্ম—কামকলাবিলাসে[৬] বলা হয়েছে অষ্টদলপদ্ম ক-আদি অষ্ট বৈখরীবর্গের দ্বারা গ্রথিত। এর অর্থ ক চ ট ত প য শ ল. এই আটটি বর্গে বিভক্ত বৈখরীশক্তিস্বরূপ বর্ণসমূহ অষ্টদলপদ্মের আটটি দলে ভাবনা করতে হবে।

এই চক্রের অষ্টদলের আটজন দেবতা—অনঙ্গকুসুমা অনঙ্গমেখলা অনঙ্গমদনা অনঙ্গমদনাতুরা অনঙ্গরেখা অনঙ্গবেগিনী অনঙ্গাঙ্কুশা এবং অনঙ্গমালিনী।[৭]

অনঙ্গকুসুমাদিকেই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়বিষয় অর্থাৎ বচন আদান গমন বিসর্গ আনন্দ হান অর্থাৎ ত্যাগ উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ এবং উপেক্ষা অর্থাৎ ঔদাসীন্য নামক বুদ্ধি বলা হয়েছে।[৮]

উক্ত অনঙ্গকুসুমাদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা গুপ্ততরযোগিনী।[৯] সিদ্ধি মহিমাসিদ্ধি[১০] আর মুদ্রা আকর্ষিণী বা সর্বাকর্ষণী।[১১]

ষোড়শদলপদ্ম—ষোড়শদলপদ্ম সম্বন্ধে কামকলাবিলাসে বলা হয়েছে একে ষোড়শস্বরবর্ণাত্মক ভাবতে হবে।[১২]

ষোড়শদলের দেবতা—কামাকর্ষিণী বুদ্ধ্যাকর্ষিণী অহংকারাকর্ষিণী শব্দাকর্ষিণী স্পর্শাকর্ষিণী

---

১ বা নি ১।১৭৯-১৮৩

২ অলম্বুষা কুহূর্বিশ্বোদরা বারণা হস্তিজিহ্বা যশোবতী পয়স্বিনী গান্ধারী পূষা শঙ্খিনী সরস্বতীড়া পিঙ্গলা সুষুম্ণা চেতি চতুর্দশ নাড্যঃ সর্বসংক্ষোভিণ্যাদি চতুর্দশ শক্তয়ঃ।—ভাবনোপনিষৎ, ১৬

৩ গ ত ৫।৯৯ ৪ বা নি ৮।১৪৯ ৫ গ ত ১৭।৪৯

৬ কাদিভিরষ্টভিরুপচিতমষ্টদলাব্জং চ বৈখরীবর্গৈঃ।—কা বি ৩৩

৭ বা নি ১।১৭৭-১৭৮

৮ বচনাদানগমনবিসর্গানন্দহানোপাদানোপেক্ষাখ্যবুদ্ধয়োঽনঙ্গকুসুমাদ্যষ্টৌ।—ভাবনোপনিষৎ ১৫

৯ গ ত ৫।৯৬ ১০ বা নি ৮।১৪৩ ১১ গ ত ১৭।৪২

১২ স্বরগণসমুদিতমেতদ্ দ্ব্যষ্টদলাম্ভোরুহং চ সঞ্চিন্ত্যম্।—কা বি ৩৭

রূপাকর্ষিণী রসাকর্ষিণী গন্ধাকর্ষিণী চিত্তাকর্ষিণী ধৈর্য্যাকর্ষিণী স্মৃত্যাকর্ষিণী নামাকর্ষিণী বীজাকর্ষিণী আত্মাকর্ষিণী অমৃতাকর্ষিণী এবং শরীরাকর্ষিণী।[১]

ভাবনোপনিষদে কামাকর্ষিণীপ্রমুখ ষোড়শশক্তিকে পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাক্-আদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মন এবং বিকার বলা হয়েছে।[২]

এই শক্তিরাই আলোচ্য চক্রের আবরণদেবতা গুপ্তযোগিনী।[৩] সিদ্ধি লঘিমা এবং মুদ্রা সর্ববিদ্রাবিণী।[৪]

ভূপুর—ভূপুরের উপর সমগ্র যন্ত্রটি স্থাপিত।[৫] ভূপুর ত্রিরেখারচিত চতুর্দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ। ত্রিরেখার বাইরের রেখাকে বলা হয় ব্রহ্মরেখা, এটি প্রথম রেখা। দ্বিতীয় রেখা মধ্যরেখা, এটিকে বলা হয় বিষ্ণুরেখা। তৃতীয় রেখাকে বলা হয় শিবরেখা।[৬]

ব্রহ্মরেখায় অণিমাদি দশসিদ্ধি অবস্থিতা।[৭] দশসিদ্ধি যথা[৮]—অণিমা লঘিমা মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব প্রকাম্য ভুক্তিসিদ্ধি ইচ্ছাসিদ্ধি প্রাপ্তিসিদ্ধি এবং সর্বকামসিদ্ধি।[৯]

অণিমাদি দশসিদ্ধিকে নিয়তি অর্থাৎ প্রারব্ধ এবং শৃঙ্গারাদি নবরস বলা হয়েছে।[১০]

বিষ্ণুরেখায় ব্রহ্মাণী মাহেশী বা মহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ঐন্দ্রী চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী এই অষ্টমাতৃকা অবস্থিতা।[১১]

ভাবনোপনিষদে এই অষ্টমাতৃকাকে যথাক্রমে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য পাপ এবং পুণ্য বলা হয়েছে।[১২]

---

১ বা নি ১।১৭২-১৭৬

২ পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশশ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি মনোবিকারঃ কামকর্ষিণ্যাদিষোড়শ শক্তয়ঃ।—ভাবনোপনিষৎ ১৪

৩ গ ত ৫।৯৩ ৪ ঐ ১৭।২৯

৫ Tantrarāja Tantra, T. T., Vol. VIII, Intro., p. 8

৬ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যাস্তাস্তিস্রো রেখাশ্চ তন্নিভাঃ।—গ ত ৫।৭৬

৭ তত্রাদৌ ব্রহ্মরেখায়ামণিমাদ্যাঃ স্থিতাঃ প্রিয়ে।—ঐ

৮ বা নি ১।১৬৬-১৬৮

৯ প্রাপ্তিসিদ্ধি ও সর্বকামসিদ্ধির স্থলে রসসিদ্ধি ও মোক্ষসিদ্ধির উল্লেখও পাওয়া যায়।

—দ্রঃ গ ত, শ্রীনগর, ১৯৩৪, পৃ ৪৭, পাদটীকা

১০ নিয়তিঃ শৃঙ্গারাদয়ো রসা অণিমাদয়ঃ।—ভাবনোপনিষৎ ১১

নবরস, যথা—শৃঙ্গার ভয়ানক রৌদ্র বীভৎস হাস্য বীর করুণ অদ্ভুত এবং শান্ত।

—ঐ মন্ত্রের ভাস্কররায়কৃত ভাষ্য দ্রঃ

১১ বা নি ১।১৬৯-১৭১

১২ কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যপুণ্যপাপময়া ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্ট শক্তয়ঃ।—ভাবনোপনিষৎ ১২

তন্ত্ররাজতন্ত্রে[১] এঁদের বলা হয়েছে ঊর্মি এবং পাপ ও পুণ্য। মনোরমার ঊর্মিশব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে[২]—বুভুক্ষা পিপাসা শোক মোহ জরা এবং মরণ এই ছয় ঊর্মি। অবশ্য ভাস্কররায় ঊর্মিশব্দের কামাদি ষড়রিপু অর্থই করেছেন।[৩] তা হলে উভয় উক্তির মধ্যে আর কোনো ভেদ থাকে না।

জীবদেহে ব্রহ্মাণী-আদি অষ্টমাতৃকা ত্বক্ অসৃক্ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এবং ওজ এই অষ্টধাতুরূপে অর্থাৎ অষ্টধাতুর অভিমানিনীদেবতারূপে অবস্থিতা।[৪]

শিবরেখায় অবস্থিতা সংক্ষোভণী-আদি দশমুদ্রাশক্তি।[৫] যথা—সর্বসংক্ষোভণী বা সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষণী সর্বাবেশকরী বা সর্বাবেশকারিণী সর্বোন্মাদিনী মহাঙ্কুশা খেচরী বীজমুদ্রা যোনিমুদ্রা এবং ত্রিখণ্ডা।[৬]

ভাবনোপনিষদে এই দশশক্তিকে আধারনবক বলা হয়েছে।[৭] শক্তিসংখ্যা দশ আর আধারসংখ্যা নয়। আলোচ্য মন্ত্রের ভাষ্যে ভাস্কররায় এই সমস্যার মীমাংসা করেছেন এইভাবে—মূলাধারাদি-আজ্ঞান্ত ষট্চক্র, ঊর্ধ্বস্থ এবং অধস্থ দুই সহস্রার ও লম্বিকাগ্র এই নয়টি আধার আর তাদের সমষ্টি একটি, মোট এই দশটি সংক্ষোভিণীপ্রমুখ দশমুদ্রাশক্তি।

এই দশমুদ্রাশক্তিই এই চক্রের আধারদেবতা প্রকটযোগিনী।[৮] সিদ্ধি অণিমা আর মুদ্রা সর্বসংক্ষোভিণী।[৯]

সমষ্টিবাসনা—এই ত গেল নবচক্রের ব্যষ্টিবাসনা। এ ছাড়া নবচক্রের সমষ্টিবাসনাও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিন্দু থেকে চতুর্দশার পর্যন্ত চক্রের সমষ্টিবাসনা রৌদ্রী। অর্থাৎ এই ছয়টি চক্র সমষ্টিগতভাবে রৌদ্রীশক্তির রূপ।[১০]

অষ্টদলপদ্ম ও ষোড়শদলপদ্মের সমষ্টিবাসনা বামা আর ভূপুরের জ্যেষ্ঠা। এর অর্থ অষ্টদলপদ্ম ও ষোড়শদলপদ্ম সমষ্টিগতভাবে বামাশক্তির রূপ আর ভূপুর জ্যেষ্ঠাশক্তির রূপ।[১১]

এরূপ বিস্তৃত বাসনা যাঁরা ভাবতে পারেন না তাঁদের জন্য সংক্ষিপ্ত বাসনার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে করা হয়েছে।[১২]

---

১ উর্ময়ঃ পুণ্যপাপে চ ব্রাহ্ম্যাদ্যা মাতরঃ স্মৃতাঃ। —ত রা ত ৩৫।৭

২ উর্ময়ঃ বুভুক্ষাপিপাসাশোকমোহজরামৃতয়ঃ। —ঐ মনোরমা

৩ দ্রঃ ভাবনোপনিষদের দ্বাদশ মন্ত্রের ভাষ্য

৪ বা নি ৮।১২৩-এর সে ব

৫ শিবরেখাং সমাশ্রিত্য সংক্ষোভণ্যাদিকাঃ স্থিতাঃ।—গ ত ৫।৮৭

৬ বা নি ১।১৯৯-২০০; ঐ, ৩য় বিশ্রাম

৭ আধারনবকং মুদ্রাশক্তয়ঃ।—ভাবনোপনিষৎ ১৩

৮ গ ত ৫।৮৭-৮৮ ৯ ঐ ১৭।১৫-১৬

১০ দ্রঃ বা নি ৬।১৮-এর সে ব ১১ ঐ ৬।১৯-এর সে ব ১২ দ্রঃ ঐ ৬।১৯-২৩

শ্রীচক্রপূজা—এবার শ্রীচক্রপূজা। ভাবনোপনিষদে বলা হয়েছে[১]—জ্ঞান অর্ঘ্য, জ্ঞেয় হবি আর জ্ঞাতা হোতা। জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই তিনের অভেদভাবনা শ্রীচক্রপূজা। শ্রীচক্র যাঁর রূপ সেই চিদ্রূপিণী মহাদেবী পূজ্যা। ভাস্কররায় লিখেছেন পূজ্যা দেবতা চিদ্রূপা এ কথা সবারই জানা বলে মন্ত্রে আর উল্লেখ করা হয় নি।[২]

বলা বাহুল্য এ রকম পূজা অতি-উচ্চাধিকারীর জন্য বিহিত। ভাস্কররায় এই ভাবনারূপ পূজাকে পর-উপাস্তি বা পর-উপাসনা বলেছেন।[৩]

তবে বাহ্যপূজার মতো এই পূজাতেও উপচার হোম তর্পণাদি আছে। ভাবনোপনিষদের মতে স্বাত্মাভেদে ললিতার ধারাবাহিক ভাবনা-ক্রিয়া এই পূজার উপচার।[৪]

আর আমি-তুমি বিধি-নিষেধ কর্তব্য-অকর্তব্য উপাসিতব্য ইত্যাদি সমস্ত বিকল্পের আত্মরূপিণী দেবতায় বিলীনতাভাবনা হোম।[৫]

তর্পণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ভাবনাবিষয়সমূহের অভেদ-ভাবনা তর্পণ।[৬] ভাবনোপনিষদের এই সূত্রের ভাষ্যে ভাস্কররায় লিখেছেন আলোচ্য উপনিষদে শ্রীগুরু থেকে হোম পর্যন্ত যে-সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়তাবৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত তাদের মধ্যে যে-ভেদ আছে তা পরিহার করে তাদের এক নির্বিকল্প-তুরীয়-অখণ্ড-বিষয়তা-ভাবনা হবে; তার পরে তাও ত্যাগ করার পর স্বাত্মামাত্রভাবনা অবশিষ্ট থাকবে। এরই নাম তর্পণ।

ভাবনোপনিষদের মতে যদি কেউ তিন মুহূর্ত দুই মুহূর্ত বা এক মুহূর্তের জন্যও পূর্বোক্ত স্বাত্মামাত্রভাবনা করতে পারেন তা হলে তিনি জীবন্মুক্ত হবেন এবং তাঁকেই শিবযোগী বলা হবে।[৭] শ্বাসস্তম্ভনসহ এই ভাবনাকেই নির্বিকল্পবৃত্তি বলা হয়। এটি অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। একমাত্র সদ্গুরুর কাছেই এর সম্পূর্ণরহস্য জানা যেতে পারে।

যন্ত্রে পূজা—কিন্তু আমরা বাহ্যপূজায় দেবতার প্রতীকরূপে যন্ত্রের বিষয় আলোচনা করছিলাম। লক্ষ্য করা গেছে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সাধকেরাই প্রতিমার স্থলে যন্ত্রে পূজা

---

১ জ্ঞানমর্ঘ্যং জ্ঞেয়ং হবির্জ্ঞাতা হোতা জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ানামভেদভাবনং শ্রীচক্রপূজনম্।—ভাবনোপনিষৎ ১০

২ পূজ্যা দেবতা তু চিদ্রূপা প্রসিদ্ধত্বান্নোক্তা।—দ্রঃ ঐ, ভাষ্য

৩ অথবোপাস্তেরপি ত্রীণি রূপাণি বিগ্রহাদিরূপং স্থূলরূপং, মানসো জপঃ সূক্ষ্মম্, এষা ভাবনা পরং রূপমিতি।
—ভাবনোপনিষদের ২৯ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্য

৪ ভাবনায়াঃ ক্রিয়া উপচারঃ।—ভাবনোপনিষৎ ৩১

৫ অহং ত্বমস্তি নাস্তি কর্তব্যমকর্তব্যমুপাসিতব্যমিতি বিকল্পানামাত্মনি বিভাবনং হোমঃ।—ভাবনোপনিষৎ ৩২

৬ ভাবনা বিষয়াণামভেদভাবনা তর্পণম্।—ঐ ৩৪

৭ এবং মুহূর্তত্রিতয়ং মুহূর্তদ্বিতয়ং মুহূর্তমাত্রং বা ভাবনাপরো জীবন্মুক্তো ভবতি স এব শিবযোগীতি গদ্যতে।
—ঐ ৩৫

করতে পারেন। প্রতিমায় পূজাতে যে-সব ক্রিয়াকর্ম বিহিত যন্ত্রে পূজায়ও সেই-সব ক্রিয়াকর্ম বিহিত। বিশেষ এ ক্ষেত্রে প্রতিমাস্থলে যন্ত্রে দেবীর আবাহন করতে হয় এবং যন্ত্রে দেবীমূর্তির ভাবনা করে তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিও করতে হয়।[১] তা ছাড়া যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা[২] প্রভৃতি যন্ত্রপূজার বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ত আছেই।

ধ্যান—লক্ষ্য করা গেছে প্রতিমায় দেবতার আবাহন করার সময় প্রথমেই দেবতার ধ্যান করতে হয়। যন্ত্রের বেলাতেও তাই করতে হয়। জপের ক্ষেত্রেও ধ্যান করে তবে জপ করা বিধি। পূজানুষ্ঠানের সময় একাধিক ক্ষেত্রে ধ্যানের বিধান আছে। ধ্যান সাধনার একটি অপরিহার্য বিশিষ্ট অঙ্গ। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—ধ্যানের দ্বারা সমস্ত লাভ হয়, ধ্যানের দ্বারা সাধক বিষ্ণুরূপধারণ করেন। ধ্যানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। ধ্যান ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি নাই।[৩]

ধ্যানের অর্থ— ধ্যানশব্দের সহজ অর্থ চিন্তা। পাশুপতসূত্রের ভাষ্যে কৌণ্ডিণ্য লিখেছেন ধ্যান অর্থ চিন্তা।[৪] কিন্তু যে-কোনো রকম চিন্তাকে ধ্যান বলে না। শিবপুরাণে আছে[৫]—ধৈ-ধাতু চিন্তার্থক। অবিক্ষিপ্তমনে মুহুর্মুহু শিবচিন্তাকে বলে ধ্যান। শিবচিন্তা উপলক্ষণ, শিবচিন্তা অর্থ অভীষ্টদেবতাচিন্তা।

কুলার্ণবতন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে[৬]—সমস্ত ইন্দ্রিয়সন্তাপ মনের দ্বারা সংযত করে মনের মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তাকে বলে ধ্যান।

রুদ্রযামলাদিতেও ধ্যানের অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৭]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রাদিবর্ণিত ধ্যান আর অষ্টাঙ্গযোগের অন্যতম অঙ্গ ধ্যান ঠিক এক বস্তু নয়। যোগসূত্রে আছে[৮]—"তাহাতে প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতা ধ্যান।" এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে সেইদেশে অর্থাৎ নাভিচক্র হৃদয়পুণ্ডরীক-আদি দেশে ধ্যেয়-আলম্বনের প্রত্যয়ের যে-একতানতা অর্থাৎ ধ্যেয়-বিষয়ক প্রত্যয়ের প্রত্যয়ান্তর-

---

১ তত্রাবাহ্য মহাদেবীং জীবন্যাসং চ কারয়েৎ।—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২১

২ দ্রঃ ঐ পৃঃ ৫২০-২১

৩ ধ্যানেন লভতে সর্বং ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকং(কঃ ?)। ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি বিনা ধ্যানে ন সিধ্যতি।
—নি ত, পঃ ১২

৪ ধ্যানং চিন্তনমিত্যর্থ।—পা সূ ৫।২৪-এর কৌণ্ডিণ্যভাষ্য

৫ ধৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুঃ শিবচিন্তা মুহুর্মুহু। অব্যাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানং নাম তদুচ্যতে।
—শি পু, বায় সং, উ ভা, ২৯।।২

৬ যাবদিন্দ্রিয়সন্তাপং মনসা সংনিয়ম্য চ। স্বান্তেনাভীষ্টদেবস্য চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।—কু ত, উঃ ১৭

৭ সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা। আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে।—রু যা, উ ত, পঃ ২৭

৮ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।—যো সূ ৩।২

বিনির্মুক্ত যে-একরূপ প্রবাহ তাকে বলা হয় ধ্যান।"[১] এই সূত্রোক্ত ধ্যান "চিত্তস্থৈর্যের অবস্থা বিশেষ। যে কোন ধ্যেয়বিষয়ে এই ধ্যান প্রযুক্ত হইতে পারে।"

তন্ত্রোক্ত আলোচ্য ধ্যানের সঙ্গে যোগসূত্রোক্ত ধ্যানের এখানেই পার্থক্য। অভীষ্ট-দেবতাই তন্ত্রোক্ত আলোচ্য ধ্যানের আলম্বন হতে পারেন, অন্য কিছু নয়।

দ্বিবিধ ধ্যান—তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বিবিধ ধ্যানের কথা পাওয়া যায়। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে[২]—ধ্যান দ্বিবিধ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম। সাকারধ্যান স্থূল আর নিরাকারধ্যান সূক্ষ্ম।

মহানির্বাণতন্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যানকে সরূপ ও অরূপধ্যান বলা হয়েছে। সরূপধ্যান দেবতার সাকার মূর্তির ধ্যান। অরূপ ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে দেবীর অরূপ ধ্যান অবাঙ্‌মনসগোচর অব্যক্ত সর্বতোব্যাপ্ত 'ইহা, এই প্রকার' এ রকম সিদ্ধান্তবর্জিত অগম্য এবং শুধু শমাদিবহুকৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা যোগিদের গম্য।[৩]

ধ্যানের এই ভেদকে সগুণ নির্গুণও বলা হয়। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান সগুণ ধ্যান। নির্গুণ ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে জীবব্রহ্মের যে-ঐক্য, 'আমি ব্রহ্ম' এই যে অনুভব, একেই ব্রহ্ম-বিদেরা নির্গুণ ধ্যান বলেন।[৪]

ত্রিবিধ ধ্যান—ধ্যানের আবার স্থূল জ্যোতি এবং সূক্ষ্ম এই ত্রিবিধ ভেদও করা হয়। স্থূলধ্যান মূর্তিময়, জ্যোতির্ধ্যান তেজোময়, সূক্ষ্মধ্যান বিন্দুময়।[৫]

আবার কোনো কোনো মতে স্থূলধ্যানকে ধ্যানই বলা হয় না। যেমন বিজ্ঞানভৈরবের মতে নিষ্কল নিরাকার নিরাশ্রয়ের চিন্তাই ধ্যান। শরীরের মুখহস্তাদির কল্পনা ধ্যান নয়।[৬]

স্থূলধ্যান সুগম—বলাই বাহুল্য এ মত সর্বজনস্বীকৃত নয়। কিন্তু নিরাকার অরূপ নির্গুণ বা সূক্ষ্ম ধ্যান যে অতিশয় দুরধিগম্য এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। যামলে ত সোজা বলে

---

১ তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্।
—যো সূ ৩।২-এর ভাষ্য

২ ধ্যানং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মপ্রভেদতঃ। সাকারং স্থূলমিত্যাহুর্নিরাকারং তু সূক্ষ্মকম্।—কু ত, উঃ ৯

৩ ধ্যানং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপভেদতঃ। অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্‌মনসগোচরম্।
অব্যক্তং সর্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জিতম্। অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুশমাদিভিঃ।
—মহা ত ৫।১৩৭-১৩৮

৪ যজ্জীবব্রহ্মণোরৈক্যং সোঽহমস্মীতি বেদনং। তদেব নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥
—শিবার্চনচন্দ্রিকাববচন, কর্পূরাদিস্তোত্র একবিংশ শ্লোকের টীকার পাদটীকায় উদ্ধৃত

৫ স্থূলং জ্যোতিস্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ। স্থূলং মূর্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ং তথা।
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলীপরদেবতা।—ঘে স ৬।১

৬ ধ্যানং যা নিষ্কলা চিন্তা নিরাকারা নিরাশ্রয়া। ন তু ধ্যানং শরীরস্য মুখহস্তাদিকল্পনা।
—বিজ্ঞানভৈরববচন, দ্রঃ The Ycgini Hrdaya Dipika, Part II, p. 161

দেওয়া হয়েছে—সূক্ষ্মধ্যান কখনো উদ্ভূত হয় না। অতএব স্থূলধ্যান করেই মোক্ষলাভ করতে হবে।[১]

মহানির্বাণতন্ত্রেও আছে[২]—মনের ধারণার জন্য শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এবং সূক্ষ্মধ্যান-শক্তি প্রবুদ্ধ করার জন্য দেবীর স্থূলধ্যান বর্ণিত হল।

এই ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মতও বটে। স্থূলের থেকে সূক্ষ্ম এইটি মনের স্বাভাবিক গতি। স্থূল ধ্যানে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হলে পরে সূক্ষ্ম ধ্যান সম্ভবপর হতে পারে।

বাহ্যপূজাদিতে দেবতার স্থূলরূপের ধ্যানই বিহিত। অবশ্য এই স্থূলরূপ দেবতার সূক্ষ্মরূপেরই স্থূল অভিব্যক্তি। সাধক প্রথমে এই স্থূলরূপের ধ্যান অভ্যাস করেন। যথা-বিহিত অভ্যাসের ফলে এমন এক সময় আসে যখন দেবতার সূক্ষ্মরূপ সূক্ষ্মভাব দেবতার তত্ত্ব তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়।[৩] ধ্যান তেমন দৃঢ় হলে নিবিড় হলে সাধক দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভও করতে পারেন।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—দেবতার ধ্যানরূপ ভাবনাগোচর, তা কে দেখতে পেয়েছে। তবে ভাবনা দৃঢ় হলে সে-রূপের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।[৪]

বিবিধ উপচারে পূজা—যন্ত্রে পূজার বিষয় আলোচনা করা হচ্ছিল। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে যন্ত্রে দেবীর আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করার পর ষোড়শোপচার মহামুদ্রা ফল নৈবেদ্য ও তাম্বূল দ্বারা দেবীর অর্চনা করতে হবে।[৫] শুধু যন্ত্রে নয়, প্রতিমাদিতেও পূজার এই ব্যবস্থা।

মহানির্বাণতন্ত্রমতে[৬] ষোড়শোপচার—আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় স্নানীয় ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য এবং বন্দনা।

অবশ্য পূজাভেদে ও কল্পভেদে এই তালিকার কিছু কিছু অদলবদল হয়।[৭]

---

১ সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি কদাচিন্নহি জায়তে। স্থূলধ্যানং মহেশানি কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
—যামলতন্ত্রবচন, দ্রঃ P. T., Part II, 2nd Ed., p. 646.

২ মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে।—মহা ত ৫।১৩৯

৩ দ্রঃ পূ ত, p. 98

৪ কেন দৃষ্টং ধ্যানরূপং ভাবনামাত্রগোচরম্। দৃঢ়ভাবনয়া যুক্তে প্রত্যক্ষং দর্শনং ভবেৎ।
—শ স ত, সু খ, ২।১২৬

৫ তত্রাবাহ্য মহাদেবীং জীবন্যাসং চ কারয়েৎ। উপচারৈঃ ষোড়শভির্মহামুদ্রাদিভিস্তথা।
ফলৈর্নৈবেদ্যতাম্বূলৈর্দেবীং তত্র সমর্চয়েৎ।—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তং ৬, পৃঃ ৫২১

৬ মহা ত ১৩।২০৩-২০৪

৭ দ্রঃ ঐ ৬।৭৮-৭৯; কুল ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৫০২

পূজায় কিন্তু শুধু ষোড়শোপচারই বিহিত হয় নি, পঞ্চ[১] সপ্ত[২] দশ[৩] দ্বাদশ[৪] অষ্টাদশ[৫] ষট্‌ত্রিংশৎ[৬] এবং চতুঃষষ্ঠি[৭] উপচারেরও বিধান দেওয়া হয়েছে।

এই-সব উপচারের তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উপচারশব্দটি বস্তু এবং ক্রিয়া উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

উপচারের ব্যাখ্যা—জ্ঞানমালায় উপচারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে—ভক্তি-সহকারে এই-সব অর্থাৎ উপচারদ্রব্য দেবতাকে সমর্পণ করলে এই-সব সাধককে দেবসন্নিধানে নিয়ে যায় বলে এই-সবকে উপচার বলা হয়। অথবা এই-সব বাঞ্ছিত ফলকে নিকটে এনে দেয় বলে এই-সবকে উপচার বলা হয়।[৮]

উপচারের তাৎপর্য—এই উপচার-সমর্পণের গূঢ় তাৎপর্য আছে। ব্রহ্মস্বরূপিণী

---

১ গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ। এতে পঞ্চোপচারাশ্চ কৈবল্যফলদায়িনঃ।
—(নবরত্নেশ্বরবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২২৪) গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচার কৈবল্যফলদায়ক।

২ অর্ঘ্যং গন্ধং ততঃ পুষ্পমক্ষতং ধূপমেব চ। দীপো নৈবেদ্যং সপ্তাঙ্গী সপর্য্যেত্যপরে জগুঃ।—
(দ্রঃ শা তি ৪।৯২-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা)—অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প অক্ষত ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য এই সপ্ত উপচার।

৩ পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা। গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ।—(মহা ত ১৩।২০৫)
—পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য এই দশোপচার।

৪ পাদ্যার্ঘ্যাচমনং স্নানং পুনরাচমনীয়কম্। গন্ধাক্ষতপ্রসূনানি ধূপদীপনিবেদ্যকম্।
তাম্বূলং দ্বাদশ প্রোক্তা উপচারাঃ প্রপূজনে।—(কুলরত্নাবলীবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৩, পৃঃ ২২৪)
—পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান পুনরাচমনীয় গন্ধ অক্ষত প্রসূন ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও তাম্বূল এই দ্বাদশোপচার।

৫ আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। স্নানং বাসোপবীতং চ ভূষণানি চ সর্বশঃ।
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমন্নং চ তর্পণম্। মাল্যানুলেপনং চৈব নমস্কারং বিসর্জনম্।
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ।—(নবরত্নেশ্বরবচন, দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২২৫)
—আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র উপবীত ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য তর্পণ মাল্যানু-লেপন নমস্কার এবং বিসর্জন এই অষ্টাদশোপচার।

৬ ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার, যথা—আসন অভ্যঞ্জন উদ্বর্তন নিরীক্ষণ সম্মান স্নপন আবাহন পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নানীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় বস্ত্র যজ্ঞোপবীত অলঙ্কার গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ তাম্বূল নৈবেদ্য পুষ্পমালা অনুলেপন শয্যা চামর ব্যজন আদর্শদর্শন নমস্কার গীত বাদ্য স্তুতি হোম প্রদক্ষিণ দন্তকাষ্ঠপ্রদান এবং দেববিসর্জন।—সুন্দরীরহস্যবৃত্তিবর্ণিত, দ্রঃ ঐ

৭ দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পরিঃ ৫, পৃঃ ৫৫১-৫৫২

৮ ভক্ত্যা চৈতে কৃতা দেবে সাধকং দেবসন্নিধিম্। চারয়ন্তি যতস্তস্মাদুচ্যন্তে হ্যুপচারকাঃ।
সমীপে চারণাদ্বাঽপি ফলানাং তে তথোদিতাঃ।—জ্ঞানমালাবচন, দ্রঃ শা তি ৪।৯২-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

মহাশক্তি সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েছেন। তিনিই প্রাতিভাসিক ভোক্তা জীব, ভোগ্যপদার্থও তিনি, আবার ভোগক্রিয়াও তিনি। কিন্তু যতক্ষণ দ্বৈতবুদ্ধি আছে ততক্ষণ জীব এবং অন্যান্য বস্তুর পৃথক্ সত্তাও আছে। দ্বৈতবুদ্ধির ক্ষেত্রে এই-সব পৃথক্ সত্তাকে ব্রহ্মময়ীর পরিণতি ভেবে আবার তাঁরই স্বরূপে এদের লয়ভাবনা এই-সমস্তের ব্রহ্মার্পণ। এইভাবে ব্রহ্মার্পণ করলে সমগ্র সৃষ্টিই উপচার হয়ে যায়। কেন না সৃষ্টির যে-কোনো বস্তু যে-কোনো ভাবচিন্তা যে-কোনো ক্রিয়া সাধকের ব্রহ্মসন্নিধি-বিধান করে।

সৃষ্টির যেমন স্থূলসূক্ষ্মাদি ভেদ আছে উপচারেরও তেমনি ভেদ আছে। সৃষ্টিক্রমে ব্রহ্মবস্তুর স্থূলতম পরিণতি পঞ্চমহাভূত। বাহ্যপূজায় নিম্নাধিকারী ব্যক্তিরা যে গন্ধাদি পঞ্চোপচার দিয়ে পূজা করেন তা এই পঞ্চমহাভূতেরই প্রতীক। গন্ধ ক্ষিতির, পুষ্প ব্যোমের, ধূপ মরুতের, দীপ তেজের এবং নৈবেদ্য অপের প্রতীক।[১]

উচ্চাধিকারী তত্ত্বজ্ঞানী সাধককে এই স্থূল পঞ্চোপচারের সঙ্গে মানসিক বৃত্তি যোগ করে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হয়।[২]

আরও উচ্চাধিকারী তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের পক্ষে ক্ষিত্যাদি প্রকৃত্যন্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব পূজোপচার।[৩]

তার চেয়েও উচ্চকোটির যে-সাধক ভগবানে পূর্ণসমাহিত তাঁর পূজার একমাত্র উপচার তাঁর আত্মা[৪] অর্থাৎ তিনি স্বয়ং।

সাধনমর্মজ্ঞ মহাত্মারা বলেন দেহাদির প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থই স্থূল উপচার; এইগুলি স্থূল অধিকারীর জন্য বিহিত। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি সূক্ষ্ম উপচার; এইগুলি সূক্ষ্ম অধিকারীর জন্য বিহিত। সর্বোচ্চকোটির অধিকারীর একমাত্র উপচার তাঁর আত্মা।[৫] এ কথার উল্লেখ একটু আগেই করা হয়েছে।

এই-সব সিদ্ধান্তের কথা। সাধনার ক্ষেত্রে এই-সব সিদ্ধান্তানুযায়ী বিবিধ বিধান লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে শক্তিসাধনা তথা তান্ত্রিক সাধনায় একটি সোপানক্রম আছে। নিম্নাধিকারী সাধারণ মানুষকে সর্বনিম্ন সোপান থেকে আরম্ভ করতে হয়। এদের জন্যই বাহ্য পাদ্যার্ঘ্যাদি উপচারের ব্যবস্থা। এরা গভীর তত্ত্বকথা বোঝে না। কিন্তু যে-দেবতার পূজা করছে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হবে, ভাল ভাল জিনিষ দিয়ে তাঁকে খুশী করতে হবে এইটুকু বোঝে। বোঝে মানুষের দৃষ্টান্ত দেখে। বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা- ও সম্মান-ভাজন ব্যক্তি বাড়ীতে এলে সে-যুগের গৃহস্থ তাঁকে পাদ্য আসন ইত্যাদি দিয়ে যে-রকম সাদর অভ্যর্থনা করত পূজার উপচারের ব্যাপারে দেবতা সম্পর্কেও সেই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

---

১ দ্রঃ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 41, f. n. 1 ২ পূ ত, পৃঃ ৮০
৩ ঐ ৪ ঐ, পৃঃ ৮০-৮১ ৫ ঐ, পৃঃ ৮১

উপচারপূজা—সমস্ত পূজাদ্রব্যই যথাবিধি শোধন করে তবে পূজায় ব্যবহার করতে হয়। কাজেই উপচারকেও শোধন করতে হয়। উপচারকে যে শুধু শোধন করতে হয় তা নয় সমর্পণের পূর্বে ফুলচন্দন দিয়ে উপচারদ্রব্যের পূজাও করতে হয়।[১] উপচারের পূজা অর্থ উপচারের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির পূজা। এই শক্তি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী মহাশক্তি। উপচার যে স্বরূপতঃ এই মহাশক্তি থেকে অভিন্ন নিম্নাধিকারী সাধকের চিত্তেও সেই ভাবটি সঞ্চারিত করে দেওয়াই উপচার পূজার অন্যতম তাৎপর্য।

উপচারসমর্পণমন্ত্র— উপচার সমর্পণের মন্ত্রগুলিও বড় সুন্দর। মন্ত্রগুলি পূজকের মনকে অতি উঁচু সুরে বেঁধে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ করা গেল।

আসন সমর্পণ মন্ত্র—হে দেব, তুমি সর্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত, সর্বভূতের তুমি অন্তরাত্মা, উপবেশনের জন্য তোমাকে এই আসন সমর্পণ করি। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।[২]

স্বাগতমন্ত্র[৩]—স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতারাও যার দর্শন কামনা করেন সেই তুমি আমার জন্য স্বাগত হয়েছ। হে পরমাত্মা, সুস্বাগত, তোমাকে নমস্কার। তোমার শুভ আগমনে আজ আমার জন্ম সফল, জীবন সফল, আমার সমস্ত ক্রিয়া সফল হয়েছে এবং আমার তপস্যার ফল পেয়েছি।

পাদ্যসমর্পণমন্ত্র—হে পরমেশ্বর, যার পাদোদকের স্পর্শে জগৎত্রয় শুদ্ধ হয় সেই তোমার পাদপদ্মপ্রক্ষালনের জন্য আমি এই পাদ্য সমর্পণ করছি।[৪]

অর্ঘ্যসমর্পণমন্ত্র—যাঁর প্রসাদে পরমানন্দ জাত হয় সেই সর্বাত্মভূত ব্রহ্মকে আনন্দার্ঘ্য সমর্পণ করছি।[৫]

আচমনীয়সমর্পণমন্ত্র—যার উচ্ছিষ্টের স্পর্শে নিখিল জগৎ শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই তোমার মুখারবিন্দের জন্য আচমনীয় সমর্পণ করছি।[৬]

মধুপর্কসমর্পণমন্ত্র—তাপত্রয়নিবারণের জন্য এবং অখণ্ড-আনন্দলাভের জন্য তোমাকে মধুপর্ক দিচ্ছি। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।[৭]

---

১ অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্। সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ।
—মহা ত ১৩।২০৭

২ সর্বভূতান্তরস্থায় সর্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনং তে নমো নমঃ।—ঐ ১৩।২১২

৩ দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্য বাঞ্ছতি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতং মে তস্মৈ তে পরমাত্মনে।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ। স্বাগতং যত্ত্বয়া তস্মে তপসাং ফলমাগতম্।—ঐ ১৩।২১৪-২১৫

৪ যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিমাপ জগৎত্রয়ম্। তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যস্তে কল্পয়াম্যহম্।—ঐ ১৩।২১৭

৫ পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ। তস্মৈ সর্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে।—মহা ত ১৩।২১৮

৬ যদুচ্ছিষ্টমুপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ। তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচামং কল্পয়ামি তে।—ঐ ১৩।২২০

৭ তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর।—ঐ ১৩।২২২

স্নানীয়সমর্পণমন্ত্র—যার তেজের দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত, যার থেকে এই জগৎ উদ্ভূত, সেই তোমাকে, হে জগদাধার, স্নানের জল দিচ্ছি।[১]

বস্ত্রসমর্পণমন্ত্র—তুমি সর্বাবরণহীন, মায়ার দ্বারা আপন তেজ আচ্ছন্ন করে রেখেছ, পরিধানের জন্য তোমাকে বস্ত্র সমর্পণ করছি, তোমাকে নমস্কার।[২]

ধূপ দীপ প্রভৃতি অন্য উপচার সম্পর্কেও অনুরূপ মন্ত্র আছে।[৩]

এই ধরণের মন্ত্রপাঠ করে উপচারের দ্বারা যথাশাস্ত্র পূজা করতে করতে নিম্নাধিকারী নিষ্ঠাবান্ সাধকের চিত্তও ক্রমে সূক্ষ্ম চিন্তার উপযোগী হয়ে উঠে।

এ ব্যাপারেও ক্রম আছে। প্রথম অবস্থায় উপচার সম্বন্ধে সাধকের কর্তৃত্বাভিমান থাকে। তার পরে ক্রমে তা দূর হয়ে যায়। তখন সাধক ভাবেন মায়ের জিনিষই মাকে দেওয়া হচ্ছে। আরও অগ্রসর হলে সাধকের স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধেও আর কর্তৃত্বাভিমান থাকে না।

বলা বাহুল্য সাধক এখন আর নিম্নাধিকারী নন। তিনি যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিলেন তার থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন। এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে ক্রমে সাধক ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগৎকে দেখবার শক্তিলাভ করেন এবং তখন উপচারের স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়।

উপচারসমর্পণরহস্য—তিনি তখন বুঝতে পারেন জগৎ ব্রহ্মময়ীরই রূপ, জগতের পদার্থমাত্রই উপচার, সাধক নিজেও উপচার। সবই ব্রহ্মময়ী মায়ের থেকে উদ্‌ভূত আবার সবই তাঁতে সমর্পিত অর্থাৎ বিলীন হয়। সমগ্র সৃষ্টিই একটি উপচারসমর্পণব্যাপার।

জীবনযাত্রাই পূজা—এই অবস্থায় সাধকের কাছে তাঁর জীবনযাত্রাই পূজা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের বিভিন্ন বস্তু ও ক্রিয়া হয় পূজার বিভিন্ন অঙ্গ। সৌন্দর্যলহরীর একটি শ্লোকে ভক্তের প্রার্থনাকারে এই রহস্যটি ব্যক্ত হয়েছে। যথা[৪]—মা, আমার কথামাত্রই তোমার জপ হোক, শিল্প অর্থাৎ অঙ্গুলিচালনামাত্রই তোমার পূজার মুদ্রা হোক, আমার চলামাত্রই তোমার প্রদক্ষিণ হোক, আমার ভোজনাদিক্রিয়া তোমার আহুতি হোক, আমার শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, 'আমার নিখিলশক্তিসংযোজিত সুখ আত্মসমর্পণ হউক' আর আমার কার্যমাত্র হোক তোমার পূজা।[৫] এই শ্লোকটির বিষয় পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

---

১ যত্তেজসা জগদ্‌ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ। তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে।—ঐ ১৩।২২৫

২ সর্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে। বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে।—ঐ ১৩।২২৮

৩ দ্রঃ মহা ত, পঃ ১৩ ৪ দ্রঃ সৌ ল, ২৭

৫ অচ্যুতানন্দকৃতটীকার অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে।

বলি—বামকেশ্বরতন্ত্রের বিধান[১] ষোড়শোপচারে পূজা করার পর সাধক সর্বাভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সহস্র জপ করবেন এবং তার পর বলি-আদি দিয়ে যন্ত্রকে প্রণাম করবেন।

বলিদান অবশ্য কর্তব্য—গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে সব পূজাতে বলিদান প্রশস্ত।[২] শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে বলিদান ব্যতীত কৃষ্ণপূজা করলে কৃষ্ণহত্যার পাপ হয়,[৩] শক্তিপূজা করলে শক্তিহত্যার পাপ হয়, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।[৪]

মহাকালসংহিতার বিধান—নৈমিত্তিক পূজায় বলি অবশ্যই দিতে হবে। বিশেষ করে দেবীর সন্তোষবিধানের জন্য বলিদান অবশ্য কর্তব্য। বলি না দিলে দেবী পূজাই অঙ্গীকার করেন না।[৫]

বলিশব্দের অর্থ—বলিশব্দের অর্থ উপচার, পূজোপহার।[৬] এই অর্থে দেবপূজায় দেবতাকে যে-দ্রব্য সমর্পণ করা যায় তা-ই বলি। এই মাত্র যে ষোড়শোপচার প্রভৃতি উপচারের আলোচনা করা হল সে-সবই বলি। সোজা কথায় বলা যায় পূজাবুদ্ধিতে দেবতাকে যা দেওয়া হয় তাই বলি।

লোকে নিজে যে-জিনিষ ভালবাসে তাই আপনজনকে, প্রিয়জনকে দিতে চায়, দেয়। স্বীয় ইষ্টদেবতা সাধকের বড় আপন, বড় প্রিয়। সেইজন্য দেবতার বলি কি হবে না হবে এ সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রে একটি সাধারণ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। যথা—দেবতাকে দেয় বস্তুর ব্যাপারে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী হবে। যে যে দ্রব্য সাধকের নিজের প্রিয় সেই সেই দ্রব্য তিনি ইষ্টদেবতাকে সমর্পণ করবেন।[৭]

প্রকারভেদ—বলির সাত্ত্বিক ও রাজসিক এই দ্বিবিধ প্রকারভেদ করা হয়েছে। মাংসরক্তাদিবর্জিত বলি সাত্ত্বিক আর মাংসরক্তাদিযুক্ত বলি রাজসিক।[৮]

---

১ ততো জপেৎ সহস্রঞ্চ সকলেপ্সিতসিদ্ধয়ে। বল্যাদিকং প্রদত্ত্বা চ প্রণমেচ্চক্ররাজকম্।
—বামকেশ্বরতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫২১

২ বলিদানং মহেশানি সর্বপূজাসু শস্যতে।—গা ত, পঃ ৫

৩ কৃষ্ণহত্যামবাপ্নোতি বলিদানং বিনা প্রিয়ে।—ঐ

৪ বিনা বলিপ্রদানেন যদি শক্তিং প্রপূজয়েৎ। শক্তিহত্যামবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।—ঐ

৫ তস্মান্নৈমিত্তিকার্চায়াং বলিরাবশ্যকঃ প্রিয়ে। বিশেষেণ প্রদাতব্যো দেবীসন্তোষহেতবে।
বলিং বিনা নৈব দেবী পূজামঙ্গীকরোতি হি।—মহাকালসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৫৫

৬ দ্রঃ মনু ৩।৮৭

৭ সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে। যদ্‌যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ।—মহা ত ৬।৬

৮ বলিশ্চ দ্বিবিধো দেবি সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা। সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জিতঃ।
রাজসো মাংসরক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে।—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, পরিঃ, ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৩

পশুবলি—বাংলাদেশে সাধারণ লোক বলি বলতে এই রাজসিক বলিই বোঝে। দেবতার বলি বললে তারা পশুবলির কথা ভাবে। শাস্ত্রেও বলিদান বলতে অনেক ক্ষেত্রে পশুবলিরই কথা বলা হয়েছে। যেমন কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে—সাধক মোদকের দ্বারা গণেশকে, ঘৃতের দ্বারা সূর্যকে, তৌর্যত্রিকের দ্বারা শঙ্করকে, নিয়মের দ্বারা হরিকে এবং বলিদানের দ্বারা চণ্ডিকাকে তুষ্ট করবেন।[১] স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে বলিদান অর্থ পশুবলি।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে আছে—পশুবলি না দিয়ে কখনো কালী, তারা প্রভৃতি দেবীর পূজা করা উচিত নয়।[২]

পশুবলির প্রশংসা—উক্ত তন্ত্রে পশুবলির মাহাত্ম্য বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কেউ নিত্যপূজায় পশুবলি দিতে পারে তবে সে শুধু বলিদানের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করবে। আর যদি দরিদ্র ব্যক্তি নিত্যপূজাদি করে তা হলে তাকে অন্ততঃ বৎসরান্তে একটি বলি দিতে হবে। নৈলে সারাজীবন পূজা করলেও তার সিদ্ধিলাভ হবে না। কলিকালে অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞ নিষিদ্ধ, বলিদানই কলিকালের মহাযজ্ঞ। কেবল-মাত্র বলিদানেই অশ্বমেধের ফললাভ হয়।[৩]

অধিকারিভেদে বলিদান—তন্ত্রে পশুবলিদানের প্রশংসা করা হলেও নির্বিচারে সবার জন্য পশুবলিদানের বিধান দেওয়া হয় নি। সাত্ত্বিকাদি অধিকারিভেদে বলিদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যসূক্তে বলা হয়েছে—সাত্ত্বিকলক্ষণযুক্ত সাত্ত্বিক সাধকেরা নিত্য যত্নসহকারে সাত্ত্বিক বলিদানাদি করবেন, রজোগুণযুক্ত রাজসিক সাধকেরা রাজস বলিদানাদি করবেন। তমোগুণযুক্ত ও রজোগুণযুক্ত তামসিক সাধকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এদের বলিদান পূজা স্তোত্রপাঠ হোম এ-সব বিষয়ে কোনো শ্রদ্ধা নাই; এরা নামেমাত্র সাধক।[৪]

---

১ মোদকৈর্গজবক্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্রবিম্। তৌর্যত্রিকৈশ্চ নিয়মৈঃ শঙ্করং তোষয়েদ্ধরিম্।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা।—কা পু ৫৫।১-২

২ পশুদানং বিনা দেবি পূজয়েন্ন কদাচন।—মাতৃ ত ১০।১৩

৩ তথা চ নিত্যপূজায়াং যদি শক্তো ভবেন্নরঃ। কেবলং বলিদানেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
নির্ধনঃ পরমেশানি যদি পূজাদিকং চরেৎ। বৎসরান্তে প্রদাতব্যং বলিমেকং সুরেশ্বরি।
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদাজন্ম পূজনাদপি। বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে।
অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরি। কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধফলং লভেৎ।—ঐ ১০।১৩-১৭

৪ সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্যুক্তো লক্ষণৈশ্চ সুন্দরি। সাত্ত্বিকং বলিদানাদি নিত্যং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ।
রাজসো রাজসগুণৈর্যুক্তঃ সত্যং বরাননে। রাজসং বলিদানাদি সুবেশে রাজসৈর্যুতঃ।
তামসস্তামসগুণৈ রাজসাদ্যৈর্যুতঃ প্রিয়ে। ন শ্রদ্ধা বলিদানেষু পূজনাদিষু সুন্দরি।
ন স্তোত্রপাঠহোমেষু নামমাত্রেণ সাধকঃ।—দ্রঃ প্রা তো, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৪

এদের বলিদান সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় এদের পক্ষেও রাজস বলিদান বিহিত।

রাজস বলি কি নিন্দনীয়—রাজস বলি শাস্ত্রবিহিত হলেও সনাতনধর্মী কোনো কোনো সম্প্রদায় পশুবধ করা হয় বলে এই বলি নিন্দনীয় মনে করেন, এরূপ পশুবলি দিয়ে পূজা করাকে হেয়জ্ঞান করেন। আর প্রধানতঃ তান্ত্রিক পূজায় পশু বলি দেওয়া হয় বলে তান্ত্রিক ধর্মকেও উঁচু স্তরের ধর্ম মনে করেন না।

বিষয়টি বিচার করে দেখা যাক। তন্ত্রশাস্ত্রে তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির লোকেদের পূজায় পশুবলির বিধান দেওয়া হয়েছে। এরা সংসারের পনের আনা মানুষ। আত্মপোষণের জন্য আত্মরক্ষণের জন্য এরা প্রাণিহিংসা করে। যারা মাছ মাংস খায় না তারাও প্রাণিহিংসা করে। এই শ্রেণীর কোনো কোনো লোক পিঁপড়েটি মারে না বটে কিন্তু ভেজাল খাদ্য খাইয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ত্বরান্বিত করে দিতে এদের বিবেকে একটুও বাধে না। একি প্রাণিহিংসা নয়?

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে প্রাণবলি পেয়েই প্রাণের প্রবাহ চলেছে। প্রাণীমাত্রই শরীরপোষণের জন্য কোনো না কোনো প্রাণবস্তু গ্রহণ করে। কাজেই প্রাণবলি সৃষ্টি-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

জগতের বেশীর ভাগ মানুষই যে মাছমাংসাদি খায় উক্ত কারণে একে স্বাভাবিক ঘটনাই বলতে হয়। আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ প্রাণধারণের জন্য প্রাণিবধ করে আসছে আর যখন থেকে কোনো না কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির অর্থাৎ দেবতাদির তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা সুরু করেছে তখন থেকেই তাদের উদ্দেশ্যেও পশুবলি দিয়ে আসছে। মানুষ নিজে যাতে তৃপ্ত হয় অতিপ্রাকৃত শক্তিও তাতেই তুষ্ট হবেন এই ধারনাই তার মনে ছিল।

তার পর মানুষ যখন সভ্য হয়ে উঠল, তার জীবনে ধর্মের আবির্ভাব ঘটল, তখনও সে দেবতার কাছে পশুবলি দিত। প্রাচীন জগতের সর্বত্রই দেবতার কাছে পশুবলি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল।[১] আমাদের দেশে বৈদিক যাগযজ্ঞেও যে পশুবলি হত পঞ্চতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ্য করে এসেছি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে তান্ত্রিকপূজায় যে পশুবলি দেওয়া হয় তাতে একটি প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করা হয়েছে। পশুবলি বেদসম্মত। সনাতনধর্মীয় কোনো কোনো পুরাণে যে পশুবলি নিষেধ করা হয়েছে গায়ত্রীতন্ত্রের মতে তা বৌদ্ধমত, বেদসম্মত নয়।[২] পূজার্চাদি

১ H. R., pp. 65, 162, 250, 292; P. C., Vol. II, pp. 886-87

২ যত্র যত্র পুরাণেষু নিষেধং কুরুতে বলেঃ। তত্তদ্‌বৌদ্ধমতং রাজন্ ন চ বেদেষু সম্মতম্।—গা ত, পঃ ৫

শাস্ত্রীয় ব্যাপার। যাঁরা শাস্ত্র মানেন পূজার্চাদি তাঁরাই করেন। শাস্ত্রের চরম প্রমাণ বেদ। কাজেই যে-পশুবলি বেদসম্মত, বেদানুসারী শাস্ত্রসম্মত, তা শাস্ত্রানুসরণকারীদের কাছে নিন্দনীয় হতে পারে না, হেয় হতে পারে না।

বলিদানে প্রবৃত্তিসংযম—প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির দিকে এগিয়ে চলার সুচিন্তিত ব্যবস্থা আছে তান্ত্রিক সাধনায়। তন্ত্রে নিছক জৈব ব্যাপারকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। মাংসাশীরা মাংস খাবেই এবং তার জন্য পশুবধ করবেই। যে-ধর্মে এটি নিষেধ করা হয় তা তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। তান্ত্রিক ধর্মে তাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে বলা হল মাংসভক্ষণ ধর্মের বিরোধী নয়, তবে দেবতার কাছে পশুবলি না দিয়ে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে, যে-অজ্ঞানমোহিত ব্যক্তি বলিদান না করে মাংস খায় সে গ্রাসে গ্রাসে শূকরবিষ্ঠা খায়।[১]

শাস্ত্র প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিলেন। মাংস খাওয়া নিষেধ করা হল না, কিন্তু যখন খুশি খাওয়া নিষেধ করা হল।

শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র মাংস খাওয়ার জন্য পশুবধও নিষেধ করা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[২]—নিজের জন্য কখনো প্রাণিহিংসা করতে নেই, নিজের জন্য একগাছি তৃণও ছিন্ন করা উচিত নয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে প্রাণিহংসা নিষেধ করা হয়েছে। কেবলমাত্র বলিদানের ক্ষেত্রে প্রাণিহিংসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—দেবোদ্দেশে বলিদান ব্যতীত সর্বত্র হিংসা বর্জন করতে হবে।[৩] দেবোদ্দেশে বলিদানে যে-হিংসা শাস্ত্রে তাকে বৈধহিংসা বলা হয়েছে। হিংসা পাপ কিন্তু বৈধহিংসায় পাপ হয় না।[৪] কুলার্ণবতন্ত্রাদিতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।[৫]

শুধু তন্ত্রে নয় মন্বাদিশাস্ত্রেও বৈধহিংসা সমর্থিত হয়েছে। মনুর মতে স্বয়ং স্বয়ম্ভু যজ্ঞের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন, জগতের বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ। সেইজন্য যজ্ঞে পশুবধ বধ নয়।[৬] ভগবান্ মনু বেদবিহিত হিংসাকে অর্থাৎ বৈধহিংসাকে অহিংসাই বলেছেন।[৭]

---

১ বলিদানং বিনা মাংসং যো ভুঙ্‌ক্তেঽজ্ঞানমোহিতঃ। গ্রাসে গ্রাসে মলং ভুঙ্‌ক্তে শূকরস্য চ নান্যথা।
—গা ত, পঃ ৫

২ আত্মার্থং প্রাণিনাং হিংসা কদাচিন্নোদিতা প্রিয়ে। স্বনিমিত্তং তৃণং বাপি ছেদয়েন্ন কদাচন।—কু ত, উঃ ৫

৩ দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসা সর্বত্র বর্জয়েৎ।—মহা ত ১১।১৪৩

৪ কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে।—ঐ

৫ পিতৃদেবাদি(দৈবত)যজ্ঞেষু বৈধহিংসা বিধীয়তে।—কু ত উঃ ৫

৬ যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ংভুবা। যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্বস্য তস্মাদ্‌ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।—মনু ৫।৩৯

৭ যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে। অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্‌ বেদাদ্‌ ধর্মো হি নির্বভৌ।—ঐ ৫।৪৪

দেখা গেল তন্ত্রে প্রাণিহিংসা নিষেধ করে এবং বলিদান ছাড়া মাংসভক্ষণ নিষেধ করে তান্ত্রিক ধর্মের অনুসরণকারী মাংসভোজীদের মাংসভোজনপ্রবৃত্তিকে সংযত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তা ছাড়া মাংসভোজনের মত স্থূল জৈব ব্যাপারকেও পূজার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে এই সাধারণ ব্যাপারটিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল করে দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রে পশুবলির যে-অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করলেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বলি-অনুষ্ঠান—তন্ত্রের বিধান সাধক রোগাদিশূন্য সুলক্ষণ পশু এনে দেবীর সম্মুখে রাখবেন। তার পর সাদা সর্ষে ছড়িয়ে ভূতাপসারণ করবেন, অর্ঘ্যজলের দ্বারা পশুর প্রোক্ষণ করবেন, ফট্ এই মন্ত্রে রক্ষণ, হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করবেন।[১]

গন্ধর্বতন্ত্রবর্ণিত প্রোক্ষণমন্ত্রটি এই—হে পশু, উদ্‌বুদ্ধ হও, তুমি শিব, অপর কেউ নয়। তোমার এই পিণ্ড অর্থাৎ দেহ শিবের দ্বারা ছেদনীয়। এমনি ছিন্ন হয়ে তুমি শিবত্বলাভ কর।[২]

অমৃতীকরণাদির পর সিন্দুর গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্য ও জল দিয়ে 'ছাগায় পশবে নমঃ' এই মন্ত্রে বলির পশুর পূজা করতে হবে।[৩] এখানে ছাগ উপলক্ষণ। মৃগাদি অন্য পশু হলে মন্ত্রের সেইভাবে পরিবর্তন হবে।

যামলের মতে পশুর পূজা করার পর তাকে বাঁ হাতে ধরে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা মূলমন্ত্রে সাতবার প্রোক্ষণ করতে হবে।[৪]

এর পর পশুর দক্ষিণকর্ণে নিম্নোক্ত পাশবিমোচনী পশুগায়ত্রী জপ করতে হবে—'পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।'[৫] এবার সাধক যথাবিধি[৬]

---

১ দেব্যা অগ্রে স্থাপয়িত্বা পশুং লক্ষণসংযুতম্। শ্বেতসর্ষপবিক্ষেপাদ্‌ভূতানুৎসারয়েত্ততঃ।
অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য অস্ত্রমন্ত্রেণ রক্ষণম্। কবচেন সমাগুণ্ঠ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্।
—যামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬১৬

২ প্রোক্ষণে তু পরো মন্ত্রঃ সোঽয়মেব প্রকীর্তিতঃ। উদ্‌বুধ্যস্ব পশো ত্বং হি নাপরস্ত্বং শিবোঽসি হি।
শিবোৎকৃত্যমিদং পিণ্ডমতস্ত্বং শিবতাং ব্রজ।—গ ত ৩৪।২২-২৩

৩ কৃত্বা ছাগায় পশবে নমঃ ইত্যমুনা সুধীঃ। সম্পূজ্য গন্ধসিন্দূরপুষ্পনৈবেদ্যপাথসা।
গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচনীম্।—মহা ত ৬।১০৮

৪ গন্ধচন্দনপুষ্পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা পশুং ততঃ। বামহস্তেন তং ধৃত্বা সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া।
প্রোক্ষয়েন্মূলমন্ত্রেণ ততঃ পূজাং সমাচরেৎ।—যামলবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬১৬

৫ দ্রঃ মহা ত ৬।১০৯-১১০

৬ হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে খড়্গের পূজা করতে হবে। তার পরে আবার হুং

খড়্গের পূজা করে খড়্গকে প্রণাম[১] করবেন। তার পর সঙ্কল্পবচন[২] পাঠ করে দেবীকে পশু উৎসর্গ করবেন।

এবার সাধক দেবীভাবপর হয়ে তীব্র আঘাতে পশুবধ করবেন।[৩]

পশুবলির পর স্তব—বলিদানের পর দেবীর স্তব করতে হয়। মহাকালসংহিতায় নিম্নোক্ত স্তবটি বর্ণিত হয়েছে[৪]—

জয় দেবী জগন্মাতা, জয় পাপৌঘহারিণী। তুমি জন্ম-জরা-ব্যাধিরূপ তৃণের পক্ষে দাবানলরূপিণী, তোমার জয় হোক। জয় সর্ববিপত্তিনাশিনী, জয় ত্রিদশবন্দিতা। জয় নিত্যানন্দরূপিণী, জয় কল্যাণদায়িনী। জয় শত্রুক্ষয়কারিণী, জয় রোগপ্রণাশিনী। জয় ভীমা, জয় অঘোরা, জয় সঙ্কটতারিণী, জয় অমৃতরসাস্বাদতুন্দিলামন্দবিগ্রহা। তুমি ত্রিনেত্রা, বিকরালবদনা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, সমস্ত-অসুর-ক্ষয়কারিণী, খড়্গখট্বাঙ্গধারিণী, মহাঘোরা, মহারবকারিণী, দৈত্যদর্পনিষূদিনী, কালরাত্রি। দেবী মহাচণ্ডা, এই পশুবলি গ্রহণ কর। আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। আমাকে আয়ু দাও, ধন দাও, সৌভাগ্য এবং কীর্তি দাও, স্ত্রী দাও, পুত্র দাও, আমার সর্বকামনা পূর্ণ কর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, প্রচণ্ডকরবাল-

---

বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে খড়্গের অগ্রভাগের, হুং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে মধ্যভাগের এবং হুং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে খড়্গমূলের পূজা করে ওঁ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ এই মন্ত্রে খড়্গের সর্বাবয়বের পূজা করতে হবে।—দ্রঃ বৃহ ত সা. ১০ম সং, পৃঃ ৬১৬

১ খড়্গের প্রণামমন্ত্র—খড়্গায় খরশানায় (খরনাশায়) শক্তিকার্যার্থতৎপর। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তু তে।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ ম সং, পৃঃ ৬১৬

২ বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করে সমস্তাভীপ্সিতপদার্থ-সিদ্ধিকামোঽমুকগোত্রোঽমুকশর্মাঽহমিষ্টদেবতায়ৈ পশুমিমং সম্প্রদদে।—মহা ত ৬।১১৪-এর টীকা

৩ দেবীভাবপরো ভূত্বা হন্যাত্তীব্রপ্রহারতঃ।—ঐ ৬।১১৫

৪ জয় দেবি জগন্মাতর্জয় পাপৌঘহারিণি। জয় জন্মজরাব্যাধিতৃণদাবানলাকৃতে॥
জয় সর্ববিপত্তিঘ্নে জয় ত্রিদশবন্দিতে। জয় নিত্যানন্দরূপে জয় কল্যাণদায়িনি॥
জয় শত্রুক্ষয়করে জয় রোগপ্রণাশিনি। জয় ভীমে জয়াঘোরে জয় সঙ্কটতারিণি॥
জয়ামৃতরসাস্বাদতুন্দিলামন্দবিগ্রহে। ত্রিনেত্রে বিকরালাস্যে মুণ্ডমালাবিভূষিতে॥
সর্বাসুরক্ষয়করি খড়্গখট্বাঙ্গধারিণি। মহাঘোরে মহারাবে দৈত্যদর্পনিষূদিনি॥
ইমং পশুবলিং দেবি গৃহীত্বা কালরাত্রিকে। প্রীতা ভব মহাচণ্ডে রক্ষ মাং শরণাগতম্।
আয়ুর্দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং কীর্তিং চ দেহি মে। স্ত্রিয়ং দেহি সুতান্ দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।
উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডাঽসি প্রচণ্ডকরবালিনি। মহাচণ্ডোগ্রদোর্দণ্ডে বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তু তে।
রক্ষ মাং শরণাপন্নং ত্বৎপাদার্পিতমানসম্। হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর দৈন্যং হরপ্রিয়ে।—মহাকালসংহিতাবর্ণিত, দ্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৭৬-৭৭

ধারিণী, মহাচণ্ডোগ্রদোর্দণ্ডা বিশ্বেশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। তোমার পাদপদ্মে মন সমর্পণ করেছি। আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। ওগো হরপ্রিয়া, আমার পাপ হরণ কর, রোগ হরণ কর, ক্ষোভ হরণ কর।

মহাকালসংহিতার বিধান—উক্ত স্তব পাঠ করে সাধক মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবেন আর প্রার্থনা করবেন—গুহ্যকালী জগদ্ধাত্রী সর্বান্তর্যামিনী ঈশ্বরী, এই পশুবলি গ্রহণ করে যথোক্তফলদান কর। কায়মনোবাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। তুমি ভূতসমূহের অন্তঃচারিণী, তুমি দ্রষ্ট্রী, তুমি পরমেশ্বরী।[১]

এইভাবে পশুবলি দিলে সে-বলিও সাধকের মনকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ করে দেয়। শক্তিসাধনার মূলতত্ত্ব অদ্বৈততত্ত্বও এই ব্যাপারে অনুস্যূত। দেখা গেছে প্রোক্ষণমন্ত্রে বলির পশু এবং বলিদানকারী উভয়কেই শিব বলা হয়েছে। এই ভাবটিই একটু অন্যরকমে ব্যক্ত হয়েছে গায়ত্রীতন্ত্রে। বলা হয়েছে—পূজায় হত্যা কোথায়? কারই বা হত্যা? সমস্তই ব্রহ্মময়, বিশেষতঃ পূজাকালে।[২]

কাজেই পূজায় পশুবলি নিন্দনীয় এ কথা বলা যায় কি করে? কোনো কর্ম নিন্দনীয় কি প্রশংসার্হ, হেয় কি শ্লাঘ্য, তা স্থির হয় কোন ভাবের থেকে কর্মটি অনুষ্ঠিত হয় সেই বিচারে। তন্ত্রমতে দেবীপূজার মূলগতভাব অদ্বৈতব্রহ্মভাব। এর চেয়ে উচ্চ ভাব আর হয় না। অতএব পশুবলি দেওয়া হয় বলেই এ পূজাকে হেয় মনে করা যায় না। যেরকম অধিকারীর জন্য এরূপ পূজা বিহিত তাদের পক্ষে এইটিই শ্লাঘ্য পূজা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলি—রাজস বলি সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই ব্যাপারটিকে দীর্ঘায়ত ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর বিস্তৃত করে না দেখলে এবং সেই সঙ্গে অধিকারের কথাটা বিচার না করলে এই বলির পুরো অর্থ বোঝা যাবে না। তন্ত্রাদিতে দেবীর নিকট বলিযোগ্য পশুর যে-সব তালিকা দেওয়া হয়েছে তা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই-সব তালিকায় এমন সব জীবজন্তুর নাম আছে যেগুলি দূর বা নিকট অতীতের কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো মানুষ দেবতার কাছে বলি দিত। কালে কালে এ-সব অনেক পশু দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়; মানুষও বদলে যায়; বলি সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও বদলে যায়। ফলে আমাদের কাল পর্যন্ত এসে বলি প্রধানতঃ ছাগ ও মেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

---

১ স্তুতিমেতাং পঠিত্বৈবং দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ ভুবি। গুহ্যকালি জগদ্ধাত্রি সর্বান্তর্যামিনীশ্বরি।
গৃহীত্বেমং পশুবলিং যথোক্তফলদা ভব। কায়েন মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্মম।
অন্তশ্চরসি ভূতানাং দ্রষ্ট্রী ত্বং পরমেশ্বরি।—প্রাঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৭৭

২ কুতো হত্যা চ পূজায়াং কস্য হত্যা বরাননে। সর্বং ব্রহ্মময়ং হ্যেতৎ পূজাকালে বিশেষতঃ।—গা ত, পৃঃ ৫

সাধারণতঃ দেখা যায় মানুষ নিজে যে-সব প্রাণীর মাংস খেত দেবতার কাছে সে-সব প্রাণীই বলি দিত।[১] সে নিজে যা খায় না, যা বর্জন করে, তা দেবতাকে কি করে দেবে ?[২] কিন্তু সবসময়েই যে তা হত এমন কথা বলা যায় না। মানুষ প্রাণীদের মধ্যে যাকে শ্রেষ্ঠ ও মহার্ঘ্য মনে করত তাকে বলি দিলেই দেবতা সব চেয়ে খুশী হবেন এ রকম বিশ্বাসও তার ছিল। সে-প্রাণীর মাংস হয়ত মানুষ খেত না।

নরবলি—এরূপ বলির চরম দৃষ্টান্ত নরবলি। তন্ত্রাদিতে বলিযোগ্য প্রাণীর মধ্যে মানুষের নামও আছে।[৩] নরবলি একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার এ কথা স্মরণ রাখলে এ সম্পর্কে সহসা কোনো মন্তব্য করতে ধীরস্থির ব্যক্তিমাত্রই সঙ্কোচ বোধ করবেন।

প্রাচীন জগতের সর্বত্রই নরবলি হত। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জনসমূহের মধ্যেও কোনো না কোনো আকারে এটির প্রচলন ছিল।[৪]

ভারতের বাইরে নরবলি—প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে নরবলির প্রথা ছিল। তারা যুদ্ধবন্দী ও অপরাধীদের বলি দিত।[৫] প্রাচীন ড্রুইডদের[৬] মধ্যে, আইসল্যাণ্ডের টিউটনদের[৭] মধ্যে এবং জার্মানীর টিউটনদের মধ্যেও নরবলি হত।[৮]

প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে এক প্রকারের নরবলি প্রচলিত ছিল। নীলনদের বন্যার সময় বন্যার প্রকোপ নিবারণের জন্য একটি কুমারী মেয়েকে জলে বিসর্জন দেওয়া হত।[৯]

প্রাচীন ইহুদী ও অন্যান্য সেমিটিক জাতিদের মধ্যেও নরবলি দেবার প্রথা ছিল।[১০]

ফিনিসীয়রা সেমিটিক। এরা নিয়মিত নরবলি দিত।[১১] ক্রুদ্ধ দেবতাকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে এরা প্রিয়তম সন্তানকে বলি দিত। অভিজাত বংশের সবচেয়ে ভাল ছেলেকে বলি

১ মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা। শল্লকী শশকো গোধা কূর্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ।
অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ।—(মহা ত ৬।১০৫-১০৬)
—মৃগ ছাগ মেষ মহিষ শূকর শল্লকী শশক গোধা কূর্ম গণ্ডার এই দশটি পশু বলিযোগ্য। এ ছাড়া সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্য পশুও বলি দেওয়া যায়। এই তন্ত্রবচন ইতিহাসসম্মত বলা যায়, এতে ইতিহাসের ধারা অনুসৃত হয়েছে।

২ ত্যাজ্যং দ্রব্যং কথং দেবি মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।—মাতৃ ত ১০।১৯

৩ (i) লুলাপঞ্চ তথা খড়্গাং চমরঞ্চ বরাহকম্। কচ্ছপং শল্লকীং গোধাং মানুষং তদনন্তরম্।
—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৪

(ii) নরশ্চ মহিষঃ কোলশ্ছাগোঽবিঃ সারসস্তথা। কপোতঃ কুক্কুটশ্চেতি সামান্যাঃ পূর্বপূর্বতঃ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৫০

৪ R. Ph. V. U., Part I. p. 40   ৫ P. C., Vol. II, p. 403; S. S. W.' pp. 224-25

৬ S. S. W., p. 226   ৭ H. R., p. 262   ৮ Ibid, p. 260

৯ S. S. W., p. 223   ১০ Ibid, p. 221   ১১ Ibid, p. 222 ; H. R., p. 169

দেবার রীতি ছিল। এদের ধারণা ছিল তাতে দেবতা সবচেয়ে বেশী খুশী হবেন। এরা বিশ্বাস করত বলিদানকারীর কাছে যা সব চেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে প্রিয়, যা বলি দিলে তার সব চেয়ে ক্ষতি, তাই বলি দিলে পরে তবে বলির ফল পাওয়া যাবে। এই যুক্তিতেই এরা প্রিয়তম সন্তানকে বলি দিত।[১]

ভারতে নরবলি—প্রাচীন জগতের সর্বত্র যেমন তেমনি ভারতবর্ষেও নরবলি দেওয়া হত। বেদপন্থী-অবেদপন্থী সভ্য-অসভ্য উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে এ প্রথা ছিল।

বৈদিক যুগে বেদপন্থীদের মধ্যে মুখ্য নরবলি প্রচলিত ছিল কি না তা নিশ্চয় করে বলার মতো যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এদের মধ্যেও একদা যে নরবলির প্রথা ছিল এবং বৈদিকযুগেও তার স্মৃতি লোপ পায় নি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে[২] শুনঃশেপের যে-কাহিনী বিবৃত হয়েছে তাতে মুখ্য নরবলির স্মৃতি অম্লান আছে।

উক্ত ব্রাহ্মণের অন্যত্রও[৩] আছে পুরাকালে দেবতারা পুরুষকে অর্থাৎ মানুষকে পশুরূপে আলম্ভন অর্থাৎ যজ্ঞে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই ঘটনাও একদা যে বেদমার্গীদের মধ্যে নরবলি ছিল তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যজ্ঞে বধযোগ্য পশুর দৃষ্টান্ত হিসাবে শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরুষ অর্থাৎ নর অশ্ব গো মেষ এবং ছাগের উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

বৈদিক যে-যজ্ঞে নরবলি দেওয়া হত তার নাম পুরুষমেধ বা নরমেধ। শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র (১৬।১০) এবং বৈতানসূত্র (৩৭।১০) এই দুইখানি গ্রন্থেও পুরুষমেধের বিধান আছে।[৫]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় অনেক পরবর্তী যুগের তত্ত্বদর্শীরা নরমেধযজ্ঞের তত্ত্বব্যাখ্যায় বলেছেন—"নরমেধযজ্ঞে নর যথাসম্ভব পূর্ণতা লাভ করে, নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, নিঃস্বার্থ হয়ে ভগবৎকার্যে আত্মসমর্পণ করেন।"[৬]

ইতিহাসের বিচারে মুখ্য নরবলির উল্লেখ শ্রুতি-পরবর্তী ধর্মগ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। যেমন মহাভারতের বনপর্বে[৭] আছে রাজা সোমক জন্তু নামক স্বীয় পুত্রকে বলি দিয়ে যজ্ঞ করেছিলেন।

সভাপর্বে জরাসন্ধের আখ্যানেও নরবলির পরোক্ষ উল্লেখ আছে। জরাসন্ধ বহু রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন রুদ্রের কাছে বলি দেবেন বলে।[৮]

---

১ P. C., Vol. II, p. 398

২ ঐ ব্রা ৭।৩।৩-৪ ৩ ঐ ২।১।৮ ৪ শ ব্রা, ৬।২।১।১৫

৫ R. Ph. V. U., p. 347 ৬ পু ত, p. 117

৭ মহা ভা ৩।১২৭ ৮ ঐ ২।২২

কাজেই দেখা যাচ্ছে তন্ত্রে যে নরবলির বিধান দেওয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র তন্ত্রেরই বিধান নয়। একদা জগতের অনেক বিশিষ্ট সভ্য জাতির মধ্যেও এ বিধান প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে তন্ত্রে একটি অতি প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করা হয়েছে।

অবশ্য তন্ত্রমতে যে-কোনো ব্যক্তিই নরবলি দেবার অধিকারী নয়, কেবল রাজাই নরবলি দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়।[১]

নরবলির অনুকল্প—আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কালে কালে বলি সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলে যায়। নরবলি সম্বন্ধেও তাই হয়েছে। ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য যায়—দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রাচীন প্রথা একেবারে লোপ পায় না, অন্যরূপে থেকে যায়।

আমাদের দেশে নরবলির ব্যাপারেও তাই লক্ষ্য করা যায়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে[২] মেধ্য পশুসম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। তার থেকে বোঝা যায় নরের অনুকল্পরূপে অশ্ব গো মেষ এবং ছাগ বলি দেবার প্রথা বৈদিক সমাজে প্রচলিত হয়।

নরবলির পরিবর্তে পশুবলির ইঙ্গিত অন্যত্রও আছে। উক্ত ঐতরেয়-বাহ্মণেই[৩] বলা হয়েছে "যে (যজমান) [সোমযাগে] দীক্ষিত হয় সে সকল দেবতার নিকট আপনাকে (পশুরূপে) আলম্ভনে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নিই সকল দেবতা, সোমও সকল দেবতা ; সেই যজমান যে অগ্নির ও সোমের উদ্দিষ্ট পশু আলম্ভন করে, তদ্দ্বারা সে সকল দেবতার নিকটেই আপনাকে নিষ্ক্রয় করে। এতদ্বারা আত্মপ্রতিনিধিরূপে বা মূল্যস্বরূপে পশু আলম্ভনের ব্যবস্থা হইল।"[৪]

আলোচ্য ব্রাহ্মণে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করলে যজ্ঞে বধ্য পশু স্বয়ং যজমান।[৫]

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের পরেও দীর্ঘকাল মুখ্য নরবলি ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত ছিল বটে[৬], তবে ঐতরয়ে-ব্রাহ্মণোক্ত অনুকল্পের বিধানই সাধারণ নিয়ম হয়ে পড়ে, মুখ্য নরবলি তার অসাধারণ ব্যতিক্রমমাত্র।

স্বদেহরুধিরদান—আদিম জগতের সর্বত্র রক্তকে প্রাণ বলে বিশ্বাস করা হত। সেইজন্য পশুবধ করে দেবতাকে রক্ত দেওয়ার প্রথা ছিল।[৭] সভ্য মানুষের মধ্যেও দেবতাকে

---

১ রাজা নরবলিং দদ্যাৎ নান্যোঽপি পরমেশ্বরি।—যামলবচন, উদ্ধৃত, শ্যামারহস্য, পঃ ৩

২ ঐ ব্রা ২।১।৮ ৩ ঐ ২।১।৩

৪ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকৃত ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুবাদ, ১৩১৮, পৃঃ ১২৭

৫ যজমানো বা এষ নিদানেন যৎ পশুঃ।—ঐ ব্রা ২।২।১

৬ ১৮৩৫ খৃঃ পর্যন্ত আসামের জৈন্তিয়া রাজারা জয়ন্তীদেবীর কাছে নরবলি দিয়েছেন।

—দ্রঃ M. G. K., P. 66

৭ P. C., Vol. II, P. 331

স্বগাত্ররুধিরদানের যে-ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় সম্ভবতঃ তার মূলে আছে পূর্বোক্ত আদিম বিশ্বাস। লোকে মনে করেছে নিজের রক্ত দেওয়া নিজের প্রাণ দেওয়ারই সমান। এই রক্তদানকে নরবলির একটি অনুকল্প বা রূপান্তর বলা যায়। নরবলি দিলে যেমন প্রভূত ফললাভ[১] হয় তেমনি স্বদেহের রুধিরদানেও মহাফল লাভ হয়।[২] তারাতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—দেবতাকে স্বদেহরুধির দান করলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যে-কেউ হোক না কেন দ্বিতীয় রুদ্রতুল্য হবে।

শত্রুবলি—দেবীপূজায় 'শত্রুবলি' দেওয়ার বিধি আছে।[৪] এই শত্রুবলি প্রাচীন নরবলিরই রূপান্তর। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখেছেন "সেই নরবলির স্মৃতি অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে এবং কলিকাতাতেও রক্ষিত হইতেছে। কোথাও পিটালীর, কোথাও ঘনীভূত ক্ষীরের, কোথাও ময়দার নরশিশু নির্মাণ করিয়া বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম শত্রুবলি।"[৫]

পশুবলির অনুকল্প—নরবলির যেমন অনুকল্পের বিধান দেওয়া হয়েছে তেমনি পশুবলিরও অনুকল্পের বিধান দেওয়া হয়েছে। কেন না মুখ্য পশুবলি সকলের পক্ষে বিহিত নয়। যেমন মহাকালসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— বানপ্রস্থাশ্রমী ব্রহ্মচারী দয়ালু গৃহস্থ সাত্ত্বিক ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং যে-ব্যক্তি হিংসাবর্জিত এঁরা কেউ পশুবলি দেবেন না, তার অনুকল্প বলি দেবেন।[৬]

পশুর অনুকল্পরূপে ইক্ষুদণ্ড কুষ্মাণ্ড বন্যফলাদি ক্ষীরপিণ্ড বা শালিচূর্ণের দ্বারা নির্মিত পশুবলি দিতে হয়।[৭]

কোন পশুর অনুকল্প কি তারও নির্দেশ শাস্ত্রে আছে। যেমন মহিষের অনুকল্প কুষ্মাণ্ড, ছাগের কর্কটী অর্থাৎ কাঁকুড়, কুক্কুটের বেগুন, মেষের লাউ, মানুষের পনস আর মৎস্যের ইক্ষুদণ্ড।[৮]

---

১ নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা।—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ সং, পৃঃ ৬১৫

২ তিলপ্রমাণং রুধিরং নিজদেহস্য শস্যতে। ললাটহস্তহৃদয়শিরোভ্রূমধ্যদেশতঃ।—তা ত ৫।১৫

৩ স্বদেহরুধিরে দত্তে রুদ্রদেহ ইবাপরঃ। ব্রাহ্মণো যদি বা ক্ষত্রো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ এব বা।—তা ত ৫।১৬

৪ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৪, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ২৮৪ ৫ পূজাপার্বণ, পৃঃ ৭৯

৬ বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা দয়াপরঃ। সাত্ত্বিকো ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ যশ্চ হিংসাবিবর্জিতঃ।
তে ন দদ্যুঃ পশুবলিমনুকল্পং চরন্ত্যপি।—মহাকালসংহিতাবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১১, পৃঃ ১০৬২

৭ ইক্ষুদণ্ডং চ কুষ্মাণ্ডং তথা বন্যফলাদিকম্। ক্ষীরপিণ্ডৈঃ শালিচূর্ণৈঃ পশুং কৃত্বা চরেদ্ বলিম্।—ঐ, পৃঃ ১০৬৩

৮ মহিষত্বেন কুষ্মাণ্ডং ছাগত্বেনৈব কর্কটীম্। বৃন্তাকং কুক্কুটত্বেন মেষত্বেন চ তুম্বিকাম্।
মানুষত্বেন পনসং মৎস্যত্বেনেক্ষুদণ্ডকম্।—ঐ, পৃঃ ১০৬২

বলির স্থূলসূক্ষ্মভেদ—বলির স্থূলাদিভেদও করা হয়। পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক এবং রাজসিক উভয়বিধ বলিই স্থূল। কেন না এ-সব ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু, বহিঃপূজায় লাগে।

সূক্ষ্ম বলি মনোবৃত্তি। অন্তর্যাগে সূক্ষ্মবলি বিহিত। বহির্যাগে যেমন ছাগাদি-পশুবলির বিধান আছে তেমনি অন্তর্যাগেও আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছাগাদি পশু বলতে বুঝায় কামাদি রিপু। কর্পূরাদিস্তোত্রে আছে[১] যে-সব সাধক ছাগ মহিষ নর মেষ উষ্ট্র এবং মার্জার বলি দিয়ে দেবীর পূজা করেন তাঁরা অপূর্ব সব সিদ্ধিলাভ করেন।

এই স্তোত্রের স্বরূপব্যাখ্যায় বিমলানন্দস্বামী লিখেছেন—এখানে ছাগ বলতে কাম, মহিষ বলতে ক্রোধ, মার্জার বলতে লোভ, নর বলতে মদ, মেষ বলতে মোহ, উষ্ট্র বলতে মাৎসর্য বুঝতে হবে। কামাদি ষড়রিপু চিদ্রূপিণী দেবীর কাছে বলি দিলে পরে সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সাধকেরাই এই সূক্ষ্ম বলি দেবার অধিকারী।[২]

বলির তাৎপর্য—কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বলি আত্মবলি। প্রথমে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ ভগবতীর কাছে বলি দিতে হবে। তার অর্থ এই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে, সমস্ত বস্তুই ভগবতীর এই ভাবনা করতে হবে। এরূপ ভাবনা অর্থাৎ বস্তু সম্পর্কে ভগবদ্‌বুদ্ধি যাঁর দৃঢ় হয়েছে সেই সাধক তখন মনোবৃত্তিসমূহও বলি দেবেন অর্থাৎ মনোবৃত্তি সম্পর্কেও মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করবেন। মনোবৃত্তিসমূহও ভগবতীর এরূপ ভাবনা যাঁর দৃঢ় হয়েছে সেই সাধক এবার চরম বলি দেবেন, আত্মবলি দেবেন। ভগবতীর কাছে নিজেকে অর্থাৎ নিজের ভিন্নসত্তাবুদ্ধিকে বলি দিলে অদ্বয়ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। এটি সাধনার চরমসিদ্ধি।

বলির তাৎপর্য অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে প্রসন্নধী সাধক চণ্ডিকাকে বলি প্রদানের দ্বারা রজস্তমাত্মক দেহ ত্যাগ করে শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হবেন এবং শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হয়ে মহাভোগ প্রাপ্ত হবেন। বলি প্রদান ব্যতীত কি করে শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হবেন? বলির দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়, ধর্ম ও অর্থলাভ হয়।[৩]

এই তন্ত্রবচনের অর্থ—মানুষের ত্রিবিধ সত্তা তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক সত্তায় মানুষ স্থূল বস্তুজগতের মধ্যে আবদ্ধ, রাজসিক সত্তায় রাগদ্বেষাদিযুক্ত ইচ্ছার জগতে

---

১ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্র, শ্লোক ১৯

২ দ্রঃ কর্পূরাদিস্তোত্র, শ্লোক ১৯-এর বিমলানন্দ স্বামীকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা।

৩ কৃতে বলিপ্রদানে চ চণ্ডিকায়ৈ প্রসন্নধীঃ। রজস্তমাত্মকো দেহস্ত্যক্ত্বা সত্ত্বাত্মকো ভবেৎ।
শুদ্ধসত্ত্বাত্মকো ভূত্বা মহাভোগমবাপ্নুয়াৎ। বিনা বলিপ্রদানেন কুতঃ সত্ত্বাত্মকো ভবেৎ।
বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তি বলিভিঃ সাধ্যতে দিবং। বলিভিঃ সাধ্যতে ধর্ম্মো হ্যর্থঞ্চ বলিভির্ভবেৎ।

—গা ত, পঃ ৫

আবদ্ধ অর্থাৎ মনোবৃত্তির জগতে আবদ্ধ। এই উভয় সত্তাকে বলি দিলে পরে সে শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হতে পারে।

গায়ত্রীতন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বাত্মকের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে—যিনি জ্ঞানশক্তিময় নিত্য-পরমানন্দবিগ্রহ তন্ত্রবিশারদেরা তাঁকেই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলেন।[১]

একমাত্র ভগবৎসত্তাই এরূপ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হতে পারে। অর্থাৎ ভগবৎসত্তার কাছে আত্মবলি দিতে পারলে সাধকেরও এরূপ সত্তালাভ হতে পারে। তামসিক রাজসিক এবং অবিশুদ্ধসাত্ত্বিক সত্তা বলি দিলে পরে উক্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক সত্তা লাভ হয়। আর যিনি এরূপ সত্তালাভ করেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই তাঁর অপ্রাপ্য নয়।

হোম—বলিদানের পর হোম করতে হয়।[২] এ হোম তান্ত্রিক হোম। দেবতার উদ্দেশ্যে হোম অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। বেদসংহিতার সময়ে বেদপন্থীদের একমাত্র ধর্মানুষ্ঠান ছিল যজ্ঞ আর সেই যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান হোম। কেন না যে-কোনো দেবতাকে যে-কোনো দ্রব্য অর্পণ করতে হলে অগ্নিতে আহুতি দিতে হত। তার কারণ বেদপন্থীরা বিশ্বাস করতেন অগ্নিই দেবতার মুখ,[৩] অগ্নিই দেবতাদের জঠর,[৪] কোনো অর্ঘ্য দিতে হলে তা অগ্নিতেই সমর্পণ করতে হবে।

কিন্তু অতিপ্রাকৃত সত্তার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে দ্রব্যাদি সমর্পণের প্রথাটি আরও প্রাচীন মনে করা হয়। নিম্নস্তরের অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজাকারী কোনো কোনো কৌমের আদিম লোকেরা মনে করত ঐ-সব অতিপ্রাকৃত সত্তা ধোঁয়ার মতো বা কুয়াশার মতো। কাজেই ধোঁয়ার মতো জিনিষই তারা গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যই কোনো জিনিষ তাদের দিতে হলে তা আগুনে দিয়ে ভস্ম করত, বিশ্বাস করত এইভাবে ধোঁয়ার আকারে পরিণত জিনিষটি উদ্দিষ্ট অতিপ্রাকৃতসত্তা গ্রহণ করবে।[৫]

অতএব অনুমান করা যায় বৈদিক হোম ও তান্ত্রিক হোম উভয়েরই মূলে আছে সেই আদিম মানবের সুপ্রাচীন বিশ্বাস। সেই প্রাচীন বিশ্বাসের ধারাই বৈদিক হোমের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক হোম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বৈদিক ও তান্ত্রিক হোমে মূলগত ভেদ নাই, ভেদ অনুষ্ঠানগত।

---

১ জ্ঞানশক্তিময়ো নিত্যঃ পরমানন্দবিগ্রহঃ। শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্তেন কথ্যতে তন্ত্রকোবিদৈঃ।—গা ত, পঃ ৫

২ এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চনে। অন্যথা দেবতাপ্রীতির্জায়তে ন কদাচন।
ততো হোমং প্রকুর্বীত তদ্‌বিধানং শৃণু প্রিয়ে।—মহা ত ৬।১১৮-১১৯

৩ অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ।—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ২৫।১৪।৪ ; অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম্—ঐ ব্রা ১।১।৪

৪ অগ্নির্দেবানাং জঠরম্।—তৈ ব্রা ২।৭।১২।৩

৫ P. C., vol. II, pp. 382-388

হোম অবশ্য কর্তব্য—তান্ত্রিক পূজায় হোম অবশ্যই করতে হয়।[১] নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য ত্রিবিধ পূজাতেই হোম বিহিত।[২]

হোমের প্রকারভেদ—হোম ত্রিবিধ—স্থূল সূক্ষ্ম এবং পর,[৩] আবার বাহ্য ও আন্তর, হোমের এই দ্বিবিধ প্রকারভেদও করা হয়। স্থূল হোম বাহ্য, সূক্ষ্ম ও পর হোম আন্তর। আন্তর হোমকে জ্ঞানহোমও বলা হয়। মাতৃকাভেদতন্ত্রের মতে বাহ্য হোমে নিঃশংসয় কাম্যসিদ্ধি হয় আর জ্ঞানহোমে হয় মোক্ষলাভ।[৪]

স্থূল হোম—তন্ত্রে[৫] স্থূলহোমের মণ্ডপনির্মাণ, কুণ্ডনির্মাণ[৬] থেকে আরম্ভ করে বিস্তৃত অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। এই-সব অনুষ্ঠান জটিল। অভিজ্ঞ গুরুর কাছে শিখতে হয়।

সঙ্কল্প করে হোম করতে হয়।[৭] সঙ্কল্পবচনে হোমের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। যেখানে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না সেখানে 'অমুকদেবতার প্রীতির জন্য আমি এত সংখ্যক আহুতি দেব' এমনি সঙ্কল্প করতে হয়।[৮]

নিগ্রহ হোম ও সৌম্য হোম—পূর্বেই বলা হয়েছে বাহ্য হোমে কাম্যসিদ্ধি হয়। অরিমর্দন প্রভৃতি কাম্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃত হোমকে বলা হয় নিগ্রহহোম।[৯] আর নিজের এবং পরের কল্যাণ কামনায় যে-হোম করা হয় তাকে বলে সৌম্য হোম।[১০] উভয় হোমের বিধিবিধান ভিন্ন।

সূক্ষ্মহোম—সূক্ষ্মহোম সম্বন্ধে তন্ত্ররাজতন্ত্রে বলা হয়েছে—সাধকের মূলাধারচক্রে অবস্থিতা কুণ্ডলিনীর মুখে যে-অগ্নি আছে সেই অগ্নিতে বাচ্যবাচকাত্মক প্রপঞ্চকে তিনি এমনভাবে হোম করবেন যাতে সেই হোমের দ্বারাই শিবশক্তির সমান হয়ে যেতে পারেন।[১১]

---

১ পূজয়েদ্ বহুযত্নেন ততো হোমাদিকং চরেৎ।—মাতৃ ত ১১।৮

২ নিবেদয়িত্বা নৈবেদ্যং বৈশ্বদেবং সমাচরেৎ। অর্চায়াং বা সমাপ্তায়াং হোমং কুর্যাদ্ বিধানতঃ। নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে চৈতদগ্নিমুখং স্মৃতম্।—দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৫

৩ দ্রঃ ত রা ত, পঃ ২৯-৩২

৪ বাহ্যহোমে কাম্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। জ্ঞানহোমে মোক্ষসিদ্ধির্লভতে নাত্র সংশয়ঃ।—মাতৃ ত ৩।২৮

৫ দ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ৪; ত রা ত, পঃ ২৯; শা তি, পঃ ৩, শা ত, উঃ ১৭, ১৮ ইত্যাদি

৬ বশিষ্ঠসংহিতায় আটপ্রকার কুণ্ডের কথা বলেছে। যথা—চতুরস্রকুণ্ড যোনিকুণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড ত্র্যস্রকুণ্ড বর্তুলকুণ্ড ষড়স্রকুণ্ড পদ্মকুণ্ড ও অষ্টাস্রকুণ্ড।—দ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ৪, ১০ম সং, পৃঃ ৪৪১

৭ সঙ্কল্প্য পরমেশানি নিত্যহোমবিধিং চরেৎ।—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রবচন, দ্রঃ তা ভ সু, পৃঃ ২৪৭

৮ অমুকদেবতাপ্রীত্যৈ এতাবদাহুতীরহং হোময়েয়ম্।—তা ভ সু, পৃঃ ২৪৭

৯ দ্রঃ ত রা ত, পঃ ৩১ ১০ দ্রঃ ঐ, পঃ ৩২

১১ স্বমূলাধারকে বহ্নৌ কুণ্ডলিন্যাস্যগামিনি। বাচ্যবাচকরূপঞ্চ প্রপঞ্চং জুহুয়াত্তথা। যেনাবয়োঃ সমো দেবি জায়তে হবনেন বৈ।—ত রা ত ৩০।৪৪-৪৫

এই সূক্ষ্ম হোমকেই বেদে প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যা বলা হয়েছে। এর জ্ঞানলাভ করলে মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না। এই হোমে কিছু ব্যয় হয় না, কোনো আয়াসেরও প্রয়োজন নাই বা এর জন্য অন্য কারুর উপর নির্ভরও করতে হয় না। এই হোমকে বলা হয়েছে মনঃক্লেশের বিশ্রান্তিস্থান, সমস্তপাপনিঃশেষকারী, সুখাস্পদ, স্বগ অর্থাৎ আপনার মধ্যে অন্তর্হিত এবং চিৎ-বেদ্য-বেদন অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানাত্মক বলে বিশ্বময়।[১]

পর হোম—তন্ত্ররাজতন্ত্রের মতে সর্বভেদবিলোপজনিতস্থিতি পরহোম। ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে স্বাত্মরূপমহাবহ্নিজ্বালারূপী নিরধিষ্ঠানপ্রকাশাত্মক অবিকারী সত্তামাত্রস্বরূপে নিঃশেষবিলয়নভাবকে বলা হয় পরহোম।[২]

স্বাত্মরূপবহ্নি অর্থ স্বাত্মরূপমহাশক্তি। সহজভাষায় পরহোম অবিকারী সত্তামাত্রস্বরূপে নিঃশেষবিলোপ। এই সত্তামাত্রস্বরূপ যিনি তিনিই মহাশক্তি, তিনি সাধকের আত্মা থেকে অভিন্ন এবং স্বপ্রকাশ।

সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে স্থূলাদি-হোম—সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে স্থূল সূক্ষ্ম এবং পর হোমে কোনো ভেদ নাই। ত্রিবিধ হোমেরই এক লক্ষ্য— ভেদবিলোপ। তন্ত্ররাজতন্ত্রে আছে[৩] বিকল্পস্বরূপ অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পের কারণভূত মনের নির্বিকল্প পরস্বরূপে বিলোপ পরহোম এবং স্থূল- ও সূক্ষ্ম-হোমও পরহোমময় অর্থাৎ এই উভয় হোমেরও একই লক্ষ্য।

স্থূলহোম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—উচ্চাবচবিকল্প বস্তু অর্থাৎ সমিধ পুষ্প ফলাদি বিভিন্ন হোম-দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার জন্য অগ্নিময় হয়ে যায়। এই যে ভিন্ন বস্তুর ঐক্য অর্থাৎ অভিন্ন হয়ে যাওয়া একেই বলে স্থূলহোম।[৪]

সূক্ষ্মহোম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—নানারূপ বাচক শব্দ এবং তাদের নানা বাচ্য অর্থের সঙ্গে বেত্তা বেদ্য এবং বেদন অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানের একীকরণ সূক্ষ্মহোম।[৫]

---

১ প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যেতি যৎ ত্রয্যাং শ্রূয়তে পরম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা বনিতাগর্ভং ন প্রযাতি নরো ধ্রুবম্।
যদ্‌ব্যয়ায়াসরহিতমনন্যাপেক্ষনির্বহম্। যন্মনঃ ক্লেশবিশ্রান্তেঃ স্থানং নিঃশেষকল্মষম্।
সুখাস্পদং স্বগং বিশ্বময়ং চিদ্‌বেদ্যবেদনাৎ।—ত রা ত ৩০।৪৭-৪৯

২ স্থিতিঃ পরো ভবেদ্ হোমঃ সর্বভেদবিলাপনাৎ। স্বাত্মরূপমহাবহ্নিজ্বালারূপিষু সর্বদা।
নিরিন্ধনেদ্ধরূপেষু পরমার্থাত্মনি স্থিরে। নির্বুত্থানবিলাপস্তু পরহোমঃ সমীরিতঃ।
—ত রা ত ৩০।৯২-৯৩

৩ যদ্‌বিকল্পস্বরূপস্য মনসস্তন্নির্বিকল্পকে। নিধানং পরহোমস্তু স্থূলসূক্ষ্মঞ্চ যন্ময়ম্।—ত রা ত ৩০।৮৯

৪ উচ্চাবচবিকল্পানাং বস্তূনামগ্নিদাহতঃ। তন্ময়ত্বাদৈক্যরূপং স্থূলহোমমুদীরিতম্।—ঐ ৩০।৯০

৫ সূক্ষ্মহোমং তথা শব্দৈর্নানারূপৈস্তু বাচকৈঃ। বাচ্যার্থানামশেষেণ বেদ্যবেত্তৃবিদাত্মনা।—৩০।৯১

পরহোম সম্বন্ধে ভাবনোপনিষদে বলা হয়েছে[১]—আমি তুমি অস্তি নাস্তি অর্থাৎ লৌকিক বিধিনিষেধ, কর্তব্য অকর্তব্য অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাণ্ডানুযায়ীদের কর্তব্য অকর্তব্য, উপাসনীয় অনুপাসনীয় ইত্যাদি সব বিকল্পের আত্মাতে বিভাবনা অর্থাৎ সমস্তই কেবলমাত্র চিৎ এরূপ ভাবনা হোম। সহজকথায় সমস্ত বিকল্পের হেতুশক্তিকদম্বের পরদেবতায় বিলীনতাভাবনা হোম।

ভাবনোপনিষদের 'নিত্যাত্মবিলোপনং হোমঃ'[২] এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যে অপ্পয়দীক্ষিত লিখেছেন—নিত্যের অর্থাৎ কূটস্থঘটাকাশস্থানীয় আত্মার মহাকাশস্থানীয় কেবলমাত্র চিৎস্বরূপ পরমাত্মায় বিলাপন অর্থাৎ বিলয় হোম।[৩]

হোমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—উমানন্দনাথ 'নিত্যোৎসব'-এ হোমের যে-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারও মূল বক্তব্য পরমাত্মায় সবকিছুর বিলয়। তিনি লিখেছেন[৪]—ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের দ্বারা যা বেদ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের দ্বারা যে-সব বিষয় গ্রহণ করা যায় তা সবই হবি। ইন্দ্রিয়সমূহ স্রুক্। পরমশিবের জবনিষ্ঠ সঙ্কুচিত সর্বজ্ঞতাশক্তি, সঙ্কুচিতসর্বকর্তৃত্বশক্তি, সঙ্কুচিতনিত্যতৃপ্ততাশক্তি, সঙ্কুচিতনিত্যতাশক্তি এবং সঙ্কুচিতস্বতন্ত্রতাশক্তি হোমাগ্নির জ্বালা। জীবে অবস্থিত পরম শিব পাবক। স্বয়ং জীব অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা হোতা। এই হোমের অপরোক্ষ ফল সাধকের পরমার্থিক স্বরূপলাভ, নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকার। পারমার্থিক-স্বরূপলাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

উমানন্দনাথের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য "ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয় তাহা জীবাত্মরূপ পরমশিবে আহুতিপ্রদানমাত্র, আত্মসুখের জন্য নহে, এইরূপ সর্বদা ভাবনা করিতে হইবে।"[৫]

---

১ অহং ত্বমস্তি নাস্তি কর্তব্যমকর্তব্যমুপাসিতব্যমিতি বিকল্পানামাত্মনি বিভাবনং হোমঃ।
—দ্রঃ ভা উপ ৩২ (T. T., Vol. XI)

২ সত্যমস্তিকর্তব্যমকর্তব্যমৌদাসীন্যনিত্যাত্মবিলাপনং হোমঃ।— দ্রঃ ভা উপ, ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ, ৪র্থ সং, নির্ণয়সাগর, ১৯৩২

৩ নিত্যাত্মবিলাপনং নিত্যস্য কূটস্থঘটাকাশস্থানীয়স্য আত্মনঃ পরস্মিন্মহাকাশস্থানীয়চিন্মাত্রাত্মনি বিলাপনং হোম ইতি।—দ্রঃ ভাবনোপনিষদ্ভাষ্যম্, T. T. Vol. XI.

৪ বৃত্তিভিঃ বেদ্যং সর্বং হবিঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব স্রুচঃ। সঙ্কোচেন স্বাত্মস্থিতাঃ সর্বজ্ঞত্বসর্বকর্তৃত্বাদয়ঃ পরম-শিবশক্তয় এব জ্বালাঃ। স্বাত্মশিব এব পাবকঃ। স্বয়মেব হোতা। নির্গুণব্রহ্মাপরোক্ষ্যং ফলম্। স্বপার-মার্থিকস্বরূপলাভান্ন পরং বিদ্যতে।—নিত্যোৎসব, আরম্ভোল্লাস প্রথম—দীক্ষাক্রম।
এ বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

৫ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ২৪৬, পাদটীকা

জপ—হোমের পর জপকরা বিধি।[১] জপের বিষয়ে পূর্বেই দীক্ষাপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

স্তব ও প্রণাম—জপান্তে ভক্তিভরে দেবতাকে জপসমর্পণ করে সাধক দেবতার স্তব করবেন এবং মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করবেন।[২]

কোনো কোনো তন্ত্রে[৩] স্তবের সঙ্গে কবচ[৪] পাঠেরও বিধান দেওয়া হয়েছে।

আত্মসমর্পণ—স্তোত্রাদি পাঠের পর সাধক যথাবিধি দেবতার পায়ে বিলোমার্ঘ্য দিয়ে নিজেকে এবং নিজের যা-কিছু সমস্ত দেবতাকে সমর্পণ করবেন। সমর্পণমন্ত্রটি এই :—ইতঃপূর্বে প্রাণ-বুদ্ধি- এবং দেহ-ধর্মানুসারে কি জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থায়, কি মনের দ্বারা, কি বাক্যের দ্বারা, কি কর্মের দ্বারা, কি হস্তের দ্বারা, কি পদের দ্বারা, কি উদরের দ্বারা, কি শিশ্নের দ্বারা যা-কিছু স্মরণ করেছি, বলেছি বা যা-কিছু কর্ম করেছি, সেই সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পিত হোক, স্বাহা। আমার যা-কিছু সব এবং আমি সাধ্যদেবতার কাছে সমর্পিত, ওঁ তৎ সৎ।[৫]

পূজাসমর্পণ—সাধক ইষ্টদেবতাকে সবই সমর্পণ করেন, এমন কি যে-পূজা করেন তাও সমর্পণ করেন। মূলমন্ত্রসহ তিনি নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়ে পূজা সমর্পণ করেন— সাধু বা অসাধু যে যে কর্ম আমি করেছি, দেবদেবেশ (দেবদেবেশি) আমার সেই সমস্ত কর্মসম্বলিত আরাধনা তুমি গ্রহণ কর।[৬]

এবার সাধক অর্ঘ্যোদকের দ্বারা দেবতার হাতে, পুরুষদেবতার ক্ষেত্রে ডান হাতে এবং স্ত্রীদেবতার ক্ষেত্রে বাঁ হাতে, পূজা সমর্পণ করেন।[৭]

---

১ হোমকর্ম সমাপ্যৈবং সাধকো জপমাচরেৎ।—মহা ত ৬।১৬৫

২ তং জপং ভক্তিতো মন্ত্রী দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ। স্তুত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্‌ভুবি।

—ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৩

৩ তেজোরূপং জপফলং সমর্প্য প্রণমেদ্‌ভুবি। ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ।—মহা ত ৬।১৭৬

৪ সাধ্য প্রসঙ্গে স্তব ও কবচের কথা বলা হয়েছে।

৫ ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা। ওঁ মদীয়ং মাং সকলং সাধ্যদেবতায়ৈ (এখানে সাধ্যদেবতার নাম করতে হয়) সমর্পিতম্, ওঁ তৎ সৎ।

—দ্রঃ শা ত, উঃ ৭; মহা ত ৬।১৭৮-৮১; পু চ, তঃ ৪, পৃঃ ৩০৬

মন্ত্রটির দুয়েকটি শব্দগত ও শব্দসংস্থানগত সামান্য পার্থক্য এই-সব তন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়।

৬ সাধু বা অসাধু বা কর্ম যদ্‌যদাচরিতং ময়া। তৎসর্বং দেবদেবেশ (দেবদেবেশি) গৃহাণারাধনং পরম্।

—পু চ, তঃ ৫, পৃঃ ৩৮১

৭ ঐ

প্রার্থনা—পূজায় সাধকের সব রকমের সাবধানতা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি হতে পারে, অপরাধ হতে পারে। সেইজন্য পূজান্তে সাধক কাতরভাবে প্রার্থনা করেন— আবাহন জানি না, বিসর্জন জানি না, পূজা জানি না, ওগো পরমেশ্বরী, তুমিই গতি। আমি তিন সত্য করে দুহাত তুলে বলছি কায়মনোবাক্যে তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। অন্তশ্চারিণীরূপে তুমি সমস্ত প্রাণীদের অন্তরে অধিষ্ঠিতা। ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল জল যা তোমাকে দিয়েছি, যে-নৈবেদ্য নিবেদন করেছি, কৃপা করে তা গ্রহণ কর। ওগো দেবী, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। বিধিহীন ক্রিয়াহীন ভক্তিহীন অর্চনা, অক্ষরহীন মাত্রাহীন মন্ত্র, তা ছাড়া অনঙ্গব্যবধানাদি শত অপরাধ যা হয়েছে, সে-সব ক্ষমা কর। আমার হৃদয় চিত্ত মন তোমাতে অবস্থান করুক। তোমার পূজায় যারা নিযুক্ত তাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, আর যারা তোমার পূজায় বিঘ্নকারী তারা তোমার আজ্ঞায় বিনষ্ট হোক।[১]

গন্ধর্বতন্ত্রের বিধান[২] এমনিভাবে প্রার্থনা করে অতিশয়ভক্তিসহকারে স্তবস্তুতি করে দেবতাকে প্রণাম[৩] করতে হবে এবং প্রাধানদেবতামূর্তিতে আবরণদেবতাদের সমর্পণ করতে হবে।

উদ্বাসন—এই শেষোক্ত ব্যাপারটি উদ্বাসন-অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ক্রিয়াসংগ্রহে নিত্যপূজা-বিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—সাধক পূজান্তে দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে তাঁকে স্বহৃদয়ে উদ্বাসন করবেন।[৪]

উদ্‌বাসনশব্দের অর্থ স্থাপন এবং বিসর্জন। বাহ্যপ্রতিমা থেকে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন করে সাধকের স্বহৃদয়ে স্থাপন করতে হয়। হৃদয় ইষ্টদেবতার স্থান।

পূর্বেই বলা হয়েছে উদ্‌বাসন-অনুষ্ঠানের প্রথমে প্রধানদেবতার মধ্যে আবরণদেবতার

---

১ আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জনম্। পূজাভাগং ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে। কায়েন মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্মম।
অন্তশ্চারেণ ভূতানামন্তস্ত্বমেব সংস্থিতা। যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া। বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্।
যদক্ষরপরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ। অনঙ্গব্যবধানাদি অপরাধশতানি চ।
ক্ষন্তুমর্হসি মে দেবি ত্বমেব শরণং যতঃ। ত্বয়ি মে হৃদয়ং চাস্তু ত্বয়ি চিত্তং মনস্ত্বয়ি।
ত্বৎপূজায়াং মহামায়ে সর্ব্বধন্তাং প্রযোজিতাঃ। যে পুনর্বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু ত্বদাজ্ঞয়া।—গ ত ১৯।৪৬-৫৩

২ এবং সংপ্রার্থ্য দেবেশি স্তুত্বা নত্বাতিভক্তিতঃ। প্রধানদেবতামূর্ত্তৌ পরিবারান্ সমর্পয়েৎ।—ঐ ১৯।৫৪

৩ তত্ত্বজ্ঞরা বলেন "প্রণাম কথাটার অর্থ পূর্ণরূপে নত হওয়া, সব প্রকারের অহংভাব, নিজের সুখস্পৃহা, নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে প্রণম্যের চরণে আত্মনিবেদন করা।"—পূ ত পৃঃ ৯৯

৪ ততো বরান্ প্রার্থয়িত্বা দেবমুদ্বাসয়েদ্ হৃদি।—ক্রিয়াসংগ্রহবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ৬, পৃঃ ৫১৩

বিসর্জন করতে হয়। গন্ধর্বতন্ত্রের মতে[১] এর অর্থ আরাধ্যদেবতার অঙ্গে আবরণদেবতারা বিলীন হয়েছেন এরূপ চিন্তা করতে হবে। তার পর সাধক নিজেকে কামকলারূপী (কামকলা উপলক্ষণ। স্বীয় ইষ্টদেবতারূপী এইটি সামান্য অর্থ) চিন্তা করবেন এবং আরাধ্যা পরমেশানীকে স্বীয় হৃদয়পদ্মে বিসর্জন দিয়ে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন—মা, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি যা করেছি তা সবই তোমার কাজ, আমাকে ক্ষমা কর।

সাধক এইভাবে দেবতাকে বিসর্জন করে সংহারমুদ্রার দ্বারা একটি পুষ্পগ্রহণ করে আঘ্রাণ করবেন, সেই পুষ্পের সঙ্গে দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে এনে রাখবেন।[২] তার অর্থ ফুলটি বুকের উপরে রাখবেন এবং সেই সঙ্গে দেবতাকেও হৃদয়ে এনেছেন এইরূপ চিন্তা করবেন।

দেবতাকে হৃৎপদ্মে নিয়ে আসার পর সাধক পুষ্প আঘ্রাণ করে সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা তাঁর উদ্বাসন করবেন[৩] অর্থাৎ হৃৎপদ্মে দেবতাকে স্থাপন করবেন।

এইভাবে দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন করার পর সাধক বলবেন—ওগো দেবী, ওগো পরমেশ্বরী, তোমার স্বস্থান এই শ্রেষ্ঠস্থানে অবস্থান কর।[৪]

প্রতিমা বিসর্জন—এ ছাড়া নৈমিত্তিক বা কাম্য পূজায় যেখানে দেবতার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করা হয় সেখানে পূজার পরে সেই প্রতিমা নদী প্রভৃতির জলে বিসর্জন দেওয়া হয়।

বিসর্জনের তাৎপর্য— এই বিসর্জনেরও একটি গভীর তাৎপর্য আছে। 'বহুদিনের একনিষ্ঠ সাধনার পর একদিন যখন গুরুর আশীর্বাদে আর ভগবৎকৃপায় সাধকের আরাধ্য ইষ্টদেবতার মূর্তির ভিতর থেকে ইষ্টতত্ত্বের স্ফুরণ হয় সেই অবস্থায় ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে করতে প্রথমে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেতে থাকে, তার পর তাঁর আপন অস্তিত্বও লোপ পায়। সাধক যেন স্বয়ং ইষ্টময় হয়ে যান। তাঁর কাছে ইষ্টের অতিরিক্ত জগতে আর

---

১ তস্যা এব মহেশান্যাঃ শরীরে সর্বদেবতাঃ। বিলীনাঃ সন্তু মূলেন দেব্যঙ্গে মীলিতাঃ স্মরেৎ।
অথ কামকলারূপমাত্মানং পরিচিন্তয়েৎ। ততস্তাং পরমেশানীং বিসৃজেদ্ হৃদয়াম্বুজে।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে। তব কৃত্যমিদং সর্বমিতি মাতঃ (জ্ঞাত্বা) ক্ষমস্ব মে।
—গ ত ১৫।৫৫-৫৮

২ ক্ষমস্বেতি বিসর্জনং কৃত্বা সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধমাঘ্রায় স্বহৃদয়মানয়েৎ।
—বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১০ম সং, পৃঃ ৯৯

৩ নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসরসীরুহে। সুষুম্নাবর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্বাসয়েত্ততঃ।—ঐ

৪ তিষ্ঠ দেবি পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি।—গ ত ১৯।৫৯
এখানে উদ্‌বাসনের একটি সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, কোনো বিশেষসম্প্রদায়সম্মত বিবরণ দেওয়া হয় নি।

কিছুই থাকে না। তাঁর এই সমাধি কিছু সময় পরে ভঙ্গ হলে পর আবার যখন বাহ্যজ্ঞান হয় তখন তিনি আপনার স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের প্রত্যেক তত্ত্বে আপনার জীবন্ত ইষ্টবিগ্রহকে বিরাজমান ও লীলারত দেখতে পান, দেখতে পান তাঁর নিজের মধ্যেকার প্রত্যেক তত্ত্বের মধ্যে তাঁর প্রত্যেক অনুভূতির মধ্যে তাঁর ইষ্টদেবতা পূর্ণরূপে বিরাজিত। বাইরের মৃন্ময়ী মূর্তির তাঁর আর আবশ্যকতা নাই। সেই মৃন্ময়ী সাধকের অন্তরের জ্ঞানগঙ্গার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে তাঁকে তন্ময় করে দিয়েছেন। এই হল ইষ্টমূর্তির যথার্থ বিসর্জন। প্রথম অধিকারী বাইরের গঙ্গায় যে-মূর্তি বিসর্জন করেন তা শুধু তার আন্তর-বিসর্জনের প্রতীকমাত্র'।[১]

বিসর্জনের একটি সাধারণ তাৎপর্যও আছে। সাধক পূজান্তে দেবতার বিসর্জন করেন। তার অর্থ তাঁর মন তখন আর পূজানিরত থাকে না, দেবতার সান্নিধ্যচ্যুত হয়। নৈলে যিনি সর্বব্যাপী তাঁর আবার আবাহন কি আর বিসর্জনই বা কি? পূজার সময় সাধকের মন সর্বগতা চিন্ময়ী দেবতাকে আরাধ্য প্রতিমাতে জাগ্রতরূপে বিরাজমানা চিন্তা করে। সহজ কথায় এরই নাম আবাহন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর সেই চিন্তা থেকে সাধকের মনের নিবৃত্ত হওয়াই বিসর্জন।[২]

বস্তুতঃ দেবতা আসেনও না, যানও না। তিনি ত সব সময়ে সর্বত্রই আছেন। দেবতার আসা যাওয়া সাধকের মনের ব্যাপার। সাধকের দেবতাবিষয়ক মনোবৃত্তি দেবতার আবাহন বিসর্জন সূচিত করে। দেবতার বিসর্জনাদির এইটি সাধারণ তাৎপর্য।[৩]

নির্মাল্য ধারণ ও প্রসাদগ্রহণ— বহিঃপূজার শেষকৃত্য দেবতার নির্মাল্যধারণ ও প্রসাদগ্রহণ। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে দেবতার নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করতে হবে, পূজাবশিষ্ট চন্দনাদি সর্বাঙ্গে লেপন করতে হবে এবং নৈবেদ্য অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ ভক্তদের বিতরণ করে তার পরে সাধককে স্বয়ং গ্রহণ করতে হবে।[৪]

প্রসাদভক্ষণের ব্যাপারটি অতি প্রাচীন। আদিম মানবের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের দেশে বৈদিক যজ্ঞে হবিঃশেষ ভক্ষণ করার রীতি ছিল।[৫] সেই রীতিই তান্ত্রিক পূজার প্রসাদভক্ষণরূপে প্রচলিত রয়েছে এরূপ অনুমান করা যায়।

---

১ দ্রঃ পূ ত pp. 118-119   ২ দ্রঃ S. S., 4th Ed., pp. 474-475   ৩ ঐ, পৃঃ ৪৫১

৪ নির্মাল্যং শিরসা ধার্যং সর্বাঙ্গে চানুলেপনম্। নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে।

—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১০ম সং, পৃঃ ১০০

৫ "হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোনো যজ্ঞই সম্পূর্ণ হয় না। অগ্নিহোত্র যাগের পর যে দুধ আহুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার শেষাংশ খাইতে হয়। পূর্ণমাসযাগে পুরোডাশের কিয়দংশ যাগের পর খাইতে হয়। পশুযাগে ও পশুমাংসের খানিকটা খাইতে হয়।"—যজ্ঞকথা, পৃঃ ৬৬

ইতিহাস যাই হোক, প্রসাদভক্ষণ শাস্ত্রবিহিত ব্যাপার। বিশেষ পূজান্তে বিশেষ প্রসাদভক্ষণ সে ত আছেই। তা ছাড়া সাধারণভাবেও শাস্ত্রের নির্দেশ সাধক দেবতাকে নিবেদন না করে কিছুই অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করবেন না। মৎস্যসূক্তে আছে[১] মৎস্য মাংস প্রভৃতি কোনো দ্রব্যই দেবতাকে নিবেদন না করে ভোজন করতে নেই। বিষ্ণুর কাছে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্রতুল্য। বিষ্ণু উপলক্ষণ। বিষ্ণু অর্থ সাধকের ইষ্টদেবতা। মৎস্যমাংসাদিও উপলক্ষণ। এ-সবের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় পদার্থকেই বোঝান হয়েছে।

প্রসাদতত্ত্ব—কাজেই প্রসাদগ্রহণ একটি অনুষ্ঠানগত ব্যাপারমাত্র নয়। এর মধ্যেও একটি গভীর তত্ত্ব আছে। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "জগতে যত ভোগ্য পদার্থ আছে তার মধ্যে আমার কিছুই নাই, সবই আমার প্রিয়তম শ্রীভগবানের। এইজন্য ভোগ্যমাত্রই তাঁকে নিবেদন করার বিধান দেখা যায়। এর ফলে আপনার ভোক্তৃভাব কেটে যায় আর স্বামিত্ববোধ দূর হয়। সমস্ত ভোগ্যপদার্থ ভগবানকে অর্পণ করার জন্য সব বস্তুর উপরে ভগবানের দৃষ্টি পড়ে, যার ফলস্বরূপ ভোগ্যবিষয় আর আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। সমস্ত ভোগ্য পদার্থ ভগবানের দৃষ্টিপাতে অমৃতরূপে পরিণত হয় এবং স্বভাবতই ভগবানের কাছ থেকে প্রত্যাগত হয়ে সাধক জীবের কাছে ফিরে আসে। এটি শ্রীভগবানের প্রসন্নতার নিদর্শন এবং এইজন্যই প্রসাদ নামে অভিহিত হয়। যা ভগবানের প্রসাদ তার মধ্যে কোনো মলিনতা থাকে না আর প্রসাদ-গ্রহণ করলে সাধককে বিষয়ভোগের বন্ধনে পড়তে হয় না। এই প্রসাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভগবৎকৃপা আপনার সাধনবলে প্রাপ্ত হলেও বিশ্বকল্যাণের জন্য অর্থাৎ সমগ্র জগতের সুখ তথা হিতের জন্য সর্বত্র বিতরণ করতে হয়। অবশিষ্ট কিঞ্চিৎমাত্র অমৃত অর্থাৎ কণিকামাত্র প্রসাদ স্বয়ং গ্রহণ করতে হয়।"[২]

এইজন্যই শাস্ত্রের নির্দেশ—সাধক পূজান্তে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করে স্বয়ং গ্রহণ করবেন। ভগবানের প্রসাদ সকলের জন্যই সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁরা ভগবদ্‌ভক্ত একমাত্র তাঁরা প্রসাদকে প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে পারেন, অন্যেরা নয়। প্রসাদগ্রহণ ব্যাপারটি প্রকৃত প্রস্তাবে মনের ব্যাপার। মন যাঁর প্রসাদগ্রহণের উপযোগী, শুধু তিনিই যথার্থ প্রসাদগ্রহণ করতে পারেন। যাঁর দেবতার প্রতি যথার্থ ভাবভক্তি আছে তাঁরই মন দেবতার

১ অনিবেদ্যং ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ। অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্‌বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
—মৎস্যসূক্তবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, পরিঃ ২, ১০ম সং, পৃঃ ১০০

২ দ্রঃ পূ ত, P, 121

প্রসাদ গ্রহণের উপযোগী হতে পারে। এইজন্যই শাস্ত্রে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদবিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাহ্যপ্রসাদদ্রব্য প্রসাদতত্ত্বেরই প্রতীক।

শক্তিসাধনার অন্যতম সাধন পূজার একটি সাধারণ বিবরণমাত্র দেওয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন সাধকদের। তাঁরা সেটি শাস্ত্র এবং গুরুর কাছ থেকেই জেনে থাকেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

যোগ

সিদ্ধি কুণ্ডলিনীজাগরণসাপেক্ষ—পূজার বিষয় আলোচনা করা গেল। তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত কুণ্ডলিনী না জাগলে পূজার্চাদি কিছুই সফল হয় না। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—মূলাধারে কুণ্ডলিনী যতকাল নিদ্রিতা থাকবেন ততকাল মন্ত্র যন্ত্র অর্চনাদি কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না।[১] ঘেরণ্ডসংহিতার মতে[২] সাধকদেহে যেপর্যন্ত কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকেন সে-পর্যন্ত সাধক পশুতুল্য, কোটি যোগাভ্যাস করলেও তার যথার্থ জ্ঞান জন্মে না। যদি কোনো সাধকের বহুপুণ্যফলে দেবী কুণ্ডলিনী জেগে উঠেন তা হলে মন্ত্র-যন্ত্র-অর্চনাদি সব কিছুতেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় এবং তখন সাধক অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত হয়ে শিবের মতো জগতে বিচরণ করেন।[৩]

যোগের দ্বারা কুণ্ডলিনীজাগরণ— দেবী পুণ্যফলে জাগেন বটে কিন্তু তার জন্য সাধনাও করতে হয়। সে-সাধনা প্রধানতঃ যোগসাধনা। গন্ধর্বতন্ত্রের অভিমত যোগ ব্যতীত কুণ্ডলিনীর চঙ্ক্রমণ হয় না।[৪] রুদ্রযামলেও কুণ্ডলিনীকে যোগাধীনা বলা হয়েছে।[৫]

অন্য উপায়ে কুণ্ডলিনীজাগরণ—তবে যোগ বলতে যদি শুধু প্রাণায়াম মূলবন্ধ প্রভৃতি হঠযোগপ্রক্রিয়া মনে করা হয় তা হলে বলতে হয় শুধু যোগ নয়, বিশ্বাস প্রেম ভক্তি কর্ম জ্ঞান এ-সবের দ্বারাও কুণ্ডলিনীকে জাগান যায়। এমনকি সঙ্গীতের দ্বারাও কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্ভবপর। কারণ কুণ্ডলিনী নাদব্রহ্ম। স্বরও নাদব্রহ্ম। তাই যথাবিহিত বিশুদ্ধ স্বর সাধক গায়কের কুণ্ডলিনীকে জাগাতে পারে।

সাধারণ সাধকের কুণ্ডলিনীজাগরণের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে কর্ম জ্ঞান যোগ এবং ভক্তি সব মিশিয়ে সাধকের অধিকার অনুসারে সাধনার ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে।[৬] অন্যভাবে বলা যায় সাধকের অধিকার অনুসারে তন্ত্রশাস্ত্রে যে যে সাধনা বিহিত হয়েছে যথাযথভাবে তা করতে পারলেই যথাসময়ে কুণ্ডলিনী জেগে উঠেন। ন্যাস জপ পূজা প্রভৃতি যে-কোনো শাস্ত্রীয় উপায়ে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হতে পারে।[৭]

১ মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবন্ন কিঞ্চিৎ সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদিকম্।—গ ত ৬।৩৬-৩৭

২ যাবৎ সা নিদ্রিতা দেহে তাবজ্জীবঃ পশুর্যথা। জ্ঞানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ।—ঘে স ৩।৪৫

৩ জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদমায়াস্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চনাদয়ঃ।
শিববদ্ বিহরেল্লোকে অষ্টৈশ্বর্যসমন্বিতঃ।—গ ত ৬।৩৭-৩৮

৪ বিনা যোগং ন সিধ্যেত কুণ্ডলীচঙ্ক্রমঃ প্রভো।—ঐ ৬।৩৬

৫ বেদাধীনং মহাযোগং যোগাধীনা চ কুণ্ডলী।—রু যা, উ ত, পঃ ২১

৬ Tantra As a way of Realization, C. H. I., Vol. IV., p. 238 ৭ ঐ

অবশ্য যোগশব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে যোগ ব্যতীত কুণ্ডলিনী জাগেন না এ কথা বলা যায়। কেন না ভক্তিযোগ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ—এর কোনো না কোনো একটি অবলম্বন না করে কোনো সাধনাই হয় না। কাজেই ব্যাপক অর্থে সাধনামাত্রই যোগসাধনা। অতএব যোগ ব্যতীত কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় না। কেন না কুণ্ডলিনীর জাগরণ সাধনা-সাপেক্ষ।

তবে সাধারণতঃ কুণ্ডলিনীজাগরণ-সম্পর্কে যোগ বলতে কুণ্ডলিনীযোগ বা হঠযোগ তথা লয়যোগই বুঝায়।

কুণ্ডলিনী—শাক্তদর্শনের প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। লক্ষ্য করা গেছে কুণ্ডলিনী পরাশক্তি শব্দব্রহ্ম মহাত্রিপুরসুন্দরী এবং কামকলা। তিনি মাতৃকারূপিণী সর্বমন্ত্রময়ী সর্বতত্ত্বময়ী সর্বদেবময়ী।

ব্রহ্মস্বরূপা সনাতনী কুণ্ডলিনী বিশ্বসৃষ্টিকারিণী ও বিশ্বরূপিণী। তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা বিশ্বাতীতা ও জ্ঞানরূপা।[১] এই কুণ্ডলিনী তান্ত্রিক সাধকের ইষ্টদেবতা।[২] কাজেই একদিক্ দিয়ে বলা যায় উচ্চতর তান্ত্রিক সাধনামাত্রই কুণ্ডলিনীর সাধনা।

শারদাতিলকে বলা হয়েছে[৩]—পরদেবতা কুণ্ডলিনী চৈতন্যরূপিণী সর্বত্রগামিনী বিশ্বরূপিণী নিত্যানন্দা শিবস্বরূপা অথবা শিবসন্নিধি প্রাপ্ত হয়ে অবস্থিতা (শিবশক্তিতে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করে শিবসন্নিধি প্রাপ্ত হয়ে অবস্থিতা বলতে হয়) এবং তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তিনি দেশকালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্না, সর্বদেহানুগা অর্থাৎ শব্দতঃ এবং অর্থতঃ স্ত্রীপুংনপুংসকলিঙ্গব্যাপিনী। পরাপর বিভাগে তিনি পরা প্রকৃতি। (অবশ্য স্বরূপতঃ অপর অর্থাৎ পুংনপুংসকপ্রকৃতিও তিনি)। যোগীদের হৃদয়পদ্মে তিনি তত্ত্বরূপে নৃত্যপরায়ণা। সর্বপ্রাণীর মূলাধারে তিনি বিদ্যুতাকারে স্ফুরিতা হন। শঙ্খের আবর্ত যেমন শঙ্খকে ঘিরে অবস্থান করে তেমনি তিনি শিবকে ঘিরে অবস্থান করছেন। তিনি আছেন কুণ্ডলীভূত সর্পের আকারে।

কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে অন্যভাবেও বিচার করা হয়। "শক্তির দুইরূপ স্বীকার করা হয়—চিৎ

---

১ ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীম্। শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম্।
বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্ধ্ববাহিনীম্।—ষ নি ১১ সংখ্যক শ্লোকের টীকাধৃত

২ নিজেষ্টদেবতারূপা দেহসংস্থা চ কুণ্ডলী।—মাতৃ ত ১৪।২

৩ ততশ্চৈতন্যরূপা সা সর্বগা বিশ্বরূপিণী। শিবসন্নিধিমাসাধ্য নিত্যানন্দগুণোদয়া।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্না সর্বদেহানুগা শুভা। পরাপরবিভাগেন পরাশক্তিরিয়ং স্মৃতা।
যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা। আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ।
শঙ্খাবর্তক্রমাদ্ দেবী সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী।—শা তি ১।৫১-৫৪

আর অচিৎ। চিৎশক্তির আবার দুইরূপ—সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শক্তির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না; সক্রিয় অবস্থায় ক্রিয়ার দ্বারা তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় তখন প্রকাশস্বরূপ শিবও অপ্রকাশ থাকেন; শক্তি সক্রিয় হলে শিবও তাঁর আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। অচিৎশক্তি পরিগ্রহশক্তি বা উপাদানশক্তি (লীলাশক্তি) নামে পরিচিত। অচিৎশক্তিরও শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ এই দুইরূপ। শুদ্ধ অচিৎশক্তি মায়াতীত বিশুদ্ধ জগতের উপাদান, বৈষ্ণবেরা এঁকেই বলেন শুদ্ধসত্ত্ব আর তান্ত্রিকেরা বিন্দু বা মহামায়া। অশুদ্ধ অচিৎশক্তির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমেত সমগ্র মায়িক জগৎ প্রকাশিত হয়। শুদ্ধ অচিৎশক্তির নামান্তর কুলকুণ্ডলিনী।[১]

বলাবাহুল্য এই মত মতমাত্র। সাধারণতঃ তন্ত্রে পরাশক্তি কুণ্ডলিনী চিদচিৎ-উভয়াত্মিকা বলেই বর্ণিত হয়েছেন।

মূলাধারে কুণ্ডলিনী— তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে জীবদেহে মূলাধারে পরদেবতা আত্মশক্তি কুণ্ডলিনী সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন আর তাঁর কুণ্ডলীতে আছে সাড়েতিন পাক।[২] পদ্মের মৃণালের সূত্রের মত তাঁর আকার, সেটি আগুনের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। তিনি সকলের জননী, কোটিসূর্যের প্রভার মতো তাঁর প্রভা।[৩]

মূলাধারে কুণ্ডলিনীর অবস্থান শাস্ত্রে বিশদভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মূলাধারে একটি চতুর্দল রক্তপদ্ম আছে। গুহ্যদেশ থেকে ঊর্ধ্বে এবং লিঙ্গমূল থেকে নীচে সুষুম্নানাড়ীর মুখসংলগ্ন এই অধোমুখ পদ্মটি অবস্থিত।[৪]

এই পদ্মের কর্ণিকারাভ্যন্তরে বজ্রা নাড়ীর মুখে আছে ত্রৈপুরনামক তড়িৎসদৃশ উজ্জ্বল কোমল ত্রিকোণ। সর্বদা সেই ত্রিকোণ ব্যাপ্ত করে আছে কোটিসূর্যের মতো উজ্জ্বল বাঁধুলিফুলের চেয়েও লাল জীবধারক কন্দর্পনামক বায়ু।[৫] শ্রীক্রমমতে এই ত্রিকোণ কামাখ্যাযোনি এবং কন্দর্প অপানবায়ু।[৬]

---

১ পু ত. pp. 59-60

২ (i) মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা। শয়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা।—ঘে স ৩।৪৪
(ii) প্রসুপ্তভুজগাকারা ত্রিরাবর্ত্তা মহাদ্যুতিঃ।—ত রা ত ৩০।৬৫

৩ প্রজ্বলদ্ ভুজগাকারা পদ্মতন্তুনিভা শুভা। সর্বেষাং জননী প্রোক্তা সূর্যকোটিসমপ্রভা।
—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৫০-এর শঙ্করকৃত টীকা

৪ অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধো গুদোর্ধ্বং চতুঃশোণপত্রম্।
অধোবক্ত্রম্··· ।—ষ নি, শ্লো ৪

৫ বজ্রাখ্যাবক্ত্রদেশে বিলসতি সততং কর্ণিকামধ্যসংস্থম্।
কোণং তৎ ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎকোমলং কামরূপম্।
কন্দর্পো নাম বায়ুর্নিবসতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ।
জীবেশো বন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্যপ্রকাশঃ।—ষ নি, শ্লো ৮

৬ কর্ণিকায়াং স্থিতা যোনিঃ কামাখ্যা পরমেশ্বরী। অপানাখ্যং হি কন্দর্পম্ আধারে তৎত্রিকোণকে।
—দ্রঃ ঐ, বিশ্বনাথকৃত টীকা

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ও কুণ্ডলিনী—শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে আছে—উক্ত ত্রিকোণমধ্যে কাম-বীজের উপরে অধোমুখ সরন্ধ্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অবস্থিত।[১] মৃণালসূত্রের মতো সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী কুলকুণ্ডলী স্বীয় মুখের দ্বারা ব্রহ্মদ্বার অর্থাৎ উক্ত স্বয়ম্ভুলিঙ্গের রন্ধ্র মৃদুভাবে আচ্ছাদন করে অবস্থান করছেন। নবীন বিদ্যুন্মালার স্থিরতর শোভার মতো শোভাশালিনী সর্পতুল্যা সুপ্তা কুণ্ডলিনী শঙ্খাবর্তের মতো শিবের গায়ে সাড়েতিন পাকে জড়িয়ে আছেন।[২]

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধোবক্ত্র, কুণ্ডলিনী ও অধোবক্ত্রা। শ্রীক্রমে বলা হয়েছে[৩]—পরদেবতা কুণ্ডলী অধোবক্ত্রা ও ঊর্ধ্বপুচ্ছা এবং তাঁর বিদ্যুল্লতার মতো আকৃতি। তিনি সর্বাত্মা। সুপ্তা ভুজঙ্গিনীর মতো ব্যক্ত হচ্ছেন। তিনি ব্রহ্মদ্বারমুখ[৪] আপন মুখের দ্বারা সর্বদা আচ্ছাদন করে ঘুমিয়ে আছেন।

ব্রহ্মদ্বার—গোরক্ষ-সংহিতায় বলা হয়েছে যে-দ্বার দিয়ে নিরাময় ব্রহ্মস্থানে যাওয়া যায় তাই ব্রহ্মদ্বার। কুলকুণ্ডলিনী সেই ব্রহ্মদ্বার মুখ দিয়ে ঢেকে রাখেন।[৫] পূর্বোক্ত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-রন্ধ্র এই ব্রহ্মদ্বার।

নাড়ীসংবেষ্টনী কুণ্ডলিনী—কুণ্ডলিনী শুধু যে শিবকে বেষ্টন করে আছেন তা নয়, সমস্ত নাড়ীকেও সংবেষ্টন করে বিরাজ করছেন। শিবসংহিতায় বলা হয়েছে[৬]—গুহ্যদেশ ও মেঢ্রের মধ্যবর্তী স্থানে আছে অধোমুখ যোনি (ত্রিকোণ)। সেখানে আছে কন্দ[৭]

---

১ (i) স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধ্রং পশ্চিমাননম্। ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি শিবং শ্যামলসুন্দরম্।—শা ত, উঃ ৪

(ii) অয়ং স্বয়ম্ভুঃ কামবীজোপরিস্থিতঃ।—ষ নি, শ্লো ৯-এর কালীচরণকৃত টীকা।

২ তস্যোর্ধ্বে বিসতন্তুসোদরলসৎসূক্ষ্মা জগন্মোহিনী। ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তী স্বয়ম্। শঙ্খাবর্তনিভা নবীনচপলামালাবিলাসাস্পদা। সুপ্তা সর্পসমা শিবোপরি লসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ।
—ষ নি, শ্লো ১০

৩ অধোবক্ত্রা স্থিতা দেবী ঊর্ধ্বং পুচ্ছাতিশোভনা। অত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পরিস্ফুরতি সর্বাত্মা সুপ্তা হি ভুজগাকৃতিঃ। ব্রহ্মদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাবৃত্য তিষ্ঠতি।
—শ্রীক্রমবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ১০-এর বিশ্বনাথকৃত টীকা

৪ যেন দ্বারেণ কুণ্ডলিন্যা ব্রহ্মণি গমনং তৎ দ্বারমাহ ব্রহ্মদ্বারমিতি। —ষ নি, শ্লো ৩-এর বিশ্বনাথকৃত টীকা

৫ ব্রহ্মদ্বারমুখং নিত্যং মুখেনাবৃত্য তিষ্ঠতি। যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ম্।
—গোরক্ষসংহিতাবচন, দ্রঃ ঐ

৬ পশ্চিমাভিমুখী যোনিঃ গুদমেঢ্রান্তরালগা। তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা। সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সার্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ। মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্নাবিবরে স্থিতা।—শি সং ৫।৭৯-৮০

৭ সমস্ত নাড়ীর মূলকে বলে কন্দ। কন্দের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—
গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্ধ্বং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ। চতুরঙ্গুলবিস্তারঃ কন্দমূলং খগাণ্ডবৎ।
নাড্যস্তস্মাৎ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ।—(দ্রঃ ষ নি, শ্লো ১-এর কালীচরণকৃত টীকা)—গুহ্যদেশ থেকে দু আঙুল উপরে এবং মেঢ্র থেকে দু আঙুল নীচে চার আঙুল পরিমাণ কন্দমূল। এটির আকার পাখীর ডিমের মতো। এর থেকে বাহাত্তর হাজার নাড়ী বেরিয়েছে।

এবং সেই কন্দে কুণ্ডলিনী সর্বদা বর্তমান। তিনি সুষুম্নানাড়ীর বিবরে অবস্থিতা। সাড়েতিন পাকে সমস্ত নাড়ীকে বেষ্টন করে অবস্থান করছেন।

কুণ্ডলিনী প্রাণশক্তি ও জীবশক্তি—কুণ্ডলিনী বিশ্বের প্রাণশক্তি এবং জীবদেহে জীবশক্তি। জীবশক্তি প্রাণাকারে অভিব্যক্ত।[১]

মানুষ ঘুমিয়ে থাকলেও যেমন তার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে তেমনি সুপ্তা কুণ্ডলিনীরও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস অব্যাহত থাকে। ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে—এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাই তিনি জগতের জীবকে ধারণ করে আছেন।[২] তার অর্থ কুণ্ডলিনীর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসই জীবের প্রাণপ্রবাহের মূল, কুণ্ডলিনীই জীবের জীবত্বের আধার।

কুণ্ডলিনীর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস জীবের বা বিশেষদেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমষ্টিরূপ। জীবের প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে হং এবং স এই অক্ষর দুটি অভিব্যক্ত হচ্ছে। সেইজন্য প্রাণকে বলা হয় 'হংস'। জীবাত্মা হংসরূপে অবস্থিত।[৩] কুণ্ডলিনীশক্তি এই হংসকে আশ্রয় করে আপনাকে ব্যক্ত করেন।[৪]

কুণ্ডলিনীর দুইরূপ—প্রাণাকারে অভিব্যক্ত পরাশক্তি কুণ্ডলিনীকে প্রাণকুণ্ডলিনী বলা হয়।[৫] কুণ্ডলিনীর এই রূপ অস্থির গতিশীল ব্যক্ত (dynamic, kinetic)।

কুণ্ডলিনীর অন্য রূপ স্থির অব্যক্ত (static, potential)। পরাশক্তি যখন এইরূপে অবস্থান করেন তখনই তাঁকে সুপ্ত কল্পনা করা হয়। কারণ সুপ্ত মানুষ যে নিষ্ক্রিয় তা ব্যবহারিক জগতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

কুণ্ডলিনী- বা কুণ্ডলী-শব্দের ব্যাখ্যা—সাপ যখন ঘুমোয় তখন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়। সেইজন্য যে-শক্তি সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয় তাকে কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনী বলা হয়।[৬]

প্রাণতোষিণীর মতে মূলাধারে সাপের মতো কুণ্ডলীপাকান নাড়ী আছে। সেই নাড়ীর মধ্যে অবস্থিতির জন্য এই শক্তিকে কুণ্ডলী বলা হয়।[৭]

১ জীবশক্তিঃ কুণ্ডলাখ্যা প্রাণাকারেণ তেন সা।—ত রা ত ৩০।৬৪

২ শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্যতে। সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলিঃ।
—ষ নি, শ্লো ১১

৩ উচ্ছ্বাসে চৈব নিশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। তস্মাৎ প্রাণস্তু হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ।
—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ১১-এর বিশ্বানাথকৃত টীকা

৪ বিভর্তি কুণ্ডলিনীশক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা।—শা তি ২৫।৩৭

৫ M. M. Gopinath Kaviraj, Śākta philosophy, H. Ph. E. W., p. 416

৬ সর্পকুণ্ডলিনীভাবাল্লোকে কুণ্ডলিনী মতা।—সি স ৪।২০

৭ মূলাধারে সর্পবৎ কুণ্ডলিনীভূতা নাড়ী বর্ততে তন্মধ্যস্থায়িত্বাদিয়ং কুণ্ডলী।
—প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৬, ব সং, পৃঃ ৪১

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কুণ্ডলীশক্তি সাপের মতো কুণ্ডলীপাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন বলে তাঁকে ভুজগী বা সর্পী বলা হয়। যোগীর যোগদৃষ্টির সামনে তিনি সর্পাকারে প্রত্যক্ষ হয়েছেন সেইজন্য তাঁকে সর্পী বলা হয়েছে। অবশ্য তাঁকে সর্পী বা ভুজগী বলার আরেকটি কারণও অনুমান করা যায়। কুণ্ডলী প্রাণশক্তি। সর্পকে প্রাণশক্তির প্রতীক মনে করা হয়।[১] এ রকম কল্পনা অতি প্রাচীন। পরস্পরের গায়ে গায়ে জড়ান জোড়া সাপের অলঙ্করণমূর্তি (motif) মেসোপটেমিয়ার লেগাশের রাজা গুডিয়ার (King Gudea of Lagash) যজ্ঞীয় পানপাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে। এই রাজার সময় আনুমানিক ২৬০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। ভারতীয় শিল্পেও ঐ রকম সময় থেকেই এই ঐতিহ্যটি চলে আসছে।[২]

সাপ যে প্রাণশক্তির প্রতীক সাধারণ লোকবিশ্বাসেও তার নিদর্শন আছে। সাপের স্বপ্ন দেখলে লোকে মনে করে বংশবৃদ্ধি হবে। কাজেই প্রাণশক্তি কুণ্ডলিনীকে সর্পী মনে করার মূলে এ রকম একটি বিশ্বাস থাকাও অসম্ভব নয়।

কুণ্ডল শব্দের এক অর্থ আবেষ্টন। জগন্মাতা মহাশক্তি শব্দার্থময় বিশ্ব সৃষ্টি করে তাকে বেষ্টন করে থাকেন বলে তাঁকে কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনী বলা হয়।[৩]

মূলাধারস্থ যে-কন্দের কথা একটু আগে বলা হয়েছে তাকে বলে কুণ্ড।[৪] এই কুণ্ডকে যে-শক্তি অবস্থিতিস্থানরূপে গ্রহণ করেছেন (কুণ্ড+√লা+ড+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) তিনি কুণ্ডলী। কিংবা কুণ্ডল অর্থ কুণ্ডযুক্ত (কুণ্ড+লচ্ অস্ত্যর্থে)। দেবী কুণ্ডলযুক্তা অর্থাৎ কুণ্ডকে বেষ্টন করে রয়েছেন এই জন্য তিনি কুণ্ডলী।

মহাকুণ্ডলী কুণ্ডলী কুলকুণ্ডলী— লক্ষ্য করা গেছে জীবদেহে মূলাধারে অবস্থিতা পরাশক্তিকে কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনী বলা হয়। এটি তাঁর ব্যষ্টিরূপ। এইরূপে তিনি চিৎশক্তি এবং মায়াশক্তি।[৫] সমষ্টিরূপে তাঁকে বলা হয় মহাকুণ্ডলী। মহাকুণ্ডলী চিদ্রূপিণী, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। তিনি পরম শিব থেকে অভিন্ন। তিনি সহস্রারে পরমশিবকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করে শিববিন্দুর সঙ্গে এক হয়ে আছেন।[৬] পূর্বেই বলা হয়েছে মূলাধারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছেন কুণ্ডলী। কেউ কেউ এটিকে শক্তির অচিদ্রূপ বলেন।[৭]

কুণ্ডলীকে কুলকুণ্ডলীও বলা হয়। লক্ষ্মীধর কুল শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন কু অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্ব যাতে লীন হয় তাই কুল। এই কুল আধারচক্র অর্থাৎ মূলাধারচক্র। কারণ

---

১ M. S. I. A. C., p. 67 ২ M. S. I. A. C., pp. 72-73

৩ P. T., Part II, 2nd Ed., Intro., pp. 596-97

৪ সুষুম্নায়া মূলে যৎকুণ্ডং কমলকন্দাকারং আধারকন্দম্।—সৌ ল, শ্লো ১০-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৫ Ś. Ś., 4th Ed., p. 699 ৬ G. L., 3rd Ed., pp. 212, 213

৭ পু ত, p. 61

মূলাধারচক্রে পৃথ্বীতত্ত্ব অবস্থিত। লক্ষণা দ্বারা সুষুম্নামার্গকে কুল বলা হয়।[১] এই সুষুম্নাতে যে-কুণ্ডলী অবস্থান করছেন তিনি কুলকুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনী।

আবার কুল অর্থ শক্তি।[২] কুণ্ডল বা বৃত্তবিশিষ্টা অর্থাৎ বৃত্তাকারা যিনি তিনি কুণ্ডলী। যে কুল অর্থাৎ শক্তি কুণ্ডলী তিনি কুলকুণ্ডলী। এই অর্থে মহাকুণ্ডলীকেও কুলকুণ্ডলী বলা যায়। তবে সাধারণতঃ ব্রহ্মাণ্ডে যিনি মহাকুণ্ডলী পিণ্ডে তাঁকেই কুলকুণ্ডলী বলা হয়।[৩] অর্থাৎ মহাকুণ্ডলীই জীবদেহে কুণ্ডলীরূপে অবস্থান করছেন। মহাকুণ্ডলী ব্রহ্মস্বরূপিণী। কাজেই তাঁর নির্গুণ এবং সগুণ এই দুই রূপ। নির্গুণরূপে তিনি চৈতন্যরূপিণী আনন্দরূপিণী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী এবং সগুণরূপে সর্বভূতপ্রকাশিনী।[৪] মহাশক্তি মহাকুণ্ডলী সর্বভূত-প্রকাশিনী এর অর্থ তিনি সর্বভূত অর্থাৎ সর্ববস্তু অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে অভিব্যক্ত করেন। আবার তিনিই সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত হন। কেন না তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা।

সার্দ্ধত্রিবৃত্তাদির ব্যাখ্যা—মহাকুণ্ডলী যে সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকারে শিবকে বেষ্টন করে আছেন তার এক একটি বৃত্তকে দেবীর একেকটি রূপ বা অবস্থার প্রতীক বলা যায়। একবৃত্তান্বিতা মহাকুণ্ডলী বিন্দু। দ্বিবৃত্তান্বিতা মহাকুণ্ডলী পুরুষ-প্রকৃতি-আত্মিকা। ত্রিবৃত্তান্বিতা দেবী ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া এই ত্রিশক্ত্যাত্মিকা এবং রজ-সত্ত্ব-তম এই ত্রিগুণাত্মিকা।[৫] আবার কুণ্ডলীর সার্দ্ধত্রিবলয়কে প্রকৃতি, তার ত্রিগুণ এবং তার বিকৃতিও বলা হয়েছে।[৬]

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আর তার বিকৃতি এই নিয়ে সৃষ্টি।[৭] ত্রিবৃত্ত বা ত্রিবলয়ের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বুঝান হয়েছে আর অর্দ্ধ বৃত্তের দ্বারা বুঝান হয়েছে বিকৃতি। বিকৃতি পূর্ণপ্রকৃতি নয়, আবার প্রকৃতিও বটে, কেন না প্রকৃতির থেকেই তা উদ্ভূত। মনে হয় এই তত্ত্বটিকে বুঝাবার জন্য বিকৃতিকে অর্দ্ধবৃত্ত বা অর্দ্ধবলয় বলা হয়েছে। কাজেই সার্দ্ধ-ত্রিবৃত্তকে সৃষ্টির প্রতীকও বলা যায়।

১ কুঃ পৃথিবীতত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়া সুষুম্নামার্গঃ কুলমিত্যুচ্যতে।
—সৌ ল, শ্লো ১০-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

২ অকুলং শিবতামুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতা।—কু ত, উঃ ১৭

৩ Tantra As a way of Realization, Ś. R. C. M., Vol. II, p. 183

৪ (i) সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী। নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্বভূতপ্রকাশিনী। আনন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী।
—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, প্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৭

(ii) S. P., 2nd Ed., 1924, p. 86

৫ G. L., 3rd Ed., p. 212 ৬ Ś. Ś., 4th Ed., p. 698

৭ প্রকৃত্যা জায়তে পুংস প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ। তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে।
প্রকৃত্যা জায়তে সর্বং পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে।—নি ত, পঃ ৩

তবে কুণ্ডলীর যে শুধু সাড়ে তিন বৃত্ত বা বলয় আছে তা নয়, তাঁর আরও অধিক সংখ্যক বলয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন শাণ্ডিল্যোপনিষদে বলা হয়েছে কুণ্ডলিনীশক্তি অষ্টপ্রকৃতিরূপে অষ্টকুণ্ডলী করে অবস্থান করছেন।[১] এই কুণ্ডলীই বৃত্ত বা বলয়। কুণ্ডলিনীর একান্ন পর্যন্ত বলয় বা বৃত্তের কথা পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি বলয় বা বৃত্ত এক একটি মাতৃকাবর্ণের প্রতীক।[২]

মহাকুণ্ডলী ও সৃষ্টি— মহাকুণ্ডলী সর্বতত্ত্বময়ী সৃষ্ট্যাত্মিকা নানাবিচিত্রক্রিয়োদ্যোগ-প্রপঞ্চমূর্তি[৩] বিশ্বরূপা। তিনি যখন তাঁর আত্মলীন সুপ্তাবস্থা ত্যাগ করে প্রসারিত হন তখনই চিদচিৎ-জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রসার এবং সঙ্কোচনই জগতের সৃষ্টি এবং সংহার। এইজন্য তাঁকে জগতের মূল বলা হয়।[৪] বহুবিচিত্র স্থূলসৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে কুণ্ডলী-শক্তির স্থূলরূপ। এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এই স্থূলরূপের অন্তরালে তাঁর যে-সূক্ষ্মরূপ রয়েছে সে-রূপে তিনি সর্বগা ব্যাপ্তিব্যাপকবর্জিতা।[৫] এটি তাঁর স্বরূপ। শুধু গুরুর আশ্রয়েই তাঁর এই রূপের উপলব্ধি হতে পারে।[৬]

শক্তির স্থির অব্যক্ত এবং অস্থির ব্যক্ত এই দুই রূপের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মেরুর বা দণ্ডের দুই প্রান্তের মতো এই দুইরূপ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। সৃষ্টির সর্বত্র কুণ্ডলীশক্তি এই উভয়রূপে বিরাজ করেছেন। তাঁর এই উভয়রূপের সমবায়েই সৃষ্টি। সেইজন্য সৃষ্টি বা অভিব্যক্ত পদার্থের অণুপরমাণুতেও এই উভয়রূপ পরিলক্ষিত হয়। যে-শক্তি ব্যক্ত ও সচল তার মূলে আছে তারই অব্যক্ত ও নিশ্চল রূপ। এই শেষোক্ত শক্তি অর্থাৎ অব্যক্ত নিশ্চল শক্তি অমেয় অপরিসীম। যা ব্যক্ত ও সচল তা এই সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র।[৭]

সৃষ্টির আধার কুণ্ডলিনী—কুণ্ডলিনী সৃষ্টির আধারও বটে, পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড উভয়ত্র। সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে বলা হয়েছে পরংপরাস্বরূপা কুণ্ডলিনী পিণ্ডের আধার এবং দেহসিদ্ধি-কারিণী।[৮]

---

১ অষ্টপ্রকৃতিরূপাঽষ্টধাকুণ্ডলীকৃতা কুণ্ডলিনী শক্তির্ভবতি।—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ ১।৪।৮
পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই অষ্টপ্রকৃতি।—দ্রঃ দর্শনোপনিষদের (৪।১১) উপনিষদ্ব্রহ্মযোগীকৃত ভাষ্য (Yoga Upanishads, Adyar Library, 1920)

২ G, L., 3rd Ed., p. 218

৩ নানাচিত্রক্রিয়োদ্যোগপ্রপঞ্চময়বিগ্রহা।—সি স ৪।১৯

৪ শক্তিপ্রসরসঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংহৃতী। ভবতো নাত্র সন্দেহস্তস্মাত্তন্মূলমুচ্যতে।—ঐ ৪।২৪

৫ বহুধা স্থূলরূপা চ লোকানাং প্রত্যয়াত্মিকা। অপরা সর্বগা সূক্ষ্মা ব্যাপ্তিব্যাপকবর্জিতা।—ঐ ৪।৩১

৬ স্বস্বরূপদশায়াং সা বোধনীয়া গুরুশ্রিতা।—ঐ ৪।৩৩

৭ Tantra As a way of Realization, S. R. C. M., Vol. II, p. 183

৮ পরংপরাস্বরূপা সা পিণ্ডাধারতয়া স্রুতা। ভবেৎ কুণ্ডলিনী যদ্বৎ পিণ্ডসংসিদ্ধিকারিণী।—সি স ৪।১৮

পিণ্ড জীবদেহ। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-ভেদে জীবদেহ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ দেহেরই আধার কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনীই কেন্দ্রীয় কীলক (pivot) যার উপরে জীবের শারীরিক প্রাণিক এবং মানসিক শক্তিসমবায়ে জটিল দেহযন্ত্রটি আবর্তিত হয়।[১] স্বরূপতঃ চিদ্রূপিণী কুণ্ডলিনীই দেহাবচ্ছিন্ন জীব। কাজেই দেহযন্ত্রটিও তিনি এবং তাকে চালাচ্ছেনও তিনি। শুধু জীব নয়, সৃষ্টির যে-কোনো পদার্থ সৃষ্টি করে তথা সেই পদার্থরূপে প্রসৃত হয়ে তিনি তার কেন্দ্রস্থলে নিশ্চল আত্মলীন হয়ে অবস্থান করছেন।[২]

তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন আধুনিক বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। একটি অণুর মধ্যে যে কি প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে তা জড়বিজ্ঞান হাতেকলমে পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছে। তবে জড়বিজ্ঞানের মতে এই শক্তি জড়শক্তি কিন্তু তন্ত্রের মতে এই শক্তি চিদ্রূপিণী মহাশক্তিরই রূপ বিশেষ, এই যা পার্থক্য। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলেই এই পার্থক্যটুকুও ঘুচে যাবে এবং বিজ্ঞান তান্ত্রিক সিদ্ধান্তের পুরোপুরি সমর্থন করবে।

মানবদেহের কেন্দ্র—জীবদেহের কেন্দ্র মূলাধার আর সেইজন্যই কুণ্ডলিনী এই মূলাধারে ভুজগাকারে সুপ্ত রয়েছেন। শাণ্ডিল্যোপনিষদে মানবদেহের মধ্যস্থান বা কেন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে মধ্যস্থানটি গুহ্যদেশের দু আঙ্গুল উর্ধ্বে এবং মেঢ্রের দু আঙ্গুল নীচে।[৩] এই স্থানটিই মূলাধার।[৪] কাজেই দেখা গেল জীবদেহের কেন্দ্রস্থলেই আছেন নিশ্চল কুণ্ডলিনী।

কুণ্ডলিনীর মূলাধারে অবস্থানের অবশ্য অন্য ব্যাখ্যাও আছে। সৃষ্ট্যাত্মিকা ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বময়ী শক্তি স্থূলতমতত্ত্ব ক্ষিতিতত্ত্বরূপে যখন প্রসৃত হয়ে গেলেন তখন সৃষ্টিমুখে তাঁর আর কোনো কর্ম রইল না। কাজেই এই ক্ষিতিতত্ত্বেই তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। নরদেহে মূলাধারই ক্ষিতিতত্ত্বের স্থান। এইজন্যই কুণ্ডলিনী মূলাধারে প্রসুপ্তা।[৫]

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে সমষ্টিসৃষ্টির ক্ষেত্রে মহাকুণ্ডলী বিশ্রাম করছেন অর্থাৎ আত্মলীন হয়ে আছেন সহস্রারে। নরদেহে মস্তকশীর্ষ সহস্রারের স্থান। সর্বব্যাপিনী সমষ্টিশক্তির অবস্থান ব্যষ্টির অর্থাৎ জীবদেহের স্থানবিশেষে নির্দেশ করা হয়েছে সাধনার সৌকর্য্যার্থে। সহস্রারে শিবশক্তির উপলব্ধি হয়।[৬]

---

১ Tantra As a way of Realization, Ś. R. C. M., Vol. II, pp. 177-178

২ ঐ

৩ গুদাদ্ দ্ব্যঙ্গুলাদূর্ধ্বং মেঢ্রাদ্দ্ব্যঙ্গুলাদধো দেহমধ্যং মনুষ্যাণাং ভবতি।—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ ১।৪।৫

৪ গুদমেঢ্রান্তরালস্থং মূলাধারং ত্রিকোণকম্।—যোগশিখোপনিষৎ ১।১৬৮

৫ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 41

৬ Ś. Ś., 4th Ed., p. 683

পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড—বিষয়টির তাৎপর্য বুঝতে হলে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতত্ত্বটি পর্যালোচনা করতে হয়। এটি তন্ত্রের একটি মৌলিক তত্ত্ব। ষড়ধ্বার প্রসঙ্গে পূর্বেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। তন্ত্রমতে পিণ্ড ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড।[১] কাজেই ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে তা সবই পিণ্ডেও আছে।[২]

শিবসংহিতায় বলা হয়েছে এই দেহেই অবস্থিত মেরু। সপ্তদ্বীপ সমস্ত সরিৎ সাগর পর্বত ক্ষেত্র ক্ষেত্রপাল ঋষি মুনি গ্রহনক্ষত্র পুণ্যতীর্থ পীঠস্থান পীঠদেবতা সৃষ্টিসংহারকারী ভ্রাম্যমান চন্দ্রসূর্য নভ বায়ু বহ্নি জল পৃথিবী। ত্রৈলোক্যে যে-সব প্রাণী আছে সে-সবই এই দেহে মেরুকে বেষ্টন করে স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত রয়েছে।[৩]

সংক্ষেপে বলা যায় চতুর্দশভুবন এবং তৎসম্পর্কিত যা কিছু সবই পিণ্ডে অবস্থিত। তন্ত্রাদিতে পিণ্ডে চতুর্দশ ভুবনের অবস্থানও নির্দেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় মূলাধারের নীচ থেকে পায়ের তলা অবধি স্থানে সপ্ত ভুবন অর্থাৎ সপ্ত পাতাল এবং মূলাধার থেকে আরম্ভ করে মস্তকশীর্ষ অবধি স্থানে ভূ ভুব প্রভৃতি সপ্তভুবন অবস্থিত।[৪]

পিণ্ডে চক্র—নরদেহ শক্তিরই রূপবিশেষ। কিন্তু দেহের সর্বত্র শক্তির প্রকাশ একরকম নয়। কতকগুলি বিশেষ কেন্দ্রে শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়। এই শক্তিকেন্দ্রগুলিকে বলা হয় চক্র। মূলাধার থেকে আরম্ভ করে দেহের ঊর্ধ্বদেশে চক্রের অবস্থান নির্দেশ করা হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে আছে সুষুম্নানাড়ী। সুষুম্না মূল অর্থাৎ মূলাধারস্থ কন্দ থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫] এই সুষুম্নানাড়ীর অভ্যন্তরেই চক্রের বা পদ্মের স্থান।[৬] মতান্তরে

---

১ প্রতিদেহং পরেশানি ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ।—নি ত, পঃ ১০

২ ব্রহ্মাণ্ডবর্তিযৎকিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেঽপ্যস্তি সর্বথা।—সি স ৩।২

৩ দেহেঽস্মিন বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা। পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ।
সৃষ্টিসংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ। নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ।
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ। মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে।
—শিবসংহিতা ২।১-৪

৪ শা ত, উঃ ১; সি স ৩।৩-৭

৫ মের মধ্যে স্থিতা যা তু মূলাদাব্রহ্মরন্ধ্রগা।—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ১-এর কালীচরণকৃত টীকা

৬ (i) সুষুম্নাগ্রন্থিসংস্থানি ষট্পদ্মানি যথাক্রমাৎ।—শা ত, উঃ ৪
(ii) সপ্তপদ্মং ময়েবোক্তং সুষুম্নাগ্রথিতং প্রিয়ে।—তারাকল্পবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ২-এর বিশ্বনাথকৃত টীকা
প্রত্যেক শক্তিকেন্দ্র অর্থাৎ চক্রেই এক একটি পদ্ম আছে। চক্র আর পদ্ম সমব্যাপক। এইজন্য ষট্‌-চক্রাদির ব্যাপারে চক্র ও পদ্ম পর্যায়বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

চক্র বা পদ্মের স্থান চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যে।[১] তবে প্রথমোক্ত মতটিরই প্রচলন বেশী। সুষুম্না-নাড়ীর অভ্যন্তরে বজ্রানাড়ী। তার অভ্যন্তরে চিত্রিণীনাড়ীর স্থান।[২] কাজেই সূক্ষ্মবিচার ছেড়ে দিলে সাধারণভাবে দ্বিতীয়োক্ত মতেও সুষুম্নার মধ্যেই চক্রের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে বলা যেতে পারে।

ষট্‌চক্র—চক্র বলতে সাধারণতঃ মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত এবং বিশুদ্ধ এই ছটি প্রধান চক্রকে বুঝায়। তবে ললনা সোমচক্র প্রভৃতি অন্যান্য চক্রের উল্লেখও শাস্ত্রে আছে।[৩]

চক্র প্রাণশক্তির কেন্দ্র—এই চক্রগুলি প্রাণশক্তির অতিসূক্ষ্ম কেন্দ্র। সজীব মানুষের দেহে প্রাণবায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। মানুষের প্রাণত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব চক্র মিলিয়ে যায়। এইজন্যই শবব্যবচ্ছেদ করে চক্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।[৪]

চক্র অতীন্দ্রিয় বস্তু, চর্মচক্ষে দেখা যায় না। একমাত্র যোগীর যোগদৃষ্টিতেই চক্র প্রত্যক্ষ হয়। অন্যের কাছে তা শুধু অনুমানের বিষয়।[৫]

স্থূল দেহের যে-অংশে যে-চক্রের স্থান নির্দেশ করা হয় সেই অংশ কিন্তু সেই চক্র নয়। চক্রের অবস্থিতিস্থানকে বরং চক্রাধিষ্ঠাত্রী সূক্ষ্মশক্তির স্থূলস্পন্দনসঞ্জাত বলা যায়।[৬] সেই স্থানটি ব্যাপ্ত করেই চক্র অবস্থিত এবং স্থানটিকে সম্ভবতঃ চক্র নিয়ন্ত্রিত করে। চিদ্রূপিণী মহাশক্তিই এই-সব চক্রের আকারে অভিব্যক্ত হন। শাস্ত্রে যে বিভিন্ন চক্রের বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা বলা হয়েছে সে-সব তাঁর বিভিন্ন রূপ।[৭]

চক্রোৎপত্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—সাধনতত্ত্ববিদ্ বলেন "শক্তি যখন সৃষ্টিপরিণতি অথবা বিবর্তনের দিকে ধাবিত হন তখন শক্তিমানের কথা স্মরণ হওয়ার জন্য এবং তাঁর আকর্ষণ অনুভব করার জন্য চলতে চলতে মাঝে মাঝে শক্তিমানের দিকে ফিরে যেতে চান। এই কারণে শক্তির মধ্যে কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ এই দুই গতি লক্ষিত হয়। এর ফলে শক্তির গতি অল্প সময়ের জন্য কিঞ্চিৎ বৃত্তাকার বা চক্রাকার ধারণ করে। এই চক্রাকার অবস্থা যোগশাস্ত্রের চক্রতত্ত্ব।"[৮]

এই চক্রজ্ঞান বিশেষ করে পূর্বোক্ত ষট্‌চক্রজ্ঞান তন্ত্রমতে সিদ্ধিকামী সাধকের পক্ষে অবশ্যই

---

১ মূলাদিষট্‌সরোজাতং চিত্রিণীগ্রথিতং প্রিয়ে। লিঙ্গাধোধ্বনাভিবুক্কণ্ঠভ্রূমধ্যদেশজম্।
মায়াতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষ নি. শ্লো ২-এর বিশ্বনাথকৃত টীকা

২ মধ্যে সুষুম্না তন্মধ্যে বজ্রাখ্যা লিঙ্গমূলতঃ। তন্মধ্যে চিত্রিণী সূক্ষ্মা বিসতন্তুসহোদরা।—ঐ

৩ Ś. Ś., 4th Ed., p. 682 ৪ Ibid, p. 684

৫ S. P., 2nd Ed., 1924, pp. 163-64 ৬ Ibid, p. 117

৭ Ś. Ś., 4th Ed., p. 684 ৮ পূ. ত, P. 47

থাকা প্রয়োজন। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—যে ষট্‌চক্রার্থ না জেনে অম্বিকাপদ ভজনা করে তার পাপক্ষয় হতে ও সিদ্ধিলাভ করতে সাতজন্ম লাগে কিন্তু যে ষট্‌চক্রভেদ অবগত হয়ে সর্বদা সাধনকর্ম করে সে সংবৎসরেই সিদ্ধিলাভ করে এইটি তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।[১]

চক্র বা পদ্মের দল—লক্ষ্য করা গেছে চক্রকে পদ্মও বলা হয়। চক্র দেখতে পদ্মের মত বলেই মনে হয় পদ্ম বলা হয়। পদ্ম যখন তখন তার দল থাকবে। বিভিন্ন পদ্মের দলসংখ্যা বিভিন্ন। যেমন পূর্বোক্ত মূলাধারপদ্ম চতুর্দল। চক্রের যোগনাড়ীর সংখ্যা এবং অবস্থান অনুসারে পদ্মের দল নির্ণীত হয়। যেমন মূলাধারচক্রকে ঘিরে এবং মূলাধারচক্রের মধ্যদিয়ে চারটে যোগনাড়ী চলে গেছে। ওখানে নাড়ীগুলি এমনভাবে আছে যে দেখতে একটি চতুর্দল পদ্মের মতো মনে হয়। কাজেই নাড়ীগুলিই পদ্মরচনা করেছে।[২]

যোগনাড়ী রচিত এই পদ্মকে সূক্ষ্ম শক্তিকেন্দ্রের স্থূল আবরণ বলা যায়।[৩]

যোগনাড়ী—এই যোগনাড়ী কিন্তু স্থূলদেহের স্নায়ু নয়। যোগনাড়ী প্রাণবায়ুর প্রবাহপথ। গত্যর্থক নড়্ ধাতু থেকে নাড়ী শব্দ ব্যুৎপন্ন। যার মধ্য দিয়ে প্রাণবায়ু যাতায়াত করে তাই নাড়ী।[৪]

নরদেহে নাড়ীর সংখ্যা কত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে সাড়ে তিনলাখ।[৫] আবার কোনো কোনো গ্রন্থের মতে বাহাত্তর হাজার।[৬] তবে সাধারণতঃ বাহাত্তর হাজার নাড়ীর কথাই বলা হয়। তার মধ্যে প্রাণবহা প্রধান যোগনাড়ী বাহাত্তর।

প্রধান দশনাড়ী—তার মধ্যে আবার নিম্নোক্ত দশটি প্রধান—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না গান্ধারী হস্তিজিহ্বা যশস্বিনী অলম্বুষা কুহূ এবং শঙ্খিনী।[৭]

---

১ ষট্‌চক্রার্থং ন জানাতি যো ভজেদম্বিকাপদম্। তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি সপ্তজন্মসু সিদ্ধিভাক্।
জ্ঞাত্বা ষট্‌চক্রভেদঞ্চ যঃ কর্ম কুরুতেঽনিশম্। সম্বৎসরাৎ ভবেৎ সিদ্ধিরিতি তন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
—রু যা, উ ত, পঃ ২১

২ Ś. Ś., 4th Ed., pp 685-686 ৩ S. P., 2nd Ed., 1924, p 167, f. n 1

৪ নড়গতাবিতি ধাতো নড্যতে গম্যতেঽনয়া পদব্যা ইতি নাড়ী পদবী।—ষ নি, শ্লো ২-এর কালীচরণকৃত টীকা

৫ সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।—শিবসংহিতা ২।১৩

৬ নাড়ীনাং সংবহো দেবি কণ্ডযোনিঃ খগাণ্ডবৎ। তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ।
—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৪, পৃঃ ৩২

৭ তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণি দ্বিসপ্ততিঃ। তেষু নাড়ী সহস্রেষু দ্বিসপ্ততিরুদাহৃতা।
প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো ভূয়স্তত্র দশ স্মৃতাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়ক
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী। অলম্বুষা কুহূরত্র শঙ্খিনী দশমী স্মৃতা।
—ধ্যানবিন্দু-উপনিষৎ ৫১-৫৩

প্রধান চতুর্দশ নাড়ী—মতান্তরে মুখ্য নাড়ী চতুর্দশ। যথা—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সরস্বতী বারুণা বা বারুণী পুষা হস্তিজিহ্বা যশস্বিনী বিশ্বোদরা বা বিশ্বোদরী কুহু শঙ্খিনী পয়স্বিনী অলম্বুষা এবং গান্ধারী।[১]

প্রধান তিন নাড়ী—উক্ত প্রধান নাড়ীগুলির মধ্যেও আবার মুখ্যতম তিনটি এবং তাদের মধ্যেও একটি সর্বোত্তম। এটিকে বেদান্তবিদেরা ব্রহ্মনাড়ী বলেন।[২] এই ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না।[৩] অন্য দুটি ইড়া ও পিঙ্গলা।

ব্রহ্মনাড়ী—কিন্তু ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যে আছে ব্রহ্মনাড়ী।[৪] টীকায় কালীচরণ লিখেছেন চিত্রিণীনাড়ীর অভ্যন্তরস্থ শূন্যভাগ বা পথই ব্রহ্মনাড়ী। এই পথে শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী কুণ্ডলিনী পরম শিবের সন্নিধানে যান। ব্রহ্মনাড়ী চিত্রিণীনাড়ীর অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন একটি নাড়ী নয়।[৫]

সুষুম্না-বজ্রা-চিত্রিণী—পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে মায়াতন্ত্রমতে সুষুম্নানাড়ীর অভ্যন্তরে বজ্রানাড়ী এবং তার অভ্যন্তরে আছে চিত্রিণীনাড়ী।

এই তিন নাড়ী স্বরূপতঃ অভিন্ন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "ঊর্ধ্বমুখী সুষুম্নার স্রোত ক্রমশ সূক্ষ্মতর হয়ে প্রবাহিত হয় আর তার ফলস্বরূপ গুণক্রিয়াদির অনুভূতিও ক্রমশ ভিন্ন হয়ে যায়। এইজন্য যোগশাস্ত্রাদিতে বজ্রা চিত্রিণী আর ব্রহ্মনাড়ী নামক নাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নাড়ী তিনটি বাস্তবিক পক্ষে সুষুম্না থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন। তবু স্তরভেদ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়ার অভিব্যঞ্জিকা হওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। অন্তিম অবস্থায় ব্রহ্মনাড়ীরূপে সুষুম্নার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৬]

---

১ নাড়ীনামপি সর্বাসাং মুখ্যা গার্গি চতুর্দশ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ সরস্বতী।
বারুণী চৈব পুষা চ হস্তিজিহ্বা যশস্বিনী। বিশ্বোদরী কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।
অলম্বুষা চ গান্ধারী মুখ্যা শ্চৈতাশ্চতুর্দশ।—যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩৩

২ আসাং মুখ্যতমাস্তিস্রস্তিসৃষ্বেকোত্তমোত্তমা। ব্রহ্মনাড়ীতি সা প্রোক্তা মুনে বেদান্তবেদিভিঃ।
—দর্শনোপনিষৎ ৪।৯

৩ (i) দেহমধ্যে ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না সূর্যরূপিণী পূর্ণচন্দ্রাভা বর্ততে।—অদ্বয়তারকোপনিষৎ ৫
(ii) মূলাধারত্রিকোণস্থা সুষুম্না দ্বাদশাঙ্গুলা। মূলার্ধচ্ছিন্নবংশাভা ব্রহ্মনাড়ীতি সা স্মৃতা।
—যোগশিখোপনিষৎ ৫।১৭

৪ তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবান্তসংস্থা।—ষ নি. শ্লো ২

৫ শব্দব্রহ্মরূপায়াঃ কুণ্ডলিন্যাঃ পরমশিবসন্নিধিগমনপথরূপচিত্রিণীনাড্যন্তর্গতশূন্যভাগ ইতি যাবৎ। ন তু চিত্রিণীমধ্যে নাড্যন্তরমস্তীতি নিষ্কর্ষঃ।—ঐ, কালীচরণকৃত টীকা

৬ দ্রঃ পৃ ত, pp. 68-69

নিরুত্তরতন্ত্রের মতেও সুষুম্না বজ্রা এবং চিত্রিণী এই তিন নাড়ী মিলে সুষুম্না নাড়ী। উক্ত তন্ত্রে বলা হয়েছে—ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্না ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা। কার্যভেদক্রমে বজ্রা রজোগুণাত্মিকা, চিত্রিণী সত্বগুণাত্মিকা এবং ব্রহ্মনাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না তমোগুণাত্মিকা।[১]

ষট্‌চক্রনিরূপণের মতে মেরুদণ্ডের বাহ্যদেশে বামে চন্দ্রনাড়ী ও দক্ষিণে সূর্যনাড়ী আর মেরুদণ্ডের মধ্যে ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা সুষুম্না।[২] এই নাড়ী সুষুম্না-বজ্রা-চিত্রিণী এই ত্রিরূপভেদে ত্রিসূত্ররূপা। এর মধ্যে চিত্রিণী চন্দ্ররূপা শুক্লবর্ণা, বজ্রা সূর্যরূপা দাড়িমীকেশর-প্রভা আর সুষুম্না অগ্নিরূপা রক্তবর্ণা।[৩]

ইড়া পিঙ্গলা—পূর্বোক্ত চন্দ্রনাড়ী ইড়া। একে স্ত্রী কল্পনা করা হয়। সম্মোহনতন্ত্রে আছে ইড়া শুক্লবর্ণা চন্দ্রস্বরূপিণী শক্তিরূপা সাক্ষাৎ অমৃতবিগ্রহা দেবী। আর সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা। একে পুরুষ কল্পনা করা হয়। এই নাড়ী রৌদ্রাত্মিকা দাড়িমীকেশরপ্রভা মহাদেবীস্বরূপিণী।[৪]

পিঙ্গলানাড়ীকে বিষ আখ্যাও দেওয়া হয়েছে।[৫]

চন্দ্র সূর্য রাত্রিদিবাত্মক কালের দ্যোতক। ইড়া পিঙ্গলাকেও তাই কালের দ্যোতক বলা হয়। সুষুম্না কালের ভোক্ত্রী।[৬] কারণ 'সুষুম্নাতে প্রাণবায়ু বিলীন হয়ে গেলে পর বাহ্য-বিষয়ের আর জ্ঞান থাকে না, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া লোপ পেয়ে যায়।'[৭] হঠযোগপ্রদীপিকায় বলা হয়েছে শূন্যপদবী অর্থাৎ সুষুম্না প্রাণের রাজপথ হয়ে গেলে চিত্ত নিরালম্ব হয় এবং তখন

---

১ ইড়ায়াঃ পিঙ্গলায়াশ্চ মধ্যে যা সা সুষুম্নিকা। ইয়ঞ্চ ত্রিগুণা জ্ঞেয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
রজোগুণা চ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সত্বসংযুতা। তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী কার্যভেদক্রমেণ চ।
—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩২

২ মেরো র্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহির শিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে। মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপা।
—ষনি, শ্লো ১

৩ ঐ কালীচরণকৃত টীকা

৪ বামগা যা ইড়া নাড়ী শুক্লা চন্দ্রস্বরূপিণী। শক্তিরূপা হি সা দেবী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষে তু পিঙ্গলা নাম পুরুষা সূর্যবিগ্রহা। রৌদ্রাত্মিকা মহাদেবী দাড়িমীকেশরপ্রভা।
—সম্মোহনতন্ত্রবচন, ষ নি, শ্লো ১-এর কালীচরণকৃত টীকায় উদ্ধৃত

৫ পিঙ্গলাখ্যা চ যা দক্ষে পুংরূপা সূর্যবিগ্রহা। দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যা বিষাখ্যা চাপরা মতা।
—গ ত ৬।৯৯-১০০

৬ তাবেব ভুঙ্‌ক্তঃ সর্বং কালং রাত্রিদিবাত্মকম্। ভোক্ত্রী সুষুম্না কালস্য গুহ্যমেতদুদাহৃতম্।
—যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩৩

৭ পু ত, p. 68

কাল বঞ্চিত হয়।[১] অর্থাৎ এই অবস্থায় আর কালের অস্তিত্ব থাকে না। সেইজন্যই সুষুম্নাকে কালের ভোক্ত্রী বলা হয়।

সুষুম্না কালকে গ্রাস করে এই ব্যাপারটির অন্যভাবেও ব্যাখ্যা হয়। "সুষুম্নাতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কালরাজ্যের আবর্তন হইতে নিষ্কৃতিলাভের সূত্রপাত হয়।"[২] এর অর্থ সংসারের আবর্তন থেকে নিষ্কৃতি অর্থাৎ মোক্ষলাভের সূত্রপাত হয়। কাজেই বলা যায় সুষুম্না কালকে গ্রাস করে।

ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুটি নাড়ী মূলাধার থেকে সোজা আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে নাসারন্ধ্রে গেছে।[৩] রুদ্রযামলে আছে শুভ নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলা বামের থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণের থেকে বামে এইভাবে সোজা উপরের দিকে উঠে বিনুনিবাঁধার মতো করে সমস্ত পদ্ম সংবেষ্টন করার পর নাসারন্ধ্রে পৌঁছে গেছে।[৪]

বামনাসারন্ধ্রে পৌঁছেছে ইড়া আর দক্ষিণনাসারন্ধ্রে পিঙ্গলা।[৫] অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন নিশ্বাসপ্রশ্বাস বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাঁ নাকে তার পরে আবার বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডান নাকে চলতে থাকে। যখন বাঁ নাকে চলে তখন প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত আর যখন ডান নাকে চলে তখন প্রাণবায়ু পিঙ্গলাতে প্রবাহিত হচ্ছে বলা হয়।

কোনো কোনো যোগীর মতে যখন শ্বাস বাঁ নাকে চলে অর্থাৎ প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন আমাদের 'ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি আদি' অন্তর্মুখী হয়। এইজন্য অনেকে ইড়াকে কেন্দ্রাভিমুখী নাড়ী বলেন। আবার 'অন্তর্মুখী চিত্তের নাম চন্দ্রতত্ত্ব'। ইড়াকে চন্দ্রস্বরূপা বলার এটি অন্যতম কারণ।

যে-সময় প্রাণবায়ু ইড়াতে প্রবাহিত হয় তখন ধারণা ধ্যান জপ পূজাদি করার উপদেশ দেওয়া হয়। তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে বায়ু ইড়াতে থাকা কালে যাত্রা বিবাহ এবং অন্যান্য যাবতীয় শুভ কর্ম করতে হয়।[৬]

---

১ প্রাণস্য শূন্যপদবী তথা রাজপথায়তে। তদা চিত্তং নিরালম্বং তদা কালস্য বঞ্চনম্।—হ প্র ৩।৩

২ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, সেপ্টেম্বর, ১৩৬২

৩ ইমে নাড্যৌ মূলাদৃজুরূপেণাজ্ঞাচক্রান্তং প্রাপ্য নাসারন্ধ্রগতে।—ষ নি, শ্লো ১-এর কালীচরণকৃত টীকা

৪ ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব তস্য বামে চ দক্ষিণে। ঋজ্বীভূতে শিরে তে চ বামদক্ষিণভেদতঃ।
সর্বপদ্মানি সংবেষ্ট্য নাসারন্ধ্রগতে শুভে।—যামলবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ১-এর কালীচরণকৃত টীকা

৫ ইড়া চ বামনাসায়াং দক্ষিণে পিঙ্গলা মতা।—শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত জ্ঞানভাষ্যবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড, ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩৩
রসিকমোহনপ্রকাশিত শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত পাঠ—ইড়া চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা।

৬ যাত্রাবিবাহকর্মাণি শুভকর্মাণি যানি চ। তানি সর্বাণি কুর্বীত বামে বায়ৌ তু সংস্থিতে।
—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ শা তি ২৫।৩৮-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

ইড়াকে বহির্গতির অর্থাৎ জাগতিকভাবের নাশকারিণী মনে করে বামা নাম দেওয়া হয়েছে।[১]

পিঙ্গলা সম্বন্ধে সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন সূর্য যেমন জীবকে বাইরের দিকে কার্যক্ষেত্রের দিকে চালিত করেন, সূর্যনাড়ী পিঙ্গলা তেমনি জীবকে বাইরের দিকে ক্রিয়াকলাপের দিকে চালিত করে বহির্মুখী করে দেয়। এইজন্য পিঙ্গলাকে বহির্মুখী নাড়ী বলা হয়। সূর্য বিষ্ণু। পিঙ্গলা সূর্যের পালনশক্তি। এইজন্য পিঙ্গলা জাগ্রত অবস্থার দ্যোতক। পিঙ্গলাতে যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয় তখন সবরকম রাজসিক কর্ম করতে হয়।[২] তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে ভোজন মৈথুন যুদ্ধ ফলপুষ্পসংগ্রহ তথা ক্রূরকর্ম বায়ু যখন পিঙ্গলানাড়ী আশ্রয় করে তখন করতে হয়।[৩]

হঠযোগাদির প্রক্রিয়ার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হলে ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

সুষুম্না—লক্ষ্য করা গেছে আলোচ্য নাড়ীসমূহের মধ্যে মুখ্য নাড়ী সুষুম্না। সুষুম্না-সম্বন্ধে পূর্বেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। তন্ত্রাদিতে শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্র মহাপথ শ্মশান শাম্ভবী মধ্যমার্গ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সুষুম্নার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

শাস্ত্রে সুষুম্নার গৌরব বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যোগশিখোপনিষদে বলা হয়েছে সুষুম্না বিরজা ব্রহ্মরূপিণী।[৫] বিশ্ব সুষুম্নার অন্তর্গত, সমস্তই সুষুম্নাতে প্রতিষ্ঠিত।[৬]

হঠযোগপ্রদীপিকার অভিমত বাহাত্তর হাজার নাড়ীর মধ্যে সুষুম্নাই শাম্ভবী শক্তি, অন্যগুলি নিরর্থক।[৭]

যথাবিহিত সাধনার দ্বারা প্রাণবায়ুকে সুষুম্নানাড়ীতে প্রবাহিত করলে পরে সাধক মোক্ষের পথে অগ্রসর হতে পারেন। এইজন্য সুষুম্নাকে মোক্ষমার্গ বলা হয়।[৮]

লক্ষ্য করা গেছে প্রাণবায়ু সুষুম্নাতে বিলীন হয়ে গেলে চিত্ত নিরালম্ব হয়ে যায়, বিষয়জ্ঞান লোপ পায়। বলা যেতে পারে এই অবস্থায় বিষয়বাসনাদি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এইজন্য

---

১ পূ ত, p. 66 ২ ঐ, pp. 66-67

৩ ভোজনং মৈথুনং যুদ্ধং ফলপুষ্পগ্রহং তথা। কুর্যাৎ ক্রূরাণি কর্মাণি বায়ৌ দক্ষিণসংশ্রিতে।

—তন্ত্রান্তরবচন, দ্রঃ শা তি ২৫।৩৮-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৪ সুষুম্না শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ। শ্মশানং শাম্ভবী মধ্যমার্গশ্চেত্যেকবাচকাঃ।—হ প্র ৩।৪

৫ সুষুম্না তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মরূপিণী।—যোগশিখোপনিষৎ ৬।৫

৬ সুষুম্নাহন্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।—ঐ ৬।১৩

৭ দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি নাড়ীদ্বারাণি পঞ্জরে। সুষুম্না শাম্ভবী শক্তিঃ শেষাস্ত্বেব নিরর্থকাঃ।—হ প্র ৪।১৮

৮ তত্র সুষুম্না বিশ্বধারিণী মোক্ষমার্গেতি চাচক্ষতে।—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ ১।৪।১০

সুষুম্নাকে বহ্নিরূপা বলা হয়, আবার শ্মশানও বলা হয়। প্রাণবায়ু সুষুম্নাতে বিলীন হলে শিবতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়।[১] শিবকে যে শ্মশানবাসী বলা হয় এখানে তার একটি তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে। শিবশক্তি অভিন্ন। শিব যেমন শ্মশানবাসী, আদ্যাশক্তিও তেমনি শ্মশান-বাসিনী। প্রাণবায়ু সুষুম্নাতে বিলীন হলে শক্তিসাধকের আরাধ্যা ব্রহ্মময়ীরও সাক্ষাৎকারের সূত্রপাত হয়।

মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সুষুম্না বিস্তৃত।[২] ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকায় কালীচরণ লিখেছেন সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থ চিত্রিণীনাড়ী কন্দ থেকে আরম্ভ করে শিরস্থিত অধোমুখ সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকা মধ্যস্থ দ্বাদশদল পদ্মের অধোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩] কাজেই চিত্রিণীর আধার সুষুম্নারও ঐ একই অবস্থিতি।[৪]

সাধারণ মানুষের পক্ষে সুষুম্না নিষ্ক্রিয় বলা যায়। কেন না তাদের ক্ষেত্রে প্রাণবায়ু পর্যায়ক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতেই প্রবাহিত হয়। অবশ্য শ্বাস ইড়া থেকে পিঙ্গলা বা পিঙ্গলা থেকে ইড়াতে সঞ্চারিত হবার সময় সুষুম্না ভেদ করে যায়। কিন্তু এতে খুবই অল্প সময় লাগে। সুষুম্নাতে প্রাণবায়ুর এই ক্ষণিক অবস্থিতি এবং তাও আবার সাধকের চেষ্টাপ্রসূত নয় বলে এতে সাধনার কোনো সহায়তা হয় না।[৫]

যথাবিহিত অভ্যাসের দ্বারা প্রাণবায়ুকে সুষুম্নাতে প্রবাহিত করতে হয়। সুষুম্নাতে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করলেই সুষুম্না জেগে উঠে।

সাধনায় সুষুম্না—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "মূলাধার থেকে ঊর্ধ্বগতির সময় যখন অন্নময়কোশে অভিমান হয় তখন ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া চলতে থাকে কিন্তু যখন সুষুম্না জেগে উঠে তখন এই জাগরণের মাত্রানুসারে ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রাণবায়ু যে-পরিমাণে সুষুম্নাতে সঞ্চারিত হয় সেই পরিমাণে ইড়া-পিঙ্গলাতে সঞ্চরণ হ্রাস হয় এবং ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়। সুষুম্না জেগে উঠলেই অভিমান প্রাণময়কোশে ক্রীড়া করতে থাকে। আর প্রাণময়কোশে প্রবেশের অনুপাতে অন্নময়কোশ থেকে সরে যায়। তার পর প্রাণময়কোশের ক্রিয়ার অবসান হলে অথবা ঐ ক্রিয়াবস্থাতেই গুরুকৃপায় অথবা সাধনবলে বজ্রিণী (বজ্রা) নাড়ীর দ্বার খুলে যায়। তখন শক্তি এই নাড়ীকে আশ্রয় করে ক্রিয়াশীল হয় আর অভিমান প্রাণময়কোশ ত্যাগ করে

---

১ পূ ত, p. 68

২ মূলাধারাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রপর্যন্তং সুষুম্না সূর্যাভা।—মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ ১।২।৬

৩ ষ নি, শ্লো ১-এর কালীচরণকৃত টীকা

৪ দ্রঃ ঐ ৫ পূ ত, p. 67

মনোময়কোশের আশ্রয় নেয়। তারপর বজ্রিণীনাড়ী থেকে চিত্রিণীনাড়ীতে প্রবেশলাভ হয়। তখন অভিমান মনোময়কোশ থেকে বিজ্ঞানময়কোশে চলে যায়। চরম অবস্থায় চিত্রিণী-নাড়ীও পরিত্যক্ত হয়। তখন যা যথার্থ ব্রহ্মনাড়ী তাকে আশ্রয় করে শক্তির খেলা চলে আর অভিমান বিজ্ঞানময়কোশ ছেড়ে আনন্দময়কোশের আশ্রয় নেয়। আনন্দময়কোশে কোনো প্রকার মলিনতা নাই। এই কারণে অভিমান এই স্থান থেকে অন্যত্র যায় না। এই অবস্থায় আনন্দময়কোশের অনুভূতি সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান থাকে। একেই বলে জীবের মাতৃ-অঙ্কে অবস্থান। যখন অভিমান আনন্দময়কোশ থেকেও নিবৃত্ত হয় তখন আর জীবভাব থাকে না, তখন মহাচৈতন্য- বা পরমসাক্ষী-অবস্থায় স্থিতিলাভ হয়। (ভক্ত আনন্দময়কোশ ভেদ করতে চান না)।"[১]

সুষুম্না ও কুণ্ডলিনী—যথাশাস্ত্র সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগালে প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী সুষুম্নানাড়ী দিয়েই ঊর্ধ্বগমন করেন।[২] চিত্রিণীনাড়ীর মুখে ব্রহ্মদ্বার। পরমশিবশক্তির সামরস্যনিঃসৃত অমৃতধারায় অভিষিক্তদেশে প্রবেশ করার এবং সেখান থেকে নির্গত হওয়ার এইটি দ্বার। এই দ্বার দিয়েই কুণ্ডলিনী পরমশিবসন্নিধানে যাতায়াত করেন। আগমজ্ঞেরা একেই কন্দ, সুষুম্নার গ্রন্থিস্থান ও সুষুম্নার মুখ বলে থাকেন।[৩]

কঠোপনিষদাদিতে সুষুম্না—কঠোপনিষৎ ও ছান্দোগ্যোপনিষদে বিবৃত একটি মন্ত্রে সুষুম্নাকে অমৃতলাভের পথ বলা হয়েছে। মন্ত্রটিতে সুষুম্না নাম না থাকলেও তাতে যে-নাড়ীটির কথা বলা হয়েছে তাকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সুষুম্নাই বলে থাকেন। মন্ত্রটি এই—হৃদয় থেকে একশ এক নাড়ী নিঃসৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে গেছে। এই নাড়ীকে অবলম্বন করে জীব মৃত্যুকালে ঊর্ধ্বে গমন করে অমৃতত্ব লাভ করে। নানাদিকে প্রসারিত অন্য সব নাড়ী অবলম্বনে উৎক্রমণ করলে সংসারগতি লাভ করে।[৪]

তন্ত্রাদিতেও সুষুম্নাকে মোক্ষমার্গ বলা হয়েছে।

ষট্‌চক্রবিবরণ—সুষুম্নার অভ্যন্তরে ষট্‌চক্রের অবস্থিতির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

মূলাধার—ষট্‌চক্রের মধ্যে সর্বনিম্ন চক্র মূলাধার। জীবদেহে মূলাধারের অবস্থিতিও পূর্বেই নির্দেশ করা হয়েছে।

---

১ দ্রঃ পূ ত, pp. 69-70

২ প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ। সূচিবদ্‌গুণমাদায় ব্রজত্যূর্দ্ধং সুষুম্নয়া।—ধ্যানবিন্দূপনিষৎ, ৬৬

৩ ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধারগম্যপ্রদেশং গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্‌বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি।
—ষ নি, শ্লো ৩ এবং কালীচরণকৃত টীকা

৪ শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।—ক উপ ২।৩।১৬ ; ছা উপ ৮।৬।৬

এই চক্রটিকে মূলাধার কেন বলা হয়? সৌন্দর্যলহরীর লক্ষ্মীধরকৃত টীকায় উদ্ধৃত রুদ্ররহস্যবচনে বলা হয়েছে—সর্বাধাররূপ পৃথিবীর এখানে মূল-আধাররূপে অবস্থানের জন্য একে মূলাধার বলা হয়। এর অভাবে দেহ হয় উপরের দিকে যাবে নয় নীচের দিকে গড়াবে।[১]

সৌভাগ্যভাস্করের মতে সুষুম্নানাড়ীর মূল বলে একে মূলাধার বলা হয়।[২]

আবার রুদ্রযামলের অভিমত—ষট্‌চক্রের মূল বলে একে মূলাধার বলা হয়।[৩]

পূর্বেই বলা হয়েছে মূলাধার চক্রে আছে অধোমুখ চতুর্দল পদ্ম। একে বলা হয় ব্রহ্মপদ্ম।[৪] পদ্মটি সুষুম্নার মুখসংলগ্ন। কন্দ ও সুষুম্নার গ্রন্থিস্থানের চারপাশে পদ্মের চারটি দল অবস্থিত। দল বা পাঁপড়িগুলির রং লাল। পাঁপড়ি চারটিতে আছে তপ্ত সোনার রঙের বঁ শঁ ষঁ সঁ এই চারটি সবিন্দু বর্ণ।[৫] প্রত্যেক বর্ণ একটি মন্ত্র, কাজেই একজন দেবতা। এঁরা আবরণদেবতা।[৬]

পদ্মের চতুর্দল জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির দ্যোতক।[৭] পদ্মটিতে পরমানন্দ সহজানন্দ যোগানন্দ ও বীরানন্দ এই চতুর্বিধ আনন্দের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।[৮]

মূলাধার পদ্মটি অধোমুখ কেন? শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে মূলাধারাদি পদ্মগুলি সর্বতোমুখী। জীবের দুটি ভাব—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি সংসারমুখী আর নিবৃত্তি পরমাত্মা-মুখী। প্রবৃত্তিমুখে অর্থাৎ সৃষ্টিক্রমে পদ্মগুলি অধোমুখী এবং নিবৃত্তিমুখে অর্থাৎ লয়ক্রমে তারা ঊর্ধ্বমুখী।[৯] কুণ্ডলিনী জেগে উঠে যখন একে একে চক্রভেদ করে উপরের দিকে উঠতে থাকেন তখন চক্রগুলি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যায়।[১০]

মূলাধারপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল।[১১] তার মধ্যে

---

১ সর্বাধারা মহী যস্মাৎ মূলাধারতয়া স্থিতা। তদভাবে তু দেহস্য পাতস্যাদুদ্‌গমোঽপি বা।
—রুদ্ররহস্যবচন, উদ্ধৃত, সৌ ল, ৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

২ সুষুম্নামূলত্বাৎ চ মূলাধার ইত্যুচ্যতে।—ল স, ৮৯-এর সৌ ভা

৩ মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং প্রকীর্তিতম্।—রু যা, উ ত, পঃ ২৭

৪ পাতালসপ্তকস্যোর্দ্ধে ব্রহ্মপদ্মং মহেশ্বরি। অধোবক্ত্রং হি তৎপদ্মং ধরামধ্যে চতুর্দলম্।—নি ত, পঃ ৪

৫ অধোবক্ত্রমুদ্যৎসুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ।—ষ নি, ৪

৬ S. P., 2nd Ed., 1924, pp. 118-119

৭ পু ত, p. 49 ৮ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 118

৯ তৎসর্বং পঙ্কজং দেবি সর্বতোমুখমেব চ। প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গসংসারী নিবৃত্তিপরমাত্মনি। প্রবৃত্তিভাবচিন্তায়ামধোবক্ত্রাণি চিন্তয়েৎ।
নিবৃত্তিযোগমার্গেষু সদৈবোর্ধ্বমুখানি চ।—শা ত, উঃ ৪

১০ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 118, f. n. 3

১১ তৎকর্ণিকান্তরে পৃথ্বী চতুষ্কোণা সুপীতভা।—মায়াতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃতি (T. T, Vol. II, p. 115)

পৃথ্বীবীজ লঁ।[১] লঁ যেমন পৃথ্বীবীজ, তেমনি ইন্দ্রবীজ। এই লঁ গজেন্দ্রবাহন কল্পিত হয়।[২] লঁ-বীজের নাদের উপরে অর্থাৎ বিন্দুতে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। তাঁর বামভাগে তাঁর শক্তি বেদমাতা সাবিত্রী অধিষ্ঠিতা। ব্রহ্মা সাবিত্রীর প্রসাদ লাভ করেই সৃষ্টি করেন।[৩] সাবিত্রী বা বাগীশ্বরী মহাশক্তির কলা এবং ব্রহ্মা শিবেরই নাম।[৪] সশক্তি ব্রহ্মা এই চক্রের অধিদেবতা। ব্রহ্মাণ্ডে ভূলোক ব্রহ্মার স্থান। পিণ্ডে মূলাধারই ভূলোক।[৫] কেন না মূলাধারেই পৃথিবীমণ্ডল অবস্থিত।

মূলাধারচক্রে আছেন ডাকিনীশক্তি। ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে দেবী ডাকিনী সর্বদা শুদ্ধবুদ্ধি সাধকের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন।[৬] কোনো কোনো তন্ত্রমতে ডাকিনী মূলাধারচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অন্যান্য চক্রের অধিষ্ঠাত্রী যথাক্রমে রাকিনী লাকিনী কাকিনী শাকিনী এবং হাকিনী।[৭] এঁদের যথানির্দিষ্ট চক্রের ধাতুশক্তিও বলা হয়।[৮]

বজ্রানাড়ীর মুখের কাছে আধারপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে তথা পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ পৃথিবীমণ্ডলের মধ্যে আছে ত্রৈপুর নামক ত্রিকোণ। একে যোনি বা কামরূপ পীঠও বলা হয়।[৯] এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

নির্বাণতন্ত্রমতে উক্ত ত্রিকোণ-যোনির অধিদেবতা কন্দর্প।[১০] সম্মোহনতন্ত্রানুসারে বামা জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী ত্রিকোণের ত্রিরেখা।[১১]

স্বয়ম্ভূলিঙ্গ—গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে[১২] মূলাধারস্থ এই ত্রিকোণ ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক।

---

১ ষ নি, শ্লো ৫-এর কালীচরণকৃত টীকা

২ ঐন্দ্ররূপং হি লঁ-বীজং গজেন্দ্রবাহনং শিবে।—নি ত, পঃ ৪

৩ সুসিদ্ধং ব্রহ্মসদনং নাদোপরি সুসুন্দরম্। তত্রৈব নিবসেদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিঃ।
বামভাগে চ সাবিত্রী বেদমাতা সুরেশ্বরী। তস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য সৃষ্টিং বিতনুতে সদা।—ঐ

৪ দ্রঃ সৌ ল ৩৬-এর অচ্যুতানন্দকৃত টীকা

৫ দ্রঃ ঐ ৩৫-এর অচ্যুতানন্দকৃত টীকা

৬ প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ।—ষ নি, শ্লো ৭

৭ ডাকিনী রাকিনী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা। শাকিনী হাকিনী চৈব ক্রমাৎ ষট্‌পঙ্কজাধিপাঃ।—দ্রঃ ঐ

৮ S. P, 2nd Ed., 1924, p. 120

৯ দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৮ এবং তার শঙ্করকৃত টীকা

১০ ত্রিকোণং মদনাগারং কন্দর্পশ্চাধিদেবতা।—নি ত, পঃ ৪

১১ বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী ত্রিরেখা চ তদূর্ধ্বতঃ।—সম্মোহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৮-এর কালীচরণকৃত টীক

১২ মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকে। মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটিসূর্যসমপ্রভঃ।—
গৌতমীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃত্তি, T. T., Vol. II, p. 117.

এই ত্রিকোণের মধ্যে কোটি সূর্যের প্রভার মতো প্রভাযুক্ত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ[১] বিরাজমান। এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ গলিত সোনার মতো স্নিগ্ধ সুন্দর। প্রথম কিশলয়ের মতো তাঁর রূপ। তিনি অধোমুখ। জ্ঞান ও ধ্যানের দ্বারা তাঁর প্রকাশ হয়। অর্থাৎ তিনি সগুণ ও নির্গুণ।[২]

পূর্বেই বলা হয়েছে এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে সাড়ে তিন পাকে ঘিরে এবং লিঙ্গছিদ্রকে ঢেকে কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে আছেন।

কুণ্ডলিনী আর পরমেশ্বরী পরাশক্তি অভিন্ন। ইনি পরমা কলা অতিকুশলা নিত্যানন্দময়ী। পরমশিবের সঙ্গে এর মিলনে যে প্রভূত অমৃতধারা প্রবাহিত হয় ইনি সেই ধারাকে ধারণ করে রাখেন। এঁর দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের আদি থেকে কটাহ পর্যন্ত সমস্ত প্রকাশিত হয়। ইনি নিত্যজ্ঞানের উদয়কারিণী।[৩]

মূলাধার পৃথ্বীতত্ত্ব এবং পাদ নাসিকা ও গন্ধ এই তিন তত্ত্বের স্থান।[৪] শক্তির স্থূলতম প্রকাশকেন্দ্র মূলাধার। সেইজন্যই পঞ্চমহাভূতের স্থূলতম ক্ষিতিতত্ত্ব, স্থূলতম তন্মাত্র গন্ধ, স্থূলতম জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা এবং স্থূলতম কর্মেন্দ্রিয় পাদ এই চক্রে অবস্থিত বা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। স্থূলতম তত্ত্বের তন্মাত্র বলে গন্ধ স্থূলতম তন্মাত্র। স্থূলতম তন্মাত্রের যে-গুণ গন্ধ তা গ্রহণ করে বলে নাসিকা স্থূলতম জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের বেলা স্থূলতম নির্দেশের বিচার অন্যরকম। লয়ক্রমে পৃথিবী যে-পর্যায়ে পড়ে পাদও সেই পর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ লয়ের বেলা মহাভূতের মধ্যে যেমন পৃথিবী থেকে আরম্ভ করতে হয় তেমনি কর্মেন্দ্রিয়ের বেলা পাদ থেকে আরম্ভ করতে হয়। এইভাবে পাদ স্থূলতম কর্মেন্দ্রিয়। পাণি পায়ু উপস্থ ও বাগিন্দ্রিয় অর্থাৎ মুখের ক্রমসূক্ষ্মতা এই ভাবে নির্নীত হয়েছে।[৫]

গ্রন্থিত্রয়ের অন্যতম ব্রহ্মগ্রন্থি মূলাধারচক্রে অবস্থিত।[৬] তবে এবিষয়ে মতভেদ আছে। স্বাধিষ্ঠানে বা মণিপূরেও ব্রহ্মগ্রন্থির স্থান নির্দেশ করা হয়।[৭]

---

১ আধারে হৃৎপ্রদেশে চ ভ্রুবোর্মধ্যে বিশেষতঃ। স্বয়ম্ভূসংজ্ঞোবাণাখ্যস্তথৈবেতরসংজ্ঞকঃ। লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি প্রধানত্বেন চিন্তয়েৎ। (শা ত, উঃ ৪)—মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, হৃৎপ্রদেশে অর্থাৎ অনাহতে বাণলিঙ্গ এবং ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ইতরলিঙ্গের চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ এই তিন চক্র উক্ত তিন লিঙ্গের স্থান।

২ তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনককলাকোমলঃ পশ্চিমাস্যো জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররূপঃ স্বয়ম্ভূঃ। —ষ নি, শ্লো ৯

৩ তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাপরা নিত্যানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা। ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে। সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধদয়া।—ঐ, শ্লো ১২

৪ দ্রঃ ঐ, শ্লো ৪০ এর কালীচরণকৃত টীকা

৫ S. P., 2 nd Ed., 1924, pp. 125-126.

৬ ব্রহ্মগ্রন্থিরকারে চ বিষ্ণুগ্রন্থির্হৃদি স্থিতঃ।—ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, ৭০; অকারে মূলাধারে—ঐ ভাষ্য

৭ দ্রঃ শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা, বসুমতী, ৮ম সং, পৃঃ ২৮৬; পূ ত, p. 56.

মূলাধার সপ্ত জ্ঞানভূমিকার প্রথম ভূমিকা শুভেচ্ছা।[১] আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কেউ কেউ এটিকে sacrococcygeal plexus বা Ganglion Coccygeal বলেন।[২]

স্বাধিষ্ঠান—মূলাধারের ঊর্ধ্বে স্বাধিষ্ঠানচক্র। এটি ষড়্‌দলপদ্ম।[৩] এই পদ্মের নাম ভীম।[৪]

স্বাধিষ্ঠানের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। ভগবতী কুণ্ডলিনী গ্রন্থিরচনা করে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করছেন এই অর্থে তাঁর স্ব অর্থাৎ স্বীয় অধিষ্ঠান স্বাধিষ্ঠান।[৫]

আবার বলা হয়েছে স্ব অর্থ পরলিঙ্গ। পরলিঙ্গের অধিষ্ঠান বলে এই চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান।[৬]

আরেকটি ব্যাখ্যা—স্ব অর্থ প্রাণ। তার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় স্বাধিষ্ঠান।[৭]

অন্য একটি ব্যাখ্যা—এখানে সাধারণ জীবের মন জীবাত্মারূপে অধিক সময় অধিষ্ঠিত থাকে এই জন্য এই চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান।[৮]

বলা বাহুল্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে এ-সব বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ষট্‌চক্রনিরূপণের মতে সুষুম্নানাড়ীতে রচিত এই পদ্মটি লিঙ্গমূলে অবস্থিত এবং সিন্দুরের মত রক্তবর্ণ। বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ এই ছয়টি বিন্দুযুক্ত বর্ণ পদ্মের ষড়্‌দলে অবস্থিত। এই ছটি দল কামাদি ষড়্‌রিপুর দ্যোতক।[৯]

এই চক্র অপ্‌তত্ত্বের স্থান। পদ্মকর্ণিকার মধ্যে উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বরুণস্থান জলমণ্ডল অবস্থিত। এই মণ্ডলের মধ্যে শারদচন্দ্রের মতো শুভ্র বরুণ বীজ বঁ মকরবাহনে বিরাজমান।[১০]

এই জলমণ্ডলে রসতন্মাত্র, জিহ্বা এবং পানি এই ত্রিতত্ত্ব অবস্থিত।[১১]

পূর্বোক্ত বঁ বীজের মস্তকস্থিত বিন্দুমধ্যে বিষ্ণু বিরাজমান।[১২] তাঁর বামে এবং দক্ষিণে

---

১ পূ ত, p. 51 ২ Ś. Ś., 4th Ed., p. 683 ; পূ ত, p. 52

৩ তদূর্ধ্বে তু মহেশানি স্বাধিষ্ঠানমৃতুচ্ছদম্।
—মায়াতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃতি, (*T. T.*, Vol. II, 1918 পৃঃ১১৯)

৪ এতৎপদ্মস্যোর্ধ্বদেশে ভীমাখ্যং পঙ্কজং শুভম্।—নি ত, পঃ ৫

৫ কুণ্ডলিন্যাঃ ভগবত্যাঃ স্বয়মধিষ্ঠায় গ্রন্থিং কৃত্বা অবস্থানং স্বাধিষ্ঠানম্।—সৌ ল, শ্লো ৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা

৬ স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ।—দে ভা ৭। ৩৫। ৩৬

৭ স্বশব্দেন ভবেৎ প্রাণঃ স্বাধিষ্ঠানং তদাশ্রয়ম্।—ধ্যানবিন্দূপনিষৎ, ৪৭ ৮ পূ ত p. 49.

৯ দ্রঃ সৌ ল, ৯৯-এর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা, পূ ত, p. 49

১০ তস্যান্তরে প্রবিলসদ্বিশদপ্রকাশমম্ভোজমণ্ডলমথো বরুণস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং বকারবীজমমলং মকরাধিরূঢ়ম্। ষ নি, শ্লো ১৫

১১ জলমণ্ডলে পাণিরসনেন্দ্রিয়রসতত্ত্বেতি ত্রিঃ।—ষ নি শ্লো ৪০ এর কালীচরণকৃত টীকা

১২ ঐ, শ্লো ১৬ এবং কালীচরণকৃত টীকা

তাঁর শক্তি শ্রী ও বাণী।[১] বিষ্ণুর এই স্থান বৈকুণ্ঠ। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে বৈকুণ্ঠের ডানদিকে সর্বমুগ্ধকর গোলোক। সেখানে দেবী শ্রীরাধা এবং মুরলীধর কৃষ্ণ বিরাজমান।[২]

ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মের অভ্যন্তরে আরেকটি পদ্ম আছে। সেই পদ্মে রাকিণী শক্তি অধিষ্ঠিতা।[৩] এই প্রসঙ্গে ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকাকার কালীচরণ লিখেছেন মূলাধারাদি ষট্‌পদ্মের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে একটি করে রক্তবর্ণ পদ্ম আছে। সেই পদ্মে ডাকিনী-আদি ষট্‌শক্তি অবস্থিতা।[৪]

স্বাধিষ্ঠানচক্রে ভুবর্লোক অবস্থিত। ষড়্‌দলপদ্মের বীজকোশে মনোহর ভুবর্লোকের স্থান নির্দেশ করা হয়।[৫]

স্বাধিষ্ঠানই বিচারণা নামক জ্ঞানভূমি।[৬] ষট্‌চক্র যেমন সপ্তজ্ঞানভূমি তেমনি অন্নময়াদি পঞ্চকোশ। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান পর্যন্ত অন্নময়কোশ। অন্নময়কোশে তমোগুণপ্রধান স্থূলদেহের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়।[৭]

বিজ্ঞানের ভাষায় কেউ কেউ এই চক্রকে Sacral plexus বলেন।[৮]

মণিপুর— স্বাধিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে মণিপুরচক্র। গৌতমীয়তন্ত্রে মণিপূরের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে[৯]—এই পদ্ম মণির মতো উজ্জ্বল বলে একে মণিপূর বলা হয়।

এই পদ্মকে নাভিপদ্মও বলা হয়। ষট্‌চক্রনিরূপণের মতে[১০] স্বাধিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে নাভিমূলে আছে উজ্জ্বল দশদল নাভিপদ্ম। পদ্মের রং ঘন সজল মেঘের মতো নীল। দশদলে নীলপদ্মের রঙের ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ এই দশটি বিন্দুযুক্ত বর্ণ আছে। পদ্মকর্ণিকার অভ্যন্তরে উদীয়মান সূর্যের বর্ণবিশিষ্ট ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল। ত্রিকোণের বাইরে তিন দিকে তিনটি স্বস্তিক চিহ্ন এবং মধ্যে বহ্নিবীজ রঁ।

---

১ তস্যোর্ধ্বে নিবসেদ্বিষ্ণুঃ শ্রীর্ব্বাণী বামদক্ষিণে।—নি ত, পঃ ৫

২ বৈকুণ্ঠস্য দক্ষভাগে গোলকং সর্বমোহনম্। তত্রৈব রাধিকা দেবী দ্বিভুজো মুরলীধরঃ।—ঐ

৩ ষ নি শ্লো ১৭

৪ অত্র পদ্মান্তরে রাকিণ্যাঃ স্থিতিদর্শনাৎ সর্বত্র রক্তপদ্মান্তরোপরি ষট্‌শক্তীনাং স্থিতিরিতি বোধ্যম্।

—ঐ, কালীচরণকৃত টীকা

৫ পদ্মমধ্যে বীজকোষে ভুবর্লোকং মনোহরম্।—নি ত, পঃ ৫

৬ পূ ত, p. 51 ৭ ঐ

৮ Ś. Ś., 4th Ed., p. 688

৯ তৎপদ্মং মণিবদ্‌ভিন্নং মণিপূরং তথোচ্যতে।—গৌতমীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ষ নি শ্লো ২১-এর কালীচরণকৃত টীকা

১০ তস্যোর্ধ্বে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপহিতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ। ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তৎ ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলষিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজম্।

—ষ নি, শ্লো ১৯

এই বহ্নিমণ্ডলই তেজতত্ত্বের স্থান। বহ্নিমণ্ডলে রূপ চক্ষু এবং পায়ু এই ত্রিতত্ত্ব অবস্থিত।[১]

সাকার বহ্নিবীজ রঁ মেষবাহন।[২] এই বীজের ক্রোড়ে শুদ্ধসিন্দুরবর্ণ রুদ্রের বাস।[৩] রুদ্রের বামভাগে মহাবিদ্যা ভদ্রকালী শোভা পাচ্ছেন।[৪]

এই চক্রে সর্বশুভকরী লাকিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা।[৫] লজ্জা পিশুনতা ঈর্ষা তৃষ্ণা সুষুপ্তি বিষাদ কষায় মোহ ঘৃণা এবং ভয় এই দশটি বৃত্তি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত।[৬]

এই মণিপুরচক্র স্বর্লোক।[৭] এটি তনুমানসা নামক জ্ঞানভূমি।[৮] স্বাধিষ্ঠান থেকে মণিপুর পর্যন্ত প্রাণময়কোশ।[৯]

কেউ কেউ একে বলেন Solar plexus।[১০]

অনাহত—মণিপুরচক্রের ঊর্ধ্বে হৃদয়ে অনাহতচক্র। এখানে শব্দব্রহ্মময় অনাহত শব্দ প্রত্যক্ষ হয় বলে একে অনাহত বলা হয়।[১১]

অনাহত দ্বাদশদলপদ্ম। এর রং বাঁধুলিফুলের রঙের মতো। দ্বাদশদলে কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ এবং ঠঁ সিন্দুরঙের এই বিন্দুযুক্ত দ্বাদশ বর্ণ বিদ্যমান।[১২]

এটি মরুৎ বা বায়ুতত্ত্বের স্থান। পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ সুন্দর বায়ুমণ্ডল।[১৩] এই মণ্ডলের মধ্যদেশে বায়ুবীজ যঁ।[১৪] যঁ কৃষ্ণসারমৃগবাহন।[১৫]

উক্ত বায়ুমণ্ডলে স্পর্শ ত্বক্‌ এবং উপস্থ এই ত্রিতত্ত্ব বিদ্যমান।[১৬]

---

১ বহ্নিমণ্ডলে পায়ুচক্ষুরিন্দ্রিয়রূপতত্ত্বেতি ত্রিঃ।—ষ নি, শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

২ সাকারং বহ্নিবীজং সদৈব মেষবাহনম্।—নি ত, পঃ ৬

৩ তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দুররাগঃ।—ষ নি, শ্লো ২০

৪ ভদ্রকালী মহাবিদ্যা বামভাগেন শোভিতা।—নি ত, পঃ ৬

৫ অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী।—ষ নি, শ্লো ২১

৬ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 141

৭ স্বর্লোকাখ্যমিদং দেবি সর্বদেবৈঃ প্রপূজিতম্।—নি ত, পঃ ৬

৮ পূ ত, p. 51 ৯ ঐ ১০ S. S. 4th Ed., p. 683

১১ শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে। অনাহতাখ্যং তৎ পদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্।
দে ভা ৭।৩৫।৪১

১২ তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং কাদ্যৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহিতং সিন্দুররাগান্বিতৈঃ।
—ষ নি, শ্লো ২২

১৩ বায়োর্মণ্ডলমত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতম্।—ঐ

১৪ মণ্ডলস্য মধ্যদেশে বায়ুবীজং মনোহরম্।—নি ত, পঃ ৭

১৫ ষ নি, শ্লো ২৩-এর কালীচরণকৃত টীকা

১৬ বায়ুমণ্ডলে উপস্থত্বগিন্দ্রিয়স্পর্শতত্ত্বেতি ত্রিঃ।—ঐ, শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

এই চক্র মহর্লোক। নির্বাণতন্ত্রের মতে এইটিই মানসপূজার স্থান। যোগীরা এখানেই মানস যাগ করেন।[১] এখানেই দেবীর রূপ প্রকাশিত হয়। সৌভাগ্যভাস্করে উদ্ধৃত একটি অভিযুক্তবচনে বলা হয়েছে— ওগো ঈশ্বরী, আনন্দলক্ষণ অনাহত নামক স্থানে নাদরূপে পরিণত তোমার রূপ সাধকদের অন্তর্মুখী মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় এবং তখন তাঁরা পুলকে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেন।[২]

অনাহতচক্রকে বলা হয়েছে কল্পতরু। এই কল্পতরু বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করে।[৩]

মহর্লোক ঈশ্বরের স্থান। বায়ুবীজমধ্যেই করুণানিধান অমল সূর্যের মতো সুন্দর ঈশ বা ঈশ্বর অধিষ্ঠিত।[৪] ঈশ্বরের বামভাগে তাঁর শক্তি ত্রিলোকপূজিতা ভুবনেশ্বরী অধিষ্ঠিতা।[৫]

এই চক্রে আছেন নবতড়িতের মতো পীতবর্ণা ত্রিনেত্রা শুভদায়িনী কাকিনীশক্তি।[৬] কালীচরণ ষট্‌চক্রনিরূপণের টীকায় বলেছেন দ্বাদশদল এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে একটি রক্তপদ্মের উপর কাকিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা।[৭]

ষট্‌চক্রনিরূপণের মতে এই পদ্মকর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণাকার শক্তি অবস্থিতা। কোমল-বপু এই শক্তি কোটিবিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল।[৮] কালীচরণ বলেন এই ত্রিকোণ বায়ুবীজের অধোদেশে অবস্থিত।[৯] এই ত্রিকোণ অধোমুখ।[১০]

এই ত্রিকোণের মধ্যে কনকাকার অঙ্গরাগের দ্বারা উজ্জ্বল বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। বাণলিঙ্গের মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দু। মণির ছিদ্রের মতো সেই বিন্দুর আছে সূক্ষ্ম বিভেদছিদ্র। এই বাণলিঙ্গ কামোদ্‌গমের জন্য অর্থাৎ কামনার উন্মেষের জন্য অতিমনোহর।[১১]

---

১ মহর্লোকমিদং ভদ্রে পূজাস্থানং সুরেশ্বরি। অত্রৈব মানসং যাগং কুরুতে যোগবিত্তমঃ।—নি ত, পঃ ৭

২ আনন্দলক্ষণমনাহতনাম্নি দেশে নাদাত্মনা পরিণতং তব রূপমীশে।
প্রত্যঙ্মুখেন মনসা পরিচীয়মানং শংসন্তি নেত্রসলিলৈঃ পুলকৈশ্চ ধন্যা।—দ্রঃ ল স ২১৮-এর সৌ ভা

৩ নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদম্।—ষ নি, ২২

৪ ধ্যায়েৎ.........তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধম্।—ষ নি, শ্লো ২৩

৫ যা বিদ্যা ভুবনেশানী ত্রিষু লোকেষু পূজিতা। ঈশ্বরস্য বামভাগে সা দেবী পরিতিষ্ঠতি।—নি ত, পঃ ৭

৬ অত্রাস্তে খলু কাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা।—ষ নি, শ্লো ২৪

৭ অত্র কর্ণিকায়াং রক্তপদ্মোপরি কাকিনীশক্তিঃ।—দ্রঃ ষ নি, (T. T., Vol. II) পৃঃ ৩৬

৮ এতন্নীরজকর্ণিকান্তরলসচ্ছক্তিস্ত্রিকোণাভিধা বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলবপুঃ সাস্তে তদন্তর্গতঃ।
—ষ নি, শ্লো ২৫

৯ এতৎত্রিকোণং বায়ুবীজস্যাধোদেশে।—ঐ, কালীচরণকৃত টীকা

১০ শক্তিরিত্যনেন ত্রিকোণস্যাধোমুখত্বং জ্ঞাপিতম্।—ঐ

১১ বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি কনকাকারাঙ্গরাগোজ্জ্বলোমৌলৌ সূক্ষ্মবিভেদযুঙ্‌মণিরিব প্রোল্লাসলক্ষ্মালয়ঃ।
—ষ নি, শ্লো ২৫

কালীচরণ বলেন হৃদয়স্থিত অনাহতপদ্মকর্ণিকার অধোদেশে ঊর্ধ্বমুখ অষ্টদল রক্তবর্ণ একটি পদ্ম আছে। এই পদ্মে মানস পূজা করতে হয়।[১] এই পদ্মেই আছে কল্পতরু; এখানেই সুন্দর চন্দ্রাতপের নীচে আছে ইষ্টদেবের আসন। এই আসন নানা পুষ্পফলে শোভিত, সুকণ্ঠ নানা পাখীর কাকলিতে মনোরম। এখানে সাধক আপন কল্পোক্ত বিধানে ইষ্টদেবতার ধ্যান করবেন।[২]

মহানির্বাণতন্ত্রে এই অষ্টদলপদ্মকে বলা হয়েছে আনন্দকন্দ।[৩] অনাহতচক্রেই পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা অধিষ্ঠিত।[৪]

কালীচরণ বলেছেন স্থির দীপশিখার মতো জীবাত্মা হংসরূপী এবং বাণলিঙ্গের অধোদেশে অবস্থিত।[৫]

অনাহতচক্রে আশা চিন্তা চেষ্টা মমতা দম্ভ বিকলতা অহংকার বিবেক লোলতা কপটতা বিতর্ক এবং অনুতাপ এই বারটি বৃত্তির অবস্থান নির্দেশ করা হয়।[৬]

এই চক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি অবস্থিত। যোগশিখোপনিষদের মতে বিষ্ণুগ্রন্থি অনাহতের কবাট।[৭]

এই চক্রই সত্তাপত্তি নামক জ্ঞানভূমি। মণিপূর থেকে অনাহত পর্যন্ত মনোময়কোশ।[৮] কেউ কেউ এই চক্রকে বলেন Cardiac plexus।[৯]

বিশুদ্ধাখ্য—অনাহত চক্রের ঊর্ধ্বে কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণ অমল পদ্ম বিশুদ্ধের স্থান।[১০] এই পদ্মে হংসের অর্থাৎ আত্মার দর্শন লাভ করে জীব বিশুদ্ধ হয়ে যায়। এইজন্য একে বিশুদ্ধ বলা হয়। এই অদ্ভুত পদ্মটিকে আকাশ বলা হয়।[১১]

---

১ হৃৎপদ্মস্য কর্ণিকাধোদেশে ঊর্ধ্বমুখরক্তবর্ণাষ্টদলপদ্মমিত্যর্থঃ। এতৎপদ্মোপরি মানসপূজা কার্যা।
—ষ নি, শ্লো ২৫-এর টীকা

২ তন্মধ্যেঽষ্টদলং রক্তং তত্র কল্পতরুং তথা। ইষ্টদেবাসনং চারুচন্দ্রাতপবিরাজিতম্।
তথা—নানাপুষ্পফলৈর্যুক্তং মঞ্জুবাক্‌পক্ষিশোভিতম্। তত্র ধ্যায়েদিষ্টদেবং তত্তৎকল্পোক্তমার্গতঃ।
—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ২৫-এর কালীচরণকৃত টীকা

৩ দ্রঃ Gr. L., 3rd Ed., p. 119, f. n. 6

৪ অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্।—গৌতমীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃতি,
(T. T., Vol II. p. 122)

৫ তদধঃ স্থিরতরদীপকলিকাকারহংসরূপী জীবাত্মা।—ষ নি (T. T., Vol. II.) পৃঃ ৩৬

৬ S. P. 2nd Ed, 1924, p. 141

৭ অনাহতকবাটং বিষ্ণুগ্রন্থিম্।—যোগশিখোপনিষৎ ১।৮৭-এর ভাষ্য

৮ পূ ত, p. 51 ৯ Ś. Ś, 4th Ed., p. 684

১০ বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূম্রধূম্রাবভাসম্।—ষ নি ২৮

১১ বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ। বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহদ্ভুতম্।—দে ভা ৭।৩৫।৪৩

এই পদ্মটি ষোড়শদল। ষোড়শ দলে বিন্দুযুক্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ অবস্থিত। এই স্বরবর্ণগুলির রং লাল। নিরন্তর যোগাভ্যাসের দ্বারা বিষয়ানুরাগরূপ মলিনতা দূর হয়ে যাওয়ায় যাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়েছে তাঁর কাছে এই বর্ণগুলি প্রত্যক্ষ হয়।[১]

এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে বৃত্তাকার পূর্ণচন্দ্রশুভ্র নভোমণ্ডল।[২] নভোমণ্ডলের মধ্যে আছে ব্যোমবীজ হঁ। এই বীজ তুষারশুভ্র গজের উপর অবস্থিত।[৩]

এই বীজের অঙ্কে গিরিজার সঙ্গে অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বর ত্রিনয়ন পঞ্চানন ললিতদশভুজ ব্যাঘ্রচর্মধারী স্বনামপ্রসিদ্ধ সদাশিব বিরাজমান।[৪] সদাশিবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী গিরিজা গৌরী। কাজেই এই চক্রের অধিদেবতা সদাশিব ও তাঁর শক্তি গৌরী।

ব্যোমতত্ত্বের স্থান পূর্বোক্ত নভোমণ্ডল। নভোমণ্ডলে শব্দ শোত্র এবং বাক্ এই ত্রিতত্ত্ব অবস্থিত।[৫]

বিশুদ্ধাখ্যচক্র জনলোক।[৬] পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে শশহীন অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত। যোগৈশ্বর্যাভিলাষী শুদ্ধেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এই চন্দ্রমণ্ডল মহামোক্ষের দ্বারস্বরূপ।[৭]

এই চন্দ্রমণ্ডলেই শাকিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা।[৮] বিশুদ্ধাখ্যচক্রে নিষাদ ঋষভ গান্ধার ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত এবং পঞ্চম এই সূক্ষ্ম সপ্তসর (স্বরসপ্তকের প্রচলিত ক্রম থেকে এটি ভিন্ন) এবং হূঁ ফট্ বৌষট্ বষট্ স্বধা স্বাহা ও নমঃ অবস্থিত। এই পদ্মের অষ্টম দলে বিষ এবং ষোড়শতম দলে অমৃত আছে। বিষ ধ্বংসাত্মক এবং অমৃত সৃষ্ট্যাত্মক শক্তির প্রতীক।[৯]

এই চক্রই অসংসক্তি নামক জ্ঞানভূমি। অনাহত থেকে বিশুদ্ধাখ্য চক্র পর্যন্ত বিজ্ঞানময়

---

১ স্বরৈঃ সর্বৈঃ শোণৈর্দ্দলপরিলসিতৈর্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ।—ষ নি, শ্লো ২৮

২ সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপম্।—ঐ

৩ তদন্তর্ব্যোমবীজঞ্চ শুক্লং হৈমগজস্থিতম্।—ভূতশুদ্ধিতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ২৮-এর কালীচরণকৃত টীকা

৪ মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহো হিমাভঃ।
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো ললিতদশভুজো ব্যাঘ্রচর্মাম্বরাঢ্যঃ
সদা পূর্বোদেবঃ শিব ইতি চ সমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ।—ষ নি, শ্লো ২৯

৫ নভোমণ্ডলে বাক্‌শ্রোত্রেন্দ্রিয়শব্দতত্ত্বেতি ত্রিরিতি।—ঐ শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

৬ পদ্মমধ্যে বরাটে চ জনর্লোকং সুসুন্দরম্।—নি ত, পঃ ৮

৭ সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশীলস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য।
—ষ নি, শ্লো ৩০

৮ তত্রাস্তে শাকিনীশক্তিঃ শুধাংশোর্মণ্ডলে শুভে।—প্রেমযোগতরঙ্গিনীবচন, দ্রঃ ষ নি শ্লো ৩০-এর কালীচরণকৃত টীকা

৯ S. P., 2nd Ed , 1924, p. 141 and f. n. 5

কোশ।[১] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় কোশে রজোগুণ প্রধান সূক্ষ্মদেহ অবস্থিত।[২] অর্থাৎ এই কোশত্রয়কে নিয়েই সূক্ষ্মদেহ গঠিত।

বিশুদ্ধাখ্যচক্রকে কেউ কেউ Laryngeal plexus বলে থাকেন।[৩]

ললনাচক্র বা কালচক্র—বিশুদ্ধাখ্য চক্রের ঊর্ধ্বে এবং আজ্ঞাচক্রের নীচে তালুমূলে একটি অপ্রধান চক্র আছে। একে ললনাচক্র বা কালচক্র বলা হয়। এটি ষট্‌চক্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, পদ্মটি দ্বাদশদল রক্তবর্ণ। এতে শ্রদ্ধা সন্তোষ অপরাধ দম মান স্নেহ শুদ্ধতা অরতি সম্ভ্রম এবং ঊর্মি এই বৃত্তিগুলির অবস্থান নির্দেশ করা হয়।[৪]

আজ্ঞা—বিশুদ্ধাখ্যচক্র এবং ললনাচক্রের ঊর্ধ্বে আজ্ঞাচক্র। এটি শুভ্রবর্ণ দ্বিদল পদ্ম।[৫] ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। বলা হয়েছে—কণ্ঠ ও তালুমূল ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠে কুণ্ডলিনী ভ্রূমধ্যে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ কল্যাণময় দ্বিদলপদ্মে প্রবেশ করেন। হ ও ক্ষ এই দুইবর্ণ দ্বিদলে অবস্থিত। এই পদ্ম মনের স্থান।[৬]

রুদ্রযামলের মতে এই চক্রে গুরুর আজ্ঞা সংক্রমিত হয় বলে একে আজ্ঞাচক্র বলা হয়।[৭] ভাস্কররায় লিখেছেন ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মে আজ্ঞাকারী শ্রীগুরুর অবস্থানের জন্য একে আজ্ঞাচক্র বলা হয়।[৮]

আবার এই দ্বিদলপদ্মকে জ্ঞানপদ্মও বলা হয়। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে বিশুদ্ধাখ্যচক্রের ঊর্ধ্বে আছে সুদুর্লভ দ্বিদল জ্ঞানপদ্ম, এটি পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডল।[৯]

এই চক্র ভেদ করলে যথার্থ জ্ঞানোদয় হয় বলে একে জ্ঞানপদ্ম বলা হয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—'মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, লম্বিকাগ্র (ললনা) এবং আজ্ঞা এই-সব চক্র অজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত। যদিও অধোবর্তী চক্র অপেক্ষা ঊর্ধ্ববর্তী চক্রে শক্তির সূক্ষ্মতা তথা নির্মলতার বিকাশ অধিক হয় তথাপি এ-সব যে অজ্ঞানসীমার অন্তর্গত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাচক্রভেদ হয় অথবা অন্যভাবে বলা যায় আজ্ঞাচক্রভেদ করলেই জ্ঞানের উদয় হয়।'[১০]

---

১ পু ত, p. 51 ২ ঐ ৩ Ś. Ś., 4th Ed., p. 684

৪ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 125

৫ আজ্ঞাচক্রং তদূর্ধ্বে তু শুক্লং দ্বিদলমণ্ডিতম্।—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৩২-এর কালীচরণকৃত টীকা

৬ তালুকণ্ঠং প্রবিশ্যোর্ধ্বং ভ্রূযুগান্তে সিতং শুভম্। দ্বিদলং হক্ষবর্ণাভ্যাং মনোঽধিষ্ঠিতমম্বুজম্।
দ্রঃ ষ নি, ৩২-এর কালীচরণকৃত টীকা

৭ আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্তিতম্।—রু যা, উঃ ত, পঃ ২৭

৮ ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মে আজ্ঞাপকস্য শ্রীগুরোরবস্থানাদাজ্ঞাচক্রসংজ্ঞা।—ল স, ৯০-এর সৌ ভা

৯ এতৎপদ্মস্যোর্ধ্বদেশে জ্ঞানপদ্মং সুদুর্লভম্। পত্রদ্বয়সমাযুক্তং পূর্ণচন্দ্রস্য মণ্ডলম্।—নি ত, পঃ ৯

১০ শক্তিসাধনা, ক শ অ, পৃঃ ৬১

আলোচ্য দ্বিদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে চন্দ্রের মত শুভ্রবর্ণা ষড়াননা হাকিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা।[১]

উক্ত পদ্মকর্ণিকার মধ্যেই আছে যোনি বা শক্তিত্রিকোণ এবং তার মধ্যে বিদ্যুন্মালার মতো উজ্জ্বল ইতর নামক শিবলিঙ্গ। আর আছে শক্তিস্থান (পরমকুলপদ) এবং ব্রহ্মনাড়ীর প্রকাশক বেদবর্ণিত আদি বীজ ওঁ।[২]

দ্বিদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে হাকিনী আদির অবস্থানক্রম এইভাবে চিন্তা করতে হয়—হাকিনীশক্তি, তদূর্ধ্বে ত্রিকোণ, ত্রিকোণমধ্যে ইতরলিঙ্গ, তদূর্ধ্বে ত্রিকোণমধ্যে প্রণব, তার ঊর্ধ্বে মন।[৩] মনের ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডলে হংসক্রোড়ে শক্তিসহ পরমশিব বিরাজমান।[৪] এই হংসকে নির্বাণতন্ত্রে শম্ভুবীজ বলা হয়েছে।[৫]

পরবিন্দু শিবশক্ত্যাত্মক। ওঁকারের যে-বিন্দু তা পরবিন্দুর প্রতীক। কাজেই এখানেই সশক্তি পরমশিব বা পরশিবের অধিষ্ঠান।[৬] এই পরশিবকে শম্ভুও বলা হয়েছে।[৭] পরশিবের শক্তিকে বলা হয়েছে সিদ্ধকালী।[৮]

লক্ষ্য করার বিষয় ব্রহ্মা বিষ্ণু ঈশ্বর সদাশিব এবং পরশিব তন্ত্রোক্ত এই ষট্‌শিব[৯] মূলাধারাদি ষট্‌চক্রে অধিষ্ঠিত।

ত্রিকোণমধ্যে যে-প্রণবের কথা বল হল ষট্‌চক্রনিরূপণের মতে এই প্রণব শুদ্ধবুদ্ধিস্বরূপ অন্তরাত্মা। প্রদীপশিখার মতো উজ্জ্বল প্রণব বিরচিত হয় এইভাবে—অকার এবং উকারের সন্ধি করলে হয় ও। এই ওকারের ঊর্ধ্বে আছে অর্ধচন্দ্র এবং তার উপরে বিন্দুরূপী

---

১ তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষট্‌কং দধানা।—ষ নি শ্লো ৩২

২ যোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশম্। বিদ্যুন্মালাবিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ।—ষ নি, শ্লো ৩৩

৩ এবঞ্চ পদ্মকর্ণিকায়াং হাকিনীশক্তিস্তদূর্ধ্বে ত্রিকোণে ইতরলিঙ্গং তদূর্ধ্বে ত্রিকোণে প্রণবস্তদূর্ধ্বে মন ইত্যেবং ক্রমেণ চিন্তয়েদিতি।—ঐ, কালীচরণকৃত টীকা

৪ তদূর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডলে হংসক্রোড়ে পরমশিবঃ সশক্তিক ইতি।—ঐ, শ্লো ৩৮-এর কালীচরণকৃত টীকা

(দ্রঃ T. T., Vol. II, পৃঃ ৫৩)

৫ শম্ভুবীজং হি তন্মধ্যে সাকারং হংসরূপকম্।—নি ত, পঃ ৯

৬ দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৩৭-এর কালীচরণকৃত টীকা

৭ তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।

—সৌ ল, শ্লো ৩৬, দ্রঃ মহীশূর সং, ১৯৫৩

৮ বামভাগে সিদ্ধকালী সদানন্দস্বরূপিণী।—নি ত, পঃ ৯

৯ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবো দেবি ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্তিতাঃ।

—তারাষোঢ়াশ্যাসাধিকারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃতি, (T. T., Vol. II পৃঃ ১২৪)

ম(ওঁ)।[১] ষট্চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে তারও ঊর্ধ্বে আছে অবাস্তর নাদ। এটি বলরামের মতো অতিশয় শুভ্র এবং চন্দ্রের মতো কিরণবর্ষী।[২]

পূর্বেই মূলাধার থেকে বিশুদ্ধাখ্যচক্র পর্যন্ত পাঁচটি চক্রে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই কুড়িটি স্থূল তত্ত্বের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। আজ্ঞাচক্রে সূক্ষ্ম মনের অবস্থিতির কথাও বলা হয়েছে। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র বলেন আজ্ঞাচক্রে সর্বদা হাকিনীশক্তিলাঞ্ছিত উত্তম তৈজস মন দীপ্তি পাচ্ছে। এই মন লক্ষিত হয় প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অহংকারের দ্বারা।[৩]

শৈব-শাক্ত-দর্শন অনুসারে প্রকৃতি একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে বিকৃতি। শারদাতিলকে বলা হয়েছে মূলভূত অব্যক্ত পরবস্তুর বিকৃতি থেকে গুণ এবং অন্তঃকরণাত্মক মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হল। তার থেকে সৃষ্টিভেদে ত্রিবিধ অহংকার উৎপন্ন হল।[৪]

বিকৃতি অর্থ করা হয়েছে প্রতিবিম্ব। যা পরবস্তুর প্রতিবিম্বরূপে বিকৃতি তাই মহত্তত্ত্বাদির প্রকৃতিরূপে প্রকৃতি।[৫]

শৈবদর্শনে যাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলা হয় সংখ্যদর্শনে তাকেই বলা হয় মহত্তত্ত্ব।[৬] পূর্বেই বলা হয়েছে মহত্তত্ত্ব গুণ এবং অন্তঃকরণাত্মক। গুণ বলতে বুঝায় সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণ। আর অন্তঃকরণ বলতে বুঝায় মন বুদ্ধি অহংকার এবং চিত্ত।[৭] এই চারটিকে বলা হয় অন্তঃকরণ চতুষ্টয়।

তত্ত্বরূপে সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয় তৈজস বা রাজসিক অহংকার থেকে।[৮] পূর্বোক্ত মন থেকে এটি পৃথক্।

---

১ তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধ্যন্তরাত্মা প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ।
তদূর্ধ্বে চন্দ্রার্ধস্তদুপরি বিলসদ্বিন্দুরূপী মকারঃ।—ষ নি, শ্লো ৩৫

২ তদূর্ধ্বে নাদোঽসৌ বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী।—ঐ

৩ মনশ্চাত্র সদাভাতি হাকিনীশক্তিলাঞ্ছিতম্। বুদ্ধিপ্রকৃত্যহঙ্কারালক্ষিতং তৈজসং পরম্।
—কঙ্কালমালিনীতন্ত্র, পঃ ২

৪ মূলভূতাত্ততোঽব্যক্তাৎবিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ। আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্।
অভূত্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ।—শা তি ১।১৭-১৮

৫ বিকৃতাদিতি ইদং পরবস্তুনঃ প্রতিবিম্বত্বেন বিকৃতিরূপং মহত্তত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিত্বাৎ প্রকৃতিনামকঞ্চ।
—ষ নি, শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

৬ সৈব বুদ্ধির্মহন্নাম তত্ত্বং সাংখ্যে নিগদ্যতে।—ঈশানশিবোক্তি, দ্রঃ শা তি ১।১৭-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

৭ অন্তঃকরণমাত্মনঃ......
মনোবুদ্ধিরহংকারচিত্তঞ্চ পরিকীর্তিতম্।—শা তি ১।৩৬

৮ যচ্চাপরং মনস্তত্ত্বং সসংকল্পবিকল্পকম্। তৈজসাদেব সঞ্জাতম্।—শা তি ১।১৯-এর রাঘবভট্টকৃত টীকা

তন্ত্রের বিচারে সৃষ্টিক্রম এই—প্রকৃতির থেকে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, তার থেকে অহংকার, তার থেকে মন উদ্ভূত। কাজেই 'মন লক্ষিত হয় প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অহংকারের দ্বারা' কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের এই উক্তির তাৎপর্য আজ্ঞাচক্রে প্রকৃতি থেকে মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত তত্ত্ব অবস্থিত। কিন্তু সাধারণতঃ কথাটাকে সংক্ষেপ করে বলা হয় আজ্ঞাচক্র মনস্তত্ত্বের স্থান।[১]

আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি অবস্থিত।[২] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ভাস্কররায় লিখেছেন ষট্‌চক্রের প্রতিচক্রে দুটি করে গ্রন্থি আছে একটি আদিতে একটি অন্তে।[৩] কিন্তু সাধারণতঃ মূলাধার, অনাহত এবং আজ্ঞাচক্রে যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি এই তিনটি গ্রন্থিরই স্থান নির্দেশ করা হয়। ভাস্কররায় কথিত মূলাধারস্থ উভয়গ্রন্থির নামই ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতচক্রস্থ উভয়গ্রন্থি বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রস্থ উভয় গ্রন্থিই রুদ্রগ্রন্থি। ভাস্কররায় কোনো চক্রেরই গ্রন্থির নাম করেন নি। কাজেই অন্য তিনটি চক্রের গ্রন্থির নাম পাওয়া গেল না।

আজ্ঞাচক্রই সর্বদেবদুর্লভ তপোলোক।[৪] এইটি পদার্থাভাবিনী নামক জ্ঞানভূমি। বিশুদ্ধাখ্যচক্র থেকে আজ্ঞাপর্যন্ত আনন্দময়কোশ।[৫] আনন্দময়কোশ সত্ত্বগুণ প্রধান কারণদেহাবস্থা।[৬] ষট্‌চক্রের এই মোটামোটি বিবরণ। লক্ষ্য করার বিষয় মূলাধারাদি পদ্মের মোট দলসংখ্যা পঞ্চাশ এবং এই দলগুলিতে সংস্কৃত বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেকটি বর্ণ একটি মন্ত্র, কাজেই একজন দেবতা। তা ছাড়া প্রতিপদ্মে বিশেষ দেবতার অবস্থিতি যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

চক্রে মনোনিবেশের ফল—ষট্‌চক্রের প্রত্যেক চক্রের ধ্যানে মন নিবিষ্ট করার নানা ফল তন্ত্রাদিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ষট্‌চক্রনিরূপণে স্বাধিষ্ঠানে মন নিবিষ্ট করার ফল এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—যে-মানুষ স্বাধিষ্ঠান নামক অমলপদ্মের চিন্তা করেন তাঁর অহংকারদোষাদি সমস্ত রিপু তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ হন এবং সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন তেমনি তিনি মোহান্ধকার নাশ করেন। তাঁর অমৃতবর্ষী বাক্যের সৌন্দর্য গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রকাশিত হয়।[৭]

---

১ S. P., 2nd Ed., 19:4, p. 129

২ আজ্ঞাকবাটে রুদ্রগ্রন্থৌ।—যোগশিখোপনিষৎ ১।৮৭—এর ভাষ্য

৩ ষট্‌চক্রেষু প্রতিচক্রমাদ্যন্তয়োর্দ্বৌ দ্বৌ গ্রন্থী।—ল স, শ্লো ৮৯-এর সৌ ভা

৪ তপোলোকমিদং ভদ্রে সর্বদেবস্য দুর্লভম্।—নি ত, পঃ ৯

৫ পু ত, p. 51.   ৬ ঐ

৭ স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তয়েদ্ যো মনুষ্যস্তস্যাহংকারদোষাদিকসকলরিপুঃ ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন।
যোগীশঃ সোঽপি মোহাদ্ভুততিমিরচয়ে ভানুতুল্যপ্রকাশো গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্বিরচয়তি
সুধাবাক্যসন্দোহলক্ষ্মীঃ।—ষ নি, শ্লো ১৮

এ রকম ফললাভ ছাড়া চক্রবিশেষে মনস্থির করার আরেকটি দিক্‌ও আছে। সাধন-মর্মজ্ঞরা বলেন 'জগৎ থেকে জগন্নাথের কাছে যাওয়ার পথে যে যে শক্তি আর জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তথা যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, ঋষিরা তাদের সব রহস্য বিভিন্ন চক্রে অনুভব করেছেন। দর্শনবিজ্ঞানের, জ্ঞানভূমির তথা সাধনরহস্যের সব তত্ত্বই এই-সব চক্রে নিহিত। চিত্তে যখন যে-ভাবের সঞ্চার করতে সাধকের ইচ্ছা হয় তখন সেই ভাবের কেন্দ্র যে-চক্র তাতে মন স্থির করলে সেই ভাবের স্ফুরণ স্বতঃই হতে থাকে এ কথা সাধকমাত্রই স্বীকার করবেন।'[১]

আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে চক্র— ষট্‌চক্রের বিবরণের সঙ্গে সহস্রারের বিবরণ না থাকলে কুণ্ডলিনীজাগরণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে এবং সহস্রারের নীচে আরও চক্র আছে। এই-সব চক্রের সংখ্যা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। কোনো কোনো মতে চক্রসংখ্যা ষোল, কোনো কোনো মতে বহু।[২]

বলা হয় আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্ব থেকে সহস্রারের নিম্ন পর্যন্ত বিশুদ্ধসত্ত্বময় অবস্থা।[৩]

সহস্রার— সকল চক্রের ঊর্ধ্বে সহস্রার। সহস্রারচক্র নয়, চক্রাতীত। ষট্‌চক্র-নিরূপণে বলা হয়েছে শঙ্খিনীনাড়ীর মস্তকে শূন্যদেশে অর্থাৎ নাড়ীর দ্বারা আবৃত নয় এমন স্থানে এবং বিসর্গের অধোদেশে পূর্ণচন্দ্রের মতো অতিশুভ্র উজ্জ্বল সহস্রদলপদ্ম বিরাজমান। এই পদ্ম অধোমুখ। এর কিঞ্জল্কসমূহ তরুণসূর্যের রঙে রঞ্জিত। এই পদ্মের দেহ অকারাদিক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সমুজ্জ্বল। একে বলা হয়েছে কেবলানন্দস্বরূপ।[৪]

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত জ্ঞানভাষ্যে মাথার উপরে শঙ্খিনী নাড়ীর স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।[৫] শ্রীক্রমে বলা হয়েছে বামকর্ণ থেকে মাথার উপর পর্যন্ত শঙ্খিনীনাড়ী অবস্থিত।[৬]

ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্ধ্বভাগে বিসর্গ অবস্থিত।[৭] বিসর্গ শক্তি, শক্তির কুলরূপ, বিসর্গমণ্ডল শক্তিমণ্ডল।[৮]

---

১ পূ ত, pp. 51, 53.

২ Spirit and Culture of the Tantras, Ś. R. C. M., Vol. II, p. 204 ৩ পূ ত, p. 51

৪ তদূর্ধ্বে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণচন্দ্রাতিশুভ্রম্।
অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তিকিঞ্জল্কপুঞ্জং ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলানন্দরূপম্।
—ষ নি ৪০

৫ কুহশ্চ লিঙ্গমূলে স্যাৎ শঙ্খিনী শিরসোপরি।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৪, ব সং, পৃঃ ৩৩

৬ আসব্যকর্ণাৎ দেবেশি শঙ্খিনী চ শিরোপরি।—শ্রীক্রমবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃতি (T. T., Vol. II, পৃঃ ১২৮)

৭ বিসর্গস্তু ব্রহ্মরন্ধ্রস্যোর্ধ্বভাগে।—ষ নি, শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

৮ কুলরূপং ভবেৎ শক্তিঃ বিসর্গমণ্ডলং প্রিয়ে।—নির্বাণপদ্ধতিবচন, দ্রঃ ষট্‌চক্রবিবৃতি
(T. T., Vol. II, পৃঃ ১২৮)

সহস্রদলপদ্মের দলসংস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"সহস্রদলপদ্মের চারিদিকে পঞ্চাশটি দল বিরাজিত এবং উপর্য্যুপরি কুড়ি স্তরে সজ্জিত।"[১] প্রত্যেক স্তরের পঞ্চাশ দলে পূর্বোক্ত পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণ অবস্থিত।

সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে শশহীন অর্থাৎ দীপ্তিমান্ শুদ্ধপূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। অমৃতস্নিগ্ধ শীতল এই চন্দ্র জ্যোৎস্নাজাল বিকীরণ করছে। এই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুতাকার ত্রিকোণ শোভা পাচ্ছে। এই ত্রিকোণের মধ্যে সমস্ত দেবতাদের দ্বারা সেবিত অতিগুপ্ত শূন্য বিরাজমান।[২] শূন্য অর্থ বিন্দু।[৩]

এই বিন্দু অতি সূক্ষ্ম বলে সুগুপ্ত। অতিশয় যত্নসহকারে নিরন্তর ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করলে এটি সাধকের কাছে প্রকাশিত হয়। এই বিন্দু মোক্ষের প্রধান মূল এবং অমাকলার সহিত নির্বাণকলার প্রকাশক। অথবা বলা যায় ত্রিকোণান্তর্বর্তী অমাকলা ও নির্বাণকলার সহিত ধ্যানের দ্বারা বিন্দুরূপ শূন্য প্রকাশিত হয়।

এই স্থানে পরমশিব নামে প্রসিদ্ধ দেবতা অধিষ্ঠিত। ইনি ব্রহ্মস্বরূপ, সর্বাত্মা। এঁর মধ্যে রস এবং বিরস অর্থাৎ পরমানন্দ-রস (মোক্ষ) এবং শিবশক্তিসামরস্যজনিত আনন্দ একত্র অবস্থিত। ইনি অজ্ঞান ও মোহান্ধকার ধ্বংসকারী সূর্য।[৪] বিশ্বনাথ ষট্চক্রবিবৃতিতে লিখেছেন এই পরমশিব প্রকাশস্বরূপ সগুণ শিব[৫] অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম।

পূর্বোক্ত ত্রিকোণমধ্যস্থ বিন্দু বা শূন্যই পরমশিব, ইনিই পরলিঙ্গ।[৬] ষট্চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে এই ভগবান্ শিব অমৃতোপম বস্তুর নিরবধি প্রভূত ধারাবর্ষণ করে নির্মলচিত্ত যতিকে স্বাত্মজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক এইজ্ঞান উপদেশ দেন। ইনি সর্বেশ। সকল প্রকার সুখের ক্রমবিস্তৃত লহরী উত্তরোত্তর এঁর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে অর্থাৎ ইনিই সকল সুখের আকর। ইনি পরমহংস নামে পরিচিত।[৭]

---

১ দ্রঃ যোগীগুরু, সং ৭, পৃঃ ৫২

২ সমাস্তে তস্যান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূর্ণচন্দ্রঃ স্ফুরজ্জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী।
ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি চ সততং বিদ্যুদাকাররূপং তদন্তঃ শূন্যং তৎ সকলসুরগণৈঃ সেবিতং চাতিগুপ্তম্।
—ষ নি, শ্লো ৪১

৩ বিন্দুশব্দেন শূন্যং স্যাৎ তথা চ গুণসূচকম্।—তোড়লতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ, কালীচরণকৃত টীকা

৪ সুগুপ্তং তদ্ যত্নাদতিশয়পরমামোদসন্তানরাশেঃ পরং কন্দং সূক্ষ্মং সকলশশিকলাশুদ্ধরূপপ্রকাশম্।
ইহস্থানে দেবঃ পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ স্বরূপী সর্বাত্মা রসবিরসমিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ।
—ষ নি, শ্লো ৪২। দ্রঃ কালীচরণকৃত টীকা

৫ পরমশিবাখ্যঃ সগুণঃ শিবঃ প্রকাশাত্মা।—ষট্চক্রবিবৃতি (T. T., Vol. II, পৃঃ ১২৯)

৬ তদন্তস্ত্রিকোণমধ্যে শূন্যং পরলিঙ্গম্।—ঐ

৭ সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং যতেঃ স্বাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্ নির্মলমতেঃ।
সমাস্তে সর্বেশঃ সকলসুখসন্তানলহরীপরীবাহো হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিত।—ষ নি, শ্লো ৪৩

হংস—কালীচরণ বলেন এখানে হংস অর্থ 'হং-সঃ এই মন্ত্র।[১] তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে প্রপঞ্চসারতন্ত্রের[২] যে-বচন উদ্ধৃত করেছেন তার অর্থ এই— তত্ত্বসংজ্ঞা শক্তি চিন্মাত্রা। তিনি যখন সিসৃক্ষু হন তখন ঘনীভূত হয়ে বিন্দুরূপ ধারণ করেন। তার পর যথাসময়ে সেই বিন্দু আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। ডান দিকের ভাগকে বিন্দু আর বাম দিকের ভাগকে বিসর্গ বলা হয়। দক্ষিণ এবং বাম ভাগকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী মনে করা হয়। হং বিন্দু আর সঃ বিসর্গ নামে পরিচিত। বিন্দু পুরুষ, বিসর্গ প্রকৃতি। হংস পুরুষপ্রকৃত্যাত্মক এবং জগৎ হংসাত্মক।

পরমশিব স্বাত্মজ্ঞান উপদেশ দেন। কাজেই তিনি গুরু। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—শিরঃপদ্মে অর্থাৎ শিরস্থিত পদ্মে পরমগুরু মহাদেব বিরাজমান। ত্রিভুবনে তাঁর তুল্য পূজ্য নাই। গুরু পরমগুরু পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরু এই গুরুচতুষ্টয়কে তাঁরই অংশ মনে করবে।[৩]

উপাস্যদেবতার আলয়—উক্ত তন্ত্রমতে সহস্রারপদ্ম পরমশিব তথা পরব্রহ্মের আলয়, পরম মোক্ষের আলয়; নির্গুণের ও মহাকালীর আলয়।[৪]

সহস্রারকে শৈবরা বলেন শিবস্থান অর্থাৎ কৈলাস, বৈষ্ণবেরা বলেন পরমপুরুষের অর্থাৎ বিষ্ণুর স্থান, অন্যেরা যাঁরা হরি এবং হর উভয়ের উপাসনা করেন তাঁরা বলেন হরিহরের স্থান, দেবীর ভক্তরা বলেন এটি দেবীর স্থান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা একে প্রকৃতি-পুরুষের অর্থাৎ হংসের অমল স্থান বলে থাকেন।[৫]

ব্রহ্মসংহিতার মতে সহস্রার শ্রীকৃষ্ণের স্থান গোকুল।[৬] মোটকথা সহস্রার শৈবশাক্ত বৈষ্ণবাদি উপাসকদের উপাস্যদেবতার স্থান বলে গণ্য হয়।

অমাকলা—সহস্রারকর্ণিকাস্থ ত্রিকোণের মধ্যে অমাকলা ও নির্বাণকলার অবস্থিতির

---

১ অয়ং সর্বেশো হংসঃ হংস ইত্যানুপূর্বিকমন্ত্রাকারঃ।—ষ নি, শ্লো ৪৩-এর টীকা

২ সা তত্ত্বসংজ্ঞা চিন্মাত্রা জ্যোতিষঃ সন্নিধেস্ততঃ। বিচিকীর্ষুর্ঘনীভূয় কচিদভ্যেতি বিন্দুতাম্।
কালেন ভিদ্যমানস্তু স বিন্দুর্ভবতি দ্বিধা। বিন্দুর্দক্ষিণভাগশ্চ বামভাগো বিসর্গকঃ।
তেন দক্ষিণবামাখ্যৌ ভাগৌ পুংস্ত্রীবিশেষিতৌ। হঙ্কারো বিন্দুরিত্যুক্তো বিসর্গঃ স ইতি স্মৃতঃ।
বিন্দুঃ পুরুষ ইত্যুক্তো বিসর্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ। পুংপ্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকমিদং জগৎ।—ঐ

৩ শিরঃপদ্মে মহাদেবস্তথৈব পরমো গুরুঃ। তৎসমো নাস্তি দেবশি পূজ্যো হি ভুবনত্রয়ে।
তদ্রূপং চিন্তয়েন্মন্ত্রী বাহে গুরুচতুষ্টয়ম্।—নি ত, পঃ ৩

৪ পরং ব্রহ্মালয়ং হ্যেতৎ পরং মোক্ষালয়ং প্রিয়ে। নির্গুণস্যালয়ং সাক্ষাৎ মহাকাল্যালয়ং শিবে।—ঐ, পঃ ১০

৫ শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পরং দেব্যা দেবীচরণযুগলাম্ভোজরসিকা মুনীন্দ্রা অপ্যন্তে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলম্।—ষ নি, শ্লো ৪৪

৬ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।—ব্রহ্মসংহিতা ২

বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে[১] চন্দ্রের ষোড়শী পরা কলা শিশুসূর্যের বর্ণবিশিষ্টা শুদ্ধা মৃণালসূত্রের শতভাগের একভাগের মত সূক্ষ্মা। এই কলার দেহ কোটি বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল এবং কোমল। ইনি অধোমুখী। শিবশক্তির সামরস্যের ফলে যে-পূর্ণানন্দ-পীযূষধারা বিগলিত হয় অমাকলা তার ধারিণী।

নির্বাণকলা—অমকলার অভ্যন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠা কলা নির্বাণকলা অবস্থিতা। কেশাগ্রের সহস্রভাগের একভাগের মতো অতিসূক্ষ্ম এই কলা। সর্বপ্রাণীর অধিদেবতা এই ভগবতী তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। অর্দ্ধচন্দ্ররূপা অমাকলার মতো ইনি কুটিলাকারা এবং দ্বাদশসূর্যের প্রভার মতো ইনি প্রভাশালিনী।[২]

নির্বাণকলা সপ্তদশী কলা।[৩] এঁরই নাম উন্মনী। কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে সহস্রারকর্ণিকার মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে আছেন সর্বসঙ্কল্পরহিতা সপ্তদশী কলা। তাঁরই নাম উন্মনী। তিনি ভবপাশছিন্নকারিণী।[৪]

নির্বাণশক্তি—নির্বাণকলার ক্রোড়ে অপূর্বা পরমা অর্থাৎ পরব্রহ্মশক্তিরূপা নির্বাণশক্তি অবস্থিতা। ইনি কোটিসূর্যের মতো উজ্জ্বল, ত্রিভুবনজননী, কেশাগ্রের কোটিভাগের একভাগের মতো অতি সূক্ষ্মা এবং নিরন্তরবিগলিত প্রেমধারার ধারিণী। ইনি সমস্ত জীবের জীবস্বরূপিণী এবং মুনিদের মনে তত্ত্বজ্ঞানবহনকারিণী।[৫]

তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন নির্বাণশক্তির মধ্যে আছে মায়ামলরহিত শাশ্বত শিবপদ। এটি শুদ্ধবোধময় সকলসুখময় যোগীদের জ্ঞানমাত্রগম্য এবং নিত্যানন্দ নামে খ্যাত। কোনো কোনো সুধী ব্যক্তি একে বলেন ব্রহ্মপদ, কেউ কেউ বলেন বিষ্ণুর স্থান, কেউ কেউ বলেন

---

১ অত্রান্তে শিশুসূর্যসোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী শুদ্ধা নীরজসূক্ষ্মতন্তুশতধাভাগৈকরূপা পরা।
বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলতনুর্বিদ্যোতিতাঽধোমুখী পূর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা।
—ষ নি, শ্লো ৪৬

২ নির্বাণাখ্যকলা পরা পরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী।
ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধদয়া। চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমানভঙ্গুরবতী সর্বার্কতুল্যপ্রভা।
—ষ নি, শ্লো ৪৭

৩ তন্মধ্যে কুটিলা নির্বাণাখ্য সপ্তদশী কলা।—কঙ্কালমালিনীতন্ত্র, পঃ ২

৪ সহস্রারকর্ণিকায়াং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগা। সর্বসঙ্কল্পরহিতা কলা সপ্তদশী ভবেৎ।
উন্মনী নাম তস্যা হি ভবপাশনিকৃন্তনী।—দ্রঃ ষ নি. শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

৫ এতস্যা মধ্যদেশে বিলসতি পরমাপূর্বনির্বাণশক্তিঃ কোট্যাদিত্যপ্রকাশা ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপা।
কেশাগ্রস্যাতিসূক্ষ্মা নিরবধিবিগলৎপ্রেমধারাধরা সা সর্বেষাং জীবভূতা মুনিমনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহন্তী।
—ষ নি, শ্লো ৪৮

হংস। আবার অন্য সুকৃতিরা একে এক অনির্বচনীয় আত্মসাক্ষাৎকারস্থান অর্থাৎ মোক্ষ স্থান মনে করেন।[১]

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে পরমা নির্বাণশক্তি সকলের যোনিরূপিণী অর্থাৎ কারণরূপা। সেই শক্তিরই মধ্যে আছেন নিরাকার নিরঞ্জন শিব। এখানেই কুণ্ডলীশক্তি পরমাত্মার সঙ্গে বিহার করেন।[২]

নির্বাণশক্তি সৃষ্টির কারণ। বলা হয়েছে— সত্যলোকে অর্থাৎ সহস্রারে নিরাকারা মহাজ্যোতিস্বরূপিণী নিজেকে মায়াচ্ছাদিত করে চণকাকারে অবস্থান করছেন। ইনি হস্তপদাদিরহিতা এবং চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপিণী। মায়াবন্ধন ত্যাগ করে ইনি যখন দ্বিধাবিভক্ত ও উন্মুখী হন তখন শিবশক্তির বিভাগ হওয়ায় সৃষ্টিকল্পনার উদ্ভব হয়।[৩] শিবশক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন। বিভাগ কাল্পনিক। সাধনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

এই নির্বাণশক্তি পরবিন্দুরূপা।[৪] বলা হয়েছে[৫] নির্বাণকলার মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক পরবিন্দু অবস্থিত। বিন্দু পরমকুণ্ডলী আর তার মধ্যেকার শূন্য সাক্ষাৎ শিব।[৬] কুণ্ডলিনী আর নির্বাণশক্তি অভিন্ন।

কুলার্ণবতন্ত্রে আলোচ্য বিন্দুকে পরব্রহ্ম বলা হয়েছে।[৭] নির্বাণতন্ত্রের মতে বিন্দুরূপ এই নির্গুণ সিদ্ধির কারণ। এঁকে কেউ বলেন ব্রহ্মা, কেউ বলেন বিষ্ণু, কেউ বলেন মহারুদ্র। এই দেব নিরঞ্জন এক। ইনি আদ্যাশক্তিযুক্ত চণকাকাররূপ।[৮]

---

১ তস্যা মধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং নিত্যানন্দাভিধানং সকলসুখময়ং শুদ্ধবোধস্বরূপম্।
কেচিদ্ ব্রহ্মাভিধানং পদমিতি সুধিয়ো বৈষ্ণবং তল্লপন্তি কেচিদ্‌হংসাখ্যমেতৎ কিমপি সুকৃতিনো
মোক্ষমাত্মপ্রবোধম্।—ঐ, শ্লো ৪৯

২ নির্বাণশক্তিঃ পরমা সর্বেষাং যোনিরূপিণী। তস্যাং শক্তৌ শিবং জ্ঞেয়ং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
অত্রৈব কুণ্ডলীশক্তির্বিহরেৎ পরমাত্মনা।—কঙ্কালমালিনীতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৪৮-এর কালীচরণকৃত টীকা

৩ সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী। মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চণকাকাররূপিণী।
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপিণী। মায়াবন্ধনমুৎসৃজ্য দ্বিধা ভিত্বা যদোন্মুখী।
শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৪৯-এর কালীচরণকৃত টীকা

৪ ইয়ং নির্বাণশক্তি পরবিন্দুরূপেতি।—ষ নি, শ্লো ৪৮-এর কালীচরণকৃত টীকা

৫ তন্মধ্যে পরবিন্দুঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। শূন্যরূপং শিবঃ সাক্ষাৎ বিন্দুঃ পরমকুণ্ডলী।
—ঐ, শ্লো ৪৯ এর ঐ টীকা

৬ বৃত্তঃ কুণ্ডলিনীশক্তির্গুণত্রয়সমন্বিতঃ। শূন্যভাগং মহেশানি শিবশক্ত্যাত্মকং প্রিয়ে।—ঐ

৭ বিন্দুরূপং পরং ব্রহ্ম সহস্রদলসংস্থিতম্।—দ্রঃ ঐ, শ্লো ৪৮-এর টীকা

৮ নির্গুণো বিন্দুরূপশ্চ সিদ্ধিকারণমেব হি। কেচিদ্ বদন্তি স ব্রহ্মা কেচিদ্ বিষ্ণু প্রকথ্যতে।
কেচিদ্ রুদ্রো মহাপূর্ব একো দেবো নিরঞ্জনঃ। আদ্যাশক্তিযুতো দেবশ্চণকাকাররূপকঃ।—নি ত, পঃ ১০

সহস্রারকে তুরীয় নামক জ্ঞানভূমি বলা হয়।[১] নির্বাণতন্ত্র-অনুসারে সত্যলোক সহস্রার নির্বাণমুক্তির স্থান। বলা হয়েছে মহর্লোক সালোক্যমুক্তির স্থান, জনলোক সারূপ্যমুক্তির স্থান, তপোলোক সাযুজ্যমুক্তির স্থান এবং তার উর্ধ্বে নির্বাণ।[২]

কোনো কোনো তন্ত্রে সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে একটি দ্বাদশদলপদ্মের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়েছে। এই পদ্ম গুরুর স্থান। এ বিষয়ে বলা হয়েছে[৩]—সহস্রার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে এবং সেই স্থানের চন্দ্রমণ্ডলের নিকটে দ্বাদশদলপদ্ম। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে আছে তেজোময় হংসপীঠ। হংসপীঠ অ-ক-থ-ত্রিকোণান্তর্গত হ-ল-ক্ষ-বর্ণের দ্বারা শোভিত। এই হংসপীঠে শিবরূপী স্বীয় গুরুর ধ্যান করতে হবে।

সাধারণভাবে মূলাধারাদি চক্রের বিবরণ দেওয়া হল। এ-সবের অন্তস্তত্ত্বের বিষয় একমাত্র যোগীরাই প্রকাশ করতে পারেন। কালীচরণ লিখেছেন—মহাযোগজ্ঞানের দ্বারা যিনি ষট্‌পদ্মের বিভব জানতে পেরেছেন তিনিই এ-সবের অন্তস্তত্ত্ব প্রকট করতে সমর্থ, অপর কেউ নয়। আর গুরু কৃপা না হলে বুধশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও ষট্‌পদ্মের অন্তস্তত্ত্ব ব্যক্ত করতে পারেন না।[৪]

কুণ্ডলিনীজাগরণের তাৎপর্য— আমরা কুণ্ডলিনীজাগরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু করেছিলাম। ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বের অভিব্যক্তিতে এমন এক অবস্থা আসে যখন শুদ্ধতত্ত্বসমূহের সীমা শেষ হয়ে অশুদ্ধতত্ত্বসমূহের সীমা আরম্ভ হয়। প্রকৃতি এবং তার বিকৃতিসমূহ নিয়ে অশুদ্ধতত্ত্ব। কাজেই অশুদ্ধতত্ত্ব প্রকৃতির রাজ্য। এইটি রুদ্ধমুখ বলয় বা বৃত্তাদির মতো একটি সংরুদ্ধ বক্র বস্তু; এর বাইরে যাবার কোনো পথ নেই। এর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে জীব আর আপন কর্মানুযায়ী অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। জীব স্বরূপতঃ শিবশক্ত্যাত্মক হলেও সে স্বভাবসুলভ বাসনাজালে এমনি জড়িয়ে পড়ে যে তার থেকে আর মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে পারে একমাত্র তখনই যখন পূর্বোক্ত রুদ্ধমুখ বলয় বা বৃত্তের মুখ উন্মুক্ত করে তাকে

---

১ পূ ত, p. 51

২ সালোক্যং মহর্লোকং স্যাৎ সারূপ্যং জনলোককে। সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্বাণং হি তদূর্ধ্বকে।

—নি ত, পঃ ৯

৩ কর্ণিকান্তঃপুটে তত্র দ্বাদশার্ণসরোরুহে। তেজোময়ে কর্ণিকান্তশ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগে।
অকথাদিত্রিরেখীয়ে হলক্ষত্রয়ভূষিতে। হংসপীঠে মন্ত্রময়ে স্বগুরুং শিবরূপিণম্।

—পাদুকাপঞ্চকম্, ১-র কালীচরণকৃত টীকা।

৪ মহাযোগজ্ঞানাৎ পরিচিতষড়ম্ভোজবিভবঃ। স এবান্তস্তত্ত্বপ্রকটনসমর্থো ন হি পরঃ।
বুধশ্রেষ্ঠো জ্যেষ্ঠোঽপ্যমিলিতকৃপানাথকরুণঃ। ষড়ব্জান্তস্তত্ত্বং যসহবিভবং প্রস্ফুটয়িতুম্।

—ষট্‌চক্রনিরূপণের প্রারম্ভিক শ্লোকের কালীচরণকৃত টীকা।

শুদ্ধতত্ত্বসমূহের রাজ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। জীবের একমাত্র ভরসা প্রকৃতির পূর্বোক্ত বক্রভাবাপন্ন অবস্থা দূর করা, কুণ্ডলী পাকান প্রকৃতিকে সোজা সরল করে দেওয়া। এরই পারিভাষিক নাম কুণ্ডলিনীজাগরণ।[১] প্রকৃতি আর কুণ্ডলিনী অভিন্ন।

জীবের আত্মবিস্মৃত অবস্থাই কুণ্ডলিনীর নিদ্রা। জীব বস্তুতঃ শিবস্বরূপ। কিন্তু আত্মবিস্মৃত হওয়ার ফলে সে আপন শিবময় স্বরূপ অনুভব করতে পারে না।[২]

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "জীবের আত্মা শিবস্বরূপ, মোহ ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া উহা মূর্চ্ছিতবৎ হইয়া রহিয়াছে। এই শিবরূপী আত্মা ব্যোমতত্ত্বে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে শবরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহা গভীর প্রসুপ্তি। এই সুপ্ত আত্মাকে অর্থাৎ শবরূপী শিবকে না জাগাইতে পারিলে আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া সুদূরপরাহত। কিন্তু শক্তিভিন্ন এই সুপ্ত শিবকে জাগাইবার অন্য কোনো উপায় নাই। অথচ শক্তি স্বয়ং নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া আধারচক্রে জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এইজন্য সাধকের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য, এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তাহার সাহায্যে শবরূপী শিবকে প্রবুদ্ধ করা। মূলাধার হইতে বিশুদ্ধচক্র পর্যন্ত পাঁচটি চক্র পাঁচটি ভৌতিক তত্ত্বের কেন্দ্র। শক্তি ব্যাপকভাবে সর্বত্রই সুপ্ত রহিয়াছে। শক্তি এক এবং অভিন্ন, তথাপি চক্রভেদে তাহার স্থিতি পৃথক্ পৃথক্। মূলাধারচক্রে শক্তি জাগ্রৎ হইলে তাহার প্রভাবে স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থিত শক্তি জাগ্রৎ হয়। এই প্রকারে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চক্রের শক্তির জাগরণও বুঝিতে হইবে। মোটকথা একই শক্তি জাগ্রৎ হইয়া যেমন যেমন সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে তেমনি তেমনি তাহার জাগরণ ক্রমশ অধিক উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয় এবং চরম অবস্থায় শক্তির পূর্ণ জাগরণকালে পাঁচটি চক্রই মুক্ত হইয়া যায়। তখন আর কোথাও লেশমাত্র জড়ত্বের আভাস বর্তমান থাকে না। এই অবস্থায় অর্থাৎ আকাশতত্ত্বে শক্তির পূর্ণ জাগরণের ফলে শবরূপী শিব জাগ্রৎ হন, আত্মার অনাদি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন শিবশক্তি উভয়েই জাগ্রৎ বলিয়া কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যুগলরূপে মিলিত হইবার জন্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হন। আজ্ঞাচক্রে ভ্রূমধ্যস্থলে শিবশক্তির এই মিলন সংঘটিত হয়।···ইহা খণ্ডমিলন, মহামিলন নহে। আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্যন্ত মহামিলনের পথ নির্দিষ্ট রহিয়াছে।"[৩]

কুণ্ডলিনীর পথ—কুণ্ডলিনী জেগে উঠে যে-পথে ঊর্দ্ধে গমন করেন তাকে বলা হয়

---

১ Tantra as a way of Realisation, C. Her. I., Vol. IV, p. 234.

২ দ্রঃ পূ ত, p. 60

৩ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ'-এর ভূমিকা, পৃঃ ।৶-।৶৹

ষট্‌চক্রমার্গ। একে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডমার্গও বলা হয়।[১] কুণ্ডলিনী মূলাধারাদি ষট্‌চক্রভেদ করে সহস্রারে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মহামিলনে মিলিত হন এবং যে-পথে গিয়েছিলেন সেই পথেই আবার মূলাধারে ফিরে আসেন। সাধকের যোগাভ্যাসের সময় প্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনীর এরূপ যাতায়াত চলে।

কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগমন-সম্বন্ধে বিচার—কুণ্ডলিনীর জাগরণের পর ঊর্ধ্বগমন-সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি এই—কুণ্ডলিনী যখন মূলাধার থেকে ঊর্ধ্বগমন করেন তখন তিনি মূলাধার শূন্য করে যান কি? সাধারণতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগমনের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে মনে হয় কুণ্ডলিনী যখন মূলাধার ছেড়ে যান তখন সেই চক্র শূন্য করেই যান। এতে এই আপত্তি হয়—দেহকেন্দ্রে মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনীই জীবদেহের প্রাণক্রিয়া তথা জীবনের আধার; দেহের অস্তিত্ব তাঁরই উপর নির্ভর করে। তিনি যদি দেহকেন্দ্র একেবারে ছেড়ে যান তা হলে দেহরক্ষা হয় না।

উত্তরে বলা হয় কুণ্ডলিনী মূলাধার ছেড়ে উপরে উঠে গেলে দেহ হিম হয়ে যায়, শবদেহের মতো হয়ে যায় বটে কিন্তু নষ্ট হয় না। কারণ সহস্রারে শিবশক্তির মিলনহেতু যে-অমৃত প্রবাহিত হয় তাই দেহকে রক্ষা করে।[২]

এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। কোনো কোনো মনীষী মনে করেন কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বগমনের সময় মূলাধার শূন্য করে যান না। স্থিতিশীল কুণ্ডলিনী অংশতঃ গতিশীল হয়ে ঊর্ধ্বগমন করেন। সহজ কথায় এঁদের মতে মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীর একটি প্রসৃতি (ejection) ঊর্ধ্বে গমন করে। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে আছে—মূলাধার থেকে স্ফুরিততড়িতাভা সূক্ষ্মরূপা প্রভা মস্তকপর্যন্ত ঊর্ধ্বগমন করে। এই প্রভা সমস্ত তেজের মূলভূতা অনুতরা।[৩]

পদ্মপাদাচার্য এখানে প্রভাশব্দের অর্থ করেছেন কুণ্ডলিনীমস্তক।[৪] এর থেকে অনুমান করা যায় আচার্যের মতে ভুজগাকারা কুণ্ডলিনীর মস্তক সহস্রারে চলে যায় এবং পুচ্ছের দিক্ মূলাধারে থাকে। কাজেই কুণ্ডলিনী মূলাধার শূন্য করে ঊর্ধ্বে গমন করেন না।

মূলাধারস্থা কুণ্ডলিনীশক্তি অসীমা পূর্ণা। সেইজন্য অংশতঃ ঊর্ধ্বে গমন করলেও তাঁর মূল পূর্ণরূপের ক্ষয় হয় না। কথাটা এই দাঁড়ায়—কুণ্ডলিনী স্থিতিশীলরূপে মূলাধারে থাকেন আর গতিশীলরূপে চক্রগুলি ভেদ করে ঊর্ধ্বে চলে যান।

এই মতে অসীমস্থিতিশীল কুণ্ডলিনী যখন অসীমগতিশীল হয়ে যান এবং তাঁর বলয়াকার

---

১ যো সূ ৩।১-এর হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত ভাষাটীকা। দ্রঃ ক পা যো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৯৪

২ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 313

৩ মূলাধারাৎ স্ফুরিততড়িদাভা প্রভা সূক্ষ্মরূপোদ্‌গচ্ছন্ত্যামস্তকমণুতরা তেজসাং মূলভূতা।—প্র সা ত ১০।৭

৪ প্রভা কুণ্ডলিনীমস্তকম্।—ঐ, টীকা

আর থাকে না তখন জীবের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ দেহেরই লয় হয় এবং জীব বিদেহমুক্তি লাভ করে। কিন্তু এই ব্যষ্টিমুক্তিতে সংসারের লয় হয় না। কেন না সমষ্টির আধার মহাকুণ্ডলী ব্যষ্টির বিদেহমুক্তি হলেও সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে অবস্থান করেন।[১] কাজেই সংসারও থাকে।

লক্ষ্য করবার বিষয় কুণ্ডলিনী মূলাধার শূন্য করে ঊর্ধ্বগমন করেন কি না এ সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং ঊর্ধ্বগমন-সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই।

যোগের সংজ্ঞা—পূর্বেই বলা হয়েছে যোগ ব্যতীত কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় না। শাস্ত্রে যোগশব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে— যোগশব্দের অর্থ সংসার উত্তীর্ণ হবার উপায়। যোগবিশারদেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে যোগ বলেন।[২]

শারদাতিলক,[৩] কুলার্ণব,[৪] মহানির্বাণ[৫] প্রভৃতি তন্ত্রেও যোগের এই সংজ্ঞাই নির্দেশ করা হয়েছে।

শারদাতিলকের টীকাকার রাঘবভট্ট বলেন যোগের এই সংজ্ঞা বেদান্তপক্ষের প্রদত্ত সংজ্ঞা।[৬]

শারদাতিলকে বিভিন্নমতের যোগসংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। শৈবরা শিব এবং আত্মার অভেদজ্ঞানকে বলেন যোগ।[৭] আগমবিদ্‌রা বলেন শিবশক্ত্যাত্মক জ্ঞান যোগ।[৮] ভেদবাদী বৈষ্ণবাদি বিশারদদের মতে পুরাণপুরুষের জ্ঞানই যোগ।[৯] রাঘবভট্ট বলেন এই পুরাণপুরুষ সাংখ্যমতে পুরুষ, ন্যায়মতে ঈশ্বর এবং বৈষ্ণবমতে নারায়ণ।[১০]

মায়াতন্ত্রে বলা হয়েছে প্রকৃতিবাদীরা শিবশক্তির সামরস্যকে যোগ বলেন।[১১]

১ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 312

২ সংসারোত্তরণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে। ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।
—গৌতমীয়তন্ত্রবচন, দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৬৪৫

৩ ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।—শা তি ২৫।১

৪ ন পদ্মাসনতো যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণম্। ঐক্যং জীবাত্মনরাহুর্যোগং যোগবিশারদা।—কু ত, ৩০ ৯

৫ যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।— মহা ত ১৪।১২৩

৬ বেদান্তপক্ষমাশ্রিত্যাহ ঐক্যমিতি।—শা তি ২৫।১-এর টীকা

৭ শিবাত্মনোরভেদেন প্রতিপত্তিঃ পরে বিদুঃ।—শা তি ২৫।২

৮ শিবশক্ত্যাত্মকং জ্ঞানং জগুরাগমবেদিনঃ।—ঐ

৯ পুরাণপুরুষস্যাহন্যে জ্ঞানমাহুর্বিশারদাঃ।—ঐ ২৫।৩ ১০ ঐ, টীকা

১১ শিবশক্ত্যোঃ সামরস্যাত্মকং প্রকৃতিনোঽপরে।—মায়াতন্ত্রবচন, দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৫১-এর কালীচরণকৃত টীকা

প্রসঙ্গসারতন্ত্রমতে নিজের মধ্যে করপাদমুখাদিবিহীন আত্মার অবিরত নির্বোধ দর্শনকে তত্ত্ববিদেরা যোগ বলেন।[১]

পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধকে[২] যোগ বলা হয়েছে। তার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত যোগসংজ্ঞার কোনো বিরোধ নাই। কেন না চিত্তবৃত্তিনিরোধ অর্থ কোনো এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা।[৩] তন্ত্রোক্ত যোগসংজ্ঞায় সেই অভীষ্ট বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যোগের প্রকারভেদ—যোগসাধনার প্রকারভেদ অনুসারে যোগের বিভিন্ন ভেদ করা হয়েছে। 'এমনিতে সব সাধনার সাধারণ নাম যোগ। যোগশব্দের সঙ্গে ভেদসূচক বিশেষ শব্দ জুড়ে দিয়ে বিশেষ যোগের নাম করা হয়। যেমন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ হঠযোগ নাদযোগ লয়যোগ জপযোগ ইত্যাদি।'[৪]

আবার সাধনার বহিরঙ্গতা ও অন্তরঙ্গতার বিচারেও যোগের প্রকারভেদ করা হয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন—"যোগসাধনা দুই প্রকার। একটি বহিরঙ্গ সাধনা, যাহার ফলে জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান হইলেও ইহাতে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য নষ্ট হয় না। অন্তরঙ্গ যোগসাধনা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। উহার ফলে যে-জ্ঞানের উদয় হয় তাহাকে 'মহাজ্ঞান' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কারণ, ঐ জ্ঞানে জ্ঞেয় পৃথকরূপে প্রতিভাত হয় না। বহিরঙ্গ যোগের ফলে সত্যবস্তুকে জানা যায় কিন্তু নিজে সত্যস্বরূপে স্থিতিলাভ করা যায় না। কিন্তু অন্তরঙ্গ যোগের ফলে যে-জ্ঞানের উদয় হয় তাহাতে সত্যস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়।"[৫]

দত্তাত্রেয় সংহিতায় বলা হয়েছে যোগ বহুবিধ। যথা মন্ত্রযোগ লয়যোগ হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতি। তবে সমস্ত প্রকার যোগের মধ্যে রাজযোগ উত্তম।[৬]

---

১ করপাদমুখাদিবিহীনমনারতদৃষ্ঠমনন্তগমাত্মপদম্।
যমিহাত্মনি পশ্যতি তত্ত্ববিদস্তমিমং কিল যোগমিতি ব্রুবতে।—প্র সা ত ১৯।১৪

২ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।—যো সূ ১।২

৩ দ্রঃ ঐ, হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত ভাষাটীকা

৪ জপযোগ, কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃঃ ৩২৫

৫ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

৬ যোগো হি বহুধা ব্রহ্মন্ তৎসর্বং কথয়ামি তে। মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব হঠযোগস্তথৈব চ।
রাজযোগশ্চ সর্বেষাং যোগানামুত্তমঃ স্মৃতঃ।—দত্তাত্রেয়সংহিতাবচন, দ্রঃ প্রা তো,
কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৪৩৯

যোগশিখোপনিষদের মতে যোগ একই। একে মহাযোগ বলা হয়। এই এক যোগ অবস্থাভেদে মন্ত্রযোগ লয়যোগ হঠযোগ এবং রাজযোগ এই চারপ্রকার হয়েছে।[১]

শিবসংহিতাতেও এই চতুর্বিধ যোগের কথা বলা হয়েছে।[২] কাজেই এই চারপ্রকার যোগকেই যোগের প্রধান চারটি ভেদ বলা যায়।

মন্ত্রযোগ—যোগশিখোপনিষদে মন্ত্রযোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—হকারের দ্বারা শ্বাস বাইরে যায় এবং সকারের দ্বারা আবার ভিতরে প্রবেশ করে। সমস্ত জীব 'হংসঃ হংসঃ' এই মন্ত্র সর্বদা জপ করছে। গুরুর আজ্ঞায় সুষুম্নাতে বিপরীত জপ হয়। অর্থাৎ যোগসাধনার ফলে গুরুকৃপায় হংসঃ সোঽহং হয়ে যায়। হংসঃ মন্ত্রের এমনি সোঽহং মন্ত্র হয়ে যাওয়াই মন্ত্রযোগ।[৩]

মন্ত্রযোগের অন্যরকম ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যেমন দত্তাত্রেয়সংহিতায় বলা হয়েছে—সুধী সাধক অঙ্গসমূহে মাতৃকান্যাসপূর্বক মন্ত্রজপ করবেন। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হবে। এই ব্যাপারকে মন্ত্রযোগ বলা হয়।[৪]

অন্য একটি তন্ত্রবচনে পাওয়া যায় মন্ত্রজপহেতু যে-মনোলয় তাকে বলে মন্ত্রযোগ।[৫]

মন্ত্রযোগে বাহ্যবস্তুর ব্যবহার বিহিত। এতে বাহ্যানুষ্ঠানও আছে। বর্ণাশ্রমধর্ম, কুলধর্ম ইত্যাদি মেনে চলতে হয়, দেবদেবীর মূর্তি প্রতীকাদির ধ্যান করতে হয়। দেবতার রূপের ধ্যান ও নামজপের দ্বারা মন্ত্রযোগে সমাধি হয়। এই সমাধিকে বলা হয় মহাভাব।[৬]

মন্ত্রযোগের অভ্যাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। অন্তরে শুদ্ধ ভাবের সঞ্চার হয় এবং সেইভাব ক্রমে মহাভাবে পরিণত হয়।[৭]

দত্তাত্রেয়সংহিতায় মন্ত্রযোগের নিন্দা করে বলা হয়েছে অল্পবুদ্ধি সাধকাধম এই যোগ সাধনা করে, এটি সমস্ত যোগের মধ্যে অধম।[৮]

১ মন্ত্রো লয়ো হঠো রাজযোগান্তা ভূমিকাঃ ক্রমাৎ। এক এব চতুর্ধাঽয়ং মহাযোগোঽভিধীয়তে।
—যোগশিখোপনিষদ্ ১।১২৯

২ মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ। চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ।—শিবসংহিতা ৫।১৭

৩ হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংস হংসেতি মন্ত্রোঽয়ং সর্বৈর্জীবৈশ্চ জপ্যতে।
গুরুবাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেজ্জপঃ। সোঽহং সোঽহমিতি যঃ স্যান্মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে।
—যোগশিখোপনিষদ্ ১।১৩০-১৩২

৪ অঙ্গেষু মাতৃকান্যাসপূর্বং মন্ত্রং জপন্ সুধীঃ। এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে।
—দত্তাত্রেয়সংহিতাবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, বং সং, পৃঃ ৪৩৯

৫ মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।—দ্রঃ যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৪

৬ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 200-201   ৭ G. L., 3rd Ed , p. 121

৮ অল্পবুদ্ধিরয়ং যোগঃ সেবতে সাধকাধমঃ। মন্ত্রযোগশ্চ যঃ প্রোক্তঃ যোগানামধমঃ স্মৃতঃ।
—দত্তাত্রেয়সংহিতাবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৪৩৯

কিন্তু শক্তিসঙ্গমাদিতন্ত্রে এই যোগের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—সুখ নাই, দুঃখও নাই, আছেন কেবল পরব্রহ্ম, এই জ্ঞান মন্ত্রযোগের দ্বারা পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ মন্ত্রযোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হলে সেই শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। অন্যরকম যোগের দ্বারা কামক্রোধাদিযুক্ত জীব আর পরমাত্মার ঐক্যসাধন করতে গেলে অবশ্যই দুঃখ হবে। মন এক জায়গায়, শিব অন্য এক জায়গায়, যোগ হবে কি করে? অন্যরকম যোগসাধনা আরম্ভ করার পর স্ত্রীসংসর্গ করলে তা বিনাশের কারণ হয়; প্রাণায়াম করলে দেহনাশাদিও সম্ভব। কিন্তু ভাবনাপ্রধান মন্ত্রযোগে সে-রকম কিছু হয় না। ভাবনা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ সাধক মহেশ্বর আর ভাবনা ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ।[১]

মন্ত্রযোগ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "যোগশাস্ত্রে মন্ত্রযোগ কথাটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু যদি মন্ত্রযোগের মুখ্য অর্থ করা যায় মন্ত্রের আশ্রয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মেলন তা হলে এতে কোনো আপত্তি হবে না। শব্দাত্মক মন্ত্র চেতন হলে পর তার সহায়তায় জীব ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে গমন করতে করতে শব্দের অতীত পরমানন্দধাম পর্যন্ত পৌছাতে পারে। বৈখরী শব্দ থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ মধ্যমা অবস্থা ভেদ করে পশ্যন্তী অবস্থায় প্রবেশ করাই মন্ত্রযোগের প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্যন্তী শব্দ স্বপ্রকাশমান চিদানন্দময়, চিদাত্মক পুরুষের এইটিই অক্ষয় অমর ষোড়শীকলা। এইটিই আত্মজ্ঞান, ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার অথবা শব্দচৈতন্যের প্রকৃষ্ট ফল। এই অবস্থায় পৌছালে পর জীব কৃতকৃত্য হয়ে যায়। এর পরে অব্যক্তভাব আপনাআপনি উদিত হয়। এইটিই শব্দের তুরীয় অবস্থা। মূলাধার থেকে নিরন্তর শব্দস্রোত উপরের দিকে উঠছে। এই শব্দ সমস্ত জগতের কেন্দ্রে নিত্য বিদ্যমান। বহির্মুখ জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে বিষয়ের দিকে ছুটছে। এইজন্য সে এই শব্দস্রোতের সন্ধান পায় না। যখন ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে ইন্দ্রিয়ের বহির্গতি রুদ্ধ হয়ে যায় আর প্রাণ তথা মন স্তম্ভিতের মতো হয় তখন সাধক এই চেতনশব্দ শোনার অধিকারী হন। ষণ্মুখীমুদ্রার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে এই নাদের অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। অভিঘাতজনিত শব্দকে অনাহত নাদে লীন করতে না পারলে মন্ত্র অক্ষরসমষ্টিই থেকে যায়; মন্ত্রের সামর্থ্য এবং প্রকাশ অনুভবগোচর হয় না।

---

[১] ন সৌখ্যং ন চ বৈ দুঃখং পরব্রহ্মৈব কেবলম্। তজ্জ্ঞানং মন্ত্রযোগেন স্ফুটং ভবতি পার্বতি।
কামক্রোধাদিভির্যুক্তে জীবরূপে পরাত্মনি। অন্যযোগাৎ মহেশানি দুঃখং ভবতি নান্যথা।
মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র কথং যোগঃ ভবেৎ শিবে। অন্যযোগে সমারব্ধে স্ত্রীসঙ্গশ্চেদ্ যদা ভবেৎ।
বিনাশাৎ বায়ুরোধস্য দেহনাশাদিকং ভবেৎ। মন্ত্রযোগে ভাবনায়াং ন তথা পরমেশ্বরি।
যাবদ্ধি ভাবনা জাতা তাবদ্দেবো মহেশ্বরঃ। ভাবনা গলিতা চেৎ স্যাত্তদা জীবেশ্বরো নরঃ।
—শ স ত, কা খ, ১।২৬-৩০

ইড়াপিঙ্গলার গতি রুদ্ধ হওয়ার পর প্রাণ আর মন সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হলে এই নিত্য সারস্বতস্রোত অনুভূত হয়। এইটি সাধককে ক্রমশঃ আজ্ঞাচক্রে নিয়ে যায় আর সেখান থেকে বিন্দুস্থান ভেদ করে ক্রমশঃ সহস্রারকেন্দ্রে মহাবিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[১]

হঠযোগ—যোগশিখোপনিষদে বলা হয়েছে হকার বলতে সূর্য বুঝায় আর ঠকার বলতে চন্দ্র। সূর্য এবং চন্দ্রের ঐক্যকে হঠযোগ বলা হয়।[২]

অপানবায়ু চন্দ্র আর প্রাণবায়ু সূর্য। কাজেই প্রাণ ও অপানবায়ুর ঐক্য বা সংযোগই হঠযোগ।[৩]

কোনো কোনো মতে যে-যোগে হঠাৎ সিদ্ধিলাভ হয় তাকে হঠযোগ বলা হয়। যোগ-স্বরোদয়ে বলা হয়েছে হঠযোগের অভ্যাসের ফলে সাধক হঠাৎ জ্যোর্তিময় হয়ে অন্তরে শিব হয়ে যান। এই যোগকে এই জন্যই হঠযোগ বলা হয়। সিদ্ধিপ্রদ এই হঠযোগ সিদ্ধসেবিত।[৪]

হঠযোগের উপকারিতা—যে-কোনো সাধনার প্রধান সাধন শরীর। শরীর যদি সুস্থ সমর্থ না থাকে তা হলে কোনো সাধনাই ঠিকমতো হয় না। সেইজন্যই বলা হয় 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'—শরীরই আদি ধর্মসাধন। এই শরীরকে সুস্থ সবল সুদৃঢ় করে হঠযোগ। হঠযোগের সাধনপ্রক্রিয়া প্রধানতঃ স্থূল শরীরকে নিয়ে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরেরই স্থূলরূপ বা বহিরাবরণ। উভয় শরীর অতিশয় ঘনিষ্টভাবে যুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। কাজেই স্থূলশরীরের সাধনক্রিয়ার প্রভাব সূক্ষ্মশরীরের উপর পড়ে। এইজন্য অধিকার বিচার করে ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রথমে স্থূলদৈহিক সাধনার বিধান দেওয়া হয়। কারণ স্থূলদৈহিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে সূক্ষ্মদেহ এবং তদন্তর্গত মানসব্যাপারেও সিদ্ধিলাভ হতে পারে।[৫]

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে[৬] হঠযোগ অশেষতাপতপ্ত মানবের আশ্রয়গৃহস্বরূপ এবং অশেষযোগযুক্তদের আধারকূর্মস্বরূপ অর্থাৎ কূর্ম যেমন পৃথিবীর আধার তেমনি হঠযোগও সব যোগের আধার।

১ যোগকা বিষয়পরিচয়, কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃঃ ৫১

২ হকারেণ তু সূর্যঃ স্যাৎ ঠকারেণেন্দুরুচ্যতে। সূর্যাচন্দ্রমসোরৈক্যং হঠ ইত্যভিধীয়তে।

—যোগশিখোপনিষৎ ১।১৩৩

৩ যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৫

৪ হঠাজ্জ্যোতির্ম্ময়ো ভূত্বা হৃদন্তরেণ শিবো ভবেৎ। অতোঽয়ং হঠযোগঃ স্যাৎ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ।

—যোগস্বরোদয়বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং পৃঃ ৪৩৩

৫ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 200

৬ অশেষতাপতপ্তানাং সমাশ্রয়মঠো হঠঃ। অশেষযোগযুক্তানামাধারকমঠো হঠঃ।—হ প্র ১।১০

হঠযোগসাধনার ফলে সাধকের শরীরের কৃশত্ব ও মুখের প্রসন্নতা লাভ হয়, তাঁর কাছে অনাহত নাদ ব্যক্ত হয়। তাঁর চক্ষু নির্মল হয়, শরীর সুস্থ থাকে। সাধক বিন্দুজয়ী হন। তাঁর দেহাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং নাড়ী বিশুদ্ধ হয়।[১]

হঠযোগের দ্বারা সুপ্ত কুণ্ডলিনী জাগরিত হন। ঘেরণ্ডসংহিতায় বলা হয়েছে—চাবি দিয়ে যেমন রুদ্ধ দ্বার খোলা যায় তেমনি হঠযোগের দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণ হলে ব্রহ্মদ্বার মুক্ত হয়ে যায়।[২]

হঠযোগের অঙ্গ—শাস্ত্রে দু রকমের হঠযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা (ক) গোরক্ষনাথাদির দ্বারা উপদিষ্ট হঠযোগ এবং (খ) তৎপূর্ববর্তী মৃকণ্ডপুত্রাদি অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়াদি-উপদিষ্ট হঠযোগ।[৩] মার্কণ্ডেয়াদি-উপদিষ্ট হঠযোগ অষ্টাঙ্গ।[৪] এই অষ্টাঙ্গ পাতঞ্জলযোগসূত্রোক্ত যমাদিসমাধ্যন্ত অষ্টাঙ্গ। গোরক্ষোপদিষ্ট হঠযোগ ষড়ঙ্গ, এতে যোগসূত্রোক্ত যম এবং নিয়ম ছাড়া অন্য অঙ্গগুলি আছে।[৫]

তবে ঘেরণ্ডসংহিতায় হঠযোগের সপ্তাঙ্গের উল্লেখ আছে। যথা—ষট্‌কর্ম আসন মুদ্রা প্রত্যাহার প্রাণায়াম ধ্যান এবং সমাধি। প্রত্যেক অঙ্গের সাধনার পৃথক্ ফল নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন ষট্‌কর্মের দ্বারা শরীরশোধন হয়, আসনের দ্বারা শরীর দৃঢ় হয়, মুদ্রা দ্বারা শরীর স্থিরতালাভ করে। প্রত্যাহারের দ্বারা ধীরতা এবং প্রাণায়ামের দ্বারা লঘুতা লাভ হয়। ধ্যানের দ্বারা সাধকের আত্মপ্রত্যক্ষ হয় এবং সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা ও নিঃসংশয় মুক্তিলাভ হয়।[৬]

ষট্‌কর্ম—ষট্‌কর্ম বলতে বুঝায়[৭] ধৌতি বস্তি নেতি, লৌলিকী (নৌলী) ত্রাটক এবং কপালভাতি।[৮]

---

১ বপুঃ কৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা নাদস্ফুটত্বং নয়নে সুনির্মলে।
অরোগতা বিন্দুজয়োঽগ্নিদীপনং নাড়ীবিশুদ্ধির্হঠযোগলক্ষণম্।—হ প্র ২।৭৮

২ উদ্‌ঘাটয়েৎ কপাটঞ্চ যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ। কুণ্ডলিন্যাঃ প্রবোধেন ব্রহ্মদ্বারং প্রভেদয়েৎ।—ঘে স ৩।৪৬

৩ দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদিসুসাধকৈঃ। অন্যো মৃকণ্ডপুত্রাদ্যৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ।
দ্রঃ যোগকা বিষয়পরিচয়, কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃঃ ৬০

৪ যোগতত্ত্বোপনিষদে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের উল্লেখ আছে। যথা—
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব হ্যাসনং প্রাণসংযমঃ। প্রত্যাহারো ধারণা ধ্যানং ভ্রূমধ্যমে হরিম্।
সমাধিঃ সমতাঽবস্থা সাষ্টাঙ্গো যোগ উচ্যতে।—যোগতত্ত্বোপনিষৎ, ২৪-২৫

৫ দ্রঃ যোগকা বিষয়পরিচয়, কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃঃ ৬০

৬ ষট্‌কর্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্ দৃঢ়ম্। মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা।
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি। সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ।—ঘে স ১।১০-১১

৭ ধৌতির্বস্তি স্তথা নেতি লৌলিকী ত্রাটকং তথা। কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্মাণি সমাচরেৎ।—ঐ ১।১২

৮ ষট্‌কর্মের বিস্তৃত বিবরণ—দ্রঃ ঘে স ১।১৩-৬০; হ প্র ২।২৪-৩৫

ধৌতি—ধৌতি চারপ্রকার। যথা—অন্তর্ধৌতি দন্তধৌতি হৃদ্‌ধৌতি এবং মূলশোধন। এই চতুর্বিধ ধৌতির দ্বারা শরীর নির্মল করতে হয়।[১]

অন্তর্ধৌতিও চার প্রকার। যথা—বাতসার বারিসার অগ্নিসার এবং বহিষ্কৃত।[২]

বস্তি—হঠযোগের যে-প্রক্রিয়ার দ্বারা বস্তিপ্রদেশের শোধন হয় তাকে বলে বস্তি। বস্তি দ্বিবিধ—জলবস্তি এবং শুষ্কবস্তি।[৩]

নেতি—বিতস্তিপরিমাণ সূক্ষ্মসূত্র নিয়ে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাতে হবে এবং তার পর মুখ দিয়ে বের করে নিতে হবে। এরই নাম নেতিকর্ম। নেতিকর্মের দ্বারা খেচরীসিদ্ধিলাভ হয়, কফদোষ নষ্ট হয় এবং দিব্যদৃষ্টিলাভ হয়।[৪]

লৌলিকী বা নৌলী—তুন্দকে এপাস থেকে ওপাস সবেগে আন্দোলিত করতে হয়। একেই বলে লৌলিকী বা নৌলী। এতে সর্বরোগ দূর হয় এবং দেহাগ্নি বর্দ্ধিত হয়।[৫]

ত্রাটক—চোখে জল না-আসা পর্যন্ত একটি সূক্ষ্ম লক্ষ্যের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে। একেই জ্ঞানীরা বলেন ত্রাটক। এই যোগাভ্যাসের দ্বারা শাম্ভবীসিদ্ধি লাভ হয়, সমস্ত নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।[৬]

কপালভাতি—কপালভাতি ত্রিবিধ—বামক্রম ব্যুৎক্রম এবং শীৎক্রম। এই ত্রিবিধ কপালভাতির দ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়।[৭]

বামক্রম—ইড়া দিয়ে অর্থাৎ বাঁ নাকে বায়ু পূরণ করে পিঙ্গলা দিয়ে অর্থাৎ ডান নাকে রেচন করতে হবে, আবার পিঙ্গলা দিয়ে পূরণ করে ইড়া দিয়ে রেচন করতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পূরক ও রেচক করতে হবে। এই যোগাভ্যাসের দ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়।[৮]

---

১ অন্তর্ধৌতির্দন্তধৌতির্হৃদ্‌ধৌতি মূলশোধনম্। ধৌতিং চতুর্বিধাং কৃত্বা ঘটং কুর্বন্তু নির্মলম্।—ঘে স ১।১৩

২ বাতসারং বারিসারং বহ্নিসারং বহিষ্কৃতম্। ঘটস্য নির্মলার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্বিধা।—ঐ ১।১৪

৩ জলবস্তিঃ শুষ্কবস্তিঃ বস্তি স্যাদ্‌দ্বিবিধা স্মৃতা। জলবস্তিং জলে কুর্যাচ্ছুষ্কবস্তিং সদা ক্ষিতৌ।—ঐ ১।৪৬

৪ বিতস্তিমানং সূক্ষ্মসূত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ। মুখান্নির্গময়েৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকর্মকম্।
সাধনান্নেতিকার্যস্য খেচরীসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। কফদোষা বিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে।—ঘে স ১।৫১-৫২

৫ অমন্দবেগেন তুন্দং তু ভ্রাময়েদুভপার্শ্বয়োঃ। সর্বরোগান্নিহন্তীহ দেহানলবিবর্দ্ধনম্।—ঘে স ১।৫৩

৬ নিমেষোন্মেষকং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্মলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ। পতন্তি যাবদশ্রূণি ত্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
এবমভ্যাসযোগেন শাম্ভবী জায়তে ধ্রুবম্। নেত্ররোগা বিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে।—ঐ ১।৫৪-৫৫

৭ বামক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ শীৎক্রমেণ বিশেষতঃ। ভালভাতিং ত্রিধা কুর্যাৎ কফদোষং নিবারয়েৎ।—ঐ ১।৫৬

৮ ইড়য়া পূরয়েদ্‌বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলাং পুনঃ। পূরয়েদ্‌বা পিঙ্গলয়া পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ।
পূরকং রেচকং কৃত্বা বেগেন ন তু চালয়েৎ। এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ।—ঐ ১।৫৭-৫৮

ব্যুৎক্রম—নাক দিয়ে জল টেনে মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে বের করে দিতে হবে। এরই নাম ব্যুৎক্রম কপালভাতি। এর দ্বারা শ্লেষাদোষ নিবারিত হয়।[১]

শীৎক্রম—শীৎকার করে মুখ দিয়ে শ্বাস টেনে নাক দিয়ে বের করতে হবে। একেই বলে শীৎক্রম কপালভাতি। এই ক্রিয়ার দ্বারা কামদেবতুল্য হওয়া যায়। এই যোগাভ্যাস করলে জরা বার্দ্ধক্য আসে না, শরীর স্বচ্ছন্দ হয় এবং কফদোষ নিবারিত হয়।[২]

ষট্‌কর্ম সকলের জন্য নয়—ষট্‌কর্মসাধনা সকলের পক্ষে বিহিত নয়। হটযোগ-প্রদীপিকায় বলা হয়েছে যাদের মেদ ও শ্লেষ্মাধিক্য আছে শুধু তারাই ষট্‌কর্মের আচরণ করবে, অন্যেরা নয়।[৩] দত্তাত্রেয় সংহিতাতেও এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।[৪]

কোনো কোনো আচার্যের মতে প্রাণায়ামের দ্বারাই যখন সমস্ত মলের শোষণ হয়, তখন অন্য কোনো কর্মের প্রয়োজন কারুরই নেই।[৫]

আসন—হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষকে আসন বলা হয়। পদ্ম স্বস্তিক ইত্যাদি নামে এই-সব আসন পরিচিত।[৬]

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে আসন হঠযোগের প্রথম অঙ্গ। আসনের অভ্যাসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য আরোগ্য ও লঘুত্ব লাভ হয়।[৭]

আসন অসংখ্য। ঘেরণ্ডসংহিতায় বলা হয়েছে জগতে জীবজন্তু যত আসনের সংখ্যাও তত। শিব চৌরাশী লক্ষ আসনের কথা বলেছেন।[৮] তার মধ্যে বিশিষ্ট আসন চৌরাশীটি। এই চৌরাশীটির মধ্যে মর্ত্যলোকে বত্রিশটি আসন শুভ।[৯]

বত্রিশটি আসন, যথা—সিদ্ধ পদ্ম ভদ্র মুক্ত বজ্র স্বস্তিক সিংহ গোমুখ বীর ধনু মৃত (শব)

---

১ নাসাভ্যাং জলমাকৃষ্য পুনর্বক্ত্রেণ রেচয়েৎ। পায়ং পায়ং ব্যুৎক্রমেণ শ্লেষ্মদোষং নিবারয়েৎ।—ঘে স ১।৫৯

২ শীৎকৃত্য পীত্বা বক্ত্রেণ নাসানালৈর্বিরেচয়েৎ। এবমভ্যাসযোগেন কামদেবসমো ভবেৎ।
ন জায়তে বার্দ্ধক্যং চ জরা নৈব প্রজায়তে। ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ।—ঐ ১।৬০-৬১

৩ মেদঃ শ্লেষ্মাধিকঃ পূর্বং ষট্‌কর্মাণি সমাচরেৎ। অন্যস্তু নাচরেৎ তানি দোষাণাং সমভাবতঃ।—হ প্র ২।২১

৪ মেদং শ্লেষ্মাধিকাস্যস্য কর্মষট্‌কং ন সম্মতম্।—দত্তাত্রেয়সংহিতাবচন,
দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৪০৯

৫ প্রাণায়ামৈরেব সর্বে প্রশুষ্যন্তি মলা ইতি। আচার্যানাং তু কেষাংচিদন্যৎ কর্ম ন সংমতম্।—হ প্র ২।৩৭

৬ করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীন্যাসনানি।—বেদান্তসার ২০৩

৭ হঠস্য প্রথমাঙ্গত্বাদাসনং পূর্বমুচ্যতে। কুর্যত্তদাসনং স্থৈর্যমারোগ্যং চাঙ্গলাঘবম্।—হ প্র ১।১৭

৮ আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ। চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা।—ঘে স ২।১

৯ তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোনং শতং কৃতম্। তেষাং মধ্যে মর্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্।—ঐ ২।২

গুপ্ত মৎস্য মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষ পশ্চিমোত্তান উৎকট সঙ্কট ময়ূর কুক্কুট কূর্ম উত্তানকূর্মক উত্তান-মণ্ডুক বৃক্ষ মণ্ডুক গরুড় বৃষ শলভ মকর উষ্ট্র ভুজঙ্গ এবং যোগ।[১]

এই-সব বিভিন্ন আসনের অভ্যাসের দ্বারা বিভিন্ন ফললাভের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।[২]

মুদ্রা—আসনের মত মুদ্রাও শারীর অবস্থানবিশেষ। ঘেরণ্ডসংহিতায় নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধিপ্রদ মুদ্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যথা মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ান জালন্ধর মূলবন্ধ মহাবন্ধ মহাবোধ খেচরী বিপরীতকরী যোনি বজ্রোলী শক্তিচালনী তাড়াগী মাণ্ডুকী শাম্ভবী পঞ্চধারিণী (পাঁচটি পৃথক্ মুদ্রা) অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী এবং ভুজঙ্গিনী। এই সব মুদ্রা যোগীদের সিদ্ধি প্রদান করে।[৩]

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে মহামুদ্রা মহাবন্ধ মহাবেধ খেচরী উড্যান (উড্ডীয়ান) মূলবন্ধ জালন্ধর বিপরীতকরণী বাজ্রোলী এবং শক্তিচালন (শক্তিচালনী) এই দশটি মুদ্রা জরামরণ-নাশক।[৪] এই মুদ্রা দশকের প্রত্যেকটি যোগীদের মহাসিদ্ধি প্রদান করতে পারে।[৫]

মুদ্রাভ্যাসের আরেকটি বড় সার্থকতা আছে। মুদ্রাভ্যাসের দ্বারা কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হন। বলা হয়েছে[৬] ব্রহ্মদ্বারমুখে সুপ্তা ঈশ্বরীকে প্রবুদ্ধ করার জন্য মুদ্রা[৭] অভ্যাস করতে হবে।

প্রত্যাহার—প্রত্যাহারশব্দের সহজ অর্থ ফিরিয়ে আনা। চঞ্চল অস্থির মন যেখানে যেখানে ছুটে যায় সেই সেই স্থান থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে আত্মবশে রাখতে হয়।[৮] এরই নাম প্রত্যাহার। বেদান্তসারে বলা হয়েছে[৯] ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রত্যাহরণ প্রত্যাহার।

---

১ সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্। সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ।
মৃতং গুপ্তং তথা মৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ। গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা।
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্মং তথাচোত্তানকূর্মকম্। উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষম্।
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্। দ্বাত্রিংশদাসনানি তু মর্ত্যলোকে হি সিদ্ধিদম্।—ঘে স ২।৩-৬

২ আসন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ ঘে স, ২; হ প্র, ১

৩ মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জালন্ধরম্। মূলবন্ধো মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
বিপরীতকরী যোনির্বজ্রোলী শক্তিচালনী। তাড়াগী মাণ্ডুকী মুদ্রা শাম্ভবী পঞ্চধারিণী।
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী। পঞ্চবিংশতি মুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাম্।—ঘে স ৩।১-৩

৪ মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী। উড্যানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ।
করণী বিপরীতাখ্যা বাজ্রোলী শক্তিচালনম্। ইদং হি মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনম্।—হ প্র ৩।৬ ৭

৫ ইতি মুদ্রা দশ প্রোক্তা আদিনাথেন শম্ভুনা। একৈকা তাসু যমিনাং মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী।—হ প্র ৩।১২৮

৬ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্। ব্রহ্মদ্বারমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ।—ঐ ৩।৫

৭ মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ—দ্রঃ ঘে স, ৩; হ প্র, ৩

৮ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।—ঘে স ৪।২

৯ ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ।—বেদান্তসার, ২০৫

প্রাণায়াম—প্রাণায়াম সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই বলা হয়েছে। মন্ত্রযোগ লয়যোগ এবং রাজযোগেও প্রাণায়াম আছে। তবে ঐ-সব যোগে প্রাণায়াম সহায়ক কিন্তু হঠযোগে প্রাণায়াম মোক্ষের প্রধান সাধন বলে গণ্য।[১]

ঘেরণ্ডসংহিতার মতে প্রাণায়ামসাধনের জন্য চারটি বস্তু আবশ্যক—উপযুক্ত স্থান কাল মিতাহার এবং নাড়ীশুদ্ধি।[২]

স্থান—স্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে-রাজ্য ধার্মিক নিরুপদ্রব, যেখানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দেশ প্রাণায়াম সাধনার পক্ষে উত্তম। সেই দেশে প্রাচীরঘেরা কুটীরে প্রাণায়াম করতে হয়।[৩]

দূরদেশে অরণ্যে রাজধানীতে জনতার মধ্যে যোগারম্ভ অর্থাৎ প্রাণায়াম আরম্ভ করতে নেই, করলে সিদ্ধিলাভ হবে না।[৪]

কাল—ঘেরণ্ডসংহিতার মতে বসন্ত ও শরৎ যোগারম্ভের অর্থাৎ প্রাণায়াম আরম্ভের কাল। এই সময়ে যোগারম্ভ করলে যোগী রোগমুক্ত থাকেন এবং নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করেন।[৫] এখানে বসন্তকাল অর্থ চৈত্র ও বৈশাখ মাস এবং শরৎকাল অর্থ আশ্বিন ও কার্তিক।[৬]

প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে এবং অর্ধরাত্রে প্রাণায়াম করা বিধি। হঠযোগপ্রদীপিকায় বলা হয়েছে এই চার বারই কুম্ভক করতে হবে। প্রতিবারে ধীরে ধীরে আশীমাত্রা পর্যন্ত অথবা আশীবার বীজ জপ পর্যন্ত কুম্ভক অভ্যাস করতে হবে।[৭]

বলা বাহুল্য, কুম্ভক করতে গেলে পূরক এবং রেচকও করতে হবে। যেখানে আশীমাত্রা কুম্ভক করতে হবে সেখানে পূরক হবে কুড়িমাত্রা এবং রেচক চল্লিশ মাত্রা। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

মিতাহার—যোগসাধনায় মিতাহার অত্যাবশ্যক। মিতাহার ব্যতীত যে প্রাণায়াম আরম্ভ করে তার নানা রোগ হয় এবং একটুও যোগসিদ্ধি হয় না।[৮]

১ S. P., 2nd Ed., 1924, pp 202-203

২ আদৌ স্থানং তথা কালং মিতাহারং তথাপরম্। নাড়ীশুদ্ধিং চ তৎপশ্চাৎ প্রাণায়ামং চ সাধয়েৎ।—ঘে স ৫।২

৩ সুদেশে ধার্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে। তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতম্।—ঐ ৫।৫

৪ দূরদেশে তথারণ্যে রাজধান্যাং জনান্তিকে। যোগারম্ভং ন কুর্বীত কৃতো ন সিদ্ধিদো ভবেৎ।—ঐ ৫।৩

৫ বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারম্ভং সমাচরেৎ। তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগামুক্ত ভবেদ্ ধ্রুবম্।—ঐ ৫।৯

৬ দ্রঃ ঐ ৫।১১

৭ প্রাতর্মধ্যন্দিনে সায়মর্ধরাত্রে চ কুম্ভকান্। শনৈরশীতিপর্যন্তং চতুর্বারং সমভ্যসেৎ।—হ প্র ২।১১

৮ মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভং তু কারয়েৎ। নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিধ্যতি।
—ঘে স ৫।১৬

যোগশাস্ত্রে যোগীর পক্ষে হিতকর ও বর্জনীয় দ্রব্যাদির নাম করা হয়েছে।[১] সংক্ষেপে বলা যায় যা লঘুপাক প্রিয় স্নিগ্ধ ধাতুপুষ্টিকর বাঞ্ছিত এবং উপযোগী সাধক যোগী তাই আহার করবেন।[২]

আহারের পরিমাণ-সম্বন্ধে বলা হয়েছে উদরের অর্ধেক অন্নের দ্বারা ও একচতুর্থাংশ জলের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ প্রাণায়ামের জন্য শূন্য রাখতে হবে।[৩]

মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে এই দুবার যোগীর পক্ষে ভোজন বিহিত।[৪]

নাড়ীশুদ্ধি—প্রাণায়াম সাধনা করতে গেলে প্রথমে অবশ্যই নাড়ীশুদ্ধি করতে হবে। ঘেরণ্ডসংহিতায় বলা হয়েছে মলযুক্ত নাড়ীতে বায়ু প্রবেশ করে না। নাড়ীতে বায়ু প্রবেশ না করলে কি করে প্রাণায়াম হবে এবং তত্ত্বজ্ঞানই বা কিরূপে হবে? সেইজন্য প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করে পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে।[৫] কারণ মলযুক্ত সমস্ত নাড়ীচক্র যখন শুদ্ধ হয় তখনই যোগী প্রাণসংযম করতে পারেন।[৬]

নাড়ীশুদ্ধি দ্বিবিধ—সমনু আর নির্মনু। বীজমন্ত্রজপসহ প্রাণসংযমের দ্বারা যে-নাড়ীশুদ্ধি হয় তাকে বলে সমনু আর ধৌতি-আদি ষট্‌কর্মের দ্বারা যে-নাড়ীশুদ্ধি হয় তাকে বলে নির্মনু।[৭]

ঘেরণ্ডসংহিতায় সমনু নাড়ীশুদ্ধির ত্রিবিধ প্রাণায়ামের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[৮]

যথাবিধি প্রাণায়ামের দ্বারা নাড়ীচক্র বিশোধিত হলে বায়ু অনায়াসে সুষুম্না ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বায়ু সুষুম্নার মধ্যে প্রবাহিত হলে মনঃস্থৈর্য হয় এবং মনের এই সুস্থির অবস্থাকেই মনোন্মনী বলা হয়।[৯] মনোন্মনী এক প্রকার সমাধি।

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে এই অবস্থাসিদ্ধির জন্য বিধানজ্ঞ ব্যক্তিরা নানা রকমের কুম্ভক অভ্যাস করেন।[১০]

১ দ্রঃ ঘে স ৫।১৭-৩০
২ লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং তথা ধাতুপ্রপোষণম্। মনোঽভিলষিতং যোগ্যং যোগী ভোজনমাচরেৎ।—ঐ ৫।২৮
৩ অন্নেন পূরয়েদর্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম্। উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেদ্ বায়ুচারণে।—ঐ ৫।২২
৪ মধ্যাহ্নে চৈব সায়াহ্নে ভোজনদ্বয়মাচরেৎ।—ঐ ৫।৩১
৫ মলাকুলাসু নাড়ীষু মারুতো নৈব গচ্ছতি। প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ।
তস্মাদাদৌ নাড়ীশুদ্ধিং প্রাণায়ামং ততোঽভ্যসেৎ।—ঐ ৫।৩৪
৬ শুদ্ধিমেতি যদা সর্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলম্। তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমঃ।—হ প্র ২।৫
৭ নড়ীশুদ্ধির্দ্বিধা প্রোক্তা সমনুর্নির্মনুস্তথা। বীজেন সমনুং কুর্যান্নির্মনুং ধৌতিকর্মণা।—ঘে স ৫।৩৬
৮ দ্রঃ ঐ ৫।৩৭-৪৩
৯ বিধিবৎ প্রাণসংযামৈর্নাড়ীচক্রে বিশোধিতে। সুষুম্নাবদনং ভিত্ত্বা সুখাদ্ বিশতি মারুতঃ।
মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃস্থৈর্যং প্রজায়তে। যো মনঃসুস্থিরীভাবঃ সৈবাবস্থা মনোন্মনী।—হ প্র ২।৪১-৪২
১০ তৎসিদ্ধয়ে বিধানজ্ঞাশ্চিত্রান্ কুর্বন্তি কুম্ভকান্।—ঐ ২।৪৩

ঘেরণ্ডসংহিতায় আট প্রকারের কুম্ভকের কথা বলা হয়েছে। যথা— সহিত সূর্যভেদ উজ্জায়ী শীতলী ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা এবং কেবলী।[১] হঠযোগপ্রদীপিকায় যে-তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ঘেরণ্ডসংহিতার তালিকার অতিরিক্ত নাম পাওয়া যাচ্ছে সীৎকারী এবং প্লাবিনী।[২]

কুম্ভক প্রাণায়াম। পূরক কুম্ভক এবং রেচক প্রাণায়ামের এই তিনটি প্রকারভেদ বলা যায়।[৩] অথবা বলা যায় এই তিনটি প্রাণায়ামের তিন অঙ্গ। কুম্ভক অভ্যাসের ফলে কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হন, কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে সুষুম্না অর্গলমুক্ত হয় এবং হঠসিদ্ধিলাভ হয়।[৪]

ধ্যান—দেবতার ধ্যান প্রসঙ্গে ধ্যানের বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। লক্ষ্য করা গেছে হঠযোগোক্ত ধ্যান ত্রিবিধ—স্থূল জ্যোতি আর সূক্ষ্ম।

স্থূল ধ্যান—ঘেরণ্ডসংহিতার মতে স্থূল ধ্যান হবে ইষ্টদেবতা কিংবা গুরুর।

ইষ্টদেবতার ধ্যান—ইষ্টদেবতার ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যোগী স্বীয় হৃদয়ে সুধাসাগরের ধ্যান করবেন। ধ্যান করবেন তার মধ্যে আছে রত্নবালুকাময় রত্নদ্বীপ। তার চারধারে আছে বহুপুষ্পশোভিত নীপতরু। নীপবনের চারধারে আছে পরিখার মতো ফুলগাছের সারি,—মালতী মল্লিকা জাতী কেশর চাঁপা পারিজাত স্থলপদ্ম এই-সব ফুলের গাছ। ফুলের গন্ধে চারদিক্ আমোদিত। যোগী চিন্তা করবেন রত্নদ্বীপের মধ্যে আছে মনোহর কল্পবৃক্ষ। নিত্য ফলফুলে পূর্ণ এই বৃক্ষের চার শাখা চারবেদ। সেখানে ভ্রমররা গুণ্ গুণ্ করছে, কোকিল করছে কুহুরব। যোগী স্থির হয়ে সেই কল্পবৃক্ষের নীচে মহামাণিক্যমণ্ডপের ধ্যান করবেন আর চিন্তা করবেন সেই মণ্ডপের মধ্যে আছে মনোহর পর্যঙ্ক। সেই পর্যঙ্কে গুরুনির্দিষ্ট স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যান করবেন। দেবতার ভূষণ ও বাহন সহ যথানির্দিষ্টরূপের ধ্যান করতে হবে। একেই স্থূল ধ্যান বলা হয়।[৫]

---

১ সহিতঃ সূর্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা। ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভকাঃ।—ঘে স ৫।৪৬

২ দ্রঃ হ প্র ২।৪৪

৩ প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তো রেচকপূরককুম্ভকৈঃ।—হ প্র ২।৭১

৪ কুম্ভকাৎ কুণ্ডলীবোধঃ কুণ্ডলীবোধতঃ ভবেৎ। অনর্গলা সুষুম্না চ হঠসিদ্ধিশ্চ জায়তে।—ঐ ২।৭৫-৭৬

৫ স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্। তন্মধ্যে রত্নদ্বীপং তু সুরত্নবালুকাময়ম্।
চতুর্দিক্ষু নীপতরুং বহুপুষ্পসমন্বিতম্। নীপোপবনসঙ্কুলৈর্বেষ্টিতং পরিখা ইব।
মালতীমল্লিকাজাতীকেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা। পারিজাতৈঃ স্থলপদ্মৈর্গন্ধামোদিতদিঙ্‌মুখৈঃ।
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্ যোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরম্। চতুঃশাখা চতুর্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্।
ভ্রমরাঃ কোকিলাস্তত্র গুঞ্জন্তি নিগদন্তি চ। ধ্যায়েত্তত্র স্থিরো ভূত্বা মহামাণিক্যমণ্ডপম্।
তন্মধ্যে তু স্মরেদ্ যোগী পর্যঙ্কং সুমনোহরম্। তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েৎ যদ্ধ্যানং গুরুভাষিতম্।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্। তদ্রূপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থূলধ্যানমিদং বিদুঃ।—ঘে স ৬।২-৮

গুরুর ধ্যান—সহস্রারপদ্মের কর্ণিকান্তর্গত দ্বাদশদলপদ্ম গুরুর স্থান। ঘেরণ্ডসংহিতায় বলা হয়েছে[১]—যোগী চিন্তা করবেন সহস্রারপদ্মকর্ণিকার মধ্যে একটি দ্বাদশদলপদ্ম। পদ্মটি মহাতেজোময় শুক্লবর্ণ। পদ্মের দ্বাদশদলে হ স ক্ষ ম ল ব র যুঁ হ স খ ফ্রেঁ এই দ্বাদশ বীজ। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অ-ক-থ এই ত্রিরেখাবিশিষ্ট ত্রিকোণ অবস্থিত। ত্রিকোণের তিন কোণে আছে হ ল ক্ষ এই তিন বীজ আর তার মধ্যে আছে ওঁ।
যোগী এই ত্রিকোণের মধ্যে নাদবিন্দুময় পীঠের ধ্যান করবেন এবং পীঠোপরি হংসযুগ্ম ও পাদুকার ধ্যান করবেন। এই পীঠোপরি দ্বিভুজ ত্রিলোচন শ্বেতাম্বর গুরুদেবের ধ্যান করতে হবে। গুরুদেবের অঙ্গ শুভ্রগন্ধানুলিপ্ত, কণ্ঠে শুভ্রপুষ্পমাল্য, তাঁর বামে রক্তবর্ণা শক্তি। গুরুর এইরূপ ধ্যান থেকে স্থূলধ্যান সাধিত হয়।

জ্যোতির্ধ্যান বা তেজোধ্যান—মূলাধারে ভুজঙ্গাকারা কুণ্ডলিনী অধিষ্ঠিতা। সেখানে দীপশিখার আকারে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত। এই শিখাকে তেজোময় ব্রহ্মরূপে ধ্যান করতে হবে। এইটিই পরাৎপর তেজোধ্যান[২] বা জ্যোর্তিধ্যান।

অন্যপ্রকারের তেজোধ্যানের কথাও পাওয়া যায়। মনোর্ধ্বে ভ্রূমধ্যে আছে প্রণবাত্মক তেজ। এই তেজের ধ্যান করতে হবে। এইটি তেজোধ্যান।[৩]

সূক্ষ্ম ধ্যান—বহুভাগ্যবশে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে আত্মাসহ 'নেত্ররন্ধ্র' থেকে বিনির্গত হয়ে সুষুম্নামার্গে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত চঞ্চল বলে দৃষ্টিগোচর হন না। যোগী শাম্ভবীমুদ্রা দ্বারা ধ্যানযোগে আত্মাসহ কুণ্ডলিনীকে প্রত্যক্ষ করেন। এরই নাম সূক্ষ্মধ্যান। দেবতাদের কাছেও দুর্লভ এই ধ্যান গোপনীয়।[৪]

---

১ সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকায়াং বিচিন্তয়েৎ। বিলগ্নসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দলসংযুতম্।
শুক্লবর্ণং মহাতেজো দ্বাদশৈর্বীজভাবিতম্। হ স ক্ষ ম ল ব র যুঁ হ স খ ফ্রেঁ যথাক্রমম্।
তন্মধ্যে কর্ণিকায়াং তু অকথাদি রেখাত্রয়ম্। হ-ল-ক্ষ-কোণসংযুক্তং প্রণবং তত্র বর্ততে।
নাদবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েত্তত্র মনোহরম্। তত্রোপরি হংসযুগ্মং পাদুকা তত্র বর্ততে।
ধ্যায়েত্তত্র গুরুং দেবং দ্বিভুজং চ ত্রিলোচনম্। শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুক্লগন্ধানুলেপনম্।
শুক্লপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্বিতম্। এবংবিধগুরুধ্যানাৎ স্থূলধ্যানং প্রসাধ্যতি।—ঘে স ৬।৯-১৪

২ মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গাকাররূপিণী। জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ।
ধ্যায়েৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাৎপরম্।—ঐ ৬।১৬

৩ ভ্রুবোর্মধ্যে মনোর্ধ্বে যত্তেজঃ প্রণবাত্মকম্। ধ্যায়েৎ জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি।—ঐ ৬।১৭

৪ বহুভাগ্যবশাদ্ যস্ত কুণ্ডলী জাগ্রতী ভবেৎ। আত্মনা সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাদ্ বিনির্গতা।
বিহরেদ্ রাজমার্গে চ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে। শাম্ভবীমুদ্রয়া যোগী ধ্যানযোগেন সিধ্যতি।
সূক্ষ্মধ্যানমিদং গোপ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।—ঐ ৬।১৮-২০

সমাধি—ধ্যানের চরম পরিণতি সমাধি।[১] পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যে সমাধিকেই যোগ বলা হয়েছে।[২] সব রকম যোগেরই চরম অবস্থা সমাধি। ঘেরণ্ডসংহিতায় সমাধিকে শ্রেষ্ঠ যোগ বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে বহুভাগ্যে গুরুভক্তিবলে গুরুর কৃপাপ্রসাদে এই যোগ লাভ হয়।[৩]

সমাধির সংজ্ঞা—উক্ত সংহিতায় সমাধির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—মনকে দেহ থেকে পৃথক্ করে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এরূপ অবস্থাকেই বলে সমাধি। এ দশাদিমুক্ত অবস্থা।[৪]

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সমাধি। সমাধি-অবস্থায় সমস্ত সংকল্প বিনষ্ট হয়ে যায়।[৫]

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—লবণ জলের সঙ্গে যুক্ত হলে যেমন জলের সঙ্গে এক হয়ে যায় তেমনি মন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হলে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। মন ও আত্মার এই ঐক্যই সমাধি।[৬]

যোগোপনিষদ্‌গুলিতেও সমাধির অনুরূপ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছে।[৭] এ বিষয়ে তন্ত্রাদিরও অভিন্ন মত। যেমন অষ্টাঙ্গযোগের বিবরণ প্রসঙ্গে গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যসমত্বভাবনাকে মুনিরা সমাধি বলেন।[৮]

উক্ত তন্ত্রমতে আমি ব্রহ্ম, সংসারী নয়, আমার থেকে পৃথক্ অন্য কিছু নেই, স্বীয় আত্মাকে এমনিভাবে জানতে হবে। একেই বলা হয় সমাধি।[৯]

---

১ তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। (যো সূ ৩।৩)—"ধ্যেয়বিষয়মাত্রনির্ভাস, স্বরূপশূন্যের ন্যায়, ধ্যানই সমাধি।" এই সূত্রের টীকায় স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য লিখেছেন "ধ্যান যখন অর্থমাত্রনির্ভাস হয়, অর্থাৎ ধ্যান যখন এরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়। তখন ধ্যেয় বিষয়ের স্বভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয় বলিয়া প্রত্যয়স্বরূপের খ্যাতি থাকে না। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাকার ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ, প্রখ্যাত ধ্যেয়স্বরূপে অভিভূত হইয়া যায়। আত্মহারার ন্যায় ধ্যানই সমাধি।"—ক পা যো, ১৯৩৮, পৃঃ ১৯৭

২ যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ।—যো সূ ১।১-এর ব্যাসভাষ্য

৩ সমাধিশ্চ পরো যোগো বহুভাগ্যেন লভ্যতে। গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন প্রাপ্যতে গুরুভক্তিতঃ।—ঘে স ৭।১

৪ ঘটাদ্ ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্যাৎ পরমাত্মনোঃ। সমাধিং তং বিজানীয়াৎ মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ।—ঐ ৭।২

৫ তৎসমং চ দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। প্রনষ্টসর্বসঙ্কল্পঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে।—হ প্র ৪।৭

৬ সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ। তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে।—ঐ ৪।৫

৭ যেমন (ক) সমাধিঃ সমতাঽবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।—যোগতত্ত্বোপনিষৎ ১০৭

(খ) জীবাত্মনঃ পরস্যাপি যদ্যেবমুভয়োরপি। অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতি সংস্থিতিঃ।

সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ববৃত্তিবিবর্জিতঃ।—ত্রিশিখব্রাহ্মণোপনিষৎ ১৬১-১৬২

৮ সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। সমাধিমাহুর্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্।—গ ত ৬।৬৬-৬৭

৯ সোঽহং ব্রহ্ম ন সংসারী ন মত্তোঽন্যৎ কদাচন। ইতি বিদ্যাৎ স্বমাত্মানং সমাধিঃ পরিকীর্তিতঃ।—ঐ ৬।৭৬

কুলার্ণবতন্ত্রে সমাধিমগ্ন সাধকের বিষয়ে বলা হয়েছে—সে শোনে না, আঘ্রাণ করে না, স্পর্শ করে না, দেখে না, সুখদুঃখ কিছুই অনুভব করে না, যার মন সঙ্কল্পহীন, যে কাঠের মতো কিছুই জানে না, বোঝে না, শিবে যার আত্মা বিলীন হয়েছে, এমনি সাধককে সমাধিস্থ বলা হয়।[১]

সমাধিমগ্ন অবস্থায় সাধকের ইন্দ্রিয় ও মন রুদ্ধ হয়ে যায়। সুখদুঃখহীন এ এক নির্বিকার অবস্থা। বিভিন্ন উপায়ে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।

ষড়্‌বিধ সমাধি—এইজন্য হঠযোগশাস্ত্রে সমাধির বিভিন্ন প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে। ঘেরণ্ডসংহিতায়[২] ধ্যানযোগসমাধি, নাদযোগসমাধি রসানন্দযোগসমাধি লয়সিদ্ধিযোগসমাধি, ভক্তিযোগসমাধি এবং রাজযোগসমাধি এই ছয় প্রকার সমাধির উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছয় প্রকার সমাধি যথাক্রমে শাম্ভবীমুদ্রা খেচরীমুদ্রা ভ্রামরীমুদ্রা ভক্তি এবং মনোমূর্চ্ছাকুম্ভকের দ্বারা লাভ করা যায়। এই ষড়্‌বিধ সমাধিকে ষড়্‌বিধ রাজযোগও বলা হয়।

এই-সব সমাধির শাস্ত্রোক্ত বিবরণ আলোচনা করলেই দেখা যাবে সাধনোপায়ের বিভিন্নতা অনুসারেই সমাধির এই প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

ধ্যানযোগসমাধি—ধ্যানযোগসমাধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩]— যোগী শাম্ভবীমুদ্রা করে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবেন। বিন্দুকে ব্রহ্মময় জেনে তার মধ্যে মনোনিবেশ করবেন। তারপর খ[৪]-এর অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে আত্মাকে ও আত্মার মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করবেন। আত্মাকে ব্রহ্মময় দর্শন করলে আর কোনো বাধা থাকে না। যোগী তখন সদানন্দময় হয়ে সমাধিস্থ হয়ে যান।

নাদযোগসমাধি—নাদযোগসমাধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে খেচরীমুদ্রা সাধনার দ্বারা যখন রসনা ঊর্ধ্বগতা হবে তখন সমাধিসিদ্ধি হবে আর কোনো সাধারণক্রিয়ার প্রয়োজন হবে না।[৫]

রসানন্দযোগসমাধি—রসানন্দযোগসমাধির বিবরণ এইভাবে দেওয়া হয়েছে—ধীরে

১ ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন স্পৃশতি ন পশ্যতি। ন জানাতি সুখং দুঃখং ন সংকল্পয়তে মনঃ।
ন চাপি কিঞ্চিজ্জানাতি ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ। এবং শিবে বিলীনাত্মা সমাধিস্থ ইহোচ্যতে।—কু ত ৯।১৩-১৪

২ শাম্ভব্যা চৈব খেচর্যা ভ্রামর্যা যোনিমুদ্রয়া। ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্বিধা।
পঞ্চধা ভক্তিযোগেন মনোমূর্চ্ছা চ ষড়্‌বিধা। ষড়্‌বিধোঽয়ং রাজযোগঃ প্রত্যেকমবধারয়েৎ।—ঘে স ৭।৫-৬

৩ শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ। বিন্দুব্রহ্মময়ং দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিযোজয়েৎ।
খমধ্যে কুরু আত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু। আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধতে।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ।—ঘে স ৭।৭-৮

৪ খং ব্রহ্মেতি।—ছা উপ ৪।১০।৪

৫ সাধনাৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্ধ্বগতা যদা। তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণক্রিয়াম্।—ঘে স ৭।৯

ধীরে বায়ু পূরণ করে ভ্রামরীকুম্ভক করতে হবে এবং তার পর ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করতে হবে। তখন ভ্রমরগুঞ্জন হবে। ভিতরের এই ভ্রমরগুঞ্জন শুনে তার মধ্যে মন নিবিষ্ট করলে সমাধি হবে এবং তখন সোঽহং-জ্ঞান এবং পরম আনন্দ লাভ হবে।[১]

লয়সিদ্ধিযোগসমাধি—লয়সিদ্ধিযোগসমাধির নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়—যোগী যোনিমুদ্রা অবলম্বন করে স্বয়ং শক্তিময় হবেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে উত্তম শৃঙ্গাররসে বিহার করবেন। এইভাবে আনন্দময় হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর ঐক্য হবে, 'আমি ব্রহ্ম' এই অদ্বৈত-জ্ঞানলাভ হবে এবং তার দ্বারা সমাধি হবে।[২]

ভক্তিযোগসমাধি— ভক্তিযোগসমাধি সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতায় বলা হয়েছে— সাধক স্বীয় হৃদয়ে ইষ্টদেবতার স্বরূপ পরমাহ্লাদ সহকারে ভক্তিভরে ধ্যান করবেন। ধ্যান করতে করতে পুলকাশ্রু বর্ষণ করবেন এবং তাঁর দশা লাগবে। তার থেকেই সাধকের সমাধি ও মনোন্মনী অবস্থা লাভ হবে।[৩]

রাজযোগসমাধি—রাজযোগসমাধির বিষয়ে বলা হয়েছে— মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভক করে মনকে আত্মাতে যুক্ত করতে হবে। পরাত্মার সঙ্গে এইভাবে সমাযোগের ফলে সমাধি হয়।[৪]

নানা নামে রাজযোগসমাধির উল্লেখ লক্ষ্য করা হয়। হঠযোগপ্রদীপিকার মতে রাজযোগসমাধি উন্মনী মনোন্মনী অমরত্ব লয়তত্ত্ব শূন্যাশূন্য পরমপদ অমনস্ক অদ্বৈত নিরালম্ব নিরঞ্জন জীবন্মুক্তি সহজা বা সহজাবস্থা এবং তুর্যা বা তুরীয়া অবস্থা এই-সব একার্থবাচক শব্দ।[৫]

দ্বিবিধ সমাধি—রাজযোগসমাধিই বেদান্তাদিপ্রোক্ত নির্বিকল্প সমাধি।[৬] এই প্রসঙ্গে

---

১ অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুম্ভকং চরেৎ। মন্দং মন্দং রেচয়েদ্ বায়ুং ভৃঙ্গনাদং ততো ভবেৎ।
অন্তঃস্থং ভ্রামরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনোনয়েৎ। সমাধির্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ।—ঘে স ৭।১০-১১

২ যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ। সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি।
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ। অহং ব্রহ্মেতি চাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে।—ঐ ৭।১২-১৩

৩ স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্। চিন্তয়েদ্ ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্বকম্।
আনন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে। সমাধিঃ সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনী।—ঐ ৭।১৪-১৫

৪ মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ। পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ।—ঐ ৭।১৬

৫ রাজযোগঃ সমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী। অমরত্বং লয়স্তত্ত্বং শূন্যাশূন্যং পরং পদম্।
অমনস্কং তথাদ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্। জীবন্মুক্তিশ্চ সহজা তুর্যা চেত্যেকবাচকাঃ।—হ প্র ৪।৩-৪

৬ দ্রঃ S. P., 2nd Ed., 1924, pp. 258-59

উল্লেখ করা যায় বেদান্তাদিতে দ্বিবিধ সমাধির কথা বলা হয়েছে—সবিকল্প আর নির্বিকল্প।[১] যোগসূত্রের মতে দ্বিবিধ সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত[২] আর অসম্প্রজ্ঞাত।[৩]

জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের ভেদ লোপ না করে চিত্তবৃত্তির অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর আকারে আকারিত হওয়া এবং তাতে অবস্থানের নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধি।[৪]

আর জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ লোপ করে চিত্তবৃত্তির অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর আকারে আকারিত হয়ে অখণ্ডাকারে অবস্থানের নাম অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি।[৫]

সহজকথায় "সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় এই তিনটি পদার্থ ভাসমান হয়। নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসমান হয় না। কেবল জ্ঞেয় বা ধ্যেয় বস্তুই ভাসমান হয়।"[৬]

সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই অভ্যাসের ফলে নির্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরিণত হয়। প্রথমটিতে সিদ্ধিলাভ হলে পরেই তবে দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধিলাভ হতে পারে।

লয়যোগ—এবার লয়যোগ। বরাহোপনিষদের ভাষ্যে উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগী হঠযোগকে লয়যোগের সাধন বলেছেন।[৭] লয়যোগকে হঠযোগের উচ্চতর রূপও বলা হয়।[৮]

নানাভাবে লয়যোগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন যোগশিখোপনিষদের মতে হঠযোগের দ্বারা সর্বদোষসমুদ্ভব জাড্য নষ্ট হয় এবং ক্ষেত্র ও পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ অভেদ উপলব্ধ হয় আর সেই কারণে চিত্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হয়। এরই নাম লয়যোগ। লয়যোগের উদয়ে পবন স্থির হয়ে যায়। লয়যোগের দ্বারা যোগী স্বাত্মানন্দসুখ উপলব্ধি করেন এবং পরম পদ লাভ করেন।[৯]

---

১ সমাধির্দ্বিবিধঃ সবিকল্পকো নির্বিকল্পশ্চেতি।—বেদান্তসার ১৯৩

২ বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।—যো সূ ১।১৭

৩ সর্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ।—ঐ ১।১-এর ব্যাসভাষ্য

৪ তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্
—বেদান্তসার, ১৯৪

৫ নির্বিকল্পকন্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়াপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরতিতরামেকীভাবে-নাবস্থানম্।—ঐ ১৯৭

৬ শ্রীগো ব কে লে, ৫ম বর্ষ, পৃঃ ১৫২

৭ ক্রমাত্মগ্রং নাদানুসন্ধানং ততো লয়ং তৎসাধনং হঠং বিদ্ধি।—বরাহোপনিষৎ ৫।১০-এর ভাষ্য

৮ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 225

৯ হঠেন গ্রস্ততে (গৃহ্যতে) জাড্যং সর্বদোষসমুদ্ভবম্। ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মা চ তয়োরৈক্যং যদা ভবেৎ।
তদৈক্যে সাধিতে ব্রহ্মংশ্চিত্তং যাতি বিলীনতাম্। পবনঃ স্থৈর্যমায়াতি লয়যোগোদয়ে সতি।
লয়াৎ সংপ্রাপ্যতে সৌখ্যং স্বাত্মানন্দং পরং পদম্।—যোগশিখোপনিষৎ ১।১৩৪-১৩৬

হঠযোগপ্রদীপিকার মতে পুনরায় বাসনা না জাগার জন্য যে বিষয় বিস্মৃতি তাই লয়।[১] যখন সমস্ত সঙ্কল্প বিনষ্ট হয় এবং অশেষ চেষ্টা নিঃশেষ হয় তখন লয়যোগ উৎপন্ন হয়। এ অবস্থা স্বীয়-অনুভবগম্য, বাক্যের অগোচর।[২]

অন্যভাবে বলা হয়েছে যখন শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ বিধ্বস্ত হয় এবং মন নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার হয়ে যায় তখন যোগীদের লয়যোগ সাধিত হয়।[৩]

লয়যোগসাধনের উপায় অসংখ্য। যোগতত্ত্বোপনিষদের মতে চিত্তলয়ই লয়যোগ। কোটিপ্রকারে তা সাধিত হতে পারে। চলায় না-চলায় নিদ্রায় আহারে নিষ্কল ঈশ্বরের ধ্যান করতে হবে। এইটিই লয়যোগ।[৪]

সহজকথায় বলা যায় "বাহ্যাভ্যন্তরভেদে যত প্রকার পদার্থের সম্ভব হইতে পারে তৎসমস্তেই লয়যোগসাধনা হইতে পারে।"[৫]

হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে—শ্রীআদিনাথ সওয়া এক কোটি প্রকার লয়যোগের কথা বলেছেন। তার মধ্যে একমাত্র নাদানুসন্ধানকে মুখ্যতম মনে করতে হবে।[৬] শিব-সংহিতাতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।[৭]

তবে সাধারণতঃ "সিদ্ধযোগিগণ লয়যোগের মধ্যে নাদানুসন্ধান, আত্মজ্যোতিদর্শন ও কুণ্ডলিনী-উত্থাপন এই তিন প্রকার প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত করেন।"[৮]

রাজযোগ—এর পর রাজযোগ। যোগস্বরোদয়ে বলা হয়েছে আকাশে ভ্রাম্যমান বায়ু যেমন স্বয়ং আকাশরূপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আকাশে লীন হয় তেমনি আকাশে অর্থাৎ ব্রহ্মে মনের লয়ই রাজযোগের কাজ।[৯]

---

১ অপুনর্বাসনোত্থানাল্লয়ো বিষয়বিস্মৃতি।—হ প্র ৪।৩৪

২ উচ্ছিন্নসর্বসঙ্কল্পো নিঃশেষাশেষচেষ্টিতঃ। স্বাবগম্যো লয়ঃ কোঽপি জায়তে বাগগোচরঃ।—ঐ ৪।৩২

৩ প্রণষ্টশ্বাসনিশ্বাসঃ প্রধ্বস্তবিষয়গ্রহঃ। নিশ্চেষ্টো নির্বিকারশ্চ লয়ো জয়তি যোগিনাম্।—ঐ ৪।৩১

৪ লয়যোগশ্চিত্তলয়ঃ কোটিশঃ পরিকীর্তিতঃ। গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েন্নিষ্কলমীশ্বরম্।
স এব লয়যোগঃ স্যাৎ ... ।—যোগতত্ত্বোপনিষৎ ২৩-২৪

৫ যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৬

৬ শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটিলয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি। নাদানুসন্ধানকমেকমেব মুখ্যতমং লয়ানাম্।
—হ প্র ৪।৬৫

৭ নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলম্। ন খেচরীসমা মুদ্রা ন নাদসদৃশো লয়ঃ।—শিবসংহিতা ৫।৪৯

৮ যোগীগুরু, ৭ম সং, পৃঃ ৭৬.

৯ যথাকাশে ভ্রমন্ বায়ুরাকাশং ব্রজতে স্বয়ম্। তথাকাশে মনো লীনং রাজযোগক্রিয়ামতম্।
—যোগস্বরোদয়বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৩, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৪৩৩

যোগশিখোপনিষদের মতে রজ এবং রেতের অর্থাৎ শক্তি ও শিবের যোগ রাজযোগ।[১]

যোগের রাজা বলে এই যোগের নাম হয়েছে রাজযোগ।[২]

রাজযোগ দ্বৈতভাববর্জিত।[৩] যোগস্বরোদয়ের মতে[৪] রাজযোগ পঞ্চদশ প্রকার। ক্রিয়াযোগ জ্ঞানযোগ কর্মযোগ হঠযোগ ধ্যানযোগ মন্ত্রযোগ প্রভৃতিকে রাজযোগের প্রকারভেদ গণ্য করা হয়।

হঠযোগ ও রাজযোগ—হঠযোগাদিকে আবার রাজযোগসাধনের উপায়ও মনে করা হয়। হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে—যোগী স্বাত্মারাম শ্রীগুরু নাথকে প্রণাম করে কেবল রাজযোগসিদ্ধির জন্য হঠযোগ উপদেশ দিলেন।[৫]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে আসন, নানারকম কুম্ভক এবং হঠযোগের অন্যান্য দিব্য প্রক্রিয়া সমস্তই সেই পর্যন্ত অভ্যাস করতে হবে যে-পর্যন্ত এ সবের ফল রাজযোগ লাভ না হয়।[৬] কাজেই রাজযোগ হঠযোগসাধনার অন্যতম ফলও বটে।

হঠযোগসাধকদের রাজযোগের জ্ঞান থাকা চাই। রাজযোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি কেবলমাত্র হঠযোগের অভ্যাস করেন তা হলে তাঁদের সে প্রয়াস বিফল হবে।[৭]

মোটকথা হঠযোগপ্রদীপিকার মতে হঠযোগ ও রাজযোগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

হঠযোগ ছাড়া রাজযোগসিদ্ধি হয় না এবং রাজযোগ ছাড়া হঠযোগসিদ্ধি হয় না। সেইজন্য সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত উভয়ের অভ্যাস করতে হয়।[৮]

প্রাণনিরোধকে বলা হয় হঠযোগ আর মননিরোধকে রাজযোগ। মন এবং প্রাণ, দুধ ও জলের মতো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত এবং উভয়ের ক্রিয়াও তুল্য। যেখানে প্রাণ সেখানেই মনঃপ্রবৃত্তি আর যেখানে মন সেখানেই প্রাণপ্রবৃত্তি।[৯]

---

১ রজসো রেতসো যোগাদ্রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ।—যোগশিখোপনিষৎ ১।১৩৭

২ অয়ং রাজযোগঃ যোগরাজত্বাৎ।—যোগতত্ত্বোপনিষৎ ১৩০-এর উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগীকৃত ভাষ্য

৩ চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জিতঃ।—শি সং ৫।১৭

৪ পঞ্চদশপ্রকারোঽয়ং রাজযোগঃ শিবপ্রদঃ। ক্রিয়াযোগঃ জ্ঞানযোগঃ কর্মযোগো হঠস্তথা।
ধ্যানযোগো মন্ত্রযোগ উরযোগশ্চ বাসনা। রাজস্তোতদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিব এভিশ্চ পঞ্চধা।
—যোগস্বরোদয়বচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ৬, পরিঃ ৩, ব সং, পৃঃ ৪৩১

৫ প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং স্বাত্মারামেণ যোগিনা। কেবলং রাজযোগায় হঠবিদ্যোপদিশ্যতে।—হ প্র ১।২

৬ পীঠানি কুম্ভকাশ্চিত্রা দিব্যানি করণানি চ। সর্বাণ্যপি হঠাভ্যাসে রাজযোগফলাবধি।—ঐ ১।৬৭

৭ রাজযোগমজানন্তঃ কেবলং হঠকারিণঃ। এতানভ্যাসিনো মন্যে প্রয়াসফলবর্জিতান্।—ঐ ৪।৭৯

৮ হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ। ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ।—ঐ ২।৭৬

৯ দুগ্ধাম্বুবৎসম্মিলিতাবুভৌ তৌ তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতৌ হি।
যতো মরুৎ তত্র মনঃপ্রবৃত্তি র্যতো মনস্তত্র মরুৎপ্রবৃত্তিঃ।—ঐ ৪।২৪

সেইজন্য যে-পবন অর্থাৎ প্রাণবায়ু নিরোধ করতে পারে সে মন নিরোধ করতেও পারে আর যে মন নিরোধ করতে পারে সে প্রাণবায়ুও নিরোধ করতে পারে।[১]

কাজেই এ দিক্ দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় রাজযোগ ও হঠযোগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

লয়যোগ ও রাজযোগ—হঠযোগের সাধনার মতো লয়যোগের সাধনারও লক্ষ্য রাজযোগসিদ্ধি।[২] তবু লয়যোগ আর রাজযোগ এক নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজযোগে চিত্তের দ্বারা অর্থাৎ প্রধানতঃ ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ করতে হয়। প্রধানতঃ বলার কারণ প্রাণায়ামের দ্বারাও চিত্তনিরোধ হতে পারে। কেন না যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তির দুটি কারণ নির্দেশ করা হয়—বায়ু অর্থাৎ প্রাণ আর বাসনা। এর একটির নিরোধ হলেই উভয়েরই নিরোধ হয়।[৩]

লয়যোগে এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের কাজটি করেন সাধকের কুণ্ডলিনীশক্তি। লয়যোগে সাধক কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করেন এবং কুণ্ডলিনীশক্তি সাধককে সিদ্ধি প্রদান করেন।[৪]

লয়যোগ কুণ্ডলীযোগ—লয়যোগ বা উচ্চাঙ্গের হঠযোগকেই কুণ্ডলীযোগ বলা হয়। এই যোগে মূলাধারস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করার দ্বারা সমাধিলাভ হয়। এইজন্য এই যোগের নাম কুণ্ডলী- বা কুণ্ডলিনী-যোগ।

কুণ্ডলিনীজাগরণের উপায়—বিবিধ হঠযোগপ্রক্রিয়ার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগান যায়। হঠযোগপ্রদীপিকায় বলা হয়েছে—বিবিধ আসন নানাপ্রকার কুম্ভক এবং যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন এবং তখন প্রাণ শূন্যে অর্থাৎ সুষুম্নাতে প্রলীন হয়।[৫]

দৃষ্টান্তস্বরূপ শক্তিচালনীমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দ্বারা কুণ্ডলিনীজাগরণের উল্লেখ করা যায়। শক্তিচালনীমুদ্রা অভ্যস্ত না হলে যোনিমুদ্রাসিদ্ধি হয় না। সেইজন্য প্রথমে শক্তিচালনীমুদ্রা অভ্যাস করে যোনিমুদ্রা অভ্যাস করতে হয়।[৬]

শক্তিচালনী মুদ্রা—শক্তিচালনীমুদ্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে[৭] যোগী গায়ে ভস্ম মেখে

১ পবনো বধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে। মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনস্তেন বধ্যতে—হ প্র ৪।২১

২ সর্বে হঠলয়োপায়া রাজযোগস্য সিদ্ধয়ে।—ঐ ৪।১০৩

৩ হেতুদ্বয়ং তু চিত্তস্য বাসনা চ সমীরণঃ। তয়োর্বিনষ্ট একস্মিংস্তৌ দ্বাবপি বিনশ্যতঃ।—হ প্র ৪।২২

৪ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 294 f n. 1

৫ বিবিধৈরাসনৈঃ কুম্ভৈর্বিচিত্রৈঃ করণৈরপি। প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্যে প্রলীয়তে।—হ প্র ৪।১০

৬ বিনাশক্তিচালনেন যোনিমুদ্রা ন সিদ্ধ্যতি। আদৌ চালনমভ্যস্য যোনিমুদ্রাং সমভ্যসেৎ।—ঘে স ৩।৫২

৭ ভস্মনা গাত্রং সংলিপ্য সিদ্ধাসনং সমাচরেৎ। নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃষ্য অপানে যোজয়েদ্ বলাৎ।

সিদ্ধাসন করে বসে উভয় নাকদিয়ে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করবেন ও জোর করে তাকে অপানের সঙ্গে যুক্ত করবেন এবং যে-পর্যন্ত না বায়ু সুষুম্নানাড়ীতে প্রবেশ করে আত্মপ্রকাশ করে সেই পর্যন্ত অশ্বিনীমুদ্রার দ্বারা ধীরে ধীরে গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করবেন। তার পর কুম্ভক করে বায়ু নিরোধ করবেন। তা হলে ভুজঙ্গিনী অর্থাৎ কুণ্ডলিনী রুদ্ধশ্বাস হয়ে উর্ধ্বমার্গে চলবেন।

যোনিমুদ্রা—যোনিমুদ্রার বিষয়ে বলা হয়েছে যোগী সিদ্ধাসন করে বসে কান চোখ নাক মুখ যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা এবং অনামিকা দিয়ে বন্ধ করবেন। তার পর কাকীমুদ্রার দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে অপানের সঙ্গে যুক্ত করবেন। এবার যথাক্রমে ষট্‌চক্রের ধ্যান করে 'হুঁ হংসঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা নিদ্রিতা দেবী ভুজঙ্গিনীকে প্রবুদ্ধ করবেন। তার পর জীবসহ এই শক্তিকে উর্ধ্বে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে স্বয়ং শক্তিময় হয়ে পরমশিবের সঙ্গে সঙ্গত হবেন অর্থাৎ সাধক কুণ্ডলিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন এবং কুণ্ডলিনী পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই অবস্থায় সাধক নানা সুখ, বিহার ও পরম সুখের চিন্তা করবেন; একান্তভাবে শিবশক্তির সমাযোগ ভাবনা করবেন এবং স্বয়ং আনন্দময় হয়ে (আনন্দমনা হয়ে) 'আমি ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি প্রাপ্ত হবেন।[১]

কুম্ভকের দ্বারা কুণ্ডলিনীজাগরণ—কুম্ভকের দ্বারা কুণ্ডলিনীজাগরণের সম্বন্ধে হঠযোগ-প্রদীপিকায় বলা হয়েছে সাধক যোগী বজ্রাসনে বসে কুণ্ডলিনীকে চালনা করবেন এবং ভস্ত্রা বা ভস্ত্রিকা কুম্ভক করে তাঁকে আশু প্রবুদ্ধ করবেন।[২] এটি একটি দৃষ্টান্তমাত্র।

কুণ্ডলিনীজাগরণের পরীক্ষা—অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়েছে কি না তার একটি সহজ পরীক্ষা আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হলে সেই জাগরণকেন্দ্রে অত্যধিক উত্তাপ অনুভূত হয় এবং কুণ্ডলিনী কোনো কেন্দ্র ত্যাগ করে উপরের দিকে গেলে সেই কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল হয়ে যায়। জাগ্রত কুণ্ডলিনী যে-কেন্দ্রে থাকেন সেই কেন্দ্রেই

তাবদাকুঞ্চয়েদ্‌গুহ্যং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া। যাবদ্ গচ্ছেৎ সুষুম্নায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ হঠাৎ।
তদা বায়ুপ্রবন্ধেন কুম্ভিকা চ ভুজঙ্গিনী। বদ্ধশ্বাসস্ততো ভূত্বা উর্ধ্বমার্গং প্রপদ্যতে।—ঐ ৩।৪৯-৫১

১ সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্নসোমুখম্। অঙ্গুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ সাধয়েৎ।
কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ। ষট্‌চক্রাণি ক্রমাদ্ ধ্যাত্বা হুঁহংসমনুনা সুধীঃ।
চৈতন্যমানয়েদ্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী। জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য করাম্বুজে।
শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরং শিবেন সঙ্গমম্। নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখম্।
শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ। আনন্দং চ স্বয়ং (আনন্দমানসো) ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সংভবেৎ।
—ঘে স ৩।৩২-৩৬

২ বজ্রাসনে স্থিতো যোগী চালয়িত্বা চ কুণ্ডলীম্। কুর্যাদনন্তরং ভস্ত্রাং কুণ্ডলীমাশু বোধয়েৎ।—হ প্র ৩।১১৫

অত্যন্ত উত্তাপ অনুভূত হয় এবং কেন্দ্র ছেড়ে উপরের কেন্দ্রে গেলে পূর্বোক্ত কেন্দ্রটি অত্যন্ত শীতল হয়ে যায়। এইভাবে কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে পৌঁছালে যোগীর সমস্ত শরীর শীতল এবং শবদেহের মতো হয়ে যায়। তখন শুধু যোগীর মস্তকশীর্ষে কিঞ্চিৎ উত্তাপ অনুভূত হয়।[১]

কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বে উত্থাপন—কেবলমাত্র কুণ্ডলিনীজাগরণের দ্বারা আধ্যাত্মিক যোগসাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু হয় না। সাধনার দ্বারা তাঁকে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বে উত্থাপন করে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে সাধনায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে বলা যায়। তবে আজ্ঞাচক্রও ভেদ করিয়ে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে সাধনা করলে পর এ সাধনার চরমসিদ্ধি লাভ হয়।[২]

কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নিতে সাধারণতঃ বহুকাল কেটে যায়। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এ কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেও হতে পারে। এটি নির্ভর করে সাধকের সামর্থ্যের উপর। কুণ্ডলিনী কোনো চক্রে উত্থাপিত হলেও প্রথম প্রথম সেখানে স্থির হয়ে থাকেন না, তৎক্ষণাৎ আবার মূলাধারে ফিরে আসেন। এমন কি সহস্রারে পৌঁছে গেলেও তিনি সেখানেও স্থির হয়ে থাকেন না। সেখান থেকেও আবার মূলাধারে নেবে আসেন। কেবলমাত্র কঠোর সাধনার ফলেই যোগী এমন সামর্থ্যলাভ করেন যার দরুণ তিনি কুণ্ডলিনীকে যতক্ষণ খুশি সহস্রারে রাখতে পারেন।[৩]

প্রত্যহ দুবার সাধনা—হঠযোগপ্রদীপিকায় বলা হয়েছে প্রত্যহ দুবার, সকাল এবং সন্ধ্যায়, আধপ্রহর ধরে কুণ্ডলিনীচালনা অর্থাৎ কুণ্ডলীযোগাভ্যাস করতে হবে।[৪] এইভাবে নিষ্ঠাসহকারে সাধনা করে গেলে কালে সিদ্ধিলাভ হবে।

ষট্‌চক্রনিরূপণোক্ত কুণ্ডলিনীযোগ— উপরে হঠযোগপ্রদীপিকাদি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ অবলম্বনে কুণ্ডলীযোগের যে-বিবরণ দেওয়া হল তন্ত্রাদিতেও এ সম্পর্কে তারই অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। ষট্‌চক্রনিরূপণ-এ বলা হয়েছে যমনিয়মাদি অভ্যাসের দ্বারা সুশীল যোগী গুরুমুখে মোক্ষবর্ত্ম প্রকাশের অর্থাৎ চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যস্থিত ছিদ্ররূপ বর্ত্মের প্রস্ফোটনের ক্রম জেনে নেবেন। তার পর শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব সেই যোগী দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু এবং অগ্নির ধারা সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে আক্রমণ করে হুঁ এই বীজ উচ্চারণ

---

১ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 22

২ S. P., 2nd Ed., 1924, p. 18

৩ ঐ, পৃঃ ২৩৩

৪ অবস্থিতা চৈব ফণাবতী সা প্রাতশ্চ সায়ং প্রহরার্ধমাত্রম্।
প্রপূর্য সূর্যাৎ পরিধানযুক্ত্যা প্রগৃহ্য নিত্যং পরিচালনীয়া।—হ প্র ৩।১১২

করে জাগাবেন এবং গুপ্ত স্বয়ম্ভুলিঙ্গছিদ্র ভেদ করে তাঁকে ব্রহ্মদ্বারমুখে অর্থাৎ চিত্রিনীনাড়ী-মুখে স্থাপন করবেন।[১]

লক্ষ্য করা গেছে ঘেরণ্ডসংহিতাদিতে হুঁ হংসঃ এই মন্ত্রে কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করার কথা আছে। অথচ এখানে হুঁ মন্ত্রের দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগানোর কথা বলা হল। ষট্চক্র-নিরূপণ-এর টীকাকার কালীচরণ এই উভয়মতের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এইভাবে—হংসমন্ত্রের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধারে আনতে হবে এবং কেবল হুঁ-মন্ত্রের দ্বারা কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করতে হবে ও জীবাত্মা-সহ কুণ্ডলিনীকে চালনা করতে হবে।[২]

কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগমন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—শুদ্ধসত্তা দেবী কুণ্ডলিনী লিঙ্গত্রয় ভেদ করেন এবং ব্রহ্মনাড়ীগ্রথিত সমস্ত পদ্মে পৌঁছে দীপ্তি পান। তার পর বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল এবং মৃণালতন্তুর মতো সূক্ষ্ম আকারে সূক্ষ্মধামে পরমানন্দময় শিবের সমীপে অর্থাৎ সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকাস্থ পরবিন্দুরূপ শিবের সমীপে যান এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সহসা সাধকের নিত্যানন্দরূপ মুক্তি বিধান করেন।[৩]

কালীচরণ বলেন কুণ্ডলিনী লিঙ্গত্রয় ভেদ করেন অর্থ স্বয়ম্ভু বাণ এবং ইতর এই তিন লিঙ্গ, মূলাধারাদি ষট্চক্র এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশি এই পঞ্চশিব মোট এই চতুর্দশগ্রন্থি ভেদ করে যান।[৪]

কুণ্ডলিনীর শিবাদি ভেদ করে ঊর্ধ্বগমন সম্বন্ধে স্বতন্ত্রতন্ত্রে বলা হয়েছে[৫]—দেবী ষট্চক্রস্থ শিবদের ভেদ করে গিয়ে নিষ্কল বা নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যখন যে-চক্রে যান তখন সেই চক্রের উপযোগী মনোহর রূপ ধারণ করে সেই চক্রস্থ আনন্দপরিপ্লুত শিবকে মোহিত

---

১ হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমভ্যাসশীলঃ সুশীলো জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমিতি চ মহামোক্ষবর্ত্মপ্রকাশম্।
ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তি স তাং শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাবো ভিত্ত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব গুপ্তম্।
—ষ নি ৫০

২ দ্রঃ ঐ, কালীচরণকৃত টীকা

৩ ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎপরমরসশিবে সূক্ষ্মধাম্নি প্রদীপে সা দেবী শুদ্ধসত্তা তড়িদিব বিলসত্তন্তুরূপস্বরূপা।
ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তন্মোক্ষাখ্যানন্দরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতালক্ষণেন।
—ষ নি, শ্লো ৫১

৪ ঐ শ্লোকের কালীচরণকৃত টীকা

৫ ষট্চক্রস্থান্ শিবান্ ভিত্ত্বা দেবী গচ্ছতি নিষ্কলম্। চক্রাধিষ্ঠানতো রূপং ধৃত্বা তত্তন্মনোহরম্।
মোহয়িত্বা মহেশানমানন্দপ্লুতবিগ্রহম্। রময়িত্বা তত্র তত্রৈব যাবৎ প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
মোহিতঃ পরয়া যস্মাৎ তস্মাত্তিন্ন উদাহৃতঃ।—দ্রঃ ঐ

করে তাঁর সঙ্গে রমণ করে পরিশেষে যিনি শাশ্বত তাঁকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরশিবকে প্রাপ্ত হন। শরশিব পরাশক্তির দ্বারা মোহিত হন এই অর্থে তিনি পরাশক্তি থেকে ভিন্ন, নতুবা স্বরূপতঃ উভয়ে অভিন্ন।

কুণ্ডলিনীর ত্রিলিঙ্গভেদ করার বিষয় ব্যাখ্যা করে কালীচরণ লিখেছেন[১] পরা পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী এই চার শব্দোৎপাদিকাশক্তি কুণ্ডলিনীর সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ এই চার শক্তি কুণ্ডলিনীরই রূপভেদ। কুণ্ডলিনী সহস্রারে গমনের সময় প্রথমে মূলাধারে বৈখরীভাবে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে মোহিত করেন; এইভাবে অনাহতে মধ্যমাভাবে বাণলিঙ্গকে এবং আজ্ঞাচক্রে পশ্যন্তীভাবে ইতরলিঙ্গকে মোহিত করে পরবিন্দুর নিকট পৌঁছে পরাভাবপ্রাপ্ত হন।

কুণ্ডলিনী-ধ্যানযোগ—কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও সহস্রারে গমনের ব্যাপারটি ধ্যান করারও বিধি আছে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় কুণ্ডলিনীর ধ্যানযোগ। গন্ধর্বমালিকায় এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—ধ্যান করতে হবে দেবী কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছেন। ধ্যানে তাঁকে হংসমন্ত্রের দ্বারা সহস্রারে আনয়ন করতে হবে। সেখানে সদাশিব মহাদেব বিরাজ করছেন। কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করে সেখানে স্থাপন করতে হবে। ধ্যান করতে হবে দেবী কুণ্ডলিনী রূপবতী এবং কামসমুল্লসিতা। পরম শিব তাঁর মুখারবিন্দের গন্ধে আমোদিত। কুণ্ডলিনী শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করবেন এবং ক্ষণমাত্র সদাশিবের সঙ্গে রমণ করবেন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ অমৃত উৎপন্ন হবে। শিবশক্তির মিলনোদ্ভূত অমৃত লাক্ষা রঙের। সেই অমৃতের দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করতে হবে। তার পর সেই অমৃতধারায় ষট্‌চক্রস্থ দেবতাদের তর্পণ করে যে-পথে কুণ্ডলিনীকে সহাস্রারে নেওয়া হয়েছিল সেইপথে মূলাধারে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই যাতায়াত প্রক্রিয়ার দ্বারা মনকে শিবস্থানে লয় করতে হবে। যিনি প্রতিদিন এই যোগ অভ্যাস করেন তিনি জরামরণদুঃখ এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন।[২]

১ ষ নি শ্লো ৫১-এর টীকা

২ ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীম্। হংসেন মনুনা দেবীং সহস্রারং সমানয়েৎ।
সদাশিবো মহাদেবো যত্রাস্তে পরমেশ্বরি। দেবীং রূপবতীং কামসমুল্লাসবিহারিণীম্।
মুখারবিন্দগন্ধেন মোদিতং পরমং শিবম্। প্রবোধ্য পরমেশানি তত্রৈবোপবিশেৎ প্রিয়ে।
শিবস্য মুখপদ্মং হি চুচুম্বে কুণ্ডলী শিবে। সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে।
অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি। তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারসসমাযুতম্।
তেনামৃতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাম্। ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া।
আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ। যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্।
এবমভ্যস্যমানস্তু অহন্যহনি পার্বতি। জরামরণদুঃখাদ্যৈ মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
—গন্ধর্বমালিকাবচন, ষ নি, শ্লো ৫১-এর কালীচরণকৃত টীকায় উদ্ধৃত

কুণ্ডলিনীযোগ সমাধি—কুণ্ডলিনীযোগের সমাধি সম্বন্ধে ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে সমাধি-অভ্যাসরত সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করে জীবাত্মার সহিত লয়ক্রমে শুদ্ধপদ্মস্থিত অর্থাৎ সহস্রারস্থিত মোক্ষধামে তাঁর স্বামী পরমশিবের কাছে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে চৈতন্যরূপা ইষ্টফলদাত্রী ভগবতীরূপে তাঁর ধ্যান করবেন।[১]

টীকায় কালীচরণ লিখেছেন ভগবতী কুণ্ডলিনী সাধকের ইষ্টদেবতারূপিণী। তাঁকে সহস্রারে পরবিন্দুরূপ শিবের সঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত করিয়ে পরবিন্দুস্বরূপা ধ্যান করতে হবে। তার পর পরবিন্দুকেও তার মধ্যস্থ শূন্যমধ্যে চিদাত্মায় বিলীন করে কুণ্ডলিনীকে শুদ্ধচৈতন্য-রূপিণী ধ্যান করতে হবে। সাধক তখন সোঽহংভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান লাভ করবেন এবং সেইজ্ঞানে চিত্ত বিলীন করে সর্বব্যাপক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে স্থিরচিত্ত হয়ে অবস্থান করবেন।[২]

লয়ক্রম—লয়ক্রমে কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বে উত্থাপনের কথা বলা হল। কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে লয়ক্রমের নিম্নোক্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

মূলাধারে—মূলাধারস্থ ত্রিকোণে লং বীজের ধ্যান করতে হবে এবং সেখানে ব্রহ্মা এবং তার পর কামদেবেরও ধ্যান করতে হবে। ঐ স্থানেই বীজের চিন্তা করতে হবে। হস্তে আদানের, পদে গমনের, পায়ুতে বিসর্গের এবং নাসিকায় ঘ্রাণের চিন্তা করতে হবে। তার পর সাধককে পরমারাধ্যা ডাকিনীশক্তির ধ্যান করতে হবে। এই সমস্তই পৃথ্বীতে বিলীন চিন্তা করতে হবে। এই পৃথ্বীমধ্যে আছেন কুণ্ডলীবেষ্টিত লিঙ্গরূপী শিব। সিদ্ধিকামী সাধককে এই স্থানে পরমানন্দরূপিণী নিত্যা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করতে হবে।[৩]

পূর্বোক্তা ধন্যা পৃথিবীকে অর্থাৎ পৃথ্বীতত্ত্বকে গন্ধে অর্থাৎ গন্ধতত্ত্বে বিলীন করতে হবে এবং জীবাত্মাকে প্রণবের দ্বারা আকর্ষণ করে আনতে হবে। সাধক এবার সোঽহংমন্ত্রের দ্বারা প্রাণ (হংস) ও গন্ধতত্ত্বসহকুণ্ডলিনীকে স্বাধিষ্ঠানে নিয়ে যাবেন।[৪]

১ নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং লয়বশাৎ জীবেন সার্দ্ধং সুধীর্মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি।
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাং যোগীন্দ্রো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যতঃ।
—ষ নি, শ্লো ৫২

২ ঐ, কালীচরণকৃত টীকা।

৩ ত্রিকোণাখ্যং তু দেবেশি লঙ্কারং চিন্তয়েত্তথা। ব্রহ্মাণং তত্র সঞ্চিন্ত্য কামদেবঞ্চ চিন্তয়েৎ।
বীজং তত্রৈব নিশ্চিন্ত্যং পানাবাদানমেব চ। পদে চ গমনং পায়ৌ বিসর্গং নসি কামিনি।
ঘ্রাণং সঞ্চিন্ত্যং দেবেশি মহেশি প্রাণবল্লভে। ডাকিনীং পরমারাধ্যাং শক্তিঞ্চ ভাবয়েত্ততঃ।
এতানি গিরিজে মাতঃ পৃথ্বীং নীত্বা গণেশ্বরি। তন্মধ্যে লিঙ্গরূপং হি কুণ্ডলীবেষ্টিতং প্রিয়ে।
তত্র কুণ্ডলিনীং নিত্যাং পরমানন্দরূপিণীম্। তত্র ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামো বরাননে।—ক ত, পঃ ২

৪ পূর্বোক্তাং পৃথিবীং ধন্যাং গন্ধে নীত্বা মহেশ্বরি। আকৃষ্য প্রণবেনৈব জীবাত্মানং নগেন্দ্রজে।
কুণ্ডলিন্যা সহ প্রাণং গন্ধমাদায় সাধকঃ। সোঽহমিতি মনুনা দেবি স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশয়েৎ।—ঐ

স্বাধিষ্ঠানে—তার পর তিনি স্বাধিষ্ঠানচক্রের ষড়দলপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বরুণ এবং তরুণ হরির ধ্যান করবেন এবং রাকিণীশক্তির ধ্যান করে উক্ত চক্রস্থ অপ্ তত্ত্ব ও রসনেন্দ্রিয়ের চিন্তা করবেন। তার পর এই সব এবং গন্ধতত্ত্বকে রসতত্ত্বে বিলীন করে জীবাত্মা, বিনোদিনী কুণ্ডলিনী ও রসতত্ত্বকে মণিপুরে নিয়ে যাবেন।[১]

মণিপুরে—মণিপুরচক্রের পদ্মকর্ণিকার মধ্যে সাধককে বহ্নির চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে সেখানে আছেন লাকিনীশক্তিযুক্ত সর্বসংহারক স্বয়ং রুদ্র। তেজোময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ের চিন্তাও এখানে করতে হবে। তার পর এই সব এবং রসতত্ত্বকে রূপতত্ত্বে বিলীন করে জীবাত্মা, কুণ্ডলিনী এবং রূপতত্ত্বকে অনাহতচক্রে নিতে হবে।[২]

অনাহতে—সাধক এখন ধ্যান করবেন অনাহত চক্রের পদ্মকর্ণিকার মধ্যে আছে জীবস্থান, সেই জীবস্থানে আছে বায়ুতত্ত্ব। তা ছাড়া কর্ণিকার মধ্যে আছে যোনিমণ্ডল এবং তাতে বাণলিঙ্গ বিরাজমান। এই চক্রে কাকিনীশক্তি এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের ধ্যান করতে হবে। তার পর সাধক এই সব এবং রূপতত্ত্বকে স্পর্শে অর্থাৎ স্পর্শতত্ত্বে বিলীন করে জীবাত্মা, কুণ্ডলিনী এবং স্পর্শতত্ত্বকে বিশুদ্ধচক্রে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করবেন।[৩]

বিশুদ্ধাখ্যে—বিশুদ্ধাখ্যচক্রের পদ্মকর্ণিকার মধ্যে ধ্যান করতে হবে আকাশতত্ত্বের এবং শাকিনীশক্তিযুক্ত শিবের। আর বাক্ এবং শ্রোত্র এই দুই তত্ত্বকে আকাশতত্ত্বে স্থাপন করে এই সমস্ত এবং স্পর্শতত্ত্বকে শব্দে বিলীন করতে হবে। তার পর জীবাত্মা, কুণ্ডলিনী ও শব্দতত্ত্বকে আজ্ঞাচক্রে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে হবে।[৪]

আজ্ঞাচক্রে—আজ্ঞাচক্রে আছে হাকিনীশক্তিলাঞ্ছিত মন। এই মন প্রকৃতি বুদ্ধি এবং অহংকারের দ্বারা লক্ষিত হয়।[৫] মনের ক্রমসূক্ষ্মরূপ অহংকার বুদ্ধি ও প্রকৃতি।

---

১ তৎকর্ণিকায়াং বরুণং তত্রাপি ভাবয়েদ্ধরিম্। যুবানং রাকিণীং শক্তিং চিন্তয়িত্বা বরাননে।
রসনেন্দ্রিয়পুপ(পুর ?)স্থং জলঞ্চ কামলালসে। এতানি গন্ধঞ্চ শিবে রসে নীত্বা বিনোদিনীম্।
জীবাত্মানং কুণ্ডলিনীং রসঞ্চ মণিপূরকে।—ক ত পঃ ২

২ তৎকর্ণিকায়াং সুশ্রোণি বহ্নিং সঞ্চিন্ত্য সাধকঃ। তত্র রুদ্রঃ স্বয়ং কর্তা সংহারে সকলস্য চ।
লাকিনীশক্তিসংযুক্তো ভাবয়েত্তং মনোহরে। তত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ঞ্চ কৃত্বা তেজোময়ং যজেৎ।
এতানি রসঞ্চ সুভগে রূপে নীত্বা মহাভগে। জীবাত্মানং কুণ্ডলিনীং রূপঞ্চানাহতে নয়েৎ।—ঐ

৩ তৎকর্ণিকায়াং বায়ুঞ্চ জীবস্থাননিবাসিনম্। তত্র যোনের্মণ্ডলঞ্চ বাণলিঙ্গবিরাজিতম্।
কাকিনীশক্তিসংযুক্তং তত্র বায়োস্ত্বগিন্দ্রিয়ম্। এতানি রূপঞ্চ সংযোজ্য স্পর্শে ত্বমলকারিণি।
জীবং কুণ্ডলিনীং স্পর্শং বিশুদ্ধে স্থাপয়েত্ততঃ।—ঐ

৪ তৎকর্ণিকায়ামাকাশং শিবঞ্চ শাকিনীযুতম্। বাচং শ্রোত্রঞ্চ আকাশে সংস্থাপ্য নগনন্দিনি।
এতানি স্পর্শং শব্দে চ নীত্বা শঙ্করি মৎপ্রিয়ে। জীবং কুণ্ডলিনীং শব্দঞ্চ আজ্ঞাপত্রে নিধাপয়েৎ।—ঐ

৫ মনশ্চাত্র সদা ভাতি হাকিনীশক্তিলাঞ্ছিতম্। বুদ্ধিপ্রকৃত্যহঙ্কারালক্ষিতং তৈজসং পরম্।—ঐ

শব্দতত্ত্বকে অহংকারে বিলীন করতে হবে, অহংকারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে সূক্ষ্মপ্রকৃতিতে বিলীন করতে হবে। এই সূক্ষ্মপ্রকৃতিকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ।[১]

কুণ্ডলিনীযোগে আজ্ঞাচক্রই শেষ দ্বৈতভূমি। উক্ত চক্রের দ্বিদলপদ্ম এই তত্ত্বেরই প্রতীক।[২]

সহস্রারে—আজ্ঞাচক্রের পরে সহস্রার। আজ্ঞাচক্রের পর জীবাত্মা, কুণ্ডলিনী এবং মনকে সহস্রারে নিয়ে যেতে হবে।[৩]

সহস্রারের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কুণ্ডলিনীকে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করতে হয়। শিবশক্তির এই সামরহস্যহেতু পরমামৃত ক্ষরিত হয়। অলক্তকের মতো রক্তবর্ণ সেই অমৃত পান করে নিত্যানন্দের মহান্ প্রকাশ যাঁর মধ্যে সেই পরম শিবের থেকে নিম্নগামিণী হয়ে কুণ্ডলিনী চিত্রিণীনাড়ীমধ্যস্থ ব্রহ্মপথে পুনরায় মূলাধারে প্রবেশ করেন।[৪]

কুণ্ডলিনীকে যে-রকম ক্রম অনুসারে ঊর্ধ্বে নেওয়া হয় ঠিক সেইরকম ক্রম অনুসারেই তাঁকে মূলাধারে ফিরিয়ে আনতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় আনন্দস্বরূপিণী সুরেশ্বরী কুণ্ডলিনী পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হবার পর যে-প্রকারে সহস্রারে শিবস্থানে গিয়েছিলেন সেই প্রকারে মূলাধারপদ্মে ফিরে আসেন।[৫]

সৌন্দর্যলহরীতে এই বলে দেবীর স্তব করা হয়েছে[৬]—"হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা ষট্চক্রভেদপূর্বক সহস্রারে গমন করিয়া যখন পরমশিবের সঙ্গে সম্মিলিতা হও, তখন তোমার পাদপদ্মযুগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণ দ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতাগণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তর্পিত করিতে করিতে পুনর্বার তুমি সেই কুলপথ দ্বারাই মূলাধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি সর্পরূপিণী করিয়া মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গে নিদ্রিত হইয়া থাক।"

প্রসঙ্গতঃ লয়ক্রম সম্বন্ধে একটি সাধারণসূত্রের এখানে উল্লেখ করা যায়। সমাধিকালের

---

১ দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৫২-এর কালীচরণকৃত টীকা

২ Mahāmāyā, p. 88. f. n.

৩ জীবাত্মানং কুণ্ডলিনীং মনশ্চাপি মহেশ্বরি। সহস্রারে মহাপদ্মে মনশ্চাপি নিযোজয়েৎ।—ক ত, পঃ ২

৪ লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ কুণ্ডলী নিত্যানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী।
—ষ নি, ৫৩

৫ অত্রৈব কুণ্ডলীশক্তির্মুদ্রাকারা সুরেশ্বরি। পুনস্তেন প্রকারেণ গচ্ছত্যাধারপঙ্কজে।—ক ত, পঃ ২

৬ সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসঃ।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি।—সৌ ল, ১০

পূর্বে সাধককে অতিযত্নসহকারে চিন্তা করে স্থূলকে সূক্ষ্মে বিলীন করতে হবে এবং এইভাবে ক্রমশঃ সমস্তকে চিদাত্মায় বিলীন করতে হবে।[১]

মূলাধারাদি পদ্ম ও বর্ণের লয়— এই সূত্রানুসারে মূলাধারাদি পদ্ম এবং পদ্মদলস্থ বর্ণাদির লয়ক্রমও শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে। শারদাতিলকে আছে—মূলাধার-পদ্মের চতুর্দ্দলস্থ ব থেকে স এই চার বর্ণ মূলাধারের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মার মধ্যে লয় করতে হবে। অর্থাৎ বর্ণসহিত মূলাধারপদ্ম ব্রহ্মার মধ্যে লয় করতে হবে। ব্রহ্মাকে ব থেকে ল পর্যন্ত ষড়ক্ষরান্বিত ষড়্দলপদ্মে স্বাধিষ্ঠানে লয় করতে হবে। এই ষড়্বর্ণকে অর্থাৎ ষড়্বর্ণযুক্ত স্বাধিষ্ঠানপদ্মকে উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণুর মধ্যে লয় করতে হবে। বিষ্ণুকে আবার মণিপূর পদ্মে লয় করতে হবে। উক্তপদ্মের দশদলস্থ ড থেকে ফ পর্যন্ত দশবর্ণকে অর্থাৎ দশবর্ণযুক্ত পদ্মটিকে রুদ্রে লয় করতে হবে। রুদ্রকে অনাহত পদ্মে লয় করতে হবে। এই পদ্মের দ্বাদশদলের ক থেকে ঠ পর্যন্ত দ্বাদশবর্ণসহ পদ্মটিকে উক্ত পদ্মের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ঈশ্বরে লয় করতে হবে। ঈশ্বরকে বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে লয় করতে হবে। বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ষোড়শদলের ষোড়শ স্বরবর্ণসহ পদ্মটিকে তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা সদাশিবে লয় করতে হবে। সদাশিবকে আবার হ ক্ষ এই দুই বর্ণশোভিত আজ্ঞাপদ্মে লয় করতে হবে। উক্ত দুই বর্ণকে অর্থাৎ দুই বর্ণযুক্ত আজ্ঞাপদ্মকে তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিন্দু অর্থাৎ শিবে লয় করতে হবে। তার পর বিন্দুকে কলায় লয় করতে হবে, কলাকে নাদে, নাদকে নাদান্তে, নাদান্তকে উন্মনীতে, উন্মনীকে বিষ্ণুবক্ত্রে অর্থাৎ পুংবিন্দুতে আর বিষ্ণুবক্ত্রকে গুরুবক্ত্রে অর্থাৎ পরবিন্দুতে লয় করতে হবে।[২]

পূর্বেই বলা হয়েছে এই পরবিন্দু সহস্রারস্থিত পরমশিব। সৃষ্টিক্রম সূক্ষ্ম থেকে স্থূল আর লয়ক্রম স্থূল থেকে সূক্ষ্ম। আমরা লক্ষ্য করেছি পরমশিব থেকে অভিন্ন পরাশক্তিই শব্দসৃষ্টি-

---

১ সমাধিকালাৎ প্রাগেবং বিচিন্ত্যাতিপ্রযত্নতঃ। স্থূলসূক্ষ্মক্রমাৎ সর্বং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ।
—দ্রঃ ষ নি, শ্লো ৫২-এর কালীচরণকৃত টীকা

২ বাদিসান্তদলস্থার্ণান্ সংহরেৎ কমলাসনে। তং ষট্‌পত্রময়ে পদ্মে বাদিলান্তাক্ষরান্বিতে।
স্বাধিষ্ঠানে সমাযোজ্য বেধয়েদাজ্ঞয়াগুরুঃ। তান্ বর্ণান্ সংহরেদ্ বিষ্ণৌ তং পুনর্নাভিপঙ্কজে।
দশপত্রে ডাদিফান্তবর্ণাঢ্যে যোজয়েদ্ গুরুঃ। তান্ বর্ণান্ সংহরেদ্ রুদ্রে তং পুনর্হৃদয়াম্বুজে।
কাদিঠান্তার্কবর্ণাঢ্যে যোজয়িত্বেশ্বরে গুরুঃ। তান্ বর্ণান্ সংহরেদস্মিংস্তং ভূয়ঃ কণ্ঠপঙ্কজে।
স্বরাঢ্যষোড়শদলে যোজয়িত্বা স্বরান্ পুনঃ। সদাশিবে তান্ সংহৃত্য তং পুনর্ভ্রূসরোরুহে।
দ্বিপত্রে হক্ষলসিতে যোজয়িত্বা ততো গুরুঃ। তদর্ণৌ সংহরেদ্ বিন্দৌ কলায়াং তং নিযোজয়েৎ।
তাং নাদেঽনন্তরং নাদং নাদান্তে যোজয়েদ্ গুরুঃ। তমুন্মন্যাং সমাযোজ্য বিষ্ণুবক্ত্রান্তরে চ তাম্।
তাং পুনর্গুরুবক্ত্রে তু যোজয়েদ্ দেশিকোত্তমঃ।—শা তি ৫।১৩০-১৩৭

ও অর্থ-সৃষ্টিরূপে অভিব্যক্ত। জীবদেহে ইনিই কুণ্ডলিনী। কাজেই পূর্বোক্ত পদ্ম এবং বর্ণাদির প্রকাশ ও লয় বস্তুতঃ তাঁরই মধ্যে হয়। সৃষ্টিক্রমে তিনিই মূলাধারচক্র এবং তদন্তর্গত যাবতীয় প্রপঞ্চ পর্যন্ত অভিব্যক্ত হন এবং লয়ক্রমে মূলাধার থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি চক্র ও তদন্তর্গত প্রপঞ্চ সংহরণ করে পরিশেষে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন।

লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলীযোগ বা লয়যোগের প্রধান সাধন ষট্‌চক্রভেদ। ষট্ চক্রভেদের ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই[১]—

ষট্‌চক্রভেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—কুণ্ডলিনী জাগরিতা হয়ে যখন ঊর্ধ্বগমনোন্মুখী হন তখন মূলাধারচক্রস্থিত সব দেবতা ও বর্ণ প্রভৃতি তাঁর শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। ভূমণ্ডল লয়প্রাপ্ত হয়ে কুণ্ডলিনীশরীরে লং বীজে পরিণত হয়। কুণ্ডলিনী মূলাধারচক্র ত্যাগ করামাত্র শূন্য মূলাধারপদ্ম আবার অধোমুখ ও মুদ্রিত হয়ে যায়। বলা আবশ্যক কুণ্ডলিনীর নিদ্রিতাবস্থায় ষট্ চক্রের পদ্মগুলি অধোমুখ ও মুদ্রিতই থাকে। কুণ্ডলিনী জেগে উঠে যখন যে-পদ্মে যান তখন সেইপদ্ম ঊর্ধ্বমুখ ও বিকশিত হয়। আর সেই চক্রের বর্ণও দেবতাদি কুণ্ডলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়।

কাজেই কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত হওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বাধিষ্ঠানপদ্ম ঊর্ধ্বমুখ ও বিকসিত হয় এবং চক্রস্থিত দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। লং এই পৃথ্বীবীজ জলমণ্ডলে লয়প্রাপ্ত হয় এবং জলও বং বীজে পরিণত হয়ে কুলকুণ্ডলিনীশরীরে অবস্থান করে।

তার পর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র ছেড়ে মণিপূরে উঠে যান। তখন পূর্বের মতো এখানকার দেবতা ও বর্ণাদি তাঁর শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়, বং বীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হয়ে যায় এবং বহ্নিও রং বীজে পরিণত হয়ে কুণ্ডলিনীশরীরে লীন হয়। কেউ কেউ এই চক্রকে বলেন ব্রহ্মগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ করতে সাধকের বেশ কষ্ট হয়।

এবার কুণ্ডলিনী উপনীত হন অনাহতচক্রে। এখানেও ঠিক সেই একই অবস্থা ঘটে। দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়, রং বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হয়, বায়ু যং বীজে পরিণত হয়ে কুণ্ডলিনীশরীরে লীন হয়। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। এটি ভেদকরাও কষ্টসাধ্য।

তার পর কুণ্ডলিনী উঠে যান বিশুদ্ধচক্রে। তখন চক্রের সমস্ত দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়, যং বীজ আকাশমণ্ডলে লীন হয় আর আকাশ হং বীজে পরিণত হয়ে কুণ্ডলিনীশরীরে লয়প্রাপ্ত হয়।

---

১ দ্রঃ শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা, পরিবর্দ্ধিত ৮ম সং, বসুমতী, পৃঃ ২৮৫-৮৮

কুণ্ডলিনী এবার আজ্ঞাচক্রে উপনীত হন। অন্যান্য চক্রে যেমন এই চক্রেরও দেবতা ও বর্ণাদি তাঁর শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়, হং বীজ মনে লয়প্রাপ্ত হয় এবং মনও কুণ্ডলিনীশরীরে লীন হয়ে যায়। এই আজ্ঞাচক্র রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ করলে কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হয়ে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। সাধকের ধ্যানে বা চিন্তায় তা হয় না; কুণ্ডলিনী বস্তুতঃ আজ্ঞাচক্র ভেদ করলেই এ রকম হয়। রুদ্রগ্রন্থিভেদ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্র ভেদ করে উপরে উঠতে থাকলে ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাঁর শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। তার পর তিনি পরমশিবের সঙ্গে একীভূত হলে শিবশক্তির সামরস্যসম্ভূত অমৃতধারায় সাধকের দেহ প্লাবিত হয়। এই সময় সাধক সব বিস্মৃত হয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হয়ে থাকেন।

পরমশিবের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কুণ্ডলিনী আবার নিম্নগামিনী হন। প্রত্যাগমনের সময় তিনি যে পথে গিয়েছিলেন ঠিক সেই পথেই সেই সেই চক্রের মধ্য দিয়ে নেবে আসেন এবং যখন যে-চক্রে উপনীত হন তখন সেই চক্রের দেবতাবর্ণাদি তাঁর শরীর থেকে সৃষ্ট হয়ে সেই চক্রে অধিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থিভেদের তাৎপর্য—লক্ষ্য করা গেছে কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বগমণের সময় গ্রন্থিভেদ করে যান। এই ব্যাপারের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। ব্রহ্মগ্রন্থি বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি যথাক্রমে পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা নামে পরিচিত। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় ত্রিবিধ এষণা ত্যাগ করার বিধি আছে। ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করার ফলে সাধক কামাদি প্রবৃত্তি, সৃষ্টিবাসনাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে জিতেন্দ্রিয় হন। এই গ্রন্থিভেদের দ্বারা পুত্রৈষণা দূর হয়। বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ হলে বৈষ্ণবী মায়া ধনৈশ্বর্য্যাদির প্রলোভন সাধককে আর বিচলিত করতে পারে না। এই গ্রন্থিভেদের দ্বারা বিত্তৈষণা দূর হয়। রুদ্রগ্রন্থিভেদ হলে পরে সাধক প্রতিষ্ঠামোহ জয় করতে সমর্থ হন। এই গ্রন্থিভেদের দ্বারা লোকৈষণা দূর হয়। গ্রন্থিত্রয়ভেদ হলে সাধক অমৃতত্বলাভ করেন।[১]

গ্রন্থি অর্থ গিঁঠ। গ্রন্থিভেদ অর্থ গিঁঠখোলা। সহজ কথায় 'গ্রন্থিভেদ অর্থ বন্ধনমুক্তি। বন্ধন ত্রিবিধ—দেহজ প্রাণজ এবং আত্মজ। জগৎ এক বিরাট স্থূল দেহ। সমুদ্রের উপর তরঙ্গের মতো এই বিরাট্ দেহের উপর ব্যষ্টিদেহ উঠছে আবার কিছুকাল ক্রীড়া করে ওরই মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা বুদ্ধিদোষে সংস্কারবশে এমনি এক এক তরঙ্গকে আপন মনে করে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এই বন্ধন কল্পনাপ্রসূত। এই কল্পিত বন্ধন দূর করে দেহকে আত্মার দেহরূপে অনুভব করাই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদের লক্ষ্য।'[২]

১ পু ত, pp. 56, 59 ২ ঐ, p. 57

'প্রাণমনবিজ্ঞানময় কোশে সর্বব্যাপী প্রাণমনাদির সত্তা বিস্মৃত হয়ে এক নির্দ্দিষ্ট প্রাণমনে আপন অহন্তা স্থাপন করে তার সুখদুঃখের মধ্যে আমরা এমনি আবদ্ধ হয়ে পড়ি যে ব্যষ্টিদেহের সুখের জন্য সমষ্টিপ্রাণদেহকে আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করি না। জগতে সর্বত্র একই প্রাণের খেলা চলছে, সকলের সুখদুঃখ একের মধ্যেই সম্মিলিত এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে ব্যষ্টিদেহের সীমাবদ্ধ সুখদুঃখকে সমষ্টিগত সুখদুঃখের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া প্রাণগ্রন্থি বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদের উদ্দেশ্য।'[১]

'আত্মার ধর্ম আনন্দ। তাকে এক সামান্য দেহের আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এক ব্যষ্টিদেহের আনন্দের জন্য আমরা সমষ্টিদেহের আনন্দকে নষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করি না। এই সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিদেহের বন্ধন দূর করে সমষ্টিগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা, সমস্ত জীবের হিতসাধন আর আনন্দবর্দ্ধনে রত হওয়া রুদ্রগ্রন্থিভেদের লক্ষ্য'।[২]

'ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হলে সাধক সমষ্টিভাবে স্থিতিলাভ করেন, সত্যপ্রতিষ্ঠ হন। তখন তিনি সমস্ত জীবজগৎকে একই সৎস্বরূপের অঙ্গরূপে অনুভব করেন—তাঁর মনে হয় সমস্তই একেরই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ। সাধকের ইষ্টমূর্তিও তখন বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তখন সর্বভূতে একই মায়ের দর্শনলাভ হয় আর সাধক আপন আত্মাকে সর্বাভূতাত্মারূপে উপলব্ধি করেন। ব্রহ্মগ্রন্থিভেদের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের বীজ দগ্ধ হয় ও স্থূলদেহের সংস্কার হয়।'[৩]

'বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ হলে পর সাধক প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, খণ্ডপ্রাণে মহাপ্রাণের লীলা অনুভব করেন। তখন তিনি সব কর্মকেই আপন কর্ম মনে করেন, সকলের সুখদুঃখে সুখদুঃখ অনুভব করেন। সকলের প্রতি তাঁর প্রেমভাব জাগে এবং সকলের সুখের জন্য তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করে দেন। বিষ্ণুগ্রন্থিভেদের দ্বারা সাধকের সঞ্চিত কর্মের বীজ দগ্ধ হয়ে যায় এবং সূক্ষ্মদেহের সংস্কার হয়।'[৪]

রুদ্রগ্রন্থিভেদ হলে সাধক এক অখণ্ড অদ্বয়ভাবে সিদ্ধিলাভ করেন, আনন্দপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন তিনি সকলের আনন্দে আনন্দলাভ করেন। রুদ্রগ্রন্থিভেদের দ্বারা আগামী কর্মের অর্থাৎ সঞ্চীয়মান কর্মের বীজ দগ্ধ হয় এবং কারণদেহের সংস্কার হয়।[৫]

'দুর্গাসপ্তশতীতে গ্রন্থিত্রয়ভেদের কথা এইভাবে পাওয়া যায়—মধুকৈটভবধের দ্বারা সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে আপন সসীমভাব দূর করে সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতির দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ করতে হবে। মহিষাসুরবধের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠ হয়ে সর্বত্র এক মহাপ্রাণের লীলা দর্শন করে আর অহংকার সম্পূর্ণরূপে দূর করে বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ করতে হবে। আর শুম্ভনিশুম্ভবধের দ্বারা আনন্দপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বত্র আনন্দ অনুভব করে রুদ্রগ্রন্থিভেদ করতে হবে।'[৬]

---

১ পূ.ত, p. 57 ২ ঐ ৩ ঐ, pp. 57-58 ৪ ঐ, pp. 58-59
৫ ঐ ৬ ঐ, p. 58

কুণ্ডলিনীযোগের অধিকার—কুণ্ডলিনীজাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ, এককথায় কুণ্ডলীযোগ বা লয়যোগের যে-বিবরণ দেওয়া হল তার থেকেই বোঝা যায় ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। আর এই যোগসাধনায় সবাই অধিকারীও নয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্য চেষ্টা করিবার পূর্বে সাধককে অতি কঠোর নৈতিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য, পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তা এই সকল স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কুণ্ডলিনী জাগরণের পথে অগ্রসর হওয়া অনুচিত। কারণ, মস্তিষ্কের শুদ্ধ কেন্দ্রের সঙ্গে দেহের নিম্নস্তরস্থিত জননকেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তির পক্ষে Parackleteকে (কুণ্ডলিনীকে) জাগাইয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রিয়-সংযমের অভাবে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা যায় না।"[১]

গুরুগম্যসাধনা— তা ছাড়া কুণ্ডলিনীজাগরণ ষট্‌চক্রভেদ ইত্যাদির কৌশল এবং ক্রম গুরুমুখে শিখতে হয়। ষট্‌চক্রনিরূপণে বলা হয়েছে—যমাদির অভ্যাসের দ্বারা সংযতমনা যে-যোগী নিত্যানন্দের উৎস শ্রীদীক্ষাগুরুর পাদপদ্মযুগল থেকে এই যোগের উত্তম ক্রমের জ্ঞানলাভ করেছেন তাঁর আর সংসারে জন্ম হয় না, প্রলয়কালে তাঁর ক্ষয় হয় না। নিত্যানন্দ-পরম্পরার দ্বারা প্রমুদিত শান্ত সেই যোগী যোগীদের অগ্রণী।[২]

এখানে জ্ঞানলাভ করা অর্থ জানা এবং যথাশাস্ত্র সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করা বুঝতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞানলাভ অর্থ শাব্দজ্ঞানলাভ নয়।

বলা হয়েছে যোগীর প্রলয়কালেও ক্ষয় হয় না। এ কথার তাৎপর্য কি? মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন[৩] "জাগ্রত কুণ্ডলিনীর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সমস্ত মস্তিষ্কটি একটি যোনিসদৃশ যন্ত্ররূপে পরিণত হয়, ইহারই নাম ঊর্দ্ধযোনি। এই যোনিতেই স্বয়ম্ভু আত্মরূপী দিব্যদেহে জন্মলাভ করেন। যাহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র Immaculate Conception বলিয়া থাকে - ইহাই তাহার গুপ্ত রহস্য। দ্বিতীয় জন্মপ্রাপ্ত এই সূক্ষ্ম মানবই জরামৃত্যু-অতীত স্বয়ংপ্রকাশ, চিদানন্দময় ও আত্মজ্যোতিতে নিত্য প্রকাশমান।"

এই সূক্ষ্ম মানব সম্বন্ধেই বলা হয়েছে প্রলয়কালে এঁর ক্ষয় হয় না। মানুষমাত্রই স্বরূপতঃ

২ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

২ জ্ঞাত্বৈতৎ ক্রমমুত্তমং যতমনা যোগী যমাদ্যৈর্যুতঃ
শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্মযুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ।
সংসারে ন হি জন্মতে ন হি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে
নিত্যানন্দপরম্পরাপ্রমুদিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ।—ষ নি, শ্লো ৫৪

৩ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

চিদানন্দময় স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি মানুষের এই স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হওয়াই শক্তিসাধনার চরম লক্ষ্য।

যোগের প্রাচীনতা—সাধনার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও এই প্রসঙ্গে যোগের প্রাচীনতার প্রশ্নটি সহজেই মনে জাগে। কেউ কেউ যোগের উৎসসন্ধানে আদিম যুগ পর্যন্ত চলে যান। আদিম মানবের মধ্যে 'ভাবলাগার' কথা পাওয়া যায়।[১] সেই 'ভাবলাগা' থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানারূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে বস্তুটি গড়ে উঠে, পরবর্তীকালে তাই যোগ নামে খ্যাত হয়।[২]

মোহেঞ্জোদড়োতে— প্রাগৈতিহাসিকযুগে যে যোগ প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছে মোহেঞ্জোদড়োতে। ঐ স্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি যোগীর মূর্তি (Pl. xcviii) পাওয়া গেছে। তা ছাড়া কয়েকটি সিলে যোগের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান দেবমূর্তি (Pls. cxvi, 29 and cxviii, 11) পাওয়া গেছে। আরেকটি সিলে এই ভঙ্গীতে আরেকটি দেবমূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।[৩] এই ভঙ্গীটিকে জৈন যোগীদের কায়োৎসর্গ-ভঙ্গী বলা হয়।[৪] কেউ কেউ মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মূর্তির যোগমুদ্রা আর বায়ুপুরাণবর্ণিত পাশুপতযোগমুদ্রা একই প্রকারের মনে করেন।[৫]

বেদে—ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে[৬] যোগীর বর্ণনা করা হয়েছে মনে করা হয়। বিশেষ করে একটি মন্ত্রে স্পষ্টই যোগীর কথা আছে বলা হয়। মন্ত্রটি এই[৭]—রুদ্রের সঙ্গে কেশী অর্থাৎ লম্বাচুলওয়ালা লোকটি বিষপাত্র থেকে বিষপান করেন। এইটি বায়ুরূপ প্রাপ্ত হয় এবং কুৎসিৎ অনমনীয় লোকটিকে চূর্ণ করতে চায়।

এই যোগীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ইনি বায়ুরূপতা প্রাপ্ত হয়ে আকাশপথে চলেন। যখন চলেন তখন বিশ্বের সমস্ত রূপ্য পদার্থ স্বীয়তেজের দ্বারা দেখতে দেখতে যান।[৮]

বলা হয়েছে এই অতীন্দ্রিয়পদার্থদর্শী এই ব্যক্তির আহার বায়ু। ইনি বায়ুর সখা। দ্যোতমান বায়ুর দ্বারা ইনি এষিত হন অর্থাৎ ইনি বায়ুরূপ প্রাপ্ত হন।[৯]

আলোচ্য সূক্তের অন্য মন্ত্রে মুনিশব্দ বহুবচনে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা হয় ঐ ধরণের ব্যক্তি অনেক ছিলেন। বলা হয়েছে এই অতীন্দ্রিয়পদার্থদর্শীরা কপিলবর্ণ

---

১ ERE, 12, p. 833 ২ ঐ

৩ M. I. C., Vol. I, p. 54 ৪ H. C, p. 21

৫ শক্তিসম্প্রদায়, ক শ অ, পৃঃ ২৪৪ ৬ দ্রঃ ঋ বে ১০।১৩৬

৭ বায়ুরস্মা উপামন্থৎ পিনষ্টি স্মা কুনংনমা। কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণাপিবৎসহ।—ঐ ১০।১৩৬।৭

৮ অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।—ঋ বে ১০।১৩৬।৪

৯ বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথো দেবেষিতো মুনিঃ।—ঐ ১০।১৩৬।৫

মলিন বস্ত্র পরিধান করেন। তপের মহিমাদ্বারা দীপ্যমান হয়ে দেবতাস্বরূপে প্রবেশ করেন এবং বাতাসের গতি প্রাপ্ত হন।[১]

লৌকিক সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করে এঁরা উন্মত্তবৎ আচরণ করেন। এঁরা বলেন, 'আমাদের দ্বারা উপাসিত হয়েই বায়ুসমূহ অবস্থান করছে। হে মানবগণ, তোমরা কেবল আমাদের শরীরস্বরূপ দেখতে পাও, আমাদের দেখতে পাও না।[২]

উপনিষদে—এ-সব অনুমান বা ব্যাখ্যাতার অভিমত বলে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করতে কারো আপত্তি থাকলেও উপনিষদে যে যোগের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে সে-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। যেমন কঠোপনিষদে আছে—যখন মনের সঙ্গে পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয়ে অবস্থান করে এবং বুদ্ধিও চেষ্টা করে না অর্থাৎ নিজ কাজ করে না তখন সেই অবস্থাকে পরমাগতি বলা হয়।[৩]

ইন্দ্রিয়ধারণারূপ এই স্থির অবস্থাকে যোগ বলা হয়। যোগের সেই আরম্ভাবস্থায় অপ্রমত্ত থাকতে হয়, কেন না যোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে।[৪]

বাহাত্তরহাজার যোগনাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহাদারণ্যকোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে। তা ছাড়া বৃহাদারণ্যকোপনিষদে[৫] হৃদয়কোশে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর যে-মিলনের কথা বলা হয়েছে তা কুণ্ডলীযোগের শিবশক্তির মিলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগের বিবরণই দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে—সাধক মাথা, ঘাড় এবং বুক উঁচু করে শরীরকে সোজা রেখে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়ে নিয়মিত করবেন এবং ব্রহ্মরূপ উড়ুপ অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে ভয়াবহ সংসারস্রোত পার হবেন।[৬]

সাধক সমস্ত ব্যাপারে যথাবিধি সংযত হয়ে পঞ্চ প্রাণবায়ুকে নিয়মিত করবেন অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক করবেন এবং প্রাণবায়ু ক্ষীণ হলে নাক দিয়ে ত্যাগ করবেন অর্থাৎ রেচক

---

১ মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি যদ্দেবাসো অবিক্ষত।—ঐ ১০।১৩৬।২

২ উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতা আ তস্থিমা বয়ম্
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ।—ঐ ১০।১৩৬।৩

৩ যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।—ক উপ ২।৩।১০

৪ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগা হি প্রভবাপ্যয়ৌ।—ঐ ২।৩।১১

৫ বৃহ উপ ৪।২।৩

৬ ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি।—শ্বে উপ ২।৮

করবেন। দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের সারথির মতো বিদ্বান্ অর্থাৎ যোগী মন ধারণ করবেন অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করবেন।[১]

মন এবং দুষ্ট অশ্বের মতো ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করার এই যোগের কথা কঠোপনিষদেও[২] বলা হয়েছে।

তন্ত্রাদিতে যেভাবে লয়যোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেভাবে না হলেও লয়যোগের তত্ত্বটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন একটি মন্ত্রে আছে[৩] যিনি ভগবদারাধনা-বুদ্ধিতে কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে সমস্ত ভাব অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি পদার্থসমূহ পরমাত্মস্বরূপে লয় করেন এবং নিজেকে পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, স্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য তিনি সংসারাতীত হন। ব্যষ্টি- ও সমষ্টি-পদার্থসমূহের লয়হেতু তাঁর প্রারব্ধ ভিন্ন কৃতকর্ম নষ্ট হয় এবং তিনি বিদেহকৈবল্য লাভ করেন।[৪]

বুদ্ধের সময়ে—বুদ্ধদেবের সময় যোগসাধনা প্রচলিত ছিল এবং তিনি স্বয়ং যোগসাধনা করেছেন।[৫] তিনি তাঁর সময়কার যোগীদের 'সিদ্ধাই'য়ের নিন্দা করেছেন কিন্তু নিজের শিষ্যদের এক প্রকারের যোগসাধনার উপদেশ দিয়েছেন।[৬] কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মপ্রতিষ্ঠার মূলে যোগের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[৭]

বুদ্ধপরবর্তীকালে—অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্র রচনা করেন। কিন্তু যোগসাধনা যে পতঞ্জলির পূর্বেই প্রচলিত ছিল তার ইঙ্গিত আছে পতঞ্জলির 'অথ যোগানুশাসনম্' এই প্রথম সূত্রেই। পতঞ্জলির সময়ে যোগ অনুশাসন বা শাস্ত্র হিসাবে প্রচলিত ছিল। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র যোগমতের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নাম করেছেন মহর্ষি হিরণ্যগর্ভের। রামানুজাচার্য প্রমুখ আচার্যেরাও হিরণ্যগর্ভ ও তাঁর শিষ্য বার্ষগণ্য যাজ্ঞবল্ক্যের নাম করেছেন। এঁরা পতঞ্জলির পূর্ববর্তী। পতঞ্জলি যোগমতের অন্যতম আচার্য ও প্রচারক। তিনি প্রবর্তক নন।[৮] সহজেই অনুমান করা যায় যোগ মতরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল সাধনারূপে প্রচলিত ছিল। পূর্বোক্ত মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতির নিদর্শনে এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ে যোগ— যোগ কোনো না কোনো আকারে ভারতের

---

১ দ্রঃ শ্বে উপ ২।৯ ২ দ্রঃ ক উপ ১।৩।৬

৩ আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥—ঐ ৬।৪

৪ স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনে।

৫ R. I., p. 301; ৬ R. I., p. 334 ৭ ERE., 12, p. 831

৮ El. H. I., Vol. I., Part I, Intro., pp. 1-2

সব প্রধান ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যেই প্রচলিত। শুধু সনাতন ধর্মী সম্প্রদায় নয়, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগের প্রচার লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের বাইরেও খ্রীষ্টান[১] এবং মুসলমান সুফীদের[২] মধ্যে যোগসাধনার প্রচলন দেখা যায়।

ভারতে যোগসাধনার ব্যাপক প্রচলন ও প্রবল প্রভাব লক্ষিত হয় পৌরাণিক যুগে। এই সময়ে ব্রাহ্মণের চেয়েও যোগীর প্রাধান্য প্রচারিত হয়।[৩]

আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে যোগসাধনা এবং যোগীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে হয় না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, যে-সব উচ্চশিক্ষিত ইংরেজিনবীশ ব্যক্তি অন্য ধর্মসাধনা সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব বা উদাসীনভাব পোষণ করেন তাঁরাও শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর যোগসাধনাকে শ্রদ্ধা করেন, অন্ততঃ বুজরুকি বলে অবজ্ঞা করেন না।

---

১ দ্রঃ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

২ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : বিজ্ঞান, শক্তি ঔর পবিত্রতা, ক শ অ, পৃঃ ৩২৭

৩ যোগিনশ্চ সদা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা। যোগাধার হি পিতরস্তস্মাৎ তান্ পূজয়েৎ সদা।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো যোগী ত্বগ্রাশনো যদি।
যজমানঞ্চ ভোক্তৃংশ্চ নৌরিবাম্ভসি তারয়েৎ।—মা পু ৩২।২৮-২৯

ঊনবিংশতি অধ্যায়

তন্ত্র

তন্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তি—শক্তিসাধনা তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত সাধনা। কাশিকাবৃত্তিতে 'তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ (৭।২।৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'উণাদিষ্বপি সর্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্' এই নিয়ম অনুসারে তন্ ধাতুর উত্তর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় করে তন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। এইজন্য তন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে 'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্'[১]— এই শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞান বিস্তারিত হয়, এই কারণে একে তন্ত্র বলা হয়।

কামিকাগমে বলা হয়েছে এই শাস্ত্র তত্ত্ব- ও মন্ত্র-সমন্বিত বিপুল বিষয় বিস্তার করে এবং জীবকে ত্রাণ করে বলে একে তন্ত্র বলা হয়।[২]

তন্ত্রশব্দের ব্যাপক অর্থ—সংস্কৃত ভাষায় তন্ত্র শব্দটির অর্থ বহুব্যাপক।[৩] শাস্ত্রমাত্রই তন্ত্র।[৪] জ্যোতিষের অংশবিশেষের নাম তন্ত্র।[৫] সাংখ্যদর্শনকে তন্ত্র বলা হয়।[৬] আচার্য শঙ্কর তাকে তন্ত্রনামক স্মৃতি বলেছেন।[৭] সুশ্রুত আয়ুর্বেদতন্ত্রের কথা বলেছেন।[৮]

শিবাদিপ্রোক্ত তন্ত্র—তবে যে-তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিসাধনাদি বিহিত হয়েছে তা শিবাদিপ্রোক্ত তন্ত্র। একে মন্ত্রশাস্ত্রও বলা হয়।

উপতন্ত্র—যে-সব তন্ত্র সিদ্ধ ঋষিপ্রোক্ত বারাহীতন্ত্রে তাদের অতন্ত্র এবং উপতন্ত্র বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জৈমিনি বশিষ্ঠ কপিল নারদ গর্গ পুলস্ত্য ভার্গব যাজ্ঞবল্ক্য ভৃগু শুক্র বৃহস্পতি এবং অন্যান্য মুনিসত্তমদের দ্বারা রচিত উপতন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।[৯]

---

১ উদ্ধৃত, Ś. Ś., 4th Ed., p 54

২ তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্রসমন্বিতান্। ত্রাণং চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে।

—কামিকাগমবচন, দ্রঃ, ঐ, p. 55

৩ বাচস্পত্যভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুমে তন্ত্রশব্দের নিম্নলিখিত অর্থ দেওয়া হয়েছে— কুটুম্বভরণাদিকৃত্যা সিদ্ধান্ত ঔষধ প্রধান পরিচ্ছদ বেদশাখা হেতু উভয়ার্থকপ্রয়োগ ইতিকর্তব্যতা তন্তুবায় রাষ্ট্র পরচ্ছন্দানুগমন স্বরাষ্ট্রচিন্তা প্রবন্ধ শপথ ধন গৃহ বয়নসাধন কুল শিবাদ্যুক্তশাস্ত্র ব্যবহার ও নিয়ম।

৪ দ্রঃ মাতৃ ত, ভূমিকা পৃঃ ১

৫ স্কন্দেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানা ত্বসৌ—বরাহমিহিরঃ। দ্রঃ মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ১

৬ সাংখ্যকারিকা ৭০

৭ স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা।—ব্র সূ ২।১।১-এর শঙ্করভাষ্য

৮ ইত্যষ্টাঙ্গমিদং তন্ত্রমাদিদেবপ্রকাশিতম্।—সুশ্রুত ১।৩।১৩

৯ সৈদ্ধোক্তান্যুপতন্ত্রাণি কপিলোক্তানি যানি চ। অদ্ভুতানি চ এতানি জৈমিন্যুক্তানি যানি চ।
বশিষ্ঠঃ কপিলশ্চৈব নারদো গর্গ এব চ। পুলস্ত্যো ভার্গবঃসিদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যোভৃগুস্তথা।

তন্ত্রশাস্ত্র সাধনশাস্ত্র। তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞেরা মনে করেন ঋষিরা সাধনশাস্ত্রের প্রণেতা নন, অনুস্মরণকর্তা। তন্ত্রতত্ত্বের মতে "রাজকীয় সভাসদ্‌গণ যেমন রাজনীতির প্রণেতা নহেন, কিন্তু বোদ্ধা তদ্রূপ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণও কেহ সাধনশাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, কিন্তু অনুস্মরণ-কর্তা।"[১]

তবে ঋষিপ্রোক্ত তন্ত্র উপতন্ত্র এ মত সর্বসম্মত নয়। অগস্ত্যসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা গৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবতন্ত্র ঋষিপ্রোক্ত। কিন্তু এইগুলিকে তন্ত্রই বলা হয়।[২]

তন্ত্রশাস্ত্রের বিভাগ—তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আছে। তবে প্রধানতঃ আগম যামল ও তন্ত্র এই তিনটি বিভাগ করা হয়।[৩]

অবশ্য আগম নিগম যামল তন্ত্র সংহিতা ইত্যাদিকে সাধারণতঃ সমানার্থক শব্দরূপেই তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়; সাধারণ কথাবার্তায়ও এইগুলির মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। তবু এদের মধ্যে ভেদ আছে।

আগম—বিশ্বসারতন্ত্রে বলা হয়েছে—সৃষ্টি প্রলয় দেবতাদের যথাবিধি অর্চনা সব মন্ত্রের সাধনা পুরশ্চরণ ষট্‌কর্মসাধন এবং চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সাতটি লক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগম বলেন।[৪]

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—আচার বর্ণিত হয়েছে বলে, যথাবিধি দিব্যগতিপ্রাপ্তির উপায় এবং মহান্ আত্মতত্ত্ব কথিত হয়েছে বলে, আগমশাস্ত্রকে আগম বলা হয়।[৫]

আগমের অন্যরকম ব্যাখ্যাও আছে। রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—শিবমুখ থেকে আগত, গিরিজামুখে গত, বাসুদেবের সম্মত, এইজন্য এই শাস্ত্রকে আগম বলা হয়।[৬] আগতম্ গতম্ ও মতম্ এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে আগম শব্দ গঠিত হয়েছে।

নিগম—আগমের সঙ্গেই নাম করা হয় নিগমের। নিগমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব অন্যে যে মুনিসত্তমাঃ। এভিঃ প্রনীতান্যান্যানি উপতন্ত্রাণি যানি চ।
বিসংখ্যাতানি তান্যত্র ধর্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ। সারাৎ সারতরাণ্যেব সংখ্যাতানি নিবোধত।
—বারাহীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বাচস্পত্যাভিধান

১ ত ত, পৃঃ ১৪ ২ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১০০

৩ তন্ত্রশাস্ত্রন্তু প্রধানতস্ত্রিধা বিভক্তম্ আগম-যামল-তন্ত্রভেদতঃ।—মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ২

৪ সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চনম্। সাধনঞ্চৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ।
ষট্‌কর্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ। সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্‌বিদুর্বুধাঃ।—দ্রঃ ঐ

৫ আচারকথনাদ্দিব্যগতিপ্রাপ্তিবিধানতঃ। মহাত্মতত্ত্বকথনাদাগমঃ কথিতঃ প্রিয়ে।—কু ত, পঃ ১৭

৬ আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২

গিরিজাবক্ত্র থেকে নির্গত, শিবকর্ণে গত এবং বাসুদেবের মত, এইজন্য শাস্ত্রকে নিগম বলা হয়েছে।[১] এখানে নির্গতঃ গতঃ এবং মতঃ এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে নিগম শব্দ গঠিত হয়েছে।

আগম ও নিগমের মধ্যে স্বরূপতঃ যেমন ভেদ নেই তেমনি ব্যবহারতঃও সাধারণতঃ ভেদ স্বীকার করা হয় না। যেমন ভাস্কররায় কামিকাদি অষ্টাবিংশ শৈবাগমকে বেদসম্মত এবং কপালভৈরবাদি তন্ত্রকে বেদবিরুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন পরমেশ্বরের মুখোদ্ভূত বলে, তাঁর আজ্ঞাস্বরূপ বলে বেদানুযায়ী আগমগুলিকে নিগম বলা হয়।[২]

এখানে উল্লেখ করা যায় নিগমের বক্ত্রী যেমন দেবী, তেমনি উড্ডীশশ্রেণীর তন্ত্রেরও বক্ত্রী দেবী।[৩]

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগম—সম্প্রদায়ভেদে আগম বহুবিধ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে[৪] শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, মহাবীর, পাশুপত, বীরবৈষ্ণব, বীরশৈব, চান্দ্র, স্বায়ম্ভুব, এগার প্রকার শাবর, এগার প্রকার ঘোর, মায়াকাপালিক, বীর, বৌদ্ধ, জৈন, দুশ প্রকার চীন, শতপ্রকার বৌদ্ধ, দশ প্রকার পাশুপত, এবং আটপ্রকার কৌল আগমের কথা বলা হয়েছে।

শক্তিসঙ্গমের এই উক্তির সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো উপায় নেই। তবে এইটুকু বোঝা যায় শক্তিসঙ্গম প্রচারের সময় দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু আগম প্রচলিত ছিল।

সদসদাগম—আগমের সৎ এবং অসৎ এই দুই প্রকারভেদ করা হয়। শাক্তানন্দ

---

১ নির্গতো গিরিজাবক্ত্রাৎ গতশ্চ গিরিশশ্রুতিম্। মতশ্চ বাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে।—
আগমদ্বৈতনির্ণয়বচন দ্রঃ P. T., Part I, 2nd Ed., Intro., p. 84, f. n. 8

২ তেষু বৈদিকানি নিগমপদবাচ্যানি পরমেশ্বরস্য মুখাদুদ্ভূতত্বাদাজ্ঞারূপাণি।—ল স ১১৮ এর সৌ ভা

৩ Taratantra, Intro., p. 5.

৪ শৈবং শাক্তং গাণপত্যং সৌরং বৈষ্ণবমেব চ। মহাবীরং পাশুপতং বৈষ্ণবং বীরবৈষ্ণবম্।
বীরশৈবং তথা চান্দ্রং স্বায়ম্ভুবমনন্তরম্। পাঞ্চরাত্রং গারুড়ং চ কেরলং শাবরং তথা।
শ্রীসিদ্ধশাবরং দেব তথৈব কালশাবরম্। কুমারীশাবরং দেব বিজয়াশাবরং তথা।
কালিকাশাবরং দিব্যশাবরং বীরশাবরম্। শ্রীনাথশাবরং দেব তারিণীশাবরং পরম্।
শ্রীশম্ভুশাবরং রুদ্রসংখ্যা শাবরজাতয়ঃ। রক্তঘোরস্তথা শুক্লো ঘোরবিম্ব্রকস্তথা।
ভক্তঘোরস্তথা বাস্ত্যো ঘোরঘোরতরঃ স্মৃতঃ। বীণাঘোরস্তথা নীলঃ সর্বভক্ষাভিধস্ততঃ।
ঘোরাঘোরস্তথা সিদ্ধো ঘোরাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ। মায়াকাপালিকং চাপি বীরবৌদ্ধাগমৌ তথা।
জৈনাগমো রক্তশুক্লপটসম্বন্ধিজাতয়ঃ। চীনভেদাস্তু বহবো দ্বিশতেতি প্রকীর্তিতাঃ।
বৌদ্ধানাং শতভেদাঃ স্যুর্দশ পাশুপতেঃ স্মৃতাঃ। কৌলে ভেদাষ্টকং চাবধূতং বৈদিকশাস্ত্রকম্।
—শ স ত, তা খ, ১।২৪-৩২

-তরঙ্গিনীতে বলা হয়েছে আগমশব্দের মুখ্য অর্থানুসারে সদাগমই আগম।[১] আগমসংহিতায় শিব স্পষ্টভাষায় অসদাগমের নিন্দা করে বলেছেন—দেবেশি! কলিযুগের মানুষ প্রায়ই রাজসিক এবং তামসিক। এরা নিষিদ্ধ আচারপরায়ণ এবং বহুলোককে মোহগ্রস্ত করে। যারা স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম উপেক্ষা করে মাংস রক্ত এবং সুরা আমাদের অর্পণ করে তারা ভূত প্রেত এবং ব্রহ্মরাক্ষস হয়।[২]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আগমসংহিতার মতে যে-সব আগমে বর্ণাশ্রমধর্মসম্মত আচার-অনুষ্ঠানাদি বিহিত হয় নি সেইগুলিই অসদাগম। কিন্তু এ মত সবাই স্বীকার করেন না। তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞরা অনেকে মনে করেন যে-আগমে সাধকের স্বীয় আচার অনুসারে নিষিদ্ধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাই তার পক্ষে অসদাগম। যথার্থ আরাধনা যে-আগমের লক্ষ্য তাই সৎ আর যাতে সে-রকম লক্ষ্য নাই তাই অসৎ।[৩]

বৈদিক অবৈদিক আগম—আগমের বৈদিক অবৈদিক এই দুই প্রকারভেদও করা হয়। কূর্মপুরাণের মতে শিব ও বিষ্ণু কাপাল নাকুল বা লাকুল বাম ভৈরব পূর্ব পশ্চিম পঞ্চরাত্র পাশুপত এবং অন্যান্য অনেক বেদবাহ্য আগমের সৃষ্টি করেছেন।[৪]

উক্ত পুরাণেরই অন্যত্র শিব বলছেন—আমি মোহকারক বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক শাস্ত্র সৃষ্টি করেছি। তার মধ্যে আছে বাম পাশুপত সোম লাকুল এবং ভৈরব আগম। এই-সব এবং অন্য বেদবাহ্য শাস্ত্র অসেব্য।[৫]

পাশুপত আগমকে বেদবাহ্য বলা হলেও পাশুপত ব্রতকে কিন্তু কূর্মপুরাণেই গুহ্য থেকে গুহ্যতম এবং বেদের সারস্বরূপ বলা হয়েছে।[৬]

---

১ সদাগম এব আগমশব্দস্ত মুখ্যত্বাৎ।—শা ত, উঃ ২

২ কলৌ প্রায়েণ দেবেশি রাজসাস্তামসা স্তথা। নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপরান্ বহূন্।
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি। বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্মমবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।
ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।—আগমসংহিতাবচন, দ্রঃ শা ত, উঃ ২

৩ P. T., Part I. 2nd Ed., p. 92

৪ এবং সম্বোধিত রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা। চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্বপশ্চিমম্। পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ।
—কূর্মপুরাণ, পূ ভা, ১৬।১১৬-১৭

৫ অন্যানি চৈব শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্ মোহনানি চ। বেদবাদবিরুদ্ধানি ময়ৈব কথিতানি তু।
বামং পাশুপতং সোমং লাকুলঞ্চৈব ভৈরবম্। অসেব্যমেতৎকথিতং বেদবাহ্যং তথেতরম্।
—ঐ, উপরিভাগ, ৩৭।১৪৬-৪৭

৬ নির্মিতং হি ময়া পূর্বং ব্রতং পাশুপতং শুভম্। গুহ্যাদ্গুহ্যতমং সূক্ষ্মং বেদসারং বিমুক্তয়ে।
—ঐ, উপরিভাগ, ৩৭।৪১

পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সম্পর্কে কূর্মপুরাণের অভিমত কিন্তু সর্ববাদিসম্মত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সব পঞ্চরাত্র বেদবিরুদ্ধ নয়। অনেক স্মার্ত নিবন্ধকারও নারদপঞ্চরাত্র মহাকপিল-পঞ্চরাত্র হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রভৃতি থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রমাত্রই বেদানুসারী। কাজেই উক্ত পঞ্চরাত্রগুলি বেদবিরুদ্ধ হলে নিবন্ধকাররা তা থেকে বচন উদ্ধার করতেন না।[১]

আগমের তিনটি বিভাগ—কোথাও কোথাও আগমশাস্ত্রের তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। যথা—তন্ত্র যামল এবং ডামর। তন্ত্রকে বলা হয়েছে সাত্ত্বিক, যামলকে রাজসিক আর ডামরকে তামসিক।[২]

গন্ধর্বতন্ত্রে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের তন্ত্র যামল ডামর এ রকম পৃথক্ নাম দেওয়া হয়নি। উক্ত তন্ত্রে ঈশ্বর বলছেন—আমি ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিধ তন্ত্র বলেছি। কোথাও তামস তন্ত্র বলেছি, কোথাও রাজস আর কোথাও বলেছি সাত্ত্বিক তন্ত্র। ধীমান্ ব্যক্তি কোনটি সেব্য নির্বাচন করে নেবে। তামস তন্ত্র নরকের হেতু, রাজস স্বর্গের আর সাত্ত্বিকতন্ত্র মোক্ষদ। এ ছাড়া চতুর্থপ্রকারের তন্ত্র নিষ্ফল।[৩]

যামল—বারাহীতন্ত্রমতে যে-তন্ত্রে সৃষ্টি, জ্যোতিষ, নিত্যকৃত্যের উপদেশ, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম এই আটটি বিষয় থাকবে তাকে বলা হয় যামল।[৪]

প্রাচীন যামলের সংখ্যাও আট। যথা রুদ্র স্কন্দ ব্রহ্ম বিষ্ণু যম বায়ু কুবের ও ইন্দ্র। ব্রহ্মযামলের একাদশ শতকের (১০৫২ খৃঃ) একখানি পুঁথি নেপাল দরবার-গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। তাতে উক্ত আটখানা যামলের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যামলগুলি স্বচ্ছন্দ ক্রোধ উন্মত্ত উগ্র কপালী ঝংকার শেখর ও বিজয় এই আটজন ভৈরবপ্রোক্ত।[৫]

সেতুবন্ধে কিন্তু অর্থরত্নাবলীবর্ণিত নিম্নোক্ত আটখানা যামলের নাম করা হয়েছে—

---

১ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ১০৫-১০৬, পাদটীকা

২ Ś. Ś., 4th Ed., p. 90

৩ যদুক্তং তে ময়া তন্ত্রং ত্রিবিধং ত্রিগুণাত্মকম্। তামসং কুত্র সংপ্রোক্তং রাজসং চাপি কুত্রচিৎ।
সাত্ত্বিকং তত্র কুত্রাপি ধীমাংস্তস্মাৎ তদুদ্ধরেৎ। তামসং নরকায়ৈব স্বর্গায় রাজসং প্রিয়ে।
সাত্ত্বিকং মোক্ষদং প্রাহুস্তুরীয়ং নিষ্ফলং শিবে।—গ ত ১।২৮-৩০

৪ সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃতপ্রদীপনম্। ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ।
যুগধর্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।—বারাহীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বিশ্বকোষ

৫ P. C. Bagchi : C. Her. I., Vol, IV, p. 216

ব্রহ্মযামল বিষ্ণুযামল রুদ্রযামল লক্ষ্মীযামল উমাযামল স্কন্দযামল গণেশযামল এবং জয়দ্রথ-যামল।[১]

ডামর—বারাহীতন্ত্রে ষড়্‌বিধ ডামরের উল্লেখ করে তাদের প্রত্যেকের শ্লোক সংখ্যাও দেওয়া হয়েছে কিন্তু লক্ষণ দেওয়া হয়নি। ষড়্‌বিধ ডামর, যথা—যোগডামর, শ্লোক ২৩৫৩৩; শিবডামর, শ্লোক ১১০০৭; দুর্গাডামর, শ্লোক ১১৫০৩; সারস্বত ডামর, শ্লোক ৯৯০৫; ব্রহ্মডামর, শ্লোক ৭১০৫ এবং গান্ধর্বডামর, এতে আছে ৬০০৬০ শ্লোক।[২]

তন্ত্রের অন্যপ্রকার বিভাগ—সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে আবার পাঁচটি আম্নায়ে ভাগ করা হয়েছে। আম্নায়শব্দের অর্থ শ্রুতি স্ত্রী বেদ। আম্নায়শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। রামেশ্বর বলেন আম্নায়-শব্দের মুখ্য অর্থ যদিও বেদ তথাপি তন্ত্র বেদের সার বলে আম্নায়শব্দের অর্থ তন্ত্রও বটে।[৩]

পঞ্চাম্নায়—বলা হয় শিবের পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায়ের উদ্ভব হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে শিব বলছেন—আমার পঞ্চমুখ থেকে পঞ্চাম্নায় উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এবং ঊর্ধ্ব এই পঞ্চ আম্নায়কে মোক্ষমার্গ বলা হয়।[৪]

শিবের পঞ্চমুখ—শিবের পঞ্চমুখের নাম সদ্যোজাত বামদেব অঘোর তৎপুরুষ এবং ঈশান। সদ্যোজাতমুখ শুদ্ধ স্ফটিকের মতো শুক্লবর্ণ; বামদেব পীতবর্ণ সৌম্য মনোহর; অঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর; তৎপুরুষ রক্তবর্ণ দিব্য মনোহর এবং ঈশান শ্যামল সর্বদেবশিবাত্মক।[৫]

---

১ ব্রহ্মযামলং বিষ্ণুযামলং লক্ষ্মীযামলমুমাযামলং স্কন্দযামলং গণেশযামলং জয়দ্রথযামলং চেত্যষ্টাবর্থরত্নাবল্যামুক্তানি।—বা নি ১।১৫-এর সে ব

২ ডামরঃ ষড়্‌বিধো জ্ঞেয়ঃ প্রথমো যোগডামরঃ। শ্লোকাস্তত্রত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা পঞ্চশতানি চ। ত্রিবিংশতিঃ সহস্রাণি শ্লোকাশ্চৈব হি সংখ্যয়া। একাদশসহস্রাণি সংখ্যাতাঃ শিবডামরে। শ্লোকাঃ সপ্তৈব নিশ্চিত্য ঈশ্বরেণৈব ভাষিতাঃ। তাবৎ-শ্লোকসহস্রাণি পঞ্চশ্লোকশতানি চ। গুণোত্তরাণি দুর্গায়া ডামরে কথিতানি চ। নব শ্লোকসহস্রাণি নবশ্লোকশতানি চ। সারস্বতে তথা শ্লোকাঃ পঞ্চৈব পরিকীর্তিতাঃ। শরসংখ্যাসহস্রাণি শ্লোকানাং ব্রহ্মডামরে। পঞ্চোত্তরশতান্যত্র সংখ্যানি শিবেন তু। ষষ্টিঃ শ্লোকসহস্রাণি গান্ধর্বে ডামরোত্তমে। শ্লোকাশ্চ ষষ্টিসংখ্যাতা ব্রহ্মণাঽব্যক্তযোনিনা।—বারাহীতন্ত্রবচন, দ্রঃ বাচস্পত্যভিধান

৩ 'শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায়ঃ' ইতি কোশাৎ। তথাঽপি আম্নায়সারপ্রতিপাদকত্বাৎ অত্রাপি আম্নায়শব্দ উপচর্যতে।—প ক সূ ১।২-এর বৃত্তি

৪ মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়া সমুদ্গতাঃ। পূর্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা। ঊর্ধ্বাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।—কু ত, ৩।৭

৫ বিভাব্য মুখপদ্মং হি শিবস্য বরবর্ণিনি। সদ্যোজাতং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃ পরম। তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবক্ত্রং প্রকীর্তিতম্। সদ্যোজাতঞ্চ বৈ শুক্লং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্। পীতবর্ণং তথা সৌম্যং বামদেবং মনোহরম্। কৃষ্ণবর্ণমঘোরঞ্চ সমং ভীমবিবর্দ্ধনম্। রক্তং তৎপুরুষং দেবি দিব্যমূর্তিমনোহরম্। শ্যামলঞ্চ তথেশানং সর্বদেবশিবাত্মকম্।

—নির্বাণতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, ব সং, পৃঃ ৬৩-৬৪

নির্বাণতন্ত্রের[১] মতে সদ্যোজাতমুখ পশ্চিমে। এর থেকে পশ্চিমাম্নায়ের উদ্ভব হয়েছে। বামদেব উত্তরে। এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে উত্তরাম্নায়। অঘোর দক্ষিণে। এর থেকে দক্ষিণাম্নায় উদ্ভূত। তৎপুরুষ পূর্বে। এর থেকে পূর্বাম্নায়ের উদ্ভব হয়েছে এবং মধ্যে ঈশান। এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে ঊর্ধ্বাম্নায়।

পূর্ব ও পশ্চিম মুখ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পূর্বমুখকে সদ্যোজাত এবং পশ্চিম মুখকে তৎপুরুষ বলাও হয়েছে। কাজেই এই মতানুসারে সদ্যোজাত মুখ থেকে পূর্বাম্নায় এবং তৎপুরুষ থেকে পশ্চিমাম্নায়ের উদ্ভব হয়েছে।[২]

ভাবানুসারে আম্নায়—কোন আম্নায় কোন ভাবের সাধকের উপযোগী নিরুত্তরতন্ত্রে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—পূর্বাম্নায় ও দক্ষিণাম্নায়ে উক্ত কর্ম পাশব অর্থাৎ পশুভাবের সাধকের উপযোগী। পশ্চিমাম্নায়োক্ত কর্ম পশু- এবং বীর-ভাবের সাধকের উপযোগী। উত্তরাম্নায়োক্ত কর্ম দিব্য- ও বীর-ভাবের সাধকের উপযোগী আর ঊর্ধ্বাম্নায়োক্ত কর্ম দিব্যভাবের সাধকের উপযোগী।[৩]

পঞ্চমুখোদ্ভূত প্রধান তন্ত্র—শিবের পঞ্চমুখ থেকে আটাশখানা শৈবাগম উদ্ভূত হয়েছে। সদ্যোজাত মুখ থেকে কামিকাদি পঞ্চ আগম বা সংহিতা, বামদেবমুখ থেকে দীপ্ত্যাদি পঞ্চ সংহিতা, অঘোরমুখ থেকে বিজয়াদি পঞ্চ সংহিতা, তৎপুরুষমুখ থেকে রৌরবাদি পঞ্চ সংহিতা এবং ঈশানমুখ থেকে প্রোদ্গীতাদি অষ্টসংহিতার উদ্ভব হয়েছে। এই আগম বা সংহিতাগুলি ঊর্ধ্বস্রোতোৎপন্ন। এ ছাড়া শিবের নাভির অধোভাগ থেকে অধঃস্রোতোৎপন্ন অন্য সব তন্ত্র আছে।[৪]

শ্রীকুমার তত্ত্বপ্রকাশের (১।৫) টীকায় উক্ত আগম বা সংহিতাগুলির নাম করেছেন।

---

১ চিন্তয়েৎ পশ্চিমে চাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ তথোত্তরে। অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূর্বে তৎপুরুষং তথা।
ঈশানং মধ্যতো জ্ঞেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।—দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, পৃঃ ৬৪

২ কৌ র, পৃঃ ১২২

৩ পূর্বাম্নায়োদিতং কর্ম পাশবং কথিতং প্রিয়ে। যদুক্তং দক্ষিণাম্নায়ে তদেব পাশবং স্মৃতম্।
পশ্চিমাম্নায়জং কর্ম পশুবীরসমাশ্রিতম্। উত্তরাম্নায়জং কর্ম দিব্যবীরাশ্রিতং প্রিয়ে।
ঊর্ধ্বাম্নায়োদিতং কর্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে।
—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, ব সং, পৃঃ ৬৪

৪ সদ্যোজাতমুখাজ্জাতাঃ পঞ্চাদ্যাঃ কামিকাদয়ঃ। বামদেবমুখাজ্জাতা দীপ্তাদ্যাঃ পঞ্চ সংহিতাঃ।
অঘোরবক্ত্রাদুদ্ভূতাঃ পঞ্চাপ্তিবিজয়াদয়ঃ। পুংবক্ত্রাদপি সংভূতাঃ পঞ্চ বৈরোচনাদয়ঃ।
ঈশানবদনাজ্জাতাঃ প্রোদ্গীতাদ্যষ্টসংহিতাঃ। ঊর্ধ্বস্রোতোভবা এতে নাভ্যধঃ স্রোতসঃ পরে।
—দেবীভাগবত- ও স্কন্দপুরাণ-বচন, দ্রঃ ল স, ১১৮, সৌ ভা, পৃঃ ৮৪

যথা—কামিক যোগজ চিন্ত্য কারণ অজিত দীপ্ত সূক্ষ্ম সহস্র অংশুমান্ সুপ্রভেদ বিজয় নিঃশ্বাস স্বায়ম্ভুব পর বীর রৌরব মুকুট বিমল চন্দ্রজ্ঞান বিম্ব প্রোদ্গীত ললিত সিদ্ধ সন্তান সর্বোক্ত পারমেশ্বর কিরণ এবং বাতুল। এই আটাশখানা আগমের অনেক উপভেদ আছে।[১]

পঞ্চাম্নায় আগম—কামিক থেকে অজিত পর্যন্ত পশ্চিমাম্নায় বা মতান্তরে পূর্বাম্নায় আগম, দীপ্ত থেকে সুপ্রভেদ পর্যন্ত উত্তরাম্নায় আগম, বিজয় থেকে বীর পর্যন্ত দক্ষিণাম্নায় আগম, রৌরব থেকে বিম্ব পর্যন্ত পূর্বাম্নায় বা মতান্তরে পশ্চিমাম্নায় আগম এবং প্রোদ্গীত থেকে বাতুল পর্যন্ত ঊর্ধ্বাম্নায় আগম।

ষড়াম্নায়—শক্তিসঙ্গমাদি তন্ত্রের মতে[২] আম্নায়ের সংখ্যা ছয়। যথা—পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ঊর্ধ্ব এবং পাতাল বা অধঃ।[৩]

সময়াচারতন্ত্রমতে[৪] ঊর্ধ্বাম্নায় এবং অধঃআম্নায় শুধু মোক্ষ প্রদান করে আর অন্য আম্নায়-গুলি ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদান করে।

তবে আম্নায় শুধু পাঁচ বা ছয় নয়। আম্নায় বহু। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে আম্নায় বহু কিন্তু সে-সব ঊর্ধ্বাম্নায়ের সমান নয়।[৫]

আম্নায়ভেদে বিভিন্ন দেবতা— বিভিন্ন আম্নায়ের দেবতা ও মন্ত্রাদি বিভিন্ন। সময়াচারতন্ত্রে বলা হয়েছে[৬]—শ্রীবিদ্যা এবং তাঁর বিভিন্ন ভেদ, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশী ও

---

১ কামিকং যোগজং চিন্ত্যং কারণং ত্বজিতং পরম্। দীপ্তং সূক্ষ্মং সহস্রঞ্চ অংশুমান্ সুপ্রভেদকম্।
বিজয়ং চৈব নিঃশ্বাসং স্বায়ম্ভুবমতঃপরম্। বীরঞ্চ রৌরবঞ্চৈব মুকুটং বিমলং তথা।
চন্দ্রজ্ঞানঞ্চ বিম্বং চ প্রোদ্গীতং ললিতং তথা। সিদ্ধং সন্তানং সর্বোক্তং পারমেশ্বরমেব চ।
কিরণং বাতুলঞ্চৈব ত্বষ্টাবিংশতি সংহিতাঃ। মূলভেদমিতি খ্যাতমসংখ্যমুপভেদকম্।
—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৯২-৯৩, পাদটীকা

২ দ্রঃ শ ম ত, সু খ, ৩।১৮২-১৮৭

৩ দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, ব সং, পৃঃ ৬৪

৪ ঊর্ধ্বাম্নায়ো অধশ্চৈব কেবলং মোক্ষদো ভবেৎ। ধর্মার্থকামমোক্ষার্থে আম্নায়াস্তে প্রকীর্তিতাঃ।
—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৫ আম্নায়া বহব সন্তি নোর্ধ্বাম্নায়স্য তে সমাঃ।—কু ত ৩।৮

৬ শ্রীবিদ্যাভেদসহিতা তারা চ ত্রিপুরা তথা। ভুবনেশী চান্নপূর্ণা পূর্বাম্নায়ে প্রকীর্তিতা।
বগলামুখী চ বশিনী ত্বরিতা ধনদা তথা। মহিষঘ্নী মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাম্নায়ে কীর্তিতাঃ।
মহাসরস্বতী বিদ্যা তথা বাগ্বাদিনী পরা। প্রত্যঙ্গিরা ভবানী চ পশ্চিমাম্নায়ে কীর্তিতাঃ।
কালিকা ভেদসহিতা তারা ভেদৈশ্চ সংযুতা। মাতঙ্গী ভৈরবীচ্ছিন্না তথা ধূমাবতী পরা।
উত্তরাম্নায়কথিতাঃ কলৌ শীঘ্রফলপ্রদাঃ। পরাপ্রসাদমন্ত্রশ্চ ঊর্ধ্বাম্নায়ে প্রকীর্তিতঃ।
বাগীশ্বরাদয়ো দেবা অধ আম্নায় কীর্তিতাঃ।—সময়াচারতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, ব সং, পৃঃ ৬৪

অন্নপূর্ণা পূর্বাম্নায়প্রকীর্তিতা। বগলামুখী বশিনী (বালভৈরবী) ত্বরিতা ধনদা মহিষঘ্নী ও মহালক্ষ্মী দক্ষিণাম্নায়বর্ণিতা। কালিকা এবং তাঁর বিভিন্নভেদ, তারা এবং তাঁর বিভিন্নভেদ, মাতঙ্গী, ভৈরবী, ছিন্না, ধূমাবতী এঁরা উত্তরাম্নায়বর্ণিতা। কলিযুগে এঁরা শীঘ্রফলপ্রদা। উর্ধ্বাম্নায়ে পরা এবং প্রসাদমন্ত্র বর্ণিত আর অধঃ আম্নায়ে বাগীশ্বরাদি দেবতা বর্ণিত।

তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তন্ত্ররহস্যধৃত দেব্যাগমবচনে দেখা যায় পূর্বাম্নায়ে প্রকাশিত হয়েছেন মন্ত্রাদিসহ শ্রীভুবনেশ্বরী ত্রিপুটা ললিতা পদ্মা শূলিনী সরস্বতী ত্বরিতা নিত্যা বজ্রপ্রস্তারিণী অন্নপূর্ণা মহালক্ষ্মী লক্ষ্মী বাগ্‌বাদিনী আর বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মন্ত্র ও পূজানুষ্ঠানাদি। অন্য আম্নায়ের মন্ত্রাদিসহ দেবতা যথা—দক্ষিণাম্নায়ের প্রসাদসদাশিব, মহাপ্রসাদমন্ত্র, দক্ষিণামূর্তি, বটুক, মঞ্জুঘোষ, ভৈরব, মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা ও মৃত্যুঞ্জয়। পশ্চিমাম্নায়ের গোপাল, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, নৃসিংহ, বামন, বরাহ, রামচন্দ্র, বিষ্ণু, হরিহর, গণেশ, অগ্নি, যম, সূর্য, বিধু, অন্যান্য গ্রহ, গরুড়, দিক্‌পালগণ, হনুমান্ ও অন্যান্য সুরগণ। উত্তরাম্নায়ের দক্ষিণকালিকা মহাকালী গুহ্যকালী শ্মশানকালী ভদ্রকালী একজটা উগ্রতারা তারিণী কাত্যায়নী ছিন্নমস্তা নীলসরস্বতী দুর্গা জয়দুর্গা নবদুর্গা বাশুলী ধূমাবতী বিশালাক্ষী গৌরী বগলামুখী প্রত্যঙ্গিরা মাতঙ্গী ও মহিষমর্দিনী। উর্ধ্বাম্নায়ের শ্রীমৎ-ত্রিপুরসুন্দরী ত্রিপুরেশী-ভৈরবী ত্রিপুরভৈরবী শ্মশানভৈরবী ভুবনেশ্বরীভৈরবী ষট্‌কুটভৈরবী অন্নপূর্ণাভৈরবী পঞ্চমী ষোড়শী মালিনী ও বলাবলা। অধঃআম্নায়ে বর্ণিত হয়েছে দেবতাস্থান আসন যন্ত্র মালা নৈবেদ্য বলিদান সাধনা পুরশ্চরণ ও মন্ত্রসিদ্ধি।[১]

সম্প্রদায়ানুসারে তন্ত্রের বিভাগ— সম্প্রদায় অনুসারেও তন্ত্রের বিভাগ করা হয়। শাক্তদের প্রধান চার সম্প্রদায়। যথা—কেরল কাশ্মীর গৌড় এবং বিলাস। এই চার সম্প্রদায় অনুসারে তন্ত্রের চার শ্রেণী নির্দেশ করা হয়। সম্মোহনতন্ত্রমতে অঙ্গদেশ থেকে মালব পর্যন্ত সমস্ত দেশে কেরলশ্রেণীর তন্ত্র প্রচলিত, মদ্রদেশ থেকে নেপাল পর্যন্ত কাশ্মীর শ্রেণীর তন্ত্র, শীলহট্ট (শ্রীহট্ট) থেকে সমুদ্র পর্যন্ত গৌড়শ্রেণীর তন্ত্র প্রচলিত, বিলাস শ্রেণীর তন্ত্র সর্বত্র প্রচলিত।[২]

ভৌগলিক সংস্থান অনুসারে তন্ত্রের বিভাগ— ভৌগলিক সংস্থান অনুসারেও তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে তিনটি ভৌগলিক বিভাগ নির্দেশ করা হয়েছে বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা। অশ্বক্রান্তাকে গজক্রান্তাও বলা হয়। শক্তিমঙ্গলতন্ত্র অনুসারে বিন্ধ্যপর্বত থেকে চট্টল পর্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা। কাজেই বাংলা দেশ এর অন্তর্ভুক্ত। রথক্রান্তা বিন্ধ্যপর্বত থেকে মহাচীন পর্যন্ত বিস্তৃত, নেপাল এর অন্তর্ভুক্ত। অশ্বক্রান্তা

---

১ দ্রঃ S. S., 4th Ed., p. 149

২ Evolution of the Tantras, C. Her. I., Vol. IV, p. 221.

বিন্ধ্যপর্বত থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, ভারতের বাকী সব অংশ এর অন্তর্ভুক্ত। মহাসিদ্ধসারতন্ত্রে বিষ্ণুক্রান্তা ও রথক্রান্তা সম্বন্ধে একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে কিন্তু অশ্বক্রান্তার সীমা নির্দেশ করা হয়েছে করতোয়া নদী (দিনাজপুর জেলা) থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত।[১] এই তিন বিভাগ অনুসারে তন্ত্রের বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা এই তিন শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

প্রত্যেক শ্রেণীতে আছে চৌষট্টিখানা তন্ত্র।

স্রোত অনুসারে তন্ত্রের বিভাগ—আবার স্রোত অনুসারেও তন্ত্রের বিভাগ করা হয়। ব্রহ্মযামলের মতে দক্ষিণ বাম এবং মধ্যম এই তিন স্রোত। দক্ষিণস্রোত সত্ত্বগুণপ্রধান, বামস্রোত রজোগুণপ্রধান এবং মধ্যমস্রোত তমোগুণপ্রধান। দক্ষিণস্রোত শুদ্ধ, বামস্রোত মিশ্র আর মধ্যমস্রোত অশুদ্ধ। দক্ষিণস্রোতের তন্ত্র— যোগিনীজাল, যোগিনীহৃদয়, মন্ত্রমালিনী, অঘোরেশী, অঘোরেশ্বরী, ক্রীড়াঘোরেশ্বরী, লাকিনীকল্প, মারিচী, মহামারিচী এবং উগ্রবিদ্যাগণ।

মধ্যমস্রোতের তন্ত্র—বিজয় নিঃশ্বাস স্বায়ম্ভুব বাতুল বীরভদ্র রৌরব মাকুট এবং বীরেশ।

ব্রহ্মযামলে চন্দ্রজ্ঞান বিম্ব প্রোদ্‌গীত ললিত সিদ্ধ সন্তান সর্বোদ্‌গীত কিরণ এবং পারমেশ্বর তন্ত্রকে উচ্চশ্রেণীর তন্ত্র বলা হয়েছে।

বামস্রোতের তন্ত্রের পৃথক্ উল্লেখ করা হয় নি।[২]

বিভিন্ন প্রকারের বহুতন্ত্র—এমনি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু তন্ত্রের উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বামকেশ্বরতন্ত্রে দেখা যায় দেবী শিবকে বলছেন- এই সব জ্ঞানময় মহামায়াদি চৌষট্টি তন্ত্র এবং এইরূপ কোটি কোটি অন্যান্য তন্ত্র তুমি আমাকে বলেছ।[৩] কোটি কোটি অর্থ বহুসংখ্যক।

এমনি বহুসংখ্যক তন্ত্রের উদ্ভব কি করে হল সে সম্বন্ধে শিব বলেছেন—আমাকে যে যেরূপ প্রশ্ন যখন করেছে তখন তার উপকারের জন্য সেইরূপ উত্তর দিয়েছি।[৪] এর অর্থ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন তন্ত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

তন্ত্র ও বেদ—লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রের বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণী বিভাগ করা হয়। তান্ত্রিকেরা বৈদিক তন্ত্রকে বেদ বা বেদের শাখাবিশেষ মনে করেন। ভাস্কররায়

---

১ P. T. Part I, 2nd Ed., p. 87

২ Evolution of the Tantras, C. Her. I., Vol iv, pp. 217-218

৩ এবমেতানি শাস্ত্রাণি তথাঽন্যান্যপি কোটিশঃ। ভবতোক্তানি মে দেব সর্বজ্ঞানময়ানি চ।—বা নি ১।২২

৪ যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা। তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে।—মহা ত ২।২৬

সেতুবন্ধে[১] মহামায়াদি চৌষট্টি তন্ত্রকে বেদরূপ অর্থাৎ বেদতুল্য বলেছেন। কারণ তাঁর মতে তন্ত্র উপনিষদের শেষভূত। তন্ত্র শাস্ত্র। শাস্ত্রশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ যা শাসন করে তাই শাস্ত্র। শাসন অর্থ ভগবতীর আজ্ঞা, প্রবর্তননিবর্তনরূপ শব্দভাবনা। এ সম্বন্ধে ভামতীতে[২] বলা হয়েছে—নিত্য অর্থাৎ বেদ এবং কৃতক অর্থাৎ পুরুষপ্রণীত স্মৃতি প্রভৃতি যা লোককে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দেয় তাকে বলা হয় শাস্ত্র।

কাজেই মুখ্যতঃ বেদই শাস্ত্রপদবাচ্য। ব্যাসদেবও শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (ব্র সূ ১।১।৩), 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ' (ব্র সূ ১।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রে বেদ অর্থেই শাস্ত্রশব্দের প্রয়োগ করেছেন। ছন্দশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্রাদি বেদাঙ্গত্বের জন্য, মনুস্মৃতি প্রভৃতি বেদার্থ অনুবাদকত্বের জন্য এবং এই-সবের ব্যাখ্যানগ্রন্থ অনার্ষ হলেও তাদের উপযোগিত্বের জন্য শাস্ত্রপদবাচ্য। তন্ত্রও বেদের মতো সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বাক্য। এইজন্য তন্ত্রের শাস্ত্রত্ব-সম্পর্কে কোনো বিবাদ নাই। কাজেই তন্ত্রের প্রামাণ্যবিষয়েও কোনো বিপ্রতিপত্তি নাই অর্থাৎ বিরোধ নাই।

তন্ত্র যে বেদমূলক প্রামাণ্যশাস্ত্র এ কথা ভাস্কররায় অন্যত্রও প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন[৩] বেদে পূর্বকাণ্ডের শেষভূতরূপে আশ্বলায়নাদিকল্পসূত্রের এবং মন্বাদিস্মৃতির প্রবৃত্তি, তেমনি উপনিষৎ কাণ্ডশেষরূপে পরশুরামাদি কল্পসূত্র এবং যামলাদি তন্ত্রের প্রবৃত্তি। আর উভয়কাণ্ডের শেষভূতরূপে পুরাণসমূহের প্রবৃত্তি। কাজেই স্মৃতি তন্ত্র ও পুরাণ বেদমূলক বলে প্রামাণ্য।

রাঘবভট্টও আগম অর্থাৎ তন্ত্রকে বেদের উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তাঁর

১ এতানি মহামায়াদিবিশুদ্ধেশ্বরান্তানি চতুঃষষ্টিস্তন্ত্রাণি। শাস্ত্রাণি বেদরূপাণি। তন্ত্রাণামুপনিষচ্ছেষত্বাৎ। শাসনাচ্ছাস্ত্রমিতি হি বুৎপত্তিঃ। শাসনং তু প্রবর্তনানিবর্তনান্যতররূপা শব্দভাবনাপরপর্যায়া ভগবত্যাজ্ঞৈব। তদুক্তম্—প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা। পুংষাং যেনোপদিশ্যতে তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে। ইতি। তেন বেদ এব মুখ্যতয়া শাস্ত্রপদবাচ্যঃ। তথাচ ব্যাসপাদানাং প্রয়োগঃ—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববদিত্যাদিঃ। শব্দশাস্ত্রচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদীনাং তু তদঙ্গত্বাম্মানবস্মৃত্যাদীনাং তদর্থানুবাদকত্বাত্তদ্‌ ব্যাখ্যানানামনার্ষাণামপি তদুপযোগিত্বাচ্ছাস্ত্রপদেন ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ। তন্ত্রাণাং তু সাক্ষাদেব বেদবদ্ ভগবদাজ্ঞারূপত্বাচ্ছাস্ত্রত্বে ন কোঽপি বিবাদঃ। অতএব প্রামাণ্যেঽপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ।

—বা নি ১।২২-এর সে ব

২ দ্রঃ ল স, ২০৯-এর সৌ ভা, পৃঃ ১৭২

৩ বেদে চ পূর্বকাণ্ডস্য শেষভূততয়া আশ্বলায়নাদিকল্পসূত্রাণাং মন্বাদিস্মৃতীনাং চ প্রবৃত্তিবদুপনিষৎকাণ্ডশেষত্বেন পরশুরামাদিকল্পসূত্রাণাং যামলাদিতন্ত্রাণাং চ প্রবৃত্তিঃ। পুরাণানাং তু কাণ্ডদ্বয়ং প্রত্যাপি শেষত্বেন প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ স্মৃতিতন্ত্রপুরাণানাং বেদমূলকত্বেনৈব প্রামাণ্যম্।—বা নি, সে ব, পৃঃ ৪

মতে শ্রুতির তিন কাণ্ড—কর্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড। এর মধ্যে উপাসনাকাণ্ড আগমশাস্ত্রাত্মক।[১]

মেরুতন্ত্রের মতে তন্ত্র বেদাঙ্গ। উক্ত তন্ত্রে আছে[২]—প্রণব ছাড়া বেদ নাই, মন্ত্র বেদ-সমুত্থিত। কাজেই মন্ত্র বেদপর এবং আগমকে বেদাঙ্গ বলা হয়। আগম বা তন্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র। মন্ত্র বেদপর। অতএব আগম বা তন্ত্র বেদাঙ্গ।

তন্ত্র পঞ্চম বেদ— নিরুত্তরতন্ত্রে আগম বা তন্ত্রকে সোজাসুজি পঞ্চম বেদই বলা হয়েছে।[৩]

কাজেই তন্ত্রও শ্রুতি। এইজন্যই মহর্ষি হারীত বলেছেন শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক আর তান্ত্রিক।[৪]

বেদবাহ্যতন্ত্র—তবে তন্ত্রমাত্রই শ্রুতি- বা বেদ-গ্রাহ্য এ মত সকলে স্বীকার করেন না। অনেক তন্ত্র অবৈদিক। ভাস্কররায় বলেন কামিকাদি অষ্টাবিংশতি শৈবতন্ত্র বেদানুযায়ী আর কপালভৈরবাদি তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ।[৫] এ বিষয়ে পূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি।

আবার বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র সম্বন্ধে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে। যেমন ভাস্কররায় বামকেশ্বরতন্ত্রের প্রথম বিশ্রামোক্ত চতুঃষষ্টি কুলতন্ত্রকে বলেছেন বেদানুযায়ী। এই তন্ত্রগুলিকেই আবার লক্ষ্মীধর বেদবহির্ভূত বলেছেন।[৬] কৌলরা কিন্তু কুলশাস্ত্রকে অর্থাৎ কুলতন্ত্রকে বেদাত্মক মনে করেন।[৭]

বেদবাহ্যতন্ত্রও প্রামাণ্য শাস্ত্র— বেদবাহ্যতন্ত্রও অশাস্ত্র বা অপ্রামাণ্য নয়। যে-তন্ত্রে বেদভিন্ন অন্য সাধনমার্গ বিবৃত হয়েছে তাও প্রামাণ্য শাস্ত্র। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সূত-সংহিতার যজ্ঞবৈভবখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—বেদভিন্ন অন্য মার্গের মুক্তি ব্যতীত

---

১ তত্র সর্বাসু শ্রুতিষু কাণ্ডত্রয়ং কর্মোপাসনাব্রহ্মভেদেন।…অত এতদুপাসনাকাণ্ডমেবাগমশাস্ত্রাত্মকং গরীয় ইতি সিদ্ধম্।—শা তি ১।১ এর টীকা

২ ন বেদ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদসমুত্থিতঃ। তস্মাদ্‌বেদপরো মন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ।
—মেরুতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, পৃঃ ৬৪

৩ আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ।—নিরুত্তরতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ৯, ব সং পৃঃ ৬৪

৪ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।—মনু ২।১-এর কুল্লুকভট্টকৃত টীকাধৃত হারীতবচন।

৫ অথবা সন্তি বেদানুযায়িনী শৈবতন্ত্রাণি কামিকাদীন্যষ্টবিংশতিঃ বেদবিরুদ্ধানি কাপালভৈরবাদীনি চ।
—ল স ১১৮-এর সৌ ভা

৬ এতানি তন্ত্রাণি জগতাং অতিসন্ধানকারণানি বিনাশহেতুভূতানি, বৈদিকমার্গদূরবর্তিত্বাৎ।
—সৌ ল ৩১-এর টীকা

৭ তস্মাদ্ বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কুলাত্মকং প্রিয়ে।—কু ত ২।৮৫

অন্য বিষয়ে প্রামাণ্য আছে, মুক্তিবিষয়ে প্রামাণ্য নেই। তবে এ-সব মার্গও ক্রমে ক্রমে বেদমার্গপ্রাপ্তি ঘটায় ও তার দ্বারা মুক্তিবিধান করে বলে এদের মুক্তিবিষয়েও প্রামাণিকতা আছে, নৈলে নেই। বেদান্তপ্রতিপাদ্য শিব সাক্ষাৎমুক্তিদাতা; তিনি অচিরে মুক্তি প্রদান করেন। আগমান্তর-প্রতিপাদ্য শিব সাক্ষাৎ মুক্তি দেন না, উত্তরোত্তর বিশিষ্ট মার্গপ্রাপ্তি ঘটিয়ে ক্রমে মুক্তি দেন।

অতএব বেদমার্গী অন্য মার্গ অবলম্বন করবে না। বেদমার্গী সাধকের পক্ষে দুর্লভ কিছুই নাই। বেদানুসরণে পরমা মুক্তি এবং অশেষভোগ লাভ হয়। অধিকারিভেদে সমস্ত মার্গেরই প্রামাণ্য আছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ঈশ্বরের স্বরূপ, বন্ধনের হেতু, জগতের কারণ, মুক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যে-সব মার্গের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে এবং বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের সঙ্গে বিরোধ আছে সেই-সব কিরূপে প্রামাণ্য গণ্য হবে? উত্তরে বলা হয় সেই-সবের বেদান্তবিরুদ্ধাংশ মহামোহাবৃত অর্থাৎ অনাদিমায়ামোহিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বাঞ্ছানুকূলরূপে প্রবৃত্ত হয়েছে, পরমার্থরূপে নয়। যেমন ধাবমানা গাভীকে তৃণগুচ্ছ দেখিয়ে মানুষ ধরে ফেলে তেমনি মহেশ্বর প্রথমে বিভিন্ন মার্গের অনুসরণকারীদের সেই সেই মার্গানুরূপ ইষ্ট প্রদান করেন এবং সেই মার্গোক্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রতিবন্ধকপাপ ক্ষয় হলে তাদের বুদ্ধির পরিপাক অনুসারে পরমপুরুষার্থভূত উত্তম জ্ঞান প্রদান করেন। আর যেহেতু এই-সব মার্গ শিবপ্রোক্ত সেইজন্য এই-সব মার্গ প্রামাণ্য, শিববাক্য মিথ্যা হয় না।[১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে বেদবাহ্য তন্ত্রাদিও প্রামাণ্য শাস্ত্র।

তন্ত্র বেদভ্রষ্টদের জন্য—তবে গোঁড়া বেদমার্গীরা মনে করেন তন্ত্র বেদভ্রষ্টদের শাস্ত্র। আলোচ্য সূতসংহিতার মুক্তিখণ্ডে শিব বলছেন—বেদমার্গভ্রষ্ট অত্যন্ত মলিন ব্যক্তিদের জন্য পাঞ্চরাত্রাদি মার্গ বিহিত হয়েছে। এই-সব তাদের পক্ষে কালে উপকারক হয়। তান্ত্রিকরা

---

১ তস্মান্মার্গান্তরাণাং তু প্রামাণ্যং বেদবিত্তমাঃ। মুক্তেরন্যত্র নাত্রৈব ক্রমেনৈবাত্র মানতা।
অতো বেদান্তমার্গস্থো মহাদেবোঽচিরেণ তু। মুক্তিং দদাতি নান্যত্র স্থিতঃ সোঽপি ক্রমেণ তু।
দদাতি পরমাং মুক্তিং ইত্যেষা শাশ্বতী শ্রুতিঃ। অতো বেদস্থিতো মর্ত্যো নান্যমার্গং সমাশ্রয়েৎ।
অতোঽধিকারিভেদেন মার্গা মানং ন সংশয়ঃ। ঈশ্বরস্য স্বরূপে চ বন্ধহেতৌ তথৈব চ।
জগতঃ কারণে মুক্তৌ জ্ঞানাদৌ চ তথৈব চ। মার্গাণাং যে বিরুদ্ধাংশা বেদান্তেন বিচক্ষণাঃ।
তেঽপি মন্দমতীনাং চ মহামোহাবৃতাত্মনাম্। বাঞ্ছামাত্রানুগুণ্যেন প্রবৃত্তা ন যথাঽর্থতঃ।
দর্শয়িত্বা তৃণং মর্ত্যো ধাবন্তীং গাং যথাঽগ্রহীৎ। দর্শয়িত্বা তথা ক্ষুদ্রমিষ্টং পূর্বং মহেশ্বরঃ।
পশ্চাৎ পাকানুগুণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম। তস্মাদুক্তেন মার্গেন শিবেন কথিতা অমী।
মার্গা মানং ন চামানং মৃষাবাদী কথং শিবঃ।—দ্রঃ প ক শূ ১।১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

আমাকে শীঘ্র লাভ করতে পারে না, দেবতাপ্রাপ্তিদ্বারপথে তারা কালে আমাকে লাভ করে কিন্তু বেদনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আমাকে অচিরে লাভ করে।[১]

অগস্ত্যসংহিতায়ও বলা হয়েছে[২] পাঞ্চরাত্র কাপাল এবং কালামুখ তন্ত্রে বৈদিকদের অধিকার নাই অর্থাৎ এই-সব বেদমার্গীদের জন্য নয়।

বেদানুসারী তান্ত্রিকদের মতে সূতসংহিতার মন্তব্য পাঞ্চরাত্রাদি অবৈদিক তন্ত্রসম্পর্কে প্রযোজ্য, সব তন্ত্র সম্পর্কে নয়। ভাস্কররায় লিখেছেন পাশুপতবিশেষ এবং পাঞ্চরাত্রবিশেষাদি যে-সব তন্ত্র সর্বাংশে বেদবিরুদ্ধ সেই-সব তন্ত্র শ্রীবিদ্যার উপাসনাবিষয়ে বেদমূলক ভূমিকারূঢ় ব্যক্তির উপযোগী নয়। পাপকর্মের দ্বারা যারা শ্রৌতস্মার্ত কর্মের অধিকারচ্যুত হয়েছে এই-সব তন্ত্রে তাদেরই অধিকার। সেইজন্য বলা হয়েছে পাঞ্চরাত্র ভাগবত এবং বৈখানস নামক শাস্ত্র বেদভ্রষ্টদের উদ্দেশ করে কমলাপতি অর্থাৎ বিষ্ণু বলেছেন। তাই বলা হয়েছে যে বেদভ্রষ্ট এবং বেদোক্ত প্রায়শ্চিত্তে ভয় পায় এ-রকম মানুষ ক্রমে শ্রুতিসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ বেদাধিকার লাভের জন্য তন্ত্র আশ্রয় করবে। এই বচনের সামান্য তন্ত্রশব্দ পূর্বোক্ত বিশেষ তন্ত্র অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ব্রহ্মসূত্রের 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (২।২।৩৭) এই সূত্রটিও পূর্বোক্ত তন্ত্র বিষয়ে প্রযুক্ত। কিন্তু রামকৃষ্ণ নৃসিংহ রুদ্র পরশিব সুন্দরী প্রভৃতির উপাসনাবোধক অগস্ত্যাদি সংহিতার মূল রামতাপনী প্রভৃতি উপনিষৎ প্রত্যক্ষ, সেইজন্য এই-সব তন্ত্রের অপ্রামাণ্যশঙ্কা নাই।[৩]

কাজেই যারা বেদভ্রষ্ট বা বেদে অনধিকারী তন্ত্রশাস্ত্র শুধু তাদের জন্য বিহিত এ মত

---

১ অত্যন্তমলিনানাস্তু ভ্রষ্টানাং বেদমার্গতঃ। পাঞ্চরাত্রাদয়ো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ।
তান্ত্রিকাণামহং দেবি ন লভ্যোঽহব্যবধানতঃ। কালেন দেবতা প্রাপ্তিদ্বারেণৈবাহমাস্তিকে।
লভ্যো বেদৈকনিষ্ঠানামহমব্যবধানতঃ।—দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৯১

২ পাঞ্চরাত্রে চ কাপালে তথা কালামুখেঽপি চ। অধিকারো বৈদিকানাং নাস্তি নাস্তি মুনীশ্বরাঃ।
—দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১০৫

৩ যানি তু সর্বাংশেনাপি বেদবিরুদ্ধান্যেব কানিচিত্তন্ত্রাণি পাশুপতবিশেষপাঞ্চরাত্রবিশেষাদীনি তানি নেদৃশীং ভূমিকামারূঢ়স্য। অপি তু শ্রৌতস্মার্তকর্মভূমিকাধিকারিণ এব কেনচিৎপাপেন ততশ্চ্যুতৌ তেষ্বধিকারঃ। অতএব—পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তথা বৈখানসাভিধম্। বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥ ইত্যাদিনা কতিপয়ানামেব পরিগণনমুপপদ্যতে। তেন—শ্রুতিভ্রষ্টঃ শ্রুতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ। ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ। ইত্যত্র তন্ত্রসামান্যপদং তাদৃশবিশেষপরম্। পত্যুরসামঞ্জস্যাদিত্যধিকরণমপি তাদৃশতন্ত্রপরমেব। যানি তু রামকৃষ্ণনৃসিংহরুদ্রপরশিবসুন্দর্যাদ্যুপাসনবোধকান্যগস্ত্যাদিতন্ত্রাণি তন্মূলভূতানাং রামতাপন্যাদ্যুপনিষদাং প্রত্যক্ষত্বাদেব তেষাং নাপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কাবকাশঃ।
—বা নি, সে ব, পৃঃ ৪-৫

সাধারণভাবে স্বীকৃত নয়। যারা বেদমার্গী, তন্ত্র তাদের জন্যও বিহিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধবকে ভগবান্ উপদেশ দিয়েছেন উভয়সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ বেদতন্ত্রোক্ত-ভুক্তিমুক্তি প্রাপ্তির জন্য উভয় শাস্ত্রানুসারে আমার উপসনা করবে।[১]

আরও বলেছেন বৈদিক এবং তান্ত্রিক এই উভয় ক্রিয়াযোগপথে আমার অর্চনা করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করবে।[২]

ত্রিপুরার্ণবে বলা হয়েছে ত্রৈবর্ণিককে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে প্রথমে বৈদিক ক্রিয়া করে পরে সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া করতে হবে।[৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে করার বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে—তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করে সূর্যকে তান্ত্রিক অর্ঘ্য দিতে হবে, তার পরে পরমাক্ষরী বৈদিক গায়ত্রী জপ করতে হবে।[৪]

বেদানুযায়ী দ্বিজবর্ণেরই বৈদিক গায়ত্রীজপে অধিকার আছে। কাজেই গায়ত্রীতন্ত্রাদির মতে তন্ত্রশাস্ত্র বেদানুসারীদের জন্যও বিহিত।

বেদ ও তন্ত্রের পার্থক্য—তন্ত্র বেদমূলকই হোক আর বেদবাহ্যই হোক তন্ত্রশাস্ত্রের পৃথক্ অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। পূর্বোক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির বচনেও তা লক্ষ্য করা যায়। বেদ ও তন্ত্র উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও প্রভূত। উভয়ের গন্তব্যস্থল এক হলেও পথ ভিন্ন।

তন্ত্রজ্ঞদের মতে বেদানুসারী সাধক সাধনা করে প্রথমে তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে পৌঁছে, 'আবার যখন সেই তত্ত্বমসি-জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মবিভূতিরূপে দর্শন' করেন তখনই ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জীবতত্ত্বে প্রবেশ করেন। বেদমার্গী সাধক এমনিভাবে সিদ্ধাবস্থা লাভের পর সংসারে ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করেন। অপর দিকে তান্ত্রিক সাধক সংসারেই ব্রহ্মবিভূতি দর্শন করতে করতে সংসার ত্যাগ করে চলে যান। পূর্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান বৈদিক পথে সাধনার ফলস্বরূপ, তান্ত্রিক পথে মূল এবং ফল উভয়স্বরূপ।[৫]

অনুষ্ঠানগত পার্থক্য—বৈদিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভিন্ন। আবার একই অনুষ্ঠান

---

১ উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে।—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।২৭।২৬

২ এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ। অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্।
—ঐ ১১।২৭।৪৯

৩ ত্রৈবর্ণিকৈর্বৈদিকান্তে তান্ত্রিকং ক্রিয়তেঽখিলম্।—ত্রিপুরার্ণববচন, দ্রঃ প ক সূ ১।১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

৪ গায়ত্রীং তান্ত্রিকং জপ্তা সূর্যায়ার্ঘ্যঞ্চ তান্ত্রিকং। প্রজপেদ্ বৈদিকীং নিত্যাং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্।
—গা ত, পঃ ৪

৫ দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬

বেদানুযায়ী একরকম এবং তন্ত্রানুযায়ী অন্যরকম হয়। আচমন সন্ধ্যা তর্পণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম, জীবসেক বা গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার[১] প্রভৃতি নৈমিত্তিককর্ম, নানাবিধ কাম্যকর্ম এবং পূজা-আর্চা প্রভৃতি বেদানুযায়ী পুরাণাদি স্মৃতি অনুসারে হয় আবার তন্ত্রশাস্ত্রানুসারেও হয়ে থাকে।

তন্ত্রের অভিমত সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে করতে হবে।[২] বেদানুযায়ী ক্রিয়াকর্মের তুলনায় তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। কলির দুর্বল মানুষ প্রয়াসসমর্থ নয়। সেই কারণে তাদের জন্য সংস্কারাদিক্রিয়া তন্ত্রে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।[৩]

তন্ত্রমতে এই-সব যাবতীয় কর্মের বেদানুযায়ী বিধানও শিবপ্রোক্ত, ব্রহ্মারূপে শিব বলেছেন। তবু পূর্বোক্ত কারণে তন্ত্রে আবার নূতন করে সে-সবের বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বেদানুসারী অনুষ্ঠানও তন্ত্রানুসারী অনুষ্ঠানের একই মন্ত্র। শিব বলেছেন—নিত্যনৈমিত্তিকাদি যে যে কর্মে যে যে বিধান তা আমি পূর্বে ব্রহ্মারূপে বলেছি। দশবিধ সংস্কার এবং অন্য সব কর্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে যথাক্রম মন্ত্রসমূহও বলেছি। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যে-কর্মের যে-মন্ত্র, প্রয়োগের বেলা তা প্রণব দিয়ে আরম্ভ করতে হত। কলিযুগের লোকদেরও শিবনির্দেশে সে-সব কর্মে সে-সব মন্ত্রই ব্যবহার করতে হবে তবে মন্ত্রের প্রয়োগের বেলা প্রণবের পরিবর্তে হ্রীঁ বীজ দিয়ে মন্ত্র আরম্ভ করতে হবে।[৪]

তন্ত্রে প্রণব—এই উক্তির দ্বারা সব তান্ত্রিক মন্ত্রেই প্রণবের প্রয়োগ নিষেধ করা হয় নি। বহু তান্ত্রিক মন্ত্র প্রণব দিয়ে আরম্ভ করা হয়। প্রণব খাঁটি বৈদিক বীজমন্ত্র। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র এটিকে আত্মসাৎ করেছেন। প্রণব বহুতান্ত্রিক মন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রণবের তান্ত্রিক ব্যাখ্যাও আছে। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—অ উ ম মিলে ওঁ অর্থাৎ প্রণব। অকার সাত্ত্বিক, উকার রাজসিক এবং মকার তামসিক, তিনে মিলে প্রকৃতি।[৫] অর্থাৎ প্রণব মূল-প্রকৃতি। অন্যত্র প্রণবকে কুণ্ডলিনীস্বরূপ শব্দব্রহ্ম বলা হয়েছে।[৬]

---

১ জীবসেক পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকম নামকরণ নিক্রমণ অন্নাশন চূড়াকরণ উপনয়ন এবং উদ্বাহ এই দশ সংস্কার।—দ্রঃ মহা ত ৯।৪

২ নিত্যানি সর্বকর্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ। কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা।—ঐ ৯।৬

৩ কলিদু বলজীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্। সংস্কারাদিক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে।—ঐ ৯।১৩

৪ যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্মসু। পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে॥
সংস্কারেষু চ সর্বেষু তথৈবান্যেষু কর্মসু। বিপ্রাদিবর্ণভেদেন ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ॥
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎকর্মসু কালিকে। প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ।
কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ। মায়াদ্যৈঃ সর্বকর্মাণি কুর্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ।—মহা ত ৯।৭-১০

৫ অকারঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ। মকারস্তামসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
—জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রবচন, কর্পূরাদিস্তোত্র ১ম শ্লোকের বিমলানন্দদায়িনীস্বরূপব্যাখ্যায় উদ্ধৃত

৬ তত্তিষ্ঠমানবিন্দুরূপং চৈতন্যং কুণ্ডলীস্বরূপং প্রণবাকারং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং সৎ বর্ণাত্মনাবির্ভবতি প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ।—প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ ৯

তান্ত্রিক গায়ত্রী—প্রণবের প্রসঙ্গে গায়ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। বৈদিক ও তান্ত্রিক গায়ত্রীর বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সাবিত্রীমন্ত্র বিশুদ্ধ বৈদিক গায়ত্রী। এইটিই প্রাচীনতম গায়ত্রী। তন্ত্রশাস্ত্র এটিকেও আত্মসাৎ করেছেন এবং এই মন্ত্রের তান্ত্রিক প্রয়োগ-বিধান করেছেন। তা ছাড়া সমস্ত তান্ত্রিক গায়ত্রীর আদর্শও বৈদিক সাবিত্রীমন্ত্র।

খাঁটি তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বৈদিক মন্ত্র—লক্ষ্য করা গেছে সনাতনধর্মীয় নিত্যনৈমিত্তিকাদি বহুক্রিয়াকর্ম বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এমন-সব ক্রিয়াকর্ম আছে যা শুধু তন্ত্রশাস্ত্রেই বিহিত। এই ধরণের খাঁটি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মেও বিশুদ্ধ বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে পঞ্চতত্ত্বের শোধনব্যাপারে বেদমন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে।

তন্ত্রকে বেদ থেকে অভিন্ন, বেদেরই রূপান্তর মনে করলে বা বেদমূলক মনে করলে, এরূপ বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তন্ত্রকে বেদবাহ্য মনে করলে এরূপ প্রয়োগের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য উত্তর এই হতে পারে—সনাতনধর্মী সমাজের উপর বেদের প্রভাব এমনি প্রবল যে একেবারে বেদবর্জিত কোনো ধর্মকর্ম এ সমাজে আদৃত হতে পারে না। তন্ত্রেই বলা হয়েছে সমস্ত ক্রিয়া বেদমূলক, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি বেদমূলক, যা বেদরহিত সে-রকম কিছু দ্বিজেরা করবেন না।[1] দ্বিজেরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁদের পক্ষে যা বর্জনীয় তা লোকচক্ষে হেয় বলেই গণ্য হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্যই খাঁটি তান্ত্রিক ক্রিয়াতেও বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ করে সেই ক্রিয়ার গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশ্য পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা সম্পর্কে এ কথা খাটে না। কারণ এ সাধনা কৌলতন্ত্রসম্মত। আর কৌলতন্ত্রকে বেদসম্মত মনে করা হয়।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও এবং সাধারণভাবেও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগবিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন উঠে। তন্ত্রশাস্ত্রেরই অভিমত কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই সিদ্ধিদায়ক, শীঘ্রফলপ্রদ এবং জপযজ্ঞাদি কর্মে প্রশস্ত। বৈদিক মন্ত্রসমূহ বিষহীন সর্পের মতো নির্বীর্য। সত্যযুগে সে-সব মন্ত্র সফল হত কিন্তু কলিযুগে তারা মৃতের মতো।[2]

তাই যদি হয় তা হলে তন্ত্রশাস্ত্রেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে বৈদিকমন্ত্রের প্রয়োগ কি করে

---

১ বেদমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা বেদমূলা পরা স্মৃতিঃ। বেদেন রহিতং যত্তু তন্ন কুর্যাদ্ দ্বিজঃ কচিৎ।

—শ স ত, কা খ, ৮।৩১-৩২

২ কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্মসু সর্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
নির্বীর্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব।

মহা ত ২।১৪-১৫

বিহিত হল? উত্তরে তন্ত্রজ্ঞরা বলেন তান্ত্রিকবিধি-প্রসঙ্গে মহেশ্বরমহেশ্বরীর মুখে. বৈদিক মন্ত্রগুলির পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে সে-সমস্ত মন্ত্র বৈদিক হলেও তান্ত্রিক হয়ে গেছে। এইজন্য কলিযুগেও সে-সকল মন্ত্রের দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করলে তা বিফল হবে না।[১]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বৈদিক মন্ত্রই তান্ত্রিক মন্ত্রের আদর্শ। সেইজন্য বৈদিক মন্ত্রের যেমন ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ আছে[২] তেমনি তান্ত্রিক মন্ত্রেরও এ-সব আছে। অবশ্য তান্ত্রিক মন্ত্রের অতিরিক্ত আছে বীজ শক্তি আর কীলক।[৩]

বৈদিক যাগযজ্ঞ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের ভাবগত ঐক্য—যাক সে কথা। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে শুধু যে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা নয়, তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মকেই সাধারণভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞের যুগোপযোগী রূপান্তর মনে করা হয়। উভয়প্রকার অনুষ্ঠানের একটা ভাবগত ঐক্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে কালে বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য হয়ে উঠে যথাশাস্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এমন শক্তি লাভ করা যার সাহায্যে দেবতাকে বশ করা যায় এবং বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়। তান্ত্রিক অনেক ক্রিয়াকর্মের অন্যতম লক্ষ্যও তাই।

বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মসাধনার লক্ষ্যগত মিল— লক্ষ্য করা গেছে বেদসংহিতা-প্রোক্ত ধর্মসাধনার লক্ষ্য ঐহিক সুখসমৃদ্ধি অর্থাৎ ভুক্তি। তন্ত্রোক্ত ধর্মসাধনারও অন্যতম লক্ষ্য তাই। আবার বেদান্তাংশে দেখা যায় ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। তান্ত্রিক সাধনারও চরম লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি।

বেদ ও তন্ত্র মিলে শাস্ত্রের পূর্ণরূপ—এমনিভাবে বেদ ও তন্ত্রের বহু মিল লক্ষ্য করা যায়। আসল কথা প্রধানতঃ বেদে প্রবাহিত ধর্মস্রোতই কালে তন্ত্রের নূতন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নাই। উভয়কে মিলিয়ে সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্রের পূর্ণরূপ পাওয়া যায়।

মহাভাগবতে এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হয়েছে। দেবী শিবকে বলছেন—শঙ্কর, আগম আর বেদ আমার দুই বাহু। আমি এই দুই বাহুদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ধারণ করে রয়েছি। যে-মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি মোহবশে এই উভয়কে লঙ্ঘন করে সে আমার এই উভয়হস্তভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়। বেদ ও তন্ত্র উভয়ই শ্রেয়ের হেতু, দুরূহ ও দুর্ঘট, সুধী

---

১ দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৮২

২ যেমন, ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। (ঋ বে ১০।১৬।৯)—এই বৈদিক মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, অগ্নি দেবতা, অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগ।—দ্রঃ পু দ, সং ৩১, পৃঃ ৭৬

৩ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রী হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।—এই তান্ত্রিক মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, উষ্ণিক্ ছন্দ, দক্ষিণকালিকা দেবতা, হ্রীঁ বীজ, হূঁ শক্তি, ক্রীঁ কীলক এবং পুরুষার্থচতুষ্টয়-সিদ্ধির জন্য বিনিয়োগ।—দ্রঃ বৃহ ত সা, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৭-৩০৮

ব্যক্তিদেরও দুর্জ্ঞেয় এবং অপার। বুদ্ধিমান্ এই উভয়ের ঐক্য বিবেচনা করে ধর্ম আচরণ করবে, মোহগ্রস্ত হয়ে কখনও এদের মধ্যে ভেদ করবে না।[১]

ভেদ না করলেও তন্ত্রশাস্ত্রকে কলিযুগোপযোগী শাস্ত্র বলে গ্রহণ করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। কেন না তন্ত্রমতে কলিযুগে তান্ত্রিক কৃত্য প্রশস্ত, বৈদিক কৃত্য বর্জনীয়।[২]

কলিযুগে তন্ত্রমত প্রশস্ত—রুদ্রযামলের মতে সত্যযুগে শ্রুতিপ্রোক্ত মার্গ, ত্রেতাযুগে স্মৃতিনির্দিষ্ট মার্গ, দ্বাপরে পুরাণোক্ত মার্গ এবং কলিতে আগমোক্ত মার্গ বিহিত।[৩]

কুব্জিকাতন্ত্র,[৪] পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্র[৫] প্রভৃতিতেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ধর্মমার্গ কেন প্রশস্ত তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহানির্বাণতন্ত্রে। উক্ত তন্ত্রে দেখা যায় দেবী শ্রীআদ্যা সদাশিবকে বলছেন—ভগবন্, সর্বভূতাধিপতি, সর্ব-ধর্মবিদ্‌দের শ্রেষ্ঠ, পুরাকালে তুমি কৃপা করে ব্রহ্মার অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মার দ্বারা সর্বধর্মবর্দ্ধক চতুর্বেদ প্রকাশ করেছিলে। এই চতুর্বেদে বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। সত্যযুগে মানুষ ছিল পুণ্যশীল। তারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করত। স্বাধ্যায় ধ্যান তপস্যা দয়া এবং দান এ-সবের অভ্যাস করত। সেই-সব মানুষ জিতেন্দ্রিয় মহাবল মহাবীর্য মহাসত্ত্বপরাক্রম দেবায়তনগামী দেবকল্প ও দৃঢ়ব্রত ছিল। সকলেই সত্যধর্ম-পরায়ণ সাধু এবং সত্যবাদী ছিল।[৬]

---

১ আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌ বাহূ মম শঙ্কর। তাভ্যামেব ধৃতং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
যস্ত্বেতৌ লঙ্ঘয়েন্মোহাৎ কদাচিদপি মূঢ়ধীঃ। সোহধঃপতিত হস্তাভ্যাং গলিতো নাত্র সংশয়ঃ॥
দ্বাবেব শ্রেয়সাং হেতূ দুরূহাবতি দুর্ঘটৌ। সুধীভিরপিদুর্জ্ঞেয়ৌ পারাবারবিবর্জিতৌ।
বিবিচ্য চানয়োরৈক্যং মতিমান্ ধর্মমাচরেৎ। কদাচিদপি মোহেন ভেদয়েন্ন বিচক্ষণঃ।
—মহাভাগবতবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ১৭৮

২ প্রশস্তং তান্ত্রিকং কৃত্যং বৈদিকং বর্জয়েৎ কলৌ।—গা ত, পঃ ৪

৩ কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাষিতঃ। দ্বাপরে বৈ পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ৩১

৪ শ্রুতিস্মৃতিবিধানেন পূজা কার্যা যুগত্রয়ে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ।—কুব্জিকাতন্ত্রবচন, দ্রঃ প্রা তো, কাণ্ড ১, পরিঃ ১, ব সং, পৃঃ৬

৫ তন্ত্রোক্তং ধ্যানমন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ। বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে।
ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ ভারতে কলৌ।—পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৬ ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বধর্মবিদাং বরঃ। কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্যামিনা পুরা।
প্রকাশিতাশ্চতুর্বেদাঃ সর্বধর্মোপবৃংহিতাঃ। বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদুক্তযাগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্মভির্ভুবি মানবাঃ। দেবান্ পিতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে।
স্বাধ্যায়ধ্যানতপসা দয়াদানৈর্জিতেন্দ্রিয়াঃ। মহাবলা মহাবীর্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ।
দেবায়তনগা মর্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ। সত্যধর্মপরাঃ সর্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ।—মহা ত ১।১৮-২২

এমনিভাবে সত্যযুগের মানুষের বেদপরায়ণতা ও ধর্মপরায়ণতার বর্ণনা করে দেবী বলছেন[১]—সত্যযুগ চলে গেলে ত্রেতাযুগে তুমি ধর্মের ব্যতিক্রম দেখতে পেলে। দেখলে মানুষ বেদোক্ত কর্মের দ্বারা স্বীয় ইষ্টসাধন করতে সমর্থ নয়। নানা চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত মানুষের বহুক্লেশকর এবং বহুসাধনবিশিষ্ট বৈদিক কর্ম করার যোগ্যতা নাই। এই-সব কাতরচিত্ত লোকেরা বৈদিক কর্ম ত্যাগ করতেও পারছিল না অথচ এ-সব কর্ম করতেও পারছিল না। তখন তুমি বেদার্থযুক্ত স্মৃতিশাস্ত্র ভূতলে প্রকট করে তপঃস্বাধ্যায়দুর্বল লোকেদের দুঃখ-শোক- ও রোগ-প্রদানকারী পাপ থেকে ত্রাণ করলে। তুমি ছাড়া ঘোর সংসারসাগরে জীবের ভর্তা পাতা সমুদ্ধারকারী পিতার মতো প্রিয়কারী প্রভু আর কে আছে ?

এর পর দেবী দ্বাপরযুগ সম্বন্ধে বলছেন— দ্বাপরযুগ এলে আধিব্যাধিসমাকুল মানুষ স্মৃত্যুক্ত কর্মও ত্যাগ করলে পর এবং ধর্মের অর্ধেক লোপ পেয়ে গেলে পর তুমিই সংহিতাদির উপদেশের দ্বারা মানুষের উদ্ধার করলে।[২]

এবার কলিযুগ সম্বন্ধে দেবী বলছেন— সর্বধর্মবিলোপকারী দুরাচার দুষ্প্রপঞ্চ দুষ্টকর্ম-প্রবর্তক পাপ কলির আগমনে বেদ সামর্থ্য হারিয়েছে, স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছে, নানা ইতিহাসযুক্ত নানামার্গপ্রদর্শনকারী বহু পুরাণেরও বিনাশ হবে। লোকেরা ধর্মকর্মবিমুখ উচ্ছৃঙ্খল মদোন্মত্ত সর্বদা পাপকর্মরত। তারা কামুক লোলুপ ক্রূর নিষ্ঠুর দুর্মুখ শঠ স্বল্পায়ু মন্দমতি রোগশোকসমাকুল শ্রীহীন নির্বল নীচ নীচাচারপরায়ণ নীচসংসর্গনিরত পরবিত্তাপহারক পরদ্রোহপরায়ণ পরনিন্দাপরিবাদপরায়ণ খল পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কা- ও ভয়-বর্জিত নির্ধন মলিন দীনদরিদ্র ও চিররুগ্ন। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাচারপরায়ণ সন্ধ্যাবন্দনবর্জিত অযাজ্য-যাজক লুব্ধ দুর্বৃত্ত পাপকারী অসত্যভাষী মূর্খ দাম্ভিক দুষ্প্রপঞ্চক কন্যাবিক্রয়কারী ব্রাত্য তপোব্রতপরাঙ্মুখ লোকপ্রতারণার জন্য জপপূজাপরায়ণ পাষণ্ড পণ্ডিতম্মন্য শ্রদ্ধাভক্তিহীন কদাহারী কদাচারী ভৃতক অর্থাৎ বেতনভোগী শূদ্রসেবক শূদ্রান্নভোজী ক্রূর ও বৃষলী-

[১] কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্মব্যতিক্রমম্। বেদোক্তকর্মভির্মর্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে॥
বহুক্লেশকরং কর্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্। কর্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ॥
ত্যক্তুং কর্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ। বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে॥
তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্বলান্। লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ॥
ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে। ভর্ত্ত পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ॥
—মহা ত ১।৩০-৩৪

[২] ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে। ধর্মার্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে।
সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ।—ঐ ১।৩৫

রতিকামুক। এই-সব ব্রাহ্মণ ধনলোভে স্বীয় দারাকে নীচজাতির লোককে দিয়ে দেয়। এদের ব্রাহ্মণ্যচিহ্ন কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্রধারণ। এদের পানাদির নিয়ম নাই, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা নাই। এরা সর্বদা ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা করে, সাধুদ্রোহ করে। ধর্মকথা এদের মনেও স্থান পায় না।[১]

শিব কলির জীবের উদ্ধারের জন্য তন্ত্র আগম ও নিগমের প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু দেবীর আশঙ্কা কলির অসংযত দুর্বল মানুষ তারও অনুসরণ করতে পারবে না। তাই শিবকে বলছেন—প্রভু, মানুষের হিতের জন্য তুমি যে-সব কর্মের বিধান করেছ, মানুষের দোষে সেগুলিও তার বিপরীত অর্থাৎ অহিতকর হয়ে উঠবে। হে জগৎপতি, কেই বা যোগ করবে, ন্যাসসমূহ করবে, স্তোত্রপাঠ করবে, যন্ত্র আঁকবে, পুরশ্চরণ করবে। কলিতে যুগধর্মপ্রভাবে স্বভাবতঃ লোকেরা অতি দুর্বৃত্ত ও সর্বপ্রকারে পাপকারী হবে। হে প্রভু, দীনের অধিপতি, এই সব লোকেদের জন্য কৃপা করে এমন কোনো কল্যাণকর উপায় নির্দেশ কর যাতে তারা খুব বেশী যত্ন না করেও আয়ু আরোগ্য তেজ বল বীর্য বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করতে পারে, মহাবল-পরাক্রম, শুদ্ধচিত্ত, পরহিতকারী, মাতাপিতার প্রিয়কারী, স্বদারনিষ্ঠ, পরস্ত্রীপরাঙ্মুখ, দেবতা- ও গুরু-ভক্ত, পুত্রের ও স্বজনের পোষক হতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ ও ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হতে পারে। লোকযাত্রাসিদ্ধির জন্য যা হিতকর, বর্ণাশ্রমভেদ অনুসারে যা কর্তব্য এবং অকর্তব্য কৃপা করে বল। ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া সর্বলোকের ত্রাতা আর কে আছে?[২]

১ আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্বধর্মবিলোপিনি। দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্মপ্রবর্তকে।
ন বেদাঃ প্রভবন্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্॥
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্মকর্মবহির্মুখাঃ।
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্মরতাঃ সদা। কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্মুখাঃ শঠাঃ।
স্বল্পায়ুর্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ। নিঃশ্রীকা নির্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ।
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ। পরনিন্দাপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ খলাঃ॥
পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কাভয়বিবর্জিতাঃ। নির্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ॥
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জিতাঃ। অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ॥
অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ। কন্যাবিক্রয়িনো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ॥
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ। পাষণ্ডা পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জিতাঃ॥
কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ। শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ॥
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্নীচজাতিষু। ব্রহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্॥
নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্। ধর্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহী নিরন্তরম্।
সৎকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেষাং মনসি কচিৎ।—মহা ত ১।৩৬-৪৯

২ হিতায় যানি কর্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো। মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে॥
কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা। স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপিং পুরশ্চর্যাং জগৎপতে॥

উত্তরে সদাশিব বললেন—মেধ্যামেধ্যবিচারহীন কলিকল্মষদীন অর্থাৎ কলিযুগসুলভ দুষ্কৃতির জন্য দুর্গতিপ্রাপ্ত দ্বিজাদি বর্ণের শ্রৌতকর্মের দ্বারা শুদ্ধি হয় না, সংহিতাস্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আমি তোমাকে সত্য সত্য তিন সত্য করে বলছি কলিযুগে আগমমার্গ ছাড়া গতি নাই। আমিই পূর্বে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি বলেছি। তবে কলিতে সুধী সাধক আগমোক্ত বিধানে দেবতার পূজা করবে।[১]

সত্যত্রেতাদিযুগ এবং প্রতিযুগের মানুষ ও ধর্মসম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত এই বিবরণ ঐতিহাসিক নয়, কাল্পনিক এবং ঐতিহ্যগত। কেন না পুরাণাদিতেও সত্যযুগাদি সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মহানির্বাণতন্ত্রের বিবরণ থেকে এইটুকু অনুমান করা যায় যে এই তন্ত্র প্রকাশের কালে দেশের জনসাধারণের চরম নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। তবে তারা শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্মপালনে অসমর্থ হয়ে পড়ে বলে তাদের জন্য তন্ত্রোক্ত ধর্ম প্রবর্তিত হয় এ মত মতমাত্র, প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত নয়। কেন না ইতিহাসের বিচারে স্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্ম আর তান্ত্রিক ধর্ম একই সময়ে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। আর সাধনার দিক্ দিয়ে বিচারে তন্ত্রোক্ত ধর্মকে স্মৃতিপুরাণোক্ত ধর্মের চেয়ে সহজ বলা যায় না। আমরা তান্ত্রিক সাধনার যে-বিবরণ দিয়ে এসেছি তার থেকেই একথার সমর্থন পাওয়া যাবে।

তন্ত্রোক্ত ধর্ম পাপীতাপী সকলের উদ্ধারের জন্য, কারো হতাশ হবার প্রয়োজন নাই, কলিযুগকে পাপযুগ মনে করে এবং এ যুগে ধর্মকর্ম হবে না ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে পাপের স্রোতের গা ভাসাবারও প্রয়োজন নাই, আমাদের মনে হয় মহানির্বাণতন্ত্রোক্তির এই তাৎপর্য।

কলির প্রশংসা—আমাদের বক্তব্যের সমর্থন আছে আলোচ্য মহানির্বাণতন্ত্রের নিম্নোক্ত

যুগধর্মপ্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ। ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্বৃত্তাঃ সর্বথা পাপকারিণঃ॥
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো। আয়ুরারোগ্যবর্চস্যং বলবীর্যবিবর্দ্ধনম্॥
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্। যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ॥
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ। স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ॥
দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ। ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ॥
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ। কর্তব্যং যদকর্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ॥
বিনা ত্বাং সর্বলোকানাং কস্ত্রাতা ভুবনত্রয়ে।—মহা ত ১।৬৪-৭২

১ কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি। মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্মণা॥
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে॥
আগমোক্তাবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।—ঐ ২।৫-৮

বচনে—বহুদোষযুক্ত কলিযুগের একটি মহৎ গুণ আছে। এযুগে সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলদের সঙ্কল্পমাত্র শ্রেয়োলাভ হয়। অপরাপর যুগে সঙ্কল্পের দ্বারা মানস পাপ এবং পুণ্য হত কিন্তু কলিযুগে সঙ্কল্পের দ্বারা শুধু পুণ্য হয়, পাপ হয় না।[১]

তবে শুধু তন্ত্রে নয়, পুরাণেও কলিযুগ সম্বন্ধে এমনি স্তুতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে[২]—সারভুক্ ভ্রমরের মতো সম্রাট্ কলির দ্বেষ করেন না। কারণ, কলিযুগে সঙ্কল্পের দ্বারা আশু পুণ্যলাভ হয় কিন্তু সঙ্কল্পের দ্বারা আশু পাপ হয় না, পাপ কর্ম করলে তবে পাপ হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি এ-সব উক্তির উদ্দেশ্য বহুনিন্দিতকলিযুগের মানুষকে ভরসা দেওয়া। দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে তন্ত্র ও পুরাণ একমত।

তন্ত্র বেদের সারভূত—লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রমতে কলির দুর্বল মানুষের প্রতি শিব-শিবার করুণার জন্যই এযুগের উপযোগী তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ধর্মের প্রবর্তন হয়েছে। ধর্ম তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত, কাজেই কলির লোকেদের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রও প্রবর্তিত হয়েছে। তান্ত্রিকরা মনে করেন তন্ত্র বেদের সার। পরশুরামকল্পসূত্রে আছে[৩] ভগবান পরমশিব ভট্টারক সেই সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা,[৪] সমস্ত দর্শন,[৫] লীলাচ্ছলে প্রণয়ন করে স্বাত্মাভিন্ন সংবিন্ময়ী ভগবতী ভৈরবীর প্রশ্নের উত্তরে বেদের সারভূত পঞ্চাম্নায় অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

করুণাময়ী জগজ্জননী ভগবতীর প্রশ্ন এবং করুণাময় পরমশিবের উত্তর উভয়েরই উদ্দেশ্য জীবের শ্রেয়োবিধান। বিশেষ করে যে-সব লোক নিখিল বেদার্থগ্রহণে সমর্থ নয় বা বেদে যাদের অধিকার নেই সেই-সব লোকেদের প্রতি কৃপা করে পরমশিব তাদের মুক্তির জন্য বেদের সারভূত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন করেন।[৬]

---

১ কলের্দোষসমূহস্য মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে। সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ।
অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্। নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্।
—মহা ত ৪।৬৮-৬৯

২ নানুদ্বেষ্টি কলিং সম্রাট্ সারঙ্গ ইব সারভুক্। কুশলান্যাশু সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ।
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১।১৮।৭

৩ ভগবান্ পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্বাণি দর্শনানি লীলয়া তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয় সংবিন্ময্যা ভগবত্যা ভৈরব্যা স্বাত্মাভিন্নয়া পৃষ্টঃ পঞ্চভিঃ মুখৈঃ পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়।—প ক সূ ১।২

৪ চারবেদ, শিক্ষা ব্যাকরণ কল্প ছন্দ জ্যোতিষ নিরুক্ত এই ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও নীতিশাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যা।—দ্রঃ প ক সূ ১।২-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

৫ শাক্তদর্শন শৈবদর্শন বৈষ্ণবদর্শন ব্রাহ্মদর্শন সৌরদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন শাক্তমতে এই ষড়্দর্শন।—দ্রঃ ঐ

৬ নিখিলবেদার্থানভিজ্ঞানাং তত্রানধিকারিণাং চ মুক্ত্যুপায়ং নিখিলবেদসারাম্নায়বিদ্যাং প্রণিনায়।
—প ক সূ ১।২-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

তন্ত্রাবতারণা—মহানির্বাণতন্ত্র পরশুরামকল্পসূত্র প্রভৃতির বিবরণে লক্ষ্য করা যায় শিবশক্তির প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তন্ত্রের অবতারণা হয়েছে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে স্বয়ং সদাশিব গুরুশিষ্যপদে অবস্থান করে প্রশ্নোত্তরবাক্যের দ্বারা তন্ত্রের অবতারণা করেছেন।[১]

এই তন্ত্রোক্তিতে একটি বাস্তব সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে চলে এসেছে। বামকেশ্বরতন্ত্র কথাটা স্পষ্টভাষাতেই বলে দিয়েছেন—কর্ণ থেকে কর্ণে প্রাপ্ত উপদেশক্রমে তন্ত্র অবনীতলসম্প্রাপ্ত হয়েছে।[২]

এই-সব তন্ত্রবচনের অন্যতম তাৎপর্য তন্ত্রশাস্ত্র গুরুমুখে জ্ঞাতব্য, তন্ত্রশাস্ত্র সাধনশাস্ত্র। বিশেষ করে এইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা। কেন না বই পড়ে তান্ত্রিক সাধনা হয় না।[৩] রামেশ্বর লিখেছেন বিদ্বান্ ব্যক্তি পুস্তকাদি পড়ে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন হলেও কৃতার্থ হতে পারেন না। একমাত্র গুরূপদেশেই কৃতার্থ হতে পারেন।[৪]

তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী— তন্ত্রশাস্ত্র গুরুমুখে অবগত হবার যে-বিধি তারও একটি তাৎপর্য আছে। লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্যই বিহিত। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রানুসরণকারী গুরু যাকে তাকে শিষ্য করেন না, শাস্ত্র অনুসারে যে যোগ্য বিবেচিত হয় তাকেই শিষ্য করেন। এমনি শিষ্যই গুরুমুখে তন্ত্রশাস্ত্র অবগত হতে পারে। কাজেই তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বার জাতিবর্ণ-স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত[৫] হলেও যে-কোনো ব্যক্তি এই শাস্ত্রের অধিকারী নয়।

গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেই যে তন্ত্রশাস্ত্রে অধিকারী হওয়া যাবে এমন কোনো কথা নাই। বামকেশ্বরতন্ত্রে বলা হয়েছে—পরশিষ্য নাস্তিক গুরুশুশ্রূষায় আলস্যপরায়ণ এবং অনর্থপ্রদাতা এ রকম ব্যক্তিকে তন্ত্রোপদেশ দিতে নাই।[৬] এ নির্দেশ নিষেধমুখে। বিধিমুখেও এ সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। যথা—যে উত্তম ব্যক্তি সংসারসাগর পার হতে চান, যিনি অতিশয় তত্ত্বজ্ঞও

---

১ গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ। প্রশ্নোত্তরপরৈর্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ।
—স্বচ্ছন্দতন্ত্রবচন, দ্রঃ বা নি ১।১২-এর সে ব

২ কর্ণাৎকর্ণোপদেশেন সংপ্রাপ্তমবনীতলম্।—বা নি ৬।৩

৩ তেন পুস্তকাদ্যপায়ান্তরেণ গ্রহণনিষেধো ধ্বনিতঃ।—ঐ সে ব

৪ বিদ্বান্ সমর্থোঽপি পুস্তকবাচনাদিনা সম্পন্নজ্ঞানো ন কৃতার্থো ভবিতুমর্হতি, কিং তু গুরূপদিষ্টমার্গেণৈবেতি।
—প ক সূ ১।২-এর বৃত্তি

৫ যদ্বেদৈর্গম্যতে স্থানং তত্তন্ত্রৈরপি গম্যতে। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাস্তেন সর্বেঽধিকারিণঃ।
—রুদ্রযামলবচন, দ্রঃ ল স, ১১৯-এর সৌ ভা, পৃঃ ৮৫

৬ ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো নাস্তিকানাং ন চেশ্বরি। ন শুশ্রূষালসানাং চ নৈবানর্থপ্রদায়িনাম্।—বা নি ৬।৪

নন আবার মূর্খও নন, তিনিই এই তন্ত্রশাস্ত্রে অধিকারী[1] অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র অবগত হবার অধিকারী।

গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে যিনি আস্তিক শুচি দান্ত দ্বৈতহীন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণ সর্বহিংসাবিনির্মুক্ত সমস্ত প্রাণীর হিতে রত তিনিই এই শাস্ত্রে অধিকারী, এ ছাড়া অন্য ভ্রমসাধকমাত্র।[2] গন্ধর্বতন্ত্রের এই মতের উল্লেখ আমরা অন্য প্রসঙ্গেও করেছি।

তন্ত্রের অধিকারী সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য। এ সম্বন্ধে অন্য শাস্ত্র বা অন্যশাস্ত্রানুযায়ীরা বা কোনো শাস্ত্রেরই অনুসরণ করেন না এ রকম বুদ্ধিজীবীরা কি বলেন না বলেন তার চেয়ে যে-শাস্ত্র অনুসারে সাধককে সাধনা করতে হয় সেই শাস্ত্রের অভিমত অবশ্যই অধিকতর আদরণীয় এবং গ্রাহ্য। সাধনশাস্ত্র সম্বন্ধে বাইরের লোকের অভিমতে অনুমানেরই প্রাধান্য থাকার অধিক সম্ভাবনা।

তন্ত্র সাধনশাস্ত্র—তন্ত্রশাস্ত্র সাধনশাস্ত্র এ কথা আমরা অনেকবার বলেছি। তন্ত্র অদ্বৈত-তত্ত্বের সাধনশাস্ত্র। অদ্বৈততত্ত্ব বা ব্রহ্ম দুইভাবে অধিগম্য। এক স্বরূপলক্ষণের দ্বারা, অপর তটস্থলক্ষণের দ্বারা। স্বরূপলক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম একমাত্র উচ্চশ্রেণীর যোগীদের অধিগম্য। তটস্থলক্ষণের দ্বারা অন্যদের অধিগম্য। প্রধানতঃ এদের জন্যই সাধনশাস্ত্র এবং সাধনা। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে— স্বরূপলক্ষণের দ্বারা যিনি বেদ্য, তটস্থলক্ষণের দ্বারাও তিনিই বেদ্য। তটস্থলক্ষণের দ্বারা যাঁরা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভিলাষী তাঁদের জন্যই সাধন বিহিত হয়েছে।[3] উচ্চশ্রেণীর তন্ত্র এই সাধনারই শাস্ত্র।

তন্ত্রশাস্ত্র পারমার্থিক শাস্ত্র। তর্কশাস্ত্রের মতো লৌকিকবুদ্ধিগম্য বিচারশাস্ত্র নয়।[4] অর্থাৎ লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে এ শাস্ত্রের বিচারবিমর্শ চলে না। এইজন্য তন্ত্রে বার বার বলা হয়েছে এ শাস্ত্র গুরুগম্য শাস্ত্র। সদ্‌গুরুর উপদেশ ছাড়া এ শাস্ত্রের কোনো গভীর তত্ত্বই কেউ সম্যক্ বুঝতে পারে না।[5]

তন্ত্রতত্ত্বে বলা হয়েছে—"এ শাস্ত্র, দর্শন বা বিজ্ঞান নহে, সিদ্ধিমূলক সাধননীতি। ইহা যেমন বুঝিতে হইবে, তেমনই সাধিতে হইবে, বোধের অভাবে সাধনের প্রভাবেও ইহা প্রত্যক্ষ হইবে কিন্তু সহস্রবোধ সত্ত্বেও সাধনের অভাবে ইহা প্রত্যক্ষ হইবার নহে।"[6]

---

১ সংসারাম্বুনিধিং যঃ স্যাত্তিতীর্ষুঃ কশ্চিদুত্তমঃ। নাত্যন্তজ্ঞো ন মূর্খঃ সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্।
—দ্রঃ ত আ ২।৪-এর টীকা

২ দ্রঃ গ ত ২।১৮-১৯

৩ স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্‌বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্।—মহা ত ৩।১০

৪ দ্রঃ কৌ র, ভূমিকা, পৃঃ /০

৫ দ্রঃ ঐ ৬ ত ত, পৃঃ ১৬

সহজ কথায় তন্ত্রের দুটি দিক্— সিদ্ধান্তের দিক্ আর সাধনার দিক্। তবে প্রধানতঃ সাধনার দিক্‌টার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তন্ত্র বলতে সাধারণতঃ এই দিক্‌টাই বুঝায়। এই জন্যই তন্ত্রকে বলা হয় সাধনশাস্ত্র। অনেক তন্ত্রগ্রন্থে সিদ্ধান্তের বিষয় কিছুই নাই, শুধু সাধনার বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্র— তন্ত্রশাস্ত্র প্রত্যক্ষফলপ্রদ। এইটিই তন্ত্রের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। অন্যান্য শাস্ত্র প্রত্যক্ষফল দেখাতে পারে না। তাই বলা হয়েছে—অন্যান্য শাস্ত্রে আছে শুধু বিনোদন। সে-সব শাস্ত্র জগতে কোনো ফল দেখাতে পারে না। কিন্তু চিকিৎসা জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্র পদে পদে প্রত্যয় বহন করে[১] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে।

যুক্তিবাদী মানুষ বিনা প্রমাণে কিছুই মানতে চায় না। প্রমাণ প্রধানতঃ তিন রকমের— প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব্দ। অনুমান ও শব্দ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চলতে পারে, এই দুই প্রমাণ অকাট্য নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে বাগ্‌বিতণ্ডার অবকাশ নাই, এ প্রমাণ অকাট্য। 'নহি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে' বস্তুশক্তি কারুর বুদ্ধি বা বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে না। তন্ত্রজ্ঞরা বলেন "অগ্নির দাহিকাশক্তি স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে সে তাহা দগ্ধ করিবে, অগ্নি কাহারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মুখাপেক্ষী নহে। তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেরও প্রত্যক্ষফলসিদ্ধি স্বাভাবিক শক্তিসম্ভূত, তুমি আমি বিশ্বাস করি আর নাই করি, যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলেই তন্ত্রশাস্ত্র তাহার প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিবেন।"[২]

এই কারণে তন্ত্রশাস্ত্র বিচারবিতর্কের ধার ধারে না। তন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ হয়; তন্ত্রমত যে অভ্রান্ত এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধিই তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ। সাধনার ক্ষেত্রে কোনো মতের অনুসরণ করে যদি সিদ্ধিলাভই না হয় তা হলে তার সমর্থনে হাজার যুক্তিতর্ক উপস্থিত করলেও সে-মতের সত্য প্রমাণিত হয় না।

তান্ত্রিকেরা বলেন অন্যান্য শাস্ত্র পরোক্ষফলপ্রদ। কিন্তু পরোক্ষের কথা কেই বা জানে, কার কি হবে কে বলতে পারে। কাজেই যা প্রত্যক্ষফলপ্রদ তাই উত্তম শাস্ত্র।[৩]

বৈজ্ঞানিকযুগোপযোগী শাস্ত্র— প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলে তন্ত্রশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী শাস্ত্র। কেন না বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন মানুষ যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই তা

১ অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি। দ্রঃ P. T. Part II, 2nd Ed., P. 583

২ ত ত, পৃঃ ১০৪

৩ পরোক্ষং কোস্যু জানীতে কস্য কিংবা ভবিষ্যতি। যস্মা প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তমদর্শনম্।—কু ত ২।৮৯

মানতে চায় না। সেইজন্য এযুগের তন্ত্রবিদেরা বলেন যে-মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষ পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন করতে পারে, যে-ভাবে সংস্কারমুক্ত মন ও দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে মানুষ স্বয়ং সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা করে, সেইভাবে তন্ত্রের সত্য নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। বিজ্ঞানের যথার্থ নির্ভর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্রও দাবি করে সে মন্ত্রশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে, যন্ত্র যে শক্তিশালী, দেবতা ও উচ্চতর শক্তিসমূহের অস্তিত্ব যে সত্য, তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে। সিদ্ধি যে যে-পরিমাণে চায় সে সেই পরিমাণে পেতে পারে। আর সাধক সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে পরিণামে সচ্চিদানন্দস্বরূপ লাভ করতে পারেন—এ-সবেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ তন্ত্রশাস্ত্রের অনুসরণ করে যে-কোনো অধিকারী ব্যক্তি পেতে পারেন।[১]

সাধনবিজ্ঞান—বাস্তবিক তন্ত্রশাস্ত্রকে সাধনবিজ্ঞান বলা যায়। তন্ত্রোক্ত সিদ্ধি পরীক্ষিত সত্য।[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বিজ্ঞানে যেমন নানা রকম সূত্র সঙ্কেত নানা জটিল যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাধনোপায়ের বিবরণ আছে তন্ত্রেও তেমনি মন্ত্র যন্ত্র প্রভৃতি দেশকালপাত্রোপযোগী নানা সাধনোপায় বিবৃত হয়েছে। অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে উভয়প্রকার সাধনোপায়ই অর্থহীন। অবৈজ্ঞানিকের কাছে যেমন Fdx বা 4Gm/ac অর্থহীন, তেমনি অতান্ত্রিকের কাছে হ্রীঁ বা ক্লীঁ-এর কোনো অর্থ নাই।[৩] কিন্তু অধিকারী ব্যক্তিদের কাছে এ-সবের অর্থ সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান যেমন অনধিকারীর পক্ষে দুর্বোধ, তন্ত্রও তেমনি অনধিকারীর পক্ষে দুর্বোধ।

বিজ্ঞানের দ্বার যেমন সকলের জন্য উন্মুক্ত তেমনি তন্ত্রের দ্বারও সকলের জন্যই উন্মুক্ত। যার যেমন অধিকার তন্ত্রনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাধনা করে সে তেমনি সিদ্ধিলাভ করতে পারে। অদ্বয়ব্রহ্মসিদ্ধি বা সচ্চিদানন্দস্বরূপোপলব্ধি থেকে আরম্ভ করে রোগপ্রশমন বা শত্রুদমন পর্যন্ত সব রকমের সিদ্ধির ব্যবস্থাই তন্ত্রে আছে। অর্থাৎ তন্ত্রে শুধু মোক্ষ নয়, ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গলাভেরই উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে।

তন্ত্রের বিষয়—কাজেই তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বহুবিচিত্র বিষয় তন্ত্রে আলোচিত হয়েছে। সৃষ্টিস্থিতিলয়প্রক্রিয়া অর্থাৎ দর্শন,

---

১ Tantra As a way of Realisation, C. Her. I., Vol, IV., p. 289

২ Ibid, Ś. R. C. M., Vol. II, p. 184.

৩ Ibid, p. 188

বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র, ছন্দ, কোষ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শাকুনবিদ্যা, মন্ত্র-যন্ত্র পূজা[১] প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়, যোগ, যক্ষিণীসাধন, যোগিনীসাধন, স্বস্ত্যয়ন, অভিচার, ইন্দ্রজাল, লোকাচার, দেশাচার, ব্যবহারশাস্ত্র, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে তন্ত্রে। সেইজন্য তন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বকোষ।

তন্ত্র বিশ্বকোষ—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন ভারতের বিশ্বকোষগুলি সংহিতা পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংহিতাপুরাণের মতো তন্ত্রে ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগের সমগ্র সংস্কৃতি ব্যক্ত ও প্রচারিত হয়েছে।[২]

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও লিখেছেন বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় সংস্কৃতির যা যা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি তা সবই তন্ত্রে রক্ষিত হয়েছে এবং তন্ত্র তার নিজস্ব মতের মধ্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। বেদের কর্মকাণ্ড, মীমাংসা, বেদান্ত, যোগ, বৈষ্ণবমত, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র এবং পুরাণ সমস্তই তন্ত্রমতের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-রূপে লক্ষিত হয়। তন্ত্র এই সমস্তের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে এবং তার নিজের মতো করে এইগুলি প্রচার করেছে।[৩]

তন্ত্রের প্রধান বিষয়—তবে তন্ত্রের প্রধান বিষয় মন্ত্র এবং সাধনা।[৪] সব স্তরের সব রকমের মানুষের উপযোগী, উচ্চতম স্তরের সাধনা থেকে নিম্নতম স্তরের সাধনা পর্যন্ত, সব রকমের সাধনা তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যন্ত্র মুদ্রা ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি নানা বস্তু ও ক্রিয়াকর্ম এই-সব সাধনার অন্তর্ভুক্ত। এই-সব মন্ত্রযন্ত্রাদি এবং ক্রিয়াকর্মের বিবরণ তন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে কোনো কোনো পুরাণেও এই ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মাদির বিবরণ লক্ষ্য করা যায়।[৫]

অপারমার্থিক বিষয়—পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে তন্ত্র বিশ্বকোষবিশেষ। এতে এমন বহু বস্তু স্থান পেয়েছে যার সঙ্গে পরমার্থ বা ধর্মের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। সকল স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, ঐহিক সুখসম্পদ লাভের জন্য তাদের নানা প্রচেষ্টা, যেমন ইন্দ্রজাল, অভিচার ও শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতার অনুগ্রহলাভ, স্বর্ণরৌপ্যাদি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বহু বিষয় তন্ত্রে আছে যে-গুলির উদ্দেশ্য ঐহিক ফললাভ,

---

১ দ্রঃ মাতৃ ত, ভূমিকা, পৃঃ ২

২ দ্রঃ P. T., 2nd Ed., Part I, Intro., p. 37

৩ Philosophical Essays, p. 152

৪ P. T., 2nd Ed, Part I, Intro,, p. 37

৫ Ibid, Part II, p. 547

পারমার্থিক লক্ষ্যসাধন নয়। এই-সব দেখেই অতান্ত্রিকরা তন্ত্রের নিন্দা করেন, বলেন তন্ত্রের মূলে আছে একমাত্র লোভ, কাজেই তন্ত্রের কোনো প্রামাণ্য নাই।[১]

সাধারণ মানুষ ঐহিক ফললাভের লোভেই তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তন্ত্রোক্ত অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই দেখাতে পারলে লোকের কাছে প্রভূত সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। এই লোভেও লোকে তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করে।[২] কাজেই অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বা যাঁরা কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নন তাঁরা যদি বলেন তন্ত্রশাস্ত্রের মূল একমাত্র লোভ তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

তবে বলা বাহুল্য তন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ ধারণা একদেশদর্শী। কেন না উচ্চশ্রেণীর তন্ত্রের প্রধান বিষয় পারমার্থিক, তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ঐহিক সুখসমৃদ্ধির কামনা চিরকাল মানুষের ধর্ম-সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে। লক্ষ্য করা গেছে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্যই ছিল যজমানের ঐহিক সমৃদ্ধি। কাজেই এক্ষেত্রে তন্ত্রে বৈদিক ধারাই অনুসৃত হয়েছে।

তা ছাড়া লোভ মানুষের সহজাত বৃত্তি। সাধারণ মানুষ লোভ বা কামনা ত্যাগ করতে পারে না। যাদের মন ধর্মের দিকে যায় না, কোনো একটি ঐহিক লাভের লোভেও যদি তারা কোনো ধর্মশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়, তা হলে কোনো না কোনো সময়ে শাস্ত্রোক্ত উচ্চতর ধর্মসাধনার দিকে তারা আকৃষ্ট হতেও পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে অপারমার্থিক বিষয়কে স্থান দেওয়ার এটি অন্যতম কারণ মনে হয়। তন্ত্রে ধর্মবিমুখদেরও একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি।

তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম—সাধারণ মানুষ ইষ্টলাভ করতে চায়, অনিষ্ট পরিহার করতে চায় আর শত্রুকে বিনাশ করতে চায়। সে বিশ্বাস করেছে মন্ত্রশক্তি বলে অলৌকিক উপায়ে এ-সব কর্ম হতে পারে। মানুষের এই সর্বকালের আকাঙ্ক্ষা ও অতি প্রাচীনকাল থেকে আগত বিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শন তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম।

যোগিনীতন্ত্রমতে শান্তি অর্থাৎ শান্তিকর্ম, বশ্য অর্থাৎ বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন এবং মারণ এই ষট্‌কর্ম।[৩]

রোগ, কৃত্যা অর্থাৎ অভিচার এবং গ্রহদোষ যাতে নষ্ট হয় তাকে বলে শান্তিকর্ম।[৪] সাধারণতঃ একে স্বস্ত্যয়ন বলা হয়।

---

১ তন্ত্রাণাং কেবললোভৈকমূলত্বেনাপ্রামাণ্যাৎ।—প ক সূ ১।১-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি

২ দ্রঃ কৌ র, পৃঃ ৮৫, পাদটীকা

৩ শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা। মারণং পরমেশানি ষট্‌কর্মেদং প্রকীর্তিতম্।—যো ত, পূ খ, পঃ ৪

৪ রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।—শা তি ২৩।১২৩

যে-কর্মের দ্বারা সমস্ত লোক আজ্ঞাকারী হয় সেই কর্মকে বলা হয় বশ্যকর্ম বা বশীকরণ।[১]

যে কর্মের দ্বারা সমস্তের প্রবৃত্তিরোধ হয় তাকে বলে স্তম্ভন।[২] মানুষ, জল, শুক্র, খড়্গের ধার, সৈন্য, প্রতিপক্ষের বাক্, বাতাস প্রভৃতির স্তম্ভন করা যায়।[৩]

প্রীতিভাবাপন্ন লোকেদের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মান বিদ্বেষণ।[৪]

যার দ্বারা স্বদেশাদি থেকে ভ্রষ্ট করা যায় তাকে বলে উচ্চাটন।[৫] স্বদেশাদি অর্থ স্বদেশ গৃহ গ্রাম নগর ইত্যাদি।[৬]

প্রাণীদের প্রাণহরণকে বলা হয় মারণ।[৭]

ষট্‌কর্মের প্রকারভেদ— ষট্‌কর্মের প্রকারভেদও আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে ষট্‌কর্ম ত্রিবিধ। এক—বশীকরণ আকর্ষণ স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন এবং মারণ এই বিরূপাক্ষসম্মত ষট্‌কর্ম। দুই—বশীকরণ স্তম্ভন সম্মোহন মারণ উচ্চাটন এবং বিদ্বেষণ এই বিরাট্‌সম্মত ষট্‌কর্ম। তিন—শান্তি স্তম্ভ বশীকরণ মারণ উচ্চাটন এবং দ্বেষণ।[৮]

আবার তন্ত্ররাজতন্ত্রে[৯] রক্ষা শান্তি জয় লাভ নিগ্রহ ও নিধনকে ষট্‌কর্ম বলা হয়েছে। উক্ত তন্ত্রমতে বশ্য আকর্ষণ বিদ্বেষণাদি এই ষট্‌কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে তাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই।

ষট্‌কর্মের পৃথক্ পৃথক্ দেবতা আছেন। কৌলাবলীনির্ণয়ে বলা হয়েছে[১০] শান্তি স্তম্ভন

---

১ বশ্যং জনানাং সর্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্।—শা তি ২৩।১২৩

২ প্রবৃত্তিরোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং সমুদাহৃতম্।—ঐ ২৩।১২৪

৩ সর্বেষাং স্তম্ভনমিতি জনজলশুক্রখড়্গাধারাসৈন্যপ্রতিবাদিবচনমরুদাদীনাম্।—ঐ, রাঘবভট্টকৃত টীকা

৪ স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণং মতম্।—শা তি ২৩।১২৪

৫ উচ্চাটনং স্বঃদেশাদের্ভ্রংশনং পরিকীর্তিতম্।—ঐ ২৩।১২৫

৬ স্বদেশাদেরিত্যাদিশব্দেন গৃহগ্রামনগরাদয়ো গৃহ্যন্তে।—ঐ, রাঘবভট্টত টীকা

৭ প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহৃতম্।—ঐ ২৩।১২৫

৮ ষট্‌কর্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং যথাবদবধারয়। বশ্যাকর্ষস্তম্ভনং চ বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা।
মারণং চৈব দেবেশি বিরূপাক্ষস্য সম্মতম্। বশ্যস্তম্ভনসম্মোহা মারণোচ্চাটনং তথা।
বিদ্বেষণং চ দেবেশি ষট্‌কর্মাণি বিরাণ্মতে। শান্তিস্তম্ভৌ বশীকারো মারণোচ্চাটনে তথা।
দ্বেষণং চেতি দেবেশি ষট্‌কর্মাণি যথাক্রমাৎ।—শ স ত, কা খ, ৮।১০২-১০৫

৯ রক্ষা শান্তির্জয়ো লাভো নিগ্রহো নিধনং তথা। ষট্‌কর্মাণি তদঙ্গত্বাদন্যেষাং ন পৃথক্ স্থিতিঃ।—ত রা ত ৬।৩৫

১০ রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমাৎ। ষট্‌কর্মদেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ।
—কৌ নি, উঃ ২০

বিদ্বেষণ উচ্চাটন এবং মারণ এই ষট্‌কর্মের দেবতা যথাক্রমে রতি বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা এবং কালী। কর্মের প্রারম্ভে যথোক্ত দেবতার পূজা করতে হয়।

অভিচার—শান্তি ব্যতীত ষট্‌কর্মের অন্য কর্মগুলিকে বলা হয় অভিচার। শব্দকল্পদ্রুমে অভিচার শব্দের অর্থ করা হয়েছে— অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রযন্ত্রাদিনিষ্পাদিত মারণোচ্চাটনাদি-হিংসাত্মক কর্ম।[১] তবে শুধু মারণ অর্থেও অভিচারশব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[২]

নির্বিচারে অভিচার নিষিদ্ধ—তন্ত্রে অভিচারের বিধান আছে কিন্তু নির্বিচারে নয়। মারণকর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্ররাজতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—ব্রাহ্মণ, ধার্মিক ভূপতি, বনিতা, আস্তিক পুরুষ, বদান্য ও নিত্যদয়ালু ব্যক্তি, এঁদের বিরুদ্ধে অভিচারকর্ম করতে নেই। শত্রুতা করে কেউ যদি করে তা হলে অভিচার সেই অভিচারকারীকেই নিধন করবে।

কাদের বিরুদ্ধে অভিচার করা যেতে পারে সে-সম্পর্কে বলা হয়েছে—পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, চোর, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী, প্রজাঘাতক, সব রকম ক্রূরকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, ক্ষেত্র-বিত্ত-ধন-স্ত্রীহরণকারী, কুলনষ্টকারী, সময় অর্থাৎ শাস্ত্রবিধির নিন্দাকারী, পিশুন, রাজঘাতক, আর বিষ অগ্নি ক্ষুর ও শস্ত্রাদির দ্বারা যারা সর্বদা প্রাণিহিংসা করে এই-সব লোকেদের বিরুদ্ধে অভিচার কর্মের অনুষ্ঠান করলে সাধক পাতকী হবেন না।[৪]

প্রায়শ্চিত্ত—তন্ত্রে অভিচারের ব্যবস্থা থাকলেও কাজটি যে ভাল নয় তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তন্ত্ররাজতন্ত্রে মারণকর্ম অনুষ্ঠানের পর সাধকের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে মারণকর্ম করার পরই স্বীয় গুরু এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণকে এনে স্বীয় ধনের অর্দ্ধেক বা এক চতুর্থাংশ দিয়ে তাঁদের পূজা করতে হবে। তার পর হবিষ্যাশী হয়ে স্বীয় মন্ত্রের অভিষেক করে একলক্ষ জপ করতে হবে।[৫]

ষট্‌কর্মের প্রাচীনত্ব—তন্ত্রে ষট্‌কর্মের বিধান আছে বলে কোনো কোনো মহলে তন্ত্রকে

---

১ অথর্ববেদোক্তমন্ত্রযন্ত্রাদিনিষ্পাদিতমারণোচ্চাটনাদিহিংসাত্মক কর্ম।—শব্দকল্পদ্রুম

২ অভিচারে মারণে।—ত রা ত ১৩।৯৪-এর মনোরমা

৩ ব্রাহ্মণং ধার্মিকং ভূপং বনিতামাস্তিকং নরম্। বদান্যং সদয়ং নিত্যমভিচারে ন যোজয়েৎ।
যোজয়েদ্ যদি বৈরেণ প্রত্যাগেণং নিহন্তি তৎ।—ত রা ত ১৩।৯৪-৯৫

৪ পাপিষ্ঠান্নাস্তিকাংশ্চোরান্ দেবব্রাহ্মণনিন্দকান্। প্রজানাং ঘাতকান্ সর্বক্লেশকর্মসু সংস্থিতান্।
ক্ষেত্রবিত্তধনস্ত্রীণামাহর্তারং কুলান্তকম্। নিন্দকং সময়ানাং চ পিশুনং রাজঘাতকম্।
বিষাগ্নিক্ষুরশস্ত্রাদ্যৈর্হিংসকং প্রাণিনাং সদা। নিযোজয়েন্মারণেষু কর্মস্বেতৈর্ন পাতকী॥—ঐ ১৩।৯৫-৯৮

৫ কৃত্বাশু মারণং কর্ম তদন্তে স্বধনার্দ্ধতঃ। পাদতো বা গুরুং বিপ্রানারাধ্য স্বেন নিত্যয়া।
অভিষিঞ্চ্য ততোবিদ্যাং জপেল্লক্ষং হবিষ্যভুক্।—ত রা ত ১৩।৯৯-১০০

অতি নিকৃষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে এসেছি অভিচারাদি বেদেও স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে অথর্ববেদে ত শান্তিস্বস্ত্যয়ন অভিচারাদি প্রচুর পরিমাণেই আছে। কাজেই এ ব্যাপারেও তন্ত্রে বেদেরই অনুসরণ করা হয়েছে। অতএব অভিচারাদি থাকার জন্য বেদ যদি নিকৃষ্ট না হয় তা হলে তন্ত্রকেও নিকৃষ্ট বলা চলে না।

তা ছাড়া শুধু আমাদের দেশে নয় প্রাচীন যুগের সকল দেশের ধর্মের সঙ্গেই অভিচার-শান্তিস্বস্ত্যয়নের মতো যাদুক্রিয়া যুক্ত ছিল। এমন কি খৃষ্টান ইউরোপেও এই ধরণের ক্রিয়াকর্ম প্রচলিত ছিল।[১]

অভিচারাদির অপব্যবহার—মোটকথা ষট্‌কর্মাদি ব্যাপার অতিপ্রাচীনকাল থেকেই জনসাধারণের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে বলে তন্ত্রেও স্থান পেয়েছে। তবে ষট্‌কর্মের বিশেষ করে মারণকর্মের নির্বিচার প্রয়োগ তন্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ধর্মের যখন বিকৃতি ঘটে তখন লোকে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে আর ধর্মকে ব্যবসায়ের সামিল করে তোলে। তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের ব্যাপারেও তাই ঘটে। তন্ত্রগ্রন্থেই এ কথার নিদর্শন আছে।

যেমন কুলার্ণব সংহিতায় বলা হয়েছে[২]—কলিকালে সাধকেরা প্রায়ই ধনলোলুপ হয়। মহাকৃত্যার দ্বারা অর্থাৎ মারণকর্মাদির দ্বারা প্রাণীবধ করে। এদের কাছে গুরু কেউ নন, রুদ্র কেউ নন, দেবী কেউ নন, সাধিকা কেউ নন। এরা অভিচারাদির দ্বারা মহাপ্রাণী বিনাশ করতে অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু ঘটাতে সমর্থ। এইজন্য এই-সব ক্রিয়ার বিষয় প্রকাশ করা দূষণীয়।

শাস্ত্রের অভিমত যে এইরূপ কৃত্যার আচরণ করে অর্থাৎ মারণকর্ম করে সে শিবের বধভাজন হয়। অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে তেমনি শিব তার সব কিছু আশু বিনাশ করেন।[৩]

কাজেই দেখা যাচ্ছে তন্ত্রে অভিচারের অপব্যবহার সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। সাধক মন্দ অভিপ্রায়ে, কোনো স্বার্থের লোভে অভিচারকর্ম করলে তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তাতে তার নিজেরই অনিষ্ট হবে।

তন্ত্রের বিকৃতি—কিন্তু ধর্মকে যারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করে

---

১ S. S. W., pp. 860-61

২ কলিকালে সাধকাস্তু প্রায়শো ধনলোলুপাঃ। মহাকৃত্যাং বিধায়ৈব প্রাণিনাং বধভাগিনঃ।
ন গুরুর্নাপি রুদ্রো বা নৈব ত্বং নৈব সাধিকা। মহাপ্রাণিবিনাশায় সমর্থাঃ প্রাণবল্লভে।
—কুলার্ণবসংহিতাবচন, দ্রঃ Ś. Ś., 4th Ed., p. 94

৩ বধভাক্ মম দেবেশি কৃত্যামিমাং সমাচরেৎ। তস্য সর্বং হরাম্যাশু বহ্নিঃ শুষ্কতৃণং যথা।—ঐ

তারা শাস্ত্রের নিষেধের ধার ধারে না। এই শ্রেণীর লোকের কাছে শুধু ষট্‌কর্মাদি নয়, অন্যান্য অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মও ব্যবসায় হয়ে পড়ে। এরা তন্ত্রশাস্ত্রেরও বিকৃতি ঘটায়।

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস লিখেছেন "ফলতঃ ঐ শাস্ত্রকে (তন্ত্রশাস্ত্র) কালক্রমে তদ্রূপ ব্যবসায়োপযোগী করার জন্য যে মূলতন্ত্রে বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি যোগে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রীয় আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থাদি দেখিলে অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।"[১]

তন্ত্রশাস্ত্রের এরূপ দুর্দশার এটিই অবশ্য একমাত্র কারণ নয়, অন্য কারণও ছিল। স্বামীজী লিখেছেন "মুসলমান রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের কোনো গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না। ঐ সময়েই তন্ত্রশাস্ত্রেরও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে হিন্দু সমাজেও সদ্‌গুরুর বিরলতা বশতঃ শিক্ষাবিভ্রাটসম্ভূত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র অনেক স্থলে এরূপভাবে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা হইতে অবিকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করা অল্পাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব।...আধুনিক কতিপয় তন্ত্রের অনেক স্থলেই মহাদেব ও পার্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত ও অকিঞ্চিৎকর বিধিবিধান ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা হইয়াছে বোধ হয়।"[২]

স্বামীজীর মন্তব্যের প্রথম অংশের ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা তাঁর মন্তব্যের অন্য অংশের সমর্থনই করবেন।

নিকৃষ্ট তন্ত্র—তন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি নিকৃষ্ট গ্রন্থ যে আছে এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। তন্ত্রশাস্ত্রেই এগুলিকে তামস বলে নিন্দা করা হয়েছে। গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে[৩]—তামস তন্ত্র এবং পুরাণ এ-সব না দিতে পারে স্বর্গ, না দিতে পারে মোক্ষ। কাজেই এ-সব যত্ন-সহকারে বর্জন করতে হবে।[৩]

কুলার্ণবতন্ত্রে অকৌল তন্ত্রসমূহকে পশুশাস্ত্র বলে নিন্দা করা হয়েছে। উক্ত তন্ত্রে দেখা যায় শিব বলছেন—আমি ভিন্নমূর্তি পরিগ্রহ করে দুরাত্মাদের মোহগ্রস্ত করার জন্য পশুশাস্ত্র প্রকাশ করেছি। মহাপাপবশতঃ লোকের এই-সব শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয় আর যাদের এরূপ প্রবৃত্তি হয় তাদের শতকোটি কল্পেও সদ্‌গতি হয় না।[৪]

---

১ তান্ত্রিকগুরু, চতুর্থ সং, পৃঃ ১ ২ ঐ, পৃঃ ২-৩

৩ তামসানি পুরাণানি তন্ত্রাণি তানি চ প্রিয়ে। স্বর্গমোক্ষবিহীনানি তানি যত্নাদ্‌ বিবর্জয়েৎ।—গ ত ১।৩১

৪ পশুশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি। মূর্ত্যন্তরং তু সংপ্রাপ্য মোহনায় দুরাত্মনাম্।
মহাপাপবশান্‌ণাং তেষু বাঞ্ছাঽভিজায়তে। তেষাং চ সদ্‌গতি নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি।—কু ত, উঃ ২

বিশ্বসারতন্ত্রেও দেখা যায় শিব বলছেন—পাষণ্ডদের বিমোহিত করার জন্য কল্পভেদে যে-সব তন্ত্র প্রকাশ করেছি সে-সব বিকল।[১]

এই-সব তন্ত্রোক্তিতে অবশ্য অনেক সময় সাম্প্রদায়িক মত প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের তন্ত্রে অন্য সম্প্রদায়ের তন্ত্র সম্বন্ধে নিন্দাসূচক কথা বলা হয়ে থাকে। এ রকম অবস্থায় শুধু এরূপ উক্তির উপর নির্ভর করে কোনো তন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলা যায় না; তার জন্য অন্যান্য বিচারেরও আবশ্যক হয়। অবশ্য তন্ত্রগ্রন্থের এরূপ পরস্পরের নিন্দাসূচক উক্তির 'নহি নিন্দা ন্যায়'[২] অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়।

এ সম্পর্কে আরেকটি বিবেচ্য বিষয়ও আছে। তন্ত্র শাস্ত্র অতিদুরূহ সাধনশাস্ত্র। এর ভাষা পারিভাষিকশব্দবহুল। বিশেষ করে তন্ত্রের গুহ্য সাধনা সাঙ্কেতিক ভাষায় বর্ণিত হয়। ভাষার বাইরের অর্থ ধরলে সে-সব বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে রুচিবিগর্হিত মনে হবে। এই-সব কারণে তন্ত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে বিচার করা তন্ত্রবিশারদ সাধনমর্মজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে কঠিন। সেইজন্য এ-সব ক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রজ্ঞদের কথার গুরুত্ব অধিক। কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে সেই শাস্ত্র এবং তার অনুযায়ীরা যা বলেন তাই অধিকতর প্রামাণ্য।

তন্ত্র শাস্ত্রের যে ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতি ঘটেছে এবং অনেক নিকৃষ্ট তন্ত্রও যে রচিত হয়েছে দেখা গেল তা উক্ত শাস্ত্রানুযায়ীরাও স্পষ্ট করেই বলেছেন।

তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা—তন্ত্র সাধনশাস্ত্র আর তান্ত্রিক সাধনা সম্প্রদায়গত। কাজেই তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা সম্প্রদায়গতই হবে, প্রামাণ্য তন্ত্রমতও হবে সম্প্রদায়গত। কিন্তু এমন সব লোক আছেন যাঁরা আপন খুশিমত তন্ত্রমত প্রচার করেন। এঁদের সম্পর্কে যমুনাচার্যের আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে[৩]—এখনও কতিপয় বিচক্ষণ লোক দেখা যায় যাঁরা আগমিকের ভান করে আগমের অনাগমিক অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

এরূপ অপ্রামাণ্য ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর। তন্ত্রের সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা, তন্ত্রের বিকার,

১ কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ। পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরী।

—বিশ্বসারতন্ত্রবচন, দ্রঃ বাচস্পত্যাভিধান

২ 'নহি নিন্দান্যায়' অর্থ "ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ততে অপি তু ইতরৎ স্তৌতি' নিন্দা নিন্দ্য পদার্থকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় না, বিধেয় পদার্থকে প্রশংসা করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও বিধেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই শাস্ত্রে নিন্দাবাক্য ও প্রশংসাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।"—কৌ র, পৃঃ ১৩, পাদটীকা।

৩ অদ্যত্বেহপি হি দৃশ্যন্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাৎ। অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণা বিচক্ষণাঃ।

—আগমপ্রামাণ্য, কাশী সং, পৃঃ ৪, Quoted in Ideals of Tantra Rites,

I. H. Q., Vol. X, 1934

নিকৃষ্ট তন্ত্র এবং তন্ত্রের অপ্রামাণ্য ব্যাখ্যা এই-সবের দরুণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ পরিচয় লাভ করা দুরূহ।

তন্ত্রের পারমার্থিকলক্ষ্যগত ঐক্য— তবে এ-সব অসুবিধা বাইরের লোকের। তান্ত্রিক সাধকদের এরূপ কোনো অসুবিধা নাই। তাঁরা নিজ নিজ গুরুর নির্দেশ অনুসারে সম্প্রদায়গত তন্ত্রের অনুসরণ করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তন্ত্রশাস্ত্রের পারমার্থিকলক্ষ্যগত মৌলিক ঐক্য তাঁদের অবিদিত থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসু অতান্ত্রিকদের কাছেও এই ঐক্য ধরা পড়ে এবং তন্ত্র যে উচ্চস্তরের সাধনশাস্ত্র এ সম্বন্ধে তাঁদেরও কোনো সন্দেহ থাকে না। তাঁরা দেখতে পান রোগ যেমন দেহের স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক নয়, কোনো দেশের কিছু সংখ্যক নিকৃষ্ট লোক যেমন সেই দেশের মানুষের পরিচয় দেয় না, তেমনি তন্ত্রের বিকার বা কিছু সংখ্যক নিকৃষ্ট তন্ত্র সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের যথার্থ পরিচায়ক নয়।

তন্ত্রের প্রভাব—তন্ত্রের উৎকর্ষ ও গৌরবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ তন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে। সনাতনধর্মী লোকের উপর তন্ত্রের প্রভাব অসাধারণ। এই-সব লোকের মধ্যে অতি নিম্নাধিকারী থেকে আরম্ভ করে অদ্বয়ব্রহ্মসাধক উচ্চতম অধিকারী পর্যন্ত সবাই আছেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি সেই অদ্বৈতবাদ, সেই সোঽহং এবং সাহং একত্র সংযুক্ত হইয়া নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের মূল ভিত্তি রচনা করিয়াছে। যেহেতু কলিকালে বৈদিক স্মৃতির শাসনানুযায়ী সদাচার যথাযত প্রতিপালন করা অতিশয় দুরূহ হইয়াছে, তজ্জন্য হিন্দুর যাবতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই তন্ত্রশাস্ত্র এবং তাহার আদিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতখণ্ডের আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথের সর্বত্র ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত যাবতীয় নরনারী জাতি এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক গুরুর আদেশমত নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর ভজনপূজন করিতেছেন।"[১]

সনাতনধর্মী সমাজে প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে "স্ত্রী-আচার ব্যতীত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যাহা কিছু করা হয়, তাহাতে বৈদিক পদ্ধতির সংশ্রব অত্যন্ত কম। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পূজাপদ্ধতির প্রচলনই হিন্দুসমাজে সমধিক।"[২]

পুরাণে—পুরাণেও তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পুরাণ বৈদিক স্মৃতি। কাজেই পুরাণে তন্ত্রকে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শাস্ত্র বলেই গণ্য করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন পুরাণে তান্ত্রিক বিষয়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তখন বুঝতে হবে ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে

১ হিমাদ্রি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ ২ ত প, পৃঃ ৭

তন্ত্রমতের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে পুরাণ তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। মন্ত্রন্যাস,[১] বশ্যপ্রভৃতি অভিচার কর্ম,[২] পূজার সময় মণ্ডল তথা পদ্ম অঙ্কন,[৩] বীরব্রতে কুমারী পূজা এই-সব তান্ত্রিক বস্তু পুরাণে বিবৃত হয়েছে।[৪] কেউ কেউ মনে করেন[৫] নবম শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে পুরাণে তন্ত্রকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

স্মৃতিনিবন্ধে— সনাতনধর্মীদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে। দীর্ঘকাল ধরে স্মৃতিশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ অপেক্ষা নিবন্ধগুলির উপর লোকে অধিক নির্ভর করেছে। লক্ষ্মীধর, মাধবাচার্য, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র, দেবণভট্ট, বিদ্যাকর বাজপেয়ী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু স্মৃতিনিবন্ধকার নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। এই-সব নিবন্ধগ্রন্থে তন্ত্রের প্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।[৬]

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলা দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি অনুসৃত হয়ে আসছে। রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' পর্যালোচনা করলে তাঁর সময়ে তন্ত্রের প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবতত্ত্ব দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব উদ্বাহতত্ত্ব প্রভৃতিতে তিনি তন্ত্রশাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তবে দেশে তান্ত্রিক ধর্মের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ রঘুনন্দনের দীক্ষাতত্ত্ব।[৭]

অবশ্য তান্ত্রিক প্রভাবের সব চেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে তান্ত্রিক ক্রিয়া বৈদিক ক্রিয়ারও অঙ্গীভূত হয়েছে। অক্ষরন্যাস তান্ত্রিক ক্রিয়া। কিন্তু আহ্নিকতত্ত্বে বৈদিকী সন্ধ্যায়ও অক্ষরন্যাসের বিধান দেওয়া হয়েছে।[৮]

ভারতব্যাপী প্রভাব—তন্ত্রের প্রভাব সমগ্র ভারতব্যাপী। আমরা পূর্বেই দেশের অশ্বক্রান্তাদি বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ত্রের প্রচলনের কথা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের গৌড়াদি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছি।

---

১ দ্রঃ মৎস্যপুরাণ ২৬৬।১৯-৩০

২ দ্রঃ ঐ ৯৩।১৪১-৫৩

৩ দ্রঃ ঐ ৫৮।২১-২২ ; ৬২।১৬-১৯ ; ৭২।৩০, ৭৪।৬-৭

৪ দ্রঃ মৎস্যপুরাণ ১০১।২৭-২৮ ; Studies in The Puranic Records on Hindu Rites and Customs, 1940, pp. 260-61

৫ দ্রঃ Ibid

৬ Studies in The Puranic Records on Hindu Rites and Customs, 1940, p. 264.

৭ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, ১৩৪৭ বাং   ৮ ঐ

তবে অনুমান করা হয় তন্ত্রমতের প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রথমে ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল। তার পর মধ্যযুগের পূর্বেই উত্তরপূর্ব ভারতে তান্ত্রিক সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে বিদেশী শাসনাদির কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তান্ত্রিক সংস্কৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং পূর্বাঞ্চল বিশেষকরে বাংলাদেশ তন্ত্রমতের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে।[১]

বাংলাদেশে তন্ত্রপ্রভাব—ভারতের পূর্বাঞ্চলে বেদমার্গের কোনো কালেই বিশেষ প্রভাব ছিল না। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ, জৈন এবং পরে তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন "বাংলার প্রসিদ্ধ বংশগুলি এখনও তান্ত্রিক কোনো সিদ্ধপুরুষ বা আচার্যকেই পূর্বপুরুষরূপে পরিচয় দিয়া কৃতার্থতা বোধ করে। কুলবধূ তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরিবারস্থ গুরুজন সেই বধুর পক্কান্ন গ্রহণ করেন না এবং দেবগৃহের কোনও কাজে সেই বধূ সহায়তা করিতে পারে না—এরূপ উদাহরণ কামরূপ হইতে রাঢ়দেশ পর্যন্ত বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়।"[২]

বাংলাদেশে তন্ত্রপ্রভাবের আরেকটি উত্তম নিদর্শন পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এদেশের সনাতনধর্মী সমাজের শিশুদের বর্ণপরিচয় করাবার সময় আঞ্জী দিয়ে আরম্ভ করা হত অর্থাৎ আঞ্জী অ আ এই ভাবে শেখান হত। লেখার বেলাতেও আঞ্জীচিহ্ন (৭) লিখিয়ে অন্যান্য বর্ণ লেখান হত। অনুমান হয় এই আঞ্জী পরাশক্তিরই অবান্তররূপ আঞ্জীকলা। এই আঞ্জীকলা মহানাদের উর্ধ্বস্থা ব্যাপিকাশক্তি।[৩] সৃষ্টির আদিতে এই শক্তি আবির্ভূতা হন।[৪] সম্ভবতঃ এই কারণে বিদ্যাশিক্ষার প্রারম্ভে আঞ্জীর নাম করা ও আঞ্জীর প্রতীকচিহ্ন ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত ছিল।

অন্যান্য প্রান্তে তন্ত্রপ্রভাব—কাজেই বাংলাদেশে যে তন্ত্রের প্রভাব প্রবল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি এ প্রভাব সর্বভারতীয়। তবে বাংলার মতো কাশ্মীর কেরল প্রভৃতি অঞ্চলেও একদা তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপক ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে তন্ত্রের প্রভাব বেশী ছিল। দেখা যায় যে-সব অঞ্চলে বৌদ্ধাদি অবৈদিক মত প্রবল ছিল মোটের উপর সেই-সব অঞ্চলেই তন্ত্রেরও প্রাধান্য অধিক।

---

১ ŚK. P., p. 24 ২ ত প, পৃঃ ৮

৩ মহানাদস্তদূর্ধ্বে আঞ্জীরূপা ব্যাপিকাশক্তিঃ।—ষ নি, শ্লো ৪০-এর কালীচরণকৃত টীকা

৪ আঞ্জীতি তির্য্যক্ রেখারূপমাত্রাকারা ইত্যর্থঃ। ইয়ং শক্তিঃ সৃষ্টাদৌ আবির্ভূতা।—ঐ

সার্বজনীন প্রভাব—স্থানের দিক্ দিয়ে যেমন তন্ত্রের প্রভাব সারা দেশে ব্যাপ্ত তেমনি পাত্রের দিক্ দিয়ে সনাতনধর্মী সব সম্প্রদায়েই তন্ত্রের শাসন স্বীকৃত। সনাতনধর্মী প্রধান সম্প্রদায় তিনটি—শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব। এই তিন সম্প্রদায়েরই তন্ত্র আছে।

সাধারণতঃ লোকে তন্ত্র বলতে বুঝে শাক্ত তন্ত্র আর তান্ত্রিক সাধনা বলতে শাক্ত তান্ত্রিক সাধনা। বিশেষ করে বৈষ্ণব সাধনাও যে তান্ত্রিক সাধনা হতে পারে এ ধারণাই সাধারণ লোকের নাই। বলাবাহুল্য, এ-সব ধারণা ভ্রান্ত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর তন্ত্রের প্রভাব— শৈবদের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বৈষ্ণবদের সাধনভজনসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম তন্ত্রমতে নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ বৈষ্ণবেরা সনৎকুমারতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, শারদাতিলক ও ক্রমদীপিকার অনুসরণ করেন।

গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ পুরশ্চরণ ভূতশুদ্ধি মাতৃকান্যাস পীঠন্যাস যন্ত্রে পূজা অন্তর্যাগ বহির্যাগ ও তার অঙ্গীভূত শঙ্খাদি স্থাপন পীঠার্চন অঙ্গদেবতার পূজা প্রাণপ্রতিষ্ঠা আবাহন মুদ্রাবিরচন ধ্যান ধূপদীপাদি দিয়ে পূজা জপ জপসমর্পণ আত্মসমর্পণ স্তুতি বিসর্জন ইত্যাদি ব্যাপার শাক্ততন্ত্রের মতো বৈষ্ণবতন্ত্রেও ব্যবস্থিত হয়েছে।

ভাবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৈষ্ণব তান্ত্রিক মতের উপর শাক্ততান্ত্রিক মত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। শৈবশাক্ততন্ত্রের শিব ও শক্তি বৈষ্ণবতন্ত্রের কৃষ্ণ ও রাধা। নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে যেমন ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে রয়েছেন তেমনি রয়েছেন ব্রহ্মস্বরূপা নির্লিপ্তা দেবী।[১] ইনি শ্রীরাধা। হরি যেমন নিত্য সত্য, ইনিও তেমনি নিত্যা সত্যস্বরূপা, কৃত্রিমা নন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী।[২] রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কোনো ভেদ নাই, দুই এক। দুগ্ধ আর তার ধবলতার মধ্যে যেমন কোনো ভেদ নাই, তেমনি এঁদের মধ্যেও ভেদ নাই।[৩]

রাধা কৃষ্ণময়ী। এর অর্থ রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণাভিন্না। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হয়েছে— পরদেবতা রাধিকা দেবী কৃষ্ণময়ী সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিস্বরূপিণী ও সম্মোহিনী।[৪]

শাক্তশৈব তন্ত্রের একটি পরম তত্ত্ব শিবশক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ। যেখানে ভেদ কল্পনা

---

১ যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্মস্বরূপাচ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা।—না প ২।৩।৫১

২ ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ। প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।

—ঐ ২।৩।৫৪-৫৫

৩ দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা।—ঐ ২।৬।১৩

৪ দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সংমোহিনী পরা।

—বৃহদ্গৌতমীয়বচন, দ্রঃ ব্রহ্মসংহিতা ৪-এর জীবগোস্বামীকৃত টীকা।

করা হয় সেখানেও বলা হয় শক্তিহীন শিব শবতুল্য। শক্তিহীন শিবের আরাধনা হয় না। আরাধনার ক্ষেত্রে আগে শক্তির আরাধনা করে শিবের আরাধনা করতে হয়। কৃষ্ণের আরাধনা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তাই গায়ত্রীতন্ত্রে বলা হয়েছে—যদি কেউ শক্তিপূজা না করে কৃষ্ণপূজা করে তা হলে তার সে পূজা কাষ্ঠপূজার মতো ব্যর্থ হবে, এরূপ কৃষ্ণপূজায় গোহত্যার পাপ হবে।[১]

আগে রাধা পরে কৃষ্ণ— শক্তির বা রাধার এই প্রাধান্য নারদপঞ্চরাত্রেও স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে আগে রাধার নাম উচ্চারণ করে পরে মাধব কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতে হবে। কেউ তার বিপরীত করলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা আর রাধিকা জগন্মাতা। মাতা পিতার চেয়ে শতগুণে গরীয়সী বন্দনীয়া ও পূজনীয়া।[২]

উক্ত গ্রন্থে আছে রাধার প্রাসাদেই কৃষ্ণ গোলোকের অধীশ্বর এবং পরম প্রভু।[৩] রাধার কবচ বর্ণনায় বলা হয়েছে পরমাত্মা কৃষ্ণই প্রথমে ষড়ক্ষরমন্ত্রে রাধার পূজা করেন।[৪] অন্যত্র বলা হয়েছে রাধার পাদপদ্মে কৃষ্ণ নিত্য ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করেন।[৫]

দীর্ঘকাল কৃষ্ণারাধনা করলে লোকের যে-কাজ হয় স্বল্পকাল রাধারাধনা দ্বারাই সে-কাজ হয়।[৬]

নির্বাণতন্ত্রে দেখা যায় শ্রীভগবান্ রাধার গৌরব ঘোষণা করে বলছেন—যারা প্রথমে রাধানাম যোগ করে কৃষ্ণনাম জপ করে আমি তাদের সদ্গতি প্রদান করি এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই।[৭]

বলেছেন—রাধা, শোন, ভক্তিতেই হোক আর অভক্তিতেই হোক যারা তোমার আমার যুগলনামের পূজা করে তোমার প্রতি ভক্তির বলে আমি তাদের সদ্গতি প্রদান করি।[৮]

১ শক্তিপূজাং বিনা ভদ্রে যদি কৃষ্ণং প্রপূজয়েৎ। সা পূজা কাষ্ঠপূজাবদ্ গোহত্যা কৃষ্ণপূজনে।—গা ত, পঃ ৫

২ আদৌ সমুচ্চরেদ্ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্। বিপরীতং যদি পঠেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্।
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা। পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী।—না প ২।৬।৬-৭

৩ যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।—নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৩৯

৪ প্রথমে পূজিতা যা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। ষড়ক্ষর্য্যা বিদ্যয়া চ সা মাং রক্ষতু কাতরম্।—না প ২।৫।৩৫

৫ যৎপাদপদ্মে ভক্ত্যার্ঘ্যং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ।—ঐ ২।৬।১১

৬ আরাধ্য সুচিরং কৃষ্ণং যদ্ যৎ কার্যং ভবেন্নৃণাম্। রাধোপাসনয়া তচ্চ ভবেৎ স্বল্পেন কালতঃ।—ঐ ২।৬।৩১

৭ আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ। তেষাং চ সদ্গতিঞ্চাত্র দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ।
—নি ত, পঃ ৫

৮ ভক্ত্যা বাপ্যথবাঽভক্ত্যা জপন্তি যুগলং যদি। তব ভক্ত্যা প্রদাস্যামি সদ্গতিং শৃণু রাধিকে।—ঐ

রাধাকৃষ্ণের এই যুগলরূপ, এই যে এক হয়েও দুই এবং দুই হয়েও এক হওয়া, এইটি বৈষ্ণবের রাসলীলার চরম তত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দই বৈষ্ণবের চরম রসতত্ত্ব। এরই নাম সহস্রারে শিবশক্তির সামরস্য।

সহস্রারে শ্রীকৃষ্ণ— শাক্ততন্ত্রমতে সহস্রার পরমশিবের স্থান। নারদপঞ্চরাত্রে সহস্রারকে শ্রীকৃষ্ণের স্থান বলে নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ বালক মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপূর অনাহত বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ষট্‌চক্রের ভাবনা করে সহস্রদলপদ্মে স্বশক্তি কুণ্ডলিনীর সহিত অবস্থিত দ্বিভুজ পীতকৌষেয়বাস সস্মিত সুন্দর নবীনজলদকান্তি পরমেশ্বর স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্বহৃদয়ে দর্শন করলেন।[1]

সহস্রদলপদ্ম বা সহস্রারই গোকুল। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে[2] সহস্রপত্রকমল শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান গোকুল। ভগবানের অনন্তরূপের অংশসম্ভূত এই পদ্মের কর্ণিকাই সেই ধাম। এই কর্ণিকা একটি ষট্‌কোণ মহদ্ যন্ত্র। এই যন্ত্রের কেন্দ্রে আছে ক্লীঁ-বীজরূপ হীরকসদৃশ কীলক। ষট্‌কোণে ষট্‌পদী অর্থাৎ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই ষড়ঙ্গ[3] অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র বিরাজমান। এই মন্ত্র প্রকৃতিপুরুষরূপে অভিব্যক্ত। অথবা "এই কর্ণিকার উপরে প্রকৃতিপুরুষ অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যরসরাস বিহার করেন।" এই ভগবদ্ধাম প্রেমানন্দ-মহানন্দরসরূপে অবস্থিত। এটি ক্লীঁ এই কামবীজবিশিষ্ট স্বয়ং-প্রকাশ মন্ত্রের স্থান। পূর্বোক্ত কর্ণিকার কিঞ্জল্ক ভগবদংশ গোপদের ধাম এবং পদ্মের পাঁপড়ি ভগবৎপ্রেয়সী গোপীদের ধাম।

গোকুল আর গোলোক বস্তুতঃ একই। ঊর্ধ্বভূমিতে যা গোলোক নিম্নভূমিতে তাই গোকুল। গোলোক গোকুলেরই চিন্ময়রূপ।[4]

---

১ মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতং। বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রঞ্চ বিভাব্য চ।
কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরং। সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুং।
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌষেয়বাসসম্। সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্।—না প ১।৩।৭০-৭২

২ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্।
কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্। ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।
প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সংগতম্।
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি।—ব্রহ্মসংহিতা ২-৪

৩ ষড়ঙ্গ যথা,—কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজন, বল্লভায়, স্বা, হা।
—দ্রঃ Purport of Sl. 3 of Brahma-Samhita

৪ দ্রঃ Purport of Sl. 2 of Brahma-Samhita, Sree Brahma-Samhita, Gaudiya Math, Madras, 1932, pp. 16-17

গোলোকেই অবস্থিত রাসমণ্ডল।[১] এখানেই চলে রাধাকৃষ্ণের নিত্যরাসলীলা।

কাজেই সহস্রারে শিবশক্তির সামরস্যের মতো রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলন। উভয়ক্ষেত্রে তত্ত্ব একই, পার্থক্য শুধু নামের।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বসাধনা—রাধাকৃষ্ণের মিলনসম্ভূতরসোপলব্ধিই বৈষ্ণবের রসতত্ত্বসাধনার চরম সিদ্ধি। রসতত্ত্বসাধনা মূলতঃ তান্ত্রিক সাধনা। কারণ এ সাধনা প্রকৃতিপুরুষাত্মক সাধনা।

শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সাধক ব্যতীত অন্য কারো রসতত্ত্বসাধনার অধিকার নাই। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস লিখেছেন—"কামকামনামুক্ত সাধক ব্যতীত অন্য কেহ রসতত্ত্ব ও সাধ্যসাধনের অধিকারী নহে।"[২] কারণ "জীবের আত্মস্থ হইয়া আত্মায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের বিকাশ করাই রসতত্ত্ব এবং তাহার সাধনাই সাধনা।"[৩] কামমুক্ত হতে না পারলে জীব আত্মস্থ হতে পারে না।

কাজেই এ সাধনা সকলের জন্য নয়, অগ্রসর সাধকদের জন্য। সাধারণের জন্য শাক্ততন্ত্রে যাকে বলা হয় পশুভাবের সাধনা তাই বিহিত। এই অবস্থায় গুরুর আজ্ঞানুসারে শাস্ত্রসম্মত পবিত্র জীবন যাপন করতে হয়, কঠোরভাবে ইন্দ্রিয়সংযম করতে হয়, "সকল বিষয়ে শুচিশুদ্ধ থাকিয়া নামব্রহ্মজ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নাম জপ" করতে হয়।

এইভাবে সাধনার ফলে সাধকের যখন চিত্ত কামমুক্ত হয়, দেহমন শুদ্ধ হয়, অন্তরে ভগবৎপ্রেম প্রবল হয়, তখনই তিনি রসতত্ত্বের সাধনা করতে পারেন। একে শাক্ততন্ত্রের ভাষায় বীর- বা দিব্য-ভাবের সাধনা বলা যায়।

ভাবগত রসতত্ত্বসাধনা—রসতত্ত্বের সাধনা দ্বিবিধ—ভাবগত এবং দেহগত। উভয়বিধ সাধনাই অতি দুরূহ। ভাবগত সাধনা মানস ব্যাপার। তার সারকথা মোটামুটি এই—সাধক আপনাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে শক্তি অর্থাৎ রাধা বা শিবানী এবং পরমাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ বা শিব ভাবনা করবেন। তার পর স্ত্রীপুরুষের মত জীবাত্মাপরমাত্মার শৃঙ্গারসম্পূর্ণবিহার ভাবনা করবেন এবং সম্ভোগ থেকে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হয়ে পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ও পরমপ্রেমে প্রলীন চিন্তা করবেন।[৪]

দেহগত রসতত্ত্বসাধনা—দেহগত রসতত্ত্বসাধনা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ

১ দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।—না প ২।৩।২১

২ প্রেমিক গুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৫৭-৫৮

৩ ঐ, পৃঃ ১২৮

৪ জ্ঞানীগুরু, ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৪০১-৪০২

কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "প্রবৃত্ত, সাধক ও সিদ্ধভেদে বৈষ্ণব দেহসাধকগণ তিনটি অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। ক্রমশঃ দাসভাব, মঞ্জরীভাব ও সখীভাব অবলম্বন করিয়াই এই তিনটি অবস্থা কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম ভূমিতে নাম ও মন্ত্র এই দুইটি আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের কঠোর সংযম, পবিত্র জীবন, তীর্থবাস, নাম ও নামীতে অভেদজ্ঞান, অপরাধ-বর্জিতভাবে সর্বদা নাম গ্রহণ এইসব কার্য প্রথম ভূমির বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ শ্রীগুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া চলিতে চলিতে নামে রুচি হইলে তাঁহার কৃপায় মন্ত্রপ্রাপ্তি হয়। তাহার পর যথাবিধি সাধনপূর্বক মন্ত্রের চৈতন্যসম্পাদন করিতে হয়। যতক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্ত বা প্রারম্ভিক অবস্থাই চলিতেছে বুঝিতে হইবে। প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হয় দ্বিতীয় ভূমি হইতে অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধির পর।"[১]

"দ্বিতীয় ভূমিটি সাধকের ভূমি। এই সাধনা কুলাচার সাধনারই একটি বিশিষ্ট প্রকার-মাত্র। ইহাতে প্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক হয়। প্রথম ভূমিতে অনুষ্ঠিত সংস্কার-কার্যের ফলে মায়া বা কাম নিবৃত্ত হইলে দ্বিতীয় ভূমির সাধনাতে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ হয়। প্রকৃত দেহসাধনা দ্বিতীয় ভূমির সাধনারই নামান্তর। দেহসাধনার প্রথম লক্ষ্য দেহসিদ্ধি অথবা সিদ্ধদেহলাভ এবং অন্তিমলক্ষ্য রসসিদ্ধি। রতি স্থির না হইলে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রতিসাধনা বিন্দুসাধনারই নামান্তর। বিন্দু অটল না হওয়া পর্যন্ত জীবভাব বর্তমান থাকে। জীবভাব লইয়া প্রকৃতির সঙ্গ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। সাধনার প্রভাবে বিন্দু অটল হইলে বুঝিতে হইবে জীবভাব কাটিয়া ঈশ্বরভাবের উদয় হইয়াছে। ঈশ্বরভাবই স্বামীভাব। তখন প্রকৃতি পুরুষের রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হয়। কিন্তু রসসাধক উহাও বর্জনীয় মনে করেন। কারণ জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ের ঊর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে প্রকৃত রসসাধনা হয় না অর্থাৎ বিন্দু অটল হইলে ঈশ্বরভাব লইয়া যে-সাধনা হয় তাহার অতীত ভূমিতে সিদ্ধি। এইজন্য তৃতীয়টি সিদ্ধভূমি।"[২]

কবিরাজমহাশয়বর্ণিত সাধনা বাংলার বাউলদের মধ্যে প্রচলিত।[৩] এঁদের সাধনা তান্ত্রিক সাধনা। এই সাধনায় সনাতন ধর্মীয় তন্ত্র ও বৌদ্ধ তন্ত্র উভয়ের ধারা মিশেছে। অবশ্য, বাউলের সাধনার সঙ্গে উক্ত উভয়বিধতন্ত্রসম্মত সাধনার মিল যেমন আছে তেমনি প্রভেদও আছে।[৪] বাউল ধর্মকে বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সাধনাংশের একটা বিশিষ্টরূপ মনে করা হয়।[৫]

---

১ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, ১৩৬২

২ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, ১৩৬২

৩ দ্রঃ বাংলার বাউল ও বাউলগান, ১ম সং, ১৩৬৪, পৃঃ ৮১-৮২ ৪ ঐ, চতুর্থ অধ্যায় ৫ ঐ, পৃঃ ৩৭১

বৈষ্ণব সহজিয়া—বৈষ্ণব সহজিয়ারাও তান্ত্রিক সাধক। মহামোহপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় লিখেছেন "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সহজ সাধকগণ পরম্পরা প্রচলিত তান্ত্রিক সাধনার ক্রম ধরিয়াই দেহসাধনা করিতেন।"[১] বৈষ্ণব সহজিয়াদের সহজ সাধন শৃঙ্গাররসাত্মক সাধন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসের মতে[২] 'স্বভাবানুগত সাধনকে সহজ সাধন বলা যেতে পারে। একজন ভোগ ভালবাসে, তাকে যোগপন্থা প্রদান করলে তার স্বভাববিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ভোগের ভিতর দিয়ে যোগপথে উন্নীত করতে পারলেই তা স্বভাবানুগত হওয়ায় 'সহজ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃত নরনারী মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত বিকৃত মানুষ। আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সহজ মানুষ। মানুষধাম নিত্যবৃন্দাবনে সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ সহজমানুষ গোপগোপীগণের সঙ্গে নিত্য মানুষলীলা করছেন।

প্রাকৃত মানুষ সহজ মানুষের সহজভাবের অধিকারী হয়ে স্বরূপে সহজ মানুষের ভজনা করেন। সহজভাবে সহজ-মানুষের এইরূপ সাক্ষাৎ উপাসনাকেই সহজ ভজন বলা হয়।'

'নিত্যবৃন্দাবনে দাস, সখা, গুরু (পিতামাতা), কান্তা এই চতুর্বিধ মানুষ সহজমানুষ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ সেবক। জগতেও এই চারভাবের চারপ্রকার সাধক বর্তমান। এঁদের সাক্ষাৎ উপাসনা সহজ ভজন। কিন্তু রসিকভক্তগণ মধুররসের অন্তরঙ্গ সাধক। তাই, তাঁরা মধুররসের সাক্ষাৎ উপাসনাকেই 'সহজ ভজন' বলে নির্দেশ করেছেন। অতএব, নায়কনায়িকার শৃঙ্গাররসাত্মক সাধন সহজ ভজন।'

সারকথা, বৈষ্ণব সহজিয়ারা রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনকেই সহজ মনে করেন। প্রকৃতি স্বরূপতঃ রাধা আর পুরুষ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁরা প্রকৃতিপুরুষের মিলনের মধ্য দিয়েই সেই সহজকে লাভ করতে চান। এইজন্য এঁদের সাধনা প্রকৃতিসহ শৃঙ্গাররসাত্মক সাধনা।

তন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক উদার প্রভাব—তন্ত্রের একটি বিশেষ প্রভাবের বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ধর্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্র একটি উদার মনোভাবের প্রবর্তন করেছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের তন্ত্রে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সেই সম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দাও আছে। কিন্তু মোটের উপর তন্ত্রে একটা অসাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব এবং শাক্ত সম্প্রদায়েরই কথা ধরা যাক। তন্ত্রশাস্ত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানগত ক্রিয়াকর্মের মিল

১ দেহের সাধনা, হিমাদ্রি, ১৩৬২

২ প্রেমিকগুরু, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৫০-১৫১

এবং ভাবের ক্ষেত্রেও মিল লক্ষ্য করা গেছে। এ ছাড়া উভয়ের উপাস্যের মধ্যে যে কোনো ভেদ নেই তাও স্পষ্ট ভাষাতেই তন্ত্রে বলা হয়েছে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাস্য অভিন্ন—যেমন ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে আছে মহাশক্তিকে বৈষ্ণবেরা কেউ কেউ শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণরূপে, কেউ কেউ আবার চতুর্ভুজ শান্ত মনোহর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুরূপে ধ্যান করেন।[১]

গৌতমীয়কল্পে বলা হয়েছে—যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। যে এঁদের মধ্যে ভেদ দর্শন করে সে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে না।[২]

আবার নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—কৃষ্ণের পরা কান্তা যিনি তিনি এক, তিনিই দুর্গা, তিনিই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরমা শক্তি।[৩]

রাধা ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। আবার দুর্গা ও রাধাতেও ভেদ নাই। উক্ত গ্রন্থে দেখা যায় পার্বতী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—বৃন্দাবন বনে রাসে আমি তোমার বুকে রাধা।[৪]

সম্মোহনতন্ত্রেও দুর্গা ও রাধাকে এক বলা হয়েছে। যিনি নিত্যা পরা অদ্বয়া তিনিই রাধা, তিনিই মহালক্ষ্মী, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা, তিনিই দুর্গা।[৫]

দৃষ্টান্ত আর বাড়াবার প্রয়োজন নাই।

দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা—তন্ত্রে দশমহাবিদ্যা আর বিষ্ণুর দশাবতার যে অভিন্ন তাও দেখান হয়েছে। তোড়লতন্ত্রে বলা হয়েছে[৬]— তারা মীন-অবতার, বগলা কূর্ম-অবতার, ধূমাবতী বরাহ-অবতার, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ-অবতার, ভুবনেশ্বরী বামন-অবতার,

---

১ ধ্যায়ন্তি তাং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামলসুন্দরম্। কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্।
—ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রবচন, দ্রঃ ত ত, পৃঃ ৩৫৩

২ যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে॥
—গৌতমীয়কল্পবচন, দ্রঃ ব্রহ্মসংহিতা ৩-এর জীবগোস্বামীকৃত টীকা

৩ জানাত্যেকা পরা কান্তা সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
—নারদপঞ্চরাত্রবচন, দ্রঃ ঐ

৪ তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।—না প ১।১২।৫৫

৫ যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্। যদ্‌বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাদ্বয়া।
—সম্মোহনতন্ত্রবচন, দ্রঃ ব্রহ্মসংহিতা ৩-এর জীবগোস্বামীকৃত টীকা

৬ তারা দেবী মীনরূপ বগলা কূর্মমূর্তিকা। ধূমাবতী বরাহ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা।
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যান্মাতঙ্গী রামমূর্তিকা। ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্ বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী। স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্তিঃ সমুদ্ভবা।
ইতি তে কথিতং দেবাবতারং দশমেবহি।—তোড়লতন্ত্র, উঃ ১০

মাতঙ্গী শ্রীরাম-অবতার, ত্রিপুরা জামদগ্ন্য রাম-অবতার, ভৈরবী বলরাম-অবতার, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ-অবতার,দুর্গা কল্কি-অবতার আর স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্তি।

এবিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলা হয়েছে— কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালী, শ্রীরাম তারা, বরাহ ভুবনেশ্বরী, নৃসিংহ ভৈরবী, বামন ধূমাবতী, পরশুরাম ছিন্নমস্তা, মৎস্য কমলা, কূর্ম বগলামুখী, বুদ্ধ মাতঙ্গী এবং কল্কি ষোড়শী।[১]

এই ধরণের মতভেদ থাকলেও শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাস্য যে এক এই মূলভাবটি সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় তন্ত্রের এই উদার ভাবটি বাংলার শাক্ত পদাবলীতে অনুসৃত হয়েছে। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ শাক্তপদকর্তা রামপ্রসাদ অগ্রণী। কালীকৃষ্ণে যে ভেদ নেই কবি তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা প্রচার করেছেন।

রাজা রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মের মূলে তন্ত্রপ্রভাব—'বাংলা দেশের আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ব্রাহ্মসম্প্রদায়। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি শৈব বিবাহ করেছিলেন এবং তন্ত্রমতে সাধনা করতেন। রাজার শৈববিবাহের পত্নীর গর্ভজাত পুত্র তাঁর সঙ্গে বিলেতে গিয়েছিলেন।

বলা হয় রাজার তান্ত্রিক দীক্ষার গুরু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ স্বামী হরিহরানন্দ ভারতী। হরিহরানন্দ মহানির্বাণতন্ত্রের টীকা রচনা করেন। রাজা রামমোহনের নিজের হাতে নকল করা এই টীকার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এই পাণ্ডুলিপিতে প্রত্যেক উল্লাসের প্রারম্ভে রাজা লিখেছেন 'ওঁ নমো ব্রহ্মণে' আর নবম উল্লাসের প্রারম্ভে তিনি লিখে রেখেছেন 'শ্রীশ্রীনাথপাদাম্বুজে নিয়তং মতিরস্তু মে।'—শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আমার নিয়ত মতি থাক। রাজা যে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এই উক্তিতে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাকে রাজা রামমোহনপ্রবর্তিত ধর্মের অন্যতম অবলম্বন মনে করা হয়। বলা হয় উক্ত তন্ত্রের প্রথম তিন উল্লাস রাজার ধর্মমতের ভিত্তি।'[২]

রাজার মৃত্যুর পর ব্রহ্মোপাসকসমাজে যে-পরিবর্তন এল তার ফলে তাঁদের মধ্যে মহানির্বাণ-তন্ত্রের প্রভাব আর রইল না। উক্ত তন্ত্রোক্ত একমাত্র ব্রহ্মস্তোত্রটি[৩] ঈষৎপরিবর্তিত আকারে

---

১ কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাদ্ রামমূর্তিশ্চ তারিণী। বরাহো ভুবনা প্রোক্তা নৃসিংহো ভৈরবীশ্বরী॥
ধূমাবতী বামনঃ স্যাচ্ছিন্না ভৃগুকুলোদ্ভবঃ। কমলা মৎস্যরূপঃ স্যাৎ কূর্মস্তু বগলামুখী॥
মাতঙ্গী বৌদ্ধ ইত্যেষা ষোড়শী কল্কিরূপিণী।—মুণ্ডমালাতন্ত্রবচন, দ্রঃ পু চ, তঃ ১, পৃঃ ১৯

২ Gr. L., 3rd Ed., Intro., p. vii; P. T., Part II, 2nd Ed., pp. 557-558; T. T., Vol. XIII, Introduction

৩ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।

তাঁদের উপাসনায় স্থান পেয়েছে। তবে রাজার মৃত্যুর পরেও মহানির্বাণতন্ত্র যে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজে একেবারে অনাদৃত ছিল না তার প্রমাণ ১৮৭৬ খৃঃ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় মহানির্বাণতন্ত্র সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন আদিব্রাহ্মসমাজ।[১]

সংক্ষেপে তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় বেদসংহিতার পরবর্তী যুগের ভারতোদ্ভুত কোনো প্রধান ধর্মই এই প্রভাবমুক্ত নয়। একমাত্র জৈনধর্ম এর ব্যতিক্রম মনে হয়।

নাথসম্প্রদায়ের উপর তন্ত্রের প্রভাব— এ সম্পর্কে নাথধর্মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাথসম্প্রদায় ভারতের একটি অন্যতম প্রধান ধর্মসম্প্রদায়। একদা এই সম্প্রদায় খুবই শক্তিশালী ছিল। "নাথধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধযোগতন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।"[২]

বৌদ্ধতন্ত্র—তবে সনাতন ধর্মের বাইরে তন্ত্রের সব চেয়ে বেশী প্রভাব পড়ে বৌদ্ধধর্মের উপর। এই প্রভাবের ফলে বৌদ্ধধর্মের এক নূতন রূপ দেখা দেয়। একে বলা হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম মহাযান বৌদ্ধমতের থেকে উদ্ভুত। বজ্রযান সহজযান এবং কালচক্রযানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম অনুসৃত হয়েছে। এই তিন যানের সাধারণ নাম মন্ত্রযান।

বজ্রযান ও সহজযান— তবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলতে সাধারণতঃ বজ্রযান এবং সহজযানকেই বুঝায়। বজ্রযানই প্রধান। কেন না সহজযান ও কালচক্রযান বজ্রযানেরই রূপান্তর বিশেষ। বজ্রযানে ও সহজযানে একই গুহ্য সাধনার দুই রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বজ্রযানে দেবতা মন্ত্র মুদ্রা মণ্ডল প্রভৃতি সহ সাধনার বাহ্যানুষ্ঠানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বজ্রযানীদের মতে প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করার জন্য এ-সব অনুষ্ঠানের আবশ্যক।

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্।
পরেশ প্রভো সর্বরূপাপ্রকাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।—মহা ত ৩।৫৯-৬৩

১ T. T., Vol. XIII, Intro. p. VIII

২ নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, ১৯৫০, পৃঃ ১৫৬

সহজযানে অন্তরঙ্গ গুহ্য সাধনার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।[১] 'সহজযানীদের কাছে বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্যই ছিল না।'[২]

কালচক্রযান—পূর্বেই বলা হয়েছে কালচক্রযান বজ্রযানেরই রূপবিশেষ। শ্রীকালচক্র-মূলতন্ত্রে কালচক্রযানের যে-বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় এই মত অনুসারে নরদেহেই আছে ব্রহ্মাণ্ড আর দিন রাত্রি পক্ষ মাস বৎসরাদিতে বিভক্ত কাল আছে প্রাণবায়ুর প্রবাহের মধ্যে। এই গ্রন্থে সহজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং সহজকে লাভ করতে হলে শক্তিসহ যে-যোগসাধনা করতে হয় তারও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বজ্রযানে আর কালচক্রযানে মতের দিক্ দিয়ে কোনো পার্থক্য নাই। তবে কালচক্রযানে যোগের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৩]

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবহেতু—মহাযানী বৌদ্ধদের লক্ষ্য ছিল সর্বমানবের নির্বাণ। এই জন্য আপামরসাধারণকে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা তাঁরা করেন। আর তা করতে গিয়েই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রসম্মত নানা বিশ্বাস নানা আচার অনুষ্ঠান তাঁদের বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। সাধারণ লোকে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে। বহু দেবদেবী আছেন এবং তাঁদের পূজা করলে তাঁদের কৃপায় ইষ্টলাভ হয় ও অনিষ্টপরিহার করা যায় এ তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা বিপন্মুক্ত হওয়া যায়, শত্রুদমনাদি করা যায় এবং মানুষ নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপার সবই জনপ্রিয় তন্ত্রমতের অন্তর্গত। এই সমস্তকে মহাযানীরা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করায় বৌদ্ধধর্মের রূপ বদলে গেল। এই নূতন রূপই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। গৌতমবুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম থেকে এ ধর্ম পৃথক্। পূর্বেই বলা হয়েছে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুসরণকারীরা বজ্রযানী সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রাচার প্রবেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল বুদ্ধের সময় থেকেই। সাধারণ মানুষ স্বভাবসম্মত প্রবৃত্তির পথে ধর্মসাধনা করতে চায় ও করতে পারে। স্বভাববিমুখ কঠোর নিবৃত্তিমার্গী ভিক্ষুধর্মের যথার্থ অধিকারী লোক বেশী মিলে না। অথচ, বুদ্ধদেব নির্বিচারে সব লোককেই ভিক্ষু করতে লাগলেন। ফলে এমন সব লোক ভিক্ষুসঙ্ঘে ঢুকে পড়ল যারা ভিক্ষুধর্ম যথোচিত পালন করতে পারত না। বিনয়পিটকে

১ Bagchi., Evolution of the Tantras, C. Her. I, Vol. IV., P. 220

২ বা ই, পৃঃ ৬৩৭

৩ O. R. C., pp. 26-27

এই-সব ভিক্ষুদের কথা পাওয়া যায়। এরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী, কন্যা, যুবতী এবং ক্রীতদাসীদের ফুলের মালা পাঠাত। এদের সঙ্গে একাসনে বসত, একই মাদুরে একই শয্যায় একই আচ্ছাদনে শয়ন করত। এরা যখন খুশি খেত, তীব্র সুরা পান করত এবং সঙ্গীত ও নৃত্য করত। এসব কথা বুদ্ধদেবের কানে যায় এবং তিনি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত শিষ্যকে ঐ ভিক্ষুদের সম্পর্কে 'পব্বজনীয় কম্ম' করার জন্য অর্থাৎ এদের বহিষ্কৃত করার জন্য পাঠিয়ে দেন।[১] এই শ্রেণীর ভিক্ষুরাই কালে স্বভাবের অনুকূল পথে ধর্মসাধনার যে-মত দেশে প্রচলিত ছিল সেই তন্ত্রমতকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় অর্থাৎ বৌদ্ধ আবরণ দিয়ে তান্ত্রিক সাধনাকে গ্রহণ করে।

বৌদ্ধতান্ত্রিক গুহ্য সাধনার মূলতত্ত্ব— সনাতন ধর্মী তান্ত্রিক সাধনার মতো বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনাও দ্বিবিধ—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ। গুহ্য অন্তরঙ্গ সাধনার মূলতত্ত্ব উভয়তন্ত্রমতে একই রকম। এটি পরম একের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বস্তুতঃ উপনিষৎ-প্রোক্ত অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্ব। সাধারণ-ভাবে বলা যায় সনাতনধর্মী তন্ত্রোক্ত শিবশক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ এবং সামরস্য আর বৌদ্ধতন্ত্রের যুগনদ্ধ এই অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বেরই বিশেষরূপ। যুগনদ্ধ সম্বন্ধে 'পঞ্চক্রম'-এ বলা হয়েছে— দ্বৈত-কল্পনা বর্জনের দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হলে এবং পরমার্থতঃ সংক্লেশ (প্রপঞ্চ) ও ব্যবধান (পরমতত্ত্ব) অবগত হলে যে-একীভাব উপলব্ধ হয় তাই যুগনদ্ধ।[২] আবার বলা হয়েছে প্রজ্ঞা ও করুণার ঐক্য যুগনদ্ধ। এর ক্রম বুদ্ধগোচর।[৩]

সাধনমালার মতে শূণ্যতা ও করুণার ঐক্যবদ্ধ কায়া একের স্বাভাবিক কায়া। একে নপুংসক বলা হয় আবার যুগনদ্ধও বলা হয়।[৪]

আমরা যুগনদ্ধের বিষয় পূর্বেও একবার আলোচনা করেছি। দেখা গেছে শূন্যতা ও করুনা[৫] কিংবা প্রজ্ঞা ও করুণা অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের ভাবকল্পনা শিবশক্তির ভাবকল্পনারই বৌদ্ধরূপ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও মন্তব্য করেছেন "বলা বাহুল্য,

---

১ Vinaya Pitaka, Cullavagga, 1/18, S. B. E., Vol. XVII

২ সংসারনিবৃত্তিশ্চেতি কল্পনাদ্বয়বর্জনাৎ। একীভাবো ভবেদ্ যত্র যুগনদ্ধং তদুচ্যতে।
সংক্লেশং ব্যবধানঞ্চ জ্ঞাত্বা তু পরমার্থতঃ।—পঞ্চক্রমবচন, দ্রঃ O. R. C., p. 32, f. n. 1

৩ প্রজ্ঞাকরুণয়োরৈক্যং জ্ঞা(নং) যত্র প্রবর্ততে। যুগনদ্ধ ইতি খ্যাতঃ ক্রমোঽয়ং বুদ্ধগোচরঃ।—ঐ

৪ একঃ স্বাভাবিকঃ কায়ঃ শূন্যতাকরুণাদ্বয়ঃ। নপুংসকমিতি খ্যাতো যুগনদ্ধ ইতি ক্বচিৎ।
—Sadhanamala, Vol. II, p. 505

৫ মহাযানী গ্রন্থে শূন্যতাকে প্রজ্ঞা বলা হয়েছে আর করুণাকে উপায়। বজ্রযানীরা শূন্যতা তথা প্রজ্ঞাকে স্ত্রী এবং করুণা তথা উপায়কে পুরুষ বলেছেন।—দ্রঃ O. R. C., pp, 30, 33

তন্ত্রশাস্ত্রে শিব ও শক্তির যে স্থান কিংবা যে তাৎপর্য, বজ্রযান ও সহজযানের শূন্য ও করুণা অথবা বজ্র ও কমলেরও অনেকাংশে সেই স্থান ও তাৎপর্য। সুতরাং অর্বাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে যে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা বর্ণিত দেখা যায় অথবা গোপনে বজ্রের সঙ্গে কমলের সংঘটনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে তন্ত্রোক্ত শিবশক্তির মিলনই বুঝিতে হইবে।"[১]

লক্ষ্য করা গেছে সনাতনধর্মী তন্ত্রের একটি বিশিষ্ট মত পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ। এই মত গুহ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনারও সিদ্ধান্তগত অন্যতম মূলভিত্তি। তা ছাড়া অন্তরঙ্গ সাধনায় সনাতন-ধর্মী তন্ত্রোক্ত যৌগিক প্রক্রিয়াদির মতো যৌগিক প্রক্রিয়া অন্তরঙ্গ বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায়ও নির্দিষ্ট হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের উপর তন্ত্রের প্রভাবের কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হল। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

ভারতের বাইরে তন্ত্রের প্রভাব—তন্ত্রের প্রভাব ভারতের বাইরের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

ইহুদীদের মধ্যে—যেমন, ইহুদীদের মধ্যে কব্বলহ্ (Kabbalah) নামে একটি মরমী মত আছে। একে ইহুদী তন্ত্রমত বলা যায়। এই মতের সঙ্গে সূফীমতের ঐতিহাসিক যোগাযোগ এবং প্রকৃত সাদৃশ্য আছে। বর্ণের শক্তি, যাদুমন্ত্র ও কবজতাবিজ, দেবতা থেকে সৃষ্টির প্রকাশ বা বিবর্ত, তন্ত্রের পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের মতো তত্ত্ব, এই-সব উক্ত মতের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত সবই ভারতীয় তন্ত্রবর্ণিত বিষয়।[২]

কব্বলহ্ কথাটার অর্থ পরম্পরা বা সম্প্রদায়ক্রমে প্রাপ্ত মত।[৩]

আমরা লক্ষ্য করেছি তন্ত্রমত গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে বা সম্প্রদায়ক্রমে প্রচারিত হয়। কব্বলহ্ মতে সীমার জগৎ অসীম ঈশ্বরের থেকে নিঃসৃত হয়েছে যেমন কোনো ভাস্বর পদার্থ থেকে রশ্মি নিঃসৃত হয় তেমনি।[৪] এটি তন্ত্রোক্ত বিবর্তবাদ বা পরিণামবাদ। কব্বলহ্ মতে পিণ্ড (Microcosm) এবং ব্রহ্মাণ্ডের (Macrocosm) ঐক্য স্বীকৃত। এটি একটি বিশিষ্ট তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত।

অনুমান করা হয় কব্বলহ্ মিশর থেকে ইউরোপে ছড়ায়। নবম শতাব্দীতে মিশরে এর প্রচলন ছিল, তার পরে ইউরোপে যায়। মিশরের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল অতি

---

১ উত্তরা, কার্তিক, ১৩৩৪ বাং

২ H. B., Vol III, pp. 461-462

৩ দ্রঃ Kabbalah in E. B. ৪ Ibid

প্রাচীনকাল থেকেই। এ রকম অবস্থায় কব্বলহ্ ভারতীয় তন্ত্রমত থেকেই গৃহীত হয়েছে এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হবে না।

খৃষ্টানদের মধ্যে—খৃষ্টানদের ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি তান্ত্রিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অথবা বলা যেতে পারে তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। রোমান ক্যাথলিক-দের ব্যাপ্টিজম্ বা খৃষ্টানকরা ব্যাপারটিতে দেখা যায় পবিত্র জল ছিটান হয়, এ ব্যাপারটিকে তান্ত্রিক অভিষেকক্রিয়ার অনুরূপ বলা যায়। হাত দিয়ে ক্রশ-চিহ্ন রচনা করতে দেখা যায়, একে বলা যায় তান্ত্রিক মুদ্রা। তার পরে 'পিতার নামে ইত্যাদি' (in the name of the Father) বলে মন্ত্র পড়া হয়।[১]

খৃষ্টানদের ইউকেরিষ্ট (Eucharistic Sacrifice) নামে অনুষ্ঠানে যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করা হয় সেই রুটি ও মদকে খৃষ্টের মাংস ও রক্ত মনে করা হয়। খৃষ্টানরা এই রুটি ও মদ খান। এটি তাঁদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ।[২] তান্ত্রিক সাধনায় যে মন্ত্র ও মুদ্রা ব্যবহার করা হয় তাও ভগবতীরই রূপবিশেষ বলে গণ্য।

রোমান ক্যাথলিকদের উপর ভারতীয় তন্ত্রমতের প্রভাব পড়েছিল কি না নির্ণয় করা কঠিন। তবে উপরে বর্ণিত ক্রিয়াকর্মের বিষয় বিবেচনা করলে একটি সিদ্ধান্তের কথা সহজেই মনে আসে—জগতের সর্বত্রই মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত ছিল। মানুষের প্রাচীন ধর্মে সেগুলি প্রভূত পরিমাণে স্থান পায় এবং পরবর্তীকালের লোকপ্রিয় ধর্মমতগুলিতেও সে-সব একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি, কোনো না কোনো আকারে থেকে গেছে।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের অন্যতম উৎস—তন্ত্রে সেই-সব প্রাচীন বিশ্বাস এবং সংস্কার স্থান পেয়েছে এবং অনেক তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের উৎসও সেই-সব বিশ্বাস ও সংস্কার। এই-জন্য ভারতের বাইরের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ড কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়।

এদিক্ দিয়ে বিচার করলে অবশ্য জগতের সব ধর্মেরই মূল উৎস আদিম মানবের বিশ্বাস ও সংস্কার। কাজেই তন্ত্রোক্ত ধর্মেরও সেই একই উৎস। তবে এক্ষেত্রে তন্ত্রমতের বিশেষত্ব আছে। তন্ত্রমতই একমাত্র ধর্মমত যাতে নিম্নতম স্তরের ধর্মবিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম স্তরের ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত সমস্তেরই স্থান আছে এবং সেই অনুসারে সাধনাও বিহিত হয়েছে।

---

১ H. B., Vol. I, P. lxxxvi; Vol. II, p. 275

২ বঙ্গকথা, ১৩২৭, পৃঃ ১০২

তন্ত্রের প্রাচীনত্ব—এই প্রসঙ্গে তন্ত্রের প্রাচীনত্বের প্রশ্নটি এসে পড়ে। মানবের আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারকে, মানবহৃদয়ের বাসনাকামনাকে অবলম্বন করে তন্ত্রমত গড়ে উঠেছে। এই হিসাবে তন্ত্রের প্রাচীনত্বের ঐতিহাসিক পরিমাপ করা যায় না।

আবার শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকদের কাছে তন্ত্র সনাতন। কেন না তন্ত্রের প্রধান বিষয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যেমন সনাতন তেমনি আগমনিগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রও সনাতন।[১] যা সনাতন তার কালনির্ণয়ের প্রশ্নই উঠে না। বিশেষতঃ এঁরা মনে করেন সাধনশাস্ত্র তন্ত্রের প্রামাণিকতা বা গৌরব ঐতিহাসিক কালনির্ণয়ের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এই শাস্ত্রবিহিত সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না তার উপর। এ রকম অবস্থায় তন্ত্রের কালনির্ণয়ের কোনো প্রয়োজনীয়তা এঁরা স্বীকার করেন না।

কিন্তু যাঁরা কোনো শাস্ত্রেরই সনাতনত্ব স্বীকার করেন না তাঁরা যেমন বেদেরও কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেন তেমনি তন্ত্রেরও করেন। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে তন্ত্রের ক্ষেত্রে আরও কঠিন। কেন না তন্ত্র গুহ্য সাধনশাস্ত্র। এ শাস্ত্র গুরুগম্য। লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে গুরুপরম্পরায় বহুকাল চলে এসেছে এরূপ মনে করার হেতু আছে। তন্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে তান্ত্রিক গুরুরা তন্ত্রের পুঁথি পর্যন্ত সম্প্রদায়ের বাইরের লোককে দেখতে দিতেন না। এখনও এমন-সব রক্ষণশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা তন্ত্রের পুঁথি সম্প্রদায়ের বাইরের লোকের হাতে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় সে-পুঁথি কিছুতেই হাতছাড়া করেন না। এর থেকেই অনুমান করা যায় তান্ত্রিক গুরুরা অতান্ত্রিকদের হাতে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমে হয়ত লিপিবদ্ধই করেন নি।

তা ছাড়া তন্ত্রও শ্রুতি বলে গণ্য। শ্রুতি অর্থ যা গুরুমুখে শ্রুত। কাজেই তন্ত্র যে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল গুরুপরম্পরায় সম্প্রদায়ক্রমে চলে এসেছে তা এই শ্রুতি-নামের থেকেও অনুমান করা যায়। তবে কতকাল এরূপ ভাবে চলেছে তা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই।

তন্ত্রের কালবিভাগ—তবু তন্ত্রের মোটামুটি একটা কালবিভাগ করা হয়। যথা[২]

(১) প্রাচীন অথবা বুদ্ধপূর্বযুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এর আরম্ভ।

(২) মধ্যযুগ। বুদ্ধপরবর্তী এই যুগ মোটামুটি ১২০০ খৃঃ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) আধুনিক যুগ। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই যুগের আরম্ভ ধরা যায়।

প্রাচীন যুগ— প্রাচীনযুগের কোনো তন্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় নি। অনুমান এই সময়ে

---

১ Introduction to Karpuradistotra, T. T., Vol. IX, p. 4.

২ Śakta Philosophy: H. Ph. E. W., Ist Ed. Part I, p. 402.

তন্ত্র শ্রুতি-আকারে ছিল। তন্ত্রোক্ত অনেক বস্তুর নিদর্শন এই সময়কার নানা সূত্রে পাওয়া যায়। দেবতা অপদেবতা প্রভৃতির তুষ্টিবিধান, মন্ত্র ওষধি প্রভৃতির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম এ-সব আদিম মানবসমাজে ছিল, বেদসংহিতাতেও এ-সবের নিদর্শন আছে, মোহেঞ্জোদড়োতে মাতৃকাদেবী এবং লিঙ্গযোনিপ্রতীকের পূজা আর মন্ত্রতন্ত্র কবচতাবিজে বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া গেছে। আমরা পূর্বেই এ-সবের উল্লেখ করেছি।

বৈদিক যাগযজ্ঞে মদ্যমাংসাদির ব্যবহারের কথাও আমরা পঞ্চমকারসাধনার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

আরও কোনো কোনো তান্ত্রিক বস্তুর পূর্বরূপ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। ষট্‌কর্মের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'ফট্' অনেক তান্ত্রিক মন্ত্রের অংশ বিশেষ। তন্ত্রমতে ফট্ অস্ত্রবীজ। বাজসনেয়ি-সংহিতায়[১] এই ফট্-শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করেন তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটি সুস্পষ্ট তান্ত্রিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।[২] সায়ণের মতে মন্ত্রটি আভিচারিক ক্রিয়া সম্পর্কিত।[৩]

বাংলাদেশের সিদ্ধ তান্ত্রিক মহাপুরুষেরা কেউ কেউ পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে সাধনা করতেন। দুটি চণ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালের মুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড এবং একটি সর্পের মুণ্ড দিয়ে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত হয়।[৪] এর পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া যায় বৈদিক যজ্ঞের অগ্নিবেদীরচনার ব্যাপারে। শতপথব্রাহ্মণে আছে[৫] একটি মানুষ নিয়ে মোট পাঁচটি প্রাণী বলি দিয়ে তাদের মুণ্ডের উপর অগ্নিবেদী রচনা করতে হবে এবং এই প্রাণীদের দেহ জলে ফেলে দিতে হবে আর সেই জলের থেকে বেদীর ইঁট তৈরির কাদা আনতে হবে। এরূপ করলে বেদী স্থায়ীভাবে শক্তিশালী হবে।[৬]

কুণ্ডলীযোগের সূচনা—কুণ্ডলিনীযোগ তন্ত্রমতের একটি বিশিষ্ট সাধনা। লক্ষ্য করা গেছে এই সাধনার অন্যতম প্রধান অবলম্বন সুষুম্না নাড়ী। দেখা গেছে কঠোপনিষদে[৭] ও ছান্দোগ্যোপনিষদে[৮] সুষুম্নার বর্ণনা আছে। উপনিষদে যে ভাবটি বীজাকারে আছে তাই পরবর্তীকালে কুণ্ডলীযোগের আকারে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছে এরূপ অনুমান করা যায়।

---

১ বা সং ৭।৩

২ খট্ ফট্ জহি। ছিন্ধী ভিন্ধী হন্ধী কট্। ইতি বাচঃ ক্রূরাণি।—তৈ আ ৪।২৭

৩ দ্রঃ ঐ সায়ণভাষ্য

৪ সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১ম সং, পৃঃ ৫৪ ৫ শ ব্রা ৬।২।১।৩৭-৩৯ ; ৭।৫।২।১-৩

৬ R. Pb. V. U, 1925, p. 282 ৭ ক উপ ২।৩।১৬ ৮ ছা উপ ৮।৬।৬

প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজার সূচনা— বুদ্ধপূর্বযুগেই যে প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

মধ্যযুগ—বুদ্ধপূর্ববর্তী যুগে তন্ত্রোক্ত যে-সব বস্তু লক্ষ্য করা গেল তা বুদ্ধের সময়েও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসূত্রে দেবতার উদ্দেশ্যে রক্তদান, যাদুমন্ত্রের দ্বারা লোকের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বিধান, পশুপক্ষীর শব্দজ্ঞান প্রভৃতি নানারকম বিদ্যা, ভূতসিদ্ধি প্রভৃতি নানারকম লোকায়ত্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধ এই-সবের তীব্র নিন্দা করেছেন।[১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি দীঘনিকায়ের শিলক্‌খন্ধবগ্‌গ-এ অন্যান্য বহু বস্তুর সঙ্গে সূর্য, সিরি (শ্রী) এবং মহা একের (অনুমান করা হয় ইনি ধরিত্রীমাতা) পূজা নিষেধ করা হয়েছে। তার অর্থ তখন দেশে ঐ দেবতাদের পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল।

বুদ্ধের সময়ে তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের মতো আভিচারিক ক্রিয়াদির প্রচলন ছিল।[২] ঐ সময়ে 'ইদ্ধি' বা ঋদ্ধি অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই-এর অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাবগ্‌গ-এ এক গৃহস্থের সমগ্র পরিবারের 'ইদ্ধি'র কথা আছে।[৩]

বুদ্ধের এক শিষ্য ছিলেন ভিক্ষু ভারদ্বাজ। তিনি একবার কোনো কিছুর সাহায্য না নিয়ে শূন্যমার্গে উপরে উঠে এক শ্রেষ্ঠীদত্ত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আসেন। এরূপ 'ইদ্ধি' দেখাবার জন্য বুদ্ধ তাঁকে খুব তিরস্কার করেন।[৪]

ঐ সময়ে অনেক লোক মড়ার মাথার খুলি ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করত, 'চুল্লবগ্‌গ'-এ তার নিদর্শন আছে।[৫]

বুদ্ধের সময়ে অনেক শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা মনে করতেন পরিপূর্ণ ভোগের মধ্য দিয়ে নির্বাণলাভ করা যায়।[৬]

কথাবত্থুতে (কথাবস্তু) মৈথুনকে ধর্ম বলা হয়েছে অর্থাৎ মৈথুনকে ধর্মসাধনার অঙ্গ বলা হয়েছে।[৭]

---

১ Sadhanmāla, Vol. II, pp. XVI-XVII and f. n. I ; Dialogues of the Buddha Part I, pp. 17-26

২ দ্রঃ ব্রহ্মজালসুত্ত ১।২৬

৩ Mahavagga, VI/ 34, See S. B. E, Vol. XVII

৪ Vinaya Pitaka. Cullavagga, V/8 দ্রঃ S. B. E, Vol. XX

৫ Ibid V/10 ৬ Dialogues of the Buddha, Part I, pp. 49-50

৭ একাধিপ্পায়েন মেথুনো ধম্মো পটিসেবিতব্বো। অরহন্তানং বণ্ণেন অমনুস্‌সা মেথুনং ধম্মং পটিসেবন্তীতি।—কথাবত্থু ২৩।১-২

মজ্‌ঝিমনিকায়-এ (Cūḷadhammasamādāna Suttam, the Majjhima-Nikāya, Vol. I, p. 305) একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে যারা রিরংসাবৃত্তিকে দূষণীয় মনে করত না। অবশ্য এরা ভোগকে ধর্মসাধনার অঙ্গ মনে করত কি না গ্রন্থে তা স্পষ্ট বলা হয় নি।[১]

স্বয়ং বুদ্ধ পরমদিট্‌ঠধম্মনিব্বানবাদের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপভোগের মধ্য দিয়ে নির্বাণলাভ করা যায় তাঁর সময়ে প্রচলিত এই মতবাদের উল্লেখ করেছেন।[২]

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরকে বুদ্ধের সমসাময়িক মনে করা হয়। স্থানাঙ্গসূত্রে[৩] মহাবীর সায়বাদী এক ভোগাভিমুখ ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় এদের মধ্যে তন্ত্রাচার প্রচলিত ছিল।

উত্তরাধ্যয়নসূত্রে[৪] রোগনাশক মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রকৃতাঙ্গে[৫] এমন সব লোকের কথা আছে যারা মানুষের ভাগ্য বলে দিত, সুখ বা দুঃখের বিধান করত, আথর্বণি-মন্ত্রের প্রয়োগ করত।

অশোকের শিলালেখে তান্ত্রিক বর্ণ—পণ্ডিত শামশাস্ত্রী দেবনাগরী লিপির উৎপত্তি নির্ণয়[৬] করতে গিয়ে লিখেছেন তান্ত্রিক রেখাচিত্র (hieroglyphics) বা যন্ত্র থেকে দেবনাগরী লিপির উদ্ভব হয়েছে। অশোকের শিলালেখে যে-লিপি ব্যবহৃত হয়েছে সেই লিপিই কোনো কোনো তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অশোকের শিলালেখে একার ত্রিকোণাকৃতি, যথা △। তন্ত্রেও একারকে ত্রিকোণ[৭] বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ত্রিকোণোদ্ভব।[৮] ভাস্কররায় সেতুবন্ধে লিখেছেন[৯] সম্প্রদায়বিদেরা দেবনাগরী অক্ষর 'এ' ত্রিকোণাকারে লেখেন।

অনুমান করা যায় যখন দেশে অশোকের শিলালেখের লিপি প্রচলিত ছিল তখন

---

১ দ্রঃ A. T., I. H. Q., Vol. VI, p. 128

২ Dialogues of the Buddha, Vol. II., pp. 49-50 ; দীঘনিকায় ১।৩।১৯-২০, ১৩।২৭-২৮

৩ স্থানাঙ্গসূত্র, ৪।৪, ref. Barua : A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, pp. 197, 337

৪ উত্তরাধ্যয়নসূত্র, Jaina Sutras, S. B. E., Vol. XLV, p. 108

৫ সূত্রকৃতাঙ্গ ২।২, Ibid, p. 366

৬ The Origin of the Devanagari Alphabet I. A , 1906

৭ দ্রঃ তন্ত্রাভিধানের অন্তর্গত প্রকারান্তরমন্ত্রাভিধান, T. T., Vol. I.

৮ যদেকাদশমাধারং বীজং কোণত্রয়োদ্ভবম্।—বা নি ১।৬

৯ নাগরলিপ্যাং সাম্প্রদায়িকৈরেকারস্য ত্রিকোণাকারতয়ৈব লেখনাৎ।—ঐ, সে ব

তন্ত্রাচারও প্রচলিত ছিল। নৈলে যে-লিপি প্রচলিত নেই তন্ত্রে সে-লিপির বিবরণ থাকত না বা তা লেখারও নির্দেশ দেওয়া হত না। বর্ণোদ্ধার প্রভৃতি তন্ত্রে[১] বর্ণের যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার থেকেও আমাদের অনুমান সমর্থিত হয়। বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে বঙ্গাক্ষরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায় এই তন্ত্র বাংলাদেশে রচিত এবং যখন রচিত হয় তখন বাংলা দেশে বঙ্গাক্ষরই প্রচলিত ছিল, সেইজন্য তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[২] নানা রকম যাদুমন্ত্রাদির উল্লেখ আছে।

প্রাচীন তন্ত্র—খৃষ্ট পূর্বাব্দের কোনো তন্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় নি। যে-সব তন্ত্র পাওয়া গেছে তা সবই খৃষ্টজন্মের পরের রচনা।

তন্ত্রের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন আগমশ্রেণীর তন্ত্র। অনুমান করা হয় আগম প্রথম পাঁচছয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে কুশানযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সময়ে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়।[৩]

এই আগমের মধ্যে শৈব আগম এবং বৈষ্ণব আগম উভয়ই ছিল। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় লিপিতে লেখা শৈবাগমের কয়েকখানা পুঁথি পাওয়া গেছে। কিন্তু পণ্ডিতদের অনুমান অন্ততঃ গুপ্তযুগে শৈবাগমের উদ্ভব হয়।[৪]

জয়াখ্যসংহিতা একখানি বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র আগম। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে গ্রন্থখানি রচিত হয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।[৫]

এই সময়ে শৈব তন্ত্র থেকে পৃথক্ কোনো শাক্ত তন্ত্র প্রচলিত ছিল কি না নিশ্চয় করে জানা যায় না। তবে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে উৎকীর্ণ (আনুমানিক ৪২৪-২৫ খৃঃ) বিশ্ববর্মার শিলালেখের প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় কোনো না কোনো শাক্তত্ন্ত্র প্রচলিত ছিল। উক্ত শিলালেখের[৬] বিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

শাক্তত্ন্ত্রের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় আরও পরে। গুপ্তলিপিতে লেখা কুব্জিকামততন্ত্রের একখানি পুঁথি নেপাল দরবারের সংগ্রহশালায় আছে। কাজেই অন্ততঃ এই সময় থেকে শাক্ততন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে এ কথা বলা চলে। তবে গ্রন্থখানির রচনাকাল আরও পূর্ববর্তী হতে পারে। কারণ তন্ত্রের মতো সম্প্রদায়গত শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে শ্রুতির আকারে প্রচলিত থাকা সম্ভবপর।

---

১ দ্রঃ প্রা তো. কাণ্ড ১, পরিঃ ৭ ২ অর্থশাস্ত্র ১৪।৩

৩ Evolution of the Tantras, C. Her. I., Vol. IV., p. 216 ৪ Ibid, p. 215

৫ Jayākhya Samhitā, Foreward, pp. 26-34.

৬ C. I. I., Vol. III pp. 76-78

আসল কথা অন্য তন্ত্রের মতো শাক্ততন্ত্রেরও উদ্ভবের সুনির্দিষ্ট কালনির্ধারণ করা যায় না। অনুমান করা হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে শাক্ততন্ত্র তার সুনির্দিষ্টরূপ নিয়ে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।[১]

যামলশ্রেণীর তন্ত্রও বেশ প্রাচীন। ডঃ বাগচির মতে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এই শ্রেণীর তন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হবে না।[২]

মোটের উপর বলা যায় মধ্যযুগেই সব চেয়ে বেশী তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়। বেশীর ভাগ প্রামাণ্য আকর গ্রন্থ, এই-সব গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত নিবন্ধগ্রন্থ এবং প্রামাণ্য আকরগ্রন্থের টীকা এই যুগেই রচিত হয়।[৩]

আধুনিক যুগ—আধুনিক যুগেও বহু তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে অল্প কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছাড়া বাকী সবই দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা। এই-সব গ্রন্থের মধ্যে আছে নিবন্ধ-গ্রন্থ, পদ্ধতিগ্রন্থ এবং বিবিধ বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ।[৪]

তন্ত্রগ্রন্থ— তন্ত্রগ্রন্থের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ (১) মুসলমানশাসন প্রভৃতি নানা কারণে অনেক তন্ত্রগ্রন্থ নষ্ট হয়ে যায় (২) তন্ত্রশাস্ত্র গোপন শাস্ত্র বলে মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও অনেক সাধক তন্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত করতে দেন নি। আর এমনও হয়েছে এ রকম সাধকের মৃত্যুর পর তাঁদের বংশধরেরা পুঁথিগুলির পূজো করেছেন কিন্তু সে-গুলো রক্ষা করার কোনো চেষ্টা করেন নি। ফলে কালক্রমে অনেক পুঁথি জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই তন্ত্রও লোপ পেয়েছে।

আকরগ্রন্থ ও নিবন্ধগ্রন্থ— তন্ত্রগ্রন্থগুলির মোটামুটি দুটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়— আকরগ্রন্থ আর নিবন্ধগ্রন্থ। বলা হয় আকরগ্রন্থ শিবাদি-দেবতাপ্রোক্ত আর নিবন্ধগ্রন্থ মানবরচিত।[৫]

আকরগ্রন্থ—কোনো কোনো তন্ত্রে আকরগ্রন্থের নাম করা হয়েছে বা বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ত্রের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সম্মোহতন্ত্রবর্ণিত[৬] নিম্নোক্ত তালিকার উল্লেখ করা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় এ তালিকায় কোনো বিশেষ তন্ত্রের নাম দেওয়া হয়নি, শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। যথা শৈবতন্ত্র— তন্ত্র ৩২,

১ Evolution of the Tantras, C. Her. I., Vol IV, p. 219

২ Ibid, p. 216

৩ Śākta Philosophy, H. Ph. E. W., p. 402 ৪ Ibid

৫ Introduction, Taratantram, p. 1.

৬ Evolution of the Tantras, C. Her. I, Vol. IV, pp. 221, 222

উপতন্ত্র ৩২৫, সংহিতা ১০, অর্ণব ৫, যামল ২, ডামর ৩, উদ্দাল ১, উড্ডীশ ২, কল্প ৮, উপসংখ্যা ৮, চূড়ামণি ২, চিন্তামণি ২, বিমর্ষিণী ২

বৈষ্ণবতন্ত্র— তন্ত্র ৭৫, উপতন্ত্র ২০৫, কল্প ২০, সংহিতা ৮, অর্ণবক ১, কক্ষপুটী ৫, চূড়ামণি ৮, চিন্তামণি ২, উড্ডীশ ২, ডামর ২, যামল ১, পুরাণ ৫, তত্ত্ববোধ-বিমর্ষিণী ৩, অমৃততর্পণ ২

সৌরতন্ত্র— তন্ত্র ৩০, উপতন্ত্র ৯৬, সংহিতা ৪, উপসংহিতা ২, পুরাণ ৫, কল্প ১০, কক্ষপুটী ২, তত্ত্ব ৩, বিমর্ষিণী ৩, চূড়ামণি ৩, ডামর ২, যামল ২, উদ্দাল ২, অবতার ২, উড্ডীশ ২, অমৃত ৩, দর্পণ ৩ এবং কল্প ৩

গাণপত্যতন্ত্র—তন্ত্র ৫০, উপতন্ত্র ২৫, পুরাণ ২, সাগর ৩, দর্পণ ৩, অমৃত ৫, কল্পক ৯, বিমর্ষিণী ২, তত্ত্ব ২, উড্ডীশ ২, চূড়ামণি ৩, চিন্তামণি ৩, ডামর ১, চন্দ্রযামল ১ এবং পাঞ্চরাত্র ৮

বৌদ্ধতন্ত্র—(মূলের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায় না) অবতর্ণক ৫, সূক্ত ৫, চিন্তামণি ২, পুরাণ ৯, উপসংজ্ঞা ৩, কক্ষপুটী ২, কল্পদ্রুম ৩, কামধেনু ২, স্বভাব ৩ এবং তত্ত্ব ৫

বিশেষভাবে চোখে পড়ে এই তালিকায় শাক্ততন্ত্রের পৃথক্ উল্লেখ করা হয় নি। এর কারণ নির্ণয় করা কঠিন। হয়ত সম্মোহতন্ত্র শাক্ততন্ত্রকে শৈবতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। উক্ত তন্ত্র রচনার সময়ে দেশে বিভিন্ন নামে বহুতন্ত্র প্রচলিত ছিল উদ্ধৃত তালিকা থেকে এর বেশী কিছু আর উদ্ধার করাও আজকের দিনে সম্ভবপর মনে হয় না।

ক্রান্তাভেদে তন্ত্র—আমরা পূর্বেই ক্রান্তাভেদে তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করেছি। মহাসিদ্ধসারতন্ত্রে[১] তন্ত্রের ক্রান্তানুযায়ী একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। যথা—

বিষ্ণুক্রান্তার তন্ত্র— সিদ্ধীশ্বর কালীতন্ত্র কুলার্ণব জ্ঞানার্ণব নীলতন্ত্র ফেৎকারী (ফেৎকারিণী) দেব্যাগম উত্তর শ্রীক্রম সিদ্ধিযামল মৎস্যসূক্ত সিদ্ধসার সিদ্ধিসারস্বত বারাহী যোগিনী গণেশবিমর্ষিণী নিত্যাতন্ত্র শিবাগম চামুণ্ডা মুণ্ডমালা হংসমহেশ্বর নিরুত্তর কুলপ্রকাশক দেবীকল্প গন্ধর্ব ক্রিয়াসার নিবন্ধ স্বতন্ত্র সম্মোহন তন্ত্ররাজ ললিতা রাধা মালিনী রুদ্রযামল বৃহৎশ্রীক্রম গবাক্ষ সুকুমুদিনী বিশুদ্ধেশ্বর মালিনীবিজয় সময়াচার ভৈরবী যোগিনীহৃদয় ভৈরব সনৎকুমার যোনি তন্ত্রান্তর নবরত্নেশ্বর কুলচূড়ামণি ভাবচূড়ামণি দেবপ্রকাশ কামাখ্যা কামধেনু কুমারী ভূতডামর যামল ব্রহ্মযামল বিশ্বসার মহাকাল কুলোড্ডীশ কুলামৃত কুব্জিকা যন্ত্রচিন্তামণি কালীবিলাস এবং মায়াতন্ত্র।

রথক্রান্তার তন্ত্র—চিন্ময় মৎস্যসূক্ত মহিষমর্দিনী মাতৃকোদয় হংসমহেশ্বর মেরু মহানীল

১ Introduction to Tantrābhidhāna, T. T. Vol. I, pp. ii—iv

মহানির্বাণ ভূতডামর দেবডামর বীজচিন্তামণি একজটা বাসুদেবরহস্য বৃহদ্গৌতমীয় বর্ণোদ্ধৃতি ছায়ানীল বৃহদ্‌যোনি ব্রহ্মজ্ঞান গরুড় বর্ণবিলাস বালাবিলাস পুরশ্চরণচন্দ্রিকা পুরশ্চরণ-রসোল্লাস পঞ্চদশী পিচ্ছিলা প্রপঞ্চসার পরমেশ্বর নবরত্নেশ্বর নারদীয় নাগার্জুন যোগসার দক্ষিণামূর্তি যোগস্বরোদয় যক্ষিণীতন্ত্র স্বরোদয় জ্ঞানভৈরব আকাশভৈরব রাজরাজেশ্বরী রেবতী সারস ইন্দ্রজাল কৃকলাসদীপিকা কঙ্কালমালিনী কালোত্তম যক্ষডামর সরস্বতী সারদা শক্তিসঙ্গম শক্তিকাগমসর্বস্ব সম্মোহিনী আচারসার চীনাচার ষড়াম্নায় করালভৈরব যোড়া মহালক্ষ্মী কৈবল্য কুলসদ্ভাব সিদ্ধিতদ্ধরি কৃতিসার কালভৈরব উড্ডামরেশ্বর মহাকাল এবং ভূতভৈরব।

অশ্বক্রান্তার তন্ত্র—ভূতশুদ্ধি গুপ্তদীক্ষা বৃহৎসার তত্ত্বসার বর্ণসার ক্রিয়াসার গুপ্ততন্ত্র গুপ্তসার বৃহৎতোড়ল বৃহন্নির্বাণ বৃহৎকঙ্কালিনী সিদ্ধাতন্ত্র কালতন্ত্র শিবতন্ত্র সারাৎসার গৌরীতন্ত্র যোগতন্ত্র ধর্মকতন্ত্র তত্ত্বচিন্তামণি বিন্দুতন্ত্র মহাযোগিনী বৃহদ্‌যোগিনী শিবার্চন সম্বর শূলিনী মহামালিনী মোক্ষ বৃহন্মালিনী মহামোক্ষ বৃহন্মোক্ষ গোপীতন্ত্র ভূতলিপি কামিনী মোহিনী মোহন সমীরণ কামকেশর মহাবীর চূড়ামণি গুর্বর্চন গোপ্য তীক্ষ্ণ মঙ্গলা কামরত্ন গোপলীলা-মৃত ব্রহ্মাণ্ড চীন মহানিরুত্তর ভূতেশ্বর গায়ত্রী বিশুদ্ধেশ্বর যোগার্ণব ভেরুণ্ডা মন্ত্রচিন্তামণি যন্ত্রচূড়ামণি বিদ্যুল্লতা ভুবনেশ্বরী লীলাবতী বৃহৎচীন কুরঙ্গ জয়রাধামাধব উজ্জাসক ধূমাবতী এবং শিব।

দেখা যাচ্ছে কয়েকখানি তন্ত্রকে একাধিক ক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন মৎস্যসূক্ত হংসমহেশ্বর ভূতডামর এবং মহাকাল বিষ্ণুক্রান্তা ও রথক্রান্তা উভয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ক্রিয়াসার বিষ্ণুক্রান্তা অশ্বক্রান্তা উভয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ক্রান্তা ভৌগলিক বিভাগ। সে দিক্ দিয়ে দেখলে একই তন্ত্রের একাধিক বিভাগে প্রচলিত থাকা অসাধারণ কিছুই নয়।

আলোচ্য বিভাগ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে তবে মোটের উপর এই বিভাগ সবাই স্বীকার করেন।

কুলতন্ত্র— বামকেশ্বরতন্ত্রে চৌষট্টিখানা কুলতন্ত্রের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। যথা—মহামায়া শম্বর যোগিনী জালশম্বর তত্ত্বশম্বর ভৈরবাষ্টকতন্ত্র (অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধ উন্মত্ত কপালী ভীষণ এবং সংহার এই অষ্টভৈরবপ্রতিপাদক অষ্টতন্ত্র অথবা সিদ্ধিভৈরব বটুকভৈরব কংকালভৈরব যোগিনীভৈরব মহাভৈরব শক্তিভৈরব মায়িকভৈরব ভৈরব এবং কালাগ্নিভৈরব এই অষ্টভৈরবপ্রতিপাদক অষ্টতন্ত্র) বহুরূপাষ্টকতন্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী বারাহী নারসিংহী কৌমারী ঐন্দ্রী এবং শিবদূতী এই অষ্ট-দেবীপ্রতিপাদক আটখানা তন্ত্র যামলাষ্টক অর্থাৎ ব্রহ্মযামল বিষ্ণুযামল রুদ্রযামল

লক্ষ্মীযামল উমাযামল স্কন্দযামল গণেশযামল ও জয়দ্রথযামল এই আটখানা যামল চন্দ্রজ্ঞান বাসুকি (পাঠান্তর মালিনী) মহাসম্মোহন মহোচ্ছুষ্ম বাতুল বাতুলোত্তর হৃদ্ভেদ তন্ত্রভেদ গুহ্যতন্ত্র কামিক কলাবাদ তন্ত্রভেদ গুহ্যতন্ত্র কামিক কলাবাদ কলাসার কুব্জিকামত তন্ত্রোত্তর বীণা স্রোতল স্রোতলোত্তর পঞ্চামৃত রূপভেদ ভূতোড্ডামর কুলসার কুলোড্ডীশ কুলচূড়ামণি সর্বজ্ঞানোত্তর মহাকালীমত মহালক্ষ্মীমত সিদ্ধযোগেশ্বরীমত কুরূপিকামত দেবরূপিকামত সর্ববীরমত বিমলামত পূর্বাম্নায় পশ্চিমাম্নায় দক্ষিণাম্নায় উত্তরাম্নায় ঊর্ধ্বাম্নায় বৈশেষিক জ্ঞানার্ণব বীরাবলি অরুণেশ মোহিনীশ বিশুদ্ধেশ্বর।

লক্ষণীয় এই তালিকায় কোনো কোনো তন্ত্রের একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

তন্ত্রতত্ত্বোক্ত তালিকা— তন্ত্রতত্ত্বে[১] তন্ত্রগ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় বিষ্ণুক্রান্তাদি ক্রান্তাত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত তন্ত্রের অতিরিক্ত যে-সব তন্ত্রের উল্লেখ আছে শুধু সেই-সব তন্ত্রের নামগুলি এখানে অকারাদিক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল—অঘোর-ভৈরব অঘোরভৈরবী অদ্বৈততন্ত্র অন্নদাকল্প অন্নপূর্ণাকল্প অভিচারকবচ আগমকল্পদ্রুম আগমতত্ত্ববিলাস আগমসন্দর্ভ আগমসার আগমার্ণব আগমাদ্বৈতনির্ণয় আদিত্যহৃদয় উৎপত্তিতন্ত্র উত্তরকামাখ্যা উত্তরযামল উমাযামল ঊর্ধ্বাম্নায় একবীরাকল্প একবীরাতন্ত্র কমলাতন্ত্র কমলাবিলাস কাত্যায়নীকল্প কাত্যায়নীতন্ত্র কামরূপদীপিকা কামাখ্যাতন্ত্র কামাখ্যাদর্পণ কামাখ্যাপ্রয়োগ কালিকোল্লাস কালিকার্চনচন্দ্রিকা কালীকল্প কালীকুলসদ্ভাব কালীকুলসর্বস্ব কালীকুলার্ণব কালীকুলামৃত কালীক্রম কালীহৃদয় কালোত্তর কুমারীকল্প কুলকল্পলতা কুলমূলাবতার কুলসার কুলসুন্দর কুলসূত্র কুলাচার কৃত্যাতত্ত্ব কৃত্যাপ্রয়োগ কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা কৌমারীবিলাস কৌলকৃত্যতত্ত্ব কৌলার্চনদীপিকা কৌলাবলী ক্রমচন্দ্রিকা ক্রমদীপিকা ক্রিয়াযোগসার গুপ্ত-সাধন গুপ্তার্ণব গুরুতন্ত্র গূঢ়ার্থদীপিকা গৌতমীয়তন্ত্র গৌরীযামল ঘেরণ্ডসংহিতা চণ্ডিকার্চন-চন্দ্রিকা চক্রমুকুর চক্রবিচার চক্রেশ্বর জ্ঞানতন্ত্র ডামর ডামরসূত্র তন্ত্রকৌমুদী তন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রদীপিকা তন্ত্রপ্রমোদ তন্ত্ররত্ন তন্ত্রসাগরসংহিতা তন্ত্রসার তন্ত্রাদর্শ তান্ত্রিকদর্পণ তারাখণ্ড তারাতন্ত্র তারার্ণব তারানিগম তারাপ্রদীপ তারাভক্তিসুধার্ণব তারারহস্য তারাসার তোড়লতন্ত্র ত্রিপুরাকল্প ত্রিপুরার্ণব ত্রিপুরাসার ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় ত্রৈলোক্যসম্মোহন দক্ষিণা-মূর্তিকল্প দত্তাত্রেয়যামল দুর্গাকল্প দেবীযামল নন্দিকেশ্বরসংহিতা নাগার্জুন নারদপঞ্চরাত্র নারদীয় নারায়ণায়ক নারায়ণীতন্ত্র নিগমকল্পদ্রুম নিগমকল্পলতা নিগমকল্পসার নিগমতত্ত্ব-রত্ন নিগমতত্ত্বসার নিগমসার নিত্যাপ্রয়োগসার নির্বাণতন্ত্র নির্বাণসংহিতা নৃসিংহকল্প পরদেবীরহস্য পরমহংসপটল পার্বতীতন্ত্র পীঠরত্নাকর পুরশ্চরণবোধিনী পূজাসার প্রয়োগসার

১ ত ত, পৃঃ ৩৮৮-৩৯১

ফেৎকারতন্ত্র বালাবিলাস বুদ্ধতন্ত্র ভক্তিসুধার্ণব ভগবদ্‌ভক্তিবিলাস ভীমপরাক্রম ভুবনেশ্বরী-পারিজাত ভৈরবকোষ ভৈরবযামল ভৈরবসংহিতা ভৈরবানন্দসার মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ মন্ত্রদর্পণ মন্ত্রমহোদধি মন্ত্রমুক্তাবলী মন্ত্ররত্ন মন্ত্ররত্নাবলী মহাকপিলপঞ্চরাত্র মহাকাল-মোহিনীতন্ত্র মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্র মাতঙ্গীতন্ত্র মাতৃকাভেদ মানসোল্লাস মৃড়াণীতন্ত্র যোগচিন্তামণি যোগিনীহৃদয় রামার্চনচন্দ্রিকা রেবাতন্ত্র লক্ষসাগর লক্ষ্মীকুলার্ণব লিঙ্গার্চন বর্ণভৈরব বরদাতন্ত্র বামকেশ্বর বামদেবতন্ত্র বায়বীয়সংহিতা বিজয়াতন্ত্র বিদ্যানন্দনিবন্ধ বিদ্যোৎ-পত্তিতন্ত্র বিমলাতন্ত্র বিষ্ণুযামল বিষ্ণুরহস্য বীরতন্ত্র বীরভদ্র বৃহৎতন্ত্রসার বৃহদ্রুদ্রযামল বৃহন্নীল বৃহন্মায়া বেহায়সীমন্ত্রকোষ ব্যোমকেশসংহিতা ব্যোমরত্নতন্ত্র শক্তিতন্ত্র শক্তিযামল শম্ভুসংহিতা শাক্তক্রম শাক্তানন্দতরঙ্গিণী শাবরতন্ত্র শাম্ভবীতন্ত্র শারদাতন্ত্র শারদাতিলক শাশ্বততন্ত্র শিখরিণীতন্ত্র শিবতাণ্ডব শিবধর্ম শিবরহস্য শিবসংগ্রহ শিবসূত্র শৈবরত্ন শ্যামাকল্পলতা শ্যামার্চনচন্দ্রিকা শ্যামাপ্রদীপ শ্যামারহস্য শ্যামাসপর্যা শ্যামাসপর্যাক্রম শ্যামাসপর্যাবিধি শ্রীকুলার্ণব শ্রীক্রমসংগ্রহ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি শ্রীরামসংগ্রহ ষট্‌কর্মদীধিতি ষট্‌কর্মদীপিকা ষোড়শীসংহিতা সময়াতন্ত্র সারচিন্তামণি সারসংগ্রহ সারসমুচ্চয় সিদ্ধলহরীতন্ত্র সিদ্ধবিদ্যা-দীপিকা সিদ্ধান্তসার সিদ্ধিতন্ত্র সিদ্ধেশ্বরীতন্ত্র সিংহবাহিনীতন্ত্র স্কন্দযামল স্বচ্ছন্দমাহেশ্বর সারস্বততন্ত্র হংসপারমেশ্বরতন্ত্র হনুমৎকল্প হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং হরগৌরীসংবাদ।

নিবন্ধগ্রন্থ—তন্ত্রতত্ত্বের তালিকায় আকর এবং নিবন্ধ উভয় প্রকার গ্রন্থেরই নাম দেওয়া হয়েছে। সাধকদের কাছে নিবন্ধগ্রন্থের মর্যাদা আকরগ্রন্থের চেয়ে কম নয়। তন্ত্রসার প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থ অতিশয় প্রামাণ্য বলে গণ্য হয়। তা ছাড়া সাধনার ক্ষেত্রে নিবন্ধগ্রন্থের উপযোগিতা বেশী। নিবন্ধগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। সাধারণভাবে বলা যায় উপরের তালিকায় চন্দ্রিকা দীধিতি দীপিকা সংগ্রহ প্রভৃতি-যুক্ত নামগুলি নিবন্ধগ্রন্থের। কালিকার্চনচন্দ্রিকা কৌলাবলীনির্ণয় তারাভক্তিসুধার্ণব তারারহস্য তন্ত্রসার ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় পুরশ্চর্যার্ণব প্রাণতোষণী (প্রাণতোষিণী) শাক্তপ্রমোদ শাক্তানন্দতরঙ্গিণী শারদাতিলক শ্যামারহস্য শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি হরতত্ত্বদীধিত প্রভৃতি নামকরা নিবন্ধগ্রন্থ।
নিবন্ধগ্রন্থগুলি বেশীরভাগই বাংলাদেশে রচিত হয়েছে। মুসলমান রাজত্বের পূর্বে কোনো নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে জানা যায় নি।[১]

তন্ত্রোক্ত গ্রন্থতালিকার মূল্য—একদা আমাদের দেশে তন্ত্রনামে এক বিরাট্ শাস্ত্র যে প্রচারিত ছিল উপরের তালিকা থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

যুগপ্রভাবে ধর্মসাধনা আমাদের দেশেও মন্দীভূত হয়েছে, তবে লোপ পায় নি। তান্ত্রিক

১ দ্রঃ Śakti worship and the Śakta Saints of Bengal, S. R. C. M., Vol. II, p. 292

সাধনা এখনও চলছে। কাজেই সাধকদের কাছে তন্ত্রের পুঁথি এখনও রক্ষিত আছে। কিন্তু কি পরিমাণে আছে জানা অত্যন্ত দুরূহ। তবে সাধারণভাবে বলা যায় ভারতে বৈজ্ঞানিক যুগ প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে এ সাধনা যেরূপ ব্যাপক এবং প্রবল ছিল উক্ত যুগ প্রবর্তনের পর তা আর থাকে নি। ফলে সাধকের সংখ্যাও যে ক্রমে কমে এসেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই অবস্থায় যথার্থ যত্নের অভাবে তন্ত্রের একদা প্রচলিত অনেক পুঁথি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা। মুদ্রিত তন্ত্রের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এইজন্য তন্ত্রবর্ণিত তন্ত্রগ্রন্থের তালিকার একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

নির্ঘণ্ট

অ

ই

ঋ

এ ঐ

ঘ

চ

ট ঠ

ড

ন

ম

র

শ

ষ

পুস্তক-বিবরণী

অগ্নিপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১৪

অথর্ববেদসংহিতা : শ্রীপাদশর্মা-সম্পাদিত, ঔন্ধ সং, ১৯৯৫ বিক্রম সং

অর্থশাস্ত্রম্ : মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী-সম্পাদিত, ত্রিবেন্দ্রাম, ১৯২৫

অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্ : রঘুনন্দনপ্রণীতম্, শ্যামাকান্তবিদ্যাভূষণসম্পাদিতম্, কলিকাতা, ১৩৭৭ বাং

আনন্দলহরী : শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রকাশিত, ১ম সং

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র : Edited by Dr. Richard Garbe, Asiatic Society, Vol. I, 1882 ; Vol. II, 1902 ; Vol. III, 1902

আর্ষং পাণিনীয়ং ব্যাকরণম্ : পণ্ডিত হরিশঙ্কর পাণ্ডেয়-সম্পাদিতম্, ১৯৩৮

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রম্ : Edited by Dr. Kunhanraja, Adyar Library, 1937 ; ত. গণপতি শাস্ত্রী-সংশোধিতম্, অনন্তশয়নসংস্কৃতগ্রন্থাবলী, গ্রন্থাঙ্ক ৭৮, ত্রিবাঙ্কুর, ১৯২৩

ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী : ১ম ভাগ, Kashmir Series of Text and Studies, No. XXII, 1918; ২য় ভাগ, No . XXXIII, 1922

ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ, ৪র্থ সং : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩২

উপনিষৎগ্রন্থাবলী : স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত, ১ম ভাগ, ২য় সং, ১৩৪৯ ; ২য় ভাগ, ২য় সং, ১৩৫১ ; ৩য় ভাগ ১ম সং, ১৩৫১

ঊনবিংশ সংহিতা : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১০

ঋগ্বেদসংহিতা : বৈদিক সংশোধনমণ্ডল-প্রকাশিত, ১ম ভাগ, ১৯৩৩ ; ২য় ভাগ ১৯৩৬ ; ৩য় ভাগ, ১৯৪১ ; ৪র্থ ভাগ, ১৯৪৬ ; ৫ম ভাগ, ১৯৫১

ঐতরেয়-আরণ্যকম্ : রাজেন্দ্রলালমিত্র-পরিশোধিতম্, Bibliotheca Indica, 1876

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ : সামশ্রমিসত্যব্রতশর্মা-সম্পাদিত, ১ম ভাগ, ১৮৯৫ ; ২য় ভাগ, ১৮৯৬ ; ৩য় ভাগ, ১৮৯৬

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, বঙ্গানুবাদ : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কলিকাতা, ১৩১৮

কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন : হরিহরানন্দ আরণ্য, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত অভিনব সং, ১৯৩৮

কল্যাণ, শক্তি-অঙ্ক, আগস্ট, ১৯৩৪

কল্যাণ, যোগ-অঙ্ক, আগস্ট, ১৯৩৫

কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রম্ : চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

কাদম্বরী, Edited by Dr. P. L. Vaidya, Orient Book Agency, Poona, 1951

কামরূপশাসনাবলী : পদ্মনাভ ভট্টাচার্য, ১৩৩৮

কামাখ্যাতন্ত্রম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিতম্

কালিকাপুরাণ : বঙ্গবাসী সং

কালীতন্ত্রম্ : সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থাবলী, গ্রন্থাঙ্ক ২, ১৩২৯

কালীবিলাসতন্ত্র : Tantrik Texts, Vol. VI, 1917

কুমারসম্ভবম্ : হরিদাস-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক ৯০, চৌখাম্বা, ১৯৫৭

কুলচূড়ামণিতন্ত্র : Tantrik Texts, Vol. IV, 1915

কুলার্ণবতন্ত্র : তারানাথবিদ্যারত্ন-সম্পাদিত, Tantrik Texts, Vol. V, 1917 ; এবং গণেশ এণ্ড কো-প্রকাশিত, ১৯৬৫ এবং রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত

কূর্মপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, ১৩১১

কৌটলীয়ার্থশাস্ত্রম্ : বিদ্বান্ এন্ এস্ বেঙ্কটনাথাচার্য-সম্পাদিতম্, ১৯৬০, প্রাচ্যবিদ্যা-সংশোধনালয়-সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ১০৩

কৌলাবলীতন্ত্রম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্

কৌলাবলীনির্ণয় : TantrikTexts, Vol. 14

কৌলমার্গরহস্য : সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত, সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাবলী, নং ৭৬

ক্রমদীপিকা : বিদ্যাবিনোদশ্রীগোবিন্দভট্টাচার্যকৃতবিবরণোপেতা, Choukhamba Sanskrit Series. No. 233

খাদিরগৃহ্যসূত্রম্ : Edited by A. Mahadeva Śastri, Bibliotheca Sanskrita, No. 41, Mysore 1913

গন্ধর্বতন্ত্রম্ : রামচন্দ্র কাক- ও হরভট্টশাস্ত্রী-সম্পাদিত, শ্রীনগর, কাশ্মীর, ১৯৩৪

গরুড়পুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১৪

গাথাসপ্তশতী : নর্মদেশ্বর চতুর্বেদী-সম্পাদিত, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা ৫৫, ১৯৬১

গায়ত্রীতন্ত্রম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্

গোপথব্রাহ্মণ : Bibliotheca Indica, New Series, Nos. 215, 252, 1872

গোভিলগৃহ্যসূত্রম্ : মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-সম্পাদিত, ১ম ভাগ, ১৯০৮ খৃঃ ; ২য় ভাগ, ১৮৩০ শকাব্দ

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ১ম খণ্ড : Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 18, 1925

গৌড়বহ : বাক্‌পতি, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত-সম্পাদিত, ১৮৮৭

গৌতমীয়তন্ত্রম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্

ঘেরণ্ডসংহিতা : The Panini Office, 1914 ; এবং বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৭৮ শকাব্দ

চরকসংহিতা : কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত- ও কবিরাজ শ্রীবলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত-সম্পাদিত, ১ম সং, আদ্যখণ্ড, ১৮৪৯ শকাব্দ

ছান্দোগ্যোপনিষৎ : আনন্দাশ্রম-সংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ১৪, ১৯১৩

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং

জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণ : Edited by Dr. Raghuvira and Dr. Lokeshchandra, 1954

জ্ঞানী গুরু : স্বামী নিগমানন্দ, ষষ্ঠ সং, ১৩৩৬

তন্ত্রতত্ত্ব : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, প্রথম ভাগ, ২য় মুদ্রাঙ্কণ, ১৩১৭

তত্ত্বপ্রকাশ : অনন্তশয়নসংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ৬৮, ১৯২০

তন্ত্রপরিচয় : সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ, ১ম সং, ১৩৩৬

তন্ত্ররাজতন্ত্র : Tantrik Texts, Vols. VIII, XII

তন্ত্রসার : অভিনবগুপ্ত, কাশ্মীর সংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ১৭, ১৯১৮

তন্ত্রসার : কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী-সম্পাদিত, ৩য় সং

তন্ত্রালোক : Kashmir Series of Texts and Studies,

No.	XXIII,	Vol. I,	1918
"	XXVIII,	Vol. II,	1921
"	XXIX.	Vol. VI,	1921
"	XXX,	Vol. III,	1921
"	LII,	Vol. X,	1933
"	LVII,	Vol. XI,	1936

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ : কাশী সংস্কৃত সিরিজ গ্রন্থমালা, নং ১০৫, প্রথম ভাগ, ১৯৩৫ ; ২য় ভাগ ১৯৩৬

তান্ত্রিক গুরু : স্বামী নিগমানন্দ, ৪র্থ সং ১৩৩১

তারাতন্ত্রম : গিরীশচন্দ্রবেদান্ততীর্থসঙ্কলিতম্, গৌড় গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক ১

তারাভক্তিসুধার্ণব : Tantrik Texts, Vol. XXI., 1940

তারারহস্যম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্

তিথিতত্ত্বম্ : নীলকমল বিদ্যানিধি-সম্পাদিতম্, কলিকাতা, ১৩০৪
তৈত্তিরীয়-আরণ্যকম্ : রাজেন্দ্রলালমিত্রপরিশোধিতম্, কলিকাতা, ১৮৭২
তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণম্ : প্রথমাষ্টকম্, Government Oriental Library Series, Bibliotheca Sanskrita, No. 36, Mysore, 1908; দ্বিতীয়াষ্টকম্, University of Mysore Oriental Library Publications, Sanskrit Series No. 57, 1921; তৃতীয়াষ্টকম্, প্রথমভাগঃ, Government Oriental Library Series, Bibliotheca Sanskrita, No. 38, Mysore, 1911; দ্বিতীয়-ভাগঃ. Bibliotheca Sanskrita, No, 42, Mysore 1913
তৈত্তিরীয়-সংহিতা : Bibliotheca Indica, Vol. IV, 1881; Vol. VI, 1889; Vol. X. 1897
ত্রিপুরারহস্য : The Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 15, Part I, 1925
দক্ষসংহিতা (দ্রঃ ঊনবিংশ-সংহিতা : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১০)
দক্ষিণভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ : সারদাপ্রসন্ন দাস, ১৩৪১
দুর্গাসপ্তশতী : গুপ্তবত্যাদিসপ্তটীকা-সম্বলিতা, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৯১৬
দেবীপুরাণ : বঙ্গবাসী সং, ১৩১১
দেবীভাগবতম্ : পঞ্চাননতর্করত্নসম্পাদিতম্, ২য় সং, ১৮৩২ শকাব্দ
দ্বীপময়ভারত : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪০
নদীয়াকাহিনী : কুমুদনাথ মল্লিক, ২য় সং, ১৩১৯
নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস ধর্ম ও সাধনা : ডঃ কল্যাণী মল্লিক, ১৯৫০
নানাকথা : বাবা সর্বানন্দ-প্রণীত, কঙ্কালী আশ্রম, পোঃ মহেশপুর, ১৩৬১
নারদপঞ্চরাত্র : Edited by K. M. Banerji, Asiatic Society of Bengal, 1862
নিত্যোৎসব : উমানন্দবিরচিত (পরশুরামকল্পসূত্র, ২য় খণ্ড), Gaekwad Oriental Series, Vol. XXIII
নির্বাণতন্ত্রম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্
নিরুত্তরতন্ত্রম্ : ঐ
পঞ্চদশী : তুকারাম জাওজী প্রকাশিত, ১৯১৮
পরশুরামকল্পসূত্র, ১ম খণ্ড : Gaekwad Oriental Series, Vol. XXII
পরিষদ্-পত্রিকা, বর্ষ ২, অঙ্ক ৪, ১৯৬৩, বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্, পাটনা (মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজঃ কাশী কী সারস্বত সাধনা)

পাদুকাপঞ্চকম্ : তারানাথবিদ্যারত্নসম্পাদিতম্, Tantrik Texts, Vol. II, 1913
পারস্করগৃহ্যসূত্রম্ : বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, শকাব্দ ১৮১৫
পুরশ্চর্যার্ণব : নেপালমহারাজাধিরাজ প্রতাপসিংহ সাহ বাহাদুর বর্ম-বিরচিত, ১ম খণ্ড, ১৯০১ ; ২য় খণ্ড, ১৯০২ ; ৩য় খণ্ড, ১৯০৪
পুরোহিত-দর্পণ : পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সঙ্কলিত, একত্রিংশ সং, ১৩৬৩
পূজাতত্ত্ব : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ-প্রকাশিত, ১ম সং
পূজাপার্বণ : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ১৩২৮
প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় : The Kashmir Series of Texts and Studies, Vol. III, 1911
প্রপঞ্চসারতন্ত্র : Tantrik Texts, Vols. III, XIX, XX
প্রাণতোষণীতন্ত্র : বসুমতী সাহিত্যমন্দির-প্রকাশিত, ১ম সং
প্রেমিক গুরু : স্বামী নিগমানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৩৯
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভাগ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৫ (শরচ্চন্দ্র রায় : ভারতের মানব ও মানবসমাজ)
বরাহপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৩১৩
বরিবস্যারহস্যম্ : পণ্ডিতসুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী-সম্পাদিতম্, Adyar Library, 1941
বাংলার বাউল ও বাউলগান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১ম সং, ১৩৬৪
বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং ১৯৩৬
বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব : নীহাররঞ্জন রায়, ১ম সং ১৩৫৬
বাজসনেয়িমাধ্যন্দিনশুক্লযজুর্বেদসংহিতা : বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী-সংশোধিত, বোম্বাই, ১৯১২
বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব : আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ৫৬, ১৯৪৮
বামা ক্ষ্যাপা : যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫ম সং
বায়ুপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৭
বাসবদত্তা : Edited by Fitzedward Hall, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1859
বিষ্ণুপুরাণ : জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-প্রকাশিত, ১৮৮২
বৃহৎকথামঞ্জরী : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪১
বৃহৎতন্ত্রসার : কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১০ম সং, ১৩৪১
বৃহৎসংহিতা : মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী-সম্পাদিত, ১৮৯৫
বেদান্তকল্পতরু : Vizianagram Sanskrit Series, Vol XI, Part I, 1895
বেদান্তসার : সদানন্দ যোগীন্দ্র, স্বামী নিখিলানন্দ-সম্পাদিত, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, ১৯৪৯
বেদান্তসার : সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৩য় সং, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬

বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৩৬ শকাব্দ
বৌদ্ধধর্ম : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৫
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৮২৭ শকাব্দ
ব্রহ্মসূত্র—শঙ্করভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল সহ : মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী-সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৩৮
ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ শ্রীমৎ শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃতং, শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিতকৃতশিবার্কমণিদীপিকাখ্যব্যাখ্যা-সহিতম্ : প্রথমসম্পুটম্, নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয়, ১৯০৮ ; দ্বিতীয়সম্পুটম্ ১৯১৮
ব্রহ্মসূত্র—শ্রীভাষ্য, ৩য় খণ্ড : সাহিত্যপরিষদ্ গ্রন্থাবলী, সংখ্যা ৩৬, ১৩২০
ব্রহ্মসূত্রস্য শক্তিভাষ্যম্ : পঞ্চাননতর্করত্নবিরচিতম্, প্রথমাধ্যায়ঃ, ১৮৫৯ শকাব্দাঃ, দ্বিতীয়াধ্যায়াদ্ গ্রন্থসমাপ্তিপর্যন্তম্, ১৮৬১ শকাব্দাঃ
ভাবপ্রকাশ : কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত- ও কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-প্রকাশিত, ২য় সং
ভারতভ্রমণ : ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, ১৩১৭
ভারতীয় উপাসকসম্প্রদায় : অক্ষয়কুমার দত্ত, ২য় সং
ভারতে শক্তিপূজা : স্বামী সারদানন্দ, ৫ম সং, ১৩৩৫
মনুসংহিতা : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন-সংশোধিত, কলিকাতা, ১২৯২
মরুতীর্থ হিংলাজ : অবধূত, ১ম সং
মৎস্যপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৬
মহানির্বাণতন্ত্র : আর্থার এভালন-সম্পাদিত, ১৯২৯
মহাভারত : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, ১৮৩০ শকাব্দ
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ : চিন্তামণিভট্টাচার্যসম্পাদিতম্, Calcutta Sanskrit Series, Vol. VII
মার্কণ্ডেয়পুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৬
মালতীমাধবম্ : দেবধর- ও সুরু-সম্পাদিত, পুণা, ১৯৩৫
যজ্ঞকথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৩২৭
যোগবাশিষ্ঠ : বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী পণশীকর-সম্পাদিত, ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় সং, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৮
যোগিনীতন্ত্রম্ : রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিতম্
যোগিনীহৃদয়দীপিকা : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, The Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 15
যোগী গুরু : স্বামী নিগমানন্দ, ৭ম সং, ১৩৩৩

রাজতরঙ্গিণী : হিতবাদী পুস্তকালয়, ১ম খণ্ড, ১৩১৭ ; ৩য় খণ্ড, ১৩১৯
রামচরিত : অভিনন্দ, G. O. S., No. XLVI, 1930
রুদ্রযামল, উত্তরতন্ত্র : জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত, ৩য় সং, ১৯৩৭
রুদ্রযামল : রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত
ললিতাসহস্রনাম : নির্ণয়সাগর প্রেস, ৪র্থ সং, ১৯৩৫
লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র : আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-পরিশোধিত, ১৮৭২
লিঙ্গপুরাণ : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস-প্রকাশিত
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র : ১ম ভাগ, কালীখণ্ড, G. O. S., Vol. LXI ; ২য় ভাগ, তারাখণ্ড, Vol. XCI ; ৩য় ভাগ, সুন্দরীখণ্ড, Vol. CIV.
শঙ্করবিজয় : Bibliotheca Indica, Nos. 46, 137, 138, Calcutta, 1868
শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা, ১ম খণ্ড, ৮ম সং : বসুমতী সাহিত্য মন্দির
শতপথব্রাহ্মণ, ২য়, ৪র্থ, ৫ম ভাগ : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৯৪০
শাক্তপ্রমোদ : শ্রীরাজদেবনন্দন সিংহ বাহাদুর কর্তৃক সংগৃহীত, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৯৫১
শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রম্ : সীতারামসহগলসম্পাদিতম্, নূতন দিল্লী, ১৯৬০
শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র : Edited by Alfred Hillebrandt, The Bibliotheca Indica, Vol III, 1897
শারদাতিলকতন্ত্রম্ : Tantrik Texts, Vols. XVI , XVII, 1933
শিবপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৪
শিবসংহিতা : The Sacred Book of the Hindus, Vol. XV, Part I, The Panini Office, 1942
শিবসূত্রবার্তিকম : Kashmir Series of Texts and Studies, Vols. IV and V, 1916
শুক্রনীতিসার : জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত, ২য় সং, ১৮৯০
শ্যামারহস্যম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্
শ্রীকরভাষ্যম্ : সি. হয়বদন রাও-সম্পাদিত, বাঙ্গালুর, ১৯৩৬
শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র : G. O. S., No. 53
শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোসিপ লেকচর : মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১ম বর্ষ, ২য় সং, ১৮২৬ শকাব্দ ; ৪র্থ বর্ষ, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ ; ৫ম বর্ষ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রীদুর্গা : স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ১ম সং, ১৩৫৪
শ্রীপরাত্রিংশিকা : কাশ্মীর সংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ১৮, ১৯১৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৪৬

শ্রীমদ্ভাগবতম্ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিতম্, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৫
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ২য় সং, ১৩৬৪
শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রম্ : The Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 11, 1924
শ্রীশিবদৃষ্টি : কাশ্মীর সংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ৫৪, ১৯৩৪
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্, রাধিকানাথ গোস্বামী- ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী-সম্পাদিত, ষষ্ঠ সং
শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতাপ্রসঙ্গ : রাজবালা দেবী, বেনারস, ১৩৫৯
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : আনন্দাশ্রম সংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ১৭
ষট্চক্রনিরূপণ, ষট্চক্রবিবৃতি } তারানাথ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত, T. T. Vol. II, Calcutta, 1913
সর্বদর্শনসংগ্রহ : মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সম্পাদিত, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1924
সদুক্তিকর্ণামৃত : শ্রীধরদাস-সম্পাদিত, Asiatic Society of Bengal, 1912
সরস্বতী : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ১৩৪০
সনৎকুমারতন্ত্রম্ : রসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়প্রকাশিতম্
সাঙ্খ্যায়ন-আরণ্যক : আনন্দাশ্রম সংস্কৃতগ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ৯০, ১৯২২
সাংখ্যকারিকা : Madras University, 1948
সাধক কবি রামপ্রসাদ : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১ম সং, ১৯৫৪
সাধনরহস্যম্ : প্রথম খণ্ডম্ : অন্নদাপ্রসাদকবিভূষণসংগৃহীতম্, শকাব্দা ১৮৫২
সাধনরহস্যপরিশিষ্টম্ : অন্নদাপ্রসাদকবিভূষণসংগৃহীতম্
সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, The Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 13, 1925
সিদ্ধান্তসার : বিহারীলাল সরকার-সংগৃহীত, শ্রীসরসিলাল সরকার-প্রকাশিত, কালিঘাট, কলিকাতা
সুশ্রুতসংহিতা : কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার কর্তৃক অনূদিত, ২য় সং, কলিকাতা, ১৩১৮
সৌন্দর্যলহরী : University of Mysore Oriental Research Institute Publications, Sanskrit Series, No. 11|85|91
স্কন্দপুরাণ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং
হঠযোগপ্রদীপিকা : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৭৪ শকাব্দ
হরিবংশ : পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী কিঞ্জওয়াডেকর-সম্পাদিত, ১ম সং, পুণা, ১৯৩৬

Abhinavagupta : Dr. K. C. Pandey, The Chowkhamba Sanskrit Series Studies, 1st Ed., 1935 ; 2nd Ed., 1963

A Cultural History of Assam : Dr. B, K. Barua, Vol. I, 1951

Aditi and Other Deities in the Veda : M. P. Pandit, 1st Ed., Madras, 1958

A History of Indian Literature : Winternitz, English Translation, Calcutta University, Vol. I, 1927 ; Vol. II, 1933

A History of Indian Philosophy : Dr. Surendranath Das Gupta, Vol. V, Cambridge, 1955

A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy : B. M. Barua, Calcutta University, 1921

A History of Saṁskṛta Literature : V. Varadachari, Allahabad, 1952

A History of Sanskrit Literature : A. B. Keith, Oxford, 1928

A History of Sanskrit Literature : S. N. Das Gupta and S. K. Dey, Vol. I, Calcutta University, 1947

A History of South India : Nilkantha Shastri, Oxford University Press, 1955

Alberuni's India : Edward C. Sachau, Vol. I, London, 1914

An Advanced History of India : R. C Mazumdar, N. C. Roy Chaudhuri and Kalikinkar Datta, 2nd Ed., 1950

Ancient Art and Ritual : Jane Ellen Harrison, Williams and Norgate, London, 1913

Ancient Indian Colonies in the Far East : Dr. R. C. Mazumdar, Vol. I, Champa, 1927 ; Vol. II, Suvarnadvipa, Part I, 1937 ; Part II, 1938

Ancient Indian Historical Tradition : Pargiter F. E, London, 1922

An Introduction to Tantrik Buddhism : Sashibhusan Das Gupta, University of Calcutta, 1950

Annals of Bhandarkar Research Institute, No. 18, 1938 (Tantrik Doctrine of Divine Biunity : Coomarswamy)

Anthropology : E. B. Tylor, 1st Ed., Macmillan and Co., London, 1904

Archaeological Survey of India : 1903-1904

Atharvaveda Samhita : translation by W. D. Whitney, H. O. S., Vols. VII, VIII, 1905

A Vedic Concordance : H. O. S., Vol. 10

A Vedic Index : Maurice Bloomfield, Cambridge, 1906

Barhut : B. M. Barua, Book II, Calcutta, 1934
Bhāskarī, Vol. III : The Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 84, 1954
Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum : Nalini-kanta Bhattasali 1929
Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Vol. V, Sept., 1954, No. 9 (Some aspects of Śakti Worship in Ancient India : J. N. Banerjee)
Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III : J. F. Fleet, 1888
Dialogues of the Buddha, Part I : F. Max Muller, Sacred Book of the Buddhists, Vol. II, 1956
Dīghanikāya, Sīlakkhandha Vagga : Pali Publication Board, Bihar Government, 1958
Doctrine of Śakti in Indian Literature : Prabhatchandra Chakravarty, Calcutta 1940
D. R. Bhandarkar Volume : Bimala Charan Law, Indian Research Institute, Calcutta, 1940
Dravidian Gods in Modern Hinduism : W. T. Elmore, Hamilton, N. Y., 1915
Elements of Hindu Iconography : T. A. Gopinath Rao, Vol. I. Parts I and II, 1914
Encyclopaedia Britanica, Vols. 1, 14, 15, London, 1961
Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vols. 2, 5, 6, 9, 12 : Charles Scribner's Sons, New York, 1955
Epigraphia Indica, Vols. XVIII, 1925 ; XIX, 1927-28 ; XX, 1929-30 (List : Bhandarkar) ; XXI, 1931
Further Excavations at Mahenjo-Daro : Mackay, Vol. I, 1938
Gaüdavaha : Edited by Shaṅkar Paṇḍurang Paṇḍit, Bombay Sanskrit Series ; No. XXXV
Groundwork of the Philosophy of Religion : Atkinson Lee, London, 1946
Hinduism and Buddhism, Vols. I, II, III : Sir Charles Eliot, Edward Arnold and Co., London, 1921
Hindu Civilization, Parts I, II : Dr. R. K. Mukherjee, Bharatiya Vidya-Bhavana, 1957
Hindu Civilization in the Far East : Dr. R. C. Mazumdar, 1st Ed., 1944

Hindu Religions : Wilson H, H., Calcutta, 1899
History of Indian and Indonesian Art : Ananda K. Coomarswami, London, 1927
History of the Pallavas of Kanchi : R. Gopalan, University of Madras, 1928
History of Philosophy, Eastern and Western, Vol. I : Sponsored by the Ministry of Education, Government of India, 1952
History of Religion : Allan Menzies, John Murray, London, 1895
Indian Culture, Vol. VIII, No. I (An Account of the Fiftysix Countries in and on the Borders of India by Dr. Dineshchandra Sarkar)
Indian Historical Quarterly, Vol. VI, 1930 ; Vol. IX, 1933 ; Vol. X, 1934 ; Vol. XXIII, No. 4, 1947
Indo-Aryan and Hindi : Dr. S. K. Chatterjee, Calcutta, 1960
Inscription of Kambuja : Dr. R. C. Mazumdar, The Asiatic Society Monograph Series, Vol. VIII, 1953
Is Śivalinga A Phallus ? : Swami Shankarananda, 1957
Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, Vol. XIV, (The Śāktā Pithas : D. C. Sarkar)
Jayākhya Samhita : G. O. S., Vol. LIV, 1931
Kathāvatthu, Vol. II : Edited by Taylor, Pali Text Society, London, 1897
Kāmakalāvilāsa : Edited by A Avalon, 2nd Ed., Ganesh and Co., Madras, 1953
Kashmir Shaivism : J. C. Chatterji, 1914
Kautilya's Arthaśāstra : R. Shamasastry, Mysore, 1960
Kaula and Other Upanishads : (Kaulopanishat, Tripurāmahopanishat, Bhavanopanishat, Bahvṛcopanishat, Arunopanishat, Kālikopanishat), T. T. Vol. XI, Luzac+Co., London, 1922
Kirāta-Jana-Kṛti : Dr. S. K. Chatterji, Royal Asiatic Society of Bengal, 1951
Lectures on Comparative Religion : A. A. Macdonell, University of Calcutta, 1925
Mahāmāyā : Sir John Woodroffe and Pramathanath Mukhopadhyay, Ganesh and Co., Madras, 1954
Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 66, 1942 (Nalanda and its Epigraphical Material by Hirananda Shastri)

Mesopotemia : Delaparte. L, London, 1925
Mohenjo-Daro and the Indus Civilization : Sir John Marshal, Vol. I, London, 1931
Myth of Babylonia and Assyria : Donald A Mackenzie, The Gresham Publishing Company Ltd, London
Myths and Symbols in Indian Art and Civilization : Heinrich Zimmer, 1946
Natural History : Pliny, Vol. II, translation by H. Rackham, Harvard University Press, 1947
Obscure Religious Cults As Background of Bengali Literature : Shashibhusan Das Gupta, 1946
On Yuan Chwang's Travels in India : Thomas Watters, Vol. I, London, 1904 ; Vol. II, London, 1905
Original Sanskrit Texts : Muir, Trubner+Co., London
Pāsupata Sūtras : Trivandrum Sanskrit Series, No. CXLIII, University of Travancore, 1940
Philosophical Essays : Surendranath Das Gupta, University of Calcutta, 1941
Pre-Aryan and Pre-Dravididian in India : Sylvan Levi, translated by Dr. P. C. Bagchi
Primitive Culture : E. B. Taylor, Vols. I, II ; John Murray, London, 1920
Principles of Tantra : Arthur Avalon, Parts I, II ; Ganesh and Co., Ltd., 1952
Rajatarangini (translation) : Ranjit Sitaram Pandit, The Indian Press, Allahabad, 1935
Religious Thought and Life in India : M. Williams, Part I, John Murray, London, 1883
Rudra Śiva : Dr. N. Venkataramanayya, University of Madras, 1941
Sādhanamāla, Vol. II : G. O. S., No. XLI
Select Inscriptions Bearing On Indian History and Civilization : Dr. D. C. Sarkar, Vol. I, Calcutta University, 1942
Sex and Sex-Worship : O. A. Wall, Henry Kimpton, London, 1919
Shakti and Shākta : Sir John Woodroffe, Fourth Ed., Ganesh and Co., Ltd, 1951
Shree Brahma Samhita : translation and purport by Paramahaṁsa Bhakti-Siddhanta Saraswati, Gaudiya Math, Madras, 1932

Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs : R. C. Hazra, 1940

Taittiriya-Saṁhita : Parts I, II, translated by A. B. Keith, Cambridge, 1914

Tantrābhidhāna : Tantrik Texts, Vol. I, 2nd Ed., 1937

Tantrik Doctrine of Immaculate Conception : Elizabeth Sharpe, 1933

The Age of the Imperial Guptas : R. D. Banerjj, Calcutta University, 1933

The Buddhacarita : Edited by E. H. Johnston, Part I, 1935 ; Part II, 1936

The Buddha-Karita of Aswaghosa : E. B. Cowell, Oxford, 1893

The Bṛhad-Devatā : H. O. S., Vol. V, Part I, 1904 ; Vol. VI, Part II, 1904

The Cambridge Ancient History : Editors J. B. Bury and Others, 19_3

The Cambridge History of India : Supplementary Volume

The Cultural Heritage of India, Shrī Ramakrishna Centinary Memorial Volume II

The Cultural Heritage of India, Vol. IV : Published by the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1956

The Developement of Hindu Iconography : J. N. Banerji, 2nd Ed, 1956

The Dīgha-Nikāya : Edited by Rhys Davids and Carpenter, Vol. I, Pali Text Society, London, 1949

The Dhatuvritti of Madhavacharya, Vol. II, Parts I, II : Bibliotheca Sanskrita, Nos. 30, 31

The Dravidian Element in Indian Culture : Gilbert Slator, London, 1924

The Early History of India : Vincent A. Smith, Oxford, 1914

The Garland of Letters : Sir John Woodroffe, Ganesh and Co., Ltd, 1955

The Gods of Northern Buddhism : Allice Getty, 1914

The Golden Bough : J. G. Frazer, 3rd Ed, Part I, Vols. I, II ; Part IV, Vol. II ; Part V, Vol. I ; Macmillan+Co., London, 1914, 1917

The Golden Bough : J. G. Frazer (Abridged Ed.), Macmillan+Co , London, 1929

The Great Liberation : Arthur Avalan, Ganesh+Co., Ltd, 1927

The Greeks in Bactria and India : W. W. Tarn, Cambridge, 1951
The Grihya-Sūtras, Part II, S. B. E. Series, Vol. XXX, Oxford, 1892
The History of Orissa : Dr. Harekrishna Mahatab, Vol. I, 1st Ed. Cuttack, 1959
The Indian Antiquary, Vol. XXXV, 1906
The Indian Philosophical Congress, 1950, Silver Jubilee Commemoration Volume (Symbolism in Religion by Dr. D. M. Datta)
(The) Indus Civilization : M. Wheeler, 1953
The Indus People Speak : Swami Sankarnanda, 1955
The Majjhima-Nikaya : Edited by V. Trenckner, Pali Text Society, London, 1888
The Markaṇdeya Purāṇa, translated by F. E. Pargiter, Calcutta, 1904
Themis : Jane Ellen Harrison, Cambridge University Press, 1912
The Mother Goddess Kāmākhyā : Dr. Banikantha Kakati, 1914
The Nighantu and the Nirukta : Dr. Lakshman Swarup, 1927
The Persian Religion : Emile Benveniste, Paris, 1929
The Periplus of the Erythraean Sea : translation by Wilfred H. Scoff, Longmans, Green, And Co., 1912
The Religion and Philosophy of the Atharvaveda : Dr. J. N. Shende, Bhandarkar Oriental Research Series, No. 8, 1952
The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads : A. B. Keith, H. O. S., Vols 31, 32 ; 1925
The Religions of India : E. W. Hopkins, London, 1896
The Religion of Tibet : Sir Charles Bell, Oxford, 1931
The Religion of the Veda : M. Bloomfield, 1908
The Ṛgvedic Culture of the Pre-historic Indus : Swami Shankarananda, Vol. I, 1944 ; Vol. II, 1944
The Sāṅkhyakarika of Isvarakṛṣṇa : Edited by S. S. Suryanarayan Sastri, University of Madras, 1948
The Satapatha-Brāhmaṇa : translated by J. Eggeling, S. B. E. Series, Vols. XXVI XLI, XLIII, 1900
The Serpent Power : Arthur Avalon, 2nd Revised Edition, 1924
The Sucessors of the Sātavāhanas in Lower Decean : Dineshchandra Sarkar, Calcutta University, 1939
The Works of Śri Śankarācharya : Vols. I, VI, VII, Śrī Vāṇī Vilās Edition.

The Yantram : Swami Pratyagātmānanda Saraswati, P. Ghosh and Co, Calcutta
The Yoga Upanishads : Edited by A. Mahadeva Sastri, Adyar Library, 1920
The Yogini-Hridaya Dīpikā : Part II, The Prince of Wales Sarasvati Bhavana Texts, No. 7, 1924
The Varieties of Religious Experience : William James, 1902
The Vedic Age : General Editor R. C. Mazumdar, George Allen and Unwin Ltd., London, 1952
The Village Gods of South India : H. Whitehead, 2nd Ed., 1921
The Zend Avesta, Part II, S. B. E. Series, Vol. XXIII, Oxford, 1883
Vaiṣṇavism Śaivism and Other Minor Religious Systems : R. G. Bhandarkar, Stressburg, 1913
Vedic Mythology : A. A. Macdonnel, Encyclopoedia of Indo-Aryan Research, Edited by Bühler, Vol. III, Part IA
Vinaya Texts : S. B. E. Series, Vol. XVII, Edited by F. Max Müller, 18:2
Works of Shankaracharya : Vol. II, Part I, Edited by H. R. Bhagat, 1927